সনকাদি মুনিরা সৌতিরে জিজ্ঞাসিল।
কদ্রু আর বিনতার কি প্রসঙ্গ হৈল॥
সৌতি বলে দুইজন দেখি তুরঙ্গম।
অতি সুলক্ষণ অশ্ব অতি মনোরম॥
কদ্রু বলে বিনতাকে দেখ অশ্ববর।
কোনবর্ণ ধরে অশ্ব পরম সুন্দর॥
বিনতা বলেন ঘোড়া শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোন বর্ণ দেখ কহত আমারে॥
কদ্রু বলে কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুইজনে বলাবলি হইল বিস্তর॥
কদ্রু বলে বনিতা কোন্দল কি কারণ।
দুই জনে আইস তবে করি কিছু পণ॥
দাসী হয়ে থাকিবেক যেই জন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে গেল নিজ ঘরে॥
অস্ত গেল দিনমণি দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকলে॥
সহস্রেক পুত্র কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত কাছে বসাইয়া॥
পুত্রগণ বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে॥
কদ্রু বলে অশ্ব যদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয় কর প্রতিকার॥
করিলাম বিনতার সহ আমি পণ।
হারিলে হইব দাসী না হয় খণ্ডন॥
এত শুনি নাগগণ বিরস বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন॥
যেমন জননী তুমি তেমন বিনতা।
কপটেতে দুঃখ দিব ভাল নয় কথা॥
শুনিয়া কুপিল কদ্রু দিল শাপ বাণী॥
জন্মেজয় যজ্ঞে ভস্ম হবে সব ফণী॥
কদ্রু শাপ দিল যদি আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা॥
বিষম দুর্জ্জয় ফণী লোক হিংসা করে।
আনন্দে কুসুম বৃষ্টি করে ইন্দ্রবরে॥
বিষের জ্বলনে লোক হয়ত বিনাশ।
রক্ষা হেতু ব্রহ্মমন্ত্র করিল প্রকাশ॥
দিব্যমন্ত্র গারুড়িক দিল কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্তপুরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
মায়ের বচন শুনি নাগগণে ভয়।
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়॥
তুরঙ্গের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল পুচ্ছের বর্ণ যত নাগগণ॥
উচ্চৈঃশ্রবা নিশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল।
পূর্ব্বের ধবল ইন্দু আভা লুকাইল॥
প্রভাতে উঠিয়া কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
তুরঙ্গ দেখিতে ক্রোধে যায় ত্বরা করি॥
পথে যাইতে সমুদ্র দেখিল দুইজন।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগণ॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন॥
নিকটেতে গিয়া তথা করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখি ঘোড়া অতি সুলক্ষণ॥
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ বদন।
অঙ্গীকারে বদ্ধ হয়ে করে দাসীপণ॥

গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের স্থাপন।

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে২ কায় লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতে হৈতে যেন ক্রমে সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশদিক বেড়ে॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহা ভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ঠেকিল গগণ॥
যুগান্তরে অগ্নি হেন দেখে সর্ব্বজন।
সুরাসুর কম্পবান হইল গর্জ্জন॥

অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড়কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ॥
অগ্নি বলে আমাতে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা অম্বর বলি বলে দেবগণে ॥
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতা নন্দন।
সকল লোকের হিত হিংসক হিংসন ॥
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হয়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে ॥
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন ॥
ভীমরূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজরূপ বিনতা কোঙর ॥
তোমার তেজেতে নেত্র মিলিবারে নারি।
তোমার গর্জ্জনেতে লাগিল কর্ণে তালি ॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান।
নিজ তেজ সম্বরহ করপরিত্রাণ ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈলা খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর ॥
তবে পক্ষীরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া ॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন হেতু ত্রিভুবন দহে সে তপন ॥
সৌতি বলে যেইকালে অমৃত বাঁটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল ॥
হেনকালে সূর্য্যবাক্যে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে তাহার মুণ্ড করেন ছেদন ॥
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
সেই ক্রোধে গেল রাহু পাপগ্রহ দিনে ॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিলাম আমি সবার কারণে ॥
সবে দেখে কৌতুক আমায় করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজা হইল তপন ॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর ॥
ব্রহ্মা বলে ভয় না করিহ দেবগণ।
ইহার উপায় এক করিব রচন ॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা উদরে।
রবিতেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে ॥
কত দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজন।
এত শুনি প্রবোধ পাইল দেবগণ ॥
মহাভারতের কথা শুনে পুণ্যবান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাসগান ॥

সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন ও গজ কূর্ম্মের বিবরণ।

অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতা-নন্দন।
সূর্য্য রথে যত্ন করি করিল স্থাপন ॥
অশ্ব দড়ি কড়িয়ালী ধরি বাম হাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে ॥
সূর্য্য রথে ভ.ইকে রাখিয়া পক্ষীরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীর সিন্ধু মাজ ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন বদন।
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন ॥
পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিয়া গরুড়ে করেন আশীর্ব্বাদ ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্যক দ্বীপেতে চল স্কন্ধে করে মোরে ॥
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয় ॥
কদ্রুরে করিল স্কন্ধে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল স্কন্ধে করি ॥
নাগগণে স্কন্ধে করে গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্যমণ্ডলে চলিল ॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন ॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায় ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি ॥

বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে ॥
ততক্ষণে মেঘগণে ঢাকিল আকাশ।
জল বৃষ্টি করিয়া ভরিল দিকপাশ ॥
তবে খগপতি সবে লয়ে নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে ॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর ॥
ফুল ফলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন ॥
উড়িবার শক্তি বড় আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার স্কন্ধে করিব বিহার ॥
আর এক দ্বীপ লয়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর ॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি স্কন্ধে নিতে বলে নাগগণ ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কি হেতু এমন বাক্য বলে বারে বারে ॥
একবার স্কন্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দেহে সহন না যায় ॥
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী তুমি তাহার নন্দন ॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলে কিসে কারণ ॥
বিনতা বলিল পূর্ব্বে দেখি শ্রেষ্ঠ হয়।
হারিলাম আমি পণ করিয়া নিশ্চয় ॥
দাসীপণে সেই হৈতে খটি তার আমি।
তেকারণে দাসী পুত্র হৈলে বাপু তুমি ॥
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
মায়ে এড়ি গেল সর্প মায়ের নিকটে।
কদ্রুর নিকটে বীর কহে করপুটে ॥
আজ্ঞা কর জননী গো করি নিবেদন।
কিমতে মায়ের হবে দাসীত্ব মোচন ॥
কদ্রু বলে মুক্তি যদি করিবে জননী।
শুন তবে অমৃত আমারে দেহ আনি ॥
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার।
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার ॥
যে বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর দুঃখ অবসান হৈল ॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে দেহ কিছু খাইতে ॥
জননী বলিল যাহ সমুদ্রের ধারে।
যথা আছে নিশাচর খাও সবাকারে ॥
কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবে বাপু দ্বিজ খাও পাছে ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে ॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হৈতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণ কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার ॥
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ ॥
বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবা বহুল ॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি বিনতা করেন আশীর্ব্বাদ।
যাহ পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদ ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্তি নাহি কোনজন ॥
এত বলি খগবর করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি ॥
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের প্রায় যেন সিন্ধু উথলিল ॥
পাকশাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর নরে ॥
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল ॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে ॥

গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে ॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যা বিনা আমি না রাখিব এইপ্রাণ ॥
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে।
ব্রাহ্মণ পরম ধন সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত আইস বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তিনী করে ॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর ॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
গরুড় বলিল পিতা আছি যে কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে ॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর।
না হইল ক্ষুধা শান্তি পুড়িছে উদর ॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলে অন্তরেতে ॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল ভাবি দেহ গো উদর যেন পুরে।
কশ্যপ বলেন তবে শুন খগেশ্বর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর ॥
গজ কূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে ॥
বিশ্বাবসু সুপ্রতীকে দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী তারা দোঁহার কোঙর ॥
শত্রুগণ করিল দোঁহার ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ ॥
সুপ্রতীকে কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল ॥
শত্রুগণে বলিল অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে ॥
বিশ্বাবসু জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার ॥
দোঁহাকার এইমত কহে সর্ব্বজনে।
বহুদিন এইমত দ্বন্দ্ব দুইজনে ॥
নিত্য আসি সুপ্রতীকে ভ্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিশ্বাবসু শাপ দিল ততক্ষণ।
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি
না লইয়া পরবাক্যে দ্বন্দ্ব কর তুমি ॥
নিত্য আসি জঞ্জাল করিস মোর সনে।
দিনু শাপ গজ হয়ে থাক গিয়ে বনে ॥
সুপ্রতিক বলে মোর ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিস আর মোরে কিসের লাগিয়া ॥
তুমিত কচ্ছপ হও জলের ভিতরে ॥
দুইজনে দুইশাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈল হেনকালে ॥
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে পরে হয়ত প্রমাদ ॥
সেইত কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর ॥
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তীর শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর তীর ॥
সেই গজ কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে জিনি দেবগণ ॥
ত্রিভুবন পরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুন শরীর ॥
কশ্যপের আজ্ঞা পাইয়া গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর ॥
আকাশ হইতে দেখে বিনতানন্দন।
বন হইতে গজ নিসঃরিল ততক্ষণ ॥
সরোবর তীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিল ততক্ষণ ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তথা দেখে খগরায় ॥
এক নখে গজে ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপলোকে ॥
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মনে।
নানা জাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগনে ॥

রোহিণী নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিয়া গরুড় ডাকি বলিল উত্তর॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার॥
সুস্থ হয়ে ইথে বসি করহ আহার॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা নন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ।
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্ল মুনিগণ তাহে তপ করে॥
শাখা ধরি অধোমুখে দেখে মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতা নন্দন॥
ভূমিতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিয়া ডাল মনে ভয় গণি॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল গজ কূর্ম্ম নখে।
বহুদিন গরুড় উড়িল হেন পাকে॥
কশ্যপ দেখিল গন্ধমাদন পর্ব্বত।
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীত॥
বালখিল্ল মুনিগণ হতেছে সম্বিত।
তার ভয়ে গরুড় হইল সবিস্মিত॥
কশ্যপ বলেন পুত্র করিলা কি কায।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ॥
তবেত কশ্যপ মুনি করি যোড়কর।
মুনিগণে নতি স্তুতি করিল বিস্তর॥
এইত গরুড় হয় সবাকার হিত।
তেকারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমালয় গিরি পরে করিল গমন।
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথা ফেলাইব ডাল আজ্ঞা কর মোরে
কশ্যপ বলিল যাহ কিংপুরুষ গিরি।
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে বীর খগেশ্বর।
ফেলিল যে ডাল লয়ে পর্ব্বত উপর॥
গজ কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় সুতৃপ্ত হইয়া॥

মহাতেজে গগণে উঠিল খগেশ্বর।
পাকশাটে উড়ে গেল পর্ব্বত শিখর॥
দিনকরে আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমর নগরে হৈল উৎপাত অপার॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
শচীপতি বৃহস্পতি প্রতি জিজ্ঞাসিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল॥
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্ব পাপে।
আইসে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে॥
সুধার কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা যিনি দেবগণ॥
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল যত অনুচর॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সুসজ্জা হইল সবে করিবারে রণ॥
মুনিগণ বলে শুন সূর্য্যের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কামরূপী পক্ষ সেই মহাবলধর।
কি হেতু হইল কহ করিয়া বিস্তার॥
সৌতি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্লাদি মুনির শাপ।

তপ করে পর্ব্বতে কশ্যপ মুনিবর।
ইন্দ্র আদি যত দেব তার অনুচর॥
যজ্ঞ কাষ্ঠ আনিবারে গেল মুনিগণ।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যতজন॥
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত সমান বোঝা নিয়ে পুরন্দর॥
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আইল সুরমণি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্ল মুনি॥
পলাশের পত্র সবে লইয়া মাথায়।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সবে ধীরে২ যায়॥

কতদূর গিয়া সবে গোখুর দেখয়া।
পার হৈতে নাহি পারে রহে দাণ্ডাইয়া॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ॥
উপহাস করিল করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন মত্ত দুরাচার॥
বালখিল্ল মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ইন্দ্র হতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপা মহাকাল আবিষ্ট করিবে॥
এই হেতু যজ্ঞ করে মহামুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ প্রতি তবে বলিল বচন॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মাকে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল॥
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন॥
ব্রহ্মার বচন রাখ আমার পিরিত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত॥
বালখিল্ল বলে যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হইল নষ্ট॥
কশ্যপ বলেন ভ্রষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র হে জিনিবে ত্রিভুবন॥
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে।
আর উপহাস পাছে কর ব্রাহ্মণেরে॥
ব্রাহ্মণেরে দেখিয়া না কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার নাহিক নিস্তার।
এত বলি দেবরাজে করিল মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি॥
সফল করিল ব্রত শুন গুণবতী।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেন মতে পক্ষী হৈল খগেন্দ্র কোঙর॥
তবেত গরুড় বীর গেল দেবালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে করে ভয়॥

যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল বরিষণ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভূষণ্ডী তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে২ অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ॥
কামরূপী পক্ষীরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
যত অস্ত্র পড়ে গরুড়ের তেজ বাড়ে॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড় গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলে অবোধ।
না জানিয়া আমা সঙ্গে করিছে বিরোধ॥
পলকে মারিতে পারি সবে অনায়াসে।
সাধিব আপন কার্য্য কি ফল বিনাশে॥
এত চিন্তি ততক্ষণ বিনতা নন্দন।
পাখ সাটে ধূলাতে পুরাইল গগণ॥
অনিমিষ নয়নে দেখেন দেবগণ।
ধূলায় পুরিল অঙ্গ চিন্তে সর্ব্বজন॥
পুরহুত পুরমাঝে যত রত্ন ছিল।
গরুড়ের পাকসাটে সকলি ভাঙ্গিল।
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলহ সত্বর॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতা নন্দন॥
পাখ সাট মারি কারে নখে বিদারিল।
যে পড়ে সম্মুখে ঠোঁটে চিরিয়া ফেলিল॥
রক্তেতে জর্জ্জর করে সবার শরীর।
মস্তক ভাঙ্গিল কার বুক হৈল চির॥
ফেলে চারিদিকে পাকসাটে উড়াইয়া।
যাম্যে যম পূর্ব্বে ইন্দ্র যায় পলাইয়া॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনী কুমার দোঁহে পলায় উত্তরে॥

পুনঃ আসি যুদ্ধ করে যত দেবগণ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ চন্দ্রের কারণ ॥
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতি ক্রোধ হৈল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
প্রলয় অনল যেন দহে সর্ব্বজন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণ ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি দলিয়া সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমিষ ভিতরে ॥
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিক বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল ॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া সান্ধায় ভিতর ॥
অগ্নি পার হয়ে তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণধার চক্রধার ভ্রমে নিরন্তর ॥
মক্ষিকা পড়িলে তাতে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান ॥
সূচীর প্রমাণ ছিদ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষীরাজ ॥
চক্র পার হয়ে তবে বিনতা-নন্দন।
অমৃত করিল পান আনন্দিত মন ॥
ঢাকিয়া লইল চন্দ্রে পাখার ভিতরে।
অতি বেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে ॥
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন।
সেইরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন ॥
চক্র অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইল খগবর।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর ॥
শূন্যে আইলেন তথা বিনতানন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন ॥
চতুর্ভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ।
পাখসাটে গরুড় করয়ে নিবারণ ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্রুদ্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয় কপাট ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়।
তুষ্ট হইয়া গরুড়ে বলেন দেবরায় ॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হলাম খেচর।
মনোনীত মাগ তুমি আমি দিব বর ॥
গরুড় বলিল যদি দিবে তুমি বর।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর ॥
অজয় অমর হব অজিব সংসারে।
বিষ্ণু বলেন যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে।
বর পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি যদি দিবে বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর ॥
গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার ॥
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলে বর।
শ্রীহরি বলে বৈস রথের উপর ॥
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর চন্দ্রেরে লইয়া ॥
পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি।
দৃষ্টমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি ॥
আছিল পবন ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজা মারে বজ্র গরুড় উপর ॥
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হলে পাবে বড় লাজ ॥
মুনি অস্থিজাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হইলে মম কি করিতে পারে ॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
এক গুটি পাখা দিব বজ্রের কারণ ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িলা।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে শুন ওহে খগেশ্বর ॥
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত ॥
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইনু তোমার সখা আমি ॥
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন ॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখে তিন লোক ডরি ॥

ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষীরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায় ॥
সাগর সহিতে ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমর নগরী ॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ুভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে ॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ইহা সত্য মানি খগেশ্বর ॥
যতেক বলিলে সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে ॥
চন্দ্র লৈয়া যাহ তুমি কিসের কারণ।
এই শশধর হয় সবার জীবন ॥
গরুড় বলিল মোর মাতা দাসীপণ।
চন্দ্র গেলে হইবেক সকল মোচন ॥
চন্দ্র নিতে বলিল যতেক সর্পগণ।
এই হেতু লই চন্দ্র সহস্রলোচন ॥
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তি যুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয় ॥
তোমার হইলে শত্রু হয়ত আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার ॥
হেন জনে চন্দ্র দিবা কিসের কারণ।
উপায় করিয়া মায়ে করিব মোচন ॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া চন্দ্রে করহ মোচন ॥
গরুড় বলেন সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার ॥
এখনি আনিব চন্দ্র বলিয়াছি বাণী।
হেনচন্দ্র কেমনে ছাড়িব বজ্রপাণি ॥
তবে এক বাক্য সখা করহ বিচার।
তব বাক্য রহে হয় মায়ের উদ্ধার ॥
সর্পগণ চন্দ্র পায় চন্দ্র মুক্তি পায়।
বুঝিয়া এমন যুক্তি করহ উপায় ॥
মায়াবলে থাক তুমি আমার সংহতি।
যথা আমি লইয়া থুইব নিশাপতি ॥
তথা হৈতে চন্দ্র লৈয়া করহ গমন ॥
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত মন ॥
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হইনু তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে ॥
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন।
বর দেহ ফণী মম হইবে ভক্ষণ ॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
গরুড়েরে বর দান বাসব করিল ॥
বর পাইয়া তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিলা পুরন্দর ॥
পথে যাইতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখন হে দৃঢ় করি বলহ বচন ॥
যথায় রাখিবা চন্দ্র যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি ॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে না হয় প্রত্যয় ॥
তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণ।
হের চন্দ্র আনিলাম দেখ সর্ব্বজন ॥
আমার মাতার কর দাসীত্ব মোচন।
এত শুনি সব ফণী আনন্দিত হন ॥
ফণীগণ বলিলেক নাহি আর দায়।
দাসীত্ব মোচন করিলাম তব মায় ॥
এত শুনি হৃষ্টমতি বিনতানন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন ॥
স্নান করি আইস শুচি হয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দিত হৈয়া সুধা করহ ভক্ষণ।
এই চন্দ্র রাখি দেখ কুশের উপর।
এতবলি চন্দ্র থুইয়া গেল খগেশ্বর ॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নানদান।
হেথা চন্দ্র লয়ে ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
শুচি হইয়া আইল যতেক নাগগণ।
চন্দ্র না দেখিয়া হৈল বিরস বদন ॥

জানিল হরিয়া চন্দ্র দেবরাজ নিল।
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল॥
তীক্ষ্ণধারে সবার জিহ্বাতে হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর॥
পবিত্র হইল কুশ চন্দ্র পরশনে।
সকল নিস্ফল কর্ম্ম কুশের বিহনে॥
গরুড় বিক্রম আর বিনতা মোচন।
নাগের নৈরাশ আর চন্দ্রের হরণ।
এ সব রহস্য কথা যেইজন শুনে।
আয়ু যশঃ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে॥
পুত্রার্থীকে পুত্র দেয় ধনার্থীকে ধন।
যাহাকে প্রসন্ন হন বিনতানন্দন॥
আদিপর্ব্ব ভারতের গরুড় জন্মকথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীতে গাঁথা॥

নাগরাজার তপস্যা।

সৌনকাদি মুনি বলে সুতের নন্দন।
শুনিনু গরুড় কথা অদ্ভুত কথন॥
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন কর্ম্ম কৈল কিম্বা নাম সবাকার॥
সৌতি বলে যতেক কহিব মুনিগণ।
কিছুনাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী যত জন॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকী।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গলাক্ষী॥
বামন কালীয় হৈল পূর্ণ ধনঞ্জয়।
প্রাক্ষ অনীল নীল পনস অজয়॥
অসিবর্ণ খড়গচূড় মার্জ্জক উষক।
সর্ণক পোলক রুদ্র বিমন বিতক॥
নহুষ নির্দ্ধার ধৃতরাষ্ট্র অতিশ্রয়।
হেনমত নাগ সব মহাপরাক্রম॥
সর্ব্ব হৈতে জ্যেষ্ঠ শেষ হয় বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের সাপ ভাবি হৃদিমাঝ॥
ত্যজিয়া সকল গেল তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে॥
হিমালয় আশ্রয় করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর॥
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণীপতি॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন॥
আমি কি কহিব সব তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর॥
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কোন্দল করয়ে অনুক্ষণ॥
বলেতে সমর্থ কেহ সম নহে তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার॥
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া॥
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় তার সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে॥
বিরিঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এখন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্র করাইল॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা॥
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল সেই ব্রহ্মার বচনে॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকী চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে সদা অত্যন্ত দুঃখিত॥
সব ভ্রাতৃগণ লয়ে করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতীকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার॥

ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ পিতামহ সবে স্বীকার করিল ॥
জন্মেজয় যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতীকার ॥
এতেক বচন যদি বাসুকী বলিল।
যার যেবা যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥
একনাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয় যজ্ঞে ভিক্ষা গিয়া মাগি লব ॥
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥
আর নাগ বলে কোন সে বিচিত্র কথা।
কি মতে করিবে যজ্ঞ খাব যজ্ঞহোতা ॥
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া।
যজ্ঞের সদনে সবে থাকিব বেড়িয়া ॥
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ ॥
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকী বলিল নাহি রুচে মম মনে ॥
আমা সবা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে।
কাহার শকতি ভাই তাহারে হিংসিবে ॥
মায়ের বচন কভু নহেত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না হয় খণ্ডন ॥
পাণ্ডুবংশে জন্মেজয় হইবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি ॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
অবধানে শুন সব ব্রহ্মার বচন ॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
নাগগণ তখনি ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসিল ॥
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে।
আর কোন জন হেন আছয়ে ভুবনে ॥
ব্রহ্মা বলেন মাতৃশাপ পুত্রে নাহি বাধে।
সবে মিলে স্বীকার করিল নাগবধে ॥

ধর্ম্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে।
জন্মেজয় যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে ॥
আছয়ে উপায় তার শুন নাগগণ।
জটাচার্ব্ব বংশে জরৎকারু যে নন্দন ॥
জরৎকারী কন্যাগর্ভে হইবে কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার ॥
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এই সব কথা আমি শুনেছি শ্রবণে ॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ ॥
সেই জরৎকারী এই ভগিনী আমার।
জরৎকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার ॥
এতেক বলিল কর্ণে শুনি বিষধর।
সাধু সাধু কহি সবে করিল উত্তর ॥
তবেত কতেক দিনে সমুদ্র মন্থিল।
মন্দর মন্থন দড়ি বাসুকী হইল ॥
তুষ্ট হইয়া দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকী হইতে সিন্ধু মন্থন হইল ॥
মাতৃশাপে বাসুকীর দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর।
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তোমার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার ॥
বাসুকী শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন।
জরৎকারী স্থানে চর কৈল নিয়োজন ॥
চরগণে বলেন থাকিয়া অলক্ষিতে।
জরৎকারু আজ্ঞা হলে কহিবা ত্বরিতে ॥
যাহা জিজ্ঞাসিল সৌতি শুন মুনিগণে।
বাসুকী ভগিনী দিল তাহার কারণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যথাশক্ত বর্ণন করিব যত পারি ॥
ইহার শ্রবণে যত সুখী হবে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য ভিতরে ॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছা সদা ভারত শ্রবণ ॥

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

সৌতি বলে এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর॥
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ক্রমে অবিরত॥
দৈবে এক দিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে।
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিতের বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব নিবন্ধন॥
বহু দূর অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্য ভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজনে।
শুনিয়া গভীর শব্দ গহন কাননে॥
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসিয়াছে একজন দেখিল রাজন॥
আমি পরীক্ষিত বলি বলেন ডাকিয়া।
দেখিলে কি গেল মৃগ কোন পথ দিয়া॥
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পায়ে রাজা ক্রোধ কৈল মনে॥
একেক রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় অতিথি।
উত্তর না দিল মোরে এ দুষ্ট প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃতসর্প ছিল দৈব তার সন্নিধানে॥
ধনুহুলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণ রাজা হস্তিনায় গেল॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশ নামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না মানিয়া।
তোর বাপে রাজা দণ্ডে ঘরে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়া আছে মৃত সাপ॥
ক্রুদ্ধ হইল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেন শাপ হাতে করি জল॥
আজ হৈতে সাতদিন পরীক্ষিত নৃপে।
তক্ষক দংশিবে তারে মম এই শাপে॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ॥
সন্তান অজ্ঞান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥
রাজারে না দিতে শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হয়॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্য ধন॥
দুষ্ট দৈত্য চোর হয় রাজার বিহনে।
রাজ্য রক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে॥
রাজা দশশ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিত।
পিতামহ সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা আমা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥
না করিল গৃহকর্ম্ম দিলা আর শাপ।
ক্ষমা কর পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিনু পিতা নারি খণ্ডিবারে॥
সহজ বচন মম না হয় খণ্ডনে।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিব কেমনে॥
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত॥
গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপস্থানে সকল কহিয়া॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল শীঘ্র হস্তিনানগর।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে।
মৃগয়া কারণ তুমি গিয়াছিলে বনে॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃতসাপ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে
সেকারণে আমা পাঠাইল তব স্থানে॥



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

বহু বহু প্রীতবাক্য পুত্রেরে কহিল।
কদাচিত শাপান্তর করিতে নারিল ॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন ॥
বজ্রপাত পড়ে তার শুনিয়া বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলেন বচন ॥
করিলাম কোন কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার।
ব্রাহ্মণের হিংসা করি না করি বিচার ॥
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে ॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি ॥
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয়।
দৈব যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয় ॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করায় যত মন্ত্রীগণ আনি ॥

তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে॥
মন্ত্রীগণ বলে রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল মন্ত্রীগণ॥
সর্পের যতেক মন্ত্র আছয়ে সংসারে।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেন যোজন বিস্তারে॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ বাক্য যার।
শত২ চতুর্দ্দিকে রহিল রাজার॥
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পরীক্ষিতের নিকটে তক্ষকের আগমন।

সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রীগণ॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্পে লোকমুখে শুনি॥
ধন ধর্ম্ম যশ পায় ভাবি দ্বিজবর।
ত্বরা করি গেল দ্বিজ হস্তিনানগর॥
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বটবৃক্ষ তলে দেখা পাইল কশ্যপে॥
তক্ষক বলিল দ্বিজ আইলা কোথা হৈতে।
কোথাকারে যাও কোথা গমন ত্বরিতে॥
কশ্যপ বলিল পরীক্ষিত নরবর।
আজি তারে দংশিবে তক্ষক বিষধর॥
সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে আমি রক্ষা করিব রাজনে॥
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক দংশন॥
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর॥
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর।
কশ্যপ বলিল আমি গুরুমন্ত্র বলে।
রক্ষিতে পারিব আমি তক্ষক দংশিলে॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমি ত তক্ষক বলি দিল পরিচয়॥
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি দেখ করহ রক্ষণ॥
কশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ আপন গোচর॥
এতেক কশ্যপ বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া॥
লাফ দিয়া ভস্মমুষ্টি কশ্যপ ধরিল।
মন্ত্র পড়ি ভস্ম মুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল॥
দৃষ্টিমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল।
বাড়িতে লাগি বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল॥
দুই পত্র হয়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা পত্র পূর্ব্ব যেন আছিল সুন্দর॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণ বদন।
কশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয় বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণি।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলে প্রতিকার॥
আমাকে রাখিতে পার আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবে পরীক্ষিত নরপতি॥
পূর্ব্বেতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ।
যেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
স্তবন করিল ভয়ে পাছে দেয় গালি॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর॥
আর যত জন আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন॥
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে॥

এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল॥
ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক বাক্য করিল স্বীকার॥
কশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাই পাই যদি ধন॥
যাইতাম ধন অর্থ যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধ হইল ভয় মনে॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেন ডাকিয়া॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হয়ে বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বাহুড়ি কশ্যপ গেল চিন্তে ফণীবর।
পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর॥
কেহ বলে ভূপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল॥
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসিয়াছে তায়॥
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
মুনিগণ শূন্যপথ রোধিল মন্ত্রেতে॥
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিল চিত্তে কদ্রুর নন্দন॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তবে হয় সর্ব্বজন॥
কেবল যাইতে নাই ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের বেশ এবে ধর সর্ব্বজনা॥
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজারে।
এই ফল গুটি লৈয়া দিবে তার করে॥
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে২।
চিনিতে না পারে যেন রাজ অনুচরে॥
এতবলি ফলমধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয়॥
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাহি রাজার দুয়ারে।
ফল ফুল আশীষ করিল নরবরে॥
আনন্দে ভূপতি তার পুষ্প ফল নিল।
ক্ষুদ্র ফল দেখে রাজা নখে বিদারিল॥
ক্ষুদ্র এক কীট তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন॥
হেনকালে ভূপতি বলিল মন্ত্রীগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হেতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হেল অদ্ভুত কাহিনী॥
এই হেতু শঙ্কা বড় হইতেছে মনে।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডনে॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
আমাকে দংশুক থাক ব্রাহ্মণ বচন॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হউক বলিল॥
হেনমতে রাজা মন্ত্রা করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মুনিগণ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥
ভূপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্ত পদ্ম আভা তনু দেখে সর্ব্বলোকে॥
অগ্নিহোত্রী ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি হেল তার বিহিত লক্ষণ॥
মন্ত্রীগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তারপর জন্মেজয় তারে কৈল রাজা॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রীগণ।
কাশীরাজ কন্যা তাঁরে করিল বরণ॥

বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানা রত্নে ভূষিয়া দিলেন নানা মণি॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লইয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হইয়া॥
এক পত্নী বিনা তার অন্য নাহি মন।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দন॥
নাগের চরিত্র আর কশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিতের স্বর্গবাস জন্মেজয় জন্ম॥
এ সব রহস্য কথা শুনে যেইজন।
বংশবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি হরিপদে মন॥
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস।
রোগ হৈতে কভু তার নাহিক বিনাশ॥
আদিপর্ব্ব ভারতে অমৃতবত কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীতে গাঁথা॥

জরৎকারু মুনির জরৎকারী ত্যাগ।

সৌনকাদি মুনি বলে শুন সুতাসুত।
কহিলে সকল কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকী ভগ্নী দিল।
কহ শুনি আস্তিকের কিসে জন্ম হল॥
সৌতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া॥
জরৎকারী ভগিনীকে বাসুকী কহিল।
কহ ভগ্নী মুনি সহ কি কথা হইল॥
রক্ষণ ভক্ষণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার॥
জরৎকারী বলে আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী॥
এত শুনি বাসুকীর বিষণ্ণ বদন।
আর দিন মুনির পাইল দরশন॥
বাসুকী বলেন মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান॥
যত্নেতে রাখিয়াছিলাম তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবে পালন॥
মুনি বলে মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ দুঃখে বিভা করিতে হইল॥
গৃহবাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীর না সয় মোর কাহার বচন॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখনহ কোন বাক্য না বলিবে মোরে॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্য বাণী।
বাসুকী বলিল সত যাহা বল মুনি॥
মম ভগ্নী কহিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে॥
তবেত বাসুকী গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহ দিল মণিময় স্থান॥
জরৎকারী সহ মুনি করিল পয়ান।
কতদিনে নাগিনী করিল ঋতুস্নান॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশী সম বাড়ে যেন দিবসে২॥
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি মন।
করযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ॥
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞা মাত্র সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী॥
হেনমতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
দৈবে একদিন দেখ দিবা অবসানে॥
কন্যার উরুতে মুনি নিজ শির দিয়া।
নিদ্রা যান মুনিরাজ অচেতন হৈয়া॥
নিদ্রাগত মুনি আইল সন্ধ্যার সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেন ভয়॥
অস্ত গেল দিবাকর সন্ধ্যা যায় বয়ে।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে যাইয়ে॥
নিদ্রাভঙ্গ কৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি॥
যাহা করে করিবেক পরে মুনিরাজ।
সন্ধ্যা ধর্ম্ম না করিলে হইবে অকাজ॥
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে॥
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
উঠ প্রভু সন্ধ্যা কর সন্ধ্যা যায় বৈয়া॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মুনি উঠে মহাকোপে।
লোহিত লোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে॥

অমান্য করিল মোরে করি অহঙ্কার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
জরৎকারী বলে প্রভু মোর নাহি দোষ।
না বুঝিয়া কেন মোরে কর অভিরোষ ॥
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত।
সন্ধ্যাহীনে যত পাপ জানহ সমস্ত ॥
সে কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
তবে ত্যাগ কর মোরে করিয়া বিচার ॥
মুনি বলে নাগিনী বালস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া ॥
ওরে ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মোরে না বলিয়া যাও বড় অহঙ্কার ॥
সন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
এইত আছি আমি তব উপরোধ ॥
মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্য জ্ঞানে
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোমার বদন ॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে২ কহে চরণেতে ধরি ॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ ॥
ভাই সব শুনি মোরে করিবে নিরাশ।
তোমারে দিলেন ভাই বড় করি আশ ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমারে দিয়া খণ্ডিল সংশয় ॥
তোমার ঔরষে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোম ভ্রাতৃগণ ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া ॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি তুমি যাবে মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে।
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর।
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত ॥
এই গর্ভে আছে পুত্র নাগকুল নাথ ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন দুঃখী নহে ॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয় ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ ॥

আস্তিকের জন্ম

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেল বনবাস,
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজল পূর্ণমুখে, করাঘাত করে বুকে,
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী ॥
ক্রন্দন করয়ে স্বসা, মুখে নাহি আসে ভাষা,
দেখিয়া বাসুকী চমকিত।
আশ্বাসিয়া নাগরাজ, স্বসাকে জিজ্ঞাসে কাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত ॥
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদ গদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি,
নাগ হৈল বিষণ্ণবদন।
পূর্ব্বেতে মায়ের শাপে, সর্ব্বদা শরীর কাঁপে
অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ ॥
বলহ ভগিনী মোরে, জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে
আপনি জানহ সব কথা।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে, বড় ভয় ছিল মনে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥
মুনিবীর্য্যে গর্ভ তব, যেই পুত্রের উদ্ভব,
নাগকুল করিবে যে ত্রাণ।
তাহার কারণ তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান ॥
না হইতে বংশধর, চলিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তে মন।

জরৎকারা কহে শুনি, যে যুক্তি বলিয়া মুনি,
কাননেতে করিল গমন ॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার ॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, চিন্তা নাই মাতৃশাপ,
কভু নহে মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারু ইহা বলে, কাননে গেলেন চলে,
আনন্দেতে নাচে সব ফণী ॥
উল্লাসিত নাগরাজা, ভগিনীকে করে পূজা,
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় করিল নিয়োজিত ॥
তবে ভুজঙ্গমপতি, বলে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষ তোমার হেরি,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কি বলি দোষ, করিলেক এত রোষ,
একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা ॥
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর উরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে,
অস্ত গেল তপন গগণে ॥
সন্ধ্যাহত হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, সর্প যেন হীন বীজ,
একারণে জাগাইলাম তাঁরে ॥
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে,
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি।
আমি সন্ধ্যা না করিতে, সন্ধ্যা যাবে কোন
মতে, সন্ধ্যারে ডাকিয়া ইহা বলি ॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাহি যাই,
আছি যে তোমার উপরোধে।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি
এইমাত্র মম অপরাধে ॥
মুনির বচন শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী
ভগিনীকে তোষে মৃদুভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিহ নিজ
থাক গৃহে পরম সন্তোষে ॥
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত।
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরী প্রায়,
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত ॥
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাহার সেবনে।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্বদুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার সদনে ॥
গর্ভ বাড়ে দিবানিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী,
প্রসবিল যেমন সংযোগে।
পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণশশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে।
রূপে গুণে অনুপম, আস্তিক থুইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুণেতে যুত,
বেদ বিদ্যা ব্রতে পারগতা ॥
আস্তিকের জন্মকথা, অপূর্ব্ব ভারত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

উদ্দালক মুনির উপাখ্যান।

সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা পুরাণ বচন ॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম সান্দীপন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণে করে অধ্যায়ন ॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গবী কৈল সমর্পণ।
গুরু আজ্ঞা ক্রমে তারে করেন রক্ষণ ॥
কত দিনে কহে গুরু কহ শিষ্যবর।
বড় তুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর ॥

কিবা খাও কিবা পাও কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড় পাণি ॥
গবীগণ দোহনান্তে পীয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে যে খাই আমি করিয়া দোহন ॥
গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎস্যগণ দুর্ব্বল হইল ॥
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ।
গবী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ ॥
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গবী লৈয়া।
কত দিনে পুনঃ তারে কহিল ডাকিয়া ॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্ট পুষ্ট ॥
গবীদুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান।
শিষ্য বলে গোসাঞি করহ অবধান।
যেই হৈতে তুমি মোরে করিলে বারণ।
ভিক্ষা করি নিত্য আমি উদর ভরণ ॥
গুরু বলে ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে ॥
এতশুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর ॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবা আমায় ॥
শিষ্য কহে গবী রাখি অরণ্য ভিতরে।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগরে ॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ॥
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥
রাত্রি দিবা যত পাও আন দিবা মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বনান্তরে ॥
ক্ষুধায় আকুল আত্মা ভ্রমে বনে বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
[illegible] কূপমধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল সব গোধনের পাল ॥
শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর ॥
কোথা গেল উদ্দালক ডাকে দ্বিজবর।
উদ্দালক বলে আমি কূপের ভিতর ॥
গুরু বলে উদ্দালক পড়িলা কি মতে।
উদ্দালক বলে চক্ষে না পাই দেখিতে ॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হইল।
শুনিয়া আশ্চর্য্য তবে উপদেশ কৈল ॥
দেব বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদিগকে স্মরণ ॥
এত বলি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল ॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হৈল গুরু আশীর্ব্বাদে ॥
ধান্যক্ষেত্রে জল যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করি আলি বান্ধি জল রাখ গিয়া ॥
জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধাল উপরে ॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর ॥
বহু যত্ন করিনু না রহিল বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরুপদে প্রণমিল গিয়া ॥
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারিবেদ আর শাস্ত্রে হউক তব জ্ঞান ॥
এতবলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাস কহে ভব পরিত্রাণ ॥

উতঙ্গের উপাখ্যান।

উতঙ্গ তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরু স্থানে।
কতদিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে ॥
উতঙ্গে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট যেন নহে থাকবে গোচরে ॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কত দিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতু স্নান ॥
উতঙ্গে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমারে সমর্পি গৃহে তব গুরু গেল ॥
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ ॥
শুনিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল উতঙ্গ।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক ॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায় ॥
ঋতু রক্ষা কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার ॥
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর ॥
উতঙ্গের প্রতি ব্রাহ্মণীর তাপ জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে ॥
দিবে গুরুদক্ষিণা উতঙ্গ যেইক্ষণে।
পাঠাবে তাহাকে আমার সন্নিধানে ॥
তবে দ্বিজ জানিল এ সব বিবরণ।
তুষ্ট হইয়া উতঙ্গে বলিল ততক্ষণ ॥
যাহ দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্গ কহে করি যোড়হাত ॥
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে আমি ত তোমারে না মাগিব ॥
যদি দিবা দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে ॥
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী ॥
পৌষ্য নৃপতির স্ত্রীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল ॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবা মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে ॥
এত শুনি উতঙ্গ গুরুরে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে আইস গুরু আজ্ঞা দিল ॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্গ চলিল।
কতদূরে পথে এক বৃষভ দেখিল ॥
পুরীষ ত্যাজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্গে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া ॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্গ ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ ॥
উতঙ্গ বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন ॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর ॥
গুরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ ক'র চলিল সত্বর ॥
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপবর।
মাগিল কুণ্ডলযুগ্ম ভূপতি গোচর ॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজ রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ড দিলেন ততক্ষণে ॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি ॥
যেই ক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল ॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক সকতি।
পাছে পাছে যায় হয়ে সন্ন্যাসী মূরত ॥
কত পথে উতঙ্গ দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া উপর ॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পাইয়া তক্ষক কুণ্ড হরি নিল ॥
উতঙ্গ থাকিয়া দেখে জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিবরে ॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিবর দার করয়ে খনন ॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর ॥

সেই দণ্ডে নিজ ব্রজ কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত কৈল ততক্ষণ॥
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
ভ্রমিল অনেক স্থান অনেক দেখিল॥
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়ৃঋতু সবার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসীরে গেল কোথাকারে॥
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ আমর বাক্য ধর॥
গুরুজ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে মোর গুহে করহ বাতাস॥
গুরুনাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে ফুক গুহে দিল॥
গুহে ফুকে দিতে ধূম বাহিরায় মুখে।
ধূমময় সকল করিল নাগলোকে॥
প্রলয়ের প্রায় হৈল সব অন্ধকার।
বিস্মিত হইয়া নাগ করিল বিচার॥
বাসুকী প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হউক সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাসুকী॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্ব স্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লইয়া থুইল ব্রাহ্মণে॥
সপ্তদিন পূর্ণে আইল গুরু গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে॥
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল বজ্রবাণি।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্ম মণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কেন আগমন॥

দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কর্ম্ম।
পৈতৃবৈরী না নাশিলে নহে পুত্র ধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্ক বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মুনিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রীগণ ইহার কারণ।
তক্ষক দংশনে হইল পিতার মরণ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেন পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমত কৈল কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমত বাক্য শুনি মন্ত্রীগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা কর পান॥

জন্মেজয়ের যজ্ঞের মন্ত্রণা।

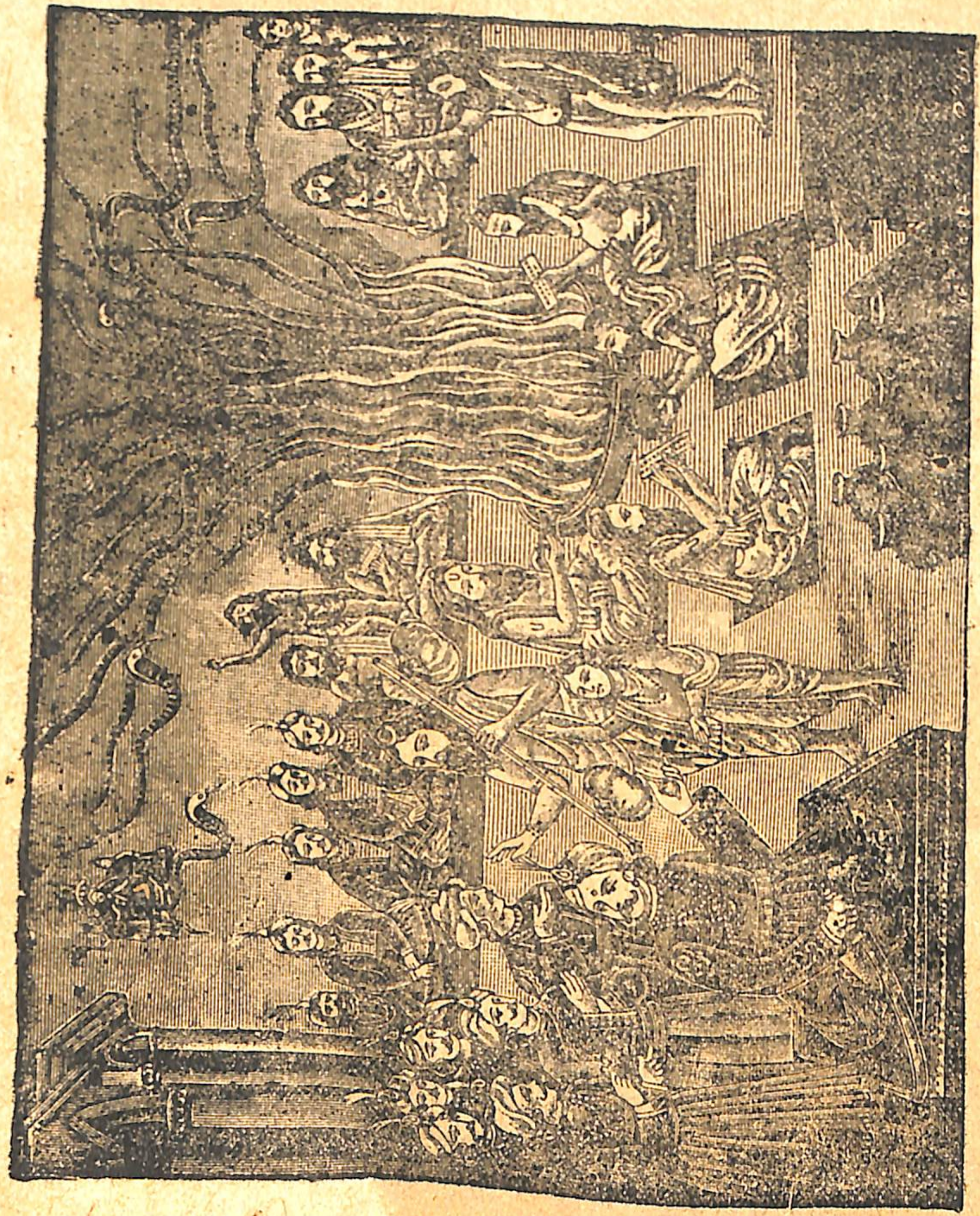
মন্ত্রীগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডব প্রধান॥
মৃগয়া করিতে রাজা ভ্রমে বনে বন।
এক দিন হৈল তথা দৈব নিবন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজে এক দেখিল তথায়॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।
মৌনে ছিল কিছু নাহি বলিল রাজারে॥
ক্রোধে মৃত সাপ তার গলে জড়াইল।
কিছু না বলিল মুনি রাজা ঘরে গেল॥
শৃঙ্গী নামে ঋষি পুত্র দিল শাপ বাণী।
সপ্তম দিবসে তোরে দংশিবেক ফণী॥
পুত্র শাপ দিল পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় মুনি দূত পাঠাইয়া।
বার্ত্তা পাইয়া করিলেন তাহার উপায়॥
সপ্তম দিবস কথা কহি শুন রায়।
কশ্যপ নামে মুনি সর্প মন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি॥

রাখিতে আসিতেছিল হাস্তিনানগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে॥
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হয়ে গেল বৃক্ষ তক্ষক দংশনে॥
পুনরপি কশ্যপ রাখিল মন্ত্রবলে।
সে কারণে ধন তারে ফণিবর দিলে॥
ধন পাইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি দংশন করিল॥
এতশুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ শুনিয়া করিব প্রতীকার॥
কশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা কহিল কোনজন॥
মন্ত্রীগণ বলে সর্প যে বৃক্ষে দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে একজন ছিল॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোক পর উপকার।
ধন দিয়া মোর বাপে করিল সংহার॥
পুনরপি রাজা কহে শুন মন্ত্রীগণ।
সত্য কহিলেন যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্গের প্রেম আর মম পিতৃকর্ম্ম।
ধ্বংসিব নাগের কুল মোর এই ধর্ম্ম॥
এতেক বলিয়া রাজা আনে পুরোহিত।
আর যত দ্বিজগণ আনিল ত্বরিত॥
সবারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন।
মোর পিতৃবৈরী আছে যত সর্পগণ॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করহ সংহার॥
বিষজ্বালে যেমন পুড়িল মোর বাপ।
সেইরূপে অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ॥
বিপ্রগণ বলে রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনা শক্তি নাহি অন্যের করিতে॥

এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রীগণে যজ্ঞের কারণ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত মন্ত্রীগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
পত্রেতে লিখিত দ্রব্য বলে মন্ত্রীগণে।
দেশ দেশান্তরে হৈতে আনে সর্ব্বজনে॥
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকারে যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে তব যজ্ঞ বিঘ্ন হবে।
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারীগণে।
যজ্ঞকালে শাসিতে না দিবে কোনজনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি॥
হোতা চণ্ড ভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচারী ব্রতী দ্বিজ আনিল বিস্তর॥
ঋষি যে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক সৌনক আইল দেবল॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে জ্বালিল অনলে।
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞকুণ্ডে তুলে॥
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
মন্ত্র বলে আসি কুণ্ডে সবে ভস্ম হয়॥
কেহ অশ্ব কেহ উষ্ট্র কেহ হস্তী প্রায়।
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুক্লবর্ণ কায়॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোঠরে প্রবেশে।
যজ্ঞস্থানে টানি বান্ধি আনে মন্ত্রপাশে॥
একশত দুইশত পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কার বিপুল শরীর॥
মস্তকে লাঙ্গুল শিরে জিহ্বা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি॥



জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ।

সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া ব্যাকুলে ।
মহানাদে গর্জ্জিয়া সব পড়য়ে অনলে ॥
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার ।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার ॥
যখন প্রতিজ্ঞা করিলেন জন্মেজয়ে ।
ইন্দ্র স্থানে তক্ষক শরণ নিল ভয়ে ॥
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ ।
জন্মেজয় যজ্ঞ করে সর্পের নিধন ॥

প্রাণভরে শরণ লইল সুরেশ্বরে ।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে ॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল ।
এখানে নাগের কুল উৎপন্ন হইল ॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ ।
চমকিত হইল বাসুকী নাগরাজ ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু মূর্চ্ছা ঘনে ঘন ।
ভগিনীরে ত্বরিতে করিল নিবেদন ॥

ভ্রাতার আকুল দেখি কান্দয়ে নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী ॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমারে পাইল তোর বাপ ॥
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার ॥
আস্তিক বলিল মাতা কান্দ কি কারণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন ॥
জরৎকারী বলে যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্রবলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয় ॥
মরিছে মাতুলবংশ করিতে উদ্ধার।
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর ॥
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ।
এখনি করিব আমি নাগের প্রসাদ ॥
বাসুকীরে বল তুমি থাকহ নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয় ॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয় যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত ॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্প ওষ্ঠাধরে ॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মূঢ় দুরাচার।
নাহি জানি এই হেতু হইবে সংহার ॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারি কম্পবান।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল অতি সাবধান ॥
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা হৈল কম্পবান ॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণভরি ॥

যজ্ঞস্থানে আস্তিকের আগমন।

আইল আস্তিক মুনি, করি মহা বেদধ্বনি,
নৃপতিরে করিতে কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংশ,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান ॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল শত২,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা ॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুত্ত ভূপ, নানা যুগে প্রতিরূপ,
দক্ষিণ সগর দাশরথি।
ইক্ষ্বাকু ভরতাত্মজ, রাজা শিব শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত কেহ ত্রিশ, কেহ ষষ্টি কেহবিশ,
এই যজ্ঞ নহে সমতুল ॥
পুত্র সহ ব্যাস ঋষি, যাহার সভায় আসি,
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ হৈলা।
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া ॥
ধন্য শ্রীজন্মেজয়, নাহি হবে নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুল ॥
তেজে সূর্য্যপ্রভা সম, রূপে কামদেব যেন,
ব্রতচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠগণি,
বিভবেতে যেন মরুত্তান ॥
আস্তিক বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রীগণে বলেন বচন।
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন ॥
যাহা মাগে দিব আমি গো অন্ন কাঞ্চনভূমি,
এ দ্বিজের পুরাইব আশ।
মাগ শিশু যেই মনে, মনোনীত মমস্থানে,
এতবলি করিল আশ্বাস ॥
এত শুনি হোতাগণে, বলিলরাজার স্থানে,
এই নহে দানের সময় ॥
যজ্ঞ পূর্ণ নাহিকরি, তক্ষক সে পিতৃ অরি,
যাবৎ অনলে ভস্ম হয় ॥

শুনিরাজা বলে দ্বিজে, রাখিয়াছ কোন
কাযে. অদ্যাপিও তক্ষক দারুণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণি,
দেবরাজে লয়েছে শরণ ॥
শুনিয়াত মহাকোপে. দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি,তাহার সহিতকরি,
তক্ষকেরে লও হুতাশনে ॥
ভূপতির আজ্ঞা পাইয়া, শ্রুবদণ্ড হাতে
লেয়া. দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে,রথেচড়ি দেবরাজে,
দেবগণ সঙ্গেতে চলিল ॥
অপ্সরী অপ্সর যত, বাদ্য গীত হৈয়া রত,
মন্ত্রপাশে হইল বন্দিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত.
কাশীরাম দাস বিরচিত ॥

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ বিঘ্ন।

সূর্য্যমণ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত নাদ।
যত যজ্ঞে হোতাগণ গণিল প্রমাদ ॥
ভূপতির ক্রোধেতে করিনু কোন কায।
সর্ব্বনাশ হবে আজি মরে দেবরাজ ॥
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্রের সঙ্গে তক্ষকে আকর্ষে আরবার ॥
তক্ষক প্রতাপে ইন্দ্র উত্তরিতে করি।
অনুগত রক্ষা হেতু আছে কান্ধে করি ॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন ॥
আইসে যতেক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন ॥
মূর্ত্তিমান বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আইসে ॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তিক বলিল ॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্মমন্ত্র বলে ॥
আস্তিক বলিল রাজা হও কৃপাবনি।
আজ্ঞা কর ভূপতি মাগি যে আমি দান ॥
রাজা বলে দ্বিজ শিশু বৈসহ সবায়।
যা মাগিবে দিব আমি বলেছি তোমায় ॥
যজ্ঞ পূর্ণ দিব পিতৃবৈরী দুরাচারে।
এইমাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমারে ॥
আস্তিক বলিল যদি তক্ষক পোড়াবে।
তবে কেন তুমি আর মোরে দান দিবে ॥
আয়ুশেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে ॥
অসংখ্য ভুজঙ্গগণে করিলে সংহার।
অহিংসক জনে মার না কর বিচার ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার ॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন ॥
আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রাহ্মণেরে ॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ বালকে রাজা না কর অসুখী ॥
নিবৃত্ত২ বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি ॥
শুনিয়া বাসুকী নাগ হইল আনন্দিত।
নাগলোকে আনন্দ হইল অপ্রমিত ॥
যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া ॥
পুনঃ জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥
আস্তিক বলিল যদি সবে দিবে বর।
এইবর মাগি আমি সবার গোচর ॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হৈতে তার সংশয় নহিবে ॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত নহিবে সে জন ॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কর তবে তার নিশ্চয় মরণ

ফাটিবেক শির যেন শিরীষের ফল।
আস্তিকের বাক্য সেই করিবে নিষ্ফল ॥
বর দান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকটে না যাবে কেহ তোমার স্মরণে ॥
আদিপর্ব্ব ভারতের নানা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জন্মেজয়ের ধর্ম্ম হিংসা।

সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিলা যত পাত্র মিত্রগণ ॥
সবারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইলে মম হৃদয়ের তাপ ॥
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনে শত্রু মোর কেহ নাহি আর ॥
ধর্ম্মশীল তাতে মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ দিলেন নির্ঘাত ॥
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল ॥
শাপেতে মারিল পরীক্ষিত নরবর ॥
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর ॥
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীত অঙ্গে সহ্য নহে আর ॥
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হইছে দাহন।
হেন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেক দ্বিজ ধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেক ভৃগুবংশ ॥
সেইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যে হউক এই সত্য বচন আমার ॥
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
যত পাত্র মিত্রগণ উত্তর না দিল ॥
রাজা বলে কেহ কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রীগণ বলে অবধান নরবর ॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবেক যুক্তি রাজা বিপ্র বিনাশিতে
কহিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন ॥
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান।
ক্ষত্রিয় শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান ॥
ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে না রহিলেক আর।
ব্রাহ্মণ ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার ॥
বচনে সৃজন করে বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাহার বচন ॥
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতীকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার ॥
এক যুক্তি বুদ্ধিতে আইসে নৃপবর।
উপায় করিয়া বিপ্রবীর্য্য হানি কর ॥
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনা হইবেক কর্ম্ম লণ্ড ভণ্ড ॥
হীনতেজে হইবে দ্বিজের ধর্ম্ম হীন।
পশ্চাৎ করিব দণ্ড ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ ॥
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ-নিল মম মন ॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে ॥
সব কোড়াগণ তোরা চতুর্দ্দিকে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলহ ॥
মন্ত্রীগণ বলে রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার ॥
না খুদিলে মরিবেক করিব উপায় ॥
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায় ॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে ॥
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্য সিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ ॥
রাজ্যে২ বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ দেশান্তরে ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস পদাধরাগ্রজ ॥

জন্মেজয়ের নিকটে ব্যাসের আগমন ।

কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমৎকার ।
স্থানে২ বসি সবে করেন বিচার ॥
এইমত করিল জানিল ব্যাস মুনি ।
নৃপতিরে বুঝাবারে চলিল আপনি ॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা ।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাঁরে করে বহুপূজা ॥
আনন্দিত ব্যাসমুনি বসিয়া আসনে ।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে ॥
বদরিকাশ্রমে শুনিলাম চমৎকার ।
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কি মত বিচার ॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন ।
তবে কেন হেন ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিয়া মন ॥
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস ।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ্য ।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ ।
যাঁরে সেবী বিজয়ী হইল ত্রিভুবন ॥
হেন জন সহ হিংসা কর কি কারণ ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন ॥
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি ।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি ॥
এই হেতু ক্রোধ মনে হতেছে আমার ।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার ॥
ব্যাসদেব বলে ধীর হও নরপতি ।
ক্রোধে ধর্ম্ম নাশ করে বিনাশে বিভূতি ॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ ।
ভবিষ্যতে খণ্ডন না হয় কদাচন ॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন ।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্র বিজ্ঞজন ।
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত ।
ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত ॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার ।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর ॥
কে খণ্ডাতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ ।
অকারণে না বুঝিয়া বিপ্র সহ দ্বন্দ্ব ॥
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন ।
ভাবিয়াত কুশ হিংসা কৈল নিবারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জন্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ ।

রাজা বলে অকারণে করিলাম এত ।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত ।
এ পাপ নরক হৈতে নাহিক নিস্তার ।
কহ মুনি ইহাতে কি মতে হব পার ॥
জ্ঞাতি বধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন ॥
আমিও করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ ॥
অক্ষম জানিয়া মোরে নিষেধহ প্রায় ।
সাক্ষাতে কহি যে যজ্ঞ করিব নিশ্চয় ॥
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে ।
বাজিমেধ নাহি রাজা এ কলি যুগেতে ॥
মাংসশ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ ।
দেবর হইতে পুত্র কলিতে নিষেধ ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ কহে মহারাজ ।
মোর করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ ॥
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয় ।
কি মতে কহিব আমি বেদে নাহি কয় ॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান ।
নৃপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান ॥
যজ্ঞ অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ ।
বহু দেশ দেশান্তর করিল ভ্রমণ ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল ।
যত রাজাগণ বলে জিনিয়া আনিল ॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে ।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে ॥
বপুষ্টমা রাণী সহ আছে নৃপবর ।
অসিপত্র ব্রত আচরিয়া সম্বৎসর ॥

হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে॥
দ্বিজগণ বেদ শব্দে পূরিল গগণ।
শূন্য মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ মাঝ।
বেদনিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ॥
কাটামুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড॥
রাণী সহ ভূপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড সভামাঝে পাইলেক লাজ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল।
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল॥
পুনঃ২ তালি মারে হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুইখান॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মবধী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার॥
যতদূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
ততদূর দ্বিজের বসতি নহে আর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জানা গেল॥
ফেলহ ইহার দ্রব্য যে আছে যথায়।
এতবলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়॥
ব্রাহ্মণ বধীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল একামাত্র রহিল রাজন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে তরিবে সংসার॥

জন্মেজয়কে ভারত শ্রবণে ব্যাসের উপদেশ।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাশর মুনি।
বর্ণন না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী॥
সত্যবতীর হৃদয় নন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর চন্দ্রমুখ তিন ভুবন প্রকাশ॥
কনক পিঙ্গল জটা বিরাজিত শির।
কৃষ্ণ অঙ্গ শোভে যেন তড়িতে মুনির॥
অম্বর অম্বরি যে ভারত রাখি কাঁকে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয় হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জন্মেজয়॥
অধোমুখ আছে রাজা হয়ে শোকাবেশ।
ব্যাস দেখি লজ্জাবান হইল বিশেষ॥
মুনিবলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিয়া রাজার হইল এ গতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ ভাষ॥
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে।
তার সমুচিত ফল শীঘ্র পাইলাম।
দুস্তর নরক সিন্ধু মধ্যে পড়িলাম॥
কৃপা কর মুনিরাজ পড়িনু চরণে।
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে॥
ত্যজিল আমার ভ্রাতৃ যত মন্ত্রীজন।
তাজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ॥
পাপী বলে কেহ মোর নিকটে না আসে
আপনি আইলে কৃপা করে স্নেহবশে॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখন।
পাপসিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ॥
মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার॥
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী।
শুচি হৈয়ে এক মনে শুন নৃপমণি॥

খণ্ডিবেক পাপ তাপ নাহিক সংশয়।
আমার বচনে যদি করহ প্রত্যয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে ॥
মহাপুণ্য যত কথা অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ মুক্ত হবে নরবরে ॥
এত শুনি জন্মেজয় আনন্দ হৃদয়।
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয় ॥
কৃপা করি যদি মোরে কর এইমত।
আপনি শুনায় মোরে শ্রীমহাভারত ॥
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার ॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারত আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
ইনি শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান ॥
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজ স্থান।
শ্রীবৈশম্পায়নে বলে কহিতে পুরাণ ॥
সৌনকাদি মুনি সূত পুত্রে জিজ্ঞাসিল।
আস্তিকের উপাখ্যান সকল কহিল ॥
কশ্যপাদি মুনি ছিল যজ্ঞের সদনে।
কোন২ প্রসঙ্গ করিল সেই স্থানে ॥

মহাভারত কথারম্ভ।

সৌতি বলে শুন সবে অদ্ভুত কথন।
যজ্ঞস্থানে ব্যাসমুনি আইল যখন ॥
ব্যাস দেখি আনান্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
আমারে বলহ মুনি ইহার কারণ।
চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন ॥
কোন হেতু আমার প্রপিতামহগণ।
ভাই ভাই যুদ্ধ করি হইল নিধন ॥
আপনি আছিলা তুমি সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সবক্ষয় ॥

ব্যাস বলিলেন তাত কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥
দেখহ আমার শিষ্য শ্রীবৈশম্পায়ন।
এ সব কথায় ইনি বড় বিচক্ষণ ॥
যাহা জিজ্ঞাসিবে তাত কহিবে সকল।
এত বলি গেল ব্যাস আপনার স্থল ॥
তবে শ্রীজন্মেজয় ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে ॥
তার তলে বসি রাজা সহ মন্ত্রীগণ।
চারি জাতি নগরের শ্রেষ্ঠ যত জন ॥
নানা রত্ন দিয়া মুনিরাজে কৈল পূজা।
বিনয় বচনে তবে জিজ্ঞাসিল রাজা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম বিরচিত শুনে পুন্যবান ॥
তবে শ্রীজন্মেজয় মুনিরে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া ॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত কাহিনী ॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাহার রচিত গ্রন্থ ভারত কাহিনী ॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে ॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ ॥
রাজভয় শত্রুভয় পথি ভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি ॥
মোক্ষ শাস্ত্র বলি সেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত ॥
ইঁহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম সুখ নাহি স্বর্গের উপর ॥
ইহলোকে আয়ুর্যশ অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায় ॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া যে জন শুনয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় ॥
এক লক্ষশ্লোক এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম চিত্র বিচিত্রের উপাখ্যান ॥

হরি শব্দ করি নরে শুন এক চিত্তে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষ যেই মতে ॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হইয়া সবে করে কদাচার ॥
লোক হিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে অবতার হইলেন তখন ॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র বলি ক্ষিতি মধ্যে না রাখিল নাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম ॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোধন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণ ॥
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
ক্ষত্রগর্ভে বিপ্রজন্ম হইল তনয় ॥
ক্ষত্র স্ত্রীতে বিপ্রবীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হইল ক্ষত্রিয় প্রচার ॥
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল অধিক ॥
ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল মরণ ॥
নিজ২ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের যে ধর্ম্ম ॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর ॥
স্বর্গের বৈভব পূর্ণ হৈল ক্ষিত মাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ ॥
এত দেখি যতেক দানব দৈত্যগণ।
দেব সৈন্তে পরাভব হইল যখন ॥
সুখভোগ স্থান ক্ষিতি দেখি মনোরমে।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য জনম ॥
জন্মি পৃথিবীর মধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞ দান হিংসিল সকল ॥
হিংসকের ভার ধরা সহিতে না পারে।
দণ্ডবৎ করে গিয়া ব্রহ্মার গোচরে ॥
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি।
জানিয়া সকল তত্ত্ব সান্ত্বাইল ক্ষিতি ॥
না কর রোদন তুমি স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন ॥
তোমার কারণে মিলি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর নিধনে ॥
এত বলি পৃথিবীকে করিল মেলানি।
দেবগণ লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি ॥
প্রলয় অসুরগণে হৈল ক্ষিতি ভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার ॥
চল সবে ইহা জানাইব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যত দেবগণে ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি ॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন ॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মজিল সকল ॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি ॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি পৃথিবীর ভার ॥
নিজ২ অংশ লৈয়া যত দেবগণে।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য ভবনে ॥
এতেক আকাশ বাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লও গিয়া আজ্ঞা অনুসারে ॥
ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া যত দেবগণ।
অবনী মাঝেতে গিয়া জন্মিল তখন ॥
কোনজন দৈত্য ইথে কোন জন নর।
প্রত্যেক আমারে সব কহ মুনিবর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমন হইল শুন সৃষ্টির সৃজন ॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল ছয়জন।
ছয় জন হতে শুন জন্মে ত্রিভুবন ॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মহামুনি ॥

তের কন্যা দক্ষের বিবাহ করে মুনি।
তা সবার নাম শুন প্রত্যেক বাখানি ॥
অদিতি কপিলা দিনু কদ্রু মণি ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালী দিতি আর প্রধা ॥
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি ॥
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাহার কিরণে এই প্রকাশে দিবস ॥
যম মিত্র অংশ ভগ বরুণ গরিতা।
ত্বষ্টা বিষ্ণু বিবস্বান সবিতা বিধাতা ॥
ইত্যাদি অদিতি পুত্র হৈল বহুতর।
সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ হৈল পুরন্দর ॥
দিতি পুত্র দুই হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যক।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে পাবক ॥
হিরণ্যক পুত্র তবে হৈল পঞ্চজন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্য পাবন।
তিন পুত্র হৈল তার মহাধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর ॥
বিরোচনের পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তাঁর পুত্র বাণ বীর ভুবন দুর্জ্জয় ॥
মহাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর ॥
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
চতুস্ত্রিংশ পুত্র হৈল বলে মহাবল ॥
বিপ্রচিত্ত সম্বর পুলোমা মঞ্জুকেশী।
এরম্বিধ বহু নাম দানবেতে ঘুষি ॥
ইহা সবাকার পুত্র পৌত্র কোটি২।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে দানবদল কোটি ॥
রাহু নামে এক পুত্র সিংহিকা উদরে।
চক্রে কোটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধরে ॥
দনায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
জানহ বিখ্যাত বল বীর বৃত্ত নামে ॥
কালীর নন্দন হৈল কালকেতুগণ।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন ॥
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকী।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি ॥

অনুরক্ষা আকারাদি বিশ্বার দুহিতা।
প্রধান নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা ॥
অলাম্বুষা মুক্তকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুব্রত আদি লোকে অনুপমা ॥
হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণ সবে করে পূজা ॥
য ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে।
যাহার মহিমা গুণ বিখ্যাত সংসারে ॥
চিত্ররথ তার যত অপ্সর কিন্নরে।
কশ্যপ কপিল পুত্র ক্রোধার উদরে ॥
মণির উদরে জন্ম সাত্যকি যে মুনি।
জগৎ জননী এই তের দাক্ষায়ণী ॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তাঁর তিন সুত।
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত গুণাযুত ॥
পৌলস্ত মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
বিশ্বশ্রবা যে পুত্র তার সর্ব্বগুণ ধরে ॥
কুবেরাদি যক্ষ হন তাঁহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
পশ্চাৎ কন্যা তাঁহার হইল উৎপত্তি ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয় ॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা তুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি এই দশবংশ প্রিয়া ॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম।
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তার সম হর্ষ কাম ॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি পতি সম।
হর্ষের বনিতা নন্দ এই তার ক্রম ॥
অশ্বিনাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ করেন চন্দ্র দিল দক্ষ মুনি ॥
দক্ষের তনয় হৈল বসু অষ্ট জন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন ॥
যত কহিলাম পূর্ব্বে সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষ শুনহ তত নাম অবতার ॥

দানব প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হইল মগধের রাজা॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের প্রধান।
শিশুপাল হৈল সেই মহা বলবান॥
শল্য সেই হৈল পূর্ব্বে প্রহ্লাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম নিল॥
দীর্ঘ জিহ্বা নামে দৈত্য নাম কাশীরাজা।
মণিমান নাম বৃত্রাসুর মহাতেজা॥
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে।
দরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক ঔরসে॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে॥
বৃহস্পতি অংশে হইল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয়॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজয় অমর।
বসু অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।
আশশী পাণ্ডুর বিদুর হৈল জন্ম॥
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা॥
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনী কুমার হৈতে মাদ্রীর তনয়॥
চন্দ্র হৈল আসি অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর॥
বসুদেব দয়া করি দয়াময় হরি।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলক পরিহরি॥
শেষ অংশে জন্ম হৈল রোহিণী নন্দন।
দ্রৌপদী জন্মিলা আসি সবার নিধন॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠদুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসহ দুঃশাল বীরবর॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা দ্বাবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজরাসন্ধ সুলোচন ধীর॥

বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক।
দুষ্প্রধর্ষ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ॥
দুষ্কর্ণ আর যে কর্ণ চিত্র তারপর।
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নাম ধর॥
চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মুখ জানহ অনন্তর।
দুষ্প্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট তৎপর॥
ঊর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দ নাম ধর।
উপনন্দ সেনাপতি সুষেণ কুণ্ডীর॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রধর্ম্মা ধীর।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অজবাহু নীর॥
মহাবাহু চিত্রতাপ নামে সুকুমার।
ভীমবেশ ভীমবল বালকী তৎপর॥
শ্রীভীম বিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তার তারপর॥
দৃঢ়ধন্ব দৃঢ়ক্ষেত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অমুদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ বীর॥
সত্যবন্ধ সহস্রাক উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন ক্ষেত্রমূর্ত্তি শ্রীপরাজিত॥
সুবর্চ্চা আদিত্য কেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত আযায়ী কবচী তৎপর॥
জানহ বিষঙ্গী অঙ্গী আর দণ্ডধর।
ধনুগ্রাহ উগ্রতপা ভীমরথ আর॥
বীর বীরবাহু আলোলুপ নামধর।
অভয় আশু রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্বর॥
অনধৃষ্ট কুম্ভভেদী বিরাচী তৎপর।
সুদীর্ঘ লোচনাদীর্ঘবাহু অনন্তর॥
মহাবাহু ব্যূঢ়রু তাহার যে অনুজ।
জানহ কনকাঙ্গদ শরেতে কুণ্ডজ॥
চিত্রক শ্রীপুরুমিত্র করণ তৎপর।
আর সত্য ব্রত এই শত মহোদর॥
বেশ্যাপুত্র যুযুৎসু যে হয় শতোপরি।
এক সহোদরা মাত্র দুঃশলা সুন্দরী॥
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন।
ভারত যেমন আছে ব্যাসের বচন॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল॥

অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষ প্রকাশ।
বিরচিত পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

শকুন্তলা উপাখ্যান।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভারত বংশের কথা শুন মহাশয় ॥
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত ॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টের সংহারে ॥
মহাপরাক্রমী রাজা রূপ গুণবন্ত।
পৃথিবীতে এক ছত্র করিলা দুষ্মন্ত ॥
মৃগয়াতে বড় রত মহা ধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর ॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্য বেড়িল রাজা এক মহাবন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা না যায় গণন ॥
যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
শকটে পূরিলা কেহ স্কন্ধে করি লয় ॥
কোন২ জন তথা যায় পলাইয়া।
আর এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া ॥
হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্রবন সমান সে মুনির আশ্রম ॥
নানা জাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নানা জাতি পক্ষী তথা সদা নাদ করে ॥
মধুচক্র ডালে২ বৈসে তরুগণে।
বায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে ॥
নানা পক্ষীগণ তথা সদা ক্রীড়া করে।
পক্ষীকে না করে ভক্ষ্য মুনিরাজ ডরে ॥
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি ॥
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগণ।
ব্রহ্মার বদনে যেন মন্ত্র উচ্চারণ ॥
মুনি সম্ভাষিয়া আমি আসি যতক্ষণ।
এইখানে তাবৎ থাকত সর্ব্বজন ॥

এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কণ্বের আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া ॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুরে।
দেখিল যে কণ্ব নাই চিন্তে নৃপবরে ॥
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ ভূপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি কামে হতচিত ॥
দুষ্মন্ত ভূপতি আমি শুন সুবদনী।
তথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি ॥
কোথায় গেলেন তিনি কহত সুন্দরী।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি ॥
কন্যা বলে পিতা গেল ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেকে রহ হেথা আসিবে এখন ॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নরবর।
এতশুনি নরপতি করিল উত্তর ॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথায় না দেখি।
মুনি কন্যা সত্য তুমি কহ শশীমুখী ॥
পরম তপস্বী মুনি ফল মূলাহারী ॥
দারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহা ব্রহ্মচারী ॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলে কি মতে।
কহ সত্য সুবদনী আমার সাক্ষাতে ॥
কন্যা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী।
যেমতে হইনু আমি মুনির নন্দনী ॥
বিশ্বামিত্র ঋষি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে ॥
তার তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই ঋষিবর ॥
সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর ॥
তব রূপ গুণে তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে ॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণ বদন।
যোড়হাত করি ইন্দ্র করে নিবেদন ॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহা তেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী ॥

শষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মানিল।
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্মি তবু ব্রাহ্মণ হইল॥
কৌশকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনঃ মুক্তি কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাহার তপেতে॥
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোন জন।
কর্ম্ম না হইবে হবে আমার মরণ॥
অগ্নি সূর্য্য তেজ যার যুগল নয়নে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোনজনে॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হউক বাঁচি কিবা মরি॥
কামদেব বায়ুদেব আমার সহায়।
তবে যেই মতে হয় করিব উপায়॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন।
দেবরাজ আজ্ঞা পাইয়া চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতের নিকট মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশ হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর॥
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনেরে নিন্দা করে॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিল মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নৃত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়া রসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু রেগে বলে জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এতদিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
হৈয়াছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে॥
মুনি তপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল বিজন কাননে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ হিংসা নাহি করে।
পশুগণ বেড়িয়া যে রহিল আমারে॥
তপস্যা করিতে গেল কণ্ব সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর॥
শকুনি বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জ কাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে সেকারণে॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ।

রাজা বলে কন্যা তুমি পরম সুন্দরী।
রাজযোগ্য হও তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজ পর পট্টবাস।
রত্ন অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে ভূপতিকে কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥
রাজা বলে মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার॥
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥
বেদের বিহিত যথা আছে পূর্ব্বাপর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥

তবে নরপতি তবে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
যাইতে২ পথে চিন্তে মনে মন॥
কি কহিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে॥
সসৈন্য আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে আইল মুনি মহামতি॥
কান্ধে হৈতে ফলভার ভূমিতে থুইল।
শকুন্তলা আইস বলি মুনি ডাক দিল॥
লজ্জায় মলিন কন্যা নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল মুনির॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন॥
আমারে হেলন করি কৈলে এই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলে অধর্ম্ম॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করিহ ভয় চিত্তে স্থির কর মন॥
সবিনয়ে কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর॥
যোগ্য পাত্র সেই২ দুষ্মন্ত নৃপবর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁরে করিলাম বর॥
ক্ষমহ রাজার দোষ আমায় দেখিয়া।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া॥
তোমার কারণেতে দিলাম তারে বর।
শুনি শকুন্তলা হৈল হরিষ অন্তর॥
হেনমতে মুনি গৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মৃত হইয়া রাজা রাজ্যভোগে ভোলা॥
কতকালে প্রসব হইল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র শশী ষোলকলা॥
দিনে২ বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল নাহি কার মনে॥
মহা পরাক্রমী বীর হৈল শিশু কালে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে২॥
তার পরাক্রম দেখে মুনি চমৎকার।
দমনক বলি নাম দিলেন তাহার॥

শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজ যোগ্য পুত্র হইল তোমার॥
পুত্র সহ যাহ তুমি রাজার আলয়।
পিতৃগৃহে কন্যা কভু সম্ভব না হয়॥
ধর্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র।
পিতৃগৃহে বহু ধর্ম্মে না হয় পবিত্র॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনা নগরে।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নরবরে॥
পাত্র মিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া॥
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা কহে বাণী।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি॥
পূর্ব্বের নিয়ম রাজা করহ স্মরণ।
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়া কারণ॥
সত্য আপনার রাজা করহ পালন।
যুবরাজযোগ্য হয় এইত নন্দন॥
শুনি সভাসদ লোকে বিস্ময় অন্তর।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর॥
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি॥
এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে পম্পিত॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলা রাজভোগে ভোলা॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্ম্ম ভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥
দৈবের সে সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনা আপনি রাজা ভাব মনে মনে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম্ম।
লোকেতে কি না জানিলে সেই হয় ধর্ম্ম॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি আর মহাজল।
আকাশ গমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ বাল বৃদ্ধ জনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে দেয়ত শমনে॥

মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন॥
পুত্ররূপে জন্ম হয় ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে যত চরাচরে॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোনকালে॥
পরম সহায়ে সখা পতিব্রতা নারী।
যাহারে সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয়॥
ভার্য্যা হীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস॥
ভার্য্যাবন্ত লোকে ইহকালে বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্রে রাজা কহে সুরবর্গে॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্র মুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ॥
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেবঋষি মুনি আদি যত মহামতি॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতা মাতা তরে॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীত কহে রাজা বেদেতে প্রচার॥
চতুষ্পাদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপাদে ব্রাহ্মণ।
অধ্যয়নে গুরুশ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গন॥
ধূলায় ধূসর পুত্র কর আবাহন।
হৃদয়ের যত দুঃখ হইবে খণ্ডন॥
হেন পুত্র দাণ্ডাইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে॥
অবজ্ঞা না কর রাজা নীচ পুত্র নহে।
উহার মহিমা যত মুনিগণ কহে॥

শত শত করিবেক অশ্বমেধ ব্রত।
সসাগরা একছত্র করিবে নিয়ত॥
পিতার হুতাশে পুত্র সদা ভাবে দুঃখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা তোষহ কুমারে।
আমারে রাখ না রাখ যা হয় বিচারে॥
বিশ্বামিত্র মম পিতা মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী॥
জননী ত্যজিল পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভেবে॥
নিশ্চয় মরিব আমি নহি তব দুঃখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মম বিদরিছে বুক॥
এত যদি শকুন্তলা বিনয় করিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল॥
অকারণে পুনঃ২ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে॥
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরী বেশ্যা তোমার জননী॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয় বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে॥
বেশ্যাগর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র তোর নহে হেন লয় মতি॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি ভাণ্ডহ আমারে।
যাহ বা থাকহ কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে
শকুন্তলা কহে রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোক নিন্দা কর নহেত উচিত॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা কর পাঠান্তর॥
মম মাতা স্বর্গবাসী তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছামনে॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর জিনিতে যে পারি॥
বত নিন্দা কর সহি স্বভাব কারণে।
আপনা না জানি নিন্দা কর অন্যজনে॥

কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে॥
সত্য সম পুণ্য রাজা না দেখ তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনিজনা॥
হেন মিথ্যবাদী তুমি হইয়া নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহি উচিত না হয়॥
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ শুনি আকাশ উপর॥
যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিহ হেলা॥
সত্য পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী।
পুত্রসহ সম্বরণ কর নৃপমণি॥
স্বামী বলে শকুন্তলা তোমায় ক্ষমিল।
শকুন্তলার ক্রোধে তব নাহি হবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই যে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হইতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশ বাণী হৈল আচম্বিত॥
রাজা বলে মন্ত্রীগণ করিলা শ্রবণ।
আমিহ জানি যে ইহা নাহি বিস্মরণ॥
একারণে আমি ভাণ্ডিলাম মন্ত্রীগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলার হস্ত ধরে ফিরায় তখন॥
মহানন্দে নরপতি পুত্র কৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজপাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
অদ্যাপি ভারত ভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তার বংশে যত যত হৈল নরপতি।
ভরতের বংশ বলি হইল সুখ্যাতি॥
ভরতের উপখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার হয় দিনেং॥
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস॥

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কিমত প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাহ আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভালং জিজ্ঞাসিলা ভারত আখ্যান।
সোমবংশ চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাহার॥
তাহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নাম হৈল তাহার তনয়॥
তাহার নন্দন হৈল জগতে বিদিতে।
ইলাগর্ভে পুরুরবা বুধের বীর্য্যেতে॥
অষ্টাদশ দ্বীপে তেঁই হইল নরপতি।
চিরদিপ ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি॥
নরপতি হৈল আয়ু তাহার তনয়।
তাঁর পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্র রাজা হৈল আপনার গুণে।
সর্পযোনি পাইয়াছে ব্রাহ্মণ বচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥

শুক্রস্থানে কচের মন্ত্র গ্রহণ।

জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন দোষ করিলে রাজন॥
কোন হেতু শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
দেবতা অসুর যুদ্ধ নিরন্তর হয়॥
নিজ নিজ হিত সবে বাঞ্ছা করি মনে।
দুইদলে পুরোহিত কৈল নিয়োজনে॥
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব॥
যুদ্ধে যত দৈত্যবধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে॥
সঞ্জীবনী মন্ত্র ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হয়ত নিধন।
জীয়াইতে না পারেন অঙ্গিরানন্দন॥
শুক্রের প্রভাবে দেবগণ চমৎকার।
সকলে মিলিয়া এক করিল বিচার॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাঁহারে বলিল তবে সব দেবগণ॥
বৃষপর্ব্ব পুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতি॥
শিষ্য হৈয়া শুক্রস্থানে কর অধ্যয়ন।
দেবযানি তার কন্যা করিবে সেবন॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্ব পুরে কচ করিল গমন॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার॥
অঙ্গিরার পৌত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন॥
এত শুনি শুক্র তারে করিল আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র এই অভিলাষ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করেন পঠন॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাহার কন্যারে॥
করযোড়ে থাকি কচ দেবযানি আগে।
অবিলম্বে আনে কচ যাহা কন্যা মাগে॥
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া তাঁর থাকে অনুক্ষণ॥
হেনমতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল॥
গোধন রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল একদিনে॥
জানিল দেবের গুরু তাহার নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে মারিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া॥
অস্থি মাংস যতেক শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজঘরে গেল॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে॥
কচ নাহি দেবযানি হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত॥
গাভীগণ আইল ঘরে কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্য কি অরণ্যেতে মারিল॥
নিশ্চয় মরিব আমি কচের বিহনে।
এতবলি দেবযানী ভালে কর হানে॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন॥
আইস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিলা কোথায় আছিলা ততক্ষণ॥
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিলা।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জীয়াইলা॥
এত শুনি দেবযানী পিতারে কহিল।
গোধন রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল॥
ভারতের কথা হয় শুনিতে অমৃত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

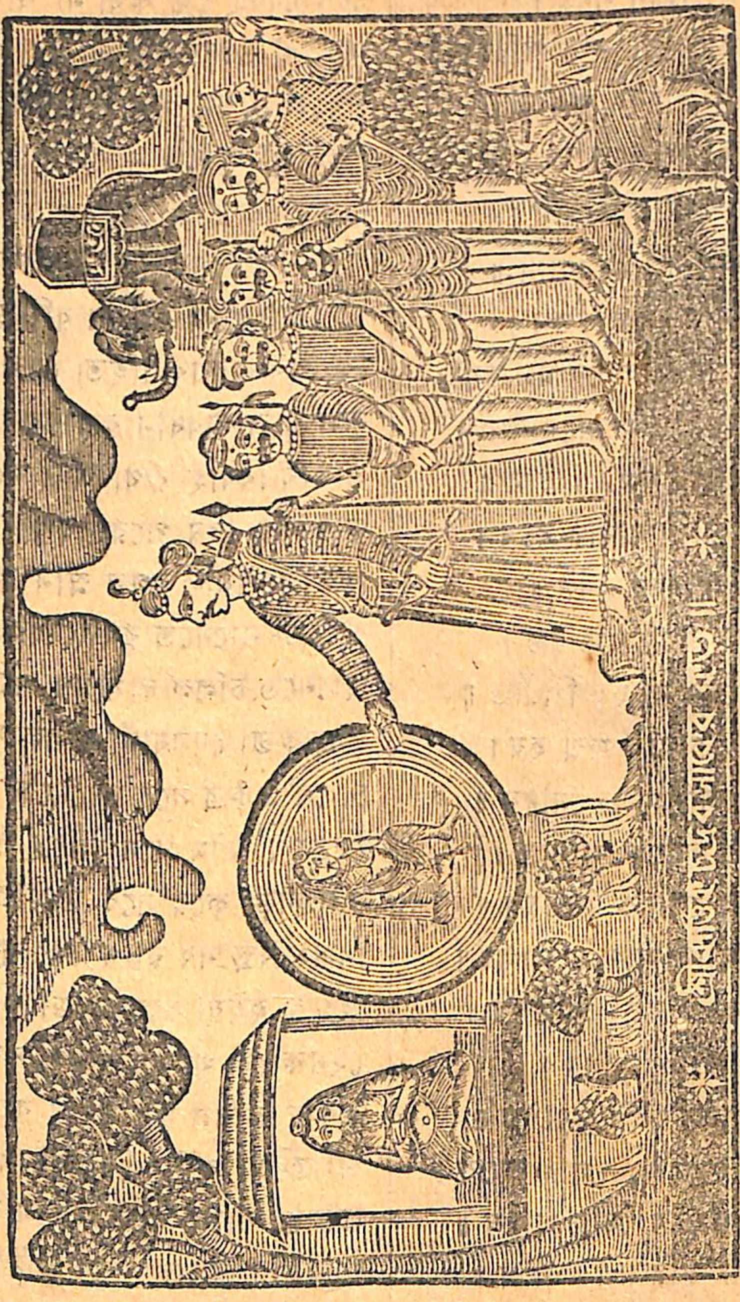
কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ।

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি॥
আজ্ঞা পাইয়া কচ গেল পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিয়া॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্যে খাইলে তার ত নাহিক নিস্তার॥
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইলা সুরা হয় শুক্রেরে ভোজন॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল॥
এতক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল।
হেন বুঝি দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচ না আইলে।
পুনরপি তারে পিতা দেহ মন্ত্রবলে॥
শুক্র বলে পদ্মযোনী না কর বিলাপ।
মৃত জন হেতু কেন কর পরিতাপ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে॥
দেবযানী বলে পিতা যাহা কর তুমি।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি॥
কচের যতেক সেবা কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি॥
আজি হৈতে পিতা এই সত্য অঙ্গিকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে॥
শুক্র বলে কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে আইলে কিসের কারণ॥
কচ বলে আমারে মারিয়া দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমারে ভক্ষণ॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে বার বার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বধ হয়।
মরণ হইতে বড় বিপ্রবধে ভয়॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যত জন।
ব্রহ্মবধ-পাপে হয় কাহার মোচন॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ॥
সঞ্জীবনী মন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবে মোরে॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যায়ন॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়্গ করে লৈয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ।
পুনরপি জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈলে ভৃগুর নন্দন।
সুরা প্রতি শাপ মুনি দিল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কায যদি লয় ঘ্রাণ॥
আজি হৈতে সুরাপান করে যেইজন।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণ॥
ইহলোকে অপূজিত হবে যেইজন।
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্য মারিলে যে এ কোন প্রকৃতি॥
আজি হইতে পুনঃ কচে কেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথাসুখে বিহরহ নির্ভয় হইয়া॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যায়ন কৈল॥
বিদ্যাপড়ি শুক্রস্থানে সুরপুরী যায়।
দেবযানী কাছে গেল হইতে বিদায়॥
এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণ বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥

আমার দেখহ কচ যৌবন সময়।
তোমারে যে দেখি যোগ্য কর পরিণয়॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলহ আর॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমত কুৎসিত কেন বল দেবযানি॥
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে পতি আছে মম মন॥
মরেছিলা তুমি জীয়াইলাম বারে বার।
মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার॥
পূর্ব্বেতে সৌহৃদ্য রাখ আমার বচন।
এত শুনি কচ হৈল বিষণ্ণ বদন॥
কচ বলে দেবযানী এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পিরীত॥
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কি মতে এমন বল লোকে কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয়॥
স্ত্রী হইয়া বারে২ করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে॥
কচ বলে দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে দিলা শাপ নহে এই কর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তার।
মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলে তুমি না হয় খণ্ডন।
বিফল হইল যে করিলাম পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
তারা ফলদায়ী হবে মোর অধ্যয়নে॥
এতবলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত যতেক অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশঙ্কা হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব দৈত্য যুদ্ধ কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিয়া দেবযানীর কথন॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

দেবযানীর উপাখ্যান।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই পাণি।
কি প্রকারে বিবাহিতা হৈল দেবযানী॥
মুনি বলে অবধান কর দণ্ডধর।
তাহার বিবাহ কথা অতি মনোহর॥
তার কত দিন পরে বৃষপর্ব্ব পুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বের কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
চলিল একত্র সবে স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ নাম বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর॥
নিজ২ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে॥
হেনকালে খরতর বাহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন॥
জলক্রীড়া করি সবে উঠি কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে আপন বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
দেবযানীর বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্র হয়ে বস্ত্র তুই পরিস আমার।
দেবযানী বাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল॥
তোমায় আমার দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খাইয়া রক্ষা কর কলেবর॥
মোরবাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য কহ কোন অহঙ্কারে॥
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা॥



দেবযানীর কূপ হইতে উদ্ধার।

দেবযানী কূপে ফেলি গেল নিজাগার।
মরিল বাঁচিল সেই না দেখিল আর ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে ॥
মৃগয়াতে বড় রত নহুশ নন্দন।
সসৈন্য যযাতি রাজা গেল সেই বন ॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হইল যযাতি রাজন।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে কূপের ভিতর।
পড়িয়াছে কন্যা দেখে পরম সুন্দর ॥
আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়ে জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে আইল তথাকারে ॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে ॥
রাজা বলে কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ ॥

দ্বিতীয় চন্দ্রের তাপ ত্রৈলোক্য মোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী ॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী ॥
আমার বচন রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হৈতে ॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ ॥
এত শুনি নৃপতি বলিল বার বার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার ॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয়ে নবীনা যুবা বয়স তোমার ॥
তেকারণে ছুইতে তোমারে না যুয়ায়।
কন্যা বলে রাজা দায় নাহিক তোমায় ॥
অন্ধকূপে পড়িয়া আমার প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার কর প্রাণ রাখ রায় ॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচন।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণ ॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যারে উদ্ধারি রায় নিজ দেশে গেল ॥
হেনকালে পূর্ণিকা নামেতে উপকারী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী ॥
কান্দি কহিলেন যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানহ গিয়ে মোর সমাচার ॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোনলাজে লোকে আমি দেখাব বদন ॥
চলি যাহ পূর্ণিকা গো কহ পিতৃস্থান।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ ॥
ত্বরিতে জানহ বাপে শুন গুণবতী।
এতশুনি পূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি ॥
কড়যোড়ে পূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয় ॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিতে গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা ফেলাইল কূপে তারে ॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরষ বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন ॥

দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে।
হেঁট মুখে বসিয়াছে চক্ষে জল ঝরে ॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্য গুরু পুছিল বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কহ কিবা বিবরণ ॥
কোনকালে তুমি যে করিয়াছিলে পাপ
তথির কারণে তুমি পাইলে এ তাপ ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পাইলে না যায় খণ্ডন
শুনি দেবযানি বলে গদগদ বচন ॥
পাপ নাহি জানি গো যাবৎ মোর জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ কর অবধান ॥
বৃষপর্ব্বকন্যা বলে আমারে ধরিয়া।
কূপে ফেলাইয়া গৃহে গেল সে চলিয়া ॥
শূদ্রী হৈয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন ॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে।
সকুটুম্ব বাঁচিস আমার ধন হৈতে ॥
পুনঃ২ কহিলেন যাহা আইল মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন লাগিয়াছে বুকে ॥
শুক্র বলে দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোকে ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে ॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন ॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রতিভা কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী ॥
সর্পের দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দয়।
কাষ্ঠে২ ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়।
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব দৈত্যস্থানে করিল গমন ॥
বৃষপর্ব্ব চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্যদেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে
পুণ্যবান জান তার নিকটে না থাকে ॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেই জন।
অনুরূপ দুঃখ পায় না হয় খণ্ডন ॥

তারে না ফলিলে তার পুত্র পৌত্রে ফলে
ব্যর্থ নাহি হয় হেন বিধি বেদে বলে ॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃ২ তুই তারে করিলি নিধন ॥
মম কন্যা দেবযানী প্রাণের সমান।
কূপে ফেলাইলে তারে নিধন বিধান ॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারে বার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার ॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে
সে কারণ সাধুজন পাপীসঙ্গ ছাড়ে ॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি বসাইয়া বলে দৈত্যশ্বর ॥
অধম পাপীষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতীকার ॥
নিশ্চয় গোঁসাই যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠির সহিত আমি পশিব সাগরে ॥
শুক্র বলে তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
আমার ত্যজহ কিম্বা যাও দেশান্তরে ॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
উহারে অপ্রিয় আমি করিবারে নারি ॥
ইহাতে যদ্যপি ক্ষমা করে দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি ॥
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া ॥
হইল কুকর্ম্ম মম ক্ষম অপরাধ।
আমারে সদয় হও করহ প্রসাদ ॥
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে।
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষা।
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী ॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এই ক্ষণে আনি অগ্রে দিবত তোমার ॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে ॥
কোপ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া।
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া
না মানে প্রবোধ কার ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাহার ক্রোধ তোমার কারণ ॥
অতএব শীঘ্র তুমি চল তথাকারে।
তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে
কন্যা বলে যাহে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্য করিব নিশ্চয় ॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য অধিপতি ॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চাড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল তলে ॥
বৃষপর্ব্ব বলে কন্যা দৈবের লিখন।
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসী পণ ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন পিতঃ যে আজ্ঞা তোমার
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার ॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবে দাসী তুমি ঠাকুরাণী ॥
হেন জন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে ॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক না হবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে ॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ পরিচর ॥
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে হয় অমৃত সমান ॥

দেবযানীর বিবাহ।

হেনমতে নানারঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসী ভাবে সেবে তাঁরে দৈত্যের নন্দিনী
কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়ে।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়ে ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি মনোহর।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তালি
নানা বাদ্যারম্ভে কেহ দেয় হুলাহুলি ॥

কিশলয় শয্যায় শোয়েন দেবযানী।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী॥
হেনকালে সেইবনে দৈবের ঘটন।
যযাতি নৃপতি আইল শিকার কারণ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
এতশুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্য গুরু শুক্র নাম খ্যাত চরাচর॥
তাঁহার তনয়া আমি নামে দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দন।
এথাকারে আইলে তুমি কোন প্রয়োজন
শুনিয়ে কন্যার বাক্য কহেন নৃপতি।
নহুষ নন্দন আমি নামেতে যযাতি॥
ব্রহ্মচর্য্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়া কারণ আমি আইনু এথারে॥
পরম সুন্দর তুমি বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলে আমারে
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে॥
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ ভূপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা সংহতি॥
তোমার বংশেতে কেহ বিবাহ না করে।
হাত ধরে লয়ে যায় কন্যা সেই বরে॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি॥
রাজা বলে শুক্র জানি তব কল্প তরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ গুরু॥
তাঁহার নন্দনী তুমি বন্দিতা আমার।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার
বিবাহ করিতে তোমা বড় ধায় মন।
কিন্তু শুক্র ক্রোধে হয় সংশয় জীবন॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ বিষে সবংশে সংহারে॥
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচকে দিলে দান কিবা তার হয়॥

রাজা বলে তিনি যদি দেন অনুমতি।
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতী॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
রাজারে লইয়া গেল পিতার গোচর॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি আইল মৃগয়া কারণ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষ তনয়।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয়॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য।
যযাতিকে দিব তোমায় এ নহে আশ্চর্য্য
এত বলি দৈত্য গুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেব যানি সহ গেল যথা নরপতি॥
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।
শুক্র বলে শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানি হয় আমার নন্দিনী॥
রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে ব্রাহ্মণ আপনি॥
শুক্রবলে আছে দোষ বলে দৈবযাণী।
ব্রাহ্মণ তনয়া তিন বর্ণের জননী॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার॥
একবাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈতের নন্দিনী॥
মম কন্যা দেবযানী সেবকী এ হয়।
ইহারে ডাকিহ নাই শয়ন সময়॥
এত বলি সমর্পি দিলেন দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী।
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি॥
যথাযোগ্য ভক্ষ্য যোগ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যক্ষ সবারে রাজা কৈল নিয়োজন
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস শর্ব্বরী
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশমাসে প্রসব হইল দেবযানী॥

দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রায় হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন ॥
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুবতী ॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিত হৃদয়ে।
স্বামী হীন হইলাম কর্ম্ম দুরাশয়ে ॥
বৃথা জন্ম গেল মম এ নব যৌবন।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজন ॥
দেবযানী সখী মম হয়ত ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈলে মম অধিকারী ॥
যদি পাই একান্তে নৃপতি দরশন।
ঋতু দান মাগি লব এই লয় মন ॥
যযাতি সে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথা না করে
এতেক চিন্তিত দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার কারণ ॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশীমুখী ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সন্মুখে দাণ্ডাইল।
বিনয় পূর্ব্বক কন্যা কহিতে লাগিল ॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র ইন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণে নৃপতি তোমারে গণি তায় ॥
আমারে রাজন তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক কহি যে তোমাতে ॥
কামভাবে তোমায় না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোরে ধর্ম্মের কারণ ॥
রাজা বলে ইহা না কহিও কদাচন ॥
শুক্রের বচন নাই তোমার স্মরণ ॥
দেবযানী বিবাহে বলিব বারে২।
শয়নে কদাচ না ডাকিবা শর্ম্মিষ্ঠারে ॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার পরশিব যে তোমারে ॥
কন্যা বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত ॥
বিবাহের কালে সর্ব্ব ধন উপহারে।
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে ॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চস্থানে মিথ্যা পাপ হেতু নহে ॥
দেবযানী তোমারে বরিল যেইক্ষণে।
আমার বরণ রাজা সেই হৈল মনে ॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তার ভর্ত্তা তুমি মোর হৈলে অধিকারী ॥
রাজা বলে নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
কখনহ মিথ্যা বাক্য না শোভে রাজার ॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে করে নাহি পূজা।
কন্যা বলে রাজা নহে অধর্ম্ম আচার।
ভার্য্যা পুত্র দাসের স্বামীর অধিকার ॥
ঈশ্বরী ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
সেকারণে তোমারে মাগিনু পুত্রবর ॥
কন্যার বচন শুনি সত্য ধর্ম্মনীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়ে তবে কহে নরপতি ॥
রাজা বলে পূর্ব্বে করিলাম অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
সে কারণে তোমার পুরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল গেল আপন বসতি ॥
রাজার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভ হৈল।
দশমাস দশদিনে পুত্র প্রসবিল ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে হৈল শব্দ।
বার্ত্তা পায়ে দেবযানী হইলেন স্তব্ধ ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে ॥
দেবযানী বলে সখী করিলা কি কর্ম্ম।
কার দ্বারা হইল তোমার পুত্র জন্ম ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন সখী দৈবের লিখন।
মম ঋতুকালে আসে ঋষি একজন ॥
কাম ভাবে তাহারে না করিনু কামনা ॥
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেইজনা ॥
দেবযানী বলে সখী কহ সত্যকথা।
কি নাম ঋষির পুত্র বাস তার কোথা ॥

শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে আর দিব্য কলেবর॥
তারে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সে কারণে নাম গোত্র না জানি তাহার॥
দেবযানী বলে সখী তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্র সম দ্যুতি॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে যায় কত দিবস অন্তরে॥
দেবযানী প্রসবিল যুগল নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্বজন॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্ম ঔরসে রাজার।
ঋতুযোগে জন্মাইল এ তিন কুমার॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু অনু আর দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্ব গুণাধার॥
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে২।
ঋষি হৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ।

হেনমতে কতদিনে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফলে ফুলে সুগন্ধি সুনাদ পক্ষীগণ॥
দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সবে আইল ধাইয়া॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি॥
মৌনেতে রহিল রাজা না করে উত্তর।
কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল অতঃপর॥
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ হেথায় আইলা কি কারণ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যক্ষ আপন নাম কহে তিনজন॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজা দেখাইয়া বলে এই মম পিতা॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাণ্ডাইল করপুটে॥
দেবযানী ভয়ে রাজা না বলিল কিছু।
বিরস হইয়া তিনে বাহুড়িল পিছু॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ নয়ন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিয়া বলিল ততক্ষণ॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
এক ঋষি পুত্রদান দিলেক আমারে॥
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত॥
যোড়কর করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নহে বাটি আমি শুন ঠাকুরাণী॥
তুমি মম ঈশ্বরী তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মোর ভর্ত্তা হৈল নরপতি॥
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোরে দেখিয়া বালক॥
ক্রোধে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলা অবহেলে॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘন আর করহ সেবকী।
এবে জানিলাম তুমি পরম পাতকী॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এতবলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥
কান্দিতে২ যান জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর॥
রাজার বিনয় বাক্য না শুনিল কাণে।
দেখিয়া পাইল বড় ভয় রাজা মনে॥
পাছে নাহি চায় ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে২ নরপতি চলিল সংহতি॥
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত॥
অবধান কর পিতা মম নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হৈল যযাতি রাজন॥
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্ব কন্যা সহ করিল রমণ॥

তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগ্য করিল মোরে রাজা অবিচারে ॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
এখন তোমার বাক্য হেলন করিল ॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল তত্‌ক্ষণ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘন রাজা এ কোন বিহিত ॥
গুরুজনে লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার।
এই পাপে জরা অঙ্গ হইবে তোমার ॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত হৃদয়।
করযোড় করি রাজা বলিছে বিনয় ॥
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠাকে না করি রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা করিল যে প্রার্থন ॥
সে কারণে তাকে করিলাম ঋতুদান।
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান ॥
নপুংসক হয়ে জন্ম হয় ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে ॥
ঋতুদান করিলাম এই ধর্ম্মভয়।
অগ্রে মম অঙ্গীকার জান মহাশয় ॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিনু সে মাগিল ঋতুদান ॥
শুক্র বলে ধর্ম্ম ভয় করিলে বিচার।
মম বাক্য ভয় নাহি এত অহঙ্কার ॥
এতেক বলিবা মাত্রে ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন ॥
অশক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না স্বরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হস্তে কহে পুনঃ করিয়া বিনয় ॥
যুবাভাবে তৃপ্ত নাহি না পুরে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা ॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে ॥
শুক্র বলে মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজা যদি আছে মন ॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্য জনে।
সংসারিক সুখ ভোগ কর হে আপনে ॥
রাজা বলে আছে মম পঞ্চম কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্যভার ॥
শুক্র বলে জরা লইবেক যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন ॥
বংশ বৃদ্ধি হবে আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা ॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানী সহ দেশে করিল গমন ॥
যযাতি চরিত্র কথা শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

যযাতির যৌবন প্রাপ্তি।

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল তত্‌ক্ষণে ॥
শুক্রশাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পুরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয়ত উচিত ॥
সে কারণে মম জরা লহ রে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহত আমারে ॥
সহস্র বৎসরে পুত্র হইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস বদন ॥
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্ন পান হীন শক্তি না থাকে শরীরে ॥
শরীর কুৎসিত হয় লোক উপহাসে।
এ জরা লইতে মম চিত্ত না প্রকাশে।
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন।
জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়ে তুমি হৈলা অভাজন ॥
তোর বংশে রাজা না হইবে কোনকালে।
প্রথম পুত্র হৈয়া তুমি কুপুত্র হৈলে ॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর ॥
শুক্রশাপে জরা হইল না হল খণ্ডন ॥
জরা লয়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন ॥

বলহরা লহ জরা সহস্র বৎসর।
আমার বচন রাখ উপকার কর ॥
তুর্ব্বসু বলিল পিতা জরা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত যায় সংসারের সুখ ॥
এ জরা লইতে আমি অপারক অতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হইল নৃপতি ॥
তুমি পুত্র পিতৃবাক্য কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবে দণ্ডধর ॥
তব বংশে যতেক হইবেক পুত্রগণ।
মূর্খ হইয়া করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥
দেবযানী দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল আপনি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে ॥
মম জরা লহ তুমি সহস্র বৎসর।
পুনঃ জরা দিয়া লবে যুবা কলেবর ॥
দ্রুহ্যু বলে রাজা জরা বহু দোষ করে।
অন্যের থাকুক কার্য্য বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
না পারিব সহিতে সে জরার যন্ত্রণা।
অন্যের করহ আজ্ঞা লয় যেই জনা ॥
শুনিয়া যযাতি ক্রোধে বলে ততক্ষণে।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘনে ॥
চারিজাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে ॥
যতেক করিবে আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ ॥
অনু বাল পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
মম জরা লহ বাপু কর পুত্র কায।
শুনিয়া বলেন অনু শুন মহারাজ ॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে ॥
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার ॥
যতেক জরার দুঃখ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে ॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে ॥
যৌবন কালেতে তারা সবাই মরিবে ॥
তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল ত্বরিত ॥
সব হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয় কর্ম্ম কর রাখ আমার বচন ॥
শুক্র শাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখ জানাই তোমারে ॥
পুত্র কর্ম্ম দেহ কর আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন ॥
মম জরা দুঃখ বাছা লহ নিজকায় ॥
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায় ॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড় করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে ॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোক অপযশ নরকে গমন ॥
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে ॥
আমার যৌবনে ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন।
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর ॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না হয় লিখন ॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট কৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে ॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ ॥
অভাগ্যেত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর ॥
কামবশে কামিনীগণের রাজা তোষে।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয় ভাষে।
হেনমতে রাজা করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিল নৃপবর ॥
জরায় পীড়িত পুত্র দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি ॥

আপন জরার জন্য দিনু পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ ॥
লোকেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
কামভাবে মত্ত আমি দুঃখিত নন্দনে ॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় খণ্ডন ॥
যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন ॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করলাম তোমার যৌবনে ॥
পুত্র কর্ম্ম করি প্রীত করিলে আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে ॥
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে ॥
এতবলি জরা নিল নহুষ নন্দন।
পুরুর হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন ॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
রাজ্যেতে যতেক বৈসে আনাইল রাজা ॥
পুরু অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল যত প্রজা ক্ষত্রগণ ॥
নানা শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি নহুষ তনয়।
জৈষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয় ॥
সর্ব্বগুণ যুক্ত যদু পরম সুন্দর।
তাঁর বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর ॥
ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবে রাজা কোন শাস্ত্রে কয় ॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া নৃপবর।
ক্ষণেক থাকিয়া রাজা করিল উত্তর ॥
পিতৃ মাতৃ বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলে হেন কোন শাস্ত্রে লেখে
পুরুকে জানি যে আমি আপনার কুমার
আর পুত্র অকারণে হইল আমার ॥
জরায়ু পীড়িত আমি না ছিল যৌবন।
আমা বাক্য না রাখিল এই চারিজন ॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মম জরাভার ॥
সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্ম কেন নয় ॥
প্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত।
তার নাতিগণ যোগ্য সংসারে পূজিত ॥
তাহারে না দিয়া অন্যে দিবে অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
রাজা বলে শুক্রেরে করেছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সেই রাজ্যের ভাজন ॥
শুক্র বলে যেই পুত্র লবে জরা ভার ॥
আপনার রাজ্যে তারে দিবে অধিকার ॥
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা করিয়াছে নাহিক বিচার ॥
পিতৃ মাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ ॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিলেন পুরুকে তখন ॥
ছত্রদণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
সুতে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি ॥
আদিপর্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

—

যযাতির স্বর্গে গমন।

হইল নৃপতি পরে জরাযুক্ত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বন মুনিগণ সঙ্গ ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল মূলাহার করে বনের ভিতর ॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর তথা যায় ॥
শিলোঞ্ছিত ব্রত রাজা বঞ্চে বহু ক্লেশ।
ফল মূল আহার ত্যজিল রাজা শেষ ॥
জল পান ত্যজিয়া করিল বাতাহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থি চর্ম্ম সার ॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর ॥
যোগে যাগে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ ॥

তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি ॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আইল ইন্দ্রস্থানে
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তার বিদ্যমানে ॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার।
জরানিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার ॥
কোন নীতি তারে শিখাইলে মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া আইলে ব্রহ্মার সমাজ
রাজা বলে শুন শিখাইলাম যে তারে।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র অনুসারে ॥
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন একমনে ॥
পরদুঃখে দুঃখী যেই পর উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি ॥
মর্ম্মকথা পরেরে না বলে কোনকালে।
কপট প্রবৃত্তি হীন সদা সত্য বলে ॥
আপনার ক্লেশ করি পাপে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে ॥
দুঃখিত দারিদ্র দুঃখ বিনাশিবে ধনে।
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধাদানে ॥
উত্তম করিয়া বন্ধুগণের তুষিবে।
চোর দস্যু দুষ্টলোক রাজ্যে না রাখিবে
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধজনে।
অবহেলা না করিবা অতিথি সেবনে ॥
অবশেষে জ্যেষ্ঠপুত্রে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবা তুমি ফল মূলাহার ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত ॥
ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মলোকে ভ্রম নিজ সুখে।
তোমার সমান নাহি দেখি ব্রহ্মলোকে ॥
কি পুণ্য করিয়া তুমি জন্মিলা সংসারে।
কহ নৃপবর ইচ্ছা আছে শুনিবারে ॥
রাজা বলে বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি ॥
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে না দেখি একজন।
আমার সহিত তার করি যে গণন ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনার প্রশংসা নিন্দে দেবের সমাজ ॥
এই পাপে ক্ষিণপুণ্য হইলে যযাতি।
তোমার না শোভে আর স্বর্গের বসতি ॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও বলে পুরন্দর।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর ॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে ॥
এক নিবেদন মম তোমার গোচরে।
কৃপাকরি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে ॥
পুণ্যবান লোক যত আছে যেই পথে,
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীনাথে ॥
ইন্দ্রবলে রাজা তব বুদ্ধি নাহি টুটে।
নিজ গুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবা নিকটে ॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন।
আকাশ হইতে যেন পড়িল তপন ॥
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারি জন।
ডাক দিয়া বলে রহ পড়ে কোনজন ॥
পুণ্যবান আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে রহিল স্থির যযাতি রাজন ॥
অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি ॥
পুন্যবাণ জনেরে করিলাম যে অমান্য।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণপুণ্য ॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণে ত্যজে।
পুণ্যহীনে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে ॥
অষ্টক বলিলা তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হৈলে কহিবা আমায় ॥
রাজা বলে মর্ত্ত্যেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে করে পূজা ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে ॥

শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে করিয়া গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম না যায় কহন ॥
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি।
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানাভোগ করিলাম সহস্র বৎসর ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোক করিলাম গতি।
দশলক্ষ বৎসর হইল তথা স্থিতি ॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহক্রীড়া করিলাম বৃথা ॥
কামরূপা হইয়া বেড়ায় যথা তথা।
দৈবে ইন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসিল কথা ॥
ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথা হৈতে সে কারণে পড়ি মহাশয় ॥
অষ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি।
তথা হৈতে পড়িলে হইবে কোনগতি ॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় যেইজন।
ভূমি নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ ॥
রাজ বীর্য্যস্থত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনী অনুসারে ॥
অষ্টক বলিল তবে হবে কি প্রকার।
এ ঘোর নরক হৈতে পাইবে নিস্তার ॥
রাজা বলে তপ শান্তি দয়াদান ফলে।
এই সবে স্বর্গ ভোগ হয় অবহেলে ॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে অতিথি সেবন।
গুরু দ্বিজ সেবা করে দেব আরাধন ॥
তবেত তরিতে পারে নরক হইতে।
কহিলাম বৃত্তান্ত এ সকল তোমাতে ॥
অষ্টক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান।
তথায় নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
চিরদিন তথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্রে ভয় ॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারি ॥
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে সর্ব্বজন ॥
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে এথা তুমি রহ মহাশয় ॥
রাজা বলে পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন ॥
শিবি রাজা বলে তুমি তৃণ গাছি দিয়া।
আমার বিভাগ পুণ্য লহত কিনিয়া ॥
রাজা বলে যত কহ ছাওয়ালের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস ॥
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারিজন।
নিশ্চয় হেথায় যদি না রহ রাজন ॥
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন।
যথায় নরকে তুমি করিবা গমন ॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্য মূর্ত্তি পঞ্চরথ সে স্থানে আইল ॥
পঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চজন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন ॥
শ্রীবৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সেই চারিজন তার কন্যার তনয় ॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি ॥
যযাতি চরিত্র কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে মধুর নাহি ইহার সমান ॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয়ত উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশী দাস বিরচিত ॥

চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন।

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর ॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি ॥
মুনি বলে যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসুর বংশ হৈতে যবন উদ্ভব ॥
দ্রুহ্যু হৈতে বাদ্ধত হইল ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংশ ॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
যার বংশে আপনার হৈয়াছে উদ্ভব ॥

তর্প জপ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর॥
পুরুরাজ পাটেশ্বরী পৌষ্টি নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে॥
প্রবীণ প্রধান পুত্রে দিল রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাহার॥
তার পুত্র মনুষ্য হইল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তার পরম সুন্দর॥
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজ সিংহমন।
মিশ্রকেশী গর্ভেতে জন্মিল তিন জন॥
দশ রাণী মধ্যে রাজা হৈল মতি যার।
স্বংশু আদি চারি পুত্র হইল তাহার॥
ইনিল তাহার পুত্র বলে মহাতেজা।
তার পঞ্চপুত্রের দুষ্মন্ত হৈল রাজা॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তর।
ভমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাঁহার॥
সুহোত্র বলিয়া রাজা তাহাতে উৎপত্তি।
তার পুত্র হস্তীনামে হইল সুকীর্ত্তি॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর॥
আজমীঢ় মহারাজ হস্তীর নন্দন।
তাঁর পুত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ॥
সম্বরণ রাজ্যকালে অনাবৃষ্টি কৃত।
দুর্ভিক্ষ হইল লোক ব্যাধিতে পীড়িত॥
পঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর।
পুনরপি রাজ্য প্রাপ্তি হইল রাজার॥
নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য্যকন্যা নামেতে তপতী॥
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাইল নিজ বাহুবলে॥
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চ পুত্র তার।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার॥
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হৈল তাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীপ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল।
বালক কালেতে সেই অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যারে বিবাহ বাপে দিল॥
তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিত্র বীর্য্য আর॥
গন্ধর্ব্বে মারিল চিত্রাঙ্গদ নরবর।
রাজ্যেতে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধর॥
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন।
পুনর্ব্বংশ বৃদ্ধি কৈলে ব্যাস তপোধন॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু তার হইল নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হৈল একশত জন॥
ভ্রাতৃর বিবাদে তার হইল সংহার।
বংশ রক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর কুমার॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয়॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে।
যৌবনে মরিল তেঁই ভারত সমরে॥
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা আছিল গর্ভবতী।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপত্তি॥
আপনি হইলা তুমি তাহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন॥
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
মেরুদণ্ড হৈল শতানীকের কুমার॥
ইলা বংশ চরিত্র যেই জন শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তাঁর বাড়ে দিনে২॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম বিধি বেদে কয়
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল পায় নাহিক সংশয়॥
আদিপর্ব্ব ভারত শ্রীব্যাস বিরচিত
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত

শান্তনুর উৎপত্তি।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার ॥
ত্রৈলোক্য পাবিনী গঙ্গা বিষ্ণু অংশে জন্ম
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম ॥
মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভীষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকু নন্দন ॥
ইন্দ্রের সম্মতে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নরবর ॥
দেব দ্বিজে দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি ॥
ব্রহ্মলোক গেল রাজা যজ্ঞ পুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে ॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
একদিন দেখ রাজা দৈবের যে গতি ॥
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সন্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে ॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর কলেবর ॥
দক্ষ আদি প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দেবে।
দেবঋষি মুনিগণ নিত্য আইসে সবে ॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে তেজোবন্ত বহিল পবন ॥
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেটমুণ্ড করিলেন দেবগণ ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভীষ রাজা দেখে নিশ্চল নয়নে ॥
মহাভীষ রাজা অতি রূপে অনুপম।
তার দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম ॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি বলে প্রজাপতি।
মম লোকে আসি রাজা করিলে অনীতি
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্তে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার।
পুনরপি হেথায় আসিবা পুণ্যবলে ॥
সোমবংশে জন্ম গিয়া লও ভূমণ্ডলে ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি ॥
সোমবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভীষ রাজা তার গৃহে জন্ম নিল ॥
বাহুড়িল গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আইসে বসু অষ্টজন ॥
বিরস বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে ॥
বসুগণে বলে চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ জন্মিতে মানুষে ॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষ মনুষ্য যোনি নরক দুস্তর ॥
উপায় না দেখি চিন্তা ভাবি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন ॥
গঙ্গা বলে কি করিব কহ সন্নিধান।
যে করিব অঙ্গীকার না করিব আন ॥
বসুগণ বলে মর্ত্তে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনী জন্মিতে হতেছে বড় ভয় ॥
আপনি মনুষ্য লোকে হয়ে রাজনারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী ॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দেহ গঙ্গানীরে ॥
বসুর বচন গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে হরষিত হৈল ॥
কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় বলে মহাতেজা ॥
দেবাপি নামেতে তার প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন ॥
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল সুতহীন।
গঙ্গাজলে থাকে সদা বয়স প্রবীণ ॥
তপ জপ ব্রত করে বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন ॥
তার রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ ॥

দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব কুমার॥
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার॥
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিনু তুমি হও মম পতি॥
স্ত্রী হইয়া পুরুষে ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী॥
রাজা বলে পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি॥
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেব কন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি॥
রাজা বলে কন্যা না বলিহ হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বসে পুত্রবধূ গণি॥
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমন বাক্য কহ কি কারণ॥
সে কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী॥
তোমার বচন মোর হইল স্বীকার।
বরিব তোমার সুতে এই অঙ্গীকার॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয় কাজ॥
তবে সে তোমার সুতে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল তখন॥
কন্যার বচনে রাজা হর্ষিত হইল।
সুপুত্র হইবে রাজা ভার্য্যারে কহিল॥
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিল নৃপতি।
কতদিনে গর্ভ সুত হইল উৎপত্তি॥
দশমাস দশদিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার॥
শান্তশীল সুত নাম শান্তনু থুইল।
তাহার অনুজ নাম বাহ্লিক রাখিল॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যুগল তনয়।
কত দিনে দেখি পুত্র যৌবন সময়॥
শান্তনু নিকটে আসি বলে নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম শিক্ষা করিল বিস্তর॥
এক কথা কহি আমি শুন মহামত।
আমার বচন এই না হও বিস্মৃতি॥
তব জন্ম না হইতে দৈবে একদিনে।
পরম সুন্দরী কন্যা আইল এ স্থানে॥
বধূ করি তাহারে করিলাম বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন॥
পরমা সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি॥
তোমারে ভজিলে তুমি ভজও তাহারে।
নিষেধ না করিবে সে যেই কর্ম্ম করে॥
পিতা যত বলে তাহা স্বীকার করিল।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—০—

অষ্ট বসুর জন্ম বিবরণ।

হস্তিনানগরে রাজা হইল শান্তনু।
পৃথিবী পূর্ণিত তার গুণে দিব্য তনু॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে ভ্রমে বনের ভিতর॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥
পদ্মের কেশর বন শুক্ল বস্ত্রধারী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিবা নাগ কন্যা তুমি কিবা বিদ্যাধরী॥
অনুরূপ রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মম নারী॥
কন্যা বলে রাজা ভার্য্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে না নিষেধ করিবে মহারাজ॥
কদাচিত কভু যদি বল কুবচন।
সেই দিনে তুমি আমি নাই দরশন॥

ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজস্থান।
স্বীকার করিল রাজা তার বিদ্যমান ॥
যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখনই নিষেধ না করিব তোমাকে ॥
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল ॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন অলঙ্কার।
বিবিধ ভূষণে তোষ করিল গঙ্গার ॥
অনুগত হইয়ে থাকেন নরপতি।
চিরকাল ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি ॥
মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী ॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন ॥
হেথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে ॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন ॥
তবে কতদিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেই মত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল ॥
পূর্ব্ব সত্য ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র শোকানলে ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে২ গঙ্গাদেবী করিল নিপাত ॥
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কতদিনে জন্ম হৈল অষ্টম কোঙর ॥
সুত লয়ে গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ব্যগ্র হয়ে নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে ॥
কোন মায়াবিনী তুমি এলে কোথা হৈতে।
তব সম নিন্দিত না দেখি পৃথিবীতে ॥
পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয় ॥
গঙ্গা বলে সুত বাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি ॥
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ সুত পালিহ রাজা করিয়া যতন ॥
আমি পরিচয় তবে দিব নরপতি।
আমিত জাহ্নবী তিন লোকে মম গতি ॥
আমার উদরে যত হৈল সুতগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন ॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর ॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে হইলাম বনিতা তোমার ॥
রাজা বলে কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ ॥
গঙ্গা বলে সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র যে বশিষ্ঠ মহামতি ॥
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল ফুলেতে শোভিত তরুগণ ॥
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী ॥
সেই ধেনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ নন্দন।
বৎস সহ সদা থাকে মুনির সদন ॥
দেবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন।
আপন২ ভার্য্যা সহ অষ্টজন।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সবে মুনির কানন ॥
দিব্য বসুভার্য্যা কামদুঘা গাভী দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আঁখি ॥
সুন্দর দেখিয়া গাভী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গাভী দেখি বনে চরে ॥
দিব্য বসু বলে এই বশিষ্ঠের গাভী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী ॥
তাহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায় ॥
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
এ গাভীর দুগ্ধ অতিশয় হিতকর ॥
নরলোকে সখি এক আছয়ে আমার।
উর্ব্বশীর কন্যা জীতবতী নাম তার ॥
তাহার কারণে তুমি গাভী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ তোমার আমারে ॥

বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভীরে॥
ভার্য্যা বোলে গাভী ধরে পাছ না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লৈয়া নিজ ঘরে গেল॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গাভী না দেখি মুনি তপোবনে ভ্রমে॥
না পাইল গাভী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কেবা নিল গাভী মুনি চিন্তিত অন্তর॥
ধ্যান করি দেখে পুনঃ বরুণ নন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
নরযোনি জন্ম লও বসু অষ্টজনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনির সদনে॥
মুনি বলে মম বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরের গর্ভবাসী হবে সাতজন॥
বৎসরেক পরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি॥
তোমা সবে মধ্যে গাভী লৈল যেই জন।
নরলোক রহি মুক্ত হবে চিরদিন॥
মুনি শাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করে আমারে মাগিল এইবর॥
জন্মমাত্র আমা সব ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে॥
সে কারণে ভার্য্যা আমি হলেম তোমার।
এইত কুমার রাজা বসু অবতার॥
পালন করিয়া সুত যুবক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিন গেলে॥
এত বলি এত লৈয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
কান্দিতে২ রাজা গেল নিজস্থান॥

— —

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি।

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচয়।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
কভু ফল মূল খায় কভু অম্বু পান।
শিরে জটা ধরে রাজা বল্ক পরিধান॥
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহে নৃপমণি॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পাই ডর॥
নিবর্ত্তি কঠোর তপ না কর রাজন।
এতবলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা নৃপতির গলে দিল।
ছত্রদণ্ড দিল তার শ্রবণে কুণ্ডল।
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তারে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজ পুরে॥
চেদি রাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর।
নানাবিধ যজ্ঞস্থান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমাসুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
ঋতুস্নান করিল রাজ্যে পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নানদান করি॥
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়॥
পিতৃগণ আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ অন্বেষণে।
ঋতুবতী ভার্য্যা তার পড়ে গেল মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয়ত স্মরণ॥
কাম হেতু তার বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
করেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার॥

এই বীর্য্য দিবা লইয়া পাটেশ্বরী স্থানে।
এতবলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে ॥
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে ॥
ভক্ষ দ্রব্য বলিয়া তাহারে ছো মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হেল ॥
পক্ষীস্থান হৈতে রেত পড়ে সেই কালে।
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে যমুনার জলে ॥
দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
মুনিশাপে জল মধ্যে হৈয়াছে শফরী ॥
সেইত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না হয় কভু দেবের ঘটন ॥
সেই হৈতে দশমাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রাণ মৎস্য তুলিলেক কূলে ॥
কূলেতে তুলিল মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল ॥
এক গুটি সুতা তাহে একগুটি সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত ॥
যুগল বালক তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচয় দেখি অধিকারী ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয় ॥
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মৎস্য রাজা বলি নাম হইল ঘোষণ ॥
কন্যা লইয়া ধীবর আইল নিজ ঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে ॥
রূপেতে তাহার সম নাহি পাঠান্তর।
সর্ব্ব দোষ দুর্গন্ধ মৎস্যের কলেবর ॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর রাজা চিন্তিল উপায় ॥
যমুনার জলে পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে ॥
কন্যারে বলিল তুমি থাক এই স্থানে।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর যত মুনিগণে ॥
মহামুনি পরাশর শক্তির কুমার।
তীর্থ যাত্রা কর তেঁই যান পুনর্ব্বার

আচম্বিতে পরাশর আইল সে পথে।
কৈবর্ত্ত কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে ॥
আনন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
প্রমত্ত কোকিল স্বর জিনিয়া বচন ॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ প্রাপ্ত মুনি।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী ॥
কন্যা বলে আমি দাস রাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি ॥
মুনি বলে কন্যা তুমি জগত মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি ॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
কন্যাজাতি প্রভু আমি নহি স্বতন্তর ॥
সহজে কৈবর্ত্ত কন্যা হই নীচ জাত।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি ॥
দুর্গন্ধেতে নিকটে না আইসে কোন জনে
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি কোন ডর ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তব কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥
অনূঢ়া আছয়ে তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এই রূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিল আমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্বগন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধ হেল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হেল মুনিরাজ বরে।
আপনা নেহালি কন্যা হরিষ অন্তরে ॥
পুনরপি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥
যমুনার দুই তটে আছে লোকজন।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগণন ॥
ইহার উপায় কভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচুর যেন না হয় কাহিনী ॥
শক্তি পুত্র পরাশর মহাতপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝটিকা করিল সৃজন ॥

যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
পদ্মগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ॥
সেই কালে গর্ভ হইল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বীপে জন্ম হেতু তাঁর নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাগ কৈল বেদব্যাস সে কারণ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন॥
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ॥
জননীর আজ্ঞা পাইয়া গেল তপোবন।
তোমারে কহিনু এই পূর্ব্ব বিবরণ॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন বাক্য বলিল ধীবর॥
মুনি বলে দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয় পূর্ব্বক বলে শান্তনু নন্দনে॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিল হেথা।
কন্যার কারণে কহিলাম এই কথা॥
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটন না হয়॥
রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি
সবে এককথা আছে এই হেতু ডরি॥
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা।
মম বশে হইলে তাহা করিব সর্ব্বথা॥
দাস বলে মহারাজ কর অবধান।
এই হেতু নাহি করিলাম কন্যাদান॥
কেবল সপত্নী দোষ আছয়ে ইহাতে।
বলিষ্ঠ সপত্নী আর তোমা হেন সুতে॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র আদি দেব ডরে
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন॥
সে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধান শুন যত ক্ষত্রিয় সমাজ॥

পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্য মম নাহি অধিকার॥
তোমার কন্যার গর্ভে হইবে কুমার।
হস্তিনানগরে তার হবে রাজ্যভার॥
দাসরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন॥
তুমি সত্য করিলেত করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করিবে তোমার সুতগণ॥
সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এতশুনি দেবব্রত করিল উত্তর॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
সুত হেতু ভয় কেন হইল তোমার॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দেবব্রত এইমত বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর বিস্মিত হইল॥
ধন্য২ শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ যেন নাহি করে লোকে
স্বর্গ হইতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনু নন্দন॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা ভীষ্ম তব নাম॥
সত্য করি কন্যা লয়ে দিবে জনকেরে।
আজি হৈতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি নিবেদিল কন্যা সত্যবতী॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড় হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে॥
রথে চড়াইয়া লৈয়া করিল গমন।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আইল॥
ধন্য২ বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম২ বলি রব হইল ভুবনে॥
কন্যা লৈয়া দিল ভীষ্ম পিতার গোচরে।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তরে॥

তুষ্ট হয়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হও তুমি মম বরদানে॥
ভীষ্ম জন্ম কর্ম্ম তার গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র॥
এসব রহস্য কথা যেইজন শুনে।
শরীর পবিত্র জ্ঞান হয় ততক্ষণে॥
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি।

সত্যবতী পাইয়া শান্তনু শান্ত মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে॥
কিছু কালান্তরেতে হইল গর্ভবতী।
দশমাসে প্রসব হইল সত্যবতী॥
পরম সুন্দর সুত মুখ কোকনদ।
সুস্বর দেখিয়া নাম থুইল চিত্রাঙ্গদ॥
আর কত দিনেতে দ্বিতীয় সুত হৈল।
বলিয়া বিচিত্র বীর্য্য তার নাম থুইল॥
সত্যবতী গর্ভে হইল যুগল কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম অবতার॥
কত দিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর॥
রাজার মরণে দুঃখী হৈল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন॥
বালক কুমার দুই অভাবে পিতার।
পালন করিল ভীষ্ম আপনি দোঁহার॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহা রাজ্যখণ্ড॥
কতদিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ আগে॥
হেনমতে এক রথে জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবীমণ্ডল॥
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহাকে ভেটিল নৃপবর॥
ইরাবতী নদী তীরে হইল সমর।
সম্পূর্ণ হইল যুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর॥
নিজতেজে গন্ধর্ব্ব অধিক হৈল বলে।
চিত্রাঙ্গদ মরি গেল গগণ মণ্ডলে॥
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইল নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে॥
বিবাহের হেতু চিন্তা তার অনন্তর।
শুনিল কাশীর রাজা করে স্বয়ম্বর॥
একেবারে তিনকন্যা করে স্বয়ম্বর।
এইকথা হৈল রব রাজার গোচর॥
স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
এক রথে কাশীপুরে হৈল উপনীত॥
দেখিল অনেক বসিয়াছে স্বয়ম্বরে।
রাজ রাজ্যেশ্বর যত পৃথিবী উপরে॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর॥
আমার অনুজ আছে শান্তনু নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিব বরণ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি ডাক দিয়া রাজারে কহিল॥
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যায় লয়ে।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়ে॥
মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ কেহ চড়ে রথে।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারিভিতে॥
শেল শূল জাঠি শক্তি মুষল মুদ্গর।
নানা বর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায়।
না দেখয়ে ভীষ্মবীর আছয়ে কোথায়॥
শীঘ্রহস্ত ভীষ্ম বীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিষ্য যমের দোসর॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরে শরে অস্ত্র সব করিল বারণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
অস্ত্রে২ রাজগণে করিল প্রহার॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত॥

শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে-পড়ি।
রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি॥
বাম হস্ত সহিত ধনুক গেল কাটি।
বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্ত নদী॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য২ বলি ভীষ্ম রাজগণ ডাকে॥
কন্যা লয়ে যায় ভীষ্ম শল্য রাজা দেখে।
না পলাও না পলাও পাছে থাকি ডাকে॥
হস্তিনী কারণে যেন ক্রোধে হস্তীবর।
ধাইয়া আইল হেন শল্য নৃপবর॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পুরি মহা ধনুর্দ্ধর।
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর॥
নেউটিয়া ভীষ্মবীর নীল শরাসন।
শল্য ভীষ্ম দুইজনে হৈল মহারণ॥
দুই সিংহে যুঝে যেন পর্ব্বত উপর।
দুই বৃষে যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
ক্রোধেতে নির্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্মবীর।
দুইবাণে কাটে তার সারথির শির॥
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল বৃষধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক কাটা গেল।
ভূমে বাট বহি শল্যরাজ পলাইল॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান॥
সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা লয়ে নিজ দেশে করিল পয়ান॥
আনন্দিত লোক সব হস্তিনাপুরের।
বিবাহ উদ্‌যোগ হৈল বিচিত্রবীর্য্যের॥
পুরোহিত লইয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠ কন্যা তখন কহিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনুনন্দন।
তোমায় করি যে আমি এক নিবেদন॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শল্যেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শল্যেরে।
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে॥
ব্রাহ্মণ সভাতে কন্যা এমত কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল॥
অম্বালিকা আর অম্বা যুগল সুন্দরী।
দোঁহার রূপেতে নিন্দি স্বর্গ বিদ্যাধরি॥
বিচিত্রবীর্য্যেরে সেই দুই কন্যা দিল॥
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ॥
অল্পকালে যক্ষাকাশ তাহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ।
বধূ সহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন।
তবে সত্যবতী আসি গঙ্গার নন্দনে।
কহিতে লাগিল তারে করিয়া ক্রন্দনে॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর॥
রাজা হৈয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
কুরুকুল অন্ত যায় করহ রক্ষণ।
তোমা বিনা রক্ষা হেতু নহে অন্যজন॥
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্ব শাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে॥
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্র যে আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ॥
অবিরোধ ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া বলে শান্তনু নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে॥

ত্রিভুবন কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য মম অধিকার ॥
যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা সত্য নহে মম আন ॥
দিনকর ত্যজে তেজ চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে ॥
ত্যজিবারে পারয়ে এসব কদাচন।
তব সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন ॥
সত্যবতী বলে পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমাগুণ কহে সুরমণি ॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার।
সফল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্ম হতে ॥
বিপদে দেবতা সব বৃহস্পতি স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে ॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে।
যেমতে জানহ কর যাতে বংশ বাঁচে ॥
দৈব বিধি কর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর।
অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর ॥
এতবলী সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যে প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোশে তার এ মহীমণ্ডলে ॥
কুরুবংশ রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান ॥
যমদগ্নিসুতে রাম পিতার কারণে।
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী ভিতর।
যত ক্ষত্র আসি প্রবেশিল বিপ্রঘর ॥
বেদেতে পারগ সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ ॥
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ ঔরসে।
যার ক্ষেত্র তার সুত বেদে হেন ভাষে ॥

বিপ্র হৈতে ক্ষত্র ধর্ম্ম আছে পূর্ব্বাপর।
অদোষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর ॥
আর পূর্ব্বকথা মাতা কহিব তোমারে।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে ॥
তাহার কনিষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী ॥
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি ॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময়।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয় ॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি ॥
নিবৃত্ত২ তুমি নহে সুবিধার।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার ॥
গর্ভেতে শড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি ইহার কারণ ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার ॥
উতথ্য নন্দন যেই গর্ভেতে আছিল।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া ব'লল ॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান।
তব বীর্য্য রহিবে নাহি এথা স্থান ॥
সঙ্কীর্ণেতে রহিবারে নাহি স্থান ইথে।
মোম পীড়া করিবেক তোমার বীর্য্যেতে ॥
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া রত করিল রমণ ॥
পরেতে দেখিয়া তবে উতথ্য কুমার।
যুগল চরণে বদ্ধ কৈল রেতদ্বার ॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল ॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলে ভূমিতলে।
দিনু শাপ হও অন্ধ নয়ন যুগলে ॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হইল উতথ্য নন্দন।
সৌরিভি বংশেতে তেঁই কৈল অধ্যয়ন ॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন ॥

নিকটে বসতি যোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ এরে করি গঙ্গাপার॥
এতবলি সব মুনি ধরিল তাহারে।
বান্ধ ভাসইয়া দিল জাহ্নবীর নীরে॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহু দূর।
দৈবেতে দেখিল তারে বলিমহাশুর॥
ধরিয়া আনিল ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাকে যতেক বিবরণ॥
কহিল সকল কথা উতথ্যনন্দন।
বলি বলে আমি তোমা করিনু বরণ॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীকে ডাকি বলিল বচন॥
এই দ্বিজে ভক্তি কর বংশের উন্নতি।
দ্বিজ হইতে হইবেক আছে হেন নীতি॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্রী দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর॥
দ্বিজের ঔরষে তার হৈল পুত্রগণ।
চারিবেদ ষড় শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব কাহার নন্দন॥
দ্বিজ বলে এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্র গর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার॥
অন্ধ দেখি আমায় তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মম কাছে অনাদর করি॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে॥
তবেত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজ্য কৈল অনুপম॥
অঙ্গ দেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশ বঙ্গ দেশ বঙ্গ॥
হেনমতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তি।
পূর্ব্বাপর আছে হেন কৈল প্রজাপতি॥
পরস্পর আছে এই কহে দেববাণী।
তোমার বিচারে যেই আইসে জননী॥
মন্ত্রী পুরোহিত লয়ে করহ বিচার।
ভারত বংশের হেতু কর প্রতিকার॥
সত্যবতী বলে পুত্র তুমি ধর্ম্মচারী।
তোমার বচন আমি দেব তুল্য ধরি॥
মম পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি তাতের গৃহেতে॥
ধর্ম্মে পিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
একদিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে॥
দৈবে সেই দিনে মহামুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর॥
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ মম শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র সেইত সুগন্ধি দেহ কৈল॥
কুজ্ঝটি সৃজিন মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভুত হইলাম তার॥
তাঁহার ঔরসে মম হইল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্রমোর হইল ততক্ষণ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
দ্বীপে জন্ম হৈল তেঁই দ্বৈপায়ন নাম॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণ।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণ॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এইত বচন॥
ত্বরিত আসিব তুমি করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মম ব্যাস তপোধন॥
তোমার সম্মত হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ॥
করযোড় করি বলে শান্তনু নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহাকে স্মরণ॥
দেবগণ মধ্যে হেথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ॥
নানা শাস্ত্র ধর্ম্ম কহিয়াছেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তার মাতার স্মরণে॥

সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিনীত ॥
চিরদিন সত্যবতী দেখিয়া নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন ॥
নয়নেতে নীর ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
স্তনদুগ্ধে স্নান করাইলে তপোধনে ॥
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময় বদন।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন ॥
নিবারিয়া ক্রন্দন কহেন ব্যাস মুনি।
কেন ডাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননী ॥
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে ॥
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের কথা নাহি অবশেষ ॥
শিশুপুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠ পুত্রে করিল বিনাশ ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল ॥
বংশ না হইতে সেই হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন ॥
কুরুকুল অস্ত যায় নাহি রাজ স্বামী।
এ শোক সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি ॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ ॥
পিতা মাতা হৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
এক বিনা অন্যে নাহি সন্তান সঙ্গতি ॥
তুমি পুত্র যেমন তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত ॥
সে কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর কুল অস্ত যায় ॥
ব্যাস বলে জননী করিলাম স্বীকার।
করিব পালন আজ্ঞা যে হয় তোমার ॥
সত্যবতী বলে তব আছে ভ্রাতৃবধূ।
পরম পবিত্র রূপ জিনি পূর্ণবিধু ॥
আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্র দান।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন ॥
ব্যাস বলে মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্মেতে বিহিত এই আছে পরস্পর ॥
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য হিত তব কুল করিব রক্ষণ ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননী।
পবিত্র হইল বধূ বলহ আপনি ॥
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে।
দান যজ্ঞ ব্রত করি পবিত্র হইবে ॥
তবে সে পরশ অঙ্গ করিব তাহার।
দেব তুল্য পরাক্রম হইবে কুমার ॥
সত্যবতী বলে পুত্র বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট চোর হয় ॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
মোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন ॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে ॥
আসিব বলিয়া তবে গেল বনে ব্যাস।
সত্যবতী চলে তবে অম্বিকার পাশ ॥
মধুর বচনে তবে বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ কর অবগতি ॥
মজিল ভরত বংশ নাহিক উপায়।
বংশ রক্ষা হেতু বংশ কহি যে তোমায় ॥
যে উপায় বল মোরে গঙ্গার কুমার।
সেইত উপায় আছে নিকটে তোমার ॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেক তোমার ভাসুর।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর ॥
আপনে থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুম শয্যা দিল তাঁরে পাতি ॥
পুনঃ২ কহি দেবী গেল নিজস্থান।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল পয়ান ॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন ভৈরব আকার ॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাস মুনি হৈল বিকৃত বদন ॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নানদান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান ॥

সত্যবতী বলে পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে॥
সত্যবতী বলে পুত্র নহিল কারণ।
কুরুকুলে অন্ধরাজা নহিবে শোভন॥
আর এক পুত্র কর বংশের ধারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হইল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহা কৈল॥
পুনরপি অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাস সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূর্ব্ব ভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুবর্ণ হৈল॥
সে কারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্দ্ধান হয়ে মুনি নিজ স্থানে গেল॥
পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তার স্থানে॥
সেবিকা আছিল তার পরম সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি স্থানে সুবেশাদি করি॥
নবীন বয়স তার হয় শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাঁহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনি বরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল তায় যম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥

বিদুরের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত যশোবন্ত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধবাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী॥
হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন গেল নগর ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগর রক্ষক তার পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশয়ে সর্ব্বজন॥
তার পাছে আইল যত নিশাপতিগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
এই পথে অগ্রে২ চোরগণ আইল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন পথে গেল॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণ দেখি তবে করিল বন্ধন॥
নিশাপতিগণ তবে করিল বিচার।
জানিহ সকল কর্ম্ম এই বামনার॥
লোকেরে ভণ্ডনা করি তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর না কর বিলম্ব॥
চোরগণ সহিতে বান্ধিয়া নিল তারে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে॥
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে॥
মাণ্ডব্যেরে শূলে নিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে॥
একদিন মুনিগণ দেখিল তাহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সবাকারে॥

মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল ॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি ॥
মাণ্ড্য বলিল আমি বহু পাপকারী।
কোন পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি
মুনিগণ কথা কহে শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি ॥
স্বকুটুম্ব সহ রাজা আইল শীঘ্রগতি।
অশেষে বিষেষে মুনিবরে করে স্তুতি ॥
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয়।
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে লাগিল ॥
অনেক যতনে শূল নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল নৃপতির ॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল ॥
তথাপিহ দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর ॥
মুনি মনে যুক্ত শূল লোকে অসম্ভব।
সেই হৈযত নাম হৈল মুনি যে মাণ্ডব্য ॥
এক দিন মুনিবর ভাবিত অন্তরে।
কোন পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে॥
ধর্ম্মস্থানে এর হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন পাপে হেন গতি করিল আমায় ॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদনে।
কহিল তাহারে সব নিজ বিবরণে ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ উহার।
কোন দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার॥
ধর্ম্মরাজ বলে তুমি বালক বয়সে।
বালক সহিতে ছিলা বাল্যক্রীড়া রসে ॥
একদিন তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষিকাতে তার গুহ্য তুমি শূল দিলা ॥
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন ॥
অল্পদোষে হেন শাস্তি এ তোর বিচার।
তাহাতে বালক বুদ্ধি কি জ্ঞান আমার ॥
বাল্যকালে অল্পদোষে এ দণ্ড তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার ॥
পাঁচবর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে পদ্মযোনি পাইলেক যম ॥
পণ্ডিত পরম বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর রূপে যম অবতার ॥
হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানাদান নানা যজ্ঞ কৈল ॥
তিন পুত্র ভীষ্ম বীর করিল পালন।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা করান পঠন ॥
কতদিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণে চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী ॥
ভগবানে আরাধিয়া পাইল কন্যা বর।
এক শত পুত্র হবে মহাবলধর ॥
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্ম বীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল ॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুযত বিখ্যাত বীর রণে অনুপম ॥
তার হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্মবীর মোরে পাঠাইল শীঘ্র করি ॥
শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনে মনে।
কুরুকুলে মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে বিরস হবে ভীষ্ম কুরুবর ॥
হস্তী হয় রথ রত শকটে পুরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া ॥
শকুনিরে সঙ্গে দিল অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন ॥
গান্ধারী শুনিল অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল ॥

শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুর করি।
আপন নয়ন যুগে বান্ধিল সুন্দরী॥
পতি প্রীতি হেতু সতী মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী যে জগতে ঘোষণ॥
শকুনি যে চলিল ভগিনীর সংহতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী রতন।
নানা রত্ন অলঙ্কারে করিয়া তোষণ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহুদান।
শকুনি আপনি দেশে করিল পয়ান॥
জ্যৈষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন॥
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তী ভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ॥
পিতৃস্বসপুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশীমুখী॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্ত নরপতি।
অতিথি শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতী॥
পিতৃ আজ্ঞা পায়ে কন্যা পূজে অতিথিরে
কতকাল দুর্ব্বাসা আইল সেই ঘরে॥
মুনিরাজ দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল।
করযোড় কার কুন্তী মুনি আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয়॥
তুষ্ট হয়ে বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা লহ সুবদনী॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবা স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে কুন্তীদেবী হরিষ অন্তর॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি॥
কুন্তীর স্মরণে তথা আইল দিনকর।
সূর্য্য দেখি কুন্তী হৈল বিরস অন্তর॥
করযোড় কার কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিল॥

দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমায় স্মরণ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞাত মোহিত।
বামাজাতি সদা দোষী ক্ষমিতে উচিত॥
সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র আমারে ডাকিলে।
তোর মন্ত্র ব্যর্থ হবে আমা না ভজিলে॥
কুন্তী বলে কন্যা আমি শৈশব বয়সে।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম লোকে অপযশে॥
দিনকর বলে ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু তোর দোষ নহিবে ভুবনে॥
প্রবোধিয়া কুন্তীকে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
তার বীর্য্যে গর্ভে এক হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ॥
লোকে খ্যাতি হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অপযশ॥
এতেক চিন্তিয়া কুন্তী পুত্র লৈয়া কোলে
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে॥
এক সুত দয়া করে যমুনার স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখ বিদ্যমান॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপুত্রক আছিল পুষিল পুত্র করি॥
শূরসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে২ বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধন করয়ে মিহির॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত॥
যেই যাহা চায় দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায় তেঁই রহে প্রাণ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্র হিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর॥

কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে ॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে কাটি তিন অঙ্গ আপনার।
সেই হেতে কর্ণ নামে ঘোষয়ে সংসার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
একাঘ্নি নামেতে অস্ত্র যানে ত্রিভুবন।
যাহাকে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজ পুর।
সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিনপুর ॥
কুন্তী ভোজনন্দিনী আছিল পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন সময়ে ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে ॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিলা পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান ॥
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডুতেজে আচ্ছাদিল যত নরবর ॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া কুন্তী উল্লাসিত মন।
গলে মালা দিয়া তারে করিল বরণ ॥
ভোজরাজ পাণ্ডুর করিল সম্মান।
কুন্তীরে লইয়া পাণ্ডু আইল নিজস্থান ॥
পুরন্দর কোলে যেন পুলোমা-নন্দিনী।
রজনী পতীর কোলে শোভিত রোহিণী
হস্তিনা নগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানে২ নগরে হইল নৃত্যগীত ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশ বৃদ্ধি হেতু আর বিলম্ব কারণে ॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর ॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পায়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী ॥
শল্য রাজা শুনিল ভীষ্মের আগমন।
অগ্রসরি নিজ গৃহে লৈল ততক্ষণ ॥
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন কার্য্যে এথা আগমন ॥
ভীষ্ম বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসারে।
বন্ধু করিবারে ইচ্ছা হৈয়াছে তোমারে ॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম করহ অর্পণ ॥
হাসিয়া বলেন শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল ॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার ॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমায় কহিতে যোগ্য নহে এইকথা ॥
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্ম রক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দোষকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না করিলে মন ॥
আপনার কুলধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন ॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাতি কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন ॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধনলাভে প্রীত হৈল মদ্রের নন্দন ॥
নানারত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজ দেশ গেল ॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল ॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুইভার্য্যা সমভাবে নাহি ভেদ জ্ঞান ॥
তবে পাণ্ডু কত দিনে সভার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিক বিজয় করিতে ॥
পদাতি রথাশ্ব গজ চতুরঙ্গদলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিগে গেল মহাবলে ॥
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধি।
তাঁহারে জিনিয়া পায় বহু রত্ন নিধি ॥
মগধ রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা ঈশ্বর কাশী চণ্ড মহাতেজা ॥
যমদগ্নি সম তেজ পাণ্ডু মহামতি।
একে২ জিনিল সকল নরপতি ॥

তবেত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুকে পূজিয়া সবে দেয় রাজকর॥
হস্তী ঘোড়া রথ গাভী বিবিধ রতন।
উট খর মেষ অজ না যায় গণন॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর॥
পাণ্ডুর মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তকে চুম্বন॥
তবে একে২ পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল॥
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যত্ন করিয়া করিল বহু দান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গাভী স্বর্ণ ভূমি দান দিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
সদা থাকে তথা যেন হস্তিনা ভুবনে॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ॥
সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

দুর্য্যোধনাদির জন্ম কথন।

লঘু ত্রিপদী॥

মুনি বলে শুন, কর অবধান.
পূর্ব্ব পিতামহ কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল সুতা॥
তার সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরিষ যত।
মহা বলবান, স্বামীর সমান,
পাইবে শতেক সুত॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
বিষ মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী॥
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর পুত্র হইল।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল॥
পুত্র হৈল জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতি, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা॥
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বিবৎসর হৈল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার॥
প্রসবি যগুপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে পইবে দাস।
হেন অনুমানে, দৃঢ় কৈল মনে,
গর্ভ করিল বিনাশ॥
লোহার মুদ্গরে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাই লোহাঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে॥
নাহি পাদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন
আসি হৈল উপনীত।
বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারি
এ কর্ম্ম কোন বিহিত॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।

হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে ॥
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে করযোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি ॥
বলে ব্যাস মুনি, শুন সুবদনী,
মম বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মম বাক্য ধর,
হইবে শত তনয় ॥
শত কুম্ভ করি, ঘৃত তাহা পরি,
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, সিঞ্চিয়া আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে ॥
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে,
যেন নিধি নিরমিল।
একমাংস পিণ্ড, কৈল খণ্ড খণ্ড,
একাধিক শত হৈল ॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব; প্রায় হৈল সব্ব,
ঘৃতকুম্ভে লৈয়া তোলে।
তবে তপোধনে, সুদৃঢ় বচনে,
গান্ধারী দেবীরে বলে ॥
এই কুম্ভগণে, রাখিয়া যতনে,
নাহি হও উতরোল।
আপন ইচ্ছায়, জন্মাহ রাজায়,
নাহি ভাঙ্গি মম বোল ॥
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয় চলি।
তবে কত দিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি ॥
ভীম সেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মাত্রেতে, শিখিগণ ডাকে,
যেমন গৃধ্র গর্জ্জন ॥
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুর শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পুরিল ককে ॥
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক যায় পুড়ি।
মিহির মুদির, বরিষে রুধির,
ঝঞ্ঝনা হয় গিরি ॥
এ সব চরিত্র, দেখে বিপরীত,
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
আনাইল শীঘ্রগতি ॥
সবার অগ্রেতে লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাকর।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার ॥
রাজা হবে সেহ, নাহিক সন্দেহ,
মোর মন তাহে সুখী।
এ পুত্র হৈতে, অতি বিপরীতে,
বহু অনুকূল দেখি ॥
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, শুনি সর্ব্বজন,
বিদুর বলেন তখন ॥
ভারত সঙ্গীত, জগৎ মোহিত,
কেবল অমৃত নিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে যম ভয়,
পান কর নিরবধি ॥

মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি
পাণ্ডুর শরাঘাত।

বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কাজ ॥
ইথে প্রায়শ্চিত রাজা নাহি কিছু আর।
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজহ কুমার ॥
কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার ॥
নিজ কুলহিত এবে চিন্তহ রাজন।
এক উন হউক তব শতেক নন্দন ॥

কুলের কারণ রাজা ত্যাজি একদিন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ ॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহ ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল ॥
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন ॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী উদরে ॥
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥
মুনি বলে শুন তত্ত্ব শ্রীজন্মেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয় ॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিত এক কন্যা দেহ মুনি ॥
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যায় পিরীত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত ॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মম গতি ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দিয়া থাকি কোটি২।
তবে মম ইথে কন্যা হবে এক গুটি ॥
ব্রত তপ করে থাকি গুরুর সেবন।
যদি প্রভু পূজে থাকি দেব দ্বিজগণ ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন ॥
একে২ শত ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীরে কৈল ॥
আমার বচন বধু কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ হইবেক শতেক তনয় ॥
একখানি অধিক সে সুবল নন্দিনী।
তোমার মানস হেতে হৈল একখানি ॥
শুনি হরষিত হইল সুবল দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা ॥

কন্যা ধৃতরাষ্ট্র ভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহুসেবা ধৃতরাষ্ট্র করিল সুন্দরী ॥
তাহার উদরে হৈল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর ॥
কৌরবের জন্ম কথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যেমতে উদ্ভব ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহোচর ॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে।
পর্ব্বত কন্দর ঘোর মহাশাল বনে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গ ভল্লুক শূকর।
পার্য্যে পাণ্ডুর শব্দে যায় বনান্তর ॥
[illegible]তে একদিন দেখে নরবর।
হরিণীযূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর ॥
কিন্নর নামেতে যেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীরে শৃঙ্গার ॥
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণ শরে ভেদিল ঋষির কলেবর ॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হতে ভূমে পড়ে লুটি ॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে ॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
বড় শত্রু হইলে এ সময়ে না মারে ॥
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন ॥
কুম্ভযোনী করিলেক ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবঋষি ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন ॥
রিপু সম মৃগে অস্ত্র করিবে প্রহার।
হেন নীতি শাস্ত্রে কহে ক্ষত্রিয় বিচার ॥
ঋষি বলে মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপ কর্ম্ম ॥

কুরুবংশে জন্মে কর হেন অনুচিত ।
রতিরসে জ্ঞাত সর্ব্ব শাস্ত্রের পণ্ডিত ॥
হয়ে রাজা হেন কর্ম্ম কর দুরাচার ।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার ॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর ।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর ॥
মৃগরূপে করি আমি হরিণী রমণ ।
হেনকালে আমারে করিলা নির্জ্জিবন ॥
মৃগদেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয় ।
এই পাপ মারিলা যে মৈথুন সময় ॥
এই হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন ।
মৈথুন সময় হবে তোমার মরণ ॥
আমি যেমন অশুচিতে যাই পরলোক ।
এইমত হইবে তোমার চিত্তে শোক ॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার ।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার ॥
এতবলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন ।
হইল শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ্ণ বদন ॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন ।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন ॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে ।
অশেষ বিশেষে রাজা নিন্দে আপনাকে ॥
কেন হেন বড় কুলে হইয়ে উদ্ভব ।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব ॥
শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার ।
কামলোভ অল্পকালে তাহার সংহার ॥
তার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম সহজে অধম ।
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম ॥
রাজনীতি কর্ম্ম যত আছয়ে সংসারে ।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগ বধ অনুসারে ॥
সমুচিত ফল তার হৈল এতকালে ।
খণ্ডন না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফলে ॥
আজি হৈতে ত্যজিলাম সংসার বিষয় ।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া আশ্রয় ॥
একাকী হইয়া আমি করিব ভ্রমণ ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দর্শন ॥

এত

কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন ।
হস্তিনানগরে দোঁহে করহ গমন ॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল ।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবে অবিকল ॥
এতশুনি দুইজন করেন ক্রন্দন ।
কান্দিতে২ কহে গদগদ বচন ॥
কি দোষে আমরা দূষী তোমার চরণে ।
হস্তিনানগরে যাও বল কি কারণে ॥
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন কাযে ।
কিবা ফল পাইব থাকিয়া গৃহমাঝে ॥
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি মোসবার ।
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার ॥
তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি ।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদ্গতি ॥
ফলাহারী হব করি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ।
নানাতীর্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তব সহ ॥
হেনমতে আশ্রম আছয়ে সন্ন্যাসীতে ।
ধর্ম্মপত্নী আমি দোষ নাহিক ইহাতে ॥
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি ।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ শুন নরপতি ॥
আমরা তোমার অগ্রে প্রবেশি আগুনে ।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যে স্থানে সে স্থানে ॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন ।
দেখিয়া ব্যাকুল পাণ্ডু নৃপতি তখন ॥
বলিলেন নিশ্চয় সহিতে যদি যাবে ।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে ॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন ।
শিরে জটা ধর আর ত্যজ আভরণ ॥
ফল মূলাহারী হও ত্যজ দিব্য হার ।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার ॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুই জন ।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ ॥
কেশপাশে করিল মস্তক জটাভার ।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার ॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময় ।
দেখিয়া দোঁহার বেশ বিদরে হৃদয় ॥

তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অহঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী আচার॥
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি॥
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবে আমার বিবরণ॥
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকারশব্দে করে সকলে ক্রন্দন॥
সঘনে নিশ্বাস মুখে গদ্গদ বচন।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন॥
একে২ সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সব করে হাহাকার॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল।
প্রলয়ের কালে যেন সাগর কল্লোল॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্দন॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন জল না হয় বাহির॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নরবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর॥
হেনকালে রোদন করিছে বন্ধুগণে।
এথা পাণ্ডু প্রবেশ করিলেন কাননে॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করিছে বিহার॥
সে বন ত্যজিয়া যায় নৈমিষ কানন।
বহু নদ নদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন॥
তিনে হিমালয়ে করিলেন আরোহণ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য তির্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিনজন।
শত শৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
মহাউচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম॥
পর্ব্বত হেরিয়া রাজা আনন্দিত মন।
করেন তপস্যা তথা সহ ঋষিগণ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিন জন।
দিন শেষে ফল মূল করেন ভক্ষণ॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল হেন বাসি।
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি যত ঋষি॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগণ।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানা রত্ন বিভূষিত বিচিত্র বিরাম॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ।
দেবকন্যাগণ তথা করে ক্রীড়া রঙ্গ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর॥
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কায যাইতে নারে পাখী॥
তিনজনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাকদিয়া ঋষিগণ বলেন বচন॥
কোথাকারে যাহ হে তোমরা তিনজন।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ॥
ঋষিগণ বচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি কুরুবংশের উৎপত্তি॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে॥
চারি ঋণ হইয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে॥
যজ্ঞ করি দেবগণ হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার॥
পিতৃঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া।
মনুষ্য হইবে পার অতিথি ভুঞ্জিয়া॥
ঋণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে।
সবে না হলাম পার পিতৃগণ ঋণে॥
আপন কুকর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ॥

ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে ॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি ॥
পৃথিবীতে বহুলোক দান পুণ্য করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে ॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্তে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী ॥
শুনিয়া বল্লেন রাজা বিনয় বচন।
কি করি আমারে আজ্ঞা কর তপোধন ॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব বরদানে ॥
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ।
ঋষিগণ বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন বসতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি।

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলে মুনিগণের উত্তর ॥
মৃগঋষি শাপে শক্তি নাহি যে আমার।
উপায় করিয়া পিতৃগণে কর পার ॥
আর যে আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান ॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন ॥
মূল্য লৈয়া পৌষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্ন হেতু মরি ॥
পুত্রহীন কোনজন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান ॥
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোনজনে।
আন সদৃশ কিম্বা উচ্চ জন স্থানে ॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপনি নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন ॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞাকরি কর তুমি বংশের রক্ষণ ॥
কুন্তী বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি এমন কুৎসিত ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্যজনে না দেখি নয়নে ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
বুষিতাশ্ব রাজা ছিল কৌরব নন্দন ॥
মহারাজা বুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষলেক যতেক অমর।
তার দক্ষিণায় মত্ত হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ ॥
ভদ্রা কন্যা দুই ভার্য্যা পরম সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে দোঁহে পুত্রকাম্য করি ॥
দোঁহার কামনায় কামুক নরবর।
দোঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর ॥
যক্ষ্মাকাশ রোগে রাজা হইল নিধন।
পুত্রহীন মরে রাজা কান্দে ভার্য্যাগণ ॥
স্বামী বিনে ভার্য্যা জিয়ে ধিক তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান ॥
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য২ ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রনা ॥
স্বামী পুত্রহীন নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর ॥
হেনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে সবে বলে ততক্ষণ ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান ॥
ঋতু যোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
চারিপুত্র উদরে ধরিল ক্রমে২ ॥
শব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেনমতে আছে পূর্ব্বে মুনিরা কহিল ॥

তুমিহ এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে ॥
পাণ্ডু বলিলেন সে মনুষ্য না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব ॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম উক্তি কুন্তী কহি শুন আর ॥
পূর্ব্বেতে আছিল কুন্তী এ সব নিয়ম।
যারে ইচ্ছা যায় হয় করিতে সঙ্গম ॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইতে যথাস্থানে।
না ছিল বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে ॥
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥
উদ্দালক নাম এক মহা তপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন ॥
পিতা মাতা কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আইলেন মুনি একজন ॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী পুত্রকোলে হৈতে ধরি লয়ে যায় ॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চায় পিতৃপানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে ॥
কোথা হৈতে আইল দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার ॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করিহ ক্রোধ ॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত ॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে ॥
আজি হৈতে আমি মধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপ পরাক্রম ॥
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা তেজে যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিলে গমন ॥
সংসারে যতেক পাপে হইবে সে পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি।
স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজেন বংশের রক্ষণে ॥
অবজ্ঞায় স্বামী বাক্য করে অনাদর।
চিরকাল মজে সেই নরক ভিতর ॥
হেনমতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত ত্যজি সেই হেনমত হৈল ॥
তার পূর্ব্বকথা কুন্তী শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নাম সৌদাস নন্দন ॥
দময়ন্তী ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি ॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তার বহু পুত্র হৈল ॥
বংশ হেতু হেনমতে আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের কুমার ॥
সেই হেতু আজ্ঞা আমি করি যে তোমারে
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে ॥
কৃতাঞ্জলি বলে কুন্তী নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায় ॥
রাজার করুণ বাক্য শুনি পতিব্রতা।
কহিতে লাগিল আপনার পূর্ব্বকথা ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন ॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিবরে সেবন করিলাম বিস্তর ॥
পরম সঞ্চিত ব্রত মুনি মহাশয়।
সেবাবশে আমা প্রতি হইল সদয় ॥
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিলেন সে মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হয় সুবদনী ॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিয়া আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান ॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
এই বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর ॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর দেবস্থানে মাগি পুত্রবর ॥
যে তোমারে কহিলাম পূর্ব্বের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান ॥
রাজা বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর।
তবে কেন চিত্তে চিন্তা কর নিরন্তর ॥

হোম যজ্ঞ পূজা করি যাহার উদ্দেশে।
নানাব্রত অর্চ্চিবারে অতিশয় ক্লেশে ॥
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন ॥
হেনমতে সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্য শুভদিন বিলম্ব না কর ॥
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্বপাপ হরে নিলে যাহার আশ্রয় ॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক সেই সে কুমার।
মহাবলবন্ত হবে সর্ব্বগুণাধার ॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্মে করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে এতক্ষণ ॥
স্বামীর বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার ॥
আদিপর্ব্ব ভারত যে ব্যাসের রচিত।
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণেতে অমৃত ॥
আয়ুর্ব্বশ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে ॥

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম।

মুনি বলিলেন শুন রাজ্য অধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী ॥
এইত সময় তবে ভোজের নন্দিনী।
পূর্ব্বে মন্ত্র বর দিল যে দুর্ব্বাসা মুনি ॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিলা আহ্বান।
ততক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান ॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ভের সঙ্গতী।
পরম সুন্দর সুত প্রসবিল সতী ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সম কান্তি তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শত শৃঙ্গ গিরিবর ॥
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্য তিথিযুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত ॥
সেইক্ষণে শুনি ধ্বনি আকাশ উপরে।
সকল ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ এই সুতবরে ॥
স্যতবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোকে তার করিবেক পূজা ॥

এতেক আকাশ বাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন ॥
শুনিলা আকাশ বাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান গাণ বলিষ্ঠ কোঙার।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর ॥
সে কারণে কুন্তী তুমি ভজ পুনর্ব্বার।
যাহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার ॥
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে ॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল প্রবেশ ॥
পবন সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জন্মমাত্র তাহার সে শুনহ বিক্রম ॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায়।
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায় ॥
অশক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরে থরে।
শিলা বৃক্ষ গিরি শৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দ পায়ে গিরিবাসি ভয় ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন ॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি ততক্ষণ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন ॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবলধর ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্ট জন রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রসম বপু ॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয় ॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
সেইমত জন্ম হৈল যুগল কোঙর ॥
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন।
সর্ব্বগুণযুত এক জন্মাহ নন্দন।
কুন্তীদেবী বলে হেন হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণযুত পাব কার আরাধনে ॥

ইহা শুনি পাণ্ডু কহিলেন মুনিগণে।
দেবমধ্যে আছে কোনজন সর্ব্বগুণে॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ॥
সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ করে নৃপবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর॥
ঊর্দ্ধ বাহু এক পদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া॥
তপে তুষ্ট বাসব আইলেন তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপনা বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্ব গুণযুত এক তোমার তনয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেলেন স্বস্থান॥
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ অন্তর।
পুত্রবর আমারে দিলেন পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার।
সর্ব্বগুণযুত তুমি পাইবা কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনি মন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে তবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ আইলেন সে স্থানে তখনে॥
উভয়ের সঙ্গম হইল সুখময়।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল তনয়॥
জাত মাত্র শূন্য বাণী হইল গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
পরাক্রম হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগণ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠির অভিষেক করিবেক ভূতলে॥
ভ্রাতৃ সহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সতত শিখাবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখি বিদ্যা অস্ত্র বিদ্যা মন্ত্র যেইমতে।
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে॥
পিতৃলোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া যে তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশ বাণী হইল আকাশে।
দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে॥
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর॥
একাদশ ঋষি ঊনপঞ্চাশ পবন॥
অশ্বিনী কুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
যক্ষরাজ প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবঙ্গনা যতেক আইল নৃত্যগীতে॥
দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিরখিয়া সবে গেল আপনার স্থান॥
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া॥
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমায় যোগ্য নয়॥
চতুর্থ পুরুষে নারী যে হয় সৌরিণী।
পঞ্চম পুরুষে নারী বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সে কারণে তোমারে কহিতে না যুয়ায়।
পুত্র বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়॥
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্র চিন্তা নরবর সদা করে মনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নকুল ও সহদেবের জন্ম।

একদিন পাণ্ডু নৃপে একান্তে দেখিয়া
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া॥
কুরুবংশে তিন বধূ আছে সে সম্প্রতি
ইতি মধ্যে দুইজন হৈল পুত্রবতী॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিনজন

অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত ।
তোমায় কি কব মম কর্ম্মের লিখিত ॥
দয়াকরি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে ।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র পাই দেববরে ॥
সহজে সতীন কুন্তী কি বলিতে পারি ।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি ॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নৃপবর ।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর ॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি
শুন কি না শুন তুমি হও ধর্ম্ম নারী ॥
এখন আপনি তুমি কহিলা আমারে ।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে ॥
মম বাক্য কভু কুন্তী না করিবে আন ।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তী স্থান ॥
কুন্তীরে একান্তে পায়ে কহেন নৃপতি ।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি শুন সতী ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে ।
যশের কারণে আর শাস্ত্র অনুসারে ॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ ।
তথাপি করেন তাঁরা দ্বিজের সেবন ॥
সেই হেতু কুন্তী আমি কহি যে তোমারে
মাদ্রীকে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে ।
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায় ।
তার পুত্র হৈলে হবে এ পুত্র সহায় ॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায় ।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায় ॥
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডু প্রিয়া
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্না হইয়া ॥
একবার দিতে পারি বলেন বচন ।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন ॥
এক বার বিনা কুন্তী না দিবেক আর ।
কি উপায়ে হবে মম অধিক কুমার ॥
ভাবিয়া করিল যুক্তি মাদ্রী এই সার ।
দেব মধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনী কুমার ॥
অশ্বিনী কুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে আইল ততক্ষণ ॥

তাহার ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার ।
প্রসবিল মাদ্রী দেবী যুগল কুমার ॥
জন্ম মাত্র শব্দ শুনি আকাশ উপরে ।
রূপে গুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল ।
পর্ব্বত নিবাসী ঋষি আসি নাম দিল ॥
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির ।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হৈল ভীম বীর ॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগণ ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন ॥
সহদেব নাম থুইল কুমার পঞ্চম ।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম ॥
পঞ্চ পুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর ।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার ।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার ॥
পুত্র সঙ্গ তিনজন তিলেক না ছাড়ে ।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে ॥
হেনমতে পঞ্চপুত্র করেন পালন ।
এক দিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন ॥
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতরে ।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্রহীন নরে ॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন ।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ ॥
ইহকালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব ।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব ॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত সুত পিতা ।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা ॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্রনন্দিনীরে ।
বহু পুত্রে বহু সুখ হয় এ সংসারে ॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর ।
আর না করিহ আজ্ঞা শুন নৃপবর ॥
পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে ।
একবার বর সে পাইয়া মোর স্থানে ॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দনে ।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণে ॥

কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারনে আর না কহ আমারে॥
মৌনে রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর সুত বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে॥
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেইজন॥
ব্যাসের বচনে ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

পাণ্ডুরাজার মৃত্যু।

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥
বসন্তকালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভাদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদয়ে সানন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণ রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রীসহ যান রাজা অরণ্য ভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে দুইজনে॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বদন বিকচ পদ্ম শশধর জিনি।
শ্রবণ গৃধিনী চারু পঙ্কজনয়নী।
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর॥
বিপুল নিতম্ব ভারে গমন মন্থর।
সতত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা॥
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতিক্ষুধা॥
মদনে আচ্ছন্ন রাজা অতি অচেতন।
হইল বিস্মৃত সেই মুনির বচন॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীরে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার॥
নিবর্ত্ত২ ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি
হস্তপদ আস্ফালনে ছটফট করে।
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভৎর্সিল তাহারে
মৃগঋষি শাপ প্রভু ভুলিয়া এখন।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে না জান কারণ॥
তথাপি মদন শরে হইলা বিহ্বল।
পাণ্ডু নাহি শুনেন মাদ্রীর যত বোল॥
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষি শাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত॥
শরীর ত্যজিল পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করেন মাদ্রী হাহাকার করি॥
এ স্থানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন॥
হইল অনেক বেলা যাব কোথাকারে।
পুত্র সহ গেল কুন্তী খুজিতে রাজারে॥
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী কোলে নরপতি
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হৈল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলেন বচন॥
কি কর্ম্ম করিলে মদ্রকন্যা স্বামী বধি।
এই হেতু তোমারে জানাই নিরবধি॥
কেন একা আইলা তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি॥
যদি বা আইলে সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন॥
মৃগঋষির শাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে॥
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে॥
আপনা খাইয়া মম হৈল হেন গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥
মাদ্রী বলে মোরে কুন্তী নিন্দ অকারণ।
আমি করিলাম বহুবিধ নিবারণ॥

বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল ॥
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল প্রচার।
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার ॥
ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া।
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া ॥
বালক কালেতে করে এমত বিচার।
যে কালে না করে লোক হিংসা অহঙ্কার
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
গঙ্গাতীরে আছে তথা গহন কানন ॥
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় শকটে পুরিয়া।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন ॥
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে ॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে।
ভক্ষ্য দ্রব্য আছে সব প্রমাণ কোটিতে ॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির।
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর ॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র হইয়া।
রথ গজ অশ্ব যান আরোহণ হৈয়া ॥
প্রমাণ কোটিতে যে করিল দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন ॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে।
ভ্রাতৃগণ সহ গেল প্রমাণ কোটিতে ॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল।
নানা দ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল ॥
হেনকালে ক্রুর কুরুপতি দুর্য্যোধনে।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে ॥
পুনঃ পুনঃ তথিপর দিল উপহার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট বীর আনন্দ অপার ॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হর্ষিত অন্তর ॥

তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহাকুতূহলে ॥
কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল ॥
জলক্রীড়া করি শান্ত হেল সর্ব্বজন।
প্রমাণ কোটিতে পুনঃ করিল গমন ॥
দিব্য অস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার।
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত ভাই সর্ব্বজন ॥
বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন ॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্ত পদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি ॥
ধরিয়া ফেলিল গঙ্গার অগাধ সলিলে।
নাহিক শরীর জ্ঞান জারিল গরলে ॥
ভাসিয়া চলিল বীর স্রোতে বিপরীত।
নাগের আলয়ে গিয়া হৈল উপনীত ॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন ॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে।
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে ॥
অবহেলে ছিড়ে কর পদের বন্ধনে।
মুষ্টাঘাত প্রহারে যতেক নাগগণে ॥
ভীমের মুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ ॥
বাসুকির অগ্রে গিয়া করে নিবেদন।
নগকুল নাশিল মনুষ্য একজন ॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর অবতার ॥
বন্ধনেতে ছিল এথা আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া ॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে হইল চেতন।
সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন ॥
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেই স্থানে।
দিব্য চক্ষু বাসুকী জানিল ততক্ষণে ॥

পবন ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ॥
আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি যাহা লয় মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া প্রীতি জন্মাও ইহার॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভক্ষণ॥
এত শুনি ফণীরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহমধ্যে বসাইল পালঙ্ক উপরে॥
নাগের আলয়ে আছে সুধাকুণ্ডগণ।
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে॥
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহে লোভী অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ড সুধা॥
একে২ অষ্টকুণ্ড পান যে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল॥
গৃহেতে যাইব হেন করিলা বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার॥
হেথা ভ্রাতৃগণে কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে না দেখি কেবল ভীমবীর॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা বিহার কারণে॥
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই পঞ্চজন।
চতুর্দ্দিক ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ।
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির হইলেন বিরস বদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ॥
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেহ বলে অগ্রে ঘরে করিল গমন॥
অসন্তুষ্ট যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর।
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বর॥
মারে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কুমার।
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর॥
গৃহের মধ্যেতে নাহি দেখি যে কারণ।
কিবা কোথা পাঠাইলে বুদ্ধি অনুমান॥
ভীমে না দেখিয়া মম স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি॥
জলস্থল দেখিলাম কানন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর॥
শুনিয়া বিষণ্নমনা হয়ে রাজসুতা।
বলিলেন ভীম নাহি আইসেন হেথা॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া তল্লাসিয়া আন পুত্রগণ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদগদ ভাষে॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে আইল বৃকোদর না আইল কেনে॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ্জ সে মারিয়াছে তারে॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির চিত্তে হইল যন্ত্রণা॥
বিদুর কহিল কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্র কথা শুনিলে করিবে অবিচার॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে তবে করিয়া বিলাপ॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন॥
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয়॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজ ঘর।
শোকাকুল মতি রয় চারি সহোদর॥

যথা সুধাপানে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর॥
ভীমে অচেতন দেখে বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন॥
ভাই সব শোকাকুল কান্দয়ে জননী।
অষ্ট দিন হৈল কোন বার্ত্তা নাহি জানি॥
এত বলি নাগগণ নানা রত্ন দিয়া।
স্কন্ধে করি প্রমাণ কোটিতে থুইল লৈয়া॥
তথা হৈতে আসে বীর মত্ত গজপতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
মায়ে প্রণমিয়ে প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা।
আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
যেইমত দুর্য্যোধন করিল বন্ধন॥
সন্দেশ বলিয়া বীষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলেম নাগলোকে॥
নাগের দংশনে পুনঃ হৈল চেতন।
ক্ষুধায় বাসুকী খাইতে দিলেন ভক্ষণ।
এত বলি রত্ন যত দিল মাতৃস্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে॥
যুধিষ্ঠির বলিল ভাই শুন চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্য্যোধন দুষ্ট কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করেন পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া হইল বর্জ্জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃপাচার্য্যের জন্ম।

তবে কত দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্র শিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষির পুত্র হস্তিনায় ধাম॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব॥
বলিলেন জন্মেজয় কহ মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণ তনয়॥
মুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান॥
শরদ্বান নাম হৈল শর সহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজ কর্ম্ম॥
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ॥
তার তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গ হেতু॥
জানপদী দেবকন্যা দেন পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান হইল অধৈর্য্য।
ধনুশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য॥
স্খলিত হইতে মুনি হৈল অচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িলা সেই স্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
এক গুটি কন্যা হৈল একটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবনে॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন রোদন করে কুমারী কুমার।
ধনুঃশর আছে আর আছে মৃগচর্ম্ম।
অনুমান জানিলেন ঋষির আশ্রম॥
গৃহে আনি দোঁহারে যে করিলেন পালন।
কতদিনে আইল শরদ্বান তপোধন॥
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পুষিলা এই তনয়া তনয়॥

সে কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী বলি যেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্র বিদ্যা শিখাইল দিনে২॥
পরে দ্রোণাচার্য্যকে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বিষ্ণুবংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে দেশে দেশে॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপস্থানে।
কৃপগুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে॥
পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পুত্রগণে॥
এতবলি দ্রোণেরে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥

দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি।

রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা তার ধাম
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তারে কোনজন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ॥
ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা
কহিবারে লাগিলেন দ্রোণাচার্য্যের কথা
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
একদিন স্নানার্থ গেলেন গঙ্গাজলে॥
অন্তরীক্ষে চলে যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
পরমা সুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা॥
দক্ষিণ পবনে তার উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন॥
দেখিয়া তাহার মনে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর শরের অধিক তার বেগ॥
নাহি হেন জন যাহে না মোহে কামিনী
স্খলিত হইল রেত চিন্তান্বিত মুনি॥
সন্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণী মধ্যে পুত্রজন্ম হইল ত্বরায়॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান।
পুত্র লৈয়া গেলেন সে আপনার স্থান॥
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা
বেদ বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র করিলেন শিক্ষা॥
ছিলেন প্রশস্ত নামে পঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান বয়স দ্রোণ সহিত খেলায়॥
এক ঠাঁই দুই জন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন শয়ন॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইল দোঁহার দোঁহে সখা॥
তবে কত দিনে রাজা প্রশস্ত মরিল।
পঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যায় তপোবন॥
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী॥
পরম সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুব্রতা।
যজ্ঞ হোমে সতী নিষ্ঠা তপে পতিব্রতা॥
যজ্ঞ তপ করে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্র করিলেন অশ্বের গর্জ্জন॥
হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেন অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম পুত্রে থুইল সে কারণে
দীর্ঘজীবি হবে আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন
নানা বিদ্যা তাতে করাইলেন জ্ঞাপন
তবে কত দিনে দ্রোণ করেন স্মরণ
যমদগ্নিসুতের দানের বিবরণ॥
নানা ধন রাম বিপ্রে দিতেছেন দান
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের ব্যাখান
মহেন্দ্র পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়

দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন ।
কোথা হৈতে আইলে দ্বিজ কিবা প্রয়োজন
দ্রোণ বলিলেন মম দ্রোণাচার্য্য নাম ॥
ভরদ্বাজ আমার জনক গুণধাম ॥
বহু দান কর তুমি শুনি লোকমুখে ।
বার্ত্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে ॥
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম ।
সকল কুটুম্বে যেন পুরে মনস্কাম ॥
শুনিয়া বলেন যমদগ্নির নন্দন ।
সর্ব্বধন দিয়া আমি এই যাব বন ॥
হেনকালে আইলা তুমি ব্রাহ্মণ কুমার ।
কোন দ্রব্য দিয়া তুষ্ট করিব তোমার ॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার ।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার ॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন ॥
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান ॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য ।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য ॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে ।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে ॥
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন ।
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্য ভঞ্জন ॥
ভাবিয়া গেলেন দ্রোণ পঞ্চালনগরে ।
উত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবরে ॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটি মাত্র ঢাকে ।
সকল শরীর জীর্ণ সদাকাল দুঃখে ॥
রাজারে বলেন আজি চিরকালে দেখা ।
অবধান কর রায় হই আমি সখা ।
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায় ।
নয়ন লোহিত বর্ণ কহে কম্পকায় ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক ।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবা দুর্ম্মুখ ॥
আমি মহারাজ হই পঞ্চাল ঈশ্বর ।
কোন লাজে সখা বল সভার ভিতর ॥
ধনীর নির্দ্ধনী সখা কভু না যুয়ায় ।
সুর নরলোকে কেহ সখা নাহি হয় ॥
কোথা সখা হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে ।
সমানে২ সখা যায় অতি সুখে ॥
উত্তমে অধমে সখা নাহি হয় সুখ ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ ॥
কোথা হৈতে আইলা তুমি দরিদ্র এস্থানে
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে
এতেক শুনিয়া তার নিষ্ঠুর উত্তর ।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর ॥
সর্পবৎ শ্বাস বহে নেত্র দুটি শোণ ।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ ।
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন ।
কারে কিছু না বলিয়া অমনি গমন ॥
তথা হৈতে যান দ্রোণ হস্তিনানগর ।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর ॥
দারা পুত্র সহ দ্রোণ থাকেন তথায় ।
হেনমতে গুপ্তবেশে কতদিন যায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচন ॥

দ্রোণাচার্য্যের নিকটে রাজকুমার দিগের সত্য ।

দ্রোণাচার্য্য সব রাজকুমার লইয়া ।
কহিবারে লাগিলেন একান্তে বসিয়া ॥
অস্ত্র বিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন ।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন ॥
আমার সে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য ।
সত্য কর তোমরা তা করিবে অবশ্য ॥
দ্রোণের বচন শুনি সব শিষ্যগণ ।
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন ॥
অর্জ্জুন বলেন করি সত্য অঙ্গীকার ।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার ॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর ।
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর ॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার ।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার ॥

তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়া শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করেন নানা অস্ত্র অধ্যয়ণ॥
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু পাণ্ডুর কুমার।
রাজ্যে২ গেল গুরু দ্রোণ সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন॥
ঋষি বংশ যদুবংশ অন্ধ ভোজ আদি।
আছে যত রাজগণ সাগর অবধি॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥
সেই অস্ত্র দ্রোণ স্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহু শিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকি নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর॥
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলেতে ভরিয়া॥
কমণ্ডুলু লয়ে যত রাজ পুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন॥
গোপনে পুত্রেরে দ্রোণ দেন শিক্ষাগুণ।
এ সব কারণ মাত্র জানেন অর্জ্জুন॥
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে যুড়িয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পূরিয়া॥
জল আনিবারে যায় যত শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ণ॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদাস্তুতি বিনয় বচন॥
পার্থের নিয়ম দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥
তবে একদিন তথা দ্রোণ গুরু স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড় হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥

দ্রোণ বলিলেন তুই হইস নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ রাজন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যায়ন॥
দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটাবল্ক পরিধান ফল মূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তার করয় পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর॥
তবে কত দিন পরে কৌরব নন্দন।
সেইবনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে২॥
মৃগয়া নিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পিছে২।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুত্তলি অগ্রে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মারিল কুক্কুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥
কুক্কুর নিঃশব্দ হৈল মুখে সপ্তশর।
ততক্ষণ গেলা সব কুমার গোচর॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া॥
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু শিক্ষা জানি হেন ক্রিয়া নাহি জানি॥

লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোনজন ॥
অনুচর লৈয়া যায় যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি।
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলে অধ্যয়ন ॥
ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্রশিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরু স্থান ॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার ॥
মৃগয়া সম্বরি সবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ স্থানে করিলেন সব নিবেদন ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস বদন।
আমারে আপনি কেন করিলা বঞ্চন।
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি ছিল অঙ্গীকার ॥
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার।
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে ॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ কুমারে ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করয়ে হৃদয় ॥
অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন স্থানে
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুইজনে ॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণ দেখি আস্তে ব্যস্তে নিষাদনন্দন ॥
দূরে থাকি ভূমি লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি করিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল ॥
নিষাদ নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন প্রয়োজন ॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরু দক্ষিণা আমারে আজি দাও ॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে ॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য না হ করিহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার ॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার ॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা ॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞার সে বিলম্ব না করিল ॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয় ॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুই জন।
প্রসংশা করিয়া দেশে করিল গমন ॥
তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে ॥
একে২ ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির অগ্রে সেইক্ষণে ॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে।
ভাস পক্ষ দেখাইয়া কহেন তাহারে ॥
এই দেখ ভাস পক্ষী বৃক্ষের উপর।
ইহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর ॥
যেইক্ষণে মম আজ্ঞা হইবে বাহির ॥
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির ॥
এতশুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাসপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির ॥
ডাকি বলিলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন২ জনে তুমি পাও দেখিবারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাস দেখি বৃক্ষোপরে।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদরে ॥
এতশুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড়২ বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে২ সবার দিলেন ধনুঃশর ॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই সম কহিল সকল ভ্রাতৃগণ ॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির ॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে ॥

নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিশব্দে করিবাবাপু পক্ষীশির হানি॥
গুরুবাক্য তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণে থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জন তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখী॥
হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষী শির।
নিস্ফুরিতে বাক্য কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হইল সকল কুমার॥
তবে একদিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে॥
জলেতে নামিল গুরু শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে॥
শক্তিসত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে॥
আমারে কুম্ভীরে ধরি লয়ে যায় জলে।
এই ডুবাইল রাখ আমারে সকলে॥
দ্রোণের বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আস্তে ব্যস্তে লয়ে যায় অস্ত্র যে যাহার॥
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষি পঞ্চবাণ মারিল ফাল্গুনী॥
খণ্ড খণ্ড হইল কুম্ভীর কলেবর।
মরিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বার বার করিলেন চুম্ব আলিঙ্গনে॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশীর।
অস্ত্রদিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর॥
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে॥
দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন ভাবে মরণ সমান॥
বহুনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্য গণে।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে॥
রথ আরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম বীর॥
তুরঙ্গে নকুল হৈল সহদেব দেবন্ত।
হেনমতে সবে হইলেন বিদ্যাবন্ত॥
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্র অনুজ সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখ্যান॥
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনু খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাজার নিকট বিদ্যা পীরক্ষা।

ধর্ম্ম শিষ্যগণ সবে হইল প্রখর।
দ্রোণ চলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর॥
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন॥
বিদ্যার পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন॥
রঙ্গ ভূমি সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপে আচার্য্য কহেন মহামতি॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে॥
যেই স্থান প্রশস্ত চৌদিকেতে সোসর।
রঙ্গ ভূমি বিরচিল তাহার ভিতর॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানা রত্নে গৃহে সব করিল মণ্ডন॥
রাজাগণে বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর॥

রাজরাণীগণ হেতু ভিন্ন কৈল স্থল।
জল হেতু মঞ্চ নির্ম্মাইল সুকোমল ॥
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইল সে ধৃতরাষ্ট্রের স্থান ॥
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন ॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সমদত্ত।
আর যত রাজগণ আইল শত২ ॥
গান্ধারী সুবল সুতা কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর নারী ॥
রথ গজ অশ্ব পৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া রহিল দেখিবারে ॥
নানা বাদ্য বাজে শব্দে কর্ণে লাগে তালি
প্রলয় কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি ॥
আইলেন তখন আচার্য্য মহাশয়।
তারা মধ্যে হইল যেন চন্দ্রের উদয় ॥
শুক্লবাস শুক্লবেশ শুক্ল পুষ্পমালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে ॥
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইল সভামাঝে।
কহিলেন আসিবারে পাণ্ডুর অগ্রজে ॥
সভাতে প্রবেশ করিলে যুধিষ্ঠির।
বিকচ পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ ॥
ধন্য২ করি সবে করিল আখ্যান।
সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে তপোধন দ্রোণ।
আজ্ঞা করিলেন আইল ভীম দুর্য্যোধন ॥
গদাহাতে করিয়া আইল দুইবীর।
মল্লবেশ রঙ্গ মাটি ভূষিত শরীর ॥
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে মুণ্ডে২ তাড়াতাড়ি ॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
অন্যে২ কথা হয় সভার ভিতর ॥
কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে ভীম হৈতে বলী কুরুবর ॥
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায়২ ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ মাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা ॥
বুঝিয়া লোকের কর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয় ॥
মধ্যে গিয়া দাণ্ডাইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন ॥
আজ্ঞা করিলেন গুরু অর্জ্জুনে আনিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে ॥
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ শশধর মুখ রাজীবলোচন ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন ॥
কেহ বলে পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধ্যম।
কেহ বলে কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ যম ॥
বীর ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবন্ত নাহিক ভূতলে ॥
এই মত কথা বার্ত্তা সকলে সভাতে।
ধন্য২ বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে ॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে জিজ্ঞাসিল।
কি হেতু এমন শব্দ সভাতে হইল ॥
বিদুর বলেন রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন অপার।
কুরুবংশে ভাগ্য মত এতেক কুমার ॥
ধন্য কুন্তী এই পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল ॥
কুন্তী দেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে স্রবে দুগ্ধ সজল নয়ন ॥

তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া॥
মারিল অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি প্রবেশিল গিয়া গগণমণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোকে মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িল বরুণ বাণ কুন্তীর নন্দন।
মারিলেন অগ্নি বৃষ্টি বরিষে জীবন॥
বায়ু অস্ত্রে করিলেন জল নিবার।
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে করে গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু অস্ত্রে জল পূর্ণ করেন সকল॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র করি আইলেন লুকি।
কোথায় আছেন পার্থ কেহ নাহি দেখি॥
কভু রথে ধনঞ্জয় কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাজি যেন করেন সত্বরে॥
নানা বিদ্যা প্রকাশ করেন ধনঞ্জয়।
ধন্য ধন্য করি শব্দ হৈল সভাময়॥
নিবর্ত্তিয়া সর্ব্ব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোট করিলেন বজ্রের নিঃস্বন॥
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু অগ্রে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি।
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

রঙ্গভূমি স্থলে কর্ণের আগমন।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ করিল পয়ান॥
কঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণে পরশে দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিত কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া পায় ভাবে লোক মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিম্বা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয়॥
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আনি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবা বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোক বিষণ্ণ বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত মন॥
বিরস বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়॥
কোন বিদ্যা জানহ সবার অগ্রে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচাও সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥
ধন্য ধন্য বীর তুমি ছিলা কোন দেশে।
এথায় আইলে তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে দিলাম সে সকল তোমার॥
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে দিলাম সে সকল তোমার॥
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত শরীর॥

অর্জ্জুন বলিল তোরে কে ডাকিল হেথা।
কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা ॥
অনাহুত করি দ্বন্দ্ব আসিয়া সভায়।
ইহার উচিত ফল পাইবা ত্বরায় ॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন ॥
আসিয়া আপনি খায় বিনা নিমন্ত্রণ।
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন ॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্রধর ॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা ॥
হীন লোক প্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে২ দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী ॥
মম সনে রণে জিন তবে জানি বীর।
দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির ॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেন অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ ॥
এত শুনি সুসজ্জা হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয় ॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর ॥
অগ্র হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর ॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ২।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ ॥
পুত্র স্নেহে গগণে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর ॥
কর্ণ ভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জা হইল সবে করিবারে রণ ॥
সকুণ্ডল কর্ণ বীরে দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী জানিলেন আপন নন্দনে ॥
স্বপুত্রের বিবাদ দেখিয়া কুন্তীদেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি ॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোক শুনে কহে কর্ণেরে চাহিয়া ॥

এই পার্থ বীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরুমহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার সহিতে আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ কোন বংশে কাহার নন্দন ॥
জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকার করাইব রণ।
সম বংশ হৈয়ে যুদ্ধ হয় সুশোভন ॥
তাহে অভিমান সম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধ নয় ॥
শুনিয়া কৃপের কর্ণ এতেক বচন।
হেটমুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন ॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈতে ছিন্ন হেন কমলের দল ॥
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
বিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন ॥
সম বংশ আর হয় লোকে যারে পূজে।
সবা হৈতে যেইজন বীর্য্যবন্ত তেজে ॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিলেন রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন ॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এতবলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর ॥
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণবীর কনক আসনে ॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতন মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত ॥
কনক অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ রহিলেন বিস্মিত হইয়া ॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন।
দুর্য্যোধন প্রীত বলে হইয়া হৃষ্টমন ॥
দিলা অঙ্গ দেশেতে আমার অধিকার।
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার ॥
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা এই মম মন ॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিত।
এই মম বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি হিত ॥
কর্ণ বলে সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম স্নেহেতে দোঁহা করি আলিঙ্গন ॥

হেনকালে অধিরথ নামেতে সারথি।
লোকমুখে শুনে পুত্র হইল নরপতি॥
অধিক বয়সে সেই চলে যষ্টিভরে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে ব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুটি॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে॥
পাণ্ডব জানিল কর্ণ সূতের নন্দন।
এতক্ষণ নাহি জানি এমত বিবরণ॥
অর্জ্জুন সহিত রণে হও শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তব আদি অন্ত॥
সভাতে সম্ভ্রমে কার্য্য কর জাতি মত।
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি চালা গিয়া রথ॥
আরে নরাধম তোর কি বড় যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথা॥
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনি কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুর কি পায়॥
ভীম মুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অগ্রে হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য তোরে বৃকোদর॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্রমধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূদ্রের নদীর অন্ত পায় কোনজন॥
জল হইতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিবে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যেরা দনুজদলে করে সুরকর্ম্ম।
কার্ত্তিকের জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হইতে কেহ বা আগুনে
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাহি পূজ্য সবাকার॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র জন্ম সর্ব্বকালে জানি।
ক্ষত্র হইয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ অপ্সরী পুত্র কেবা নাহি জানে॥
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিছে আমার সাক্ষাতে॥
কর্ণের কি মত বলি লয় মোর মনে।
ক্ষিতিমধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে॥
সকুণ্ডল কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে॥
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈল অঙ্গদেশ কোনছার॥
কর্ণ বাহুবলে সবে করিলেক পূজা।
অনুগত হইবে আমার সর্ব্ব রাজা॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন॥
কেহ বলে মহাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ॥
অস্ত গেল দিনকর রজনী প্রবেশ।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশ॥
কর্ণ হস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
যোগান চলিল ভাই একশত জন॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব চলিল নিজস্থান।
পাছে পাছে পরিবার করিল পয়ান॥
হর্ষান্বিত কুন্তীদেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয়॥
ত্যজিল অর্জ্জুন ভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভাত আত কর্ণেরে দেখিয়া।
কর্ণ সম বীর নাহি আর যে সংসারে
এই ভয় সদা যাগে ধর্ম্মের অন্তরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা।

কতদিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ প্রতি।
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি।
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন ॥
পূর্ব্ব সত্য কৈল না করিতে অধ্যয়ন ॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই শুন শিষ্যগণ ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণে সাজিতে বলিলেন তখন ॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
একরথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয়।
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন ॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইহ অন্য কোনজন ॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পঞ্চাল নগর ॥
দ্রুপদ পাইয়া অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ॥
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন প্রয়োজন ॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যোড়কর ॥
কহ কুরুবর আইলা কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন ॥
রাজার মন্দিরে চল লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ॥
অর্জ্জুন বলেন সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার ॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আজি যুদ্ধ দেহ তুমি ॥
সসৈন্য সাজিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পঞ্চালে ॥
কহিলেন মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর ॥
ক্ষত্র হয়ে হেন বাক্য সহে কার কাণে।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বাহির তখনে ॥
অশ্বগজ রথ তার না যায় গণনে।
সসৈন্য বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে ॥
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয় ॥
অস্ত্র বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ॥
দ্রোণের চরণ ভাবি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর ॥
আষাঢ় শ্রাবণ যেন নব জলধর।
বৃষ্টি ধারা পড়ে যেন সৈন্যের উপর ॥
রথী কাটা গেল যদি পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী ॥
পলায় তুরঙ্গ কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পলায় হাত কাটা গেল যার ॥
পলাইল যতজন পাইল সে প্রাণ।
আর যত সৈন্য বলে হৈল সমাধান ॥
যত সৈন্য লইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী ॥
নির্ভয় হইয়া রাজা বাহুড় দ্রুপদ।
আমার নিকটে তব নাহিক আপদ ॥
প্রাণে ভয় থাকে যদি ভঙ্গ দেও রণে।
নিশ্চয় লইব ধরি না যায় খণ্ডনে ॥
বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন বচনে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জ্জুনে ॥
মন্ত্র পড়ি দিব্য অস্ত্র ছাড়েন অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুর্গুণ ॥
ধনু কাটা গেল বীর লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহার দুই হাতে ॥
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেনকালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন ॥

চতুরঙ্গ দলে আইসে কৌরব ঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থ রথের উপর॥
দুর্য্যোধন বলে পার্থ নহিল শোভন।
গুরু আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন॥
এতবলি আপনি উঠিল দুর্য্যোধন।
হস্তপদে দ্রুপদেরে করিল বন্ধন॥
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমতে উত্তরিল দ্রোণ বরাবরি।
ফেলাইয়া দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে॥
হেদেরে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা
কোথা তোর প্রজাগণ নবদণ্ড ছাতা॥
পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাহি আমার সদন॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বালক সখা চিত্তে উপরোধ॥
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন॥
এক্ষণে সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবে কি আমারে রাজন॥
বাল্যকালে করেছিলে যেই অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে অর্দ্ধ তব অধিকার॥
পালিতে নারিলে তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হইল আমার শাসন॥
তুমি না পালিলে আমি চাহি পালিবারে
পঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কর অধিকার।
উত্তর তটেতে রাজ্য সকলি আমার॥
অর্দ্ধ২ রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হও যদি হও যত্নবান॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহৎ তুমি জগৎ ভিতর॥
যে আজ্ঞা করিলা তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা আমি হইনু তোমার॥
দ্রোণ বলিলেন তব ঘুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন॥
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মানে।
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে॥
মাকন্দি নগর বৈসে ভাগীরথী তীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে॥
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।
কুরুবল আদি শিষ্য যাহার সহায়॥
বলেতে নাহিক শক্তি দ্রোণের সংহতি॥
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ ভূপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুষ্টমত দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিয়োজন॥
দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এই ভাবি যজ্ঞ করে পঞ্চালের রায়॥
অর্দ্ধেক পঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পঞ্চালে দ্রোণ হলেন ঈশ্বর॥

যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষিক্ত।

মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল বীর॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ॥
যুধিষ্ঠির সৌজন্যেতে সবে হৈল বশ।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্ম পুত্র যশঃ॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়ে।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়ে॥
জিনিল অনেক দেশ কত লব নাম।
বহুরাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ন নিধি॥

কুরুকুলে ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই আয়ত্ত করিল ॥
নানা রত্নে কৈল পূর্ণহস্তিনানগর।
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর ॥
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুণে ধীর।
কৌরব কুমার মধ্যে দুর্জ্জয় শরীর ॥
পাণ্ডবের প্রশংসা করেন সর্ব্বজন।
ধন্য২ বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ ॥
কুরুবংশে কুলত্তমে যত রাজগণ।
পাণ্ডব সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন ॥
দিনে২ বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষ শশী।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশি ॥
ধৃতরাষ্ট্র দেখিলা হইল ছন্নমতি।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি২ ॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নরবরে ॥
মম পুত্রগণ গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে ॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে ভোজন ॥
কুরুবংশে বৃদ্ধমন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনিলেন ততক্ষণ ॥
একান্তে কণিক আসি বলিল তাহাতে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকাই তোমাকে ॥
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণাবলে খণ্ডিবে সে দুঃখ ॥
পাণ্ডবের যশকীর্ত্তি বাড়ে দিনে২।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে ॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর ॥
আমার বচন যদি রাখ নররায়।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে বিজয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি যে কর বিচার।
মমদৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
কণিক বলেন রাজা শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত ॥
কার্য্য না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড।
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্যখণ্ড ॥
আত্ম ছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
রিপুছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে ॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যেন হয় কূর্ম্ম ॥
দুর্জ্জন দেখিবা শত্রু দয়া নাহি করি।
স্মরণ লইলে তবু না রাখিব বৈরী ॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু জল একই সমান ॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান আদি ক্লেশ সহিবে হৃদয় ॥
সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মারি ভূমে আছাড়িয়া ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্ব নীতি ॥
এক দিন বনে চরে একটি হরিণ।
অতিশয় মাংস তার আছয়ে প্রবীণ ॥
শৃগাল দেখিয়া বনে মৃগের ঈশ্বরে।
কহিলেন সিংহ তারে নারে ধরিবারে ॥
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ॥
বলেতে সামর্থ কেহ নহিবে তাহার ॥
মুষিক হইতে তোরে করিব সংহার।
শ্রান্ত আছে হরিণ শুইয়ে কোন স্থান।
ধীরে২ মুষা তথা করহ গমন ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দেতে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ ॥
সুড়ঙ্গ কাটিবে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায় ॥
পদশির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে ॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যে বলিলে জম্বুক করিল ততক্ষণ ॥
কাটা গেল পদ শির মুশিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে ॥

হরিণ পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান॥
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিলে পাছে যে হয় সে হয়।
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড় কর।
মিনতি করিয়া কহে সবার গোচর॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংস শ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক দিন॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে আইস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আমি রাখিব জাগিয়া॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সবে স্নান করিবারে॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি আইল চক্ষুর নিমিষে॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁট মুখে॥
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি আইনু মাংস করিব ভক্ষণ॥
শৃগাল কহিল সখা কি কহিব কথা।
মুষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা॥
মহাবলী সিংহ বলি জানে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ করিব ভক্ষণ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোনজন।
কোন ছার মৃগ হেন বলিবে বচন॥
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি॥
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে স্থানে॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমা সিংহ না পাইল দেখা॥
এখনি গেলেন তেঁহো তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিহ তারে॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে॥

এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন॥
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তায়।
কুপিয়াছে পাছে না বুঝিয়া অভিপ্রায়॥
এথায় থাকিলে হবে দেখিলে প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কায বিবাদ॥
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মুষিক আইলে সেই স্থানে॥
মুষিকে দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন॥
সখা হেন নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি॥
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা॥
স্নান করি এখানে আইল দুইল জন।
সর্পে না দেখিলে মাংস করিতে ভক্ষণ॥
পঞ্চজন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
দুই জন মিলে গেল তোমা খুজিবারে।
এথা আইলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে॥
এত শুনি মুষিকের উড়িল পরাণ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর॥
তোর শক্তি থাকে যদি আসি কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
কণিক বলিল রাজা কর অবধান।
এমত নারিলে রাজা হয় রাজ্যমান॥
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিলেক বলে।
লুব্ধ জনে ধনে দিয়া মারিবেক ছলে॥
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষে মারিবে॥

জানিবেক শত্রু মম জীবনের বৈরী।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি ॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ কহেন ভার্গব ॥
শত্রুরে পালন করি করিয়া বিশ্বাস।
খচরী জন্মিল যেন গর্ভের বিনাশ ॥
এসব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষ দুঃখ পাবে রায় ॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত চরিত্র ॥

পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখী সর্ব্বজন।
স্থানে২ বিচার করয়ে প্রজাগণ ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাব দেখে রাজা আমত্য কিঙ্কর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল সবে থাকে সুখে।
রাজার নন্দন রাজা সম্ভবে তাহাকে ॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বি-নয়ন ॥
বিশেষ রাজার যোগ্য পাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি সুধীর ॥
চলহ যাইয়া প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর এই অভিষেক ॥
হাট বাট নগরে চত্বরে এই কথা।
দুর্য্যোধন শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা ॥
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর।
দেখিল জনক বসিয়াছে একেশ্বর ॥
সকরুনে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
অবধান কর রাজা বলে প্রজাগণ ॥
আজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে ॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ॥
তাহার নন্দন হৈলে সেই হবে রাজা।
আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা ॥
অকারণে জন্মে যেই পরভাগ্যজীবি।
অকারণে আমারে ধরিল পৃথিবী ॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন ॥
কি করিবে কি হইবে চিন্তে মনে মন।
হেনকালে আইল তথা দুষ্ট মন্ত্রীগণ ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকা নন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত যে পূজা ॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায় ॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে ছিল অনুক্ষণ।
ভাই হয়ে কার ভাই হইবে এমন ॥
তাহার অধিক হইল তাহার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া মম থাকে অনুক্ষণ ॥
দেব প্রায় আমারে পূজেন যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির ॥
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কার শক্তি হয় বলাৎকার করিবারে ॥
দুর্য্যোধন বলে যাহা করিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান ॥
রথ রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহু ধন ॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম করহ আমার ॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাক যুধিষ্ঠির ॥
এথা আমি নিজ রাজ্য সবশ করিলে।
এ স্থানে আসিবে পুনঃ কতদিন গেলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন করিলা যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার ॥

পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত॥
এ চারি জনায় যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধ হইবেক কেমন প্রকার॥
এতশুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন॥
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে॥
তুমিত চিন্তহ পিতা ইহার উপায়।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি বলাৎকার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
কেমনে উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা॥
এতশুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানা রত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রীগণ ঘর॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মন্ত্রীগণ॥
শিখাইল মন্ত্রীগণে কপট করিয়া।
নগর বারাণাবতে উত্তম বলিয়া॥
অনুব্রত কহে সবে সম্মুখে বিমুখে।
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রীগণে।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে॥
কতদিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রীগণ বসি॥
নগর বারণাবতে পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষ বৈসেন তথা দেব শূলপাণি॥
আর মন্ত্রী বলে সে জগৎ মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম॥
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা॥

হেনমতে মন্ত্রীগণ বলেন বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না হয় খণ্ডন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর॥
এতশুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
হৃদয়ে কপট মুখে অমৃত বচন॥
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
ইচ্ছা যদি হয় তথা যত পরিবার॥
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর।
যথাসুখে বিহরহ বারণানগর॥
ধন রত্ন সঙ্গে লহ যেই মনে লয়।
কয়দিন বঞ্চিয়া আইস নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারবার।
স্বীকার করেন রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখনি যাইতে বল সহ পরিবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥
যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করেন নমস্কার॥
বিজ্ঞ মন্ত্রীগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর॥
জাতিতে যবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্ত আসিয়া তারে কহে মৃদুভাষ॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকি হে তোমারে॥
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্য জন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার॥
নগর বারণাবত পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবে তথায়॥
খেচর সংযোগে রথে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করিবে গমন॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নি সহ বিচারিয়া ব্যক্ত নাহি হয়॥

স্তম্ভ বিরচিয়া তাতে পুরাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিয়া গৃহ করিয়া তাহাতে॥
এমত রচিবা কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানা চিত্র বিরচিয়া লোক মনোহরে॥
জতুগৃহে বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবা ভিতর॥
জৌগৃহে কদাচিত নাহিবেক ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রবাজি হারাইবে প্রাণ॥
তার চতুর্দ্দিকে গড় খুদিবা গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীমবীর॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়।
একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময়॥
ত্বরিতে চলিয়া যাহ না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন গমন॥
ক্ষণেক পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিয়া নিয়োজিল নিশাচর॥
যেমন করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন॥
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধাগণে যান মাগিতে মেলানি॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিতে গৃহে নারীগণ যত॥
একে২ সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায়॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সে কারণে হেন কর্ম্ম কহিছে অনীতি।
সত্যবুঝি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির যাইব তথায়॥
তারা সবে সহিবেক সবে দুষ্টচিত।
আমা সবা না সহিব যাইব নিশ্চিত॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
পুত্র দারা পরিবার লইয়া সংহতি॥

অগ্রসরি বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছভাষাচারে॥
বারণাবতেতে যাহ পঞ্চ সহোদরে।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহে ডরে॥
স্বযোনী অন্তক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে থাকিবা সব বপু॥
এতবলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শিরে ধরি করিল চুম্বন॥
নয়নের নীর ঝরে ভাবে গদ গদ।
যুধিষ্ঠির পঞ্চভাই প্রণমিল পদ॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
প্রবেশ করিল গিয়া নগর ভিতর।
অগ্রসর নিল যত নগরের নর॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইলা যেন রাজ ব্যবহার॥
করপুট করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
হেথায় রহিলে কেন চল নিজ গৃহে॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন বচন॥
গৃহের পরীক্ষা দেখি লহ বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতুগৃহের নির্ম্মাণ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জৌগৃহে সরিশা তৈল গন্ধ পাই ঘরে॥
প্রত্যক্ষ অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করিছে নির্ম্মাণ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে যবনভাষে বিদুর বলিল॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এঘরে।
অচেতন হইলে সকলে নিদ্রাভরে॥
ভীম বলিলেন এই অনলের ঘর।
পুনরায় যাই চল হস্তিনানগর॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার॥
দুর্য্যোধন বিচার করিতে নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্বসৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন॥
কি কার্য্য বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্দ্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায়॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা জানি যে ইহা কারে না বলিব॥
পঞ্চভাই একত্র না রব কোন স্থলে।
হেথা হৈতে পালাইব কতদিন গেলে॥
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন॥
সব জ্ঞাত হব ইহা কেহ নাহি জানে।
হেনমতে বিচারে রহিল ছয় জনে॥
কি মতে বাহির হবে জৌগৃহ হইতে।
নিশ্চয় যাইবে সেহ না পারে লক্ষিতে॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল সর্ব্বনাশ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে২ কহে বিদুরের সমাচার॥
পাঠাইল বিদুর আমারে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
দুর্য্যোধন লোক বলি না যাবে বিশ্বাস॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছভাষা কহিল তোমারে॥
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর তুল্য আজি জানা গেল॥
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলা উপনীত।
অবধান দেখ দুঃখ কৌরব চরিত॥
তৈল জতুগৃহ বাঁশ সংযোগে রচিত।
মন্ত্রের লিখনি কৈল গৃহে চতুর্ভিত॥
ঘরে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত সভার ভিতর।
অক্ষৌহিণী বলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয়জনে॥
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনেক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম।
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল।
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
সাবধান হৈয়া যাইবে পঞ্চজন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন॥
বৎসরেক জতুগৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিলা যে হইল বিশ্বাস।
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণ জানিয়া বলেন ততক্ষণ॥
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন॥
সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চজন।
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন॥
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন॥
ভীম বলে দিবসে করিতে নারি বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল
কুন্তী দেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইয়া কোথা ভ্রমিবা বনে বনে॥

ভালমতে কর আজি ব্রাহ্মণ ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহু ধন ॥
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখীগণ ॥
পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদ গৃহিণী।
অন্ন হেতু আইল যথা কুন্তী ঠাকুরাণী ॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায় ॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥

জতুগৃহ দাহ।

পরিবার সহ নিদ্রা যায় পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন ॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচন দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ ॥
বৃকোদর পুরোচন দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল ॥
মাতৃসহ পঞ্চভাই শীঘ্রগতি চলে।
এথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে ॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসীগণ।
জল লৈয়া চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন ॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক করে হাহাকার ॥
জোগৃত তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
জতুগৃহ বলিয়া লোকেরা জ্ঞান পায় ॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চভাই নহে অপরাধী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণনিধি ॥
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন।
মন্দভাগ্য বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন ॥
নির্দ্দোষীগণেরে হিংসা করে যেই জন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ ॥
এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক ॥
জননী সহিত এথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন ॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী আর যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর ॥
কতদূরে গিয়া কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চজন ॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে মাথে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি ॥
বায়ুবেগে যান ভীম সহ পঞ্চজনে।
বৃক্ষ শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে ॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশিযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর ॥
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তর।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হব পার ॥
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর ॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী ॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না জানিয়া পঞ্চভাই চিন্তিত অন্তর ॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার ॥
আমারে পাঠাইয়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সব পার করিবারে নৌকাসনে ॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সেকারণ ॥
যখন আইস সবে বারণানগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমায় যে কহিল উত্তর ॥
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে ॥

এইচিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে।
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া নৌকা আরোহণ কৈল॥
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে॥
বিদুর কহিল এই করুণা বচন।
এথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন॥
এই কথা করিতে হইবা গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডুর কুমার॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন॥
বিষম প্রমাদ হৈতে হইলাম পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর॥
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন॥
এতবলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী॥
গঙ্গার দক্ষিণে যায় কুন্তীর নন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা ধীবর গমন॥
এথানে প্রভাত হৈল নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক॥
জল দিয়া নিবাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল॥
দ্বার মধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ॥
অস্ত্রগৃহে পুড়িল সকল অস্ত্রধারী।
প্রত্যেক২ ভস্ম দেখিল বিচারি॥
জতুগৃহ দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয়জন॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
হায় হায় কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
দেখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেই ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে॥
এইক্ষণে আমা সবাকার এই কায।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিহ কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হলো দুরাশয়॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি॥
জৌগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোনজন॥
পুত্র সহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবার সহ দগ্ধ হইল পুরোচন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন॥
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়।
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর॥
নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সহৃদয়ে স্মরিয়া॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কোঙর॥
হাহা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এইমত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু রত্ন ধেনুদান॥
এথায় পাণ্ডবগণ ভোগি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্বির অরণ্যেতে করিল প্রবেশ॥
পথশ্রমে আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চ সুত॥
বহুদূর অইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর॥

যাইতে না পারি আর বিনা জল পানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করল এই স্থানে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল কি জীয়ে পুরোচন ॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা ॥
তবে সাজিয়া সব আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ করহ উপায় ॥
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহ এই স্থানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈলে জলপানে ॥
অন্য সর্ব্বজনে রাখিয়া বটমূলে।
জল অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানা স্থানে ॥
জলচর শব্দবীর শুনি কত দূরে।
শব্দ অনুসারে গেল জল আনিবারে ॥
জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নান পান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান ॥
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল ॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্র পুনঃ আইল পবন নন্দন ॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন ॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যার তাহার উপর ॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ধরাতলে।
হরি২ বিধি হেন লিখিল কপালে ॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় শরীর ॥
তিনলোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন ॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোনজন।
হেন ভাই কৈল হায় ধরাতে শয়ন ॥
সুন্দর নকুল সহদেব পূর্ণকাম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্ব গুণাধাম ॥
এইরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে ॥
আপদে থাকয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে বনে বৃক্ষে২ যাতে রক্ষা পায় ॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি বৈরি।
গৃহ ত্যজি যাব হেতু বনে বনচারী ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র হেন দুষ্ট করিল অনীতি ॥
ধর্ম্মেরে না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
পুণ্যবল নাহি দুষ্ট জীয়ে দেববলে।
কোন দেব বরদায়ী হৈল কোনকালে ॥
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
নতুবা গদার বাড়ি লোটাই শরীর ॥
কোন মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন ॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার।
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার ॥
কোন কর্ম্মে অশক্ত যে হই আমি সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব ॥
কহিতে২ ক্রোধ হৈল বৃকোদর।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই কর ॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রাভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে ॥
হেনকালে হিড়িম্বা নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর ॥
দন্তপাটি বিনাকাঠি জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কাল ছিল সেই মহীর উপর ॥
পেয়ে গন্ধ হয়ে অন্ধ চতুর্দ্দিকে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখশোভা জলরুহ প্রায় ॥
সুশোভন ছয়জন দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে ॥
চিরদিন ভক্ষ্যহীন থাকি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আজি আইল মানুষে ॥
সুপ্রভাতে অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয়জন মম স্থানে আনহ ত্বরিত ॥

নাহি ভয় নিজালয় যাহ শীঘ্রগতি।
মোর বন কোনজন বিরোধিতে কৃতি॥
ভ্রাতৃকথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

হিড়ম্ব রাক্ষস বধ।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ॥
বসিয়াছে হিড়ম্ব ভীমের বামদিকে।
ভুবন মোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তা হার তার গলে॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গ বিদ্যাধরি মোহে নবীন যৌবন॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়ম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব॥
ধিক তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মানুষ স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্য ব্যাঘাত করিলি সে কারণ॥
এই হেতু অগ্রে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করি ছারখার॥
এতবলি হিড়িম্বারে যায় মারিবারে।
নয়ন লোহিত দন্ত কড় মড় করে॥
ভীম বলে রাক্ষসারে তোর লাজ নাই।
ভগিনীকে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই॥
তুই পাঠাইলি তাই আইল হেথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায়॥
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মম বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস দুর্ভাষা॥
মরিবারে চাহিস করিস অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া যে নিদ্রায় বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস গোল॥
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে॥
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাতে ধরে।
এক টানে লয় লক্ষ ধনুক অন্তরে॥
মহাবল রাক্ষস আপন হাত কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আকাড়ি॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর॥
দুইজনে টানাটানি ধরি ভুজে২।
শুণ্ডে টানাটানি যেন করে গজে২॥
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিঃস্বন যেন করয়ে আহ্লাদ॥
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন॥
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরি।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি॥
কে তুমি কোথায় হৈতে আইলে গো হেথা।
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি নিবাস এস্থলে॥
এই বন নিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর॥
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল এথাকারে॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বস হৈয়া আমি ভজিলাম তায়॥
বিলম্ব দেখিয়া সে আইল মম ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ তাই॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্বর॥
ভীম হিড়িম্বতে যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুইজনা॥

যুদ্ধধূলী ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥
দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে।
নিশ্বাস পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণে॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসের ভয় ভাই না কর এখন॥
তোমা সহ রাক্ষসে হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এতশুনি বলে ভীম পবন কুমার॥
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিয়া বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু পাইলে পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমেতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পক্ষীবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃসব বীর বৃকোদরে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে।
এইত নিকটে গ্রাম নহে বহু দূরে॥
এই সমাচার যদি শুনে কোনজন।
লোকমুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া হেথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চজন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥

সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়াধরে।
ধরিয়া মোহিনীবেশ ভাণ্ডে সবাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে॥
সহজে ভ্রাতার বৈরী সাধিবার মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সে কারণে॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এতবলি মারিবারে যায় মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভীম শুন আর।
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবা সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলা সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার॥
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর॥
কায়মনোবাক্যে মম সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বই গুরু মোর গতি নাহি আর॥
কামবশ হইয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলেতে পথ ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু॥
সব ত্যজি মজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে॥
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত॥
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে॥
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি গো বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম তব হইবে নিশ্চয়॥
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন॥
সত্য যাহ হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে আমি করি তারে ত্রাণ॥
চলে যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর।
যথাসুখে ক্রীড়া কর বনের ভিতর॥
পুনরপি আমা সবা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবা॥

ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্টমন।
ভীমে লয়ে হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি ॥
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
হ্রদ নদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে ॥
নিত্য২ অন্য বেশ ধরে অনুপম।
হেনমতে বহুদিন ক্রীড়া অবিশ্রাম ॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্করি মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি ॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর ॥
বিবিধ বরণ ঘটোৎকচ স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার ॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন।
ইন্দ্রের একাগ্নী শক্তির যে হবে ভাজন ॥
ঘটোৎকচ মাতৃ সহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি করে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয় ॥
আজ্ঞা পায়ে মায়ে পুত্র করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপন ভবন ॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
একস্থানে না থাকেন একই রজনী ॥
পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান কোথা কেহ নাহি জানে ॥
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্য দিক যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহু ক্লেশ করিয়া বিশেষ ॥
হেনমতে ভ্রমেণ যে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥
ব্যাস দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল দাঁড়ায়ে অগ্রেতে ॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী কহিল বচন ॥
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা আমি সব জানি ॥

অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে বন ॥
যত কৈল অগোচর নাহিক আমার।
সে কারণে দেখিবারে আইনু হেথায় ॥
দুঃখ না ভাবিহ বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন ॥
তব পুত্রগণ গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি ॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে ॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহু দুঃখ পাইল বহু ভ্রমিল কাননে ॥
নিকট নগর এই একচক্র নাম।
কতদিন রহি তথা করহ বিশ্রাম ॥
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয়জনে।
তাবৎ থাকিবা আমি আসি যতদিনে ॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয়জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পঞ্চাল নগরে যুধিষ্ঠিরাদির স্থিতি।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ গৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
নগরে ভ্রমেণ নিত্য ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে ॥
জননী করিয়া পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক করিয়া দেন বীর বৃকোদরে ॥
মাতা সহ অর্দ্ধখান চারি সহোদর।
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর ॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেন ব্রাহ্মণের বেশে ॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর ॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥

যুদ্ধধূলী ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥
দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে।
নিশ্বাস পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণে॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসের ভয় ভাই না কর এখন॥
তোমা সহ রাক্ষসে হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এতশুনি বলে ভীম পবন কুমার॥
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিয়া বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু পাইলে পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমেতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পক্ষীবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃসব বীর বৃকোদরে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে।
এইত নিকটে গ্রাম নহে বহু দূরে॥
এই সমাচার যদি শুনে কোনজন।
লোকমুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া হেথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চজন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥

সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়াধরে।
ধরিয়া মোহিনীবেশ ভাণ্ডে সবাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে॥
সহজে ভ্রাতার বৈরী সাধিবার মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সে কারণে॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এতবলি মারিবারে যায় মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভীম শুন আর।
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবা সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলা সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার॥
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর॥
কায়মনোবাক্যে মম সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বই গুরু মোর গতি নাহি আর॥
কামবশ হইয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলেতে পথ ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু॥
সব ত্যজি মজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে॥
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত॥
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে॥
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি গো বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম তব হইবে নিশ্চয়॥
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন॥
সত্য যাহ হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে আমি করি তারে ত্রাণ॥
চলে যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর।
যথাসুখে ক্রীড়া কর বনের ভিতর॥
পুনরপি আমা সবা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবা॥

ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্টমন।
ভীমে লয়ে হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি॥
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ নদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে॥
নিত্য২ অন্য বেশ ধরে অনুপম।
হেনমতে বহুদিন ক্রীড়া অবিশ্রাম॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর॥
বিবিধ বরণ ঘটোৎকচ স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন।
ইন্দ্রের একাগ্নী শক্তির যে হবে ভাজন॥
ঘটোৎকচ মাতৃ সহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি করে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
আজ্ঞা কর যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয়॥
আজ্ঞা পায়ে যায়ে পুত্র করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপন ভবন॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
একস্থানে না থাকেন একই রজনী॥
পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান কোথা কেহ নাহি জানে॥
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্য দিক যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহু ক্লেশ করিয়া বিশেষ॥
হেনমতে ভ্রমেণ যে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাস দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল দাঁড়ায়ে অগ্রেতে॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী কহিল বচন॥
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা আমি সব জানি॥
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে বন॥
যত কৈল অগোচর নাহিক আমার।
সে কারণে দেখিবারে আইনু হেথায়॥
দুঃখ না ভাবিহ বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন॥
তব পুত্রগণ গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহু দুঃখ পাইল বহু ভ্রমিল কাননে॥
নিকট নগর এই একচক্র নাম।
কতদিন রহি তথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয়জনে।
তাবৎ থাকিবা আমি আসি যতদিনে॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয়জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পঞ্চাল নগরে যুধিষ্ঠিরাদির স্থিতি।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ গৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
নগরে ভ্রমেণ নিত্য ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক করিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতা সহ অর্দ্ধখান চারি সহোদর।
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেন ব্রাহ্মণের বেশে॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥

করুণ হৃদয়া কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকোদরেরে ডাকিয়া ॥
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহার্য্য বিপ্র করিল বিপত্তে ॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তাঁরে করহ রক্ষণ ॥
উপকারী জনের সাহায্য নাহি করে।
পরলোক পাপ হয় অবশঃ সংসারে ॥
ভীম বলিলেন মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব এক্ষণে ॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায়ত সুরভি ॥
ব্রাহ্মণ কাতর হয়া বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে ॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয় ॥
পিতা মাতা স্নেহ তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন ॥
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার ॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ সুখ প্রদায়িনী ॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেকে না জীয়ে কুমার ॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে ॥
আপনি রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যায় রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী ॥
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃলোক করে আশ।
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গবাস ॥
ইহা লয়ে দিব আমি রাক্ষস ভোজনে।
ধিক২ আর তবে কি কাজ জীবনে ॥
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এত বলি কান্দে সবে সজল নয়নে ॥

ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ আমি সুখে তথা যাব ॥
তুমি যদি যাও তথা একে হবে আর।
একেবারে মজিবে সকল পরিবার ॥
আমি সহমৃতা হব তোমার বচনে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুইজনে ॥
তবে কদাচিত যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন ॥
তোমা বিনে বিনাশ হইব তিনজনে।
অনাথের বেশী কষ্ট হবে দিনে২ ॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন ॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হয়ে।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথা দেখিয়ে ॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে ॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলে সংহার।
পুত্র কন্যা দুই গুটি হৈয়াছে তোমার ॥
আমা বিনা গৃহস্থালি হবে আর বার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার ॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবনে।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবনে ॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে ॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত ॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি করিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর ॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী ॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর শুন মম নিবেদন ॥

রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥
পিণ্ডস্থান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হেতু কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির সৃজন ইহা কে খণ্ডিতে পারে॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান
এক্ষণে রাক্ষস দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ॥
...হীন হত হবে তোমরা থাকিলে।
... কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিনজনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ॥
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে
বালকের বচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন।
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনা।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী॥
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণ।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচন॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন।
জানিলে হইবে সাধ্য করিব মোচন॥
দ্বিজ বলে এই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন॥
এইত নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর॥
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়।
তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয়॥
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ভয়ে করিল এইকর॥
পায়স পিষ্টক অন্ন শকট পূরিয়া।
এক নরবলি দেয় নিয়ম করিয়া॥

এই কার্য্য বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকালে মম প্রতি হয়েছে করার॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেইজন।
স্বকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মম ঘরে।
কি করিব কি হইবে বাক্য নাহি সরে॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছে চারিজনা।
কারে দিব বলিদান করি যে ভাবনা॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃত কুটুম্ব তারে নাহি হেন জন॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোনজন
সবে মিলি যাব ভাগে যা থাকে লিখন
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় সুহৃদ বলে ভোজের নন্দিনী॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
স্বকুটুম্ব যাবে কেন রাক্ষস সদন॥
পঞ্চপুত্র আছে মম শুনহে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥
আপনার প্রাণ হেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম॥
আত্মা দিয়া দ্বিজে রাখি বেদে যেন কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মা রক্ষা উচিত না হয়॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধ নাহি প্রতিকার।
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কুন্তী বলিলেন যে কহিলা দ্বিজগণ।
মম অগোচর নাহি আমি সব জানি॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ দুঃখ সাধিব কেমনে॥
দ্বিজবলে হেন বাক্য না বলহ মোরে
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ যুগান্তরে।
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহাবলধর॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না ভাবিহ মনে
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে॥
বেদ বিদ্যা বুদ্ধিবলে মম পুত্রগণ।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোনজন

শতপুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি করহ সত্বর॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃত্যু দেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন॥
দ্বিজে সঙ্গ করি কুন্তী কহিয়া গমন।
ভীমেরে জানাইলেন সকল বিবরণ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার॥
হেনক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ॥
একান্ত ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন ভীম গেল কোথাকারে॥
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায়॥
কুন্তী বলে আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর॥
ধর্ম্মকীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
অবশেষে ব্রাহ্মণ রক্ষা পরম পৌরষ॥
এতশুনি যুধিষ্ঠির হয়েন বিরস।
কোন বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস॥
এমত দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি তথাস্থানে বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে॥
স্কন্ধে করি লৈল সদা হিড়িম্বক বনে।
হিড়িম্ব মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণ॥
গর্ভধারিণীতে ইহা কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক নাহি সংসার ভিতরে॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পাইয়া হতবুদ্ধি হৈলা বনবাসী॥
কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ॥
জন্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার॥
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
মত্ত হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে॥
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা বধিল বনে হিড়িম্বে সংহারি॥
ভীম পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভাল।
রাক্ষস সংহার হবে ভীম বাহুবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেইজন।
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন॥
বিশেষ গো বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্য রক্ষা দ্বিজ রক্ষা আর পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলে বিরস।
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন।
ধন্য২ বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়॥
পরপুত্র ত্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এ সব প্রচার যেন না করে অন্যেরে॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব করিলেন সে ব্রাহ্মণে।
বলি সজ্জা করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খায় বীর বৃকোদর॥
নাম ধরি ডাকিতে ক্রোধেতে থর২।
বক বীর আইসে যেন পর্ব্বত কিন্নর॥
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদারে ক্ষিতি চরণের ভরে॥

অন্ন খান বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অনল সমান॥
ডাক দিয়া বলে বক আরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস অনীতি॥
স্বকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোমা দোষে।
এত বলি নিশাচর ধরে অতি রোষে॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠে দিয়া তার অন্ন পুরেন বদনে॥
মহাক্রোধে নিশাচর করিয়া গর্জ্জন।
দুই বাহু কর ধায় অতি ক্রোধ মন॥
দুই হাতে বজ্র সম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাহি করে বৃকোদরে॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খায় বীর বসে নিঃশঙ্কায়॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া মারে ভীমের উপরে॥
তথাপিও অন্নখান হাসি বৃকোদর।
বাম হাতে কাড়িয়া নিলেন বৃক্ষোবর॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর॥
বৃক্ষে২ যুদ্ধ কৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥
শিলা বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু২ যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে২ বুকে২ ভুজে ভুজে তাড়ি।
ধরাধর করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল ক্লান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কুমার॥
বাম হস্তে দুই জানু দক্ষিণ হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীমবীর॥
মধ্যে ২ ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর॥
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ ভ্রাতৃ স্থানে সব কহিলেন গিয়া।
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকে যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোদরে॥
রজনী প্রভাত হৈলে উদয় অরুণ।
বাহির হৈল যত নগরের জন॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিল কোন জন।
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন॥
তবে সবে বিচারিয়া নগরের জন।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণিত।
সবে মেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘরে।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে॥
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বকস্থানে গেল মহাশয়॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার॥
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণের মহাপূজা করে বিচক্ষণ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ আইল আপনার ঘরে।
দেব তুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে॥
হেনমতে দ্বিজ গৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চপুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ।
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থ ক্ষেত্র না যায় গণন॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পঞ্চাল নগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ কন্যার সয়ম্বরে॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে॥

অযোনি সম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তার বিখ্যাত জগতে ॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ গুণধাম।
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম ॥
এতশুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ ॥
দ্বিজবলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল উপনীত ॥
অভিমানে গিয়া দ্রোণ হস্তিনানগর।
অস্ত্রশিক্ষা করাইল কৌরব কোঙর ॥
শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল ॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরুর আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া ॥
অভিমানে দ্রুপদের না রুচে অন্নজল।
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল ॥
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ ॥
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে ॥
বিনয় মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পঞ্চাল ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ্য ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি করি মন পূর্ণ ॥
মম ইষ্ট এই কর্ম্ম শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয় ॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতি মাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে ॥
দ্বিতীয় পরশু রাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধ কর তারে জিনি সে সংগ্রামে
ক্ষত্রিয়ের অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার
তপোমন্ত্র বলে তার কর প্রতিকার ॥
হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন ॥
উপযাজ বলে মম এই যুক্তি লয়।
ব্রাহ্মণের বধ কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন ॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর ॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ সদা অরণ্য নিবাসী ॥
প্রার্থনা তাঁহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন ॥
উপযাজ বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন ॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে প্রসিত কুমার ॥
বলি সহ ক্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞে পূর্ণ দিতে জন্ম হইল কোঙর ॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ তার মাথায় টোপর ॥
সর্ব্ব হস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পঞ্চাল ঈশ্বর ॥
তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্র দশদিকে করে মহাদ্যুতি ॥
অঙ্গের সৌরভে এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত ॥
পুত্রকন্যা দুই জনে যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশ বাণী হৈল
এ কন্যার হৈল জন্ম শুন বিবরণ।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধন ॥
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এ কন্যা হইতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে ॥
এতেক আকাশবাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পঞ্চালেরগণ ॥
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিষাদ ॥
কন্যা তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন ॥

কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণ নাম থুইল তখনি।
পিতৃ নামে দ্রৌপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী॥
সম্প্রতি হইবে যে কন্যার স্বয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজরাজেশ্বর॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
[illegible] হইল চেষ্টা তথা সবাকার॥
পুত্রগণ চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি॥
[illegible] দিন করিলাম এ স্থানে বসতি।
[illegible] স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার॥
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
কাশী কহে ভবার্ণবে শুনে যাবে পারে॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলিলেন শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা স্বয়ম্বর॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার ভিতর।
পঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমার॥
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চিরদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তী সহ পঞ্চ ভাই করেন প্রস্থান॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দিবা নিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানা দেশ নদী লঙ্ঘিলেন বন গ্রাম॥
অগ্রে যায় ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে॥
কতদিনে উত্তরিল জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রী সহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া॥
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কে হেন আছয়॥
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন॥
বিশেষে অঙ্গার পূর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইতে নিপাত॥
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নান দিবা কিবা রাতী॥
অকাল হইল তাহে কিবা তোরে ভয়।
তোমাতে অশক্ত যে সে তোমারে ডরায়॥
এ গঙ্গার মহিমা না জান মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকানন্দ ভূমে ভাগীরথি॥
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর॥
হাতেতে উলুকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন।
তাতে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুনরে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্র বলেতে করিতেছিলা গর্ব্ব॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মম বাণ।
এই বাণে লইব তোমার আজি প্রাণ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে॥
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময়॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছে পাছে অর্জ্জুন ধরেন চুল গিয়া॥
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট সময়।
নারীগণ গেল যথা ধর্ম্মের তনয়॥
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভনসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠিরের পায় ধরি বিনয় সে করে॥

পরম শঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী দেহ দান॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া ভূমিপতি।
অর্জ্জুনে করেন আজ্ঞা ছাড় শীঘ্রগতি॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন॥
মোরে প্রাণ দান যদি দিলা মহাশয়।
করিব তোমার প্রতি উচিত যে হয়॥
অদ্ভুত চাক্ষুষী বিদ্যা আছে মম স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে॥
মনু এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্ররে।
বিশ্বাসুর চন্দ্রস্থানে সে দিল আমারে॥
মনুষ্য অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আমি আর।
সেই অশ্ব শান্ত নহে ভ্রমিতে সংসার॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বেত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল॥
স্থানে স্থানে সেই বজ্র কৈল নিয়োজন।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ বচন॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে বজ্রভার সহি।
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজীতে।
সে কারণে দিব্য অশ্ব তোমার সহিতে॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি হারীলা সমরে।
তব স্থানে লব অস্ত্র না শোভে আমারে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যাতে সর্ব্বলোকে মানে।
হেন বিদ্যা জানি তুমি ত্যজ কি কারণে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি জানিনু সকল।
ভয় পাইয়া এতেক বিনয় কেন বল॥
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানি হে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে॥
তোমার পুরুষক্রমে জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণে জানি তেঁই খ্যাত ত্রিজগতে॥
তবু রুষিলাম রাত্রে আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রী সহ মোর ক্রীড়ার সময়॥

স্ত্রী সহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে।
বলাবল নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে॥
অনাহুত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ॥
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মম শরানলে॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহীরায় দেবতা স্মরিয়া॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথা কারে য...
তাহাকে নাহিক শক্তি সিংহিতে আ...
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন।
আমারে জিনিতে শক্তি হৈলে সে কারণ॥
মম বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণে॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিয়া বল কেবা সে তপতী॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ব বংশ কথা শুন দিয়া মন॥
এইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তার সম নাহি রূপবতী॥
যৌবন সময়ে তারে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা যোগ্য বর॥
তোমার উপর বংশে রাজা সম্বরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
বাসবে হৈলেন তুষ্ট দেব লোকপাল॥
সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা॥
তার রূপ গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর॥
তবে কত দিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥

অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক্ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর ॥
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের কুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা ॥
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
[illegible]পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে ॥
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী ॥
নির্জ্জন কাননে কেহ আছ একাকিনী ॥
[illegible] করি ভূপতি কহিল।
[illegible]না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায় ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সে তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল ॥
কি কারণে অচেতন হৈলে নৃপবর।
উঠহ ভূপতি তুমি যাহ নিজ ঘর ॥
চেতন পাইয়া রাজা ঊর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায় ॥
রাজা বলে কামশরে মোহিত শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির ॥
তোমা বিনা অন্য দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিত নহে হেন অবশ্য মরণ ॥
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে হেন লয় মন ॥
মম প্রতি যদি দয়া হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার ॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার কাছে করহ আমার ॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্য কন্যা আমি নাম ধরি যে তপতী ॥
তপঃ ক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধনে।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজনে ॥
এতবলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান ॥
এথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রময়ে সকল বন রাজা না দেখিয়া ॥
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞানে মোহিত কলেবর ॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রীগণ।
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রীগণ দেখি কিছু না বলিল কায় ॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে ॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
একচিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে ॥
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠের করিল স্মরণ ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
রাজারে দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে ॥
তপতী কারণে তপ তপন সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন ॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশ মণ্ডলে।
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যায় তপোবলে ॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম ॥
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার।
কোন প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার ॥
কোন কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে ॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বারে।
মম এই নিবেদন তোমার গোচরে ॥
ভারত বংশের রাজা নাম সম্বরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুগত।
চিরকাল সম্বরণ তোমাতেই রত ॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা ॥
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বিতে প্রধান।
এই হেতু যেই আজ্ঞা করহ বিধান ॥
ভাস্কর বলেন তুমি মুনিতে প্রধান।
নাহি কেহ ক্ষত্রিয়েতে সম্বরণ সমান ॥

তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিনস্থানে শ্রেষ্ঠ হও তোমা তিন জনা॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যায় দিব সম্বরণে দান॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন॥
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজে নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর॥
তবে ঋষি দোঁহাকার পরিণয় দিল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রয়ে গেল॥
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সম্বরণে॥
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তারে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে॥
তথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল॥
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল॥
বৃক্ষ আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
অশ্বগণ পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া॥
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকা চুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি॥
কুটুম্ব বান্ধবগণ কেহ নাহি রয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শব প্রায়॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি জানি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি॥
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কত দিনে॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত নরবর।
রাজারে আনিতে জান পর্ব্বত উপর॥
বার্ত্তা পাইয়া অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন॥
দেশে আসি যজ্ঞদান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর॥
পুনঃ শস্য জন্মিল আনন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরণ॥

তপতী সহিত ক্রীড়া করি চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হইল কুরু মহীপাল॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় গণন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বরণ॥
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশ পঞ্চ সহোদর॥
তাপত্য বলিয়া তেঁই বলি যে[illegible]
পূর্ব্ববংশ কথা এই খ্যাত চরাচরে॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
সম্বরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ কেহ তার কথা শুনি॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কথন॥
কাম ক্রোধ জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সব মুনির চরণে॥
বিশ্বামিত্র বহু তাঁরে ক্রোধে হারাইল।
তথাপি মুনি তাঁরে কিছু না করিল॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা যাঁর বুদ্ধিবলে।
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন॥
একদিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নরবর॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতে২ গেল বশিষ্ঠ আশ্রম॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্ট মন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি॥

রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত শুনি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিলেন মুনি॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
কামানুসারে তোষ কর সবাকার॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া সুরভী নন্দিনী।
[illegible]সারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী॥
[illegible]ক্ষারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
[illegible] চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্ন ধন॥
[illegible]স্রক মালা কুসুম চন্দন।
[illegible]পালঙ্ক আর বসিতে আসন॥
[illegible] যাহা চাহে তাহা পায় ততক্ষণে।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণে॥
গাভীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্মিত রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধার নন্দন॥
এই গাভী মুনিবর আজ্ঞা কর মোরে।
এক কোটি গাভী দিব স্বর্ণ মণ্ডে খুরে॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান॥
রাজা বলে হও তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্য নাহি প্রয়োজন॥
হেন দ্রব্য মুনিবর ভূপতিকে সাজে।
কি করিবা তুমি ইহা থাক বনমাঝে॥
গাভী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গাভী জানাই তোমায়॥
মাগিলে না দিবে গাভী নিয়া যাব বলে।
ক্ষত্রধর্ম্ম আমরা লইব বলে ছলে॥
বিশিষ্ঠ ক্ষত্রিয় আমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় সৈন্য সহায় বিশেষে॥
যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ কি শক্তি তোমার॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইয়া কামধেনু পাছে মারে ছড়ি॥
প্রহারে পীড়িত গাভী তবু নাহি যায়।
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষি মুনি পানে চায়॥

মুনি বলিলেন কিবা চাহ মম ভিতে।
আমার যতেক কষ্ট দেখিছ চক্ষেতে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্য অধিকারী॥
তবে রাজা সৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তার গলে দড়ি দিয়া॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি॥
মুনি বলিলেন তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে নিয়া যায় রাজা কি করিতে পারি
নিজ শক্তিবলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার কব কি তোমারে॥
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল॥
ঊর্দ্ধমুখ করি গাভী হাম্বা রবে ডাকে।
নানা জাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে২॥
পল্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাক্ষ যবন॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেনাতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হতে॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্য দেখাদেখি হইল ভিড়ন॥
বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল।
একজন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল॥
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেনা।
রাজার সন্মুখে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
মুনিসৈন্যে রাজসৈন্যের পাছে যায় খেদি
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্ব সৈন্য বিশ্বামিত্র পাছে দেখি ধায়
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ মুনিরে নেহারে॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাইলা অপমান

অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে২ গণে।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিলাম এতক্ষণে ॥
ধিক ক্ষত্র জাতি মম ধিক রাজ্যপদে।
এইত তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে ॥
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সন্নিধান ॥
দেশে পাঠাইয়া দিল যত সৈন্যগণ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন ॥
বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন।
যার তাপে তাপীত হইল ত্রিভুবন ॥
গ্রীষ্মকাল চতুর্ভিতে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন ॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন।
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র আহার পবন ॥
বরিষা কালেতে সদা জলদ বরিষে।
যোগাসনে করি রাজা তার মধ্যে বৈসে ॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাপর সদৃশ হৈয়া থাকে নরবর ॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয় ॥
এইরূপ করে তপ সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হইলেন ব্রহ্মা তদুপর ॥
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে কর আমারে ব্রাহ্মণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবা তুমি দুষ্কর এ কর্ম্ম ॥
অন্যবর চাহ তুমি যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন ॥
ব্রহ্মা বলে আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যা চাহ তাহা মাগহ রাজন ॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি অন্য নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই ॥
এত শুনি বিধাতা করিলেন গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন ॥
ঊর্দ্ধ দুই পদ করি ঊর্দ্ধ মুখ হৈয়া।
একপদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া ॥
শুষ্ক কাষ্ঠ মত যেই হৈল নরবর।
কেবল ভাষয়ে প্রাণ লজ্জার ভিতর ॥
তার তপে মহাতাপ হৈল তিনলোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে ॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসিয়া আরবার।
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার ॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি অগ্রে।
ব্রাহ্মণ আমারে কর যদি থাকে ভাগ্যে
এড়াইতে না পারিয়া সৃষ্টি অ[illegible]।
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরি[illegible]
বর দিয়া বিধাতা করিলেন গমন।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈল মহা তপোধন ॥
কেহ নহে তপস্যায় তাহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান ॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজে ভ্রমে অনুক্ষণে ॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা সর্ব্ব গুণধাম।
সংসারে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাহারে করিল নিমন্ত্রিত ॥
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥
মুনি না আইল রাজা হৈল ক্রোধ মন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠ নন্দন ॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোর পথ দেহ নরেশ্বর ॥
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্ব্বজনে।
পথ ছাড়ি যাব আমি যজ্ঞের সদনে ॥
শক্তি বলে দ্বিজ পথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত ॥
এইমতে বলাবলী হৈল দুইজন।
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিত রাজন ॥
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি অঙ্গে রাজা করিল প্রহার ॥

প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধচক্রে চাহিয়া বলিল নরবরে॥
উত্তম বংশেতে জন্ম করিস অনীতি।
ব্রাহ্মণের হিংসা তুই করিস দুর্ম্মতি॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পুরুক উদর॥
শাপ শুনি ব্যস্ত হৈল সৌদাস নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন॥
[illegible] বিশ্বামিত্র পাইয়া অবসর।
[illegible] অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর॥
[illegible]মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ ফল তার।
ধরিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইব তোমার॥
শক্তিকে খাইতে মূর্ত্তি হল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া গেল বনের ভিতর॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবরে॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পাইয়া বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার॥
একে২ দেখিয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শত পুত্রে না দেখিয়া হইল বিস্ময়॥
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল॥
শত পুত্র শোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
মহাধৈর্য্যবন্ত তবু না হৈল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকাকুলে প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর॥
সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে।
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী॥
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি
তুলারাশি পরে মুনি যায় গড়াগড়ি॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ॥
যোজন প্রসব অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায়।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায়॥
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার।
কতদিনে গৃহে মুনি আইল আপনার॥
একশত পুত্র নাহি দেখি মুনিবর।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ অধ্যয়ন।
নানা শাস্ত্র পঠন করেন পুত্রগণ॥
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি চায় চিত॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মৃত্যুর উপায় মুনি করে নিরন্তর॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ২ আছয়ে কুম্ভীর॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেনকালে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি॥
যোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা।
তোমার সহিত প্রভু আইলাম হেথা॥
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোনজন।
শত২ বেদধ্বনি করে উচ্চারণ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর॥
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্ট মন।
বংশ আছে শুনে নিবর্ত্তিল তপোধন॥
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘরে।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবরে॥
নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু খাইয়া পূর্ণিত উদর॥

ভূপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ॥
তৃতীয় প্রহর যেন তপন প্রচণ্ড।
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি তাহে কাষ্ঠদণ্ড ॥
নিকটে আইল মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
দেখি অদৃশ্যন্তি দেবী কাঁপে থরে থর ॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি অন্যজন ॥
বশিষ্ঠ বলেন বধূ না করহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয় ॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে ॥
মুনির হুঙ্কারেতে রহিল কতদূরে।
কমণ্ডলু জল মুনি ফেলিল উপরে ॥
রাজ অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির।
ইহা দেখি অত্যন্ত বিরস মুনিবর ॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ॥
অধম পাপীষ্ঠ আমি পাপের নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ॥
রাজা বলে আজ হৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তি আমি যাবৎ কলেবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মম সৌদাস নন্দন।
হেন কর মোরে নাহি নিন্দে কোনজন ॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা সে পাইয়া।
অযোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া ॥
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর।
কত দিনে জন্মিল সে মুনি পরাশর ॥
পৌত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি যত্নে মুনিরাজ বালকে তুষিল ॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা বশিষ্ঠেরে জ্ঞান নিজ মনে জানি ॥
এক দিন পরাশর মায়ের গোচরে।
বাপ২ বলিয়া যে ডাকেন অনন্তরে ॥
শুনি অদৃশ্যন্তি শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর।
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া ॥
যেইকালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খাইল নিশাচরে ॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়ের দেখি শোকেতে মগন ॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত[illegible]ন
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন ॥
এতবড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে বিনাশিল মম পিতা ॥
আজি তাঁর সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাহার একজন ॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল যে সব সমাচার ॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে তাত তুমি কেন কর ক্রোধ ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥
কর্ম্ম অনুসারে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর কি কারণ ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচর।
কার্ত্তবীর্য্য বলি ছিল এক নরবর ॥
ভৃগুবংশ ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত ॥
সর্ব্ব ধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধন হীন হৈল যেই রাজা হৈল দেশে ॥
ভৃগুবংশ দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া ॥
ভয়ে তবে দ্বিজগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন ॥
এত বলি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণ।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন ॥

রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্বধন দিল ।
কেহ২ কত ধন পুতিয়া রাখিল ॥
কত ধন দিলা লৈয়া রাজার গোচরে ।
অল্পধন দেখিয়া রুষিল নরবরে ॥
অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন ।
[illegible] ভিতরেতে পুতিল সর্ব্বধন ॥
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল যে গিয়া ।
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া ॥
[illegible] ক্রোধী হৈল যত ক্ষত্রগণ ।
[illegible]গে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন ॥
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল ।
যতেক ব্রাহ্মণগণ কাটিল সকল ॥
বালবৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল ।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকল মারিল ॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর ।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর ॥
বড় কলরব হৈল ব্রাহ্মণ নগরে ।
প্রাণ লৈয়া স্ত্রীগণ পলায় দেশান্তরে ॥
এক ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ভবতী ।
স্বামী গর্ভরক্ষাহেতু বিচারিল সতী ॥
উদর হইতে গর্ভ উরুতে থুইয়া ।
ক্ষত্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়া ॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে ।
যাইতে নহিল শক্তি পূর্ণ গর্ভভরে ॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেই স্থানে ।
দশ সূর্য্য প্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে ॥
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল ।
কত কত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল ॥
যোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রগণ ।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি বহু বিনয় বচন ॥
পিতৃ পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার ।
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে ভৃগুর কুমার ॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার ।
অনাথের প্রায় দ্বিজ হইল সংহার ॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এখন ।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন ॥
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর ।
অনাহারে তপ ষাটি সহস্র বৎসর ॥
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন ।
হাহাকর কলরব করে সর্ব্বজন ॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন ।
নিবারণ হেতু পাঠাইল সর্ব্বজন ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণে বলিল বচন ।
এত ক্রোধ করে বাপু কিসের কারণ ॥
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে ।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে ॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন ।
সেকারণে ক্ষত্র হাতে হইল মরণ ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা করি মনে ।
হীনকর্ম্মে হীনতাপী নহে কোনজনে ॥
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ।
আমা সবা না রুচে তোমারে ক্রোধকর্ম্ম ॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি ।
কহেন কহিলা যত আমি সব জানি ॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ হৈল দুরাচার ॥
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার ॥
দুষ্টলোক সমুদিত যদি ফল নয় ।
সংসারে যতেক লোক দুষ্টতা করয় ॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ ।
অল্পদোষে বিনাশিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ॥
যখন ছিলাম আমি জনন উদরে ।
ক্ষত্র ভয়ে মম মাতা এড়িলেন উহারে ॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী ।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি ॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে ।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে ॥
হেন দুষ্টজনে যদি শাস্তি না হইবে ।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে ॥
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেইজন ।
কাপুরুষ বলি তারে সংসারে ঘোষণ ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার ।
নিবৃত্ত না হবে কোপ না করি সংহার ॥

ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্তি করহ ক্রোধ শান্ত কর মন ॥
ক্রোধ তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে ॥
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন।
এ সব গণিয়া বাপু কর সম্বরণ ॥
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন।
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন ॥
নিবৃত্তি করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক শুন মহামতি ॥
ত্রৈলক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেকে না বাঁচে সংসারে ॥
সে কারণে জল মধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল ॥
ঔর্ব্ব বলে না লঙ্ঘিবে সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন ॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিত্য পড়ে সিন্ধু মাঝে ॥
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচর করিব নিধন ॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিত্তে ॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভন ॥
পরাশর যজ্ঞ কথা অদ্ভুত কথন।
সে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস নিধন ॥
রাক্ষসের দুষ্টাচার জিনিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল ॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষসে সংহার ॥
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে ॥
গিরিন্দ্র নগর আদি কানন আদি গ্রাম।
দ্বীপদ্বীপান্তরে যত রাক্ষসের ধাম ॥

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদ২।
হাহাকার কলরব করিয়া শব্দ।
পুঞ্জ২ হইয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মহাতেজা মহাকায় মহা ভয়ঙ্কর।
কার সপ্তমুখ কার অষ্টপদ কর ॥
বিকট দশন রক্ত লোমাবলী দেহ।
কূপ সম চক্ষুতে বহয়ে ঘন লোহ ॥
পর্ব্বত আকার দেহ জিহ্বা লহ লহ।
বিপুল উদর কার দেখি শুষ্ক দেহ ॥
কেহ প্রবেশিল ভয়ে পর্ব্বত কোঠরে।
প্রাণ ভয়ে কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে ॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তরে ॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরষে।
লিখন না যায় তত অনলে প্রবেশে ॥
দশদিক কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয় কালেতে যেন মজায় সংসার ॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি।
কোন২ রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আইসে মন্ত্র করিয়া বন্ধন ॥
পরাশর যজ্ঞে হৈল রাক্ষস সংহার।
পৌলস্ত পাইল সে সকল সমাচার ॥
সৃষ্টিনাশ হইল চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর ॥
পৌলস্তেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন ॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশর চাহি মুনি করিল উত্তর ॥
বড় যশ উপার্জ্জিল শক্তির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিয়া নিধন ॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা কর্ম্ম ॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমায় বিচারে।
আর কেহ দ্বিজ নাহি কেহ তপ করে ॥

তোমার বিচারে শক্তি ছিল হেন জন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ ॥
মৃত্যুবাণ সংসারে আছয়ে মহাব্যাধি।
ত্রৈলোক্য না পাই বাপু ইহার ঔষধি ॥
সপ্ত বৎসরেতে কিম্বা সহস্র বৎসরে।
[illegible]বিল লোক অবশ্য যে মরে ॥
ব্যাঘ্র হস্তী হাতে কিম্বা জলে ডুবে মরে।
শত শত ব্যাধি আর আছয়ে সংসারে ॥
[illegible]ভবায় মৃত্যু কর্ম্ম নিবন্ধন।
[illegible] আছে [illegible]মতা যে করয়ে খণ্ডন ॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র অনুসারে।
জানিয়া এমত কর্ম্ম কর অবিচারে ॥
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ ॥
আপনার মৃত্যু শক্তি আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল ॥
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নির্দ্ধারিত ॥
রাক্ষসের কোন দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈল অকারণে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের তনয়।
দ্বিজ ক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয় ॥
বধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু আমার বচনে।
অবশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে ॥
আমার বচন যদি মনোরম্য নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে ॥
বশিষ্ঠ বলেন সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই বলেছি বাপু এসব কাহিনী ॥
অকারণে হিংসা কর্ম্মে উপজিল পাপ।
এসব করিলে কিন্তু পুনঃ পাবে তাপ ॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ অগ্নির নির্ম্মাণ ॥
নিবৃত্ত না হয় অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিয়া যত রাক্ষস সংহার ॥

আহুতি না পায়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দহনে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন ॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥
তথাপিহ তাঁরে ক্রোধ না করিল মুনি।
যম হৈতে লৈতে পারে তথাপি না আনি
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্রদান ॥
যে রাজা হইল হেতু শত পুত্র নাশে।
তাঁরে পুত্রবান কৈল আপন ঔরসে ॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন ॥
এমত পরের দ্বারা দ্বিতীয় অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ।
শক্তি শাপে নিশাচর হইল রাজন ॥
হেনকালে পথে দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিবা পলাইল দুইজন ॥
দেখিল ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ যুবতী ॥
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাসনন্দন ॥
তোমার বংশেতে সবে দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর ॥
আজি মম প্রথম হইয়াছে ঋতুস্নান।
প্রথম বয়সে নাহি যাই স্বামী স্থান ॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মম স্বামী ॥
এতেক কাতর বাণী ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনে না শুনিল ॥
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরে করয়ে ভক্ষণ।
ঘাঁড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বলিল অনল ॥

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে ভূপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মম শাপে ॥
মম ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এইমত নিরাশ হইবে দুষ্ট তুমি ॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশে কারণ জানাই উপদেশে।
বংশ রক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ ঔরসে ॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশ বৎসর বনে ফিরে মহারাজ ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন।
চেতন পাইয়া দেশে করিল গমন ॥
স্নান দান জপ হোম করিল ভূপতি।
শয়ন করিতে গেল যথা দময়ন্তী ॥
দময়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুন বচন ॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ।
সে কারণে মম অঙ্গ না ছুঁও রাজন ॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশ রক্ষার কারণ চিন্তিত মহামতি ॥
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা নিয়োজিত কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে ॥
বশিষ্ঠ হইতে তার হইল সন্ততি।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্বেরে বলিলেন বিনয় বচন ॥
এ সব শুনিয়া মম ব্যাগ্র হৈল মন।
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ॥
রাজগণ পূর্ব্বে পুরোহিতের সে তেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পাইল ক্ষিতি মাঝে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যদি পুরোহিত মন।
দেবল ঋষির ভাই ধৌম্য তপোধন ॥
পুরোহিত করি তারে করহ বরণ।
এত শুনি পার্থ হয় প্রসন্ন বদন ॥
কার্য্য কালে অস্ত্র সব মাগিল তোমারে।
খনিত এ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে আমারে ॥
এতশুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্ট মন।
একে২ পঞ্চ ভেয়ে কৈল আলিঙ্গন ॥
বিদায় হইয়া গেল আপন আলয়।
উৎকোচক তীর্থে গেল কুন্তীর তনয় ॥
পুরোহিত করি ধৌম্যে করিল বরণ।
উল্লাসিত কৈল ধৌম্য অশীষ বচন ॥
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই চলেন পঞ্চালে।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিলে ॥
দ্বিজগণ বলেন তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আইসহ কোথার গমন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে একচক্রা হৈতে।
পঞ্চভাই যাইতেছি জননী সহিতে ॥
দ্বিজগণ বলে চল আমার সংহতি।
কন্যা স্বয়ম্বর করে পঞ্চালের পতি ॥
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব বহুধন।
আমা সবা সংহতি চলহ পঞ্চজন ॥
তোমা পঞ্চজনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয় তোমা অবশ্য বরিবে ॥
এতবলি দ্বিজগণ করিল সহিত।
পঞ্চাল নগরেতে হইল উপনীত ॥
আদিপর্ব্ব উত্তম বশিষ্ঠ উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

স্বয়ম্বর স্থান নির্ম্মাণ করণ।

পঞ্চাল নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
কুম্ভকার গৃহমধ্যে করেন আশ্রয় ॥
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মণের বেশে।
হেনমতে কতদিন থাকেন সে দেশে ॥
স্বয়ম্বর সজ্জা করে পঞ্চাল ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ্য লোকে অগোচর ॥
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তখন করিল চিত্তে পঞ্চালাধিকারী ॥
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয় ॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেনমতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন ॥

দ্রুপদ বলিল ইহা চিতে নাহি লয়।
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
বহুদেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইল পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন॥
হেন ধনু কৈল যারা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে॥
মধ্যপথে যন্ত্র থুইল মন্ত্র বিরচিতে।
[illegible] ধনু থুইল সভাতে॥
[illegible] এই যন্ত্র রন্ধ্র পথে।
[illegible] বিন্ধিবে লক্ষ্য কন্যা ভজিবে তাহাতে
করিল দ্রুপদ রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ॥
সাগর অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্য আইল সবে পঞ্চালের দেশে॥
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী।
দশদিক যুড়িয়া আইসে নিরবধি॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোকমুখে কলরবে কিছুই না শুনি॥
নগর ঈশান ভাগে পঞ্চাল ঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিচিত্র বসন মণি রতন মণ্ডিল॥
কৈলাস শিখর যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ রহিবারে বিরচিল ঘর॥
স্বর্ণ রতন মণি মুক্তা প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্ঠি বিরচিল সুবর্ণের জাল॥
গুবাক কদলী কপি লক্ষ্য স্থানে২।
উচ্চ নীচ কাটি কৈল একই সমানে॥
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি।
সুগন্ধি কুসুমে মত্ত গন্ধ সব অলি॥
স্থানে২ রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা বিচিত্র বসন॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় লিখন না যায়।
বহুদিনে সঞ্চয় করিল তাহা রায়॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর সভা যেন অমর ভুবনে॥

মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজগণ।
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ॥
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুণশালী॥
আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা।
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কর্ণ কৃপ সোমদত্ত।
কোটি২ রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্য সিন্ধুরাজ বঙ্গ॥
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর।
গান্ধার রাজার পুত্র বুদ্ধি অতি ধীর॥
অংশুমান চেদিপাল কাশী দণ্ডধর।
শিশুপাল স্বেতশঙ্খ বিরাট উত্তর॥
প্রতিভুতি পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা॥
শত ভাই সহিত ভূপতি অনুগত।
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস যে রাজা সত্রাজিত।
চিত্র উপচিত্র দুর্ব্বানন্দের সহিত॥
বৃহৎক্ষেত্র উলুক কৈতব জরাসন্ধ।
ভগদত্ত চক্রসেন সুরসেন চন্দ্র॥
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসি বাহন।
মহারাজ শল্য আইল মদ্রের রাজন॥
ভুরি ভুরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্ম সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীগম্বর প্রাজ্জোদয়
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল মঞ্চোপর।
শরতের কালে যেন শোভে শশধর॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্র সহ আইল সত্বর॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা ছত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্বচারণ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সর অপ্সরী।
নৃত্য গীত বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী

গরুড় বাহনে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু সপ্তবংশ সাথ ॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ ॥
শূন্যেতে রহিল খগপতি আরোহণ।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণ ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য মোহিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল ॥
যত সভ্যগণ সভামধ্যে বসেছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত ॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবৎ।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত ॥
শিশুপাল আর শল্য রুক্মী দন্ত বক্র।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র ॥
কেহ বলে কারে সবে করিলা প্রণাম।
দেব কি পশুত্ব খণ্ডি পুরাইবে কাম ॥
করতালি দিয়া হাসে বলে শিশুপাল।
সভা হইতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তেই সে দ্রুপদ বলিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকরগণ সহ বাদ্য করিবারে ॥
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান ॥
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ॥
নন্দগোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ অন্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল ॥
সর্ব্বলোকে জ্ঞাত খ্যাতি ভারত ভূমিতে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কি মতে ॥
ভীষ্ম বলিলেন এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতন জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকমুখে শুনি ॥
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট্ পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিল অর্দ্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমন বিরাট যাঁর নিশ্বাসে পলায় ॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াতে মানব দেহ দেব নিরাকার ॥
লীলায় হইল যাঁর চরাচর জন।
নাভি কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষেতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন ॥
কৃমি কীট পর্য্যন্ত যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়াতে আছয়ে গোপাল ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল চরণ ॥
পঞ্চমুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারিমুণ্ডে বিধাতা সহস্র মুণ্ডে শেষ ॥
হেন জনে প্রণমিতে আমি কিবা জানি।
অজ্ঞানেতে হেনকথা কহ নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধ।
কোন মূঢ় বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধ ॥
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামতা।
তখন না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা ॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন আমি সে সকল জানি।
না জানিয়া বলি চিত্তে না ভাবহ তুমি ॥
পূর্ব্বে ছিলা রাজা তুমি দৈত্য অধিপতি।
কৃষ্ণ হস্তে মরিলে পাইবে দিব্যগতি।
সে কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল ॥
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে চাহিল ॥
শূন্যবাণী শুনে তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইলে রণে ॥
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত আঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধ মুখী দেখি ॥
কি হেতু করহ তাপ মগধ প্রধান।
এই আমি হেথা হৈতে যাই অন্য স্থান ॥
কৃষ্ণ নিন্দাস্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি

এত বলি তথা হৈতে যান অন্য স্থান।
কাশীরাম বিরচিল শুন পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর সভায় আগমন।

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল॥
একলক্ষ রাজা তবে সভায় বসিল॥
[illegible] দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব্ব ধাত্রীগণ।
[illegible]কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
[illegible]পদীর পু[illegible]বাহিত পড়িয়া মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত॥
কামাগ্নি দহিল যেন হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজগণ॥
কেহ কেহ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার॥
ধন্য এ জীবন যাহে দেখিনু এরূপ।
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ॥
হেনমতে রাজগণ বিস্ময় অন্তর।
কাশীরাজ বিরচিল রচিয়া পয়ার॥

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনি মন সুখ॥
নেত্র যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল মন।
চারু ভুরুলতা, দেখিয়া মন্মথা,
নিন্দে নিজ শরাসন।
প্রবাস শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর ভালে॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু,
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে।
রাজা দেখিক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি হর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কন, করে ঝন ঝন,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণকাঞ্চী অবতংশ॥
রাম রম্ভাতরু, চারু যুগ উরু,
দেখি নিন্দে হাতাহাতি।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগঙ্গশ,
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ॥
কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাজ্ঘ্রি তল,
ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত,
কোমল মধুর বৃন্দ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে,
সৃজিল কমলাজাত।
কমলবিলাসী, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্দের সুত॥

রাজাদিগের লক্ষ্যভেদে উদ্‌যোগ ।

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগণ ।
শীঘ্রগতি সকলে উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে ।
সবে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে২ তবে উপজিল দ্বন্দ্ব ।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা ।
রাজচক্রবর্ত্তি ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ২ ।
নোঙাইয়া ধনুহুলে দিতে নিল গুণ ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে ।
মূর্চ্ছা হয়ে নৃপতি পড়িল কতদূরে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্প করিয়া বহুল ।
ধনু ধরে জানু পাতি নোঙাইল হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর ।
কত দূরে মূর্চ্ছা হয়ে ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট রাজনে ।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে ॥
তুলিতে না পারিয়া ছাড়িতে না পারিল
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনুকাড়ি নিল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাও ।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজ্যভোগ খাও ॥
এত শুনি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু ।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া ।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥
পায়ে চাপি ধার ধনু গুণ দিতে চায় ।
কত দূরে পড়িল হইয়া মৃত প্রায় ॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম ।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্রম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদীর ঈশ্বর ।
বড়লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জা ভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু ।
না পারিল ধৈর্য্য হতে হীন বীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিল উলটিল ।
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল ধনু হৈল মহাক্ষীণ ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
এতেক যত ছিল নৃপতিরগণ ।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্য নৃপগণ ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি ।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন কৌরব প্রভৃতি ॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল ।
দীর্ঘ পীঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল ॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয় প্রধান ।
ষোললক্ষ নরপতি সবে বলবান ॥
একে২ সবাই বুঝিল পরাক্রম ।
ধনু নোঙাইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
কোথায় ধনু পড়ে কোথায় আপনি ।
কোথায় পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি ॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক ।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলক ॥
বড়২ ভূপতির দেখি অপমান ।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
প্রথমে বিন্ধিব বল হৈল মহাগোল ।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি আর বোল ॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে ।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক ।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গিয়ান ।
করযোড় করি বলে পঞ্চাল প্রধান ॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥
সবে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত ।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত ॥

ধনুস্থানে এমত আছয়ে লক্ষ্য পণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাধন ॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুর্ভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি ॥
বিন্ধিবার কার্য্য থাকুক গুণ দিতে নারি।
[illegible]াম্ব স[illegible] বিড়ম্বিতে করেছে চাতুরী ॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাই শুনি নাই কাণে ॥
[illegible] পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
[illegible]কে উচ্চ [illegible]ধাচক্র করেছিল ॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন২ জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা ॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেই সেইমত পণ করিল ভূপতি ॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সেই ধনু নহিবে এ ধনুর তুলনা ॥
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে ॥
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥
কহ শুনি ভানুমতী স্বয়ম্বর কথা।
কোন২ রাজগণ গিয়াছিলে তথা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারী ॥

ভানুমতীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগদেশে ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী ॥
ভূপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত নরবর ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামোদ মৎস্য পঞ্চাল নন্দন ॥
রাজচক্রবর্ত্তি জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা ॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত ভূপতি করিল নিবেদন ॥
এইমত মৎস্য লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সেই মম কন্যা লইবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী রূপে যেন করিল প্রকাশ ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
বত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন ॥
তবে যত রাজগণ উঠিল একে২।
কার শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে ॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুণ ধনু নোঙাইয়া ॥
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ বিন্ধিল ভূপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি ॥
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাত হৈতে ফেলে ॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কার শক্তি নোঙাইতে নারিল ধনুক ॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগদেশপতি।
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি ॥
কাহা হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন ॥
রাজগণ বলে শক্তি নাহি মোসবার।
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার ॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তার কিছু বলিতে না পারি ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইলা আছয়ে ইথে যত ॥
এই ভাষা পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে অস্ত্র করিল প্রহার ॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টিভেদী।
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণ গলে মাল্য দিতে যায় শীঘ্রগতি ॥

রাজাদিগের লক্ষ্যভেদে উদ্‌যোগ।

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সকলে উঠিল ততক্ষণ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে।
সবে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে॥
সুহৃদে২ তবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তি ক্ষত্রকুলে মহাতেজা॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ২।
নোঙাইয়া ধনুহুলে দিতে নিল গুণ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হয়ে নৃপতি পড়িল কতদূরে॥
তবে দুর্য্যোধন দম্প করিয়া বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোঙাইল হুল॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর।
কত দূরে মূর্চ্ছা হয়ে ধূলায় ধূসর॥
তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে॥
তুলিতে না পারিয়া ছাড়িতে না পারিল
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনুকাড়ি নিল॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজ্যভোগ খাও॥
এত শুনি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া॥
পায়ে চাপি ধ'র ধনু গুণ দিতে চায়।
কত দূরে পড়িল হইয়া মৃত প্রায়॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্রম॥
শিশুপাল মহারাজ চেদীর ঈশ্বর।
বড়লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর॥
লজ্জা ভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হতে হীন বীর্য্য তনু॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিল উলটিল।
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল॥
মুকুট ভাঙ্গিল ধনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন॥
এতেক যত ছিল নৃপতিরগণ।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্য নৃপগণ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন কৌরব প্রভৃতি॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘ পীঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয় প্রধান।
ষোললক্ষ নরপতি সবে বলবান॥
একে২ সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোঙাইতে কেহ না হইল ক্ষম॥
কোথায় ধনু পড়ে কোথায় আপনি।
কোথায় পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলক॥
বড়২ ভূপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি আর বোল॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গিয়ান।
করযোড় করি বলে পঞ্চাল প্রধান॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ॥
সবে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত॥

বহুস্থানে এমত আছয়ে লক্ষ্য পণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাধন ॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুর্ভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি ॥
বিন্ধিবার কার্য্য থাকুক গুণ দিতে নারি।
[illegible] বিড়ম্বিতে করেছে চাতুরী ॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাই শুনি নাই কাণে ॥
[illegible] পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
[illegible]কে উচ্চ রাধাচক্র করেছিল ॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন২ জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা ॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেই সেইমত পণ করিল ভূপতি ॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সেই ধনু নহিবে এ ধনুর তুলনা ॥
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে ॥
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥
কহ শুনি ভানুমতী স্বয়ম্বর কথা।
কোন২ রাজগণ গিয়াছিলে তথা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারী ॥

ভানুমতীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগদেশে ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী ॥
ভূপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত নরবর ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামোদ মৎস্য পঞ্চাল নন্দন ॥
রাজচক্রবর্ত্তি জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা ॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত ভূপতি করিল নিবেদন ॥
এইমত মৎস্য লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সেই মম কন্যা লইবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী রূপে যেন করিল প্রকাশ ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
বত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন ॥
তবে যত রাজগণ উঠিল একে২।
কার শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে ॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুণ ধনু নোঙাইয়া ॥
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ বিন্ধিল ভূপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি ॥
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাত হৈতে ফেলে ॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কার শক্তি নোঙাইতে নারিল ধনুক ॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগদেশপতি।
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি ॥
কাহা হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন ॥
রাজগণ বলে শক্তি নাহি মোসবার।
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার ॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তার কিছু বলিতে না পারি ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইলা আছয়ে ইথে যত ॥
এই ভাষা পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে অস্ত্র করিল প্রহার ॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টিভেদী।
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণ গলে মাল্য দিতে যায় শীঘ্রগতি ॥

পাছু হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্মৃত হইল ॥
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা ॥
কর্ণ বলে লক্ষ্য বিন্ধিলাম এ সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মালা দিতে ॥
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ ॥
জরাসন্ধ বলে অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মম গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি ॥
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় নয় বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন যতেক ভূপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহামতি ॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরে স্বামীত্ব দোঁহাকার ॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান ॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এইমত কহিল সকল রাজগণ ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি ॥
কন্যালাভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থানে ॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে ক্ষমতা আমার ॥
এবার তথায় লক্ষ্য রাখ লয়ে পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ ॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকার অস্ত্রে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি ॥
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
নিবারয় তাহা বৃহদ্রথের নন্দন ॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হৈল দোঁহাকার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধ কুমার ॥
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণ রথ ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল ॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন ॥
মার২ করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে ॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে ॥
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
খণ্ড২ করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল ॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান২।
আর গদা নিল পুনঃ মগধ প্রধান ॥
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল করি কাটে তাহা সূর্য্যের তনয় ॥
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধ কুমার ॥
আমি অস্ত্রহীন তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজ আইস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি ॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুশর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর।
মুণ্ডে২ ভুজে২ বুকে বুকে তাড়ি ॥
চরণে চরণে বাঁধি যায় গড়াগড়ি ॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।
চট চট শব্দ বাজে অঙ্গ দোঁহাকার ॥
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিড়ে।
মাথায় মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে উড়ে ॥
দোঁহাকার সংগ্রাম যে না হয় বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ শ্রীরাম ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি ধরে যেন কালান্তক যম ॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পড়িল ভূতলে।
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়া ধরে গলে ॥

জরাসন্ধ সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের প্রতি।
আপন দেশেতে গেল হৈয়া দুঃখমতি ॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
তুষ্ট হৈয়া দুই মিত্র করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কথোপকথন।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তার পর কি করিল পঞ্চাল ঈশ্বর ॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ২ রাজগণ বলে কটুবাণী ॥
উপহাস করিবারে নৃপতি মণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে ॥
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহিক হেন জন
দেহ দ্রৌপদীরে যারে তোমা লয় মন ॥
রাজগণ বাক্য শুনি দ্রুপদ কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সভার ॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ ॥
পুনঃ২ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে ॥
রাম দৃষ্টি করিলেন কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলিলেন নারায়ণ ॥
আমা সবাকার তাহে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ ॥
বলভদ্র বলেন যে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ম্বর কৈল পঞ্চাল রাজন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকারে করে পূজা ॥
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাতে হইল বিমুখ ॥
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোনজন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ ॥
চল অকারণে আর কেন রহি তথা।
পনর দিবস ছাড়িলাম দ্বারাবতী ॥
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এবে কৌতুক দেখহ ॥
যেই বিন্ধে ইতিমধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি ॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
ইন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দিকপালে ॥
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্য কুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম ॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোনজন ॥
তিনলোকে বীর তার নাহিক সমান।
নরে শ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কেবা আছে আন
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছে যে মনুষ্য
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম মানস কলুষ ॥
অবর্ণিত রূপা কৃষ্ণা লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা মুখ জাতিতে পদ্মিনী ॥
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ আমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন
ইন্দ্রের নন্দন যেই পাণ্ডব মধ্যম।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে মাত্র সেই হয় ক্ষম ॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল
যে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল ॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস ॥
অগ্নিমধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন ॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ্য কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না জানি কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে ॥

দেব হৈতে হল পঞ্চ কুন্তীর কুমার ।
ভূমিভার নাশিবারে জন্ম সবাকার ॥
তাহারে মারিতে পারে কাহার শকতি ।
কতকাল গুপ্তে গোঙাইল যথি তথি ॥
এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন ।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন রোহিণী নন্দন ॥
রাম বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন ।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন ॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে বিখ্যাত ভুবনে ।
এতকাল কোনদেশে রহিল গোপনে ॥
কোন দেশে কোন স্থানে আছে পঞ্চজন
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ ॥
এত শুনি বলিলেন দেব যদুবীর ।
দ্বিজ সভা মধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয় ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয় ॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখন উঠিবে ॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির পানে ।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস বদনে ॥
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি চুলি ।
মাথে তালপত্র শোভে স্কন্ধে ভিক্ষাঝুলি
রাম বলিলেন কৃষ্ণ কর অবধান ।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে আখ্যান ॥
তবে কেন হেন গত দেখি যুধিষ্ঠির ।
অনাহারে মহাকষ্ট দুঃখিত শরীর ॥
গোবিন্দ বলেন অবধান মহাশয় ।
পাপ আত্মা দুর্য্যোধন জানিহ নিশ্চয় ॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিত ।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি ॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মজন ।
দুঃখ সুখ কত কাল দেবের লিখন ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সকলকে লক্ষ্য বিন্ধনে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি ।

পুনঃ২ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে ॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশ পতি ।
ধনুক নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি ॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বামজানু ।
ছলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু ॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন ।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ॥
শুনহ পঞ্চাল আর যত রাজভাগ ।
সবে জান আমি দার করিয়াছি ত্যাগ ॥
কন্যায় আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়িল ধনুকে ।
হেনকালে শিখণ্ডিকে দেখেন সম্মুখে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচরে ।
অমঙ্গল দেখিলেন না ছাড়ে ধনুঃশর ॥
শিখণ্ডি দ্রুপদ পুত্র নপুংসক জাতি ।
তার মুখ দেখি ধনু থুইল মহামতি ।
তবেত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পঞ্চাল নন্দন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি ।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী ॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয় ।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয় ॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন ।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন ॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদ কুমারী ।
সখার কুমারী হয় আমার ঝিয়ারী ॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি ।
এতবলি ধরিয়া তুলিলা বামপানি ॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ বলেন আচার্য্য ।
খসাইয়া দিব গুণ একোন আশ্চর্য্য ॥

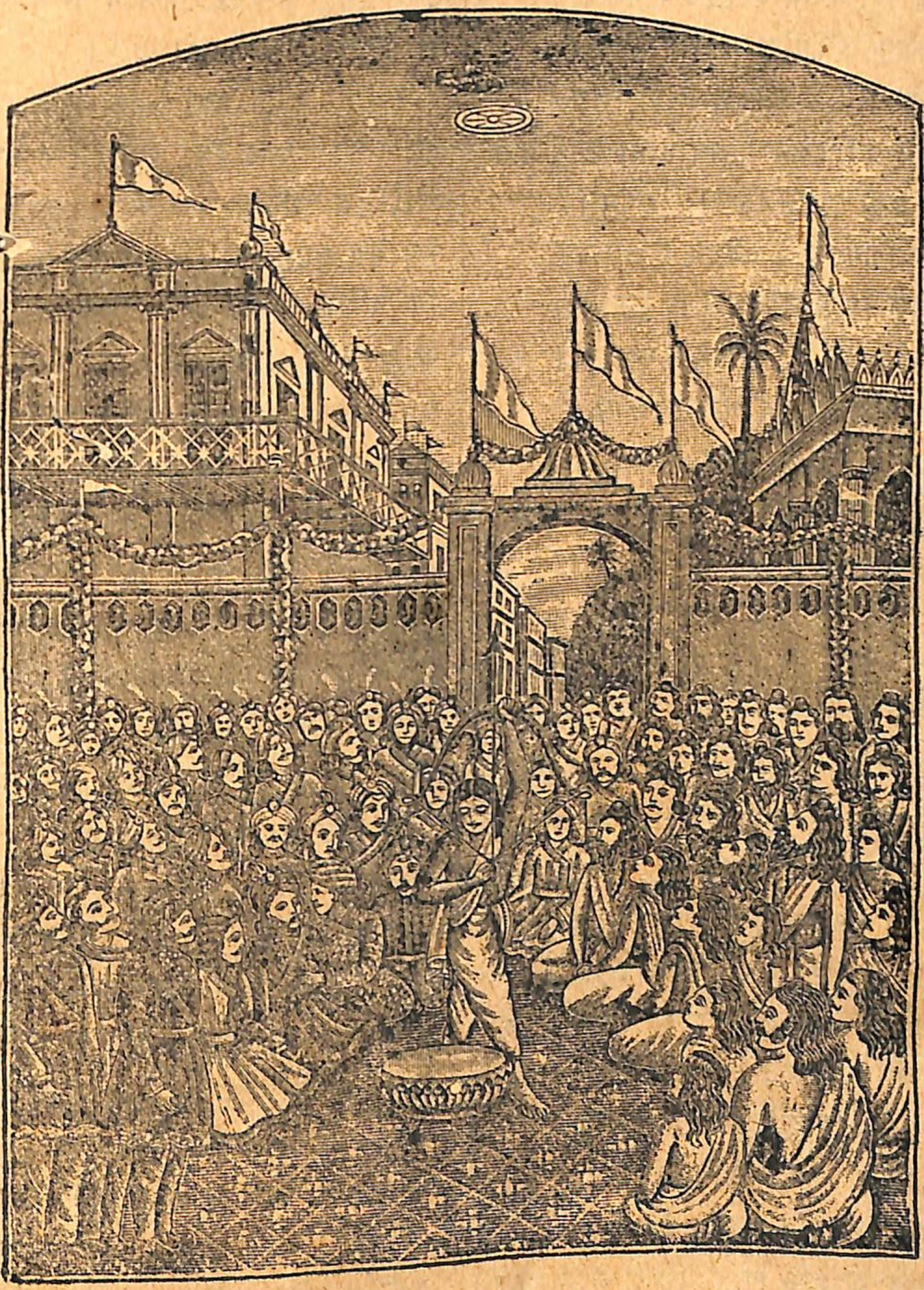
বিন্ধেতে যে শক্তি তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয় ॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপেতে ॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অদ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে ॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে ছিদ্র আছে মাত্র যায় একবাণ ॥
[illegible] করিল মৎস্য না পাই দেখিতে।
[illegible]তে দেখিতে পাই চক্র ছিদ্র পথে ॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
ঊর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য ॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জল ছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়েতে চিন্তেন যদুরায় ॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয় ॥
বিশেষ সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত দৃষ্টি করে ভেদ ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এ বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা ॥
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর।
মৎস্য লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর ॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্র ছিদ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া ॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগণ মণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রোণী
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি ॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রছিদ্র পথে হানে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
সুদর্শনে ঠেকিয়া হইল খান২ ॥
দ্রোণ দ্রোণী দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ডরে কেহ না উঠিল ॥

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুক নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বাম হস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ যুড়ি বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধ করে অধোমুখে পুরিল সন্ধান ॥
ছাড়িলেক বাণ বায়ুভরে বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল।
তিলবৎ হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পাইয়া কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখে হৈয়া সভামধ্যে বৈসে গিয়া ॥
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ২ ডাকি বলে দ্রুপদ কুমার ॥
দ্বিজ হউক ক্ষত্র হউক হোক শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মম পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পঞ্চাল নন্দন ॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেন রীতে ॥
দ্বিজ সভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিক বেষ্ঠি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হলেন অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহে অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পাইয়া ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জ্জুন চাহিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি কিসের কারণ।
সভা হৈতে যাহ কোথা কোন প্রয়োজন ॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে

শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুতে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শাল্ব দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন লাজে
ব্রাহ্মণেরে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে॥
বলিবে ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥
অনর্থ না কর বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ॥
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ তনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্য চিত্তে বীর ধনঞ্জয়॥
পুনঃ উঠিবারে পাত করিলেন মতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল॥
শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হয়েন উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস॥
উঠ২ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খরব।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লওহে সত্বর॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেক যত দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইয়া বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখিয়ে মজিবে দ্বিজকুল॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই সব দ্বিজগণ॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল।
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোনজন॥
বিন্ধিতে না পারিবে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণ আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুক নিকটে ধনঞ্জয় যায় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুর জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান॥
কিবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নাহি কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি নাহিবে এ জন॥
অনুতা তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শত করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দে গীত মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা হে কামিনী॥
মহাবীর যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে কৃষ্ণ জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন।

এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুক নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥



অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ।

প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিরে করিলেন নমস্কার॥
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোঙাইয়া ফেলিলেন কর্ণ দত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তিত হৃদয়।
সাক্ষাৎ কি রূপে হবে অজ্ঞাত সময়॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য যে কহিলেন আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
অগ্রে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন।
সেই অনু ।র পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের কারণে॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥

তুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায় ॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয় শিষ্য এই হইবে সুজন ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তারে করিলেন পার্থ শত নমস্কার ॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনু তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমায় প্রণময় ॥
ভীষ্ম বলিলেন আমি ক্ষত্র এ ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম ও করিবে কি কারণ ॥
দ্রোণ বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্রকুল শ্রেষ্ঠ এই ছদ্ম দ্বিজরূপী ॥
ইহা কেহ নাহি জানে অন্য রাজগণে।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে ॥
বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার।
ভারত বংশেতে জন্ম হইয়াছে ইহার ॥
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণে লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে ॥
ভীষ্ম কহে আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি ॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্র মুখ।
কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সুখ ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা কে কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে।
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে আমি পারি।
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্ট লোকে ডরি ॥
বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে ॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহুদিন কি নাম তাহার ॥
দ্রোণ বলেন যে বিদ্যা করিল সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায় ॥
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার ॥

সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে ॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মোর মনে ॥
পার্থেরে শুনিয়া কথা ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে আর্দ্র হইল দুকূল ॥
কি বলিলা আশ্চর্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম ॥
দ্বাদশ বৎসরে নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে ॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোকমন ॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রতীত নহে মনে ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তাহে গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিন গত করি ॥
হেন নীত উক্তি আছে মুনিগণে বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক মহীতলে ॥
এত বলি ভীষ্ম বীর ত্যজিল ক্রন্দন।
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন ॥
যদ্যপি এ কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনী।
লক্ষ্য বিন্ধি লবে এই দ্রুপদ নন্দিনী ॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যে ড়হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে ॥
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন ভবে বলভদ্র প্রতি ॥
অবধান হের দেখ রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে তৃতীয় পাণ্ডব ॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শক্য ॥
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ।
সৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ ॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোক কি করিবে পার্থ একজনে ॥

কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টজন।
তুমি আমি রহিয়াছি কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগৎজনের আদি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্ব ফলদাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
অর্জ্জুনের আশীষ করে কৃষ্ণের বচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিয়া সে সর্ব্বপাপে তরি॥

———

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিন্ধ করণ।

প্রণাম করেন বীর ধর্ম্ম চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষ্য বিন্ধে ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি২ বাণী।
লক্ষ্য ভেদি প্রাপ্ত হউক দ্রুপদ নন্দিনী॥
ধনু লৈয়া পঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্র ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য যেই জন করিবে বিন্ধন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানে বাণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু ভেদিলেন অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ সভামধ্যে হৈল॥

ভেদিল ভেদিল বলে হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি॥
হাতেতে দাধর পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য ভেদিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এই দণ্ডে দিতে পারি॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধেছে কি না বিন্ধেছে কে জানে নির্ণয়॥
ভেদিল২ বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি মৎস্য কেমনে ভেদিল॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে যত করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধেছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়॥
শূন্য হইতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পঞ্চাল নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণ মিথ্যা দ্বন্দ্ব কেন কর সবে।
মিথ্যা কথা কহে যে সে কার্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলেক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শীলা শূন্যেতে মারলে॥
সর্ব্বকাল রজনী দিবস নাহি হয়।
মিথ্যা২ সত্য২ লোকে খ্যাত রয়॥
অকারণে মিথ্যা কেন করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পড়িবে দেখুক সর্ব্বজন॥
যতবার কহিবা বিন্ধিব ততবার।
একবার নাহি বলি সম্মুখে সবার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুশর।
আকর্ণ পুরিয়া ভেদিলেন দৃঢ়তর॥

দেখিয়া বিস্ময় হয় সব রাজগণ ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
হাতে দধি পাত্র মাল' দ্রৌপদী সুন্দরী ।
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি ॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ ।
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ ॥
একজন প্রতি আর জন দেখাইল ।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান ।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান ॥
রত্নধন সহিত দ্রুপদ রাজা দিবে ।
এই হেতু বরিতে না দিল ধন লোভে ॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য ভেদিলেন তপোবলে ।
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে ॥
ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে ।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া ।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া ॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর ।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায় ।
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব ।
একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব ॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা ।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নি প্রায় ।
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায় ॥
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন ।
অন্য জাতি নাহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
সে কারণে মম ঠাঁই পাইলে জীবন ॥
এ কথা কহিয়া অন্যে বাঁচে কোনজন ॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার ।
মম দূত হয়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার ॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে ।
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে ॥
আমি দিব তো সবার পৃথিবী নির্জ্জিনিয়া ।
কুবেরের নানারত্ন দিব যে আনিয়া ॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি
এই সবাস্থানে গিয়া কহিবা আপনি ॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর ।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে ।
ইহা শুনি রাজগণ ক্রোধ ভাবে বলে ॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হইল বামনার ।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার ॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত ।
দিবার উচিত হয় শাস্তি সমুচিত ॥
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোনজন ।
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন ॥
বিপ্র জাতি বলিয়া মনে করে দাপ ।
হেনজনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ ॥
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে ।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ॥
ক্ষত্র স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ ।
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ ॥
এমত করিয়া যদি রহিবে জীবন ।
এইমতে দুষ্ট হবে যত দ্বিজগণ ॥
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয় ।
অন্য স্বয়ম্বরে হেন এমত না হয় ॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার ।
আমা সবে নাহি মানে করে অহঙ্কার ॥
মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে ।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত ।
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত ॥
মার এই ব্রাহ্মণের বধে নাহি ভীত ।
এই দ্বিজ কন্যা লভে না হয় শোভিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ।

যার যেবা লয়ে অস্ত্র যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মী ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বীরাট মহাতেজা॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাহু রাজন।
নৃপেন্দ্র চিত্রধ্বজ সুষেণ ভ্রমণ॥
যার যে লইয়া সৈন্য ভূপতি মণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায়॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ্য নৃপমণি॥
আমার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী।
একা সিংহে নাহি পারে অজা যুথপতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে।
এক ব্যাঘ্রে কি করিবে লক্ষ মৃগক্ষুদ্র।
একা হে বাসুকী নাগ মথিল সমুদ্র॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেইমত নৃপগণে মারিব কি শঙ্কা॥
এতবলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুগুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিত॥
মুহূর্ত্তেকে যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্য পলায় চতুর্ভিতে॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবন নন্দন॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অনর্থ হইল।
একলক্ষ রাজা দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল॥
শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর॥
দেশ যোজনোচ্চ তরু নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
সভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিন্ধিল আরবার॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব কর কেন একাত ব্রাহ্মণ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব দ্বিজ সব কয়॥
এতবলি দ্বিজ দণ্ড লইল সে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে॥
লক্ষ্য লক্ষ্য ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে জাঠা করিয়া ভূপতিগণ আগে॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি॥
তোমরা আইলে দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥
যাহার করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে॥
তোমা সবাকার মাত্র চরণ প্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে॥
যে প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন॥

হাসিয়ে বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি দেখ বিদ্যমান ॥
এই দেখ লক্ষ্য রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেন অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়া॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত কত জনে।
প্রতীকার ইহার না দেখি যে নয়নে॥
প্রতিজ্ঞা করিল সবে মিলি রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিব রাজা দুর্য্যোধনে॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়ন যুগল যেন বিকচারবিন্দ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যা বলিলে সত্য দেব যাদব ঈশ্বর॥
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল এক জনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরাণে॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তেকে নিবারয়ে সসাগরা ভূমি॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করহ কলহ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ॥
করিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্র মুখখাদ্য সে শৃগাল কোথা হরে॥
তবে যদি অর্জ্জুনেরে ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব॥
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
বিশেষ আপনি বল পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেন ভূপতি সকল॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখুন আপনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর॥
পুত্রের সাহার্য্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ পূর্ণ॥
বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যেন যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
এক বাণে সৃজিলেন শত শত সাপ॥
হাসিয়া গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গে গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পাথ করেন অনল।
আগুণে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেন অস্ত্র জলধর॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষল ধারায় জল বর্ষে পার্থোপর॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ।
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পুরিয়া সন্ধান॥
উড়াইলেন জল অস্ত্রে পাথ বলবান॥
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়॥
মারিয়া আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার॥

আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত ভূপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ॥
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরুপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদ কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীয়ন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম॥
এতজন মধ্যে তুমি হবে কোনজন।
আমি ঠাক্রি অস্ত্রে কে জীবেকে এতক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে তোমারে দিলে মম পরিচয়॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলা হইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ শুনিতে অশক্য॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি অরুণি কুপিত।
অরুণ তনয় যুগ্ম ঘোরে বিপরীত॥
অরুণ নন্দন বীর অরুণ প্রতাপে॥
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইয়া চাপে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান২॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটি॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥
বিরথি হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় যত নরবর॥
কর্ণ রক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন শর বরিষণ রণে॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে॥
কারো২ গলে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত॥
ধনুক সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত॥
ভাদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে২ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে।
নবমেঘ ঘটা হেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাত সব গড়াগড়ি বুলে॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ২ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণ মথিল সকল॥
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্ত মাংসাহারী ধায় ঘোর রব করে॥
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন॥
এতবলি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুইভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া করে আশীষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোক বলি হিতকর॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দ।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ॥

ভীমের যুদ্ধে রাজ পরিবার-দিগের ত্রাস।

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যায় যে যুগান্ত সমবর্ত্তি॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত॥
হেনকালে আইল পুরের একজন।
দ্রৌপদীর অগ্রে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এতক্ষণ॥
ধনে প্রাণে রাজ্য দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত

শুনিয়া কাতরা হৈল দ্রুপদ নন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী ॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ ॥
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুত্রগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ ॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমরা লাগিয়া কেন সবংশেতে মজিবা ॥
যে পণ করিয়া ছিলে হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত ॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম আছি তাঁর আগে ॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমায় শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী ॥
চল যাই পুত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য সাগরে কে করিবে নিবারণ ॥
সমান সহিত যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গ প্রায় অগ্নিতে মরণ ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয় সমুদ্র ॥
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ সাহার্য্য কারণ ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে তোমার মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন প্রয়োজন।
কোন লাজে লোকে দেখাইব এ বদন ॥
মরি কি মারিব আজি করিব সমর।
তুমি যাহ রাখ গিয়া আপনার ঘর ॥
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইল বলি আপন সম্পদ ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু না লঙ্ঘিনু আমি কৃষ্ণা যাহা কহে ॥
বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশীমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আজি একেশ্বর ॥
এতবলি প্রবোধ পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে ॥
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল বিরথী ॥
গদার প্রহারে তার চূর্ণ হৈল হাড়।
হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈয়া দ্রুপদ নন্দন।
দ্বিজগণ মধ্যে আসি রাখিল জীবন ॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম বাপ ॥
না জানি যে কিবা হৈল ভ্রাতৃ মাতৃগণ।
না জানি যে কি হইল রাজ্যের প্রজাগণ
কৃষ্ণার বচন শুনি কন ধনঞ্জয়।
কিবা হেতু কান্দ দেবী কারে তব ভয় ॥
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ ॥
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ ॥
এ মহা বিপদসিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দের স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদ হর্ত্তা জগতের তাত ॥
তোমা বিনা রাখে মোর নাহি হেনজন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
তাত মাতা রাখ মম রাজ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্যদেশ রক্ষ মম যত প্রজাগণ ॥
তুমি যদি সত্য পাল আমি যদি সতী।
সবা জানি মোরে লউন দ্বিজ মম পতি ॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলেন বামহাত ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিস্তব্ধ হৈল যত রিপু সৈন্য ॥

সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ॥
সৈন্যগণ গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্ন পূর্ব্বে রাখ সবে পঞ্চালের ঘর॥
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়সিন্ধু বলয়ে সংসার॥
এ মহা শঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন বেলা তার তুমি হবে সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব এই সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ॥
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষে বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুন কারণ।
পঞ্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ।
কৃষ্ণের বচনে যত যাদব ভূপাল॥
রক্ষা হেতু গেল সবে নগর পঞ্চাল।
কুন্তীর বসতি কুম্ভকার কর্ম্মশাল।
তথায় রক্ষা হেতু যান শ্রীরামগোপাল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥

দ্রৌপদীর সহিত অর্জ্জুনের স্বস্থানে গমন।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে২ গেলেন ভার্গব কর্ম্মশাল॥
দোঁহার পশ্চাত চলে দ্রুপদ নন্দিনী।
মত্ত হস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হবে চিন্তে দুই জন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলেন দ্বিজগণে।
বিদায় হইল যে আজি সবাকার স্থানে॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ॥
তোমা দোঁহে সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহে নিঃসখা দেখিয়া
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া॥
দোঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবৎ না শুনি ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে॥
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ কালি সবে করিব মিলন॥
অনেক প্রকার পুনঃ২ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল॥
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম তপোধনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে॥
কোথাকারে যাহ সবে এ দোঁহা সংহতি
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন জাতি
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দোঁহে কোন দেশে ঘর॥
ইহার সংহতি তবে কোন প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন॥
ধৌম বাক্য শুনি সবে ভীত হৈল মনে।
দোঁহকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে॥
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল॥
গুপ্তবেশে পাছে২ চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষরাতি॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গব গৃহে মিলন তথাই॥
হেথা কুম্ভকার গৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে
এতক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি।
কার সহ দ্বন্দ্ব ভীম করিছে আপনি॥

অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে ॥
এই হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ।
বহু বিলপিয়া কুন্তী করেন রোদন ॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর ॥
আজি মাতা সমস্ত দিবস দুঃখ পাইলা।
উপবাসে একাকিনী গৃহেতে রহিলা ॥
অনেক কলহ আজি হইল জননী।
সে কারণে হৈল মাতা এতেক রজনী ॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলে বাঁটিয়া লহরে পঞ্চ ভ্রাতা।
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দ সাগরে ডুবি গেল মম ক্ষুধা ॥
আইস২ পুত্রগণ মম প্রাণধন।
নিকটেতে আইস দেখি সবার বদন ॥
এতবলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির।
একে২ চুম্ব দিল সবাকার শির ॥
সবার পশ্চাতে দেখে দ্রুপদনন্দিনী।
পূর্ণ শশধর মুখী গজেন্দ্র গামিনী ॥
তারে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চসুতে।
কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাৎ ॥
ভীম বলে জননী গো দ্রুপদ দুহিতা।
একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথা ॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল ॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্ন পানি ॥
কুন্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চভাই।
কহিলাম কি কথা অগ্রেতে জানি নাই ॥
কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা ॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন।
কিমতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন ॥
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে কান্দিতে২ ॥

সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর।
শুনিয়াছ আমি কহিলাম যে উত্তর ॥
পুত্র হৈয়া আমা বাক্য লঙ্ঘিবে কিমতে
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে ॥
যেমতে লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী ॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্বে হইল স্মরণ ॥
একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হয় খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন ॥
ভাবি জানি মায়ে বলি আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন ॥
অর্জ্জুনের চিত্র তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
বড় কর্ম্ম করিয়া পাইয়া বহু কষ্ট।
লক্ষ বিন্ধি লক্ষ্য রাজা করিলা শ্রীভ্রষ্ট ॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হইলে দ্রুপদনন্দিনী।
গত কর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি ॥
ডাকিয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে।
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণে ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তর আমার শাস্ত্রেতে যেমন আছে ॥
পার্থ বাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন ॥
কুম্ভচক্রশালে সবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষিকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান ॥

কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুই জনে॥
শুনি শূরসেন সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে॥
কোথা ছিলে আত মোর অন্ধকার লড়ি।
হাপুতের পুত্র তোরা দরিদ্রের কড়ি॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার॥
দ্বাদশ বৎসর হইল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই জানি॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা॥
বনে২ কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ॥
দ্বাদশ বৎসর মম না করে উদ্দেশ।
কৃষ্ণ বলিলেন পিতৃশ্বসা ত্যাজ তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পরিতাপ॥
গৃহদ্বারে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
কত দিন অন্নজল না ছুঁলেন পিতা॥
আমারে যে পাঠালেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে॥
শত্রুভয়ে তোমার উদ্দেশ না পাইল।
মম আত্মা সকল তোমার প্রতি ছিল॥
শোক না করহ দেবী দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিম্বা পরশু চলহ নিজ দেশ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণে দোঁহামুখে না সরে বচন॥
তবে পাঁচ ভাই রাম কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
যেতক পূর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জুতগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যে মতে উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার॥
বনে২ দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ॥
একে২ কহেন সকল সমাচার।
শুনিয়া আশ্বাসিয়া বলে দেবকী কুমার॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ॥
যদি প্রাতে বাঁটিয়া দেয় রাজ্যভার।
সকল মিলিয়া তার করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দামোদর।
কিমতে জানিলা আমি কুম্ভকার ঘর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল সব ভাই।
মনুষ্য করিবে হেন ক্ষিতি মাঝে নাই॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত।
তেঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ॥
একমাত্র বড় ভয় হয়েছে অন্তরে।
সবে জ্ঞাত হইল আমি কুম্ভকার ঘরে॥
বিশেষে তোমার হইয়াছে অপমান।
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আইসে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে॥
সপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেনী সখা।
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয় মানি॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে॥
এতবলি মেলানি করিল দুইজন।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণ॥

দ্রুপদ রাজার খেদ ও পাণ্ডবের পরিচয় জ্ঞাত।

এথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী শোকে।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে অধোমুখে ॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রীগণ।
পুত্রগণ কান্দে যত অন্তঃপুর জন ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে একি দেখি কৃষ্ণা মম কোথা ॥
হরি হরি বিধি মম কৈল হেন গতি।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী ॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কি হইল লক্ষ্যবেন্ধা ব্রাহ্মণ কুমার ॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ম্বর ॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন ॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আশাতে ফলিল ॥
কহ বাপু কৃষ্ণা রাখি আইলে কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোনমুখে আইলা হেথায় ॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন ॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার ॥
হাতে বৃক্ষ আইল যেন বজ্র হস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ ॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী।
দুইজন সঙ্গে চলে গেল যাজ্ঞসেনী ॥
এ দোঁহার মূর্ত্তি তাত আর তিন জন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল আশ্রয়ে আছিল।
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি ॥
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায় ॥
কত কালে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন ॥
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তারে সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে ॥
আসে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোনজন ॥
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে ॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পাঁচভাগ কর ॥
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিপ্রগানে।
একভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে ॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী ॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিবা থাকিবে নিদ্রায় ॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে ॥
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক ॥
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে ॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী ॥
গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল ॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মম মনে দ্রৌপদীরে মারিবেক তায় ॥

এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মম ক্রোধ।
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ ॥
মাতা বলে তাত আজি মম দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী আজি না রাখিল মণ্ড ॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল ॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে ॥
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পাঁচ ভ্রাতার শয্যা হৈল পদনীচে তাঁর ॥
সবার চরণ তলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর ॥

দ্রুপদরাজ্যে পাণ্ডবদের আনায়ন।

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে ॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ উদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয় ॥
কুমারের শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তারা হয় কোন জাতি ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি ॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে খণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমা দ্রুপদ রাজন ॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর যে দিন জন্মিল ॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিবে চিন্তিত অন্তর ॥
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চভাই।
সবে এই কথা বলে প্রত্যয় না যাই ॥
ব্যাস সহ যুক্তি করি কৈল লক্ষ্য পণ।
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্য জন ॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ ॥
ধর্ম্ম বলে পরিচয় কোন প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ কৈল পণ ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কায আর জাতি জিজ্ঞাসিয়া ॥
পুরোহিত কহে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীতি করহ রাজারে ॥
যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীন জাতি জন লক্ষ্য বিন্ধিতে কি পারে ॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল ॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয় খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া ॥
পুত্রে পাঠাইল অগ্রসরি লইবারে।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে ॥
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন।
পাশক্রীড়া বেদ বিদ্যা পুরাণ পঠন ॥
ধান্য যবনাতা শস্য থুইল দুইভিতে।
ধনুক বিবিধ অস্ত্রে তুণের সহিতে ॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই চল তথাকারে ॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চভাই পঞ্চ রথে চড়িলেন গিয়া ॥
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল ধ্বনি ॥
দুই ভিতে নানা রত্ন থুইল রাজন।
কারু ভিতে না তিষ্ঠিল ভাই পঞ্চজন ॥
বিচারে জিনিল যত বিদ্যাবন্ত জনে।
ভাঙ্গিল ধনুকগুণ গুণ টঙ্কারণে ॥
যথায় বসিয়া আছে রত্ন সিংহাসনে।
পাত্র মিত্রগণ আছে তাঁর সন্নিধানে ॥
দিব্য রাজসনে বসিলেন পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ ॥

কুন্তীসহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুরে নিল।
যত নারী হুলাহুলী মঙ্গল করিল ॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে লভে ভারতের ফল ॥

রাজা কর্ত্তৃক পাণ্ডবের পরি-
চয় লওন।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্র মিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিত ॥
পঞ্চজন চন্দ্র মুখ করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হইয়া বলিছে এ বচন ॥
কে তোমরা বাস কোথা কহ সত্য বাণী।
কে তব জনক বল কে তব জননী ॥
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেব তুল্য পাঁচজনে ॥
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ॥
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র কাম অশ্বিনী কুমার।
ইহা মধ্যে হবে চিত্তে লয়েছে আমার ॥
আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মনন্তর ॥
আমরা যে পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন ॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কন্যা সহিত পার্ষতি ॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাহি আইসে ভাষ ॥
কদম্ব কুসুম সম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে ॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একে২ সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন ॥
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল ॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি জানে সর্ব্বজন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে গৃহদাহ নয়।
জৌগৃহ কৈল পুরোচন পাপাশয় ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিত্তে ॥
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ নৃপরাজ।
নাহি ধর্ম্মভয় নাহি লোক ভয় লাজ ॥
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপীগণ আপন কপটে ॥
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনিয়ে এখন ॥
এ সকল চিত্তে তুমি না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার ॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ ॥
শুনিয়া করেন মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার ॥
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুই জন এই মাদ্রীর তনয় ॥
যুধিষ্ঠির বলে যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি ॥
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তুমি হেন বল আমি কি কহিব আর ॥
বহুপতি ধরে সতী নাহি শুনি ক্ষিতি।
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহু পতি
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিকগণ যাহা না আচরে ॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ কথা প্রমান।
পূর্ব্ব সাধুগণ পথ কে করিবে আন ॥
লোকে বেদে যাহা কহে জানিও রাজন
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন ॥
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুগণ বাক্য না করি অন্যথা ॥

লোকমধ্যে গুরুশ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি দেবতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃত কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
একথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিদিগের আগমন।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু করিলা গমন॥
শিষ্যসহ আইলেন মুনি পরাশর।
যমদগ্নি জৈমিনী:শ্রীঅসিত দেবর॥
দুর্ব্বাসা রোমশ অঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য ষাটিসহস্রে আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সব আসিয়া দ্রুপদেরে শুনায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
অগ্রসরি প্রণমিল ভূমে শির লুটি॥
অগ্রেতে সংগ্রহ করি আছিল রাজন।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য অর্ঘ ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল পঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইল হেথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবে বিধান সেইমত।
বিচারিয়া সবে কথা দেহ এক পথ॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিবে।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কি ঘুচাবে॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
দ্রৌপদীর পঞ্চপতি বিধির লিখন॥
দেখিতেছি সৃষ্টি স্থিতি গোচরে সর্ব্বথা।
পঞ্চপতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা॥
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেন দ্রুপদ রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে নাহি শুনি সংসারেতে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কিমতে॥
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোক উপহাস।
এমত নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥
মুনিগণ মুখে শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞাতা॥
যত দ্বিজগণ তিনি করান অধ্যয়ন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ॥
পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবে পালন।
না করিবে দ্বিধা নহে বেদের বচন॥
লোক বেদ হৈতে গুরুশ্রেষ্ঠ আমি মানি।
সর্ব্বগুণ হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এই মত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অদ্য ভিক্ষা যত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি লয়।
একর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় ভয়॥
সে কারণে বুঝি এই হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম।
বিশেষ খণ্ডিতে নারি মাতৃবাক্যে ব্রহ্ম॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর॥
বেদশাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির।
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিবা অন্যজনে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে॥

কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিষ্ণু এ পঞ্চাল নৃপতির ॥
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম বাক্য করিল হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি নিতাম জীবন ॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরু মধ্যে গণি।
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি ॥
লোকে বেদে বলে যদি নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্র করহ লিখন ॥
হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির ॥
ব্যাসের চরণ ধরি সকরুণে কয়।
আমার নিস্তার কর মিথ্যা বাক্যভয় ॥
যেই বলে যুধিষ্ঠির এই মম কথা।
হেন মনে মম বাক্য না হবে অন্যথা ॥
মুনি বলে ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার কারণ।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি ॥
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ বন পুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহারে বাদ্য বাজাইয়া ॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তাহে যাচে ব্যোমকেশ ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়কর ॥
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
এ যে বেদে বহির্ভুত অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
শঙ্কর বলেন কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামী বর তুমি যে মাগিলা পাঁচবার ॥
অকারণে কেন আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন ॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
তথাপিহ ক্ষিতি মধ্যে বলাইবে সতী ॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর ॥
পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্মে পতিহীনা যৌবন সময়ে ॥
না হইল বিবাহ যৌবনকাল গেল।
অপমানে তিরস্কারি তপ আরম্ভিল ॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ ॥
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণ।
এমত কঠোর তপ এ নব যৌবন ॥
স্বামী ইচ্ছায় তপস্যা করহ বরাননে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে ॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজনার পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে ॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল।
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল ॥
কন্যার হৃদয় কথা জানি পাঁচজন।
পাঁচজন বর তারে দিল ততক্ষণ ॥
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী ॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন ॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনি সম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদী ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয় পাঁচজন।
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন ॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা কহি শুন পূর্ব্বের আভাস॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোনপ্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সভয়ে নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম কর বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন।
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পারেন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কবে কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে কায় হৈতে হইল উৎপত্তি।
লেখনি দক্ষিণ করে তাড়ি পত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি সঙ্গে রাখ এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপি উপরে তব এই অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনী পুরে যান যজ্ঞ সমর্পিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনক পদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র২ পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিত্তে॥
অম্লান কমল পুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি॥
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মে পাঠায় ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত॥
হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয় গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী॥
তার অশ্রুজলে হয় কনক কমলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী জলে॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কাজ॥
নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর।
নির্ধূম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্যে মৃগনাভ।
চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দে হস্তীহাত॥
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী॥
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার সুখ জন্ম তপস্বিনী॥
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়।
পাপ চক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়॥
এইমত আমারে কহিল চারি জন।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কহন॥
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায়॥
কন্যার সংহতি গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর॥

কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনা।
এ জন আমারে বলে উপহাস বাণী ॥
শিব বললেন মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবে মম স্থানে ॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগূঢ় বন্দী আছয়ে অপার ॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকে দেখে চারিজনে।
দেখিয়া হইল ভয় সহস্র লোচনে ॥
করযোড়ে বহু স্তব করিলেন হরে।
তুষ্ট হইয়া সদানন্দ বলেন তাহারে ॥
আমার তোমার বাক্যে হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এই চারি দোষ ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিব বাসব ॥
কহিলেন সকল কেতকী বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্তে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিত আছে ক্ষোভ ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহাকরি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী ॥
পঞ্চজন জন্ম গিয়া হৈয়া নরযোনী।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভাবিনী ॥
তোমা সব প্রীতি হেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয় দর্প নিঃশেষ করিব ॥
এতবলি দুই কেশ দিলেন মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণে দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পঞ্চালের রায় ॥
পঞ্চ ভায়ে বসাইল রাজ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতি জনে ॥
পঞ্চতার্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল ॥
বিবাহ মঙ্গল যত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদী মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চভায়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করি ॥
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট ॥
দুন্দুভি নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলী মঙ্গল করয়ে নর নারী ॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগণন ॥
কল্যান করিল যত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন ॥
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য ॥
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম ভগবান ॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি ॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দ নীরে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পূজিল বিশেষে ॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ ॥
কহ কিছু যান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোনদেশে কোনরূপে আছে তারা কোথা ॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্ম বন্ত ॥
হাহা কুন্তী হাহা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমারে না দেখিয়াছে এ পাপ শরীর ॥
এতবলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হয়ে।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়ে ॥

হাসিয়া বিদুরে কহিলেন জগন্নাথ ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত ॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল ।
এক লক্ষ রাজা সহ দলে আসিছিল ॥
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈল যাজ্ঞসেনী ।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী ॥
শুনিয়া বিদুর বড় আনন্দ হইল ।
গোবিন্দ চরণে ধরে ভূমে লোটাইল ॥
এ কথা এক্ষণে হরি না কহিও আর ।
শুনি দুষ্টলোকে পাছে করে কুবিচার ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে ।
যবে পলাইয়া আইল পাণ্ডবের ডরে ॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে ।
এক লক্ষ্য ভূপতি জিনিল অবহেলে ॥
বিদুরে প্রবোধ দিয়া যান ভগবান ।
বিদুর ত্বরিতে গেল ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥
বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি হৈল ।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে আইল ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দ বিভোর ।
অগ্রসরি গিয়া আন পুত্রবধূ মোর ॥
নানা রত্ন ফেল দুর্য্যোধনের নিছিয়া ।
অগ্রসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া ॥
বিদুর বলিল রাজা হেথা বধূ কোথা ।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদ দুহিয়া ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন পেল বাজে বুকে ।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে ॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির ।
শুভ বার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর ॥
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা ।
কার ঠাঁই পাইলা হে এ সব বারতা ॥
বিদুর বলেন কৃষ্ণা করি লক্ষ্য পণ ।
লক্ষ্য বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন ॥
কন্যা হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব ।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব ॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া ।
পঞ্চভাই পাণ্ডবের কৃষ্ণার দিল বিয়া ॥
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপাত ।
কহ বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥



হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতী ।

রাজার আদেশে আইল যত মন্ত্রীগণ ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন ॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর ।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিন পুর ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠ তাত ।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তীসাত ॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন ।
কিছুত ইহার আমি না জানি কারণ ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ
আমি সে সবার কাছে নাহি করি দোষ ॥
তবে কেন গুপ্তবেশে পঞ্চালে থাকিয়া ।
বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া ॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার ।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার ॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবেত পাণ্ডব ।
তুমি তার পুত্রাধিক করিতে গৌরব ॥
কি বুদ্ধি হৈল তব না জানি কারণ
বারণাবতেতে পাঠাইয়া পুত্রগণ ॥
না জানি যে তথায় কি কৈল পুরোচন ।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন ॥
ত্রিভুবন যুড়ি তব অকীর্ত্তি হইল ।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক কহিল ॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন ।
তোদিগে না চাহি আমি মিলিয়া নয়ন ॥
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার ।
ইহাতে অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার ॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল ।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন ।
কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন ॥

আমি একা নাহি বলি সবার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার ॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি ॥
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন।
পাণ্ডুপুত্র সহ তবে দ্বন্দ্ব কি কারণ ॥
তার পিতা ছিল পাণ্ডু পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা ॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোনজন।
তব হিত হেতু তেঁই বলিছে রাজন ॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা তবে হবে যশ ॥
কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন শুনি অন্তে বলেন গুরু।
সর্ব্ব গুণবান তুমি যেন কল্পতরু ॥
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রীগণ ॥
সে কারণে হিত কথা কহি চাহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার ॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ দূত এক পাঠাহ পঞ্চাল ॥
বিবাহ সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল বাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন ॥
দ্রৌপদীরে ভূষিবে বিবিধ অলঙ্কারে।
নানা ধনে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে ॥
পুনঃ২ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখী না হইবে ॥
দ্রুপদ রাজার জন্যে দেহ বহু ধন।
প্রত্যক্ষ করিবে:তাহা সব পুত্রগণ ॥
হেন জন পাঠান সুশীল সত্যবাদী ॥
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী ॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল কৈবর্ত্তন ॥

ভাল মন্ত্রী আনিলে মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে ॥
মুখেতে সুহৃদ তব অন্তরেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান ॥
ধন জন সম্পদ এ সংসার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে ॥
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তরাবর্ত্ত হৈতে বিদিত ॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্টমন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে ॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
রে দুষ্ট শুনিরে কহ তোর কি বিচার ॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যমগৃহ ॥
ভালমতে জানি আমি তোর বীরপনা।
দেখিল পাঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা ॥
লক্ষরাজা সহ একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলে তেঞি রহিলা জীবনে ॥
কি মতে করিব আমি এমত বিচার।
মহাক্ষয় হবে যাতে সবার সংহার ॥
এত শুনি বলিলেন বিদুর মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি ॥
আপনি না বুঝি কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সহিত কে আছে তোমার ॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমর গুরু তেজে আখণ্ডলে ॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীতলার পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম মুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি ॥
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি ॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি ॥

সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবে যে করিল বৃকোদর ॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লইয়া প্রবেশিয়া রণ।
এক লক্ষ নৃপ সৈন্য করিল মথন ॥
এক্ষণে সহায় হবে যেই রাজগণ।
স্ব অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন ॥
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী ॥
মাতুল নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার ॥
বিশেষে তোমার দেখ যত রথীগণ।
ভালমতে জান কিবা সবাকার মন ॥
আমি জানি সব হবে পাণ্ডুর সহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায় ॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি ॥
পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে।
সবাই বাসনা সদা করে মনে মনে ॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মম বাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার ॥
জতুগৃহ পোড়াইলা লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে ॥
প্রিয়বাক্যে এস্থানে আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে ॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর আমার মনে নিলে ॥
পাণ্ডবে অবোধে হেন নাহি অন্যজন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন ॥
এতেক বলিলা যদি অন্ধ নরপতি।
শুনি সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহিছে শ্রবণে ভবে তরি ॥

বিদুরের পাণ্ডব আনায়নে
পঞ্চালে গমন।

এক্ষণে বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু ধনরত্ন লৈয়া পঞ্চালে চলিল ॥
একে একে সবাকারে সম্ভাষে বিদুর।
কুন্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর ॥
দ্রৌপদীরে তুষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানারত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে ॥
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ ॥
পঞ্চভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন জলে ভাসিল হৃদয় ॥
বিদুর চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ ॥
বিদুর কহিল যত কুশল সম্বাদ।
একে একে কহিল সবার আশীর্ব্বাদ ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন।
মিষ্টান্ন পক্কান্নে তাঁরে করায় ভোজন ॥
ভোজনান্তে সর্ব্ব লোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে ॥
পাণ্ডবে বরিলা রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি ॥
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায় ॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা হেন সম্বন্ধে হইল প্রীত মন ॥
প্রিয়সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃ২ বলিলেন নিজে বহু দ্রোণ ॥
চিরদিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় সেই সে কারণ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী।
দেখিবারে উত্তরোল তোমার কুমারী ॥
পাণ্ডবেরা বহুদিন হৈয়াছে হুতাশ।
চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ ॥
আমারেত এই মত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণ আপন বসতি ॥
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল ॥
যে বল বিদুর সেই মম মননীত।
পাণ্ডবেরে নিজগৃহে যাইতে উচিত ॥

জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবেরে হয়ত বিধান ॥
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে কাহার পরাণে ॥
তথাপিত নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডব প্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি ॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হৈলেন ততক্ষণ ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদিত।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ভবতী ॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি।
যষ্টি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ি ॥
পঞ্চভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে২ তাঁহারে করয়ে প্রণিপাত ॥
কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে২ সম্ভাষেণ কৌরব রমণী ॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে ॥
খাণ্ডব প্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডব প্রস্থেতে সব কৈল অগ্রসার ॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সঙ্গে যান হস্তিনানগর ॥
ধৃতরাষ্ট্র যা বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেহ অনুমতি ॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে আরম্ভ করিলেন নগর ॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্র প্রমাণ ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কি একা অমরাবতী ভোগবতী সম ॥
প্রাচীর উপরে সর্ব্ব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাদি প্রজাগণ থুইল ॥
কুবের ভাণ্ডার যিনি পুরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সব গৃহে বিচিত্র শোভন ॥
বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষত্র বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সদ্গোপ বণিক জাতি যত শূদ্রগণ ॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পালা কদম্ব আর পনস কাঞ্চন ॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
রাজেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল ॥
পাটলী খদির বেল বদরী কবরী।
পারিজাত কর্কট আমলকী মহরী ॥
কদলী গুবাক নারিকেল ও খর্জ্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর ॥
স্থানে২ খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলধর পক্ষীগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুরি দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকা নগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্য প্রাপ্তি যেই জন শুনে।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দরিদ্র খণ্ডনে ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে কাশীরাম গীত ॥

দ্রৌপদীর সহিত পর্য্যায়ক্রমে সহবাসের নিয়ম।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিবার ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
পঞ্চভাই এক স্ত্রীতে কেমনে চলিল।
বিভেদ নহিল দিন কেমনে বঞ্চিল ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে।
কতদিনে হইল নারদ আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ ॥
করযোড় করি দাণ্ডাইল ছয় জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা দিলেন তখন ॥

নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন॥
ভাই২ বিচ্ছেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী হেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রী হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর॥
নারদ বলেন পূর্ব্বে কশ্যপ নন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুইজন॥
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহা ভয়ঙ্কর॥
দুই ভাই এক বাক্য একই জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন॥
দুইজন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার॥
গিয়া হিমালয়েতে তপস্যা আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুইজনা।
যতেক কঠোর কৈল না হয় গণনা॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোমত বর লহ॥
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর।
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি মাগ অন্যবর॥
দুই ভাই মোরা অন্য বর নাহি চাহি।
তবে তপ ত্যজি যদি এই বর পাই॥
বিধাতা বলিলেন জন্ম হইলে মরণ।
মরণ বিধান কিছু কর দুইজন॥
দৈত্য বলে ভেদ যবে হবে দুই ভাই।
তবে মৃত্যু হবে আজ্ঞা করহ গোসাঞি॥
স্বস্তি বলি বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ উপসুন্দ গেল নিজ গৃহ যথা॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর।
নানাবর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর॥
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর॥
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুইজন॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়॥
যজ্ঞ হোম ব্রত তথা দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উৎসব করিল দুইজন॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্ব রত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার॥
স্থান ভ্রষ্ট হইয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকল গিয়া কৈল নিবেদন॥
মনোহর নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যে এ তিন ভুবন॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহা বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন॥
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিলা রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে নিয়া দিল ততক্ষণ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
সেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে॥
ব্রহ্মা বলে নাহি হয় এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা॥
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়॥
বিধাতা বলেন সুন্দ উপসুন্দ সুর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচ
চারিভিতে চারি গোটা হইল বদন

যেই দিকে চায় মুখ সেই দিকে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর।
দশশত চক্ষু তাঁর হৈল কলেবর ॥
আর যত দেবগণ একদৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায় ॥
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুইজন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ ॥
কোটি২ দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
লক্ষ২ বিদ্যাধরী লয়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যাগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে ॥
রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প আছে সেই পর্ব্বত উপরি ॥
ধীরে২ তথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ॥
অলি মত্ত করে মত্ত মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥
পরম আনন্দে সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মম ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
ইহারে ধরহ তুমি কিমত কাহিনী ॥
উপসুন্দ বলে এই আমার রমণী।
ভ্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥
সুন্দ বলে অগ্রে দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে কন্যা বরেছে আমারে ॥
ছাড়২ বলি দোঁহে করে গলাগালি।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দুই ভাই দোঁহারে নেহালি ॥
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুইজন হৈল অগ্নির সমান ॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন ॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির ॥

আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি যায় পলাইয়া ॥
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন ॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কার দৃষ্টি নহে যেন তব কলেবর ॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমার বরণে ॥
সেই হেতু সূর্য্য অংশ মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ ॥
এইমত প্রীত তারা ছিল দুইজন।
হেন গতি হৈল পরে না বুঝি কারণ ॥
মহাবংশে জন্মিলে তোমরা পঞ্চজন।
ভেদ নাহি হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥
এত শুনি পঞ্চভাই নারদ গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ সবে বলে যোড়করে ॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে।
অন্যজন সেইকালে অধিকারী নহে ॥
কৃষ্ণা সহ তাঁরে যদি দেখি অন্য ভাই।
দ্বাদশ বৎসর তবে অরণ্যেতে যাই ॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণাসহ রহে পঞ্চজন ॥

অর্জ্জুনের প্রায়শ্চিত্তার্থ
বনে ব্রহ্মচর্য্য।

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গাভী হরি লৈয়া যায় চোরে ॥
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ ॥
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্গেতে সে ব্রাহ্মণে ॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ ॥
হরিয়া আমার গাভী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে আস্তে চলিলেন আয়ুধ মন্দির ॥

দৈবযোগে অস্ত্রগৃহে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হৈলেন বাহির॥
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ পড়ে চক্ষু জল॥
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থ হৈল ভয়।
কি করিব চিত্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয়॥
ব্রাহ্মণের চক্ষু জল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে॥
দ্বিজ আর্ত্তি ভাঙ্গিলে হইবে কিবা কর্ম্ম।
বিনা ক্লেশে উপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম॥
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে॥
দ্বিজ সহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনী।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি॥
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাস যাব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা কন কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বে নারদে অগ্রে কৈলা যে সময়॥
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে॥
তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন স্নেহে বল মহাশয়।
কখন এ কর্ম্ম প্রভু মম মত নয়॥
সত্য বিচলিত হই নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাব আমি বন॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত বন্ধু আর॥
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস বদন॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ॥
কতদিনে হরিদ্বারে করিল গমন।
দেখিয়া হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে॥
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখি পার্থ বীর॥
অগ্নিহোত্র জলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয়॥
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ নাহি শ্রম ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয়॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলা এই পুরী॥
কন্যা বলে ঐরাবত নাগরাজ বংশে।
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে॥
তাঁর কন্যা আমি উলুপি মম নাম।
তোমারে হেরিয়া মম বাড়িলেক কাম॥
আনিলাম তোমারে হে এই সে কারণ॥
তোমায় ভজিব মোর তৃপ্ত কর মন॥
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি ভ্রমি সতত কানন॥
দ্বাদশ বৎসর আমি করেছি নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নাহি কোন ক্রম॥
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তা আমি কর ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
আর্ত্তজন আমি বাঞ্ছা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহিক সংসারে॥
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক গর্ভদান মোরে দেহ মহাশয়॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করেন রমণ॥
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হৈলেন বাহির॥
বিস্মিত হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল॥

তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ ॥
অগস্ত্য নামেতে বন বশিষ্ঠ আশ্রমে।
বহু তীর্থ পার্থ স্নান করিলেন ক্রমে ॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত কর হেন গণি।
পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে বীর গেলেন আপনি ॥
অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ প্রদেশে ॥
কলিঙ্গে না প শল বাহুড়ি দ্বিজগণ।
কলিঙ্গ পাশলে ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ ॥
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয় ॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মাহেন্দ্র নামেতে এক আছয়ে নগর ॥
চিত্রভানু নামেতে রাজা রাজ্য অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী ॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা রূপে মন হরে।
নগ র বিচারে কন্যা দেখিল তাহারে ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলে সে রাজার আলয় ॥
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান ॥
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন বংশে জন্ম তব কাহার কুমার ॥
অর্জ্জুন ব লেন আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তীগর্ব্ভে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয় ॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন ॥
রাজা বলে এত দূর আইলা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অর্জ্জুন ॥
রাজা বলে মম ভাগ্যে আইলা এথায়।
মম বিবরণ শুন কহি যে তোমায় ॥
প্রভঞ্জন নামে ছিল মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে ॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হবে রাজা একই কুমার ॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে ॥
পূর্ব্বেতে এমন বর দিলেন ধূর্জ্জটী।
পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটী ॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি সে পালন।
মম রাজ্যে রাজা হইতে নাহি আর জন ॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার ॥
কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এই বাক্য সত্য কর তবে দিব সুতা ॥
ইহার গর্ভেতে যেই শ্রেষ্ঠ পুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে ॥
সত্য করিলেন অর্জ্জুন রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তাঁর রহিতে হইল ॥
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নানদান সর্ব্বত্র করেন বীরবর ॥
এক স্থান তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চ তীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয় ॥
অশ্বমেধ ফল স্নানে হয়ত বিশেষে।
অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে কেহ না পরশে ॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাপে
মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পাণি ॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সর্ব্বজন ॥
সৌভদ্রা নামেতে তীর্থ পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে ॥
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন ॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর।
কে তুমি কি হেতু হৈলা কুম্ভার শরীর ॥
কন্যা বলে আমি বর্গা নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ভক্তা পঞ্চ আমরা কুমারী ॥

সুবেশা হইয়া যাই যথা নরেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর॥
চন্দ্র সূর্য্য সম তেজ মহা তপোধন।
অহঙ্কারে তাঁরে করিলাম বিড়ম্বন॥
তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তাঁর পাশ।
নৃত্য গীত বাদ্য মম হাস্য পরিহাস॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মোসবারে দিল ততক্ষণ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তব করযোড় করি॥
ব্রাহ্মণের শীলতা সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি॥
মুনিবলে গ্রাহ হবে তীর্থের ভিতর।
তবে মুক্ত হবে যবে ছোবে কোন নর॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পাঁচজন।
বাহুড়িয়া যাই ঘরে হইয়া বিমন॥
আচম্বিতে দেখিনু নারদ তপোধন।
জানাইনু তাঁহারে আপন বিবরণ॥
নারদ বলেন নাহি হইও বিমন।
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন॥
তীর্থযাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাঁহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয়॥
সত্য হইল যে বলিল ব্রহ্মার কুমার।
তোমার পরসে মুক্তি হইল আমার॥
চারি তীর্থে চারি সখা আছে যে আমার।
কৃপা করি তাদের করহ উদ্ধার॥
বিনয় শুনিয়া পার্থ হবে দয়াবান।
চারি তীর্থে চারি জনে করিলেন ত্রাণ॥
মুক্ত হৈয়া নিজস্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন॥
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদ সহ পুনঃ হইল মিলন॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্মাইলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন॥
কত দিন বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হৈতে॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে স্নান পৃথিবী পশ্চিমে॥
প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিলা সমাচার॥
অতি শীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাস অর্জ্জুন সহ হইল মিলন॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর॥
অর্জ্জুনেরে লইয়া পরে দেবকী নন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন॥
নানা জাতি বৃক্ষ সর্ব্ব ফল ফুলে শোভে।
নানা জাতি পুষ্প সব আমোদ সৌরভে॥
নানাজাতি পশু ক্রীড়ে নানা পক্ষীগণ।
গিরি দেখি সুখী যদুকুল সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণের বচনেতে দ্বারকাবাসী সব।
রৈবত পর্ব্বত মধ্যে করে মহোৎসব॥
বাল বৃদ্ধ যুবা জন নর নারীগণ।
নানা বাদ্য নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ॥
নানা রত্নে শোভিত যতেক তরুগণ।
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন॥
শ্বেত কৃষ্ণ চামর রাখিল চারি ডালে।
প্রবাল মুকুতা ঝারা বান্ধি ইন্দ্রজালে॥
উগ্রসেন বাসুদেব অক্রুর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব॥
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রদ্যুম্ন॥
ঝিলি উপঝিল্লি যত সপ্তবংশধারী।
উদ্যান ভ্রমিতে সবে বলে অগ্রসরি॥
দৈবকী রোহিণী আর ভদ্রা শচী রতি।
ভীষ্মক নন্দিনী সত্যভামা জাম্বুবতী॥
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণী॥
রৈবত পর্ব্বত মধ্যে করেন বিহার।
হেনমতে উপনীত ইন্দ্রের কুমার॥

অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
অগ্রসরি আনিবারে সবে গেল তথা ॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে ॥
দোঁহে নীল ঘনশ্যাম অরুণ অধর।
কিরাট কুণ্ডল হারে শোভে পীতাম্বর ॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি।
দোঁহমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নর নারী ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলী ॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেবে দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া ॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপন বিবরণ।
নারদ নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ ॥
বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয় ॥
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকি।
একে একে সম্ভাসেন পরম কৌতুকী ॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী ॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া ॥
হেনকালে সুভদ্রা সে বসুদেব সুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্ব রূপগুণযুতা ॥
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল ॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে ॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতি মূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসামূলে ॥
বদন কমল চন্দ্র নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে ॥
কুচযুগ সম পুপ ঢাকিয়া দুকুল।
মধ্যদেশ খগঈশ নহে সমতুল ॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ অঙ্গুলে ॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যুথী তার পরে মালতী বকুল ॥
দেখি তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী সখা সবাকার পরে ॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি ॥
বসুদেব সুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী ॥
বিবাহ না হয় নাহি মিলে যোগ্যবর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥
সত্যভামা বলেন না আইস ভদ্রা কেন।
সবে গেল একক বসিলা কি কারণ ॥
সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা বার তুলিলেক হাতে।
নাহিক কন্টাকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পাড়িয়া ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাব দেখি ॥
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজ অঙ্গ আমার হইল জ্বর জ্বর ॥
দেখি মম অঙ্গতাপ ঘন কম্পবান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে ॥
সত্যভামা বলে ভদ্রা খাইলে কি লাজ।
কারিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ।
পিতা বসুদেব ভাই রাম নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন ॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস ॥
তোমা হৈতে নির্লজ্জ না হয় অন্যজনে।
ধৈর্য্য হও চল ঘরে পাছে কেহ শুনে ॥

ভারতীর এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পাণি॥
ধিক ধিক ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ দেহ তনু বিরহ অনলে॥
সত্যভামা বলেন কি নিন্দিস্ কামিনী।
নারীরূপা দেখ ক্ষিতি সংসার ধারিণী॥
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী অগ্রে বলিয়া পশ্চাতে নারায়ণ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া অগ্রে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলে বলে সীতারাম॥
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তার গৃহ।
সংসার দেখহ নারী বিনা নাহি কেহ॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি॥
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু যে পুরুষ বিনা জীবন বিফল॥
সত্যভামা বলেন না হও উত্তরোলী।
তোমার বিবাহ দিব স্থির হও বলি॥
উত্তম বংশজ হবে বশিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হবে তব মনোনীত॥
ভদ্রা কহে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখন ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
কৌরব বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
সত্যভামা বলেন চলহ এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করিব মিলন॥
সত্যভামা মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে করিয়া হরষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ ঘটন।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু অদ্যাপি না কর অবধান॥
যতক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
একতিল নাহি ছাড়ে আমার সদন॥
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করে।
নহে নারীবধ দিব তোমার উপরে॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহু দিনে॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজি নিশা তুমি বোধ করহ ভদ্রার॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা॥
গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয়॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে॥
অর্জ্জুন২ বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিতা সুতা।
ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এতরাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি॥
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে করিতাম তথায় গমন॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলে আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কালি করিব তখনি॥
সত্যভামা বলেন যে দূতকর্ম্ম নয়।
যে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥

অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
অগ্রসরি আনিবারে সবে গেল তথা ॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে ॥
দোঁহে নীল ঘনশ্যাম অরুণ অধর।
কিরাট কুণ্ডল হারে শোভে পীতাম্বর ॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি।
দোঁহমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নর নারী ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলী ॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেবে দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া ॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপন বিবরণ।
নারদ নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ ॥
বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয় ॥
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকি।
একে একে সম্ভাষেন পরম কৌতুকী ॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী ॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া ॥
হেনকালে সুভদ্রা সে বসুদেব সুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্ব রূপগুণযুতা ॥
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল ॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে ॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতি মূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসামূলে ॥
বদন কমল চন্দ্র নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে ॥
কুচযুগ সম পুপ ঢাকিয়া দুকুল।
মধ্যদেশ খগঈশ নহে সমতুল ॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ অঙ্গুলে ॥
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যুথী তার পরে মালতী বকুল ॥
দেখি তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী সখা সবাকার পরে ॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি ॥
বসুদেব সুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী ॥
বিবাহ না হয় নাহি মিলে যোগ্যবর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥
সত্যভামা বলেন না আইস ভদ্রা কেন।
সবে গেল একক বসিলা কি কারণ ॥
সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেক হাতে।
নাহিক কণ্টাকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পাড়িয়া ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাব দেখি ॥
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজ অঙ্গ আমার হইল জর জর ॥
দেখি মম অঙ্গতাপ ঘন কম্পবান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে ॥
সত্যভামা বলে ভদ্রা থাইলে কি লাজ।
কারিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ।
পিতা বসুদেব ভাই রাম নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন ॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস ॥
তোমা হৈতে নির্লজ্জ না হয় অন্যজনে।
ধৈর্য্য হও চল ঘরে পাছে কেহ শুনে ॥

ভারতীর এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পাণি॥
ধিক ধিক ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ দেহ তনু বিরহ অনলে॥
সত্যভামা বলেন কি নিন্দিস্ কামিনী।
নারীরূপা দেখ ক্ষিতি সংসার ধারিণী॥
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী অগ্রে বলিয়া পশ্চাতে নারায়ণ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া অগ্রে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলে বলে সীতারাম॥
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তার গৃহ।
সংসার দেখহ নারী বিনা নাহি কেহ॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি॥
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু যে পুরুষ বিনা জীবন বিফল॥
সত্যভামা বলেন না হও উত্তরোলী।
তোমার বিবাহ দিব স্থির হও বলি॥
উত্তম বংশজ হবে বশিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হবে তব মনোনীত॥
ভদ্রা কহে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখন ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
কৌরব বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
সত্যভামা বলেন চলহ এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করিব মিলন॥
সত্যভামা মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে করিয়া হরষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ ঘটন।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু অদ্যাপি না কর অবধান॥
যতক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
একতিল নাহি ছাড়ে আমার সদন॥
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করে।
নহে নারীবধ দিব তোমার উপরে॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহু দিনে॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজি নিশা তুমি বোধ করহ ভদ্রার॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা॥
গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয়॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে॥
অর্জ্জুন২ বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিতা সুতা।
ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এতরাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি॥
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে করিতাম তথায় গমন॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলে আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কালি করিব তখনি॥
সত্যভামা বলেন যে দূতকর্ম্ম নয়।
যে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥

একভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখ বিলাস।
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব আর এক পরমা সুন্দরী ॥
অর্জ্জুন বলেন এত স্নেহ করে মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ গোচরে ॥
সত্যভামা বলিলেন বিলম্বে কি কাজ।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর রজনীর মাঝ ॥
পার্থ বলিলেন কহ এ অদ্ভুত কথা।
কে সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা ॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কি মত বিচার ॥
সত্যভামা বলিলেন ঘুচাও দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চোখে আপনার ॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী।
বিদ্যুৎ বরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দিন যদুকুল পতি ॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি লইব যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবী ॥
দেবী বলিলেন ইহা করিব কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল আধ পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে কাছ ॥
যে লোভে নারদ বাক্য করিলা রক্ষণ।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কি মতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবী নিন্দহ দ্রৌপদী।
ত্রিজগত মধ্যে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
যোলশত সহস্র যে অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোনগুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীন হীনকুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন অলঙ্কার।
যেখানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবী ইহা কোন গুণে কর ॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলা যত জগৎ বিখ্যাত ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিরে যতনে।
কহ শুনি পারিজাত হরণ কেমনে ॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণী সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

পারিজাত হরণ বিবরণ।

মুনি কহে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
পারিজাত হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এককালে নারায়ণ বিহার কারণ।
রৈবতক পর্ব্বতেতে করেন গমন ॥
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজাইয়া বীণা গান কৃষ্ণগুণ গীত ॥
পারিজাত দুই ছিলা বিণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন।
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ ॥
দেখিয়া আনন্দ যুক্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া করেন রুক্মিণীর সুকেশ ॥
এতেক রুক্মিণীদেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাত সুবেশ শোভিল সবা জিনি ॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন ॥
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
পথে মুনি যাইতে চিন্তেন মনে মন ॥
সত্যভামা অগ্রে কহি পারিজাত কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত সুতা ॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকা ভবন।
সত্যভামা গৃহে উপনীত সেইক্ষণ ॥

মুনি দেখি সত্যভামা করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ অর্পিলেন বসিতে আসন ॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ বাক্য মুনি মহামতি ॥
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়ে আমারে পূজিল পুরন্দর ॥
নরের অদৃশ্য পুষ্প দেবের দুর্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে কত করিয়া গৌরব ॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয় ॥
সে কারণে পুষ্প আমি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে ॥
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষণ করিলেন পরাজিত ॥
সে পুষ্প ভূষিবামাত্র ভীষ্মকদুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিল বিজিতা ॥
সবা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি
এবে জানিলাম কৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণী ॥
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে ধ্যান করি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যে কণ্ঠের ছিল হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার ॥
ছিঁড়িয়া পুষ্পের মালা খুলিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল ॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে২ হাসি।
রৈবত পর্ব্বতে অতি বেগে যান ঋষি ॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন ॥
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচার।
পুনঃ হেথা কিবা হেতু গমন তোমার ॥
মুনি বলে শুন প্রভু শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকা নগরে গিয়াছিলাম এখন ॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে২ হৈল পারিজাত কথা ॥
এমত করিবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিল পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে ॥

সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার করে হস্ত ঘনে ঘন ॥
সব সখি মেলি তার করয়ে প্রবোধ ॥
না শুনিয়ে কিছুই দ্বিগুণ বাড়ে ক্রোধ ॥
প্রাণ যাক্ প্রাণ যাক্ এই মাত্র ডাকে।
দেখিয়া কহিতে আইলাম যে তোমাকে
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি হবে কি হবে বলি চিন্তেন হৃদয় ॥
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া ॥
কি করিব বৈদর্ভী আপনি কর ক্ষমা।
তুমি যান যেমন চরিত্র সত্যভামা ॥
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে ॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী ॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি ॥
মোরে পুষ্প দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া পুষ্প কেন দিব তারে ॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি ॥
কোথায় পাইলা পুষ্প কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর ॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দনবন করয়ে শোভন ॥
চাহিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে ॥
গোবিন্দ বলেন মুনি যাহ তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা ॥
ক্ষীরোদ মথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি।
দেহ পারিজাত যে আমার ভোগ আছে
না দিলে সহজে পুষ্প কষ্ট পাবে পাছে

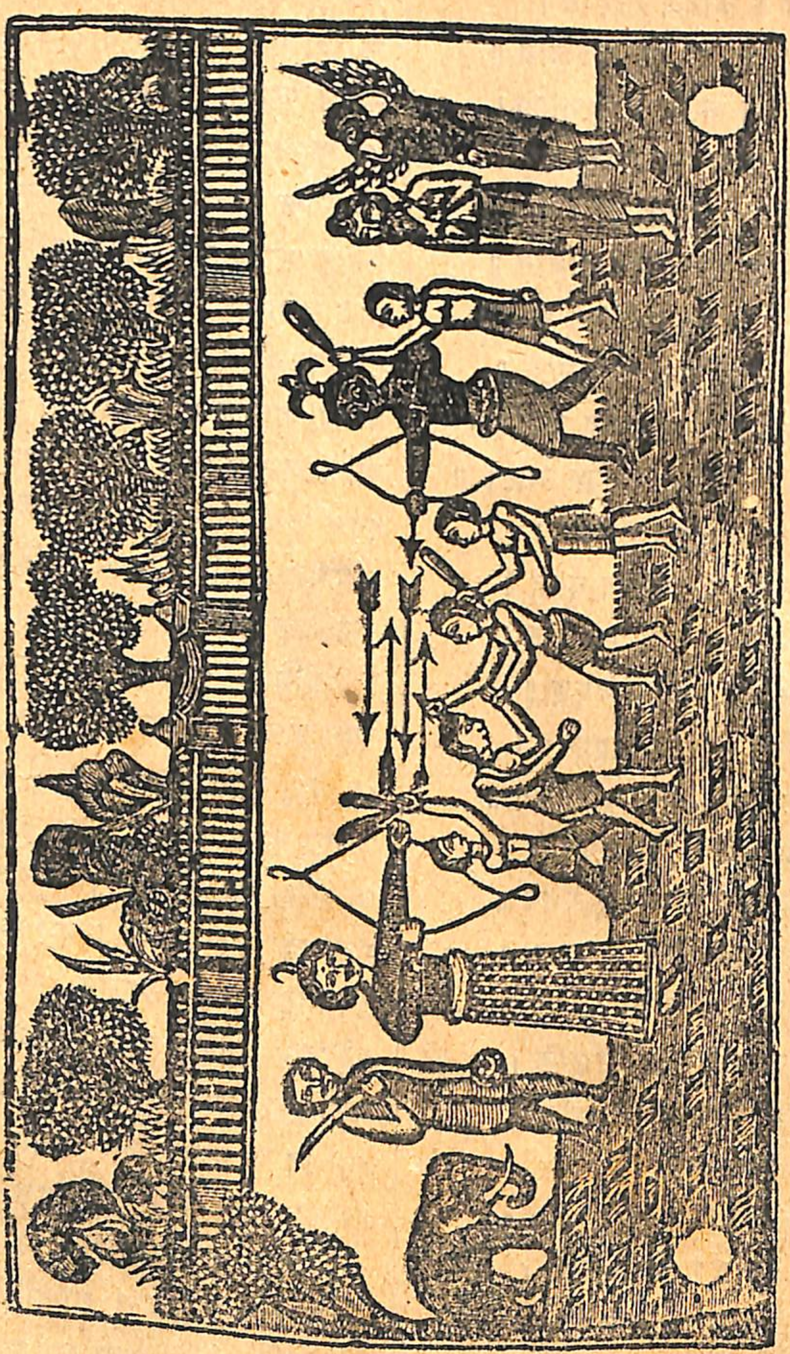
সম্প্রীতিতে প্রথমে মাগিবেন তপোধন।
না দিলে এ সব পাছে কহিবা কথন ॥
এত বলি নারদে পাঠান নারায়ণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে সাধু কর্ণ ভরি ॥

সত্যভামার মানভঞ্জন।

পড়িয়াছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর ॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশীকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে ॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজনী ধরিয়া সখীগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরণ ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে ॥
আপনি ব্যজন লৈয়া সখীর হস্ত হৈতে।
মন্দ বায়ু গোবিন্দ লাগিলেন করিতে ॥
গোবিন্দের গমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ষড়ঋতু লৈয়া যেন উপনীত কাম ॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র২ অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে ॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ আগমন ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখিগণে বলে ॥
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাসন বায়।
রুক্মিণী বান্ধব কি আইল হেথায় ॥
এত বলি মারে শিরে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা প্রাণ হেথা চাহ চক্ষু মেলি ॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দেও প্রাণপ্রিয়া ॥
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়ে।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়ে ॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে২ কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ বাণী ॥
মুখেতে তোমার সুধা অন্তরে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি এত বড় ক্রুর ॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা আমা করিয়া নিরাশ ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন দ্রব্য পারিজাত চিন্তি এত তাপ ॥
এক পুষ্প হেতু তোমা ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে ॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন ॥
আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে ॥
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বাম পাশে ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করেন শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চেন দুইজন ॥
উঠি কৃষ্ণ প্রভাতে করেন স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিজান ॥
কলহ বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের অগ্রে গদ গদ ভাষি ॥
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
কটুবাক্য আমারে কহিলা দেবরাজ ॥
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দূত ॥
দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মনুষ্যের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল ॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া ॥
এক দিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেন নন্দের ঘরণী ॥

বৃষ অশ্ব সর্প কত করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি প্রায় এত অহঙ্কার ॥
জরাসন্ধ ভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া আছে গিয়া সমুদ্র ভিতরে ॥
হেমজনে পারিজাত পুষ্প হৈল সাধ।
নাহি দিলে ব'লয়াছে করিব প্রমাদ ॥
হেন কটুত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্য জন নহে ॥
যাহ যাহ নারদ না থাক মোর কাছে।
কহ গিয়া করুক সে যত শক্তি আছে ॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হইল যুগল নয়ন ॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ব ॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার ॥
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন ॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকুলে পূজা লৈতে ক্ষম ॥
এত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুল নিবাস অমরাবতী ক্ষিতি ॥
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবত পরে।
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র করে ধরে ॥
আর অহঙ্কার তার সহস্রলোচন।
মত্ততা করিব দূর পূরির অঞ্জন ॥
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ কুম্ভস্থলে ॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি সেই তার বাজ।
ব্যর্থ করি হারাইল দেবের সমাজ ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাতি।
দেখি রক্ষা কেমন করিবে শচীপতি ॥
এই বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বর।
আগে দাঁড়াইল খগরাজ যোড়কর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই ইন্দ্রের নগরে।
আনিব তথায় পারিজাত তরুবরে ॥

গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভবনে ॥
নন্দন বনের সহিত ফুল পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ ॥
গোবিন্দ বলেন নহে অশক্ত তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করির সাক্ষাতে ॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন আরোহণ।
কৌমদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন ॥
ধরিয়া সারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ ॥
বেশ ভূষা করিলেন কিরীটি কুণ্ডল।
মেঘের শোভিত যেন মিহির মণ্ডল ॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজ মুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ আকার ॥
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিত কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব ॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ূর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ বসন ॥
সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম হরি চন্দন কস্তুরি।
কাঁকালে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি ॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাত ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুঝে চক্রপানি ॥
শুনি হরি তারে বসাইলেন যে বামে।
আনিলেক ডাকিয়া সাত্যকি আর কামে ॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ চল মম সঙ্গ।
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ ॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারিজন ॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব ॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা রক্ষণে।
শূন্য জানি আসি কি করিবে দুষ্টগণে ॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিয়া।
গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া ॥



শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকাসুরের যুদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রালয়ে গমন।

নারদের মুখে শুনিলেন নারায়ণ।
অদিতি কহিলেন যে কুণ্ডল কারণ॥
নরক আনিল বলে অদিতি কুণ্ডল।
লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে না মারিলে যায় স্বর্গের বসতি॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিয়া গমন।
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারী॥
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর নগরে॥
নন্দনকানন মধ্যে হৈয়া উপনীত।
দেখেন কুসুম রাজ গন্ধে আমোদিত॥

সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ২॥
সাত্যকি বলেন প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করিহ দ্বন্দ্ব ইহা ইন্দ্রেরে জানহ॥
ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঞি সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সহে॥
গরুড় আরূঢ় যে মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সর্ব্ব বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ॥
ক্রোধে থর থর কলেবর কাঁপে শক্র।
সহস্রলোচন ফিরে যেন কাল চক্র॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিল দেবরাজ॥
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার।
কি রূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্ত কুমার॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু বত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

অস্ত্রে২ দুইজনে মজিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে
কহ না ভারতি কেন এত গর্ব্ব তোর॥
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর।
মর্য্যাদা থাকিতে অগ্রে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া ইচ্ছা ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলে শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥

শাশুড়ির কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলে আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে॥
লুটিয়া পুটীয়া স্বর্গ কৈল ছার খার।
রাখিবারে না পারিল স্বামী যে তোমার॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন অধিকার
মথনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সবার॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
আজি আমি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে॥
নানা অস্ত্র দুইজন করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
দর্পক জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুইজন ছাইল গগন॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর।
তাঁর সহ জয়দের করয়ে সমর॥
খগেন্দ্র গজেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন॥
দর্শন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র মুণ্ড নখেতে বিদারে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈল বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত উপর॥
হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থির হৈল আখণ্ডল॥
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া পড়ি নাহি আমি॥

বাহন অস্থির হেল গরুড় আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে॥
ইন্দ্র বাক্য শুনিয়া বলেন ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান॥
পুনরপি মুখোমুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাই লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি॥
সুদর্শনে এইক্ষণে তিল২ করি।
মুনি বাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দেহ ফেলে বজ্রের উপর॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল আখণ্ডলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মহাদেবের যুদ্ধস্থলে গমন।

গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান॥
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদ কশ্যপ স্থানে গেলেন ত্বরিত॥
নারদ বলেন আছ কশ্যপ কি কাজে।
প্রমাদ পড়িল তব পুত্র দেবরাজে॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ তেঁই জীয়ে এতক্ষণ॥
দেবরাজ পরাক্রম কহিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হবে নিবারণ॥
দোঁহার মধ্যস্থ শিব বিনা অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হৈয়া ত্রিলোচন।
যুদ্ধ স্থানে গেলেন করিতে নিবারণ॥
খগেন্দ্রতে উপেন্দ্র গজেন্দ্রে ইন্দ্ররাজ।
যোগেন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ॥
কহিলেন শ্রীহরি করহ অবধান।
তব সম সমরে কি ইন্দ্র বলবান॥
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে প্রহার তারে না হয় উচিত॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গ ভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে॥
স্বতন্ত্র তাহারে উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পাইল সুরাসুর কুল॥
মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষ বামন আমি জন্ম তার পাছে॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি যে বিমুখ॥
একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি তার দ্বন্দ্ব করে ইহা লাগি॥
গোবিন্দের মুখে এত শুনিয়া বচন।
হয় হয় বলিয়া বলেন পঞ্চানন॥
গিরিশ বলেন ইন্দ্র হইলা অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
তাঁর সহ কর দ্বন্দ্ব না হয় বিধান।
মম বাক্য সুরপতি কর সমাধান॥
ইন্দ্র বলে সুরপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যত জন॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ॥
পারিজাত লয় যদি দৈবকী কুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মম কি রহিল আর॥
মহেশ বলেন হরি খর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি উদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ কৃষ্ণে হউক নিবারণ॥



শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র যুদ্ধে মহাদেবের গমন ও যুদ্ধ নিবারণ

ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন ।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান ॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠে যেন আছে ব্যবহার ।
তাহা না করিয়া কেন করে বলাৎকার ॥
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে ।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে ॥
শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দ চাহিয়া ।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া ॥
অজ্ঞানে হইয়া মত্ত দেব সুরপতি ।
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি ॥
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে ।
বিবিধ উৎপাতে রাখিয়াছ বারে বারে ॥
আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয় ।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয় ॥
পারিজাত ফুল লৈয়া যাহ বাধা নাই ।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥

আমার বচন দেব করহ পালন।
শিব বাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ ॥
গেলেন গোবিন্দে লৈয়া শিব ইন্দ্র স্থানে।
প্রণাম করেন হরি কনিষ্ঠ বিধানে ॥
তুষ্ট হৈয়া দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া ॥
যাবৎ থাকিবা তুমি অবনী মণ্ডলে।
তাবৎ থাকিবে পুষ্প আসিবেক কালে ॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

গরুড় কর্ত্তৃক ইন্দ্রে লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন ও কৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ।

শচীরে দেখিয়া হাসি সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান ॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে ॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী হইল সম্পূর্ণ।
বলেছিলা গর্ব্ব আজি করিব হে চূর্ণ ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
নহিলে নহিত আছে পুষ্প পারিজাত ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী কেন কর দুঃখ মন ॥
যতেক দেখিলে প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনে ॥
আপনার নমস্কার করি যে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা কেন কি কারণে
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মিত হইলা ॥
সহস্র লোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষ শচীর হাস্য দেখি অঙ্গ দহে ॥
কৃষ্ণ কহেন আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর ॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ ॥
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাবে ইন্দ্র তোমার চরণে ॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দেবকী তনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তথির কারণে ইন্দ্র আমি মান্য করি ॥
ইন্দ্রেতে আমাতে কিসে সম্বন্ধ নির্ণয়।
কভু অবতার মম ধরণীতে হয় ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন ॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার ॥
কর্ম্মবলে বলি লৈয়াছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন ॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল ॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি।
সকল জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি ॥
তাহারে মারি যে আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে ॥
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ॥
মৃত্তিকাতে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ে সতীর চরণে ॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে এখনি অন্যে দিব স্বর্গপুর ॥
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর ॥
না করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে ॥
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন ॥

বলিরে করিব আজি স্বর্গ অধিপতি।
সাধুসেবা গুণে বলি আমারে ভকতি॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত॥
সবিনয়ে বচন বলেন খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর॥
মন্বন্তরে বলিরে করিয়া অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণ ডাক হরি॥
কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিলেন আজ্ঞান কেন হও পুরন্দর॥
যাহার পালন সৃষ্টি সৃজন যাহার।
যেই প্রভু তোমায় দিয়াছে অধিকার॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর যে চরণেতে তোমা ফেলাইব॥
আমার বচনে যদি না হও প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লবে বাড়িল যে ক্রোধ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি
খগেশ্বর বলে সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ সম্মুখে লইয়া যাব তোমা॥
এতবলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কতদূরে পড়ি আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণতি পড়িল দেবরাজ॥
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায় ক্ষিতি,
সহ যত অমর সমাজ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী দেবমাতা।
তুমি অধ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি ধাতা চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা॥
অনাদি পুরুষ প্রিয়া, কে জানে তোমার
ক্রিয়া, মায়াতে মনুষ্য দেহ ধরি।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি॥
দেব পতি বহুখেদে, না পাইল চারিবেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈল
গর্ব্ব, না জানিনু তোমার চরণ॥
করহ আমারে কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধি রূপা,
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্বগৃহে জননী রূপিণী॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমাকর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মিতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানি তোমার তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর॥
এত বলি সুরপতি, পুনঃ২ লোটে ক্ষিতি,
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার, ছত্রদণ্ড অলঙ্কার,
ধূলি লোটে এলাইত বাস॥
ধূলিতে লুণ্ঠিত তনু, নয়নে পূরিল রেণু,
দেখিতে না পায় পুরন্দর।
দেখি চিত্তে দিল ক্ষমা, আজ্ঞা কৈল সত্য-
ভামা, ইন্দ্রেরে উঠান খগেশ্বর॥
মন্দাকিনী জল দিয়, চক্ষুধৌত কর গিয়
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।

শুনিয়া সতীর বাণী, লয়ে মন্দাকিনী পানি,
স্নান করাইল শ্রীবাসবে।
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া, ঐরাবতে আরোহিয়া,
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্পপারিজাত,নারদে করিয়া সাত,
দ্বারকা গেলেন যদুরায় ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে বিনাশ ব্যথা,
অধর্ম্ম সকল হয় নাশ।
কমলাকন্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

সত্যভামার ব্রতারম্ভ।

রোপিলেন পুষ্পরাজ সত্যভামা দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে ॥
শত শত পূর্ণচন্দ্র যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত করে আভা ॥
উপরে চন্দ্রমা বান্ধে দিয়া রত্নবাস।
তাঁর তলে কৃষ্ণ সহ করেন বিলাস ॥
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর ॥
নারদ বলেন দেবী কি করি বাখান।
না হইবে নাহি হয় তোমার সমান ॥
দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ ॥
এক্ষণে করহ দেবী ইহার যে কাজ।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ ॥
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগ আগুলি।
জন্মে জন্মে করিবে গোবিন্দ লৈয়া কেলি
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥
এ ব্রত করিয়া ছিল পুলোমানন্দিনী।
সোহাগে আপনি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
পর্ব্বত নন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী ॥
আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে এই ব্রত করাহ এক্ষণে ॥
নারদ বলেন লহ কৃষ্ণ অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে একক তব পতি ॥
নাহি জান দেবী তুমি এ ব্রত বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হবে স্বামী দ্বিতে দান ॥
সত্যভামা বলিলেন কহ কেন মুনি।
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী ॥
করিব গোবিন্দ দান যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে বিস্ময় ॥
মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ কোটি।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি ॥
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ন আন ॥
নারদের বাক্য মত সব আয়োজন।
সুভদিনে করিলেক ব্রত আরম্ভণ ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ কহেন স্বীকার ॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ ॥
হইল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত ॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানি ॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ।
স্বস্তি বলি নারদ দিলেন হাতে হাত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

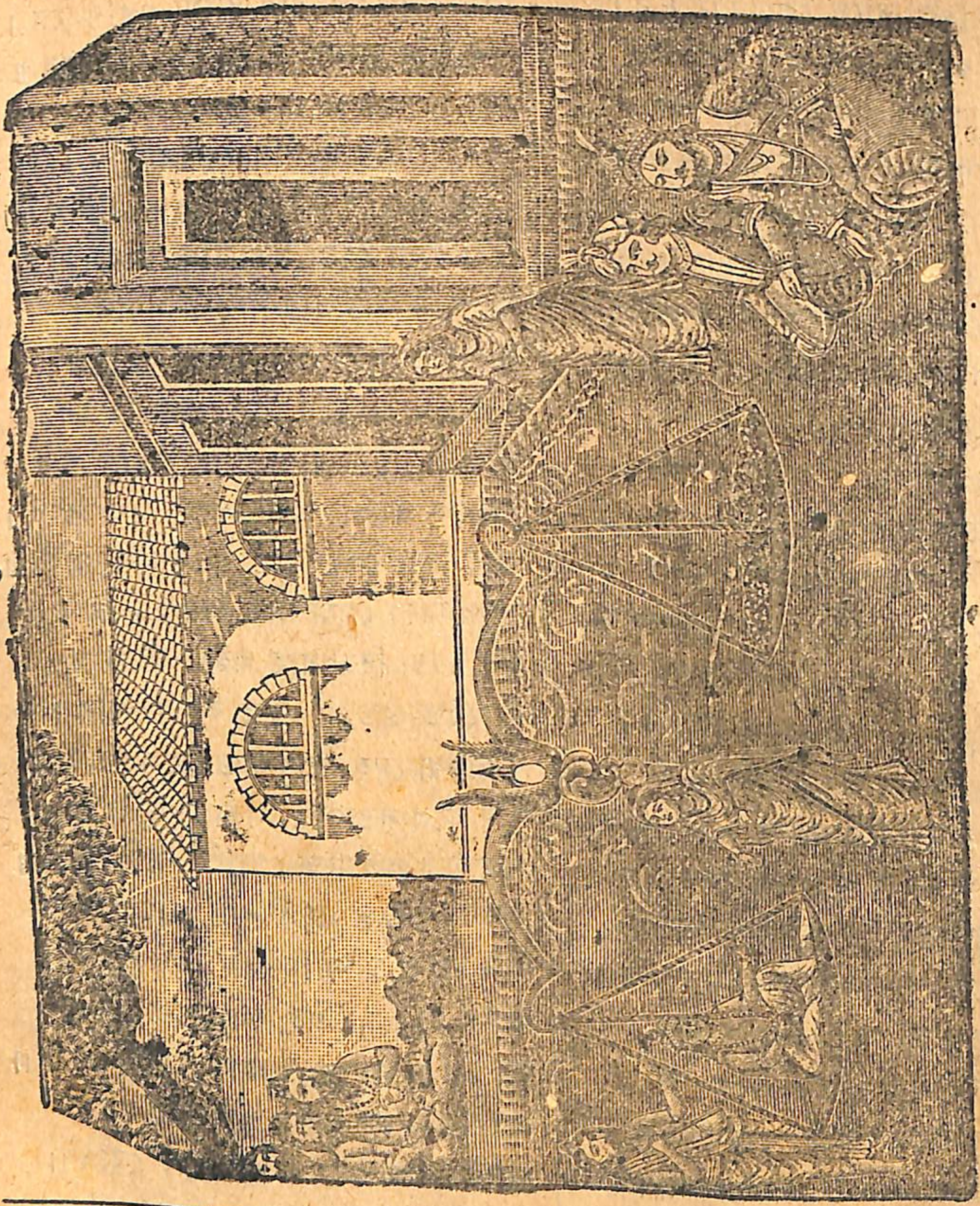
শ্রীকৃষ্ণ দান পাইয়া নারদের গমন।

ঊর্দ্ধবাহু নারদ নাচেন হৃষ্টমনে।
দক্ষিণার ধন দেহ দরিদ্র ব্রাহ্মণে ॥

নারদ দ্বারকা নাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নরনারী॥
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ॥
এক্ষণে গোপাল আর এ বেশে কি কায।
তপস্বী হইয়া ধর তপস্বীর সাজ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গ জটা।
কনক পইতা ফেলি লহ যোগ পাটা॥
কনক মুকুতা হার ফেল বনমালা।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছালা॥
মুনির বচনে হরি ত্যজি সেইক্ষণ।
হৈলেন তপস্বীবেশ দৈবকী নন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে২ যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা।
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দয়ে যাদব নারী যত আর শিশু।
আছুক অন্যের কায কান্দে বনপশু॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কাঁদে ভূমিতলে পড়ি।
দৈবকী রোহিণী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
পাছে২ চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন যে তোমরা যাহ কোথা॥
রুক্মিণী বলেন তুমি লৈয়া যাবে যথা।
নারদ বলেন কি তোমার প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণ দান পাইল মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল সহস্র রমণী॥
মুনি বলে রুক্মিণী মিছা কর দন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করহ বলি ভাল মন্দ॥
যখন করিল দান সত্রাজিত সুতা।
তখনিত কেহ না কহিলা কোন কথা॥
তার অগ্রে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত তব কোন প্রয়োজন॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায়॥
প্রাণনাথ লৈয়া যাহ আমা সবাকারে।
কহ মুনি আমরা রহিব কোথাকারে॥

শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান।

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যান।
বিষণ্ন বদন হৈয়া সত্যভামা চান।
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুলী সমান।
দুইহাতে আগুলিয়া মুনিরে রহান॥
বুঝিনু নারদ মুনি চাতুরালি তোর।
ভাড়িয়া লইয়া যাস প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাণ্ডায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাচ দিয়া লৈয়া যাহ কাঞ্চনের মালা॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাও পরশ রতন।
সুধু কায়া দিয়া যাহ লইয়া জীবন॥
না হইত ব্রত না হইত কার্য্য আর।
বাহুড়িয়া দেহ প্রাণপতি যে আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্য ভ্রষ্ট হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দ দান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি দিই কি কারণ॥
একক দেখিয়া যাহ বল করিবারে।
মম ঠাঞি লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এতবলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনি মুখ দেখি॥
সত্যভামা বলেন না তব ক্রোধ ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাব ভস্ম করি॥
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি সেই মম সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুঃখ॥
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিলা ইন্দ্রাণী।
পূর্ব্বেতে করিল আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব পাইল স্বামী কেমন করিয়া॥
নারদ বলেন সর্ব্ব ভক্ষ্য হুতাশন।
চারি মুখে ধরে তারে প্রচণ্ড কিরণ॥
তাহারে লইয়া সতী কি করিব আমি।
সেকারণে তাহারে ফিরিয়া দিনু স্বামী॥



তুলাদান।

পার্ব্বতীর পতি রুক্ষ বলদ বাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাথে অঙ্গে ফণিগণ ॥
নিরন্তর ভূত প্রেত লইয়া তার মেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা ॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন
কভু ঐরাবতে কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিহ আছে স্বর্গে আমার হইয়া ॥
তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপমা ॥

যথায় যাইব তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥
জন্মে২ এই মম মনে বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের বলে বিধি মিলাইল ॥
নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাঁকে।
তাঁহাকে পাইয়া আমি দিব কি তোমাকে
একথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা।
নাহি জ্ঞান সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হইল দয়া।
নারদেরে বলেন ছাড়হ মুনি মায়া ॥
নারদ বলেন কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রত ফুলে মন ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন হয় সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান যে হইল মতি॥
শরীর নাহিক প্রাণ হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে॥
দেখিয়া সতার কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বার বার॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ॥
নারদ বলেন দেবী এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর॥
গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রের লিখন॥
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ॥
করহ তুলের সজ্জ যে আছে বিহিত।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত॥
আজ্ঞা পায়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনকে নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ॥
এক ভিতে চড়াইল দৈবকী নন্দনে।
আর ভিতে চড়াইল যত রত্নগণে॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল॥
রুক্মিণী কালিন্দা নগ্নজিতা জাম্বুবতী।
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল্য নহে।
ষোড়শ সহস্র কন্যা নিজ ধন বহে॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লয়্যা॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকা বাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্বজন॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন॥

উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলালি এই মুখে।
রত্নে জুকি উদ্ধারিতে নারিলে স্বামীকে॥
শিশু প্রায় পুনঃ২ করস রোদন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিবি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ হাতে॥
শুনি সত্যভামা মুখে উড়িল যে ধূলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্তচুলি॥
হেনকালে কান্দে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব॥
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বার বার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর॥
চিন্তিয়া বলেন সবে মম বোল ধর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর॥
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।
কোন দ্রব্য সম করি তুলিবা তাঁহাকে॥
এতবলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাতে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ॥
দেখি উল্লাসিত হৈল সকল রমণী।
সাধুবাদে উদ্ধবের হৈল মহাধ্বনি॥
কৃষ্ণ নাম গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণ নামের মহিমা॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নামধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্ত করি দৃঢ়॥
হরি২ বলিয়া পাইবে হরি দেহ।
হরির মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ॥
নামপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান॥
পারিজাত হরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা হরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হবে ভবপার॥
পারিজাত হরণে হরিষ রস কথা।
শ্রবণে শুনিলে ঘুচে সংসারের ব্যথা॥

পুরুষ শুনিলে হয় হরিপদে মতি।
নারীজন শুনিলে সৌভাগ্যবানবতী ॥
আয়ু ধন যশ বাড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
কাশীদাস কহে তাহা করিয়া প্রমাণ ॥

সুভদ্রা অর্জ্জুনের গন্ধর্ব্ব বিবাহ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
পিতামহ কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে।
ভদ্রা পার্থে স্বয়ম্বর হইল যে মতে ॥
বলিলেন ইহা যদ বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহারে কহিলেন সবিনয় ॥
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি ॥
ভণ্ডতা করিতে হইয়াছ ব্রহ্মচারি।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥
অর্জ্জুন বলেন স্তুতি কর সত্যভামা।
নিশাশেষে নিদ্রা যাই কর আজি ক্ষমা ॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করে দেশ দেশান্তরে ভ্রমি ॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে ॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতি।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাহ সতী ॥
সতী বলিলেন আইস করিব উপায়।
এতবলি ভদ্রা লইয়া গেলেন আলয় ॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্র তারে আনেন ডাকিয়া ॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্ম অনাহারী পারি মোহিবারে ॥
এতবলি সিন্দুর পরিয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
যাহ দেবী এক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিল ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥
শুনিয়া রতির বাক্য আনন্দ হইল।
পুনরপি ভদ্রা তথা গিয়া উত্তরিল ॥
হস্ত দিতে কপাটেতে খিলানি ঘুচিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল।
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রিমা।
চিত্র বিচিত্র যেন কণক প্রতিমা ॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি।
যাহ শীঘ্র এথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব যে খড়্গে ॥
এতবলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরথরি ॥
সিঁতায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়িল পার্থ হইয়া বিহ্বল ॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে ॥
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে ॥
আইস বৈসহ ওহে তুমি প্রাণসখি।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি।
নহি২ করি ভদ্রা মুখে বস্ত্র ঢাকে।
জাতি নাশ কর কেন ছাড়২ ডাকে ॥
ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার ॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিত সুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কে করিছে এথা ॥
সুভদ্রা বলেন সখী দেখনা আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া ॥
সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী ॥
কিমতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
বসুদেব সুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি ॥
বলেন বিনয় বাক্যে পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর ॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর ॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ ॥

অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছয়ে যে ধর্ম্ম॥
পাঁচ সাত সখী মিলি দিল হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি
হেনমতে দোঁহাকার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহেন সব গিয়া॥
সত্যভামা বলেন যে আজ্ঞা কৈলা তুমি।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব সমাজ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন সতী এইমত হয়॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুন নাহি প্রীত।
পার্থে দিতে তাহার নহিবে মনোনীত॥
সত্যভামা বলেন উপায় কিবা করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি॥

অর্জ্জুন সহ বিবাহে বলরামের অসন্মত।

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
একক বসিল সব যাদব প্রধান॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রুর সারণ গদ মুষলী মাধব॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বিবাহের যোগ্য যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুবতী।
উভয়ত ষড়কুল হয় অধোগতি॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারের লাজ।
একারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায়॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মন কুন্তীর কুমার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থযোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলেন কৃষ্ণ চিত্তে হইল আমার॥
সাত্যকি বলেন যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে ভদ্রা পাইবেন স্বামী অর্জ্জুনকে॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল২ বলি বলে যাদব সকলে॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্ত চক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর॥
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারনে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে॥
কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চকুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন॥
বলে জিত মত্ত শত সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প ধনে জিনে বৈশ্রবন॥
অর্জ্জুনের শতাংশ না গনি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে॥
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনানগর।
দুর্য্যোধনে এথা নিয়া আসুন সত্বর॥
শুভদিন করহ করিতে শুভকার্য্য।
রাজগণ আনাইব যত রাজ রাজ্য॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হয়ে কেহ না দেন উত্তর॥
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দিল জনে জনে॥
দুর্য্যোধনে লিখিয়া দিলেন সমাচার।
সুসজ্জা হইয়া আইস বিবাহ তোমার॥

সুভদ্রা হরণের উদ্যোগ।

দিন অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়॥
উঠি গেল যদুমণি যার যে আলয়।
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি॥
গোবিন্দ বলেন সখী কি করে বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ॥

বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে॥
শুনি সত্যভামা হৈল চমৎকার চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে॥
বলিলেন কহ দেব কি হবে এখন।
অনর্থ হইল এত সুভদ্রা কারণ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিবে কি হে অন্য বরে বিয়া॥
গোবিন্দ বলেন দেবী কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি নহ উতরোল॥
সত্যভামা বলেন বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে॥
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবা যদুকুলে॥
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ॥
স্ত্রীলোকেতে জানে স্ত্রীলোকের বেদন
শাশুড়ীর অগ্রে আমি করি নিবেদন
এতবলি উঠি গেল দৈবকী সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরণ॥
শুন২ ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
কুল লজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন॥
সুভদ্রা আশক্ত হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িবে নিশ্চয়ে॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনে এখন হইবে বর আর॥
শুনিয়া দৈবকী দেবী হইয়া বিস্মিতা।
বলভদ্র গৃহে যান রোহিণী সহিতা॥
দৈবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥
রূপে গুণে কুলে শীল সকলে বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন॥
রাম বলে জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবের জন্ম কথা সকল জানহ॥
আমার কুটুম্ব যোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধ মাতা সব নষ্ট হয়॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্ব যোগ্য হয় কুরুসুত॥
তিন লোক বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেনজনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত॥
রোহিণী বলেন তাত সবার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সবাকার মন॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্বগুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।
তাম্র দুই চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বাতুলের বাক্যমত কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন॥
গোবিন্দের কথা যত করিলে স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার॥
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভালমন্দ সেই বন্ধু হয়॥
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে॥
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুইজনে বিষণ্ণ বদনী॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন।
কৃষ্ণের কোন পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন
না কহ আমারে ইহা মুনি কি কারণ।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন॥

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর॥

ভানুমতি গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্ব গুণান্বিতা॥
ভুবনমোহিনী কন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণা।
সে কারণে তার নাম থুইল লক্ষণা॥
বিবাহ সময় কন্যা দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণ।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থান॥
আইল যতেক রাজা কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপম॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দ না শুনি শ্রবণে॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণ ধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি॥
সবাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পায় শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির॥
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কি মতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন॥
অলক্ষিত একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে॥
অনুপম মুখ তার জিনি শরবিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল প্রিয়বন্ধু॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রুভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥
খঞ্জন গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রচিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত॥
বিপুল নিতম্ব গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে রচিত মণি নূপুর রসাল॥
নির্ধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিলা বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য উদয় করিল পূর্ব্বভিতে॥
দৃষ্টমাত্র রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্বুবতী সুতে পীড়িত মদন॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেক রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে॥

ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লয়ে ধায় যতেক কৌরব॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণতুল্য সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্যবাণ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রুভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি২।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি॥
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে অগ্র হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয়॥
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস অগ্রেতে আমার॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণবীর এড়ে অস্ত্রগণে॥
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নারি বিনাশিতে শাম্ব পড়িল বন্ধন॥
ধরিল২ চোর বলি শব্দ হৈল।
কাট লৈয়া বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল॥
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লৈয়া কাট এই পথে॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া নিল করিয়া বন্ধন॥
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর কাহার নন্দন॥
কর্ণ বলে,মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোরপুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড় কড় দশন কচালে করে কর॥
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুরি করি সব ঠাঁই এইমত লয়।
সহজে চোরের জাতি নাহি লাজ ভয়।
সর্ব্বস্ব করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন॥
সভাতে এ সব লজ্জা করিল আমায়।
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায়॥

এতেক বলিলা যদি কুরুর নন্দন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলেন যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ॥
ভাই২ বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল কামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক দুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি ব্রজনাভ সুতা॥
পৌত্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষ চোর বিখ্যাত ধরণী॥
শুনিয়া বিষণ্ণ মুখ হৈয়া ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা করা সবার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি সেই চুরি করে।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারে
দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
তাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ॥
মম কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার॥
যুধিষ্ঠির কন কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন কর্ম্ম কথা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তারে কাটি ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থাকিবে আর॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোনজন॥
দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লয়ে এইকালে॥
এক্ষণে শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব চোরেরে আমি কারে না ডরাই॥
দুর্য্যোধন বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইল জেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর॥
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্ব চুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গধর্ম্ম তোলে॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাতে হৈতে খড়্গচর্ম্ম লইল কাড়িয়া॥
তাহারে বলিল তোর কি মত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এতবলি ছিড়িল যে বন্ধনের দড়ি॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে॥
জাম্বুবতী নন্দন যে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরহরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয় সবাকারে।
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত॥
কুলের কলঙ্ক সেই অধর্ম্ম আচার।
হেন জন মারিতে সহায় হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির বলেন ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এইরূপে সভামধ্যে আছে কোনজন॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণ পুত্রে দিবে কন্যা কুলের আচার॥
উহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা।
পূর্ব্বাপর হৈল কন্যা কলঙ্ক করিবা॥
কে আর করিবে বিয়া পৃথিবী মণ্ডলে।
সভাতে দেখিল শাম্ব করিলেন কোলে
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায়॥
মারিব দুষ্টেরে আমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হৈল তোমার।
কৃষ্ণ পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন॥
এতবলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
অবিরত ঘুরায় যে মস্তক উপর॥

ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইতে ছাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর মহারণডঙ্কা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কহে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থানে।
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কেনে॥
বন্দী করি রাখ শাম্ব আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার কার্য্য করিব পশ্চাতে॥
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্রে যদুবলে আসিবে অচ্যুত॥
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
তবেত মারিব এরে ঘরেতে আছয়॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাল ভাল করি।
দুর্য্যোধন বলে দেহ চরণে শিকলি॥
চরণে নিগড় দিয়া দিল গুরু দ্রোণ।
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন॥

শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া
নারদের গমন।

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদ গদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের ক্ষমতা॥
দুর্য্যোধন দুহিতার স্বয়ম্বর কালে।
স্বয়ম্বর স্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে॥
যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধকরি রাখিয়াছে ভীষ্মের গৃহেতে॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে প্রাণ মাত্র শেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিবা সব করিবা শ্রবণ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদুসৈন্য হইল বাহির॥
এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে॥
এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া॥
হস্তিনানগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধন দূত পাঠাইলেন ত্বরিত॥
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বদ্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
যে হইল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনিদেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরহর অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন॥
যে বাক্য বলিলে তুমি গুরু বলি মানি।
অন্য হৈলে সে জন দেখিতে এখনি॥
পাঠাইল পুত্র হেথা চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূকে দেহ পাঠাইয়া॥
কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাই দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে২ নিজ গৃহে যাহ আপনার॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন॥
ক্রোধে হল মুষল নিলেন তুলে হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে॥
ক্রোধে থরহর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে॥

রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিতে যেন পড়ে গঙ্গাজলে ॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার ॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি ॥
করযোড়ে করুণা বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি অনন্ত তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
তুমি ক্রোধী হৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে এ হস্তিনা কোন ছার
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারীগণ।
বিশেষে তোমার বধু আছয়ে নন্দন ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে ॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ শাম ॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥
লক্ষ্মণার সহিত লইয়া দোঁহা রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে ॥
দেখিয়া সানন্দ হৈয়া রেবতীরমণ।
পুত্রবধু লয়ে শাম্বে করেন গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান ॥

সুভদ্রার বিবাহ কারণ সত্য-ভামার মহাচিন্তা।

মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি ॥
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলে সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণী ॥
না দিলে মরিবে পার্থ মারিবেক ক্রোধে
আর কত মরিবেক তা সহ বিরোধে ॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ ॥
গরল খাউক কিম্বা প্রবেশুক জলে।
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে ॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী আকুল পরাণ।
পুনঃ উঠি যান দেবী গোবিন্দের স্থান ॥
দেবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করান দেবী তাহা অবগত ॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার ॥
দূত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয়।
সতী বলে আমি যাই দূত কর্ম্ম নয় ॥
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখেন সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন ॥
সত্যভামা বলেন কি নিশ্চিত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ তুমি না জানহ ॥
পার্থ বলিলেন দেবী কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবী তব যুগ্মপাদ ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান ॥
গোবিন্দ বলেন সখে কর অবধান।
পিতৃ আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান
লাঙ্গুলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এতবলি দূত পাঠাইলা সেই স্থানে ॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার ॥
এই কথা হেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে ॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব সবার গোচর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লইয়া করহ গমন ॥

মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে ॥
সেই রথে লয়ে তুমি করিবা গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ॥
এতেক বলেন যদি দৈবকীকুমার।
অর্জ্জুন বলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার ॥
হেনমতে বিচার করিয়া দুইজন।
নিজ গৃহে চলিলেন করিতে শয়ন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নানদান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান ॥
এতেক অনর্থ হবে রাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
বলিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া ॥
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া ॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ ॥
তিনি কহিলেন যাহা করিবা সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ ॥
হেনমতে সপ্তনিশা গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগনীপতি হবে দুর্য্যোধন ॥
দেশে২ হইতে আনায় বন্ধুগণ।
বিবাহ সামগ্রী হেতু করে নিয়োজন ॥
স্থানে২ বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধন পাণ্ডবের ভয় নাহি আর ॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এখন ॥
কেহ বলে কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত ॥
বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগায়।
কৃপাচার্য্য বলে ইহা কদাচিত নয় ॥
দুর্য্যোধন অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয় ॥
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃতান্ত দূত কহিল তখন ॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত ॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করি স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহণীকুমার ॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় এই যা হয় পশ্চাতে ॥
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন পাবে লজ্জামাত্র।
যে কেহ করুক বিয়া মোরা বরযাত্র ॥

দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন।

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল কর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ কারণে ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেব ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর ॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মন।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমন ॥
সহদেব বলেন শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত ॥
সত্যভামা বিবাহ দিলেন লুকাইয়া।
হরির আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া ॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের কারণে ॥
ইহার উচিত বিধি করিব আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হবে নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয় ॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্য ভীম করহ গমন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী দলে চলেন সত্বর ॥

আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
দুর্য্যোধন বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন তোরা সবাই অবোধ॥
হেথা হৈতে দ্বারাবতী আছে দূরদেশ।
এই স্থানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে তাহা কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন কন্যা বিবাহেতে যাহ বরবেশে।
তোমার নিকটে দূত পরশু আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণ সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁইত বলিনু বরবেশ নাহি কাজ॥
পিছে কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্য চলিল বীর বেগে॥
বিস্মিত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় আমার অন্তর॥
কেনা জানে ভীমের যেমন বুদ্ধি খল।
বরবেশে দেখি আত্মা হইল বিকল॥
বাতুলের প্রায় বলে যা আইসে মুখে।
চল শীঘ্র দেখিয়া ফাটয়ে যেন বুকে॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণী নক্ষত্র শেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহরে কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কালি রাত্রি শ্রেষ্ঠলগ্ন বৈবাহিক তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥

সুভদ্রা হরণান্তর অর্জ্জুনের গমন।

বলভদ্রের আজ্ঞা পাইয়া নারীগণ।
পিটলি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী কূলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনেরে ডাকিয়া বলেন নারায়ণ।
অর্জ্জুন শুনিলা যে আইলা দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস আজ্ঞা দেন হলপাণি।
স্বরস্বতী কূলে গেল সুভদ্রা ভগিনী॥
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে॥
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে॥
যা কহিবে অর্জ্জুন না করিহ অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথা॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজায়ে আনিল রথ অর্জ্জুন গোচর॥
সুসজ্জা হইল পার্থ লৈয়া ধনুঃশর।
খড়্গ ছুরি গদা শেল চক্র লৈয়া কর॥
কৃষ্ণ রথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ স্বরস্বতী তীর॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে অর্জ্জুন চলেন পদব্রজে॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণে।
সুভদ্রা ধরিয়া লয় কুন্তীর নন্দনে॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাগণ সব।
ধর ধর বলি ডাকে মাররে পাণ্ডব॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি॥
না পলাহ বলি তোর পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল॥

ধনগুর্ণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমিষে কাটেন তিন লক্ষ সভাপাল॥
সভাপালে মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমিষে গেলেন পার্থ দশ ক্রোশ পথ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিক ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে॥
কেহ স্নানে কেহ দানে ভোজন শয়নে।
যে যথা আছিল সে ধাইল সর্ব্বজনে॥
চড়িতে তুরঙ্গ রথ না হইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হইল কামপাল॥
ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে কর পদ।
যুগল নয়ন যেন স্ফুট কোকনদ॥
ধর ধর বিনা শব্দ নাহি কার মুখে।
ধর গিয়া বলি বলে যারে আগে দেখে॥
কামদেব সাজিয়া চলিল মীনধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটী গজে॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা করিলেন রাম।
সবার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম॥
সারণ আইল সঙ্গে রথ কোটি সাতে।
গজ অশ্ব পতাতিক নানা অস্ত্র হাতে॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্য সারণ বীর চলিল সত্বর॥
ক্রোধে বলভদ্র তনু কাঁপে থর থর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর॥
প্রলয় মেঘের শব্দে ডাকে যত গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিড়িয়া পড়িল বনমালা॥
রাম বলেন এত গর্ব্ব পাণ্ডবের হৈল।
শ্বা হইয়ে যজ্ঞ হরি লইতে ইচ্ছিল॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা করিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ী অজ্ঞাত যেন ধরে কালফণী॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের ভয়॥
হেন দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি লয়ে যায় ভগিনী আমার॥

এই দোষে তোরে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
তাহারে মারিবা যে হইবে তার অংশে।
পৃথিবী খুজিয়া আজি মারিব সবংশে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব লয়ে সমুদ্রের জলে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শক্রু করিবে রক্ষণ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া কৃষ্ণ তার সহ কৈল প্রীতি॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এতবলি বাহির হলেন রাম সাজি॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্র হস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাকে বলি দূতে দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয় সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥

যাদবগণের অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান।

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন॥
না পালাও শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলয়ে অর্জ্জুন॥
ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্রনীত॥
এ কর্ম্ম করিতে শক্ত নহিবে অর্জ্জুন।
পলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ॥
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লইব কিবা ইন্দ্রের নগর॥

কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন।
যথায় কহিবা রথ লইব এখন ॥
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কিমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে ॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিব চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরঙ্গ চালাইতে ॥
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পশ্চাতে আমার ॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় আমি কি কাজ জীবনে ॥
কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে ॥
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
যে হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া ॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুল হিত।
নারিবে সারথি কর্ম্ম করিতে উচিত ॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষ রণস্থলি।
ফেলহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কড়িয়ালি ॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এতবলি ছড়ি কাড়ি লইল সত্বর ॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে ॥
একপদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলেন বাহুড়ি ॥
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে ॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল অশ্ববর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর ॥
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হৈয়া রণেতে পড়িল সর্ব্বজন ॥
বিদ্যুত বরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় হৈয়া মেঘের ভিতর ॥
অনেক মারেন সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটিং রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর ॥
রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাঁতারে।
কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে ॥

কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের
রণজয় সংবাদ।

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত গিয়া করিল প্রণাম।
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে ॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন ঠাঁই থাকে তাহা কেহ নাহি দেখে।
নানাবর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি অস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে ॥
সেই সে সবারে মারে কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে ॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার ॥
মুষলী বলেন দূত কহ সত্য কথা।
এমত তুরঙ্গ রথ পাইল সে কোথা ॥
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরে সুগ্রীবাদি হয় ॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে ॥
দূত মুখে বলভদ্র শুনি এই কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেঁট মাথা ॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে ॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ ॥
এতবলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম ॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
নারায়ণে ক্রোধে না চাহেন বলরাম ॥
গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামি।
তব পদে কোন অপরাধ করি আমি ॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম্ম।
ভদ্রানিতে পার্থ বল নহে এই কর্ম্ম ॥

নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলে তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ আর দিব কারে॥
গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ে পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ॥
কিমতে জানিব হে সুভদ্রা লবে হরি।
নর মায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি॥
ইথে অকারণ প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা॥
দূত বলে দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক বচন।
এই কথা বুঝহ করহ অনুমান॥

দূত কর্ত্তৃক যদুগণের পরাজয় বার্ত্তা।

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলে যদুনাথ॥
আজ্ঞা দেহ আমি এবে করিব কি কায।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল তোমার সমাজ॥
কামদেব মহাবীর যাদব প্রধান।
তিনলোক মধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
তিল২ গেল কাটা শর ধনুর্গুণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার॥
কাহার নাহিক অস্ত্র কার ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকী কুমার॥
মম বাক্য শুন প্রভু দেখিয়া স্বচক্ষে।
না পারিবে অর্জ্জুন কু[illegible]রগণ পক্ষে॥
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী কর্ম্ম দেখ মহাশয়॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা॥
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা॥
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন॥
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়॥
প্রিয়ম্বদ একজন যাউক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনিয়া তারে করাহ বিবাহ।
সম্প্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥

দুর্য্যোধনের অভিমানে স্বদেশে যাত্রাও পার্থের পুনরাগমন।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যাদব সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥
শুনিলা নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম পাণ্ডুর নিষ্ঠুর॥
যে কন্যা নিমিত্তে রাম আনিলেন মোরে।
দেখুক দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে॥
কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি॥
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী নন্দন।
শীঘ্র যায় কর্ণ বীর লোহিত লোচন॥
বৃকোদর বলে কোথা যাস সূতাসুত।
অর্জ্জুন ধরিতে যাস শুনিতে অদ্ভুত॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ॥

এত বলি লাভ দিয়া পড়িল ধরিণী।
গদা ফিরাইয়া যান যেন দণ্ডপাণি॥
বিদুর বলিল তাত শুন দুর্য্যোধন।
পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে চলিল॥
সসৈন্য আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলি॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান॥
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন।
কোনলাজে দেখাতাম রামেরে বদন॥
এইমতে লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার॥
অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হইবে কুপিত॥
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন।
এতবলি মুক্ত করি দিলেন তখন॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি॥
অগ্রসরি লইলেন আসি নারায়ণ।
হুলাহুলি দিয়া নিল যতেক স্ত্রীগণ॥
রত্নময় সিংহাসনে দোঁহারে বসান।
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান॥

খাণ্ডব বন দাহন।

কত দিন পরেতে অর্জ্জুন নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার॥
ক্রীড়ান্তেতে বসিলেন উভয়ে আসনে।
বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সেখানে॥
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুইজন মিলি মোরে করাহ ভোজন॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ দিলে তৃপ্তি হইবে এখন॥
ভক্ষ্য হেতু এত কটু বল কি কারণ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥
খাণ্ডব বনেতে সর্ব্ব জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ মহাশয়॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহ মুনিরাজ মম খণ্ডাহ বিস্ময়॥
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণ চাহে খাণ্ডব দাহন॥
মুনি বলে শুন নৃপ পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকী নৃপমণি॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না যানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত।
সহিতে না পারি কষ্ট দ্বিজগণ যত॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন॥
পতিত নহিক আমি নহি কোন দোষী।
কোন হেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি॥
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দোষী তোমারে।
শক্তি নাহি মোসবার যজ্ঞ করিবারে॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ॥
নয়ন নীরস হৈল লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নিরক্ত হইল সদা অগ্নি সঙ্গ॥
দ্বিজগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেক বিধি সবিনয় স্তুতি॥
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ॥

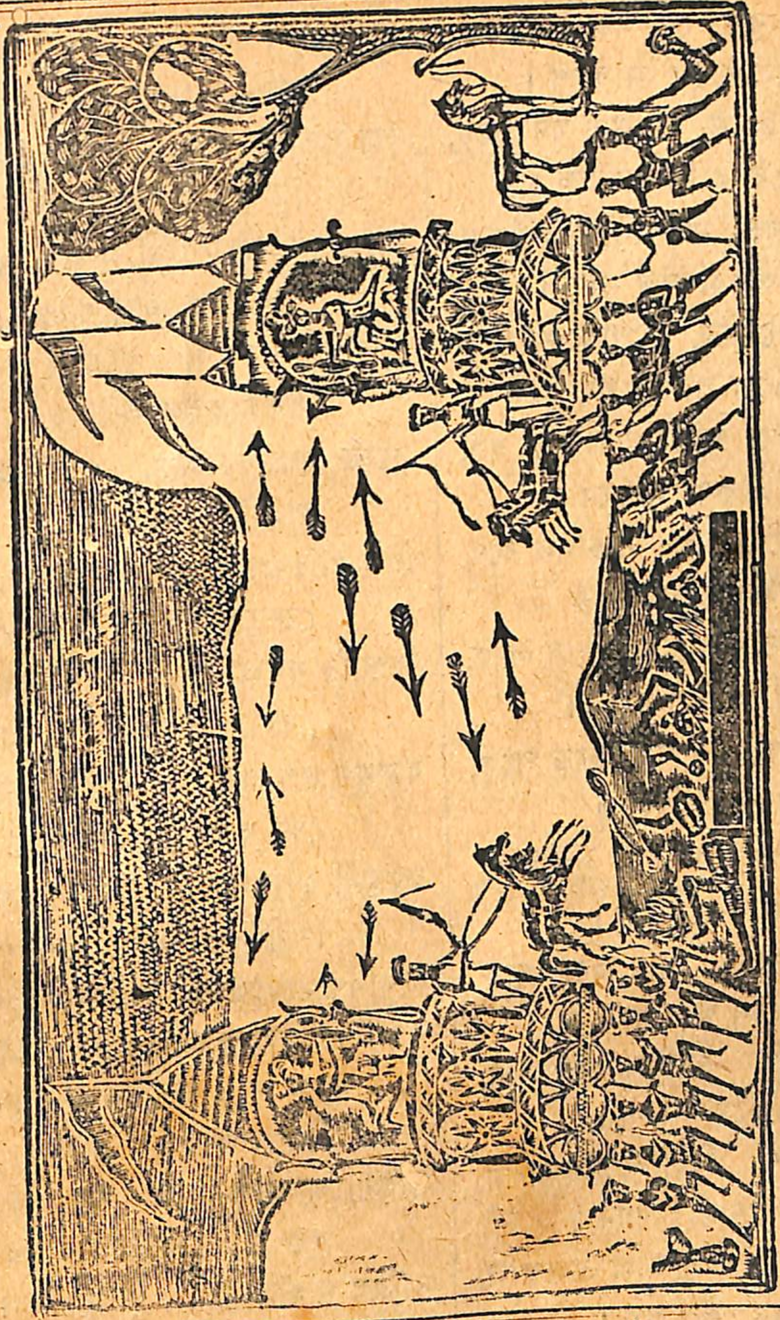
ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাহা বিনা যজ্ঞ করে না দেখি এমন॥
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর।
রাজা বলে কৃপা যদি কৈলে মহেশ্বর॥
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন॥
হাসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কায॥
যজ্ঞ ফল যাহা চাহ মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন॥
না করিয়া যজ্ঞ ফল নহে শুশোভন।
যজ্ঞের উপায় করি কহ ত্রিলোচন॥
মহেশ কহেন তবে যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
হেনমতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান॥
শিব আজ্ঞা পাইয়া রাজা গেল নিজঘর।
যজ্ঞের সমাগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর॥
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
শিবের আজ্ঞায় ক্রোধ হইল তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পায়ে আজি নাশিব রাজনে॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকী রাজন।
যজ্ঞ হেতু আমারে করিল আবাহন॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যা মাগে মুনি যোগায় রাজন॥
শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেন মুষলের ধারে॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিনলোক চমৎকার শুনে যজ্ঞদান॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেব অগ্নি হইল দুর্ব্বল॥

অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মাণ আপন দুঃখ কৈল নিবেদন॥
বিরিঞ্চি বলেন লোভে এ দুঃখ পাইলা॥
বহু হবি খায়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলা॥
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ॥
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে।
তবেত না রবে রোগ তব কলেবরে॥
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়া।
অতি শীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়া॥
খাণ্ডব আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময়॥
কোটি২ মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নিকুণ্ড শুণ্ডে জল আনি॥
খাণ্ডব দহিতে শক্তি নহে হুতাশন।
ক্রোধ চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিত প্রজাপতি।
না কর হে ভয় আগ্ন স্থির কর মতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি কাল গত প্রায়॥
ইহার উপায় এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায়॥
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন॥
হইল দ্বাপর শেষ দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা নর নারায়ণ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক আছে দেব পুরন্দর॥

অর্জ্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আইসে তবু করিব বিজয় ॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বান নাহি হুতাশন!
ইন্দ্র সহ যুঝিব নাহিক অস্ত্রগণ ॥
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধ যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ ॥
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে ॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন ॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে আমি হইব সহায় ॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর ॥
এমত সময়ে সখে কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয় তোমার ॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুঃখ ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি ॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথ জ্যোতিঃ জিনি চন্দ্রভানু ॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল উঠে পর্ব্বত আকার ॥
দুই ভিতে বনের থাকেন দুইজন।
নিঃশঙ্কে থাকয়ে বনে দেব হুতাশন ॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোনজন।
গর্জ্জিয়া বাহির হইল করিবারে রণ।
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরষিত হুতাশন করয়ে ভক্ষণ ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িল বীর অরণ্য ভিতর ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নি তেজে ॥
জলেতে পুড়িয়া মরে সফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী না যায় লিখন ॥
অসংখ্য কুঞ্জর পুড়ে দীর্ঘ২ দন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত ॥
নানাজাতি নাগ পুড়ে গর্জ্জিয়া দহনে।
শত পঞ্চাদশ ফণা ধরে কোন্ জনে ॥
পর্ব্বত আকার অঙ্গ গমনে পবন।
নানা বর্ণে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষীগণ ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নি মাঝে ॥
আকুল যতেক জন করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল যেন উথলে অর্ণব ॥
পর্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে ॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন ॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈল নর দুইজন ॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অতি ক্রোধ পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে।
যত আছে দেবগণ, লয়ে নিজ প্রহরণ,
আইস সবে অস্ত্র লয়ে করে।
সংহরে যমের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
গৃহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টী মেঘিনী ॥
যক্ষারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা করি করে।
মহিষেতে মৃত্যুনাথ, লোকান্তর দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে ॥
নিজ২ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনী কুমার।



ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্র সহ কৈল অগ্রসার ॥
চড়িয়া মকরধ্বজে, চলিল দেবের রাজে,
পাশ অস্ত্র শোভে সবাকারে।
শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তি ধর ষড়ানন,
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে ॥
এইমত গুটিগুটি, দেবতা তেত্রিশকোটি,
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড় পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণে ॥
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি২ ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি ॥
যক্ষ রক্ষ ভুতদানা, সঙ্গে নিজ নিজ সেনা,
নানা অস্ত্র শূল শেল হৈল।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সর্ব্ব আকাশ যুড়িয়া ॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবাহ অনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে, সম্বর্ত্তাদিঘনমেঘে,
মুষল ধারায় ফেলে জল ॥

প্রলয় কালেতে বৃষ্টি, যেন মজাইতে সৃষ্টি,
শিলাজলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝনঝনা ঘন পড়ে,
তিনলোকে লাগিল তরাস ॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিল
শোষে, বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে ॥
মেঘ হৈল পরাজয়, অতিক্রোধী ইন্দ্র হয়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে ॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্রব্যর্থ পায় লাজ,
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিড়ে পড়ে,
আইসে মন্দর গিরিবর ॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ পুত্রদীক্ষা,
অজয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
শীঘ্র হস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু ॥
পর্ব্বত ফেলিল যদি, চমকিত জন্তুভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিছে রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন ॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদ্গর শেল শূল।
চক্রবাণ জাঠাজাঠি, নানা অস্ত্র কোটি২,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল ॥
যেন বৃষ্টি ঘোর বনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেন ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হয়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয় ॥
অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুধাসুর সবারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কাব, সবিস্ময়ে দেবরাজ,
সুরাসুর অগ্র নহে ডরে ॥

দেখি দেব ভঙ্গিয়ান, ক্রোধ হৈল আগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্র সম দন্ত নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর ॥
আকাশে গরুড়পাখী, আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরুদান,
সকল হইল অগ্নিময় ॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত বিহঙ্গম ॥
বিস্তারি সহস্র ফণা, শ্বাস বহে সমীরণা,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত বিষ বর্ষে অবিরত,
যেন কর্কটের মেঘমালা ॥
ফাল্গুনী জানিল ফণি, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানাবর্ণ নানারূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে ॥
শিখি নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ২ লক্ষ হইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশ দিগে, খণ্ড২ করি নাগে,
রক্ত মাংস করিছে প্রচুর ॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু কৈল ফণিগণ,
অগ্র হৈল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি২ যক্ষ সাতে, ভয়ঙ্কর গদা হাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর ॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার।
না দেখি দিবস পতি, যেন অমাবস্যা রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার ॥
যে অস্ত্রে যেঅস্ত্রমারে, যথোচিত পার্থপরে,
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার।
অস্ত্রব্যর্থ দেখি কোপে, দর্শনে ধরচাপে,
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর ॥

পার্থ এড়ে বজ্র শর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
বন ত্যজি চলিল সত্বর॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি।
এইমতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি॥
এইমতে ক্রমে২ অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্যআদি চারিযুগে,নহিল না হবে আগে,
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপম॥
এইমতে পুনঃ পুনঃ, সুরাসুর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেনকালে বনমাঝ, তক্ষক পন্নাগরাজ,
তার সুত অশ্বসেন নাম॥
সখা করি হবি হয়ে, খাণ্ডবে আপনালয়ে.
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে র'খি ভার্য্যা পুত্রে, গিয়াছিল কুরু-
ক্ষেত্রে, সেইকালে কদ্রুর নন্দন॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবাহে,
মাতা পুত্রে গণিল প্রমাদ।
উপায়নাদেখি কিছু.কোলেকরিশিশুপিছু,
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ॥
অনলে নাহিকত্রাণ,নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ
অগ্নিতে ফেলে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক গৃহিণী॥
উপায় না দেখিআর, খাণ্ডবাগ্নিহৈতেপার,
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোরপেটে, যদিহ আমারেকাটে,
তুমি যাহ লইয়া জীবন॥
মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী॥
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখেপড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনী॥

এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড, পুচ্ছকাটি তিনখণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমণ্ডলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়,পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ পুনঃ ইন্দ্র সহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী॥
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
না কর না কর দন্দ্ব, কেন হৈল মতি ধন্ধ,
সম্বর সম্বর দেবরাজ।
এই নর নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ॥
কেন পরিশ্রম হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান পরিশ্রম সার।
যেই হেতু চিন্তা আছে. কুরুক্ষেত্রে অগ্রে
গেছে, তব সখা কশ্যপ কুমার॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সহ রণে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি, নাগগণ ভোগবতী,
যথাস্থানে গেল আর যত॥
হেনকালে ময় নামে,আছিল তক্ষক ধামে,
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে দেখি অগ্নিধায়,
সেই ভিতে দেব দামোদর॥
দানবে দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব ঈশ্বরে গিয়া পায়॥
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্য বিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষুদ্র মীন যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডেকে বলে নাহি ভয়,
ভীত হৈয়া ডাকে কোন জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন॥

মন্দপালাদি চারি ব্যক্তির অগ্নিতে প্রাণ রক্ষা।

বলেন এ জন্মেজয় শুন তপোধন।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয়জন॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারিজন॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর।
তপ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর॥
তপ ক্লেশ ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব দুঃখ হয়ত বিনাশ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে বসিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী॥
দুঃখ চিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে॥
কোন কর্ম্ম আমা না করিলাম ক্ষিতিতলে
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে॥
দেবগণ বলে পুণ্যভূমি ভূমণ্ডল।
সেথা যাহা করে স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল॥
ভূমেতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
কিন্তু মহাশয় পুত্র নাহি জন্মাইলা॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে হবে নরক ভিতরে॥
বহু পুণ্য কর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে যদি নহে পুত্রবান॥
স্বর্গবাসে দুঃখী তুমি হও সে কারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধন॥
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর॥
কোন জন্ম হইলে হব ঝটিতি বিধান।
পক্ষীযোনী হব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেব দেহ ত্যজে দ্বিজবর।
পক্ষীযোনী প্রাপ্ত হৈল সংসার ভিতর॥
হইল শার্ঙ্গিক পক্ষী খাণ্ডব কাননে।
শার্ঙ্গিকারে ভার্য্যা সে করিল কতদিনে॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারি পুত্র শিশু তার পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্র রক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়॥
সঙ্কল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে।
এক জীব না বাঁচিবে অগ্নিতে খাণ্ডবে॥
এই চারি গুটি পুত্রে দেহ প্রাণদান।
দ্বিজ স্তুতিবশে অগ্নি অভয় দিলেন॥
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ অন্তর।
খাণ্ডবে লাগিল তবে অগ্নি ভয়ঙ্কর॥
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত তখন।
অশক্ত অজাত পক্ষ তোমা চারিজন॥
গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন।
তথাপিহ চারি শিশু গর্ত্তে না হ যান॥
সর্ব্ব শিশু কহে মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবা নন্দন।
নিজ শক্তি থাকিতে মরিবা কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাও উড়ি॥
পুত্রের বচন শুনি শার্ঙ্গিকা উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল॥
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত আকার জীব জন্তুগণ দহে॥
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন।
অগ্নিকে করযোড়ে করে নিবেদন॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন।
তুষ্ট হৈয়া বলে তারে দেব হুতাশন॥
না করহ ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বেতে তোমারে আমি দিয়াছি অভয়॥
শিশুগণ বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
মনোমত বর দেহ মাগি তব স্থান॥

এ স্থানেতে আছে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
সবাকারে ধরিবারে আইসে অনুক্ষণ॥
তা সবার ভস্ম কর আমার গোচর।
ঈষৎ হাসিয়া ভস্ম করে বৈশ্বানর॥
চারি শিশু প্রতি অগ্নি দিলেন অভয়।
সকল খাণ্ডব বন হৈল ভস্মময়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় মানিয়া।
অন্তরীক্ষে থাকি তবে কহিল ডাকিয়া॥
যাহা করিলেন তবে নর নারায়ণ।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে কোন জন॥
এই হেতু এক বাক্য বলি যে এখন।
মনোনীত বর মাগ শুন দুইজন॥
অর্জ্জুন বলেন বর দিয়া সুরেশ্বর।
আমায় অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কতদিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবা তপোবলে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনেরে স্নেহে তুমি হইবা সহায়॥
হৃষ্টমনে বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর।

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থে গিয়া।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্য বঞ্চিয়া॥
তবে পুনঃ কতদিন রহি দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন সুভদ্রার সংহতি॥
যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে॥
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইল প্রচুর॥
অধোমুখ রহিলেন অতি ক্রোধ মন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কি কারণ॥
দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর।
হেথা হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্থির॥
মম সনে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দেবী না হয় উচিত॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সবার উপরে॥
আমরা যে পঞ্চ ভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার॥
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইল উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুইজনে হইল সম্ভাষ॥
কত দিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক সমান॥
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর।
মনেতে বিশাল ক্রোধ অতিশয় ধীর॥
সে কারণে অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাতে কহিব যত তার গুণগ্রাম॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হেতে
সবার সমান হৈল রূপেতে গুণেতে॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
সুত সোম নাম বৃকোদর সুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্ম বলি নাম পার্থ সুতে দিল॥
শতানিক নাম হৈল নকুল নন্দন।
সহদেব সুত নাম হৈল জয়সেন॥
এই পঞ্চ নাম হেল পঞ্চম সন্তান।
রূপে গুণে বলে বীর্য্যে জনক সমান
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হেল এইমত।
দেখে সব পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত॥
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল।
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

আদিপর্ব্ব সমাপ্তঃ।

মহাভারত।

সভাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরোঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ।

অতিশয় আনন্দে মথিয়া বেদার্ণব।
জগত জনার হিত করিতে সম্ভব॥
ত্রৈলোক্যে কোথায় নাহি যাহার মহিমা।
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা॥
সংসারে যে আছে তাহা আছয়ে ইহাতে
এতে যাহা নাহি তাহা না দেখি জগতে॥
যে জন সাত্বিক নাদ করে বহুশ্রমে।
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে॥
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব প্রধান॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচক মহাসন্ধ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
অগ্নি সত্য পালিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ।
করিলেন ভূপতি সন্তোষে আলিঙ্গন॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ করিলেন দান।
ময়দানবেতে বহু করিলেন মান॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনিয়া লাগিল চমৎকার॥
হেনমতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব।
নিরবধি যজ্ঞ দান করেন উৎসব॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন॥
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অগ্রে করি যোড়কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব ঈশ্বর॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিনলোকে।
উদ্ধারিলা হেন চক্র হইতে আমাকে॥
প্রচণ্ড অনল মুখে করিলা যে ত্রাণ।
আজি হৈতে তোমাতে বিক্রীত মম প্রাণ
কি করি আমাকে আজ্ঞা কর মহাশয়।
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয়॥
পাইলাম সকল তোমার ব্যবহারে।
উপকার করিবা আমার কতবারে॥
ময় বলে যাবৎ না করি তব কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম॥
সবিনয়ে পুনঃ২ বলে যোড়পাণি।
আজ্ঞা কর অবশ্য করিব যাহা জানি॥
পার্থ বলিলেন কিছু না চাহি তোমারে।
যে পার করহ প্রীতি দেব দামোদরে॥
কৃতাঞ্জলি বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধর॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিন লোকে॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে সভা গেল শীঘ্রগতি॥

চৌদিকে সহস্র দশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর ভুজঙ্গ নরের অগোচর॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে।
দেখিতে গেলেন সবে মহামহোৎসবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন॥
করিলেন শুভক্ষণে প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়॥
চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর ধরেন দুইপাদ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করেন প্রসাদ।
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদ গদ মৃদুবাক্য সজল নয়ন॥
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়েছে বহিয়া॥
সেবিবা শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবা কৃষ্ণাসনে॥
শিক্ষা কথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রাদেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বর॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে।
বিনয়ে কহেন তাকে মৃদু মৃদু ভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকালে স্নেহ তারে করিবা আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহেন করিয়া নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল নয়ন॥
ভীমার্জ্জুন সহিত হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিলা মাদ্রী পুত্র মহাবলী॥
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিল সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ যার নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগপতি ধ্বজে আরোহণে পঙ্কজন॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে বলেন শ্রীপতি॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাহ নিজালয়।
আমাতে রাখিবা সদা সদয় হৃদয়॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবর্ত্ত হইল পঞ্চজন॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চজন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মম মনোনীত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে॥
বৃষপর্ব্ব নামে ছিল দানবের পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানারত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা অস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল॥
কৌমদকী নামে গদা আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হবে বীর বৃকোদর॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
তেন ধনু আছে বীর বিন্দু সরোমাঝে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্ব দৈত্যেশ্বর।
পাইয়াছে দেবদত্ত শঙ্খ মনোহর॥
যার স্বর শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমাকে হয় বিশেষ শোভন॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞাকর আনি গিয়া আনিব সত্বরে॥
অর্জ্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে॥

এত শুনি চলিল দানবরাজা ময় ।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ত তনয় ॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর ।
করিলেন যথা যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা ।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল ।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ দিল গদা অনুপম ।
যত রত্ন দিল তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে ।
দেখি আনন্দিত হন দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল ।
মরকত রজত স্ফটিক চিত্র ভাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হারা ।
সর্ব্ব গৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থানে সব কৈল রত্নবেদী ।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত দেবী ॥
নানাজাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে ।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রময়ে বিজ্ঞ লোকে ।
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
ময় একমাসে সভা করিয়া রচন ।
কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেন নিবেদন ॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন ।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন ॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য ।
হরিণ বরাহ মেষ কাটি লক্ষ২ ॥
যে জন যে ভক্ষে তৃপ্ত তাহা সে পাইল ।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে ।
নানা রত্ন দান পায়ে চলিল সন্তোষে ॥

আশ্রম করিয়া কত রহিল সভাতে ।
তপস্যায় অনুগত চিত্র মনোরথে ॥
আসিল দেবল সত্য সর্পমালি ঋষি ।
মহাশিরা অর্ব্ব বসু সুমিত্রা তপস্বী ॥
মৈত্রেয় শুনহ বলি সুমন্ত্র জৈমিনী ।
বৈশম্পায়ন কৈল চারিশত শিষ্যগণি ॥
জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অসুহোম্য ।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য ॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী ।
বরাহ সাবর্ণি ভৃগু কলাপি ত্রিবলি ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন ।
সত্যবাদা জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি ।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি ॥
পৃথিবী নিবাসী যত মুখ্য ক্ষত্রগণ ।
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষণ ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তু উগ্রসেন ।
সুধর্ম্মা সুশর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি ।
সুমিত্রা সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বসুধান চেকিতান মালবাধিকারী ।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী ॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকেয় শিশুপাল ।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহীপাল ॥
বৃষ্ণি আর যদুবংশ যতেক কুমার ।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার ॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হয়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু অধিপতি ।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি ॥
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে ।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে ॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর ।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর ॥
সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ ।
কাশীরাম দেব কহে পাঁচালীর ছন্দ ॥

নারদ কর্ত্তৃক সভা বর্ণন।

মুনি বলে মহাশয়, শুন শুন জন্মেজয়,
হেনমতে থাকেন পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোজব॥
জ্ঞেয়জ্ঞান যোগ্য পূজ্য অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম বিজ্ঞমত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড সৃজন অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গলজটা, ললাটে পিঙ্গলফোঁটা,
শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত॥
মুখে হরিনাম শ্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে,
গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়নযুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরবিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রজ্জ্বল অনল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন,
উপনীত পাণ্ডব সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিয়া ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণ যুত,
প্রণাম করেন শ্রীচরণে॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার,
ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা ভদ্র আপনায়।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন মর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার কি না করহ,
কার্য্যেতে কি রাখ মুখ্যগণ।
ভক্ষদ্রব্য যথা যথ, ন্যায় মূলে কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়েতে কি শরণাগত,
দুঃখ তো না পায় কোনজনা॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ
বিত, আছে কি বন্দন বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণমুখে,
সদা দেও ঘৃত অম্বোদক॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিতপূজা,
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুলত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করয়াছ তো ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ বৈকালেতে ক্রীড়া,
রস, আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধন ব্যয়, করি নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ॥
ত্রিবিধ অনেক নিতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি,
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, কহিল বিনয় করি,
প্রণমিয়া মুনির চরণ॥
অবধান তপোধন, কর এক নিবেদন,
চরাচর তোমার গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি,
কহে সকল বিবরণ।
তোমার সভার প্রায়, মনুষ্যলোকেতে রয়,
নাহি দেখি শুনহ রাজন॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, যেন কৈলাসের প্রভা,
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্য অদ্ভুত কথা,
শুন কিছু কহি কর্ম্মকারী॥
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়,
সে সকল সভার বিধান।

প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষে শুনি যে তব স্থান ॥
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা বিচিত্র ভারত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
গোবিন্দ চরণ মনে, সমর্পিয়া অনুক্ষণে,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

নারদ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের
সভার প্রসঙ্গ।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
অনেক বৎসর ইন্দ্র তপ পুণ্যফলে।
সেই সভা আপনি রচিলা কুতূহলে ॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটি চন্দ্রপ্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র তথা করেন বিহার ॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ ॥
মরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িত বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে ॥
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছেন তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায় ॥
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান ॥
দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান সভা অতি চমৎকার ॥
নহে শীত নহে তপ্ত নাহি দুঃখ লোকে।
প্রেমময় নাহি হিংসা সদাকাল সুখে ॥
কতেক কহিব তথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ২ কহি শুন মহাশয় ॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীত সুরথ ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল মহাবর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাক্ষ রাজোপরিচর ॥
দিবোদাস অম্বোরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃথুদ্ধশ্ব সদশ্ব মরুত বসুমন ॥
শরভ সঞ্জয়সেন ঐল উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর ॥
শতবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকেয়।
জনক ত্রিগর্ভ বার্ত্ত যম জন্মেজয় ॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুইশত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত ॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব কথা আছে সব আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ দান বহু ফল দান।
যত যত আছে তত না যায় বাখান ॥
বরুণের সভা কহি কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র আখ্যান ॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতরে সে পুষ্করমালী নাম।
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘতর।
নানারত্ন বহু বর্ণ করিতে বিস্তার ॥
দিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত ॥
দ্বাদশ আদিত্য আর যত নাগগণ।
বাসুকী তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত রণ ॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালখঞ্জ দুর্ম্মুখ সরভ ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোন ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযু আর নদী চর্ম্মবতী ॥
কিম্পূলা বিদিশা কৃষ্ণবেণী গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্য বেন্না লাঙ্গলী কাবেরী ॥
দেবনদী মহানদী ভারতী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিত সুরভী ॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমী স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী ॥



নারদ কর্ত্তৃক সভা বর্ণন।

মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুষ্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত যত বৈসে আর॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখর বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সন্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী॥
চিত্তসেন রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্‌বুদী চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবী॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুর প্রভৃতি।
হাহা হুহু বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতি॥

চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ স্থিত সদা সব সহোদর ॥
সেবা করে নাগগণ মূর্ত্তিবন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মিলিয়া ॥
আমিহ থাকি যে আমা তুল্য বহু আছে।
উমা সহ সদানন্দ সদা তার কাছে ॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর নানা শিবাগণ সব ॥
আর যত আছে তাহা কে কহিতে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে ॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর।
ভ্রমেণ মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর ॥
আচম্বিতে আমারে দেখিয়া মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয় ॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে ॥
তারে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয় ॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া ॥
শুনিয়া করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পুনর্ব্বার আইলেন দেব দিবাকর ॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি ॥
তার অন্ত নাহিক না হবে পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন ॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান ॥
প্রচেতা মারীচ দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম ॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত প্রহ্লাদ।
বালখিল্ল অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ ॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিবন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র আর সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সম উমা ॥
চতুর্ব্বেদ ছয় শাস্ত্র তরু স্মৃতি শ্রুতি।
চারি যুগ বর্ষা মাস দিবা সহ রাতি ॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী রুদ্র নাগমাতা ॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি অধিকারী ॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোভাব।
শুনিলাম তোমার প্রসাদে এই সব ॥
এই কথা বিস্ময় লইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের অলয়।
কোন পুণ্য তপ দানে কহ মহাশয় ॥
দেখিলেন যমালয়ে যবে মম পিতা।
আমার সম্বাদ কিছু কহিলেন তথা ॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥
এক রথে জিনিয়া লইল সত্যপুর।
বাহুবলে হন সপ্তদ্বীপের ঠাকুর ॥
রাজসূয় সুযজ্ঞ করিল হরিশ্চন্দ্র।
আজ্ঞায় আইল যত ছিলা রাজবৃন্দ ॥
অনেক ব্রাহ্মণ যান যজ্ঞের সদন।
প্রতি দ্বিজে প্রতি রাজা করিলা সেবন ॥
সব রাজা হতে সে করিল বড় কায।
সেই ফলে স্বর্গে সে করিল বড় কায ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল ॥
যোগীগণে নিজ২ দেহ ত্যাগ করে।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে ॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখা ছিল সহিত তাঁহার ॥

কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয়॥
অনুগত তার বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ।
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন॥
পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয় যজ্ঞ তার অনায়াসে হয়॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজ॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহু বিঘ্ন হয় এতে আমি ভাল জানি॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষগণ করে।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে॥
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী॥
এতবলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকানগর॥
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে দূত প্রেরণ।

মুনি মুখে বার্ত্তা শুনি।
চিন্তান্বিত নৃপমণি॥
অন্য নাহি লয় মনে।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে॥
নারদ বলেন যত।
পিতৃ আজ্ঞা এই মত॥
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয়।
কি সবার মনে লয়॥
শুনি ভৃত্য মন্ত্রীগণ।
স্বীকারিল সর্ব্বজন॥
চিন্তা কর কোন হেতু।
কর রাজসূয় ক্রতু॥
কি কার্য্য সমাধা আছে।
কেবা বিরোধিবে পাছে॥
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি।
বিচারিলেন নৃপমণি॥
যে কর্ম্ম যাহে না শোভে।
সে কর্ম্ম করিলে তবে॥
পাছে হয় বিড়ম্বনা।
অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা॥
বিশেষ বিষম যজ্ঞ।
সব লোকে নহে যোগ্য॥
ইহা আগে না প্রকাশি।
গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।
হরির হইলে শ্রব্য॥
যদি দেন অনুমতি।
এ যজ্ঞে হইব কৃতি॥
ইহা চিন্তি নরপতি।
দূত পাঠাইল তথি॥
সে দূত সত্বর হয়ে।
দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার।
কহে ধর্ম্ম সমাচার॥
তোমার দর্শন বিনে।
কুন্তী পুত্র দুঃখ মনে॥
এ কথা কহিবা মাত্র।
গোবিন্দ তোলেন গাত্র॥
বৈনতেয় আরোহণে।
যান ইন্দ্রসেন সনে॥
দিনকর যায় অস্তে।
উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে।
শুনি হর্ষ নৃপবরে॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল।
অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল॥
ধর্ম্মে করি নমস্কার।
সম্ভাষণে হরি আর॥
ধর্ম্ম নরপতি তবে।
কৃষ্ণে পূজি ভক্তিভাবে

বসিলেন সবে তথা।
চন্দ্রের মণ্ডলী যথা॥
শ্রীহরি চরণদ্বয়।
যে ভাবে সদা হৃদয়॥
তাঁহার চরণ সরোজে।
সদা কাশীরাম ভজে॥

গোবিন্দ ও যুধিষ্ঠিরের
কথোপকথন।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্ল্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে॥
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার॥
পরস্পর আমার সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে॥
যেমন বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
করি কিবা না করিব আজ্ঞা যে তোমার
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এই নিবেদন আমি করিব তোমারে॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভালমতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহা যজ্ঞেতে॥
মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা॥
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি॥
ইক্ষ্বাকু ইলার বংশ যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া॥
জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলি॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল।
সসৈন্য মগধপতি মথুরা বেড়িল॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেক শতেক বৎসরে॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সেই হেতু সাজি আইল অষ্টাদশ বার॥
তব চিত্তে বিচার করিল সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিলেক বাপে।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
দূরস্থলে দ্বারকায় রহিলাম গিয়া॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে॥
পক্ষী হেন করি যত রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা॥
ছিয়াশী সহস্র রাজা আছে বন্দিশালে।
তব যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
নিষ্কণ্টক যজ্ঞ তবে কর মহাশয়॥
জরাসন্ধে জীয়ন্তে না হয় কোন কায।
তারে মারি বশ কর ভূপতি সমাজ॥
হইবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে।
আমার মন্ত্রণা এই কহিনু তোমারে॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
কৃষ্ণেরে কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
অনুচিত কহিলা যতেক মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয়॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে২॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায়॥

ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে ।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
তারে মারি মুক্ত হবে বহু জ্ঞাতিগণ ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি কোন জন ॥
রাজা হয়ে শান্তি ত্যজে লক্ষ্মী নাহি পায় ।
পূর্ব্ব রাজগণ কর্ম্ম কহি শুনরায় ॥
বাহুবলে ভারত শাসিল ভূমণ্ডল ।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য ঘোষে জগজন ।
ভাগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি ।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিব কদাচিত ।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি ।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের তনয় ।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয় ॥
জার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া ।
পশ্চিম সমুদ্র তীরে রহিলেন গিয়া ॥
আমার উভয় চক্ষু কৃষ্ণ মম প্রাণ ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব না হয় বিধান ॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার ।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার ॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয় ।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় ॥
চিরজীবি নহে কেহ সংসার ভিতর ।
যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর ॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম ।
সুকর্ম্ম বিহীন রাজা বৃথা তার জন্ম ॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন ।
পশ্চাৎ করিবা তাহা যাহা লয় মন ॥
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন ।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥

কত বল ধরে সে কাহার পাইল বর ।
তোমা হিংসি রক্ষা পাইল বিস্ময় অন্তর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান ।
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান ॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ ।
অগণিত সৈন্যগণ গজবাজী রথ ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে ধনপতি ।
রূপে কামদেব রাজ ক্ষমাগুণে ক্ষিতি ॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মনে ।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজনে ॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল ।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল ॥
আপনায় ধিক্কার করিয়া নরপতি ।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি ॥
গৌতম নন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি ।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী ॥
বহুদেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত ।
বৃক্ষতলে রাজারে দেখিয়া বিষাদিত ॥
তবে রাজা প্রণমিল মুনির চরণ ।
শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন ॥
করযোড়ে ভূমিপতি বলিল বচন ।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন ॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হয় রাজা ।
সমুচিত বিধাতে পালিলাম প্রজা ॥
ধন জনে আর মম নাহি প্রয়োজন ।
সব শূন্য দেখি মুনি পুত্রের কারণ ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস ।
তপস্যা করিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতম নন্দন ।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ ॥
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে ।
শূন্য হৈতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে ॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল ।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল ॥
এই ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে ।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে ॥

বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাও নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর ॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজা লয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল ॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভোজন।
একালে গর্ভবতী হৈল দুইজন ॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরখে দোঁহে সেই দুই বলে ॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণে এক পদ কর।
অর্দ্ধ২ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর ॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহা গেল ॥
ততক্ষণে ফেলাইল গেল দাসীগণ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার ॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ২ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল ॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুই খান করিয়া নিরখে ॥
রহস্য দেখিয়া দুই অংযোগ করিল।
আচম্বিত দুই অঙ্গ একত্র হইল ॥
উঁওা২ করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী ॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে ॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন ॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরে জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কলে করি ॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের ধর লও রাজা আপনি নন্দন
পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি ॥
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথায় তব ধাম ॥
এত স্নেহ আমারে তোমার কি কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে ॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
আমারে সৃজিল অগ্রে সৃষ্টি অধিকারী ॥
শিশুর বিনাশে মম হইল সৃজন।
সর্ব্বগৃহে থাকি আমি ভক্ষের কারণ ॥
পুত্র পৌত্র সহ মোরে যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বিধানে সুখ মম বরে ভুঞ্জে ॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
নির্ব্যাধি সে হয় ব্যাধি তার দেশ ছাড়ে ॥
তব গৃহে পূজা পাইলাম অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন ॥
সমুদ্র শোষয়া রাজা মম এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে ॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজস্থান।
পুত্র পায়ে নরপতি মহা হর্ষ মন ॥
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ ॥
জরায় সঙ্গত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে২ বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র ॥
কত দিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচর্য্য নিয়া ॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল।
নিজ ভুজ বলেতে শাসিল ভূমণ্ডল ॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ্য আকার ॥
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামতা কংস মহাবল ধরে ॥
জামা হৈতে যবে ভোজপতি কৈল হত।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বৃহদ্রথ ॥
শতেক যোজন গদা আইল আচম্বিতে।
মথুরা কাঁপিল যেন গিরি বজ্রাঘাতে ॥
সংগ্রামে সাজিয়া আসে অষ্টাদশ বার।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার ॥
হংস নামে এ রাজা ছিল সঙ্গে তার।
বলভদ্র হাতে তার হইল সংহার ॥

মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেন স্তব্ধ॥
ডিম্বক আছিল যেই রাজ্যের রক্ষণ।
ভাবিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ॥
সহিতে নারিল শোক হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনা জলে ত্যজিল শরীর॥
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুইজন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে না দেখি ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহু বলে করিবে সাধন॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচন তবে করহ প্রত্যয়॥
পৌরুষ বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
এক দৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন॥
হৃষ্ট মুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্য গোবিন্দের প্রতি॥
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখী যার সে তোমা না জানে
সহজে পাণ্ডব বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ তুমি থাকিবা সঙ্গেতে॥
এতবলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
গোবিন্দের চরণে দিলেন সমর্পিয়ে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার॥

মগধরাজ্যে ভীমার্জ্জুন সহিত শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিনজন।
পদব্রজ হয়ে ব্রহ্মচারীর লক্ষণ॥
পদ্মময় লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী ঘর্ঘর বর্ত্ম বিষম সঙ্কট॥
সরযূ অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা॥
পার হৈয়া পূর্ব্ব মুখে যান তিন জনে।
গেলেন মগধ রাজ্যে তারা কত দিনে॥
চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ মহাগিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরিব্রজপুরী॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন ধান্য গো মহিষ সহিত নগর॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি॥
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুইজন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছে দুয়ারেতে॥
তিন গোটা ভেরী শব্দ করে আচম্বিতে॥
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন॥
শত্রুরূপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর॥
মহারথীগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এবে করহ বিচার॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরী হৈল মম আগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে॥
ভীম বলিলেন মম পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরি না যাইব দ্বার॥
এইরূপ বিচার করেন তিনজন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ॥
নাগের কারণে দেব খগপতি পতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি॥
আইল ভুজঙ্গ রিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জ্জনে॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণেরে মেলানি মাগি খগপতি চলে॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িলা শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী করিলেন ছেদী॥

চৈত্র গিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
গিরিশৃঙ্গ দেখি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্র মুষ্টির প্রহারে ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ ॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জনে করেন ভূষণ ॥
পূর্ব্বদ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা ॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
তথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর ॥
যজ্ঞদীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর ॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আসে তথাকারে।
বিনা স্থানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
অগ্রসরি আসিয়া লইল কত পথে ॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি২ বলিয়া বৈসেন তিন জন ॥
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ ॥
আজানুলম্বিত বাহু বলের আধার।
অস্ত্র চিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার ॥
ভূষণ বিবিধ মালা দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন কদাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য নাহি পরে আর ॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে ॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্র চিহ্ন কিসের কারণ ॥
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্যজন।
চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন ॥

চৈত্রগিরি শৃঙ্গ কি ভাঙ্গিয়া আইলে প্রায়
রাজ দ্রোহ প্রায় ভয় নাহিক তোমায় ॥
কি হেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে।
কোন বিধিমতে ক'র পূজা সবাকারে ॥
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নীনাদ যেন সলিল বচন ॥
পুষ্প মাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয়ে কর্ম্মেতে কাহার বাঞ্ছা নয় ॥
দ্বারে না আইলা যেন বলিলা বচন।
শত্রুগৃহে দ্বারেতে না যাই কদাচন ॥
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন ॥
না হিংসিতে যেইজন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাই সংসার ভিতরে ॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি
কিমতে তোমরা শত্রু কহ দেখি শুনি ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত ॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ রাখিয়াছ নিজ বন্দীশালে ॥
মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোনজনে ॥
আপদ ভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার।
হারি পলাইল সব করিয়া সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুইজন ॥
আপনার হিত নিজ বাঞ্ছহ রাজন ॥
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ।
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে তোমার যেমন লয় মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বল মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেল শৃগাল আকার ॥

যুদ্ধেতে ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে॥
এখন তোমারে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে॥
পূর্ব্বকথা বুঝি তব নাহিক স্মরণে।
যাও গোপসুত লজ্জা নাহিক বদনে॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোনজন॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ॥
মারিলে পৌরস নাহি হারিলে অযশ॥
পলাও বালক দ্বয় না কর সাহস।
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অরধোষ্ঠ কাঁপে॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই॥
সে কারণে হীনবল দেখ রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সহ রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করিও তুমি।
ক্ষণেক জানিবে অগ্রে [illegible] যুদ্ধভূমি॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ বাঞ্ছা করিলে কারব আমি রণ॥
কিরূপে করিব রণ কহ দেখি শুন।
এতশুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্র ধর্ম্ম লিখি।
সৈন্য২ সংগ্রাম নতুবা একা একী॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে॥

শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহাদর্প করি অহঙ্কার॥
সহজে বালক এই বিশেষ অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে॥
ভীমের সহিত আজ করিব সমর।
এতবলি উঠিল মগধ দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধকথা॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝয়ে যেন যুগল মল্লেরে॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ॥
বিস্তারে রচিয়া কহে ত্রিপদীর ছন্দ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দের পদে॥

জরাসন্ধ সহিত ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বিত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে॥
কেশবাস সারি, লয়ে গদা ধরি,
দুই জন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভর্ৎসন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরেরে পাণ্ডব, কোথারে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনি পাশে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল মনন,
আমি হয়ে এলাম দূত॥

চৈত্র গিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
গিরিশৃঙ্গ দেখি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্র মুষ্টির প্রহারে ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ ॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জনে করেন ভূষণ ॥
পূর্ব্বদ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা ॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
তথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর ॥
যজ্ঞদীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর ॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আসে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
অগ্রসরি আসিয়া লইল কত পথে ॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি২ বলিয়া বৈসেন তিন জন ॥
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ ॥
আজানুলম্বিত বাহু বলের আধার।
অস্ত্র চিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার ॥
ভূষণ বিবিধ মালা দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন কদাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য নাহি পরে আর ॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে ॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্র চিহ্ন কিসের কারণ ॥
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্যজন।
চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন ॥

চৈত্রগিরি শৃঙ্গ কি ভাঙ্গিয়া আইলে প্রায়
রাজ দ্রোহ প্রায় ভয় নাহিক তোমায় ॥
কি হেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে।
কোন বিধিমতে কর পূজা সবাকারে ॥
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নীনাদ যেন সলিল বচন ॥
পুষ্প মাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয়ে কর্ম্মেতে কাহার বাঞ্ছা নয় ॥
দ্বারে না আইলা যেন বলিলা বচন।
শত্রুগৃহে দ্বারেতে না যাই কদাচন ॥
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন ॥
না হিংসিতে যেইজন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাই সংসার ভিতরে ॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি
কিমতে তোমরা শত্রু কহ দেখি শুনি ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত ॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ রাখিয়াছ নিজ বন্দীশালে ॥
মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোনজনে ॥
আপদ ভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার।
হারি পলাইল সব করিয়া সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুইজন ॥
আপনার হিত নিজ বাঞ্ছহ রাজন ॥
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ।
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে তোমার যেমন লয় মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বল মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেল শৃগাল আকার ॥

যুদ্ধেতে ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে॥
এখন তোমারে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে॥
পূর্ব্বকথা বুঝি তব নাহিক স্মরণে।
যাও গোপসুত লজ্জা নাহিক বদনে॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোনজন॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ॥
মারিলে পৌরস নাহি হারিলে অযশ॥
পলাও বালক দ্বয় না কর সাহস।
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অরধোষ্ঠ কাঁপে॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই॥
সে কারণে হীনবল দেখ রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সহ রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করিও তুমি।
ক্ষণেক জানিবে অগ্রে চল যুদ্ধভূমি॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ॥
কিরূপে করিব রণ কহ দেখি শুন।
এতশুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্র ধর্ম্ম লিখি।
সৈন্য২ সংগ্রাম নতুবা একা একী॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে॥

শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহাদর্প করি অহঙ্কার॥
সহজে বালক এই বিশেষ অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে॥
ভীমের সহিত আজ করিব সমর।
এতবলি উঠিল মগধ দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধকথা॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝায়ে যেন যুগল মল্লেরে॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ॥
বিস্তারে রচিয়া কহে ত্রিপদীর ছন্দ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দের পদে॥

জরাসন্ধ সহিত ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বিত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে॥
কেশবাস সারি, লয়ে গদা ধরি,
দুই জন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভৎর্সন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরেরে পাণ্ডব, কোথারে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনি পাশে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল মনন,
আমি হয়ে এলাম দূত॥

ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলা পাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত ॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
পড়ি যায় মেঘমালা ॥
করে করে ছাদি, পদে পদেবান্ধি
দুই জনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি
হৃদয়ে হৃদয়ে হানে ॥
উরুতে জঘনে, ছাড়িল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রমজল অঙ্গে, রণধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়।
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে।
ক্রোধে কায় কম্পে, যেন দুই ঝম্পে,
দোঁহা পর দুই জনে ॥
ঘোর নাদ চোট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূমি দারে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে ॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন,
পদাঘাতে অগ্নি উঠে ॥
কেহ নহে উন, ধরি পুনঃ পুনঃ
হৃদয়ে হৃদয়ে চাপ।
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে ॥
সে দুই বারণ, বারণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি বৃষর্ভে, সুরভীর লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে ॥
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
অহর্নিশি দুই রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না বায়ু পানে ॥

জরাসন্ধ বধ।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কুমার ॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপি দণ্ডায়মান ছিল বিদ্যমান ॥
পবন নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম ॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার ॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
পায়ে ধরি ফেলিলেন ভূমির উপর ॥
পুনরপি ধরি তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার ॥
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিলা মহাবলে ॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কাঁপে ধরাধরে ॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥
গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া ॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথা শক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥
ইহার মরণ আমি না দেখি উপায়।
এতশুনি ডাকিয়া কহেন যদুরায় ॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥

বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত॥
দেখিয়া হলেন তুষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধায়ে যান করিয়া গর্জ্জন॥
বজ্রমুষ্টি মারিয়া পাড়েন ভূমিতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে॥
একপদ পদে চাপি একপদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখান চিরিয়া করেন দুই খান।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিনজনে কৈল আলিঙ্গন॥
রাজ্যেতে যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ সুত সহদেব নাম ছিল॥
আশ্বাসিয়া জগন্নাথ করেন অভয়।
মগধ রাজ্যেতে সেই দণ্ডধর হয়॥
বন্দীশালে যতেক আছিল রাজগণ।
একে২ সবাকার ঘুচিল বন্ধন॥
নানারত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ॥
সদয় হৃদয় তুমি সেবক রঞ্জন।
দুর্ব্বলের বলগর্ব্বি গৌরব ভঞ্জন॥
অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্তে অবতরি॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর।
সদা যোগ ধ্যানে যারে না পান শঙ্কর॥
যত দুঃখ দিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে॥
অভয় পঙ্কজ পদ দেখিয়া নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিল শ্রবণে॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত সব রাজাগণ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন, সবে যাহ নিজ রাজ্য॥
এতশুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার॥
তবে জরাসন্ধ রথ আনি নারায়ণ।
তিন জনে সে রথে করেন আরোহণ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর॥
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার॥
ইন্দ্র হৈতে পাইল বসু মগধ ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ সে দিল কুমারে॥
সেই রথে চড়িয়া চলেন তিনজন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজ রথ ঘোষে চরাচর॥
শঙ্খনাদ করিয়া চালিল শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহাপতি॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার।
একে২ কহেন সকল সমাচার॥
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন॥
জরাসন্ধ রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হয়ে হৃষ্টমন॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়।

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়
রাজসূয় যজ্ঞভাগে॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেবদত্তাম্বুজ,
চারি চতুরঙ্গম বল॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেববাঞ্ছা হরে,
হৈল মিল আমারে॥

এ সবার গুণ, যশ উপার্জ্জন,
শাসিব সব রাজারে ॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব স্বামী ॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদে বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে ॥
রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি,
চলিল কটক সাজে।
পূর্ব্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম
দক্ষিণে কনিষ্ঠ সাজে ॥
অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজনা বাজে।
শঙ্খের বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে ॥
প্রথমে প্রবেশ পুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকুট বত্ম, জিনিয়া অনর্থ,
ভূমণ্ডল নৃপবরে ॥
সকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগ্‌দেশ ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজ ভুবনে ॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কানন বাসী।
বিপরীত মুখ, ধারণ ধনুক,
গুঞ্জাহার মালা ভূষি ॥
করি কেশগুটি, বান্ধিয়া ঊর্দ্ধঝুটি,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম কথা ॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্রছাড়ে
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখী দুইজন ॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহাদত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে ॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও মম সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরহুত ॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এত দিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
এথা আইলে কেনে ॥
বলেন বিজয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হবে রাজা।
করিলেন ক্রতু, নাহি চাহি হেতু,
দিবে তাঁরে কিছু পূজা ॥
মোরে যদি পিত, হইয়াছ প্রীত,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষে দেহ কিছু কোষে,
প্রাগ্‌দেশ অধিকারী ॥
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ নিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলুকের পতি, বৃত্তান্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনি দিল বহু ধন ॥
রাজ সেনান্দু, দিল রত্ন সিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত রাজা।

লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা ॥
ত্রিগর্ত্ত মণ্ডলে, জিনি বীর বলে,
সিংহপুরে সিংহ রাজ।
বাল্মীক নারদ, নৃপতি কামদ,
বৈসে কামগিরি মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ, নানা বর্ণে অশ্ব,
শুক ময়ূরের রঙ্গ।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিল অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গ ॥
নৃপতি জীবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আস।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহু দ্রব্য,
নানা বর্ণে রাশি রাশি ॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্বে দানবপুরী ॥
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মনুষ্য কিন্নর, হইল সমর,
হলেন জয়ী কিরিটি ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম শর,
মারিলেন বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহুধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহক,
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হয়ে আনন্দিত মন ॥
মানস যে সর, তথা বীরবর,
দেখিলেন তায় সুখী।

অমর নগরী, অপ্সরী কিন্নরী,
কোটি কোটি শশীমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কার পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
হয়ে অতি শীঘ্রগামী।
সংগ্রাম প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
জিনিয়া ভারত ভূমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসী ॥
বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥
মানব-শরীরে, আইলে এথাকারে,
কভু দেখি নাহি শুনি।
নিবৃত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইল অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলা।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
এথা কি হেতু আইলা ॥
দেখিতে না পাবে কি যুদ্ধ করিবে,
নাহি নরলোক গতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন, বিস্মিত বদন,
বলেন দ্বারার প্রতি ॥
ধর্ম্ম নরবর, ক্ষাত্রিয় ঈশ্বর,
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।

লইয়া অর্জ্জুন, গেলেন তখন,
দক্ষিণ মুখেতে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গদলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
নানা বর্ণে বাস, অশ্ব গোমহিষ,
দেশে দেশে দাস দাসী ॥
জয় জয় নাদে; শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম অগ্রেতে ॥
ভূমি তলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইল কত দূরে ॥
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে করিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখে নৃপবর,
পাইনু যাহা যে দেশে ॥
হরিষে রাজন' করি আলিঙ্গন,
তুষিলেক মৃদুভাষে।
আনিলেক যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেল নিবাসে ॥
বীর ধনঞ্জয়, করি দ্বিগ্বিজয়,
বিজয় ধরেন নাম।
কাশী দাস ভণে, যেইজন শুনে,
তার পুরে মনস্কাম ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

শরদ কমল পত্র, অরুণযুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥
অনুরূঢ় নিলাম্বুজ, অজানুলম্বিতভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা, সম দিবাকর প্রভা,
কনক বরণ পীতবাস ॥
যুগপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
ভুবন ভরিয়া যার বাদ।
যেই পদ অহর্নিশি, ধ্যানে ধ্যান অজঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
বক্র সব কেশী বংশ, দুইজন সর্পধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সফরী ফলিল।
স্বভক্ত মুকুন্দ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিলা অখিল ॥
চলিয়া গরুড়ধ্বজ, অগণিত অশ্বগজ,
চতুরঙ্গদলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীত হেতু, লইয়া রতন সেতু,
আইলেন নানা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি,
ভ্রাতৃ নিমন্ত্রণ আস্তে ব্যস্তে ॥
ভীম পার্থ অনুব্রজা, গোবিন্দগড়ুঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজ ধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণদূরেতে থাকি,
ভূমে লুঠি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গনদিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত ॥
পাণ্ডব নক্ষত্র মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দপাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয় বচন ॥
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহিক স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥

নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি
সর্ব্বদ্রব্য রাখি কোনস্থলে ।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমরলোকে,
দ্বিজ হস্তে সমর্পি সকলে ॥
পিতৃআজ্ঞা হৈতে তরি,স্বর্গকাম নাহিকরি,
তব পদাম্বুজ মাগি ভিক্ষা ।
পহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥
যদি লয় তব মম, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর ।
রাজার বিনয় শুনি, কোমলগভীর বাণী,
আশ্বাসিয়া কহেন গদাধর ॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হৈবে সবে ।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমায় সম্ভবে ॥
যাহা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ ।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধু মাঝে, যে কর্ম্ম যাহারে
সাজে, স্থানে স্থানে করি নিয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে, ভূপতি সানন্দ
হয়ে, কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন ।
তখন জানি যে আমি, যখন আইলে তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমাতে যেভক্তিবুদ্ধি,ভক্তবাঞ্ছাকরসিদ্ধি,
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান ।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন ।
সহদেবে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে ।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে কিছু কহেন ধৌম কর সমাবেশ ।
দ্বিগুণ করিয়া করহ বিশেষ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি ।
নিমন্ত্রণে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
ইন্দ্রসেন বৃষক সারথি দম আদি ।
তিনর্জন সংযোগে করহ ভক্ষ্যাবিধি ॥
চর্ব্ব চষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর ।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিবে আন ।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থানে ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতী সুত ।
রাজ্যে২ প্রেরণ করেন নিজ দূত ॥
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি ।
পুনরপি কৃষ্ণ অগ্রে জিজ্ঞাসেন যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ ।
কোন কোন জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চচন্দ্রের যে যাগ ।
তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তাঁর যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী রাজন ।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর ।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজ্যেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান ।
কোন দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন স্থান ॥
ইন্দ্র যম বরুণ করিবে নিমন্ত্রণ ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হবে কোনজন ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি ।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নি দত্ত রথ সেই কপিধ্বজনাম ।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে ।
তিনলোক ভ্রমিবারে পারে একদিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন ।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন ভিতরে ।
মনুষ্য কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
যে সকল রাজারে করিবে নিমন্ত্রণ ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥

তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপহার লবে।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গে কেমনে যাইবে ॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যত জন ॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরি।
তথা হৈতে যাহ যথা মৃত্যু অধিকারী ॥
তব কর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল।
বিশেষে তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল ॥
শ্রুতিমাত্রে যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইসে না আসে নাহিক হেনজন ॥
যারে দেখ তাহারে করিবে নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি ॥
বার্ত্তা পায়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর ॥
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কায।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া তারে তুমি আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপণা করে নৃপবর ॥
নিমন্ত্রণ পায়ে যে না আসিবে এথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবেক তায় ॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহাপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
দ্রুতগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর ॥
রাজগণে লিখিবেন যজ্ঞ বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যতজন ॥
নিজ২ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইলা দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা স্বয়ং ইন্দ্রসুত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতাসুত।
আনাইয়া শিল্পগণ পাঠাইয়া দূত ॥
নানা রত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর।
কোটিঃ শিল্পগণ গড়ে নিরন্তর ॥
দেবের মন্দির স্বর্গে রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেন রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥
এক এক পুর মধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর ॥
আসন বসন শয্যা থুইল গৃহে গৃহে।
বীর কুপ জল পূর্ণ গন্ধে মন মোহে ॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন ॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল।
নানা বৃক্ষ সহিত রোপিত ফুল ফল ॥
দিব্য দিব্য কৈল গৃহ চারিজাতি ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে মনোরম ॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ।
বৃহৎ নৌকায় আসে দ্রব্য যতভক্ষ্য ॥
রাত্র দিবা স্বায়ং প্রাত নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥
ময় বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান ॥
তথি মধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ মুনিগণ সর্ব্ব দীক্ষা করাইল ॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন ॥
হইলেন হোতা আর আর দ্বিজগণ।
অন্য২ কর্ম্মে অন্য মুনি নিয়োজন ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠ তাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সম্বহৃৎ ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ ॥



রাজসূয় যজ্ঞ।

গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায়॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুলবীর হস্তিনানগরে॥
যজ্ঞের সম্বাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ॥

রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হইয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া॥
হস্তী রথ অশ্বপতি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল হিতাহিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক্ অন্ধরাজ।
অগ্রসরি আনিলেন আপন সমাজ॥

সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন।
এ কার্য্য তোমার হেন করে কোনজন ॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্মসহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত করিয়া দিলেন কর্ম্মভার ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণ অধিকার।
দুর্য্যোধন সমর্পিত সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে ॥
রাজগণে অর্চ্চিবে আপনি ধনঞ্জয়।
দ্বিজের দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয় ॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্য ভার ॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপ কোঙর।
তিনজন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর ॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্বদ্বারে নিয়োজিল মহারথীগণ ॥
সতন্ত্র সহস্র রথী সঙ্গে পরিবার।
মহারথী ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্বদ্বার ॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল।
যোদ্ধা ষাটি সহস্র তাহার সঙ্গে দিল ॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিয়োজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন ॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্র সুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
একলক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর ॥
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে ॥
এইমত সবাকারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন ॥
দূতদ্বারা নিমন্ত্রণ পায় রাজগণ।
সসৈন্য করিল সবে তথা আগমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারিজাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হইতে আইল নরপতি ॥

নানা বর্ণে নানা রত্ন যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয় ॥
কেহ কেহ নিল নিজ পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন ॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ কটক নৌকা পুরী।
নানা বর্ণে কত রত্ন লিখিতে না পারি ॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শীলা।
মাণিক্য বৈদূর্য্যমণি মরকত নীলা ॥
প্রবাল মুকুতা হীরা স্বর্ণ বিশাল্।
নানা বর্ণে বসন বিবিধ বর্ণে শাল ॥
কীটজ লোমজ নানা বর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গাভী অগণিত ॥
চতুর্দ্দোলা করি নিল দিব্য নারীগণ।
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ লোচন ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুসুম কস্তুরী।
নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পুরী ॥
এইমত কর লয়ে যত রাজগণ।
দূতমুখে শুনি মাত্র করিল গমন ॥
উত্তরে হিমাদ্রী পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী ॥
দিবানিশি পথ বাহে নাহিক বিচার।
সর্ব্বলোক পৃথিবীর হৈল একাকার ॥
জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক গতাগতি ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল রাজগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন ॥
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয় ॥
হিমাদ্রি সমুদ্রে আদি যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায় কত অহর্নিশি আইসে ॥
রাজসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিয়া আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত নিবাসী।
লক্ষ২ আইল তপস্বী সিদ্ধ ঋষি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে ॥

এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা পরিবার।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার ॥
অনেক আইলে ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ।
অনেক আইলে শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন ॥
দুঃশাসন সহিত অনেক পরিবার।
রন্ধন করিল কোটি২ সূপকার ॥
করে পরিবেশন অনেক সূর্পকার।
গৃহে২ স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার ॥
স্থানে২ ক্ষণে২ ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি ॥
চারি জাত পৃথক, সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপদ্বিজে ॥
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি শুনি না পাইনু ধ্বনি ॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন ॥
কর্পূর তাম্বুল আর যাতে যাতে প্রীত।
কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত ॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গ রাজা আর বিভীষণ ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাদ্ধ ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি ॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ ॥
কৃষ্ণের বচনেতে উঠিল মুনিগণ।
নানা তীর্থ জল লয়ে ধৌম দ্বৈপায়ণ ॥
অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নান মন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর ॥
স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি ॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি আনিল।
চেদীর ঈশ্বর লয়ে পাদ্য যোগাইল ॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম পাদুকা লইল।
খড়্গ ছুরি লয়ে শৈল্য অগ্রে দাণ্ডাইল ॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে ॥
নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ।
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরশে গগণ ॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পুরিলেন আপনি শ্রীহরি ॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়ে গগন পূরিল।
যত যত জন ছিল ঢলিয়া পড়িল ॥
বাসুদেব পাণ্ডব পঞ্চালের নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন ॥
শঙ্খনাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া ॥
দ্বৈপায়ণ আদি মুনি ধৌম পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে ভারতে যে গাঁথা ॥

নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ।
কোন দিক হইতে আইল কোনজন ॥
কত সৈন্য আইল তারা কি কর লইয়া।
পিতামহে কোনরূপে ভেটিল আসিয়া ॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
যেরূপে আইল তথা দেব পশুপতি ॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনসন্ধ।
পিতামহ চরিত্র অসীম মকরন্দ ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প শুন কহি প্রধান প্রধান ॥
যতেক পর্ব্বত পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে
সবা নিমন্ত্রয়ে যান পর্ব্বত কৈলাসে।
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥

কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন বচনে ।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে ॥
কুবেরের প্রীত মন হইয়া অর্জ্জুন ।
সবিনয় কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুনঃ ॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ ।
কোনপথে যাব সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন ॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি ॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি ।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি ॥
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন ।
কতদূরে দেখিলেন হরের ভবন ॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী ।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারী ॥
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে হরের গমনে ॥
এত শুনি অর্জ্জুন নামিল রথ হৈতে ।
উপনীত হইলেন হরের অগ্রেতে ॥
হরের করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন ।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন ।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার ।
এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার ॥
শঙ্কর বলেন গিয়া হইয়া সহায় ।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ হেন রয় ॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে ।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে ।
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার ।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
এই নাম লয়ে তব সূপকারগণে ।
অন্ন দ্রব্য সুতৃপ্ত করুক বহুজনে ॥
হর পার্ব্বতীর বর পায়ে ধনঞ্জয় ।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে ।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে

প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ট হইয়া ।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া ॥
আপনার কোলে বসাইল দেবরাজ ।
জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর ।
রাজসূয় করিয়াছে ধর্ম্ম নরবর ॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি ।
আর যত স্বর্গপুরে বৈসে সিদ্ধ মুনি ॥
ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি অগ্রসর ।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার ॥
এই দেখ সুসজ্জ যতেক দেবগণ ।
চারিমেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন ॥
স্বর্গেতে যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব ॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ।
তুমি যাহ অন্যজনে কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন ।
প্রণমিয়া অন্যদিকে করেন গমন ॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্য-সুতের ভবন ।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায় ।
আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায় ॥
কোন হেতু হেথায় তোমার আগমন ।
কি করিব প্রীতি তব ইন্দ্রের নন্দন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
রাজসূয় যজ্ঞের হইবে অধিষ্ঠান ॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন ।
সবাকারে লয়ে যজ্ঞে করিবে গমন ॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে ।
পুনরপি জিজ্ঞাসে অর্জ্জুন সদনে ॥
নারদ কহেন তাঁর সভার কথন ।
নিবসে এখানে মর্ত্তে মরে যতজন ॥
শুনিয়াছি প্রত্যেকে পিতার বিবরণ ।
সেই বার্ত্তা পায়ে রাজসূয় আরম্ভন ॥
এখন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে ।
পিতা আদি আমার আছেন কোনখানে ॥

হাসিয়া বলেন যম স্তবে অর্জ্জুনেরে।
যে মরিল তাহারে দেখিবা কি প্রকারে॥
জীবে মৃত কোথায় নাহিক দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈলেন অর্জ্জুন॥
যম নিমন্ত্রিয়া তথা পাইয়া মেলানি।
বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি॥
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্ম যজ্ঞ স্থানে তুমি করিবা গমন॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে।
সবাকে লৈয়া সঙ্গে যাবে মম দেশে॥
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন॥
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার।
যত২ জন আছে আলয়ে আমার॥
তাহা সবা লইবারে আছে যদি মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্জয়।
কতদূরে ভেটিল দানবরাজ ময়॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহিল সকল।
পূর্ব্বে উপকার স্মরি স্বীকার করিল॥
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানবে।
বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে সবে যাবে॥
এত শুনি ময় তাকে বলিল বচন।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন॥
তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে॥
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে॥
ইন্দ্র যমপুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাঁহার সমান॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন জন।
প্রত্যেক সকল কথা কহেন অর্জ্জুন॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়া॥
তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যতজন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন আরবার॥
রাজগণ নিমন্ত্রিতে দূতগণ গেল।
শুনিবামাত্র নৃপগণ সকল আইল॥
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাঁথা॥

পাতালে পার্থের যাত্রা।

অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ।
বল কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবের আদিকে নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন অর্জ্জুন॥
গোবিন্দ বলেন যাহ পাতাল ভুবন।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকী।
তোমা বিনা অন্য যায় এমন না দেখি॥
বাসুকী আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা যাও তুমি পুনঃ॥
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়া।
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর॥

কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উপনীত হইলেন তথা হুন্টগন॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন কর আগমন।
প্রত্যেক কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুররাজ সহিত আসিবে সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিকপতি।
এই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় স্মরণে যাঁহার॥
যথা কৃষ্ণ তথায় আছয়ে সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা আদি শিব যত দিকপালগণ॥
অকারণে আমা সবাকারে নিমন্ত্রিলা।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে পূজা কর গিয়া॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
সুখ পায় শিখা জল দিলে বৃক্ষমূলে॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ॥
নিজবংশ নহি সব তাঁর মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়ান্ধ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আমারে লইতে যে আইলা না জানিয়া॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি যাব যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥

পৃথিবী লইবা হেন করিলা স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব।
ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম করেন স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে লৈয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়া॥
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বাসুকী অনন্ত আর তক্ষক কৌরব।
ধৃতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদ্গাব॥
কোপন কালীয় একপর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রাষ্ট্র মহাশয়॥
পুত্র পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ২।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য॥
পাঁচ সাত শির কার ষট সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার আকার পর্ব্বত॥
নিজ পরিবারেতে চলিল ফণিরাজ।
হেথায় সুরেরে লয়ে দেবের সমাজ॥
ঐরাবত আরোহণে বজ্র শোভা করে।
মাতলী ধরেছে ছত্র মস্তক উপরে॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী কুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সপ্তবিংশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণ দণ্ডক্ষণ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারিমেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু যজ্ঞ লোমশ সুধীরা॥
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব অঙ্গির কোপন॥

ইত্যাদি অনেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে২ ॥
চড়িয়া পুষ্পক রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক ॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চন্দ্রসেনী।
চারুনেত্রা মিত্রকেশী বুদ্ধদা মোহিনী ॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভী সমাচি।
পোনিকা কদম্বা স্বর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি ॥
লক্ষ২ বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে ॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রী কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক ॥
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাক ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্যগিরি গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
লক্ষ২ পর্ব্বত দেবের রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসারি ॥
বরুণ চলিল নিজ আমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিৎ ॥
গঙ্গা সরস্বতী সোম দিনকর সুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুক্তা ॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযু লোহিতা।
দেবনদী মহানদী সদাশ্বী সবিতা ॥
ভৈরবী ভারতী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আর যে সৌরবতী ॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র বংশ।
তমুল কমলা বিষ কোলামুক কংশ ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়া ॥
ঝুমঝুমী কালিন্দী দামোদর গিরি পুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥

ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপীহ্রদ তড়াক ধরিয়া কলেবর ॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ বাহনে চলিল প্রেতপতি ॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যুপাশ।
আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ ॥
অদ্ভুত দ্বাপরযুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হৈল কভু যাহা অবনীর মাঝ ॥
মনু আদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভ্রমণ ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র সূর্য কুল।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুল ॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লয়ে আইলে সেই দেবগণ ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোনজন ॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাজাল।
চরণ পরশে দাড়ি বাম করে তাল ॥
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যতদুর যজ্ঞস্থল সব ঠাঞি থাকে ॥
যত যত জন আইল যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে ॥
যার যেই বাঞ্ছা তার আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা সেইক্ষণে পায় ॥
অশ্ব আরোহণ করে খর করবাল।
ঊন কোটি দানা লয়ে আইল ক্ষেত্রপাল ॥
শতকোটি দৈত্য লয়ে আইল দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর আইল বিনতাতনয় ॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আইল সর্ব্বজন।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণ ॥
চতুর্দ্দিকে থ কিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রুপদ রাজার আগমন।

দূতমুখে বার্ত্তা পায়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাজ পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী হরিষ বড় চিত।
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায়ে ত্বরিত॥
অনেক আইল দাস দাসী সমুদায়।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরথ কায়॥
যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম।
বহু২ দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্ব রাজ্য দিব যেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানা বাদ্য শব্দেতে স্তম্ভিত বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্বদ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥
রহ রহ ক্ষণেক পঞ্চাল অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তার হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপবর।
হেনকালে আইলেন দ্রুপদ কোঙর॥
দ্রুপদ দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
বহু রত্ন আনিল অনেক দাসী দাস।
অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাস॥
আজ্ঞা পাইলে আসিয়া করিবে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারীকে কর সমর্পণ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা লয়ে আইস রাজনে॥
আজ্ঞা পায়ে সহদেব করিল তেমনি।
যেইমত কহিয়াছিলেন নরমণি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পঞ্চাল ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল অনেক নৃপবর॥

ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বা তনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়॥
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
তিনলক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন॥
নানা বাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করি আরোহণ॥
ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন॥
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি২ শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত২।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত॥
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন মহামতি॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত॥
কেহ বলে এই যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন॥
বরুণ হইলে হইত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেক হিড়িম্বা কুমার॥
প্রবেশ হইতে তারে রাখিল দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কোথা হতে॥
পরিচয় দেহ বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থল দিল ততক্ষণ॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তার যথায় পার্ষতী॥

হিড়িম্বারে পাঠাইলে স্ত্রীগণ ভিতর।
ঘটোৎকচে লয়ে গেল রাজার গোচর॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত, যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
অলঙ্কারে বিভূষিতা আনন্দিত অঙ্গ।
বিনা মেঘে স্থির যেন তাড়িত তরঙ্গ॥
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যখানে॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল॥
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি॥
কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন॥
ভ্রাতৃ বৈরী জনে:কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে॥
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন।
একে কু-প্রকৃতি আরে নাহিক বারণ॥
স্থানে২ বেড়াইস ভ্রমরে যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া॥
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে॥
অকারণে পাঞ্চালী করিস অহঙ্কার।
পরে র নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা॥
যেইজন করিলেক এত অপমান।
কোন লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান।
আমি যে ভজিনু ভামে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব॥
সহিতে না পারে মৈল করি বীর কর্ম্ম।
বীর ধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম॥
শক্ররে যে ভজে তারে বলি ক্লীবজন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম॥
আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার।
তোর বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার॥
পঞ্চজন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চ পুত্র আছি বধু ত্রয়োদশ জন॥
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
দ্বাদশ জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা॥
তথাপি বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার।
কি হেতু নিন্দিস মোরে বলি স্বতন্তর॥
পুত্র মম হিড়িম্বক বনের ঈশ্বর।
পুত্রগৃহে থাকিলে নাহি যে স্বতন্তর॥
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে॥
শেষকালে পুত্র রাখে আছে নিরূপণ।
বিশেষ আমার পুত্র পৃথিবী পূজন॥
মাতুলের রাজ্য মধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর॥
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মম পুত্র সব কৈল বশ॥
রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি॥
যত রাক্ষসের বৈরী পাণ্ডুপুত্রগণ।
চল সব যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন॥
চর মুখে শুনিল কুচক্রী যতজন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন॥
লোহপাশে বান্ধিয়া রাখিল কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর॥
এতেক হিড়িম্বা যদি কৈল কটুত্তর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর॥
পুনঃ২ যতেক কহিস পুত্রকথা।
পুত্রের করহ গর্ব্ব খাও পুত্র মাথা॥

কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তব পুত্র ত্যজিবে পরাণ।
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল ॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলা তুমি শাপ।
তুমিহ পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গ বাস।
বিনা যুদ্ধে তব পঞ্চ পুত্র হবে নাশ ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে শান্তাইল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

—০—

বিভীষণের অপমান।

পার্থ মুখে বার্ত্তা পায়ে রাক্ষস ঈশ্বর।
হরষিত লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ ॥
নিরন্তর চিত্তব্যগ্রে যারে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব অন্তর্য্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল ॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজভক্ত বলিয়া স্মরণ ॥
এত ভাবি বিভষণ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া।
যতেক সুহৃদগণে আনিল ডাকিয়া ॥
শীঘ্রগতি সজ্জা হও নিজ পরিজনে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ দরশনে ॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
বহু রত্ন বহু ধন দিব দামোদরে ॥
লোচনে দেখিব আজি কমললোচন।
জন্মাবধি কৃত পাপ হইবে মোচন ॥
এতবলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ২ নিশাচর ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ ॥
বিকৃতি আকার সব নিশাচর গণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
দুই তিন মুখ করি অশ্ব প্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ ॥
রথ হতে নামিল ভূমিতে বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন ॥
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দিকে বেড়ি
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোকে যুড়ি ॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘ কর্ণ কোথা দেখে বিবর্ণ বদন ॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ ॥
কোটি২ অশ্ব হস্তী কোটি২ রথ।
স্থানে২ নৃত্য গীত হয় অবিরত ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন ॥
যে দেব দানব বৈরী আছয়ে সভায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্ব সখা ॥
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ ॥
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমিষ আঁখি।
তিনভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি ॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ ॥
পরিবার লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥
অগ্র আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কায পিপীলিকা নারে ॥
কত দূরে আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজাগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠি ॥

দুই ভিতে দ্বারিগণ মারিতেছে বাড়ি।
এক দৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি ॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়
প্রতি জনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায় ॥
দূরে থাকি দেখিলেন রাক্ষস অধিপতি।
দিব্য চক্ষে দেখিলেন এই লক্ষ্মীপতি ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে স্তুতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে ॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষুর জল ঝরে নিরন্তর।
নানা রত্ন ছিনিয়া ফেলেন ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি ফেলে চরণ কমলে ॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ ॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ কোন কাজে।
মম সঙ্গে চলহ ভেটাই ধর্ম্মরাজে ॥
বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল ॥
তোমার পদারবিন্দ দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ বাঞ্ছিত যে অন্য কোন জন ॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ ॥
সম্পূর্ণ মানস মম সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলা ধন ॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অনুষ্ঠান নারায়ণ ॥
তব দ্রোহী হইব না দিলে তার কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥
জগতের ঠাকুর তোমায় আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মাণি ॥
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাহি মম অন্য জন ঠাঞি ॥
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
দরশনে হয় যার নিষ্পাপ শরীর ॥
প্রতাপে যাহারে ইন্দ্র আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥
উত্তরে উত্তর কুরু পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণেতে তোমা আদি
নাহি দিল না আইল নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিশ২ সেবক সেবয়ে এক দ্বিজে ॥
ঊর্দ্ধরেতে সহস্র দশেক সদা সেবে।
এমন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥
স্থানে২ রন্ধন হতেছে অবিরাম।
লক্ষ২ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয়ে এক ঠাম ॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন।
এ কবার শঙ্খনাদ করয়ে তখন ॥
হেনমতে মুহুর্মুহু হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্মযুত রথ প্রত্যক্ষ অনন্ত ॥
লক্ষ নৃপতির পতি কে পারে গণিতে।
চারিজাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে ॥
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন ॥
একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও লও২ ধ্বনি চারিভিতে ॥
মনুষ্যাদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি

যতদূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি যুধিষ্ঠির নাহি জানি ॥
স্মরণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণমে পরমা গতি আমার সমানে ॥
হেন জনে নাহি জানে তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল লয়ে করাব দর্শন ॥
বিভাষণ বলে প্রভু করিলা প্রণাম।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান ॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি সবাকার স্বামী ॥
ব্রহ্মপদ ইন্দ্র তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য বলে তোমার সহায় ॥
মম পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানহ গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শিরে না নোঙাব কারে ॥
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব।
কদাচিত অন্যজনে মান্য না করিব ॥
এতবলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ অগ্রেতে শ্রীপতি ॥
চট২ শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়া দিল বাট ॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিল নারায়ণে।
পশ্চিমে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ॥
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে ॥
সাত্যকি কহিল প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজ রাজ্যেশ্বর বৈসে যাম্যভিত ॥
অগণিত সেব্য যার ধনে নাহি অন্ত।
রাজকর লয়ে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥
শ্রেণীমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা ॥
কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকুল বাসী।
গোশৃঙ্গ ভূমণ্ডল আর রুক্মিদন্ত কেশী ॥

এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
কোটি২ গজবাজি কোটি২ রথ ॥
নানা রত্ন ধন দ্বিজ পরিবার লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছয়ে এই দ্বারে।
জনকত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥
পুরুজিতা নামে রাজা পাণ্ডব মাতুল।
রাজ আজ্ঞা পায়ে তবে লইল নকুল ॥
তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর ॥
মাতুলে রাখিয়া আর অন্য রাজগণে।
ধক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥
তথা হৈতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি ॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর ॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি জানহ আপনি ॥
জনকত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে।
বাইস সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিনমাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
পাতাল ছাড়িয়া মর্ত্তে রহে নিরন্তর ॥
সহস্র বদন শোভে নাগ অধিকারী।
এইখানে তেঁই রহিলেন দিন চারি ॥
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
এক দৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চান পাছে ॥

এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
এক দৃষ্টে চাহ দেব আপনার পাছে॥
গিরিরাজ সুরপতি জরাসন্ধ সুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত॥
নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী।
ষষ্ঠি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি॥
নানারত্ন আনিলেন বিবিধ যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি॥
অহর্নিশি নৌকা রহে সংখ্যা নাহি জানি।
যরি নৌকা ত্রিশকোটি ঢাকে গঙ্গাপাণী
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারত হইয়া॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদীর ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চশত নৃপবর॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
দীর্ঘ জঙ্ঘ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিনকোটি রথ সঙ্গে তিনকোটি হাতি॥
সপ্তশত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লয়ে দ্বারে আছে বাহির হইয়া॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কৌশল্যার রাজা বৃহদ্বল নৃপবর॥
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা॥
সুবর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বুক।
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুকুট॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদ্গব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্ত শত।
লিখনে না যার যত গজবাজী রথ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া।
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেইজন।
রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা [illegible] সে জন করে গতি॥
মুহূর্ত্তেকে রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায়॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহিত॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে কত রাজা পশিল ভিতরে॥
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ॥
বাহির করিয়া সে দিলেন রাজগণে।
দ্বারীগণ বহু ক্রোধ করিলেন মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারি।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনে ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে ছাড়িব বিভীষণে॥
রহাইয়া আন রাজা অনুমতি করি।
জানাইতে রাজারে নাহিক শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অন্যদ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
বিভীষণ লইয়া গেলেন গদাধর।
কত দূরে দেখিলেন ভীম অনুচর॥
চারি গোটা নৃপতিরে করিয়া বন্ধন॥
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চারিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোনজন।
এ চারি জনারে কেন করিলে বন্ধন॥
দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নরবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে॥

এখন না বলিয়া যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধ পথ হইতে আনিনু ধরি কেশে ॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে ॥
এই হেতু চারিজনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন রাজা শূলে দেহ নিয়া ॥
এতশুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়া চারিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে ॥
অগ্রে২ যায় দূত পিছে গদাধর।
কত দূরে দেখেন আইসে বৃকোদর ॥
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
চরগণে খুজিছে যে কোথাকার বল ॥
ভীমের নিকটে উত্তরিয়া নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারিজন ॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলা আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ ॥
কর্ম্ম যদি কবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিতে করিবেক পূজা ॥
দুষ্ট শিষ্ট অনেক রয়েছে কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে ॥
বৃকোদর বলে শুন দৈবকী নন্দন।
দোষ মত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন ॥
আর সবে ক্রমে২ সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পুণ্য কেমনেতে হয় ॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন ॥
দুষ্টাচারী না ছাড়ে আপন দুষ্টপণ ॥
দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
উপহাস করে আর কর্ম্ম ধ্বংস পায় ॥
ইহার আমায় পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হেতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা ॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন২ ভীমসেন আমার বচন ॥
তোমার শাস্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পুরিল
তেঁই দেখ তিনলোক একত্র মিলিল ॥
শাস্তি আচরিতে তুমি একর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে ॥

অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় সূত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র ॥
নাহিজান ইতিমধ্যে আছে ভাল মন্দ।
একচক্র হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব ॥
কহ মোরে তখন কি উপায় করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে ॥
পৃথিবীর লোক সবে করিলে বিরোধ।
কত২ জনে তুমি করিবে প্রবোধ ॥
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা না কহিলে দামোদর ॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলে নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেত আমি দেখিলাম সর্ব্বজন ॥
অজাযুথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় এক দিকে।
কাহার নাহিক দায় হৈল মম ভাগে ॥
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর ॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবাকারে করি পরাজয় ॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেনজনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে।
গোবিন্দ বলেন দেব সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দ্বন্দ্ব করহ যে করে দুষ্টগণে ॥
এতবলি মুক্ত করি দিল চারিজনে।
তথা হৈতে লইয়া গেলেন বিভীষণে ॥
যাইতে২ কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহুরাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে ॥
এমন সম্পদ কি হয়েছে কোনজনে।
আমা হেন জনে রাখে কার দ্বারিগণে ॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি করিয়া যাহারে [illegible] দিল ॥

বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহাতে হইতে রাজসূয় হয়েছে বহুত॥
হরিচন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল॥
আর২ যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র আদি দেব যিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর ঋষিকেশ॥
ব্রহ্মা আদি ধ্যানে প্রভু তোমা দেখিবারে
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে২॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বলিতে পারি।
নহুষে করিল ইন্দ্র বলি দূর করি॥
ব্রহ্মকীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যাহে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র আদি পদ তুল্য না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা॥
কি করিলা জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে২ ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন॥
দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা কৈলে মহাপ্রভু যাই নিজ রাজ্য॥
তার বাক্য শুনিয়া বলেন চক্রধর।
আর কত তোমারে কহিব লঙ্কেশ্বর॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত॥
নিমন্ত্রণে আইলা যার না যাবে ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেক করিয়া যাহ রাজ সন্দর্শন॥
এইরূপে দোঁহে হয় কথোপকথন।
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা দুইজন॥
উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস ঈশ্বর॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেকে।
এইক্ষণে মাদ্রীর তনয় যে আসিবে॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পাইয়া লয়ে যাহ রাক্ষস ঈশ্বর॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে॥
রাবণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ॥
অবধান দেখ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস আসি দ্বারে কৈলে স্থিতি॥
প্রাগ্‌দেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব কোটী রথ সঙ্গে কোটী গজমত্ত॥
নানা রত্ন কর দেখ সংহতি করিয়া।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর বসুদেব কুন্তল।
সিংহরাজা সুশর্ম্মা সহিত বৃহন্নল॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদশির মহাজলসিন্ধু॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চাশত।
ত্রিশকোটি মত্ত হস্তী ত্রিশকোটী রথ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে॥
নানারত্ন কর লয়ে দ্বারে বসিয়াছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে॥
পুত্র পৌত্র আসিছে ব্রহ্মার কত জন।
প্রপৌত্র আইল কত কে করে গণন॥
ইন্দ্র চন্দ্র অনল কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধরী বহু॥
যক্ষরাজ সে আইল কত লব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিশ্রাম॥

দুই একদিন সব রহিং গেছে।
রাজা আজ্ঞা মাত্র সবে দুই এক আছে ॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মেতে অনেক বিঘ্ন আছে ॥
দোষ গুণ করিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক নিস্তার ॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার ॥
এত বলি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হয়ে আমার না করিল সন্মান ॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এই রূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতি মাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর ॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যাধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি।
যখন দেখিবে তুমি ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভুমিষ্ট হইয়া তুমি প্রণাম করিবে ॥
নৃপাতর আজ্ঞা হইলে তখনি উঠিবে ॥
বিভীষণ কহে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥
পূর্ব্বে হৈতে তব পদে বিক্রাত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোঙাব শির ॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে২।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে ॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয় ॥
এত বলি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি তৃপ্ত করে এরা ে‌ানছার ॥
যজ্ঞারম্ভ কেল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
পূর্ব্বের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার।
লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডারী সমান গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥
বসন কাটজ চীর লোমজ এমন।
কস্তুরী দর্পন হস্তী শৃঙ্গী অশ্বগণ ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে ঘন২।
আষাঢ় শ্রাবণ যেন হয় বরিষণ ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক আর ভট্ট আদি যত।
বিদুরের সম্মত দিতেছে অনাব্রত ॥
যত দ্রব্য আইসে তত দিতেছে সকল।
পুনঃ২ আইসে যেন জোয়ারের জল ॥
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্র কৈল পৃথ্বী দিয়া বহুদান ॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দেরে দেখিয়া বলেন দুর্য্যোধন।
কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর ॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র রহিল ভিতরে।
তথাপিহ দুই দিন রহিল বাহিরে ॥
আসিবা মাত্রেতে লয়ে যাহ ভেটিবারে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে দ্বারিতে ছাড়ে দ্বারে ॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র এবার বৈসহ নারায়ণ ॥
এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুইজন ॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ায় মোহিত ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু কৈল বশ আপনার গুণে ॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন ॥

তিনলোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যাঁর কর্ম্মের নিছনি॥
যাহার অশেষ গুণে পুরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণ মুখ দেখি॥
জন্মে২ নানা তীর্থে কাশী আসি সেবে।
তপ ক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে সবে॥
পঞ্চম পাতকী যদি কৃষ্ণমুখ দেখে।
সে কোটী কল্পের পাপ শরীরে না থাকে॥
জগন্নাথ মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ॥
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময়ে তাঁহার চরণ॥

সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা।

জন্মেজয় ভূপতি মুনিরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ॥
দেবে পরিশ্রম ছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুইজন।
হেনকালে তথা আইল মাদ্রীর নন্দন॥
গোবিন্দ দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সব সমাচার॥
দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ॥
সহদেব বলেন শুনহ দামোদর।
তুমি গেলে আসিবেন যতেক অমর॥
সকলের হইয়াছে রাজ দরশন।
তোমারে দেখিতে আছয়ে সর্ব্বজন॥
দেববৃন্দ লইয়া আছেন দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষা নন্দন॥
সভামধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ।
গোবিন্দের দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন॥
মণ্ডলী করিয়া ছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টি করিয়া পড়িল বায়ুভরে॥
কত দূরে পড়িল করিয়া কৃতাঞ্জলি।
মহাঘাত বাতে যেন পড়িল কদলী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি যক্ষ খগবর॥
একজন বিনা আর যে ছিল তথায়।
কতদূরে পড়ে সবে হয়ে নম্রকায়॥
শতেক সোপানো পর ধর্ম্মের নন্দন।
পঞ্চাশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ॥
বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দ্দন।
সেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয়॥
আজানুলম্বিত গলে দোলে বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু।
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
সহস্র সহস্র শম্ভু আছে করো যোড়ে।
কত শত মুখে তারা স্তুতি বাণী পড়ে॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ।
চমকিত হৈয়া সবে হৈল অচেতন॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষেক চাহিলেন মেলি অষ্ট আঁখি॥

অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করিয়া পড়িল কত দূরে ॥
লুকাইয়া ছিল শিব যোগীরূপ হয়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ ॥
যেই যথা আছিল সে সব গেল পড়ি।
অচেতন হয়ে সবে যায় গড়াগড়ি ॥
সকল পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠির চাহিয়া বলেন জগন্নাথ ॥
করযোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিত মহারাজ কর অবধান ॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্ট ভুজ যুড়ি ॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
তব গুণে নমস্কার ধন্য তব তাত ॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা বরিষণ।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্রলোচন ॥
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্টজন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি যক্ষগণ ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু অধিপতি ॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥
সিন্ধুগণ সহিত যতেক নদ নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমর বিবাদি ॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর ॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি ॥
উত্তরেতে মহারাজ অবধান কর।
প্রণাম করিছে তোমা ধনের ঈশ্বর ॥
ধবল গন্ধর্ব্ব অশ্ব দিয়া চারিশত।
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিহ প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এতবলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী।
করপুটে কহিতে লাগিল স্তুতি বাণী।
মোহিলেন মায়ায় পুনশ্চ নারায়ণ ॥
যতেক দেখিল সর্ব্ব হৈল পাসরণ।
মাতুল নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে ॥
সহদেব কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে।
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ ॥
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন ॥
আজ্ঞা পায়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহু দিন আইল যে দেব খগনাগ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লয়ে যজ্ঞভাগ ॥
ভারত মণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হইল করিল দ্বারে স্থিতি ॥
ইতি মধ্যে অবিলম্বে যাউক নিজদেশে।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষে ॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আইল সাত দিন।
সপ্তদিন হৈল সখা অন্ন জল হীন ॥
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিন মুখ শেষ অধিপতি ॥
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয় যজ্ঞকথা অদ্ভুত চরিত্র ॥
ভুবনে বিখ্যাত যে ব্যাস মহামুনি।
বিচিত্র তাঁর কীর্ত্তি যজ্ঞের কাহিনী ॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার॥

শিশুপাল বধ।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করিলেন ততক্ষণ।
চারিদ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ॥
তাঁর বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ কনিষ্ঠ॥
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তবগুণে মহারাজ হইলাম বশ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত শরীর॥
নয়ন যুগলে পড়ে চারিধারা নার।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর॥
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদ গদ বচন।
আকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িত জড়িত পীত কৌষ বাস সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গমাঝে॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোক নাথ॥
সংসারে আছয়ে যত পুণ্য আত্ম জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥
সে সেবায় তব পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূল্যে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমার ভকত।
বলি যে যাহাতে আমি করি সেইমত॥
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার॥
সভামধ্যে সবাকারে আইল লইয়া।
যত রত্ন কর ভাণ্ডারেতে সমর্পিয়া॥
আজ্ঞা মাত্র আইলেক যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
বসিতে করেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥
পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্র সভা হৈতে শোভা হইল তখন॥
নারদ বলেন সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেব একান্তে বসিয়া॥
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
আত্মযুদ্ধ করি সব হইবে নিধন॥
অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সব হইবে সংহার॥
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন॥
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিয়া মনে।
দুইজন বিনা না জানিল অন্যজনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মেধাময় রাজসূয় যজ্ঞের কথন॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে॥
যে রাজ্য হইতে আইল যত রাজগণ
যে রাজ্যের রাজা আনিছিল যত ধন।
দ্বিগুণ করিয়া আর ভাণ্ডারেতে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল

একদ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল যার যেই পাল ॥
কেহ অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে ॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র পাশে ॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞপূর্ণ হইল সবে যাউক ভবনে ॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে২।
শ্রেষ্ঠজন জানি অগ্রে পূজহ প্রথমে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভালবলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র লইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ।
কাহাকে পূজিব অগ্রে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ ॥
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর ॥
সর্ব্ব অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥
ভকতবৎসল সেই কৃপা অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর ॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ শিরে।
এতশুনি আনন্দিত সহদেব বীরে ॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ চরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ॥
কৃষ্ণে পূজে আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দামুঘোষের নন্দন ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি।
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর ॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার২।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কি মত বিচার ॥
সভাতে আছয়ে রাজা রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার ॥
রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে পূজিবেক রাজা।
কোন রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈলে পূজা ॥
কোনরূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর ॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে ॥
বিশেষ আছয়ে বসুদেব মহামতি।
পিতাস্থিতে পুত্র পূজা কহ কোন রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচর্য্যের ক্রমে।
দ্রোণ ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলা প্রথমে ॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবা রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ণ ॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধন ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
প্রিয়শিষ্য রামের প্রকাণ্ড কর্ণবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশ্বত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলা সভার ভিতরে ॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন আপনি আনিলা সর্ব্বরাজা ॥
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অন্যায় কেহ কভু নাহি করে ॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কার্য্য হেতু সবে করিনু গমন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়া করহ অপমান।
এই হতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান ॥
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ।
কেমনে লইলা অর্ঘ্য এ সভার মাঝ ॥
শ্বান যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন তেজে অমান্য করিলা রাজগণে ॥

এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনেরে যেমন হৈল বিভা॥
অন্ধস্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেইমত॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল॥
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাহ যত নৃপবর॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দন।
আপনি দেখহ বড়২ রাজগণ॥
কৃষ্ণের পূজায় কারু নাহি অপমান।
মুনিগণ যত সবে আনন্দ বিধান॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ত্ব॥
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শাস্তি যোগ্য নহে দামঘোষের কুমার॥
কৃষ্ণ পূজা করিবারে নিন্দে যেইজন।
সে জনার মান্য নাহি কর কদাচন॥
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞানবান।
রাজগণ মধ্যে না লিখিবে তার নাম॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যাঁরে পূজা করে বিধি॥
বহু বহু জ্ঞানবৃদ্ধ লোকমুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
জন্ম হৈতে ইহার মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানি বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবান করি যে পূজন॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা অগ্রে বহু ধান্যধনে।
শূদ্র মধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোনজন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে॥
কোনরূপ কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন রাজ॥
দানযোগ্য ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণ পূজা নিন্দা করে তথির কারণে॥
এতেক বলিল যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেইজন॥
তাহার মস্তকে আমি বামপদ দিয়া।
এসভার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া॥
রাজচর্য্যা পূজা বলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণ হৈতে এ সভার মধ্যে আছে পাছে॥
এতেক বলিল যদি গঙ্গার নন্দন।
ঘৃত দিলে যেমন জ্বলিত হুতাশন॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ॥
যজ্ঞনাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব॥
এতবলি রাজগণ মহাকোলাহলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে॥
রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহায় উপায়॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞপূর্ণ হয়॥
ভীষ্ম বলিলেন তুমি না করিহ ভয়।
প্রথমে করেছি আমি ইহার উপায়॥

গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেইজনে।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে॥
অই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন।
ইথে সিন্ধু প্রায় দেখি দৈবকীনন্দন॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এসব অজ্ঞান॥
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জিছে যত জন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্র ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাঁহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব॥
ভীষ্মের বচন শুনি দামুঘোষ সুত।
কটুবাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত॥
বৃদ্ধ হৈলে নাহি লজ্জা কুলাঙ্গার পরে।
বিভীষিকা প্রায় ভয় দেখাও সবারে॥
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তেঁই কহ দুরাশয়॥
কুরুগণ মধ্যে তোমা দেখি এইমত।
অন্ধ যেন অন্যজনে জিজ্ঞাসয়ে পথ॥
কৃষ্ণের বড়াই না করহ বহুতর।
তাহার মহিমা কার নহে অগোচর॥
তার অগ্রে কহ নাহি জানে যেইজন।
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা দুষ্ট করিল নিধন॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার॥
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়।
এসব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয়॥
বাল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মম মনে।
বড় বলি কহিল অবোধ গোপগণে॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন॥

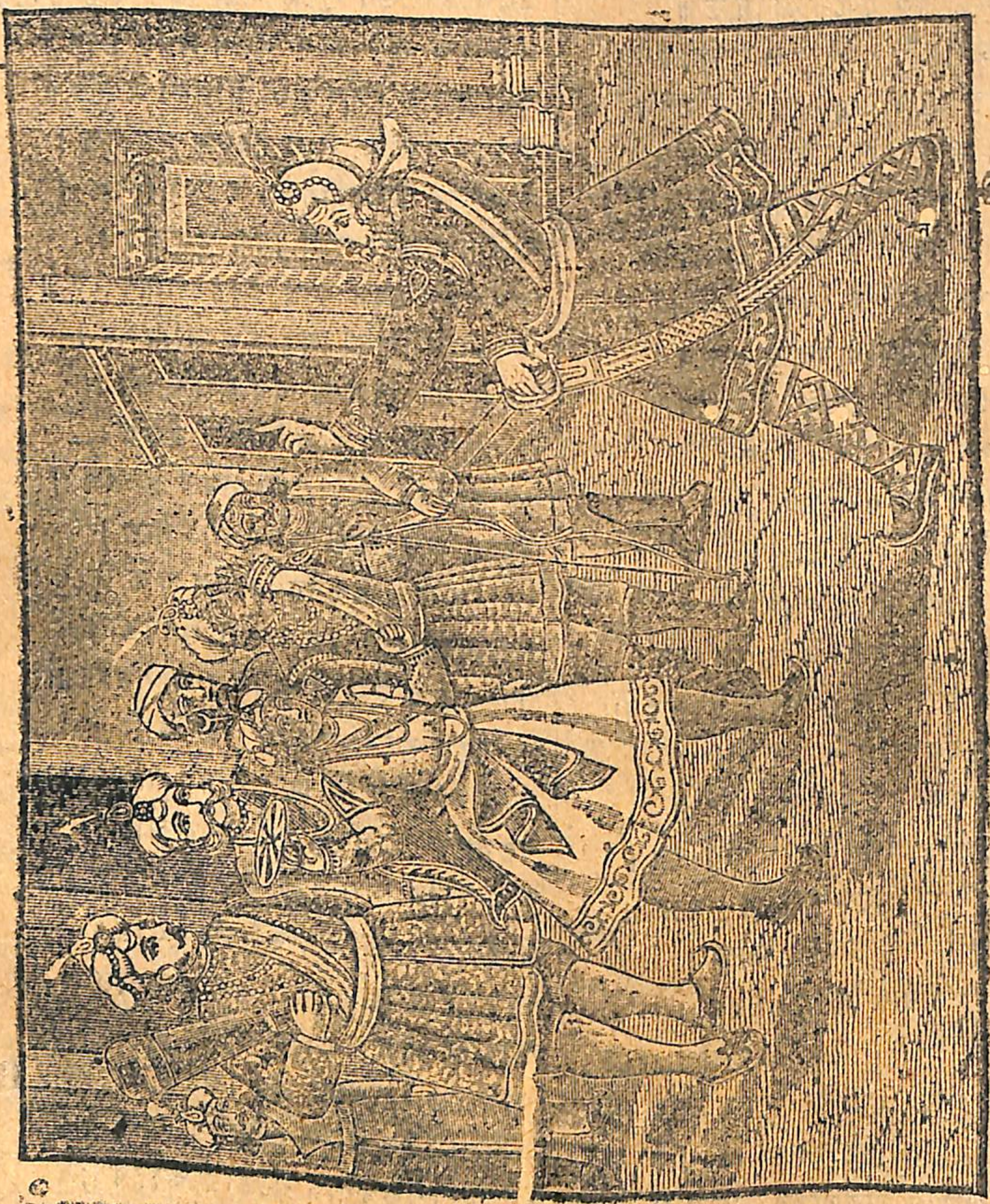
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এই জনে কদাচিত না কর প্রহার॥
স্ত্রীলিঙ্গে পুতনা মারি বৃষ মারি মাঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতী পাপ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন ধর্ম্মরাজ॥
কাশীরাজ অম্বা কন্যা শাল্বে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজ শুনি তারে না কৈল গ্রহণ॥
কন্যা প্রবেশিল গিয়া অনল ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচর॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঙাইল॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্যজনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে॥
ব্রহ্মচারি আপনারে বলাইস লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে॥
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী।
বেদ পাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে হংসের বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ॥
হংসমুখে মধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর ধর্ম্মাচার বলে সর্ব্বলোকে॥
অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্ম কথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায়॥
ক্রমে২ ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ॥

ক্রোধে সব হংস তার করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ॥
বৃদ্ধহংসে হংস যেন করিল নিধন।
সেইরূপে তোমারে মারিবে রাজাগণ॥
তারে ভীষ্ম জ্ঞান হারাইলে বৃদ্ধ কালে।
যেই গোপ জাতি নিন্দা করয়ে ছাওয়ালে
বৃদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস স্তবন।
ধিক ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তি।
কদাচিত না বুঝিল ইহার সংহতি॥
গোপ জাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রহিয়াছে সমুদ্র ভিতর॥
দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।
যুদ্ধে স্থির নহে যেন শৃগাল প্রকৃতি॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেলে দুষ্ট পুরীর ভিতরে॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয়॥
কহ ভীষ্ম এই যদি হয় জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে২ হয় নানা জাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধি হৈতে রাজসূয় হৈল বৃথা॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন কুমার॥
দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ভাসিল ক্রোধে ললাটে ভ্রূকুটি॥
রক্ত মুখ বিকৃতি অধরে দন্ত চাপ।
সিংহাসন হইতে উঠিল দিয়া লাফ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি॥
বহু বহু মধুর বচনে নিবারিল।
সমুদ্র তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল॥
না পারিল ভীম ভীষ্মে করিতে হেলন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥

দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প জ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন ধায় যে কেশরি॥
ডাকি বলে আরেরে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ॥
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ॥
চেদীরাজ গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্রে ডাকিলেন গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায়॥
জন্ম মাত্রে ইহারে ত্যজিবে কৈল মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্যে আসুরী বচন॥
বলবন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিহ ভয় কর ইহার পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
যেই জন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে যাহার॥
চতুর্ভুজ হয়ে ছিল চেদীর নন্দনে।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণে॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার ঘরে॥
সবাকারে দামঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন॥
তবে কত দিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ॥
দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্ট চিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়া দিল কৃষ্ণকোলে।
দুই হস্ত খসিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্ক হইল॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি আমি আজ্ঞা কর মোরে॥

ভয়ে কম্পবান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবিহ মনে।
কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে॥
মহাদেবী বলে এই মোরে বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ সতত ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপারাধ ক্ষমিবে ইহার॥
কৃষ্ণ বলে না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে ইহয়াছে এই রূপের নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে॥
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তেঞি তৃণবৎ মানে আমা সবাকারে॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শক্র মম নন্দের নন্দন।
তোর হেন স্তুতি তারে কিসের কারণ॥
লোকের বর্ণনা যেন করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন॥
যত স্তুতি কৈলা তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্যজনে কৈলে বর পাইতে এক্ষণে॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন।
মনোনীত বর তবে পাইতে এখন॥
মহা দাতা কর্ণ বীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিল সমরে॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ কবচ অঙ্গে সূর্য্যে দীপ্তিমান॥
অঙ্গ রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর॥
দ্রোণ দ্রোণি পিতাপুত্রে বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে।
রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল॥
বৃষসেন বিন্দ অনুবিন্দ কৃপাচার্য্য।
এ সবার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য॥
ধিক্ বুদ্ধি তোমার বলিব আর কত।
ভুলিঙ্গ পক্ষীর প্রায় তোমার চরিত্র॥
ভুলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে॥
তাহার কারণ শুনিয়াছি লোকমুখে॥
সব পক্ষীগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্ম ভাই কভু ভালনয়॥
সাহসিক কর্ম্মে ভাই দুঃখ পাই পাছে।
আমিহ কহি যে শাস্ত্রে হেন আছে॥
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়ে।
ভুলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া॥
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষমাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে॥
অতি শীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লয়ে যায়।
নিজকর্ম্ম এইরূপ অন্যেরে শিখায়॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভুলিঙ্গ জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন॥
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ হইলে এখনি পাঠাত যম ঘরে॥
অসহ্য এ কটু বাক্য শুনি ভীষ্মবীর।
কহেন কম্পিত অঙ্গ হইয়া অস্থির॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণস্তুতি করি হেন বলিস বচন॥
চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ যাঁর গুণ গায়।
পঞ্চমুখে স্তুতি যাঁরে করে দেবরায়॥

সহস্র বদনেতে অনন্ত করে স্তুতি।
চরাচর আর যত বৈসে মহামতি ॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ স্তুতি গুণ।
সংসারেতে পাপ তনু ধরে অকারণ ॥
কোন বা অধম হই অতি অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণগুণ স্তুতি ॥
আরে পাপ বলিল ক্ষমিছে রাজগণ।
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন ॥
এ সবার মধ্যে দেখি যত রাজগণে।
তৃণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে ॥
সাধুরাজগণ শুনি হইল সরস।
দুষ্ট রাজগণ সব বলিছে বিরস ॥
এই পাপী দুষ্ট গর্ব্বি ক্ষমা যোগ্য নয়।
পশুবৎ করিয়া মারহ পাপাশয় ॥
কেহ বলে ইচ্ছা মৃত্যু অহঙ্কারে ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াই ইহারে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজগণ।
মুখে বকাবকি সব কর অকারণ ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা থাকে আইস সমরে ॥
পূজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকী নন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকটে মরণ ॥
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল দেহে।
এই অংশ যাবৎ গোবিন্দ নাহি লহে ॥
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে হও স্থির।
পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির ॥
ভীষ্মের বচনেতে কুপিল শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোর পূজা কৈল কেন ত্যজি রাজগণে ॥
এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তব কমললোচন ॥
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্টজন ॥
যাদবীর গর্ভজাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিয়াছে যাদব অপকার ॥
এককালে আমি দ্বারকাপুরী হইতে।
প্রাগজ্যোতিষ পুরে গিয়া ছিলাম দৈবেতে
এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে।
স্বসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকা নগরে ॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈরত পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না করিল চিতে ॥
লুটিয়া পুটিয়া পুরী গেল দুরাশয়।
কহ শুনি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয় ॥
কতদিনে পিতা অশ্বমেধ করিলেন।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ অশ্ব ছাড়িলেন ॥
যদুগণে নিয়োজিত অশ্বের রক্ষণ।
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এমত দুর্জ্জন ॥
ইহার অন্তরেতে শুনহ রাজগণে।
সৌবীরেতে উৎসব করিল কত দিনে ॥
বভ্রুনামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরিয়া আনিল পাপমতি ॥
তদন্তরে শুনে সবে এ দুষ্ট কাহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদব নন্দিনী ॥
বভ্রুরাজে বরেছিল সেইত কন্যায়।
তারে হরি নিল ইষ্ট প্রবন্ধ মায়ায় ॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি লয়ে গেল এই দুরাচার ॥
ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক ॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃস্বসার সত্যের কারণ ॥
সাক্ষাতে শুনিলা সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজন শুনিয়া যে এই ভাল হৈল ॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিয়া শ্রবণে।
প্রত্যক্ষেতে যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে ॥
আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মী অংশ রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপসুতা ॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পাঠন ॥
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
যজ্ঞ ভাগ কখন চণ্ডাল নাহি পায় ॥



শিশুপাল বধ।

এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপাল নিন্দি সকল সাধুগণ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে ॥
নিলর্জ্জ তোমার আমি কি বলিব আর।
তোমায় দুকর্ম্ম যত বিখ্যাত সংসার ॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহুদিন হয় নাহি জানে সর্ব্বজন ॥
হরিয়া লইলে তারে রাজসভা হৈতে।
তাহা পুনঃ কহ লজ্জা নাহিক মুখেতে ॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
পূর্ব্বাপর কন্যা বরিয়াছে কোন জনে ॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে।
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে ॥
গোকুলে করিলে যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা যে পরদার যত ব্রজাঙ্গনা ॥

কিবা তোর ক্রিয়াকর্ম্ম কি তোর আচার।
সভামধ্যে কহ পুনঃ করি অহঙ্কার॥
শিশুপালে বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া বল কি করিবা তুমি॥
এতেক বলিল যদি চেদীর ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি হেন জ্বলে।
শিশুপাল শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
বজ্রতে চূর্ণ যেন হৈল গিরিবর।
দেখি চমকিত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর॥
শিশুপালের অঙ্গতেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
এক দৃষ্টে দেখিছে সকল রাজগণে।
পুনঃ আসি প্রণামিল কৃষ্ণের চরণে॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিতে।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিতে॥
বিনা মেঘে গগণেতে বরিষয় জল।
কম্পিত নির্ঘাত শব্দে হৈল চলাচল॥
আর যত রাজগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে নিঃশব্দ হয়ে সবে লুকাইল॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন সাধু রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির॥
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর।
শিশুপাল পুত্রে করি চেদীর ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কায।
লক্ষ রাজা উপরে হইলেন মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
রাজগণ বচন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
অগ্রসরি কত পথ যাই জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥

মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ শিশুপাল বধে।
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দের পদে॥

যজ্ঞ অন্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গমন।

রাজগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয়॥
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃৎ কটুম্ব লোক করহ পালন॥
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ।
কুন্তী স্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকা ভুবন।
হইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুত্রগণ॥
কুন্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত॥
এত বলি কৃষ্ণ শিরে করিল চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে২ সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন॥
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখি ধর্ম্ম নরপতি॥
হেনমতে নিজ দেশ গেলে সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন শকুনি দুর্য্যোধন॥
স্নেহ বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে।
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য২ দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে॥
নানা রত্ন বিরচিল যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু অধিকারী॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহে তুল্য নহে হস্তিনা ভুবন॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত॥
এক দিন দেখ তথা দেবের লিখিত॥

মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখি যেন সরোবর ॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন ॥
তথা হৈতে কতদূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থর থর ॥
স্ফটিক মণ্ডল বাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল ॥
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হতে দুর্য্যোধনে ॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস ॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধনের কলেবর।
বাহির হইতে তবে চিন্তিত অন্তর ॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী কুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার ॥
স্থানে২ প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন ॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভায় সকলে ॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুল পাঠাইলেন দেখাইতে দ্বার ॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর ॥
ক্ষণমাত্র তাথায় বিলম্ব না করিল।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা মাগি নিজ দেশে গেল ॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেটমাথা হইয়া বিমানা ॥
কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পায়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে ॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥

পাণ্ডবের সব হৈল পৃথিবী মণ্ডল।
এক লক্ষ নৃপতি খাটিল পদতল ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর জল যেন নিদাঘে শুকায় ॥
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তিক শ্রেষ্ঠ করিলেন কুন্তীর তনয় ॥
শিশুপাল বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি ॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণ।
ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণ।
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী প্রবন্ধ ॥

পাশা খেলাইবার মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ শুন মুনিবর।
কি হেতু পাশাতে হৈল অনর্থের ঘর ॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল ॥
কোন২ জন ছিল সভার ভিতর।
সেই পাশা হৈতে হৈল ভারত সমর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয় ॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয় ॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা ॥
মহাবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তার বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে ॥
দেবে যেন বৃহস্পতি দেবরাজ হিত।
এইরূপ ক্ষত্তা মম জানহ নিশ্চিত ॥
গুরুর অধিক পুত্র ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরুবংশের গণনা ॥

সুরকুলে বৃহস্পতি কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ধব সুবুদ্ধি বুদ্ধিদাতা॥
ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপু হয় সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস॥
মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলহ দ্যুত তুমি শুনহ বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গনি।
হস্তিনা নগর কুরুকুলে রাজধানী॥
যুধিষ্ঠির স্থিতে তুমি পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে তাহা বঞ্চে পঞ্চজনা॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর পুত্র দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া॥
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন॥
মোরে যে বলিল লক্ষ্মী গনি সাধারণ।
এই মত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন॥
কুন্তীপুত্র লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ॥
যদু ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অঙ্গ।
কারঙ্কর বৃষ্ণি এই সপ্তবংশ সঙ্গ॥
যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে॥
আর করিলেক দেখ কপট পাণ্ডব॥
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব॥
দেখিতে২ মম ভ্রান্তি হৈল মন।
অপমান কৈল যত শুনহ কারণ॥
মায়া সভা মধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের দেবা সব হেন লয় চিত্তে॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন॥
তথা হৈতে কত দূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয়॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্যবাস॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান॥
স্থানে২ স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির॥
মস্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিলে॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন॥
এই হেতু হইল আমার অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাউক প্রাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবা হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা॥
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগন॥
আমারে গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎমার্গেতে গেলে ঘুষিবে সংসার॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষ ভাব তারে না কর কদাচন॥

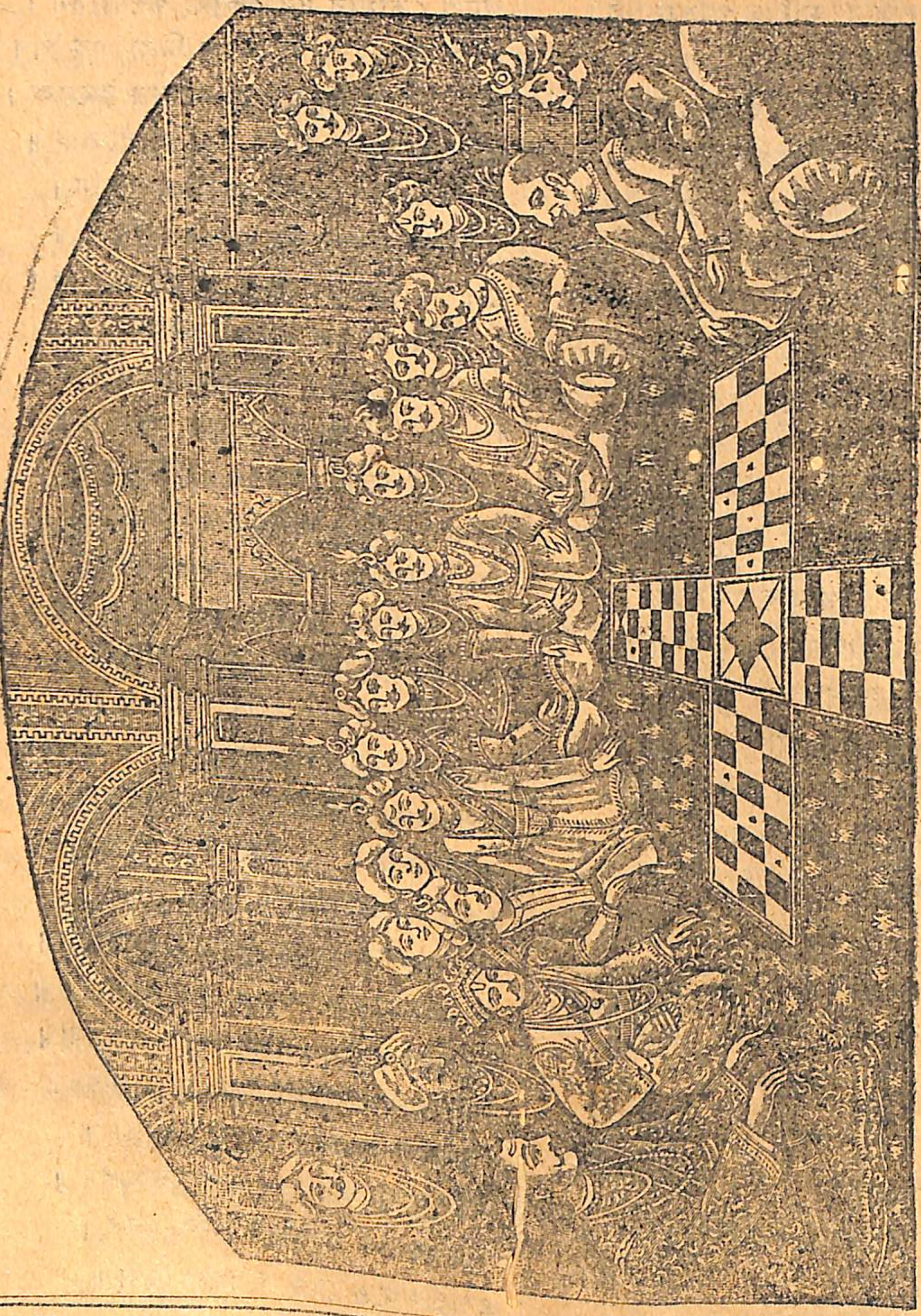
দুর্য্যোধন বলে পিত প্রাজ্ঞবান নই ।
বহুল শুনিয়া বলি শাস্ত্র কথা কই ॥
সে জন জানে কি পিতা শাস্ত্রের বিবাদ ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার ।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার ॥
রাজা হয়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন ।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন ॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন ।
নমুচি দানবে যথা সহস্র লোচন ॥
একাপিতা হৈতে হৈল সবার উৎপত্তি ।
বহুকাল প্রীত ছিল নমুচি সংহতি ॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার ।
নিষ্কণ্টক ভোগ করে অদিতি কুমার ॥
শত্রু অল্প যদি তব নাশের কারণ ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ ॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন ।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন ॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে ।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে ॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল ।
যুধিষ্ঠির আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল ॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা ।
কুলনাশ হইবে জানিয়া পাই ব্যথা ॥
অন্ধ বলে আমারে যে না বলিহ আর ।
দৈব বশ দেখি এই সকল সংসার ॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন ।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
বিদুরের আগত করিয়া দরশন ।
যথাবিধ পূজা করিলেন পঞ্চজন ॥
জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার ।
কি কারণে অন্য চিত্ত দেখ যে তোমার ॥
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায় ।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি ।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি ॥
ভ্রাতৃ সহ মম সভা দেখ হেতা আসি ।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভা মধ্যে বসি ॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন ।
এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন ॥
পার্থ বলিলেন দ্যূত অনর্থের ঘর ।
দ্যূত ক্রীড়া ইচ্ছে তাত আন ভ্রষ্ট নর ॥
যে হক সে হক আমি অধিন তোমার ।
কি কার্য্য করিব মোরে কহ সমাচার ॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল ।
দ্যূতেতে অনর্থ জম্মে ভ্রষ্ট হয় কুল ॥
করিলাম অন্ধেরে অনেক নিবারণ ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন ॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয় হয় ।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয় ॥
পার্থ বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি ।
গুরু আজ্ঞা ভঙ্গ হৈলে নরকে বসতি ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন ।
দ্যূতে কিবা যুদ্ধে যদি করে আবাহন ॥
বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন ।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি না করি হেলন ॥
এতশুনি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায় ।
কন্তাসহ পঞ্চভাই যান হস্তিনায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত ।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর নারী যত ॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ ।
রজনি বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন ॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

—০—

পাশাতে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
সুখে দিব্য সভা মধ্যে করিল গমন ॥
অন্যে২ সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে ।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে ॥

হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি॥
পুরুষের মনোরথ দ্যূত ক্রীড়া জানি।
দ্যূত ক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্রিয় পরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
কপট এ কর্ম্ম ইথে কপট বাখানে।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মনে॥
শকুনি বলয়ে পাশা স্ববুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার॥
পাশার সমান দেখ বুদ্ধির সমান।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিগণ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল।
স্বধর্ম্ম করিয়া কেন সাধিলা মাতুল॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা॥
শকুনি বলিল তুমি যাহ নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে২ ক্রীড়া পণ্ডিতে সে জানে॥
যদ দ্যূত ক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমারে।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তব যাহ আপনারে॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে ডাকিল আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে।
তোমার সহিত পণ করে কোনজনে॥
মেরু তুল্য আমার আছে যে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবেন।
সব রত্ন দিব আমি যতেক হারিবে॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবা এই পণ॥
দুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক।
প্রবোধ করিব আমি জিনিব যতেক॥
নির্ণয় করিয়া শারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইবেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেক পণ।
কোটি২ যতেক আছয়ে অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন আমার যে নন্দন।
নানা রত্ন বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হস্তীবৃন্দ যে আমার।
উবদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সর্ব্বহস্তী করি পণ পুনঃ ফেলে পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র নানা রত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিল পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলে আছয়ে গন্ধর্ব্ব অশ্বগণ।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুর আদি ছিল।
এবার দ্যূতে সেই অশ্বগণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবল কুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথী মধ্যে কার সে সব গণন॥
এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিল বলে গান্ধার নন্দন॥
এইমতে প্রবর্ত্তিল কপট দেবেন।
একে একে হরিলেন ধর্ম্ম সর্ব্বধন॥



যুধিষ্ঠির ও শকুনির পাশাখেলা আরম্ভ।

দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ ॥
আমি যত বলি তব মন নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলে কি স্তব্ধ।
জন্মকাল এ পুত্র করিল খর শব্দ ॥
তখনি বলিনু আমি সকলি বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার ॥
না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হইল এখন ॥
সংহার রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিলা নাহি পাও দেখিবারে ॥
দেবোত্তর নীতি রাজা কহি সে তোমারে
মধু হেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে ॥
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন ॥

মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে এবে নাহি শুন কথা ॥
এইরূপ কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশে পীড়িত করিল দুষ্টমতি ॥
উগ্রসেন আদি সবে কৈল এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে সবে হইল সংহার ॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবে প্রীতি ॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ গিয়া করিয়া বন্ধন ॥
নির্ভয়ে পরম সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক হস্তে ময়ুরের না কর অনীতি ॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কর হেন যমের অতিথি ॥
দিক পাল সহ যদি আসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডব জিনিতে নারে তোমা কিসেগণি।
হে ভীষ্ম হে দ্রোণ কৃপ নাহি শুন কেনে
সবে মেল রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে ॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ কেলে।
সবে মেলি যম গৃহে যাইতে বসিলে ॥
অক্রোধ অজাত শত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
যমজ যুগল করিবেক যবে ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥
হে অ পাশেতে যত হইলা বিষাদ।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ চূড়ামণি ॥
কোথায় পর্ব্বত পুর ইহার নিবাস।
কে আনিল হেথায় করিতে সর্ব্বনাশ ॥
বিদায় করহ ঘরে যাক আপনার।
উঠ উঠ শকুনি করি যে পরিহার ॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥

দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হয়ে কহ ভাষা সভা মধ্যে বসি ॥
জিহ্বাতে হৃদয় তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল কর তুমি ধৃতরাষ্ট্রের হানি ॥
পাণ্ডুপুত্র প্রিয় তুমি সর্ব্বলোক জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রুহিত জনে ॥
যথায় থাকহ ইচ্ছা যাহ আপনার।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার ॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি কহে কভু ॥
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হিতবাক্য হতায়ু কখন নাহি মানে ॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিবে কথা।
জিজ্ঞাসহ আপন সদৃশ পাও যথা ॥
এতবলি নিঃশব্দ হয় ক্ষতা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল তনয় ॥
শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বস্ব হারিলে আর কি করিবে পণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধু মধ্যেতে আমার যত ধন ॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিতে লইলাম বলে গান্ধারের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন ॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত দেশ ভূমি ॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এ রে দেবনে আমি করিলাম পণ ॥
শকুনি বলিল জিনিলাম সে সকল।
আর কি আছয়ে পন কর মহাবল ॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার ॥

সকল করিল পন জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম নৃপমণি॥
শকুনি বলিল কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার॥
ক্ষিতি মধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
সিংহ গ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিয়া দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম্ম বলেন সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার নন্দন॥
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবা না লয় মম চিত্তে॥
ধর্ম্মরাজ বলেন তোমার দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাষ কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয়॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোকে খ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে॥
এ কর্ম্মেতে পণ যোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনিল হরিষ কুরুকুলে॥

ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এই বার।
বলেতে মনুষ্য লোকে সম নহে যার॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য বধি পালে সুরগণে।
সেইমত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে॥
পাশায় এ পণ যোগ্য নহে হেন মন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নিবন্ধন॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি কেবল আমারে করি পণ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপ কর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার॥
দ্রুপদ নন্দিনী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপনা উদ্ধার॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিলে হয় বহু ধন নারী॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কি মতে করিব পণ দ্রুপদ দুহিতা॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশা জানি॥
বিপদে পড়িল বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন মানিলে যেই হিত॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা খেল আরবার সেই পণ স্থির॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু সোদর সকল॥
বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন।
ভীষ্ম আর দ্রোণ হৈল সজল নয়ন।
বিমর্ষিত বিদুর বসিল অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে॥
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ভাবিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর॥
এইমত সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়॥

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ।

হাসিয়া বলিল দেব সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন॥
আমা সভা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পায়ে আপন সমাজ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ তোমা দেখি হাসে এই সর্ব্বজন॥
বাতুল দেখিয়া যেন হাসে সভাজনে।
সেইমত কৈল তোমা আপন ভবনে॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদয়।
সমযোগ্য দাসের বসিতে না যুয়ায়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে॥
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন॥
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্য কর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে॥
নিজশক্তি মত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্যে ভৃত্যকর্ম্ম॥
ভৃত্য হইল পঞ্চজন করুক স্বকার্য্য।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্যকর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়॥
তাম্বুলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লয়ে সন্নিধানে থাকে অনুক্ষণ॥
হৃষ্ট পুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে নহেত দুর্ব্বল॥
স্কন্ধেতে করি তোমার সহিত ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবে গমন॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমা অনুমানে যদি তব মনে লয়॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়॥
দুইভিতে তোমার থাকিবা দুইজন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন॥
এ সেবায় পঞ্চজনে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসাপণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারী কুমার॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞা মাত্র ততক্ষণ যত ভৃত্যগণ।
উঠ২ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোনলাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্যস্থানে সবে বৈস গিয়া॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম করে ধরি।
চল২ বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঠেলা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝর ঝর॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর২ কম্পমান ভীমবীর॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়।
যেমন প্রলয় কালে হয় মড়মাড়॥
যুগান্তের যম যেন মজাইতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু চাহে এক দৃষ্টি॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণ পানে চান॥
দেখিয়া কৌরবেরা পাইল বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করিয়া উঠিল রণডঙ্কা॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার
চরণের ভরে ক্ষিতি হয়ত বিদার

ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে ধায় ।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায় ॥
হেটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে ।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে ॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি ।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম নরপতি ॥
দিকপাল সহ যদি আসি দেবরাজ ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥
ধর্ম্মেরে করাবে হেন আমরা থাকিতে ।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥
কোন ছার এরা সব তৃণ হেন গণি ।
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি ।
তাহে কোন দ্রব্য যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
অস্বীকার ধর্ম্মেতে এ কর্ম্মে অভিপ্রায় ।
সে কারণে এ কার্য্য করিতে না যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্তক্রোধ ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল ।
পঞ্চভাই আপনি আপনি সব দিল ॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে ।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন ।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল ।
হাস্য উপহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার ।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

কুরুসভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন ।

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি ।
ডাকিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে ।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে ॥
উঠ উঠ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ চলি ।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এতশুনি বিদুর কম্পিত কলেবর ।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দবুদ্ধি মাতচ্ছন্ন না বুঝস কিছু ।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগ পশু ॥
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর ।
অঙ্গুলি না পূর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ দুষ্টভাষা মুখেতে আনিস ।
পাণ্ডবের গৃহিণী হইবে তোর দাস ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার ।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনা হারল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার ।
অন্যজন উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে ।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মম বোল যদি তোর নাহি লয় মনে ।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই যে বৃদ্ধ অন্ধক হৃষ্ট হইয়াছে ।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ ।
ফুল ধরি যেন রেণু বৃক্ষের মরণ ॥
শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন ।
বাক্যাঘাতে নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয় ।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে ।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন ।
জলেতে পাষাণ নাহি হয় কদাচন ॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর ।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ॥
পুনঃ২ কহিলাম আমি হিতবাণী ।
ন' শুনিল মৃত্যুকালে হৈল হেন যানি ॥

নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুলধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ফলিবে ॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥
প্রতিগামী আছিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ॥
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করহ মনে ॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ॥
আর কুস্বভাব আছে বিদুরের চিত।
ধৃতরাষ্ট্র কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ॥
দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় চলিল প্রতিগামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী ॥
যথায় পুরের মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীরে আগে কহে করযোড় করি ॥
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু অধিকারী।
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি ॥
অবধান মহাদেবী শুনহ বিধান।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান ॥
ধৃতরাষ্ট্র গৃহে চল কর যথা কর্ম্ম।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম ॥
দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী ॥
প্রতিগামী বলে এই কপট না হয়।
তবে কেন খেলিলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর ॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ নন্দিনী ॥
যাহ প্রতিগামী জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে ॥
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ জনা ॥
তবে যদি আমারে যাইতে সবে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায় ॥
এত শুনি প্রতিগামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন পণ প্রথমে করিল রাজা দ্যূতে ॥
প্রথমে আপনা কি হারিল যাজ্ঞসেনী।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
রহিলেন নিঃশব্দে না বলিলেন বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রতিগামী ॥
প্রতিগামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে।
যাহ প্রতিগামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে ॥
সভামধ্যে লইয়া আইসহ দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে ॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে ॥
এত শুনি প্রতিগামী হইল দুঃখিত।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত ॥
করযোড়ে প্রতিগামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবী হইল প্রমাদ ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লৈতে বলিল যখনে ॥
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয় নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন কিবা দুর্য্যোধন ॥
প্রতিগামী বলে রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল ॥
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশনাশ হেতু বিধি করিলা বিধান ॥
যাহ প্রতিগামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তার মন যাইতে তথায় ॥
এত শুনি প্রতিগামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
দুর্য্যোধন যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে ॥
বিচারিয়া কহিলেন কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে ॥

সত্য বিনা মর্ম্মচিত্তে অন্য নাহি লয় ।
ধর্ম্ম রক্ষা করুন আসিয়া এ সভায় ॥
প্রতিগামী প্রতি পুনঃ দুর্য্যোধন বলে ।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নিহেন জ্বলে ॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে ।
পুনঃ২ আইসহ দ্রৌপদী দূতপণে ॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে ।
এত শুনি প্রতিগামী ভীত হৈল মনে ॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে ।
কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে ॥
কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে ।
সে কারণে পড়িলাম বিষম সঙ্কটে ॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার ।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয় নন্দনে ।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের চরণে ॥
তব আজ্ঞা বশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে ।
না আইলে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে ॥
শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন ।
পাণ্ডবেরে ভয় করে সঞ্জয় নন্দন ॥
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি ।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি ॥
সভা মধ্যে কেশে ধরে আনহ তাহার ।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচার ॥
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন হয়ে হৃষ্টচিত ।
দ্রৌপীর অন্তঃপুরে চলিল ত্বরিত ॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন ।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে ।
দুর্য্যোধনে ভজ আজি ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃশাসন দুষ্ট বুদ্ধি দেখি গুণবতী ।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরে থর ।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল ।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল ॥

গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ প্রসারিয়া ।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বিনাইয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত ।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥
কুলবধূ লয়ে যাবে মধ্যেতে সবার ।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া ।
দুইহাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে ।
দুঃশাসন ধরিলেন দ্রৌপদীর চুলে ॥
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময় ।
মন্ত্রবলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি ।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥
কেশে ধরে নিল কৃষ্ণা পবনের বেগে ।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কিনা লাগে ॥
নাগিনা বিকল যেন গরুড়ের মুখে ।
ছটফট করে দেবী ছাড় ছাড় ডাকে ॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে ।
রজঃস্বলা আছি আরে একই বসনে ॥
দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশ ।
রজঃস্বলা হয় কিম্বা হও এক বাস ॥
পূর্ব্ব অহঙ্কার তুমি না করহ মনে ।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে ॥
কৃষ্ণা বলে গুরুজন আছয়ে সভাতে ।
কিমতে দাণ্ডাব আমি সভার অগ্রেতে ॥
না লহ সভাতে মোরে করি পরিহার ।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার ॥
ইন্দ্র সখা করিলেও রক্ষা না পাইবি ।
ক্ষণমাত্রে যমগৃহে সবংশেতে যাবি ॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে ধর্ম্মনরপতি ।
ভ্রাতৃ উপরোধ বশ চারি মহামতি ॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন ।
এখনও যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে ।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে ॥



দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ।

ঝাঁকারিয়া বলেতে লইল সভাতল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল॥
উপুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে ডাকয়ে কাতরে॥
বড় বড় জন দেখি আছয়ে সভায়।
হেন একজন নাহি এক কথা কয়॥
এ তোর দুর্ব্বুদ্ধি নাহি করে নিবারণ।
চিত্র পুত্তলিকা মত আছে সভাজন॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ যে আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেহ না দেখে নয়নে॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ব॥
কুরু সব সাথে ভ্রষ্ট হইয়া নিশ্চয়।
এক জনে কেহ এক ভাষা নাহি কয়॥

দ্রৌপদী কাতরা অতি দেখিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পাইলে যেমন জ্বলয়ে জলোদ্ভব ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল ॥
দ্রৌপদীর কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়ায়ে আগুনে ॥
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকার্ষ।
পরিহাস করে কেহ বলে আন দাসী ॥
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

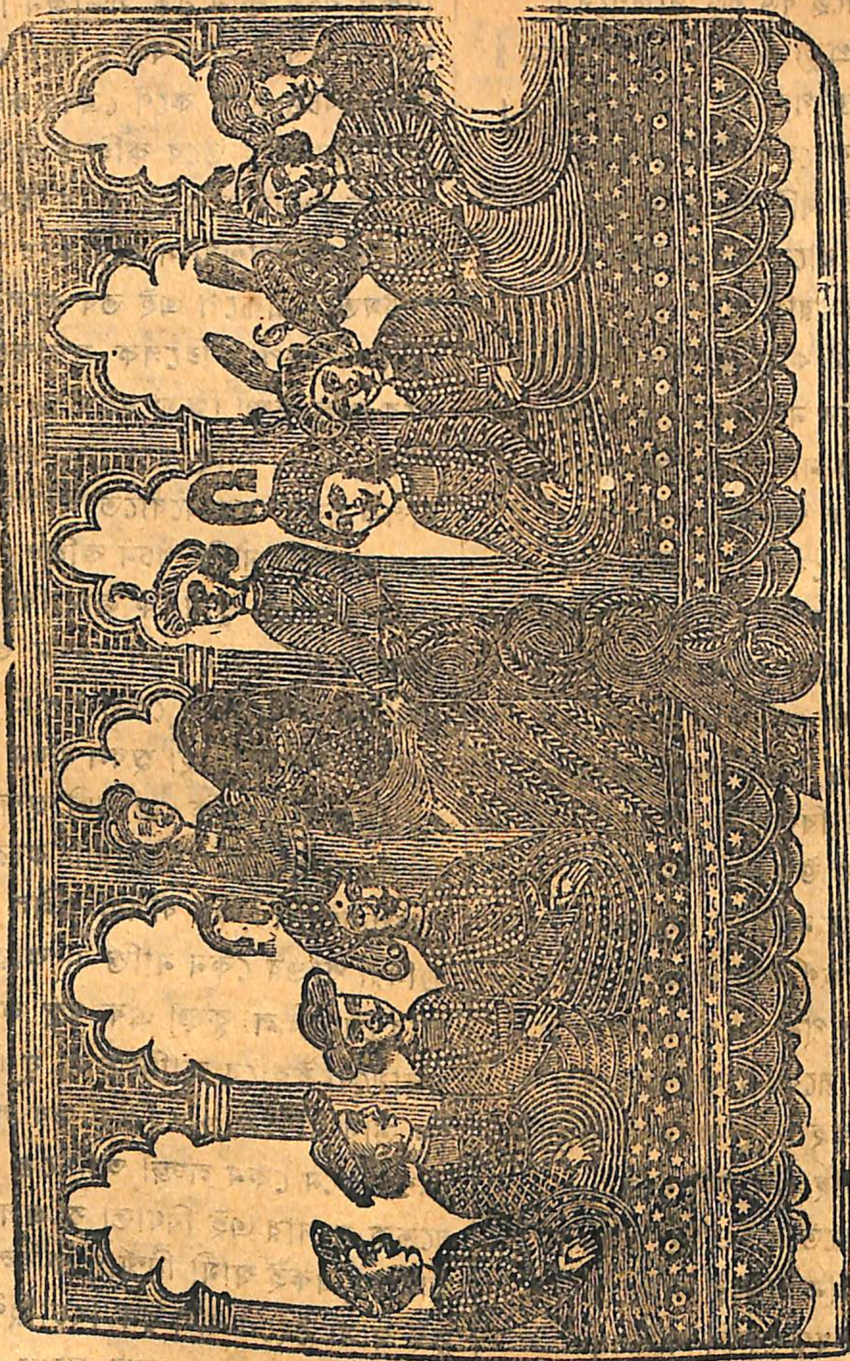
সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর।

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
কিন্তু ভীষ্ম উত্তর করিল কতক্ষণে ॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া করিতে প্রমাণ ॥
অন্যদ্রব্য অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর ॥
আপনা হারিয়া অগ্রে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিয়া ইহা জানে সর্ব্বজন ॥
দ্রুপদ নন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাতে নহে অধিকারী ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে কভু মিথ্যা না বেরায় ॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহিব ইহার বিধান নাহি জানি ॥
এতবলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্মবীর।
যুধিষ্ঠিরে চাহি তবে বৃকোদর বীর ॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোনজনে।
কপটে জুয়ারী হইয়াছে বহুজন।
তা সবারে থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ ॥
সে সবার নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা কেমন ॥

রাজ্যদেশ ধন জন হরিয়া যতেক।
ইহাতে তোমাতে ক্রোধ না করি তিলেক
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারী করিবার ॥
এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি।
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী ॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে ॥
এই হেতু তোমাতে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্রলোকে কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহে কোনকালে ॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞেতে গণি।
শত্রুর কপট ছন্ন হৈল হেন জানি ॥
সদাই শত্রুর ভাই এই সে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদে হউক পঞ্চজনা ॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যৈষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজ না কর হেলন ॥
রাজারে বলিলা হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যুত আরম্ভিলা শত্রু কপটে ডারিয়া ॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যুত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় না কহিও আর।
হীনজনে লঘুত্ব না পারি সহিবার ॥
হরি বিনা অন্য চিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব দেখিয়াছে যে নয়নে।
তবে রাখ সে জীবন কোন প্রয়োজনে ॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলেতে দহয়ে কলেবর ॥
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয় ॥
বিশেষ কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে।
সভাজন চাহিয়া বলেন উচ্চৈঃস্বরে ॥

সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দেহ কেনে॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোক হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর থাকে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেও কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণে॥
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেও কি কারণে।
পুনঃ২ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আছে করহ বিচার॥
এইমত পুনঃ২ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কপালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িল পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলে উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সর্ব্ব নরবর॥
চারিধর্ম্ম নৃপরিতেরে হয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবল দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতি ধর্ম্ম দেবল পশিল।
ইচ্ছা সুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবল নন্দন॥
অগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভু পণ আছে॥
বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
স্বয়ং ধর্ম্মরাজের না ইথে অধিকার॥
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল বল মম এ উচিত॥

বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হইল।
দুর্য্যোধন চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নিকাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তায়॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥
সবে বলে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি করে কোনজনে।
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আসিল।
বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে সে সে কেমন প্রকার॥
যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব যখন কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল নন্দন॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নাস্তি না করিল॥
আর যে বলিল কৃষ্ণা এক বস্ত্র কায়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুঝায়॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যা জনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল॥
দুই স্বামী হৈলে বলি সে দ্বিচারিণী।
পঞ্চস্বামী হৈল পরে বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সভায় আনিতে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এইমত বিচার আমার মনে আইসে॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্মগতি॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আনবস্ত্র আভরণে॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ছটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥



দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ।

এতশুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥
এক বস্ত্র পরিধান দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে পিন্ধনেতে ধরি ॥
ছাড়২ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গের বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণ ডাকে দেবরায় ॥

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু,
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারহ লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥
যে প্রভু পালিত সৃষ্টি, সংহার করিতে সৃষ্টি,
পুনঃ পুনঃ হয় অবতার।

তাঁহার চরণ ছায়া, সপিনু আমার কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্ত খরক্রোধে, ভুজঙ্গ দম্ভীর হৃদে,
যেই প্রভু রাখিল প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণ যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
যাহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ পদ্ম মাঝ ॥
যে প্রভু ঈশ্বদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাবরে মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, সপিনু আমার অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে ॥
যে প্রভু কপট ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপদ পদ্ম, ত্রিপদ-গামী সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মম গতি ॥
পরশে যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বতধরি, গোকুলের গোপনারী,
রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতিপুত্রগণতাত,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসার যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে গুণে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্য ধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশ মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্বগায় ॥
লোহিত পিঙ্গলপিত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানাচিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের সাড়ী, দুঃশাসন ফেলেকাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বত সমান বাস, দেখি লোকে হৈলত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি শুনি দেখি, সভাজন বলেডাকি,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে ॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
রাখিয়া থুইল কৃষ্ণনাম।
যে নাম হইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে পায় স্ববাঞ্ছিত কাম ॥
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড দায়।
ক্ষণেক যে নামজপি, অশেষ পাপেরপাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
অবহেলে যেইজন শুনে।
দুরন্ত সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস বিরচনে ॥

দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু২ দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
পূর্ব্বে কভু নাহি শুনি দেখি যে নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রুদ্ধতর ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে
পিতৃপিতামহ গতি না পায় কখনে।
এইত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে ॥

রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুবলে॥
যত সাধুগণ সব করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ব্বজন॥
আপনিহ অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল॥
তবেত বিদুর নিবারিলা সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে॥
এ সভার মধ্যে আছ বহু রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য না বলহ কি কারণ॥
ভয়ার্ত্তা হইয়া যদি আসে সভামাঝে।
সভাজনে চাহি যে তাহার ন্যায় বুঝে॥
সভাতে থাকিয়া যে বিচার নাহি করে।
অধর্ম্মের সহ সেই যায় নরকেরে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুইজনে কন্দোল হইল আচম্বিতে॥
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলয়ে দ্বিজ সবার প্রধান॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুইজন।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণ॥
যে জন হারিবে তার লইব পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে লইব বিধান॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কোন স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তব বাপের সদনে॥
সুধন্বা বলেন শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিত্তে বাহা সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান॥
অসুর সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয় বলহ উত্তর॥
কশ্যপ বলেন শুনি বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপ সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই গতি।
ইহলোক মহাদুঃখ পায় নিতি২॥
হৃদয়ে শূল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে॥
অধার্ম্মিক পক্ষ হয়ে কহে যেই জন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ॥
অধর্ম্ম জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পদ পাপ সেই শরীরেতে ধরে॥
সাক্ষী হয়ে যেই জন পক্ষ হয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়॥
কশ্যপের স্থানে পায়ে এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন।
তেঁই তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তোর মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠ ইহার জননী॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয়।
তোমার অধিন আজি বিরোচন হয়॥
মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছ কর নাহি এতে নিবারণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন॥
কখনই তাপ নহে সত্যবাদী জনে।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে॥

এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজন চাহি কৃষ্ণা এতেক বলিল॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনিয়া গৃহেতে লয়ে যাহ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরথরে।
স্বামীগণ পানে চাহি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্বামীগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর কালে।
আমারে দেখিয়া ছিল নৃপতি সকলে॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজনে।
আজি পুনঃ সেই সভা দেখিনু নয়নে॥
চন্দ্র সূর্য্য দেখিলে যাহারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে॥
যত গুরুজন আমি করি নমস্কার।
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিচার॥
দ্রুপদনন্দিনী আমি পাণ্ডব গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছ তোমরা হইব আমি দাসী॥
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধান।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃ২ কল্যাণি জিজ্ঞাস কি কারণ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায়॥
মৃত্যুকালে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর॥
বহু কষ্টযুক্ত নহে ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্মবলে কর সব শক্রর নিধন॥
দাসীযোগ্য অযোগ্য যে কহিলা বিধান।
কহি আমি শুনহ আমার অনুমান॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্যজনে॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশার নির্ণয়।
ব্যাস বিরচিল গীত কাশীদাস গায়॥
সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করয়ে ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন॥
হাঁসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করহ রোদন॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিয়াছে তোরে।
পুনঃ২ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয়॥
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোর পরে নাহিক ধর্ম্মের অধিকার॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহুক চারিজন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন॥
নতুবা আপনি কহুক ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে মম নাহি অধিকার॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল২ বলিয়া কহিল সভাজন॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র ভীম কিবা বলে॥
কিবা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন মুখ সবে করে নিরীক্ষণ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ এক দৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায়॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি॥
ইনি যদি নহিবেক পাণ্ডব ঈশ্বর।
এতক্ষণ কোথা বাঁচে কৌরব পামর॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা হারিলা আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা॥

যুধিষ্ঠির জিত হৈল জিনিল সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জিতে তো সবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষণে রাজারে বসালি ভূমিতলে।
যেই ক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে ॥
সেইক্ষণে আয়ুশেষ তোমা সবাকার।
গুটি, করি সবে করিব সংহার ॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজ।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইতি মাঝ ॥
পর্ব্বত করিল চূর্ণ তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ ॥
আর তাহে পুনঃ২ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনই দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে ॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমতি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
কহিতে২ ভীম ক্রোধে কম্পে কায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর মধুর বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি ॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল ॥
তিন জন ধনের উপরে প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাস হেন যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার।
দাস ভার্য্যা দাসী হয় জানয়ে সংসার ॥
দাসী হৈলে দাসী কর্ম্ম করে যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত ॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন ॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে ॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে কচালে করে কর ॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী ॥
ওরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মম হাতে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম অধিকারী।
সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব প্রধান।
তুমি কেন নাহি কর ইহার বিধান ॥
চারি ভাই তোমার বাক্যেতে তারা স্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিতা কি অজিত ॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন ॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণ ভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন ॥
ভীমভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণাপানে।
আপনার উরু হৈতে তুলিল বসনে ॥
গজশুণ্ড সদৃশ উলাট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণযুক্ত বজ্রবৎ উরু ॥
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে ॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর ॥
বজ্র সম প্রহার করিয়া গদাঘাত।
রণ মধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত ॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে ॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্প সবাকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার ॥
আর দেখ কুরুকুলে রক্ষা না হ আর।
ভীম ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রৌপদীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বরদান।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী
নয়নের নীর ধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে॥
হেনই সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখী॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনি শিবাচয়,
প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পুড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
প্রলয় হইল ধূমে।
বহে তপ্তবাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয়ের যেন রণে।
বিহনে মিহির, বরিষে রুধির,
সদা ক্ষিতি কম্পবান।
দেউল প্রাচীর, যাদব মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান॥
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবল দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন॥
শুন কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকটে হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে দেখি॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদ দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী রহিল,
সবাকারে উপরোধ।
শীঘ্রকর রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ॥
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীত ভাবে,
কহে অন্ধ নৃপমণি॥
বধূগণ মধ্যে, তোমা গণি সাধ্বে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হৈল খ্যাত॥
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্ব্বৃত্তি,
সব পুত্র হৈতে হৈল॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষম গো দ্রুপদ সুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পাইলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা॥
দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থানে।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটুত্তর,
হয়ে প্রসন্ন বদনে॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম্ম নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন॥
ধর্ম্ম মহারাজ, যেন ক্ষিতি মাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যত শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে॥
বর দিলা অন্ধ, হইয়া সানন্দ,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর॥
যাজ্ঞসেনী বলিল, কৃপা যদি হইল,
মাগি যে তোমার পায়।

সহস্র বাহন, আর চারিজন,
মুক্ত করহ সভার ॥
বলে কুরুপতি, মাগ গুণবতী,
যেই লয়ে মনে আর।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
দিব বর যে তোমার ॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলয়ে পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান ॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানি জন স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্য মাগিবেক সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে শতবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥
যেই মম কাজ, দিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর।
শুনি অঙ্গরাজ, পেয়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর ॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তরে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রমাণ প্রশংসি কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়
শ্রবণে বিপদ তরে ॥

যুধিষ্ঠিরাদির দাসত্ব মোচন।

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণ বীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের সদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কথনে ॥
ভার্য্যা হইতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখাগণি।
সর্ব্বসুখ হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহ মাত্রেতে লোকে গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে ॥
ইহকালে ভার্য্যা হইতে বঞ্চি বহুসুখে।
মরণে সহায় হয় তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোকে ত্বরিতে কেহ নহে সমুচিত ॥
আরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীন জন ॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
দেবে একথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশ যাহা করিলি সভায় ॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥
হীন জন বচন শুনিয়া না শুনিবে।
হীনজন বচনে উত্তর নাহি দিবে ॥
হীনজন সূতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥

ঈদৃশ বচন কহিবেক হীনজনে।
দেহ ভুজ ভার তবে বহে অকারণে॥
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শক্রগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ॥
আজি সব শক্রগণ করিব সংহার।
একত্র আছয়ে যত শক্র যে আমার॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিয়া সে সব।
ইহা চেয়ে আর কি আছয়ে পরাভব॥
বাক্‌চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই সব শক্র করিব নিধন॥
কহিতে২ ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল হেন নয়ন তরঙ্গ॥
নয়ন তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যমপ্রায়॥
ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গর।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর॥
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চাহি সহোদরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

পাণ্ডবের নিজ রাজ্যে
গমন।

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠ তাত আগে।
সবিনয় পূর্ব্বক কহেন করযুগে॥
আজ্ঞা কর তাত কি করিব আমা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত॥
সাধুজন শ্রেয় তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে কি বুঝাইব জান সব নীত॥
সাধুজন কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নীজগুণ নাহি ধরে পূর্ব্বগুণ দোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্ম গুণ কহে সেই সে অধম॥
বংশেতে তিলক তুমি কুরুকুলনাথ।
দুর্য্যোধন যত দোষ ক্ষমা কর তাত॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিলা দুষ্টগণ॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ॥
যে দ্যুতে করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলবান মিত্রামিত্র বুঝিবারে॥
ভালমতে তোমারে জানিনু এতদিনে।
কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদীর সতীত্ব গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারতবংশ করিলা উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল॥
যাহ তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালন আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে হিত॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনাদির
বিষাদ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে পঞ্চভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিল সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিনিলা তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেলা যথা অন্ধ নৃপমনি॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা॥

বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কিনা জান তাহা তোমারে বিদিত ॥
যেমনে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
যুদ্ধে বুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন ॥
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ ॥
স্নেহ করি পুনঃ সব তুমি দিলা তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে ॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
যত করিলাম না ক্ষমিবে কদাচন ॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পিরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্টে না ক্ষমিবে কদাচিতে ॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজদেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ ॥
সশস্ত্রে থাকিলে রথে পাণ্ডুপুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন ॥
আর শুন তাত যবে মুক্ত হয়ে যায়।
মুহুর্মুহু পার্থ বীর গাণ্ডীব দেখায় ॥
দক্ষিণ বামেতে দূত ঘন ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে ॥
অতিশয় গর্জ্জিয়া যাইতেছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর ॥
স্নেহেতে ডুবিয়া তাত করিলা কি কায।
মোর ক্লেশ হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায় ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয় ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এইপণ ॥
বৎসর অজ্ঞাত মাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয় ॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বনে।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপনে ॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয় ॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রতিগামী প্রতি।
যাহ শীঘ্র ফিরে আন ধর্ম্ম নরপতি ॥
পথে কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে ॥
এতশুনি বলে দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত ॥
একে২ পুনঃ পুনঃ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হয়ে রাজা শুনি না শুনিল ॥
কার বাক্য না শুনিল কুরু অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পুনঃ পাশা খেলারম্ভ।

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান ॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন ॥
বিদুর বলিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার ॥
এ পাপীষ্ঠ স্নেহে না শুনিল ক্ষত্তাবাণী।
সেইকাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি ॥
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার ॥
ইহার বচন না শুনহ কদাচন।
নিবৃত্তি হইল অগ্নি না জ্বাল এখন ॥
বৃদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি ॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন ॥
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবে।
আপনি আপন বংশে সকল মজাবে ॥
ধন বংশে বৃদ্ধি হইয়াছে হে রাজন।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কায।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ ॥

অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয় ॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবল নন্দিনী।
আমারে কি বুঝাহ সকল আমি জানি ॥
কুরু অন্তঃবাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয় ॥
যে হক্ সে হক পাছে দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন ॥
আজ্ঞা পায়ে প্রতিগামী গেল ততক্ষণ।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রতিগামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে ॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির ॥
ধর্ম্ম বলে দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন ॥
বিশেষ আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহরিলে দ্যূত যুদ্ধে না ফির কখন ॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয় ॥
এতবলি ভ্রাতৃগণ লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি ॥
শকুনি বলিল দেখ ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ ॥
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয় ॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার ॥
এইত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল ॥
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন ॥
একেত আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দেবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল ॥
হারিলেক ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কৌরব বধে পাণ্ডবাদির প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ততক্ষণ করিলেন অরণ্যেতে গতি ॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ করিলেন বাকল পরিয়া ॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাস ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদ কন্যার প্রতি বলে ॥
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিলে।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিলে ॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনী মম বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া বনের ভিতর ॥
এই কুরুজন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয় ॥
এইরূপে পুনঃ২ কহিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবন কুমার ॥
রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু আনিলি আপন।
যেই হেতু কহিলি এমত কুবচন ॥
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোকে পাইব যখন ॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার ॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি ॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর ॥
সেইরূপে চলি যায় পবন নন্দন।
সেইরূপে হাসিয়া চলিল দুর্য্যোধন ॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জিনিয়া ক্রোধেতে কাঁপে কায়।

রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবে ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
এতবলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবেত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
সহায় সম্বন্ধী তার হবে আর যত॥
হিমাদ্রি টলিবে সূর্য্য ত্যজিয়া কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন॥
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত কালে॥
কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ নদী॥
কদাচিৎ দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবেত প্রতিজ্ঞা যত সকল সফল।
আনন্দে বিকল তবে কৌরব সকল॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার পুত্র শুন একবাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
হেনকালে নকুল বলয়ে সভাতলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে॥
ধর্ম্মপুত্র আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরু সৈন্য সেনাপতি॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডু পুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে যায় বিদায় কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

পাণ্ডবদিগের বনে গমন।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা প্রতীপ তনয়॥
একে২ সবাকারে বলে ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায়॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজনে কল্যাণ করিল॥
বিদুর কহেন তবে সজল নয়নে।
খণ্ডাইতে কে পারে যে দেব নির্ব্বন্ধনে॥
কতদিন কষ্টভোগ করহ কাননে।
কুন্তীরে রাখিয়া যাও আমার ভবনে।
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন॥
বিশেষ পাণ্ডব গুরু জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নহে তাহা করিতে হেলন॥
থাকুক জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিবে আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত না ভাবিহ ব্যথা॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুতে নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে।
কল্যানে আইসহ সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন॥
এতবলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যাইতে পঞ্চভাই হলেন আকুল॥

জটাবল্ক পঞ্চভাই করেন ভূষণ।
তবেত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামীগণ॥
ত্যজিল ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যায় ধর্ম্মরায়।
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষে ধায়॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে যতেক স্ত্রীগণ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন॥
নগর পুরিল যে রোদন কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে॥
পঞ্চপুত্র বনে যায় বধু গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তীদেবী আইসে শীঘ্রগতি॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে॥
মুকুলিত কেশ তার গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
বধুর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলি॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদ গদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ।

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
বাকল তাহা উপেক্ষি॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলে ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষস রাজে॥
যুগল কঙ্কন, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতে ছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সেবা
যক্ষপতি যাহা দিল॥
অতুল অঙ্গুরী, দিল যে তাহারি,
অনেক রতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, দিল কোন দ্বিজে,
কি বলিব সে মাধুরী॥
যাক পাছে সর্ব্ব, কোন ছার দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া॥
হরে মম ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মম দুঃখ,
কহ শুনি প্রাণবধু॥
হেন লয় চিত্তে, স্বামীগণ সাতে,
কৈলা বধু হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ।
ধন্য তোর ক্ষমা, ক্ষিতি নাহি সমা,
দ্বন্দ্ব না করিল লোধে।
নিন্দজীবি সব, সুবল সম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে॥
না করহ মান, ভাবি নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্যজিতা, সত্য পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামীগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি যান ভালমতে।
সহজে বালক, বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবে স্নেহেতে॥
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিত পড়িয়া ভূমি॥

বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, নাহি পাপ রহে,
পুরাণে কহল ব্যাস ॥
শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে যুড় দুই কর ॥
উঠ উঠ মহাদেবী না বাড়াও শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানিলোক ॥
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামীগণ।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি করিব পালন ॥
এত বলি স্বামী সহ চলে বনবাস।
রক্ত অশ্রুজল বহে মুক্ত কেশ পাশ ॥
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী হৃদে হানে পানি ॥
হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিকে হাঁসে যত কৌরব কোঙর ॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ ॥
দেখিয়া পড়িল শোক সাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ কহে গদগদে ॥
সম্প্রতি নিষ্পাপ অল্যাচার যে উদার।
তারে হেন দেখি বিধি এ কোন বিচার ॥
হেন সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম ॥
অভাগিনী পাপী আমি জনম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি ॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগত খ্যাত যেই পুত্র সর্ব্বগুণ ॥
হীন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারপাশে।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে না আসিতাম হেথা ॥
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম স্বর্গে অধমা পাপিনী ॥
তার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু ॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত হৈল এ দুঃখ দেখিতে ॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবে কেমনে ॥
বিধি মোরে এই দুঃখ বান্ধিয়া নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িয়া আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে ॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে।
কি মতে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে ॥
তিলেক না বাঁচে তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে ॥
হেনমতে কুন্তী দেবী করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিল মায়ে পঞ্চজন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তারে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রী চূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন ॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেটমুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে ॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অশ্রুজলে অর্জ্জুনের কহে জলাধার ॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া ॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
মুকুলিত কেশ তার কান্দিতে কান্দিতে ॥

ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ।
এইরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন॥
বিদুর বলেন রাজা কহি দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ॥
এমন করিল কর্ম্ম নহিল উচিত।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এতবলি যায় বীর ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেইমত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সেই হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে॥
প্রত্যক্ষেতে ভবিষ্যৎ সহদেব জানে।
বংশ নাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এইমত কান্দিবেক সর্ব্ব নারীগণ॥
কুশহস্তে লয়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিল কুশ শ্রাদ্ধের কারণ॥
এ সকল চিহ্ন রাজা কৌরব নাশের।
কেবল হইল রাজা তব অবিচার॥

কুরু সভায় নারদ ঋষির আগমন।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনয়॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেন কুরুক্ষয়॥
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন অপরাধে।
নিঃক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে॥
এতবলি মুনিবর হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন মজিল শরীর॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি।
বিচারী শরণ নিল দ্রোণ মহামতি॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দৈব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন॥
ক্রোধে আসিবেন তারা সবার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর॥
যতেক করিলা সর্ব্ব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি॥
সেইদিন হৈতে ভয় হৈয়াছে আমায়।
দ্বন্দ্ব হৈতে পাণ্ডবের হইবে সহায়॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয় হয় শীঘ্র দেহ মন॥
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকাল হিত॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হইল সেইকালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে॥
পঞ্চাল নন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মী অংশে।
সদা যারে সখিরূপে রাখে হৃষীকেশে॥
তাঁরে ক্লেশ কৃষ্ণ না দিবেন কদাচিত।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিত॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার॥
সে কারণে তার সহ দ্বন্দ্ব নাহি রুচে।
এখনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে॥
এতশুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল॥

এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন ।
নেউটিয়া আনহ পাণ্ডব পুত্রগণ ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে ।
ভাল বেশ করি যাউক অরণ্যে ভিতরে ॥
বস্ত্র আভরণ পরি রথ আরোহণে ।
সংহতি লইয়া যাউক দাস দাসীগণে ॥
এত শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ ।
সর্ব্বপৃথিবী পাইলে রাজা কি হেতু শোচন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির ।
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর ॥
সঞ্জয় বলিল শান্ত এক্ষণে নহিবে ।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে ॥
তখন হইবে শান্ত শুনহ রাজন ।
কত শত তোমারে হে বুঝাব এখন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর ।
তব পাশা করাইল অনর্থের ঘর ॥
হেন বিপর্য্যয় প্রভু নাহি শুনি কানে ।
কুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে ॥
তখনি কি আপনি সভায় নাহি ছিলা ।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলা ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু মম বাধ্য নহে ।
দৈবে যাহা করে তাহা শাস্তি কিসে রহে ॥
কর্ম্মহানে কাল যায় বুঝিবারে নারে ।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কাল বুদ্ধি ধরে ॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে ।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে ॥
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে ।
তারে হেন করিবে কে সজ্ঞান থাকিতে ॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস ।
এই চারি দুষ্ট হইতে হইল সর্ব্বনাশ ॥
যখন যেমন হয় বিধি যেবা করে ।
কুবুদ্ধি কুপথি করি দুঃখ দেয় তারে ॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা বুঝি হেন ধর্ম্ম ।
অর্থ করি বুঝে লয় অনর্থের কর্ম্ম ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর ।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর ॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে ।
সে কারণ না মারিল এই দুষ্ট গণে ॥
ধিক্২ দুর্য্যোধন ধিক্ শকুনিরে ।
কপট পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে ॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান ।
পাপ বুঝি বংশ মম হৈল সমাধান ।
কৃষ্ণ তায় অনুকূল কিসের আপদ ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি ।
থাকুক অন্যের কায ইন্দ্র যায় ডরি ॥
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে ।
কে আছে সহায় মম নিবারিতে তারে ॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবয়ে অন্তরে ।
এ শোক সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজন ।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন ॥

—০—

সভাপর্ব্ব সমাপ্তঃ ।

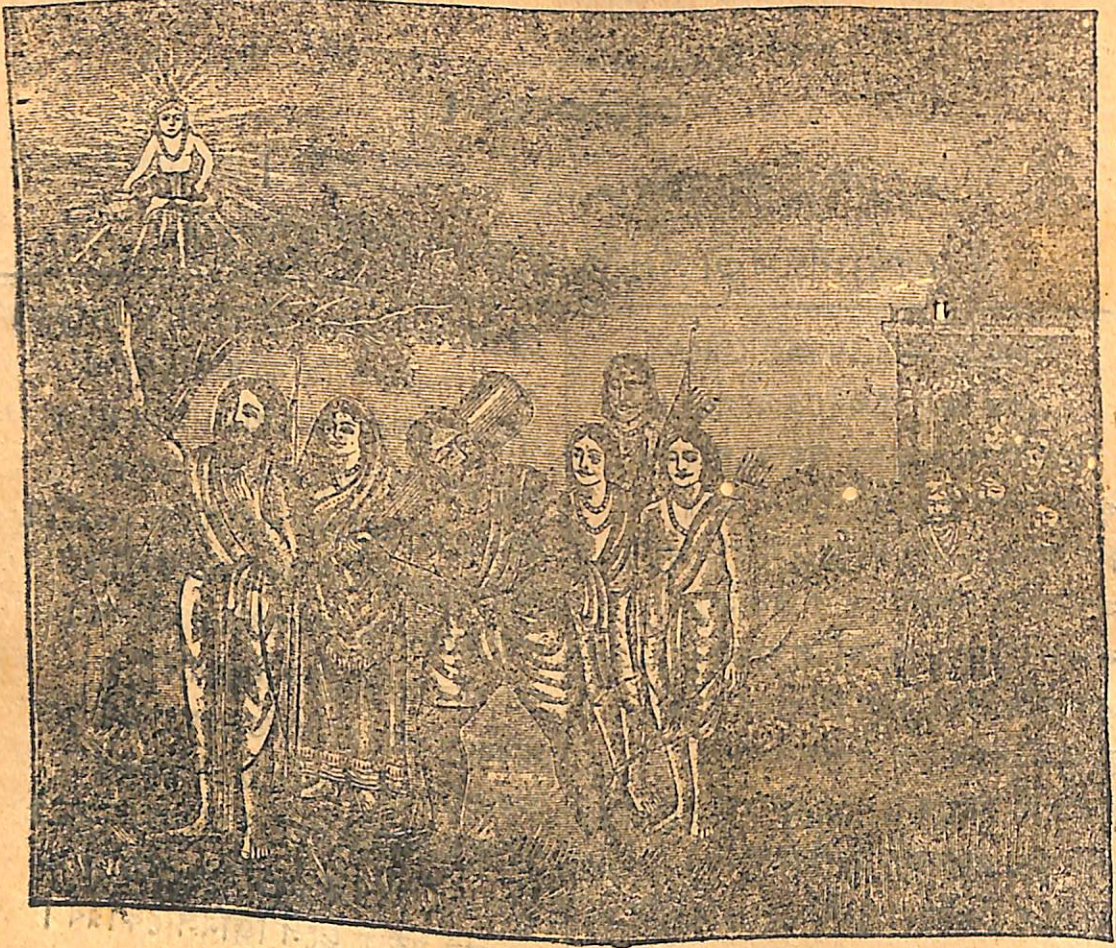
মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবী সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পাণ্ডবের বনবাসে প্রজালোকের খেদ ও সূর্য্য হইতে বরলাভ।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ তপোধন।
পূর্ব্ব পিতামহ কথা অদ্ভুত কথন॥
কি রূপে জিনিয়া তারা নিল রাজ্যধন।
বহু ক্রোধ জন্মাইল বলি কুবচন॥
কলহের অঙ্কুর যে করিল সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ॥
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া।
কি মতে ভোগিলা দুঃখ বনেতে রহিয়া॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদনন্দিনী।
কি মতে ভোগিলা দুঃখ কহ শুনি মুনি॥
কি আচার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর।
কোন২ বনে গেল কোন বা ভূধর॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা হইতে তিনি হইয়া বাহির॥
নগর উত্তর মুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব॥
যে যে মত ছিল সেই ধাইল ত্বরিতে।
পাণ্ডব দেখিয়া সবে রহে চতুর্ভিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি।
নানা মত তিরস্কার করে নানা জাতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আসে যে যাহার॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি হয় বসতি।
সবে মেলি যায় মোরা পাণ্ডব সংহতি॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন॥
পাপিষ্ঠ হইল রাজা প্রজা সুখি নয়।
কুল ধর্ম্ম পুণ্য যত সব নষ্ট হয়॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানি কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃত শত্রু মহাপাপকারী॥
হেন দুর্য্যোধন মুখ তথা না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত যাইব॥
সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি প্রজাগণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করিছে নিবেদন॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবে রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
আইলাম উদ্বেগে আমরা হেথা সব॥
তব হিত মানি হিত তব দুঃখে দুঃখী।
তব সুখ হইলে আমরা সব সুখী॥
আমা সবাকারে না করহ নিবারণ।
আমরা তোমার সহ যাইব কানন॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
একারণে আমরা হইব বনচারী॥
জল ভূমি বস্ত্র পুষ্প সঙ্গে যদি রয়।
তাহার সৌরভে গন্ধ এ সকল হয়॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি২।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি॥
রাজপাপে প্রজার নাহিক অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি॥
দর্শনেতে পাপ হয় অশনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে॥



সূর্য্যের নিকট যুধিষ্ঠিরের স্থালীলাভ।

যেমত সংসর্গফল সেই মত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয় ॥
সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ ॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
কহিলেন হেন বাক্য কোমল গভীর ॥
ভাগ্য করি আপনাকে মানি ততক্ষণ।
যে কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন ॥
আমি যাহা কহি তাহা অন্য না করিবা।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিবা ॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
কুন্তী মাতা ইহারা করেন অশ্রুপাত ॥
এই সবার শোকেতে কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকার করহ পালন ॥

যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
নিবর্ত্তিল হাহাকার করি প্রজাগণ ॥
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের সহিত চলিল সর্ব্বজন ॥
সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণ প্রবোধিয়া চলিলেন বনে ॥
উত্তর মুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাতটে ॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে সর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জল স্পর্শ করি ॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি শব্দেতে পূরিল বনস্থলী ॥
রজনী প্রভাত হইল উঠি পঞ্চজন।
ঘোর বনে গমন করিলেন তখন ॥

চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি ।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
আমা সনে বহু দুঃখ পাবা দ্বিজগণ ।
বিশেষ বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার ।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার ॥
দ্বিজগণ বলে কোথা যাইব নৃপতি ।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি ॥
আমা সবা পোষণে ত্যজহ ভয় মন ।
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেখিব কেমনে ।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে ॥
ধিক ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ ।
এত বলি অধোমুখ রহেন রাজন ॥
শৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে ।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে ॥
শোকস্থান সহস্র শতেক ভয়স্থান ।
তাহাতে মূচ্ছিত হয় মূর্খ যে অজ্ঞান ॥
পণ্ডিত জনের তাহে মুগ্ধ নহে মন ।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি ।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি ॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে ।
ব্যয়ে হয় দুঃখ আর ক্ষয়েতে দ্বিগুণ ॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন ।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন ॥
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ ॥
এ কারণে অর্থ চিন্তা ত্যজহ রাজন ।
সর্ব্ব পূর্ণ হৈল তৃষ্ণা নাহি নিবারণ ॥
যাবৎ শরীরে পাপতৃষ্ণা নাহি টুটে ।
সাধুজন এই হেতু জ্ঞান শাস্ত্রে কাটে ॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ ।
ইন্দ্র সম পদে তুষ্ট নহে জ্ঞানি জন ॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার ।
ইহার মায়াতে দুঃখ ক্লেশ মাত্র সার ॥
এই সব স্নেহেতে মূচ্ছিত যত জন ।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন ॥
কর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন ।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥
মহারাজ জান ধন পাপ পঙ্ক যত ।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত ॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে ।
সাধু সেই নাহি যায় সেই পঙ্কোপরে ॥
ধর্ম্মেতে ভূপতি যদি আছে প্রজাগণ ।
এ সকল পাপ তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
শৌনক বচন শুনি কহিলা নৃপতি ।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজধন প্রতি ॥
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে ।
গৃহাশ্রমী অতিথি বা পূজিব কেমনে ॥
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া ।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥
শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর ।
ধর্ম্মের শরণ লও শুন নরবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে ।
ত্রৈলোক্য জনেরে তারে ধর্ম্মবলে পালে ॥
তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিয়া হৃদয় ।
ধৌমপুরোহিতেরে কহিল সবিনয় ॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি ।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি ॥
সংসার পালন কর্ত্তা দেব দিবাকর ।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম তপোধন ।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর ।
ব্রতী হয়ে নানা পুষ্পে পূজেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর শত নাম জপেন ভূপতি ।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন ।
চতুর্দ্দিকে দীপ দীপ্ত তোমার কারণ ॥

অমর কিন্নর যক্ষ রক্ষ মায়াবশে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় দেব তব কৃপালেশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
আইলেন মূর্ত্তিমানে যথা বিকর্ত্তন ॥
বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর থাকিলে হীন রাজ্য।
যত চাহ তত তব করিব সাহায্য ॥
ফল মূল অল্পমাত্র যে কিছু আসিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন গৃহে হবে ততক্ষণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত দেব দিবাকর।
হৃষ্ট হয়ে সবাকে বলিল নৃপবর ॥
এমতে পাইলা বর সূর্য্যের সেবন।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণ ॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠির নিকটে গমন।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রীরাজ বিদুরে ডাকিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর ভাষিয়া ॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি আছয়ে তোমায় ॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ সৃজন ॥
যে মতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যে যে রূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হতে বিজয় হইবে সর্ব্বস্থান ॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্ম সেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই ॥
তোমার উচিত রাজা হে ধর্ম্ম রঞ্জন।
নিজ পুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
যে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমারি সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল ॥
তুমিত তখন নাহি করিলা বিচার।
এবে বলি কি উপায় না দেখি যে আর ॥
তবে যদি কর রাজা এক সদুপায়।
সকলে সবংশে থাক বলি যে তোমায় ॥
পাণ্ডবের যতেক জিনিল রাজ্যধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া দোষ ক্ষম তার স্থান ॥
কর্ণে দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম লয় প্রীতি দেখি তব হিত ॥
ইহা তুমি করিলে না মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন ॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা ॥
জিজ্ঞাসিলে তেঁই এ কহিলাম বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাহি উপায় ইহার ॥
বিদুর বচন শুনি বলিলেন অন্ধ।
যতেক বলিলা এ সকল কথা মন্দ ॥
আপনার মুর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর পুত্রের কারণ ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস কভু না হবে আমার ॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় পালন ॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাও বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন ॥
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে কুরুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥
মহাতাপ চিত্তে আর না গেল মন্দির।
হস্তিনানগর হইতে হইল বাহির ॥

যথাবনে বসি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
এক রথে তথাকারে করিল গমন ॥
যুধিষ্ঠির ছিলা কাম্য কানন ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর ॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া আছে যেন দেবগণ ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণ বলে ঐ আইল খুল্লতাত ॥
কি হেতু বিদুর আইল না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবল কুমার ॥
পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হৈতে আমি কিছু না আসি লইয়া ॥
কেবল আয়ুধ মাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার ॥
পঞ্চভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ ॥
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচন ॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহেন শুন যে কথা কহিল ॥
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসিল মোরে।
এইমত সদ্‌যুক্তি দিলাম অন্ধেরে।
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত ॥
অন্ধরাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত ॥
রোগীজনে যেন দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যেন নাহি ইচ্ছে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাহ বা থাকহ তোমায় নাহি প্রয়োজন ॥
সে কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে বনে করিতে পালন ॥
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে থাকিব বাহিরে ॥
তবেত বিদুর বহু কহিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চভাই লইয়া ত্বরিত ॥
বনপর্ব্ব কি অপূর্ব্ব রচিত অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনঃ মিলন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের হিতোপদেশ।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বন মাঝ।
শুনিয়া আকুল চিত্ত হৈল অন্ধরাজ ॥
নাহি রুচে অন্নজল আসন শয়ন।
অতিবেগে সভামাঝে করিল গমন ॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়িলা।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিলা ॥
সচেতনে বলিলেন সঞ্জয়ের প্রতি।
কোথা আছে বিদুর ডাকহ শীঘ্রগতি ॥
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি বাঁচি মৃতবত ॥
কুবচন বলিলাম আমি পাপ মুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সেত রাখে বা না রাখে ॥
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করহ।
বিদুর হৃদয় মম সত্বর আনহ ॥
এত শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ।
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
যথোচিত পূজা করি সবাকার প্রতি ॥
বিদুরে চাহিয়ে তবে বলিছে সারথি।
শীঘ্রচল এইক্ষণে বিলম্ব না সয়।
তোমা বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয় ॥
এতশুনি যুধিষ্ঠিরে করেন সম্মীত।
রথে চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত ॥
বিদুর আইল বলি শুনিল রাজন।
শিরেতে চুম্বন করি দিলা আলিঙ্গন ॥
পূর্ব্বের বচন দোষ ক্ষমহ আমার।
এতবলি অনেক করিল পুরস্কার ॥
আপনি করিবা ক্ষমা ইহা আমি চাই।
আজ্ঞা ছাড়া হইতে আমার শক্তি নাই ॥
যেমন তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু তারা দুঃখে মম এত পোড়ে মন ॥
বিদুর আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন ॥

শকুনি সহিতে সবে সভায় বসিল।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল ॥
অন্ধ ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইল দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত ॥
যাবৎ বিদুর না আকর্ষে তার মন।
পাণ্ডবে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন ॥
যাবৎ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যেইমতে কুন্তীপুত্র আসিতে না পায় ॥
পুনঃ যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব।
নিশ্চয় আমার বাক্য কহি শুন সব ॥
গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্র বা অনলে ॥
শকুনি বলিল শুন আমার বচন।
কদাচিৎ না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময়।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয় ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আসে।
আমরা করিব পুনঃ সেই পন শেষে ॥
কর্ণ বলিলেন চিত্তে এই যুক্তি আসে।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে ॥
জটাচারী তপ ক্লেশ শোকেতে আতুর।
সহায় সম্পদগণ আছে বহুদূর ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ সময়ে মারিলে সকল সৃষ্টি যাবে ॥
দুর্য্যোধন বলে সাধু মন্ত্রণা তোমার।
করিল মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল।
অন্তর্য্যামি ব্যাসের যে গোচর হইল ॥
হস্তিনানগরে মুনি করিলা গমন।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন ॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনি বাক্য শুনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গেলেন দ্বৈপায়ণ।
যথোচিত পূজা তার করিল রাজন ॥

মুনি বলে ধৃতরাষ্ট্র করিলা কি কর্ম্ম।
জন্ম অন্ধ হয়ে নষ্ট করিলা স্বধর্ম্ম ॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী।
রাজ্যলোভে হইল সে পাণ্ডবের অরি ॥
পাণ্ডব সহায় যেই জান ভালমতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে ॥
তাঁহার অপেক্ষা তুমি না করিলে মনে।
বনবাস পাঠাইয়া দিলা পুত্রগণে ॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে ॥
একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক না হিংসুক মনে ॥
ইহাতে পাণ্ডবে যদি হয় প্রাপ্তমান।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে দেব কহিলা উত্তম।
আমারে না রুচে যত করিল অধম ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহার না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী ॥
মুনি বলিলেন নহে ধর্ম্মের আচার।
সে সব কর্ম্মেতে নাহি আমার বিচার ॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসার।
বিশেষে দুর্ব্বল পুত্র বড় স্নেহকর ॥
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবেরে বিশেষ অনেক স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয় ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুনহ রাজন।
সুরভি গো-মাতা আর সহস্র লোচন ॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
তুষ্ট হৈয়া তাঁরে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল ॥
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেবে নরে কিবা নাগে আপদ ঘটন ॥
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার ॥
দুর্ব্বল আমার পুত্র যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীন শক্তি বৃদ্ধ রত্ন না পারে চলিতে ॥

মারিতে কৃষক বড় পুচ্ছ মূল মোড়ে।
আর এক বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে ॥
তার সঙ্গে শক্তি নাই যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার ॥
এ হেতু রোদন আমি করি নিরন্তর।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর ॥
এই হেতু দেবী তুমি করহ রোদন।
এই মত স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ ॥
বৃষকে কৃষকগণ করিছে প্রহার।
তাসবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার ॥
সুরভি বলেন এই অসক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল ॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জল বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল ॥
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন ॥
এই মত পালন করহ সবাকারে।
বনবাস হইল দুর্ব্বল কলেবরে ॥
শুন রাজা পূর্ব্বে যেন হয়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন ॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচনে ॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিব হিত শুনহ রাজন ॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি ॥
এত বলি চলিলেন ব্যাস নিজালয়।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয় ॥
যথোচিত পূজা তার ধৃতরাষ্ট্রে কৈল।
সুস্থ হৈয়া বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
আসি বহু তীর্থগণ করিয়া ভ্রমণ।
কাম্যবনে দেখিলাম পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
জটাচীর ভূষিত আহার ফল মূল।
তপস্বীর বেশ অঙ্গে তপস্যা বিপুল ॥
শুনিলাম তথায় এ সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার ॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান ॥
কুরুবংশে সবাকার স্বকর্ম্ম প্রকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি ॥
এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন ॥
মূর্খ নহ দুর্য্যোধন উচ্চ কুলে জন্ম।
তবে কেন হেনরূপ করিলা অধর্ম্ম ॥
পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
নাহি জান সখা যার পুরুষ প্রধান ॥
কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
ধনে জনে ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে ॥
অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক পদাতিকে করিল নিপাত ॥
কির্ম্মীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
ইন্দ্র পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে ॥
হেনজন সহ তুমি করিছ বিরস।
মমবাক্য কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ ॥
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে উরুতে করিল করাঘাত ॥
মৌনেতে রহিলা ভূমি করে নিরীক্ষণ।
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন।
ওরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন ॥
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন ॥
যেইরূপে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
এতে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত ॥
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিলা মিনতি ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ নহুক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ ॥
তবে হেন না হইবে শুনহ রাজন।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ॥

তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈলা মলিন বদন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কির্ম্মীর নিধন॥
কিরূপে পাণ্ডুর সুত মারিলা কির্ম্মীরে।
কোথায় বসতি তার কত বল ধরে॥
মুনি বলে আমি আর না বসি হেথায়।
দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায়॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস পাবে সব সমাচার॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরেরে জিজ্ঞাসেন অম্বিকানন্দন॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত॥

কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদের নানা কথা।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে২ এ বার্ত্তা পাইল রাজাগণ॥
ভোজ বৃষ্টি অন্ধক প্রভৃতি নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেলা কাম্যক কানন॥
পঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়িয়া বসিলা চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইলা বিস্মিত॥
আত্ম দুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥
সেজন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমলোচন।
সবিনয়ে অর্জ্জুন করিল নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি॥
অক্রোধী অলোভী মুনি দীন ক্ষমাবন্ত।
তোমার এতেক ক্রোধ না পাই তদন্ত॥
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনেতে বসি॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
দেবমানে তপস্যা করিলা দামোদর॥
তুমিত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পুরিত।
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত॥
এতেক বলিল যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাহারে কহেন তবে দৈবকী তনয়॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে
তোমার যে স্নেহ করে সে করে আমারে
তুমি হও আমার হে আমি যে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনী।
কৃষ্ণ অগ্রে বলিলেন যোড় করি পাণি॥
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি জঙ্ঘা গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবাকার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥
অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের বল।
সেকারণে তোমাকেই কহি হে সকল॥
সুখে দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মনোদুঃখ কহি কিছু কর অবধান॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা হয় দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয়সখী হয় অর্জ্জুন ভামিনী॥
এই নারী কেশ ধরি লইল সভায়।
কুভাষা কহিল যত কানে নাহি যায়॥
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথের প্রায় বলে নিল কেশে ধরি॥
বীরবংশ পঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে॥

ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিলা বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিল আমার অপমান॥
ধর্ম্মপত্নী আমি হেন কহে সর্ব্বলোকে।
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক ধিক ভীমবীর ধিক ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন লয়॥
পূর্ব্বেতে এমত আমি শুনেছি বিধান॥
স্ত্রীর কষ্ট না দেখে থাকিতে বিদ্যমান॥
হীনবল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
এ কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি॥
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে॥
ভার্য্যা ভয় হইলে লয় স্বামীর স্মরণ।
শরণ নে লয় তারে করয়ে রক্ষণ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চজনারে।
কেন এরা রক্ষা না করিল অনাথারে॥
বন্ধ্যা নহি দেব আমি হই পুত্রবতী।
পুত্রমুখ চাহি না করিল অব্যাহতি॥
হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন॥
তবে কেন দুষ্টের সহিত হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিলা মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম॥
দাসরূপে সভায় বসিয়া সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্টলোকে॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহে না জানিনু আমি॥
ধিক ধিক মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ॥
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন॥
বাল্যকাল হৈতে যত করিল অর্জ্জুনে।
অগোচর নহে সব জানহ আপনে॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্তপদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্ম হৈতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ॥
রাজ্যধন লতে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চজন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কহেন তখনে।
তোমরা আমার নহে জানিনু এক্ষণে॥
থাকিলে হবে কি নাথ সবার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে॥
এত বলি কৃষ্ণা তবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে॥
পুনঃ গদ গদ ভাষে কহেন পার্ষতি।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নহে মোর পতি॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহ আর প্রভুপনে।
দাসী জ্ঞানে আমারে রাখিবা শ্রীচরণে॥
গোবিন্দ বলেন সখী না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন॥
যখন বিবস্ত্র তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলা যখন॥
অগ্রেতে হইয়াছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটি দুষ্ট না হয় নিপাত॥
যেইমত কৃষ্ণা তুমি করেছ রোদন।
সেইমত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা নাম বাসুদেব ধরি।
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান॥
কহিলেন এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবী কভু মিথ্যা নয়॥
কহিলেন যত কৃষ্ণ হবে সেইমত।
অকারণে কান্দহ অজ্ঞান জন মত॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজল নয়ন কোপে কম্পিত শরীর॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হয়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু ভাগ্যোদয়॥

গোবিন্দ বলেন রাজা কর অপ্রমান।
যে হেতু না আইলাম কর অবধান ॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকা নগর ॥
তবরাজসূয় যজ্ঞে গেলাম যখন।
সবারে পাড়িল দুষ্ট করি মহারণ ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহুকষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল পুনঃ।
কহ শুনি দ্বারকা হিংসিল শাল্ব কেন ॥
তোমার সহিত কেন বৈরিতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল ॥
কোন মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল মরণ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্য বেড়িল আসি দ্বারকানগর ॥
দ্বারকায় লোক তার শুনি আগমন।
উগ্রসেন আদি সব সাজিল তখন ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকা পথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধন রত্ন রাখিলেন গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নরবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্ন তথায় না চলে কোনজন ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রথ কোলাহলে ॥
দ্বারকার চতুর্দ্দিক রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জল স্থল রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল ॥

দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল পরে করিবারে রণ ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন শারণ।
সসৈন্য বাহির হৈল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি ॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥
বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
আগু হয়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে ॥
শাম্বের হস্তেতে সেই মহাগদা ছিল।
বেগবান তাহার প্রহারে প্রাণ দিল ॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি গোড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল ॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময় ॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর ॥
সেনাপতি পড়িল পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন ॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন ॥
অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ ॥
শাল্বে দেখি কম্পিত হইল সব বীর।
বাহির হইল শাম্ব নির্ভয় শরীর ॥
নির্ভয় হইয়া যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি ॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন রচিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ভেদিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদব দল চৌদিকে বেড়িল ॥

হাহারবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাল্বরাজা পাইয়া চেতন ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল শাল্ব দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদব বল শব্দ শুনি তার ॥
বহুমায়া জানে শাল্ব মায়ার নিদান।
কামদেবে প্রহার করিল তীক্ষ্ণবাণ ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্ন মায়া অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে ॥
কামদের মূর্চ্ছা দেখি দারুক সন্ততি।
পলাইল রথ ফিরাইয়া শীঘ্রগতি ॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুৎ ॥
কি কর্ম্ম করিলা তুমি দারুক নন্দন।
মম রথ ফিরাইলা কিসের কারণ ॥
শাল্বে দেখি তব ভয় হৈল হৃদিমাঝ।
এ কারণে সারথি করিলা হেন কায ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে।
কেবা অগ্রসর হয় মম শরজালে ॥
সূত বলে ভয় কিছু না হয় আমার।
রথেতে বহুল মূর্চ্ছা হইল তোমার।
রথিগণে মূর্চ্ছা দেখি ফিরায় সারথি।
না হয় তাহাতে দোষ আছে হেন নীতি ॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাঁসিয়া কহে রুক্মিণীকুমার ॥
আর কভু না করিবা কর্ম্ম হেনমত।
জীয়ন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ ॥
বৃষ্ণিবংশে এমন কখন নাহি হয়।
কি বলিবা শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ॥
গদাগ্রজ কি বলিবা জনক আমার।
তোমা হৈতে বৃষ্ণিবংশে হৈল ধিক্কার ॥
পাছে পাছে শাল্ব মোরে প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাই আমি স্ত্রীগণ ভিতর ॥
দেখিয়া হাঁসিবে সব বৃষ্ণিবংশ নারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি ॥
এ কর্ম্ম করিতে মৃত্যু শত গুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল ॥
রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবা তাত এবে এ সব শুনিয়া ॥
শীঘ্র বাহড়াহ রথ দারুক নন্দন।
এইক্ষণে সৌভপুরী করিব নিধন ॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে চালাইলা রথ শীঘ্রগতি ॥
বলভদ্র দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্ন প্রহারে নানা শর ॥
পুনঃ পুনঃ মায়াবী প্রহারে নানা শর।
সব শরচ্ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর ॥
পরে ক্রোধ সম্বরিয়া নিল দিব্য বাণ।
চন্দ্র সূর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান।
ঝাঁকে২ অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে।
অন্তরীক্ষ বাসীগণ পলায় ভয়েতে ॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইয়া তথা ব্রহ্মার কুমার।
বায়ুবেগে আইলেন নারদ ঝটিতি ॥
দেবগণ বলিল বিনয়ে কাম প্রতি ॥
সম্বরহ এই অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ॥
শাল্ব দৈত্য রাজা যে তোমার বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবা এরে দৈবকী তনয় ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া তূণে অস্ত্র নিল।
এ সব কারণ শাল্ব সকল জানিল ॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজ রাজ্য গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্ব দৈত্য বধ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপতি।
হেথা হৈতে আমিতো গেলাম দ্বারাবতি ॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ড ভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিলা সবে সূক্ষ্ম তায় ॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ড ভণ্ড দেখি।
জানিলাম জিজ্ঞাসিয়া সাত্যকিরে ডাকি

সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদেব আহুক প্রভৃতি।
ডাকিলাম সবারে রাখিতে দ্বারাবতী॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহিরে।
শাল্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধু নদ তীরে॥
হেরিলাম তথা শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
দেখিলাম সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট সে সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দ শুনিয়া আমার।
আসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকানগরে।
না দেখিনু তোমারে আইনু নিজঘরে॥
ভাগ্য মোর আপনি আইলা মম পুরে।
পাঠাইব এখনি তোমারে যমঘরে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদাচক্র শেল শূল অস্ত্র খরসান॥
আমি সব কাটিলাম চোক২ শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপরে॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবা রাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল॥
কোটি২ বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি॥
শৈল্য সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকা নিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন॥
কিবা কর বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী॥
শাল্ব রাজা আসিয়াছে দ্বারকানগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিলা পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া॥
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃলোকে চিন্তা বড় হইল হৃদয়॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
না হয় তাহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
করিলাম পুনঃ যুদ্ধারম্ভ শাল্ব সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভপুরী হৈতে।
কেশ পাশ মুক্ত পিতা পড়িল ভূমেতে॥
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করয়ে প্রহার।
দেখিয়া আমায় সব করিল হাহাকার॥
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার২ বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে॥
মারিলাম শব্দ অনুসারে শব্দভেদি।
যতেক মায়াবী দৈত্য ধরি সর্ব্বে ছেদি॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধু জলে।
কুম্ভীর মকর দৈত্যে ধরে সবে গেলে॥
নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব॥
করিলাম গন্ধর্ব্ব যে অস্ত্র নিক্ষেপণ।
মায়াদূত হৈল শাল্ব দিল দরশন॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি॥
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল।
অন্ধকার করি যেন পর্ব্বত বর্ষিল॥
অনেক প্রকার তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপানে।
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে॥

আমারে না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ।
আর কত মিত্রগণে করয়ে রোদন॥
বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হইয়া বাহির।
জলদ পটল হৈতে যেমন মিহির॥
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন॥
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড়িয়া অসুরে কর অন্ত॥
সৌভপুরী শাল্বের থাকিবে যতক্ষণ।
ততক্ষণে নহিবেক শাল্বের নিধন॥
সুদর্শন এড়িয়া কাটহ সৌভপুর।
তবেত নিধন হবে মায়াবী অসুর॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত চক্র॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান খান॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল।
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগন মণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে॥
দেখি সুরাসুর সর্ব্ব হইল অজ্ঞান।
শাল্ব দৈত্য কাটিয়া করিল খান খান॥
এই হেতু আসিতে না পাইনু তখন।
আপনার মৃত্যু সে করিল দুর্য্যোধন॥
তুমি সত্যবাদী সত্য করিলা পালন।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্র আদি সখা হইলে রক্ষা নাহি তার॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হৈতে দুঃখ পায় সাধুজন॥
অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনিকোপে দুঃখ তিনি পাইলেন অতি॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহাদের কর্ম্ম।
দ্রৌপদীর কোন দুঃখ শুন নরবর।
ইহা হেতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর॥
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল॥
এত দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরের নিন্দা নাহি নিন্দ আপনাকে॥
মূলকর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রান্ত হয় যাতে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিলেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন জন।
কোথায় নিবাস তাঁহার কাহার নন্দন॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ।
কিরূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ॥
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ।
মুখপদ্ম হৈতে স্বরে বাক্য মকরন্দ॥
বনপর্ব্ব ব্যাসঋষি করিলা প্রকাশ।
ভাষায় রচিলা তাহা কাশীরাম দাস॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন॥
চিত্রধর পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হন তাহার সন্ততি॥
একছত্র ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সমরূপে জ্ঞানে বৃহস্পতি॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
সকল করিলা রাজা নিজ করতলে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত॥
অপ্রমিত গুণ তার বর্ণন না যায়।
ধার্ম্মিক তাহার তুল্য না দেখি কোথায়॥
যে যাহা প্রার্থনা করে তাহা দেয় তারে।
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী॥

শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহা দান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান ॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন যখন।
ঈশ্বরে অর্পেণ সর্ব্ব হইয়া সিদ্ধমন ॥
শুন যে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন ॥
এক দিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়ের বাক্যযুদ্ধ হৈল অতিশয় ॥
লক্ষ্মী কহে আমি পূর্ণ সকল সংসার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে আছে আমার
কেমন বলিলা শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন ॥
এইরূপে দুইজনে হৈল অকৌশলে।
পণ করি দুইজন আইল ভূতলে ॥
লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হউক সেই জন ॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধু কন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হৈল উপনীত ॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুইজন উপনীত দেখিলেন দ্বারে ॥
দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাণ্ডায় যোড়করে।
করিলেন প্রণাম কহিয়া মৃদুস্বরে।
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহিলেন কার্য্য তব সন্নিধানে ॥
আমা এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ ॥
শুনিয়া কহিল রাজা বিনয় বচনে।
কালি আইলে বলিব যা লয় মম মনে ॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করিল বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নররায় ॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণ বদন ॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুই জনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আইল কি কারণে ॥
ভালর লক্ষণ রাজ নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্ম ফল ॥

রাজা বলে চিন্তাদেবী চিন্তা কর মিথ্যা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
কাল বলবান দেবী জানিহ নিশ্চয়।
কালপ্রাপ্ত হইলে নরের মৃত্যু হয় ॥
এমত চিন্তায় গত দিবস সর্ব্বরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরী ॥

শ্রীবৎস রাজার প্রতি শনির কোপ।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করিয়া এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
এতে ভার ইষ্টদেবতার ॥
এত বলি নরবরে, আজ্ঞা দিল অনুচরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্য বিরচিত,
দুই পর্শ্বে দুয়ের স্থাপন ॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইল মহারাজ,
আপনি বসিয়া মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিয়া বৈকুণ্ঠ হতে
বসিলেন আসন বিমলে।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে রাজা, বিধিমতে করিপূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে,দাণ্ডাইয়া যোড়হাতে,
করিলেন বহুবিধ স্তুতি ॥
হইয়া আহ্লাদযুতা, বসিয়া জলধিসুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, অশিন রজতময়,
রবিশশী যেন তমোহরে ॥
বসিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পিযুশ বাক্য শুনি।
সংসার সাগর সেতু, জীব তরাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
কাশীরাম দাস কয়, তরিবারে ভবভয়,
না লইবে জঠর যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার, জন্ম না হইবে আর,
এই মত বচন রচনা ॥

শ্রীবৎস রাজা ও চিন্তা রাণীর বনে গমন।

দুই সিংহাসনেতে বসিয়া দুই জন।
জিজ্ঞাসিল কথায় কথায় সেইক্ষণ॥
কহ রাজা এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলিল বচন॥
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে॥
শুনি শনি হইলেন কোপান্বিত মন।
ম্লান মুখ শনি হয়ে করিল গমন॥
লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলা আমায়।
অচলা হইয়া বর তোমার আলয়॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করিলা গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চি কত দিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি হইলা প্রবীণ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার॥
স্নান করি সিংহাসনে বসি নরপতি।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের দুগতি॥
তথা এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল হঠাৎকার খাইল চাটিয়া॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস করিতে লাগিল॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহ মন্দির প্রাচীর।
শত শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নি দাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময়॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কাল পেঁচা ডাকে॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্র মণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল॥
শনি কোপানলেতে পড়িল নরবর।
রাজ্য রক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ;
গাভী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক যুবতী হয় হরিষে বিষাদ॥
বিপদ সাগরে পড়ি শ্রীবৎস নৃপতি।
ভ্রমিলেক রোদন করিয়া মহামতি॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী কহে করিয়া রোদন।
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব॥
তিন দিবা রাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া॥
ভয়েতে কাতর রাজা না বাঁচেন প্রাণে।
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞানে॥
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু সকলেরি হয়॥
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হইবে আমার।
এতে প্রিয়ে কেন বা রোদন কর আর॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন খেদ কর বৃথা॥
আমার একান্ত ভার তাহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা চিন্তেন ঈশ্বর॥
এইরূপে বিবেচনা করিয়া নৃপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হৈল মতি॥
শনি দুঃখ দিলেন আমায় এইমতে।
উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর আছে যত যত।
বহুমূল্য অল্পভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লও বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিলা তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখি বহুমূল্য ধন॥

রাজা বলিলেন শুন আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন ॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এ সময়ে উপায় নাহিক দেখি আর ॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপন ॥
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার ॥
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সহিতে ॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয় ॥
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি ॥
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলয়।
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা সুখ পায় ॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে সমর্পি চিন্তা দুঃখতো পাইবে ॥
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত ॥
অর্দ্ধরাত্র সময়ে উঠিয়া নরপতি।
রাণীকে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি ॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া বাক্য বলিলা রাজায় ॥
যথায় থাকিবা তথা করিয়া গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন ॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবা।
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবা ॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে নরপতি হও অগ্রগামী ॥
অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায়।
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায় ॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন ॥

কণ্টকে অঙ্কুর যত ফুটে তাঁর পায়।
অতি ক্লেশে পতিসহ দ্রুতগতি যায় ॥
সঘন নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল ॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পরাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হবে পার ॥
নদীর কূলেতে বসি কান্দে দুইজন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন ॥
কর্ণধর রূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিলা দরশন ॥
মন্দ মন্দ বহে তরি চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে ॥
ত্বরা ক'র পার করি দেও হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি ॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন জন।
রমণী সহিতে রাত্রে কোথায় গমন ॥
কার নারী হরণ করিয়া নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ অগ্রে কূলেতে দাঁড়াও ॥
রাজা বলে শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তাবতী ॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি ভাই আসিয়াছি বনে ॥
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তার।
যে তাল বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার।
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রীবর্গ কহ মহাশয় ॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময় সঙ্গী নহে কেহ কার ॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্ম পথ ত্যজে ॥
আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কস্যমাতা কস্যপিতা শাস্ত্রে এই কয় ॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয় কুকর্ম্ম ॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে কামনা ॥

শুনি শনি হাঁসি কহিলেন পুনর্ব্বার।
যতি জীর্ণতরি নৌকা দেখহ আমার॥
দুইজন হ্ইলে যাইতে পারে পারে।
তিন জনে ভগ্ন তরি পারে কি না পরে॥
আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করিয়া করহ অনুমান॥
কান্তারে লইয়া অগ্রে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিক বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি অগ্রে শেষে হব পার॥
রাজা রাণী দুইজনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বহিয়া চলিল।
দেখিতে২ মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি দেখে করে হায় হায়।
যে সকল দেখিলাম ভোজবাজী প্রায়॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি সর্ব্বধন করিলেন চুরি॥
দেখিল সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তাঁর নাহি হয় স্থির॥
বহুকষ্টে গমন করিয়া দুইজন।
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধ্বজ বন॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে উদয় হইল দিননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥
চলিতে না পারি নাথ করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে এইক্ষণ॥
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এইস্থানে স্নান কর আছত ক্ষুধিত॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হৈতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্ট পূজা করি।
কুড়াইয়া আনিলেন সুপক্ক বদরী॥
উভয়ে খাইল জল শান্তি হইল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥
নানা স্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন পর্য্যটন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর আর পলাশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল॥
জারুল পারুল বেল পিয়ঙ্গ অগুরু।
রক্তসার চন্দন তমাল দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষ নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক কত করিছে ভ্রমণ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর॥
শত শত পশু দেখি বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখি অতি ভয়ঙ্কর॥
ভূচর খেচর কত কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন॥
মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি অগতির গতি॥
দয়া করা দীননাথ করুণা নিদান।
সমুহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেনজন।
আমার ভরসা মাত্র প্রভুর চরণ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর এইবার হয়েছি কাতর॥
এইরূপ করে রাজা স্মরে চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী॥
যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বন মধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার॥
এক দিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কতজন॥
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভক্ষণ॥
জেলে বলে কুক্ষণে লয়েছি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরি যাই ঘরে॥

রাজা বলে শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ॥
তাল বেতালেরে স্তুতি করেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তেরগণ।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন ॥
সাদরে সকল মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পায়ে নৃপবর কহিল রাণীরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মৎস্য পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি প্রতিকার ॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
অপূর্ব্ব শকুল মৎস্য পায়ে নৃপবরে।
সন্তুষ্ট হইয়া যত্নে ধরে নিজকরে ॥
মৎস্য লইয়া রাণী কাছে করেন অর্পণ।
দগ্ধ করি দেহ মৎস্য করিব ভোজন ॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে।
মৎস্য পোড়া রাজ হস্তে দিব বা কেমনে
ক্ষীর ছানা নবনীত করে যে ভোজন।
বনে আসি মীনদগ্ধ খাবে সেইজন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তাঁরে।
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলে গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ একথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কেশুনেছে পোড়ামৎস্য বাঁচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধমতি ॥
বলিবেক তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখন রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায় ॥
শুনিয়া হাঁসিয়া রাজা রাণীকে কহিল।
এ বড় আশ্চর্য্য কাশীদাস বিরচিল ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির প্রত্যাদেশ।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি কহিল আকাশবাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়,তুমি কহিয়াছ দড়,
তায় শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥
সম্পত্তিতে করিগর্ব্ব,আমারে দেখিলেখর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেইলজ্জা দিলেমোরে,সেকথাকহিবকারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে,আইলাম তবস্থানে,
তুমিতো করিবা সুবিচার।
কপট চাতুরি করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরম ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসনকরিয়া শ্রেষ্ঠ,লক্ষ্মীরেকরিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব।
শুনরাজাবলিতোরে, তবেতচিনিবেমোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদিগণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
শুনহে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইলেন প্রভু অবতার।
এক ব্রহ্মচারিঅংশে,জন্মিলা ইক্ষ্বাকুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥

দশরথ ধর্ম্মাচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তারে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহনপথে,
জটাবল্ক করিয়া ধারণ॥
স্বয়ংলক্ষ্মী সীতাসতী, পতি অনুগতা অতি,
শুনহে দুর্গতি যত তার।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনার আকার॥
পর্ব্বত কানন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য ধন স্বামীছাড়ি গেলেন রাবণ বাড়ী,
বাস হৈল অশোক কানন॥
আর কিছু বলি শুন, দেব দেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যার।
সতী মৃতে কৃত্তিবাস, দক্ষ যক্ষ করি নাস,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার॥
সতী দেহত্যাগ করে, জন্মি হিমালয় ঘরে,
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কতকাল॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি
কীটরূপে প্রেরণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠলীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতেশিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলনকরিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্রে আমার বল,
সবে করে আমার পূজন।
তব কাছে অল্প আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তব দেখিব কেমন॥
এত কহি গ্রহস্বামী, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিয়া রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিলা মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ মন॥

অরণ্য পর্ব্বেরকথা, অতি সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালি ছন্দে, মানস আবেশানন্দে,
কৃষ্ণ দাসানুজ কাশীদাস॥
শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
কাতরে বলিল রাজা চিন্তাদেবীর প্রতি॥
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল॥
আমার কুদিন হৈল বিধির ঘটন।
কেন হেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহিবে আমার।
নিজ কর্ম্মে দুঃখ পাই দোষ কি তাঁহার॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল মূল আহারেতে করেন যাপন॥
ধর্ম্ম চিন্তা করে রাজা স্মরি বিধাতায়।
এইরূপ পঞ্চ বর্ষ নানা দুঃখ পায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া
আলয়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফল মূল তথায় না পান।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যান॥
নগর উত্তর ভাগ যথায় বসতি।
তথায় বসতি মম না হয় সম্মতি॥
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যেরে নিকটে না যাবে
দরিদ্র দেখিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়॥
রাজা রাণী তথায় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারে জিজ্ঞাসে ত্বরিত

রাজা বলে শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ॥
তাল বেতালেরে স্তুতি করেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তেরগণ।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন ॥
সাদরে সকল মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পায়ে নৃপবর কহিল রাণীরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মৎস্য পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি প্রতিকার ॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
অপূর্ব্ব শকুল মৎস্য পায়ে নৃপবরে।
সন্তুষ্ট হইয়া যত্নে ধরে নিজকরে ॥
মৎস্য লইয়া রাণী কাছে করেন অর্পণ।
দগ্ধ করি দেহ মৎস্য করিব ভোজন ॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে।
মৎস্য পোড়া রাজ হস্তে দিব বা কেমনে
ক্ষীর ছানা নবনীত করে যে ভোজন।
বনে আসি মীনদগ্ধ খাবে সেইজন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তাঁরে।
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলে গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ একথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কেশুনেছে পোড়ামৎস্য বাঁচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধমতি ॥
বলিবেক তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখন রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায় ॥
শুনিয়া হাঁসিয়া রাজা রাণীকে কহিল।
এ বড় আশ্চর্য্য কাশীদাস বিরচিল ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির
প্রত্যাদেশ।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি কহিল আকাশবাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়,তুমি কহিয়াছ দড়,
তায় শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥
সম্পত্তিতে করিগর্ব্ব,আমারে দেখিলেখর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেইলজ্জা দিলেমোরে,সেকথাকহিবকারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে,আইলাম তবস্থানে,
তুমিতো করিবা সুবিচার।
কপট চাতুরি করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরম ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসনকরিয়া শ্রেষ্ঠ,লক্ষ্মীরেকরিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব।
শুনরাজাবলিতোরে. তবেতচিনিবেমোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদিগণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
শুনহে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইলেন প্রভু অবতার।
এক ব্রহ্মচারিঅংশে,জন্মিলা ইক্ষ্বাকুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥

দশরথ ধর্ম্মাচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তারে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহনপথে,
জটাবল্ক করিয়া ধারণ॥
স্বয়ংলক্ষ্মী সীতাসতী, পতি অনুগতা অতি,
শুনহে দুর্গতি যত তার।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনার আকার॥
পর্ব্বত কানন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য ধন স্বামীছাড়ি, গেলেন রাবণ বাড়ী,
বাস হৈল অশোক কানন॥
আর কিছু বলি শুন, দেব দেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যার।
সতী মৃতে কৃত্তিবাস, দক্ষ যজ্ঞ করি নাস,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার॥
সতী দেহত্যাগ করে, জন্মি হিমালয় ঘরে,
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কতকাল॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি
কীটরূপে প্রেরণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠলীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতেশিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলনকরিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমার পূজন।
তব কাছে অল্প আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তব দেখিব কেমন॥
এত কহি গ্রহস্বামী, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিয়া রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিলা মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ মন॥

অরণ্য পর্ব্বেরকথা, অতি সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালি ছন্দে, মানস আবেশানন্দে,
কৃষ্ণ দাসানুজ কাশীদাস॥
শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
কাতরে বলিল রাজা চিন্তাদেবীর প্রতি॥
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল॥
আমার কুদিন হৈল বিধির ঘটন।
কেন হেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহিবে আমার।
নিজ কর্ম্মে দুঃখ পাই দোষ কি তাঁহার॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল মূল আহারেতে করেন যাপন॥
ধর্ম্ম চিন্তা করে রাজা স্মরি বিধাতায়।
এইরূপ পঞ্চ বর্ষ নানা দুঃখ পায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া
আলয়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফল মূল তথায় না পান।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যান॥
নগর উত্তর ভাগ যথায় বসতি।
তথায় বসতি মম না হয় সম্মতি॥
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যেরে নিকটে না যাবে
দরিদ্র দেখিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়॥
রাজা রাণী তথায় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারে জিজ্ঞাসে ত্বরিত

কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি।
কি কারণে আসিয়াছ কহ শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মম সম দুঃখী নাই পৃথিবী ভীতর ॥
বহু দুঃখ পায়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করহ কৃপা তবে দুঃখ যায় ॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার ॥
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
একর্ম্মে নিযুক্ত হৈলে দুঃখ নাহি রবে ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন।
ভাল২ এই কর্ম্ম করিব এখন ॥
হেনমতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন।
রহিলা গোপনে রাজা নিরানন্দ মন ॥
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্যে তারা সবে বশ হৈল ॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সবাকার মন ॥
সব সঙ্গে সখিভাবে আছে রাজরাণী।
মিষ্টালাপে থাকিলেন দিবস রজনী ॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে চল যাই বনে ॥
শুনিয়া চলিল রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক ॥
ফল মূল পত্র পুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিন্তে চিন্তিলা রাজন ॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সারিব ॥
চিন্তিয়া লইলা রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে২ চলিল বাজার ॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়া কুল।
গৃহিলোক আসিয়া করিয়া নিল মূল ॥
কেহ পায় চারিপণ কেহ আটপণ।
কেহবা বেচিয়া কেনে খাদ্য আয়োজন ॥

চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যান পরে বণিক সদন ॥
দিব্য চন্দনের সার পায়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্বর ॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেঁচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল ॥
ঘৃত তৈল চালি ডালি লবণ সৈন্ধব।
মসলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব ॥
শাক আদি তরকার যতেক পাইলা।
ভাল মৎস্য মাংস রায় কিনিয়া লইলা ॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিলা যথা চিন্তাসতী ॥
রাণী প্রতি কহিলেন বিনয় বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল চিন্তা মহারাণী।
উত্তম করিয়া পাক করিল তখনি ॥
স্নানাদি করিয়া রাজা আইলা সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর ॥
রাণী বলিলেন সবে ডাকহ রাজন ॥
সকল রন্ধন হৈল করাব ভোজন ॥
এত শুনি নরপতি ডাকি সবাকারে।
আনন্দিত হৈয়া তারা আইল ভুঞ্জিবারে ॥
একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্টমন ॥
রাণী অন্ন আনি দিল বাঁটেন রাজন।
ক্রমে২ পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্বজন ॥
সুধা সম অন্ন পাক খেয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হৈল কাঠুরে ভবন ॥
শ্রদ্ধা পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া ॥
এই রূপে কতদিন বঞ্চিলা তথায়।
একদিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চালাইয়া তরি সাধু রহিল তথায় ॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গা চড়াতে লাগিল।
হায়২ করি কান্দে কি হৈল কি হৈল ॥

হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন॥
হস্তে লাঠি পুঁথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া।
সাধুরে মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া॥
শুন মহাজন তুমি স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হৈল যে কারণ॥
তব নারী সবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন॥
সেই হেতু তরী তব হৈল হেনরূপ।
কহিনু যতেক কথা জানিবা স্বরূপ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন।
যেরূপে তোমার তরী চলিবে এখন॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরি।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী॥
সেই আসি যেইক্ষণে স্পর্শিবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা ভাসিবে তখনি॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন।
একথা কহিয়া শনি করিল গমন॥
পাইয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তব স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল॥
যতেক কাঠুরে ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ বিধান সবে চলিল তখনি॥
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেইস্থানে উত্তরিলা যতেক রমণী॥
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর সাহাবতী॥
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধাসতী শ্যামা॥
যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া।
আর ষষ্ঠী গয়াগঙ্গা কালিন্দী অভয়া॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী॥
একে২ তরী সবে পরশ করিল।
জনে২ মান নিয়া বিদায় হইল॥
কারো হৈতে না হইল সাধু প্রয়োজন।
বুঝিলাম হৈল মিথ্যা গণক বচন॥
কত নারী আইল না আসে কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ॥
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায়॥
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে।
সে আইলে মম তরী সর্ব্বথা চলিবে॥
তবে সাধু হর্ষযুক্ত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথাস্থানে চিন্তাদেবী উত্তরিল গিয়া॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহিল তখন।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজন॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে॥
কাতর শরণাগত যেইজন হয়।
তাহাকে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
বেদ শাস্ত্র মুনি মুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী॥
যা কহেন মহারাজ এ কর্ম্ম শুনিয়া।
কহিব সকল কথা চরণে ধরিয়া॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্ত হৈয়া॥
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া॥
উপনীত হৈল যথা সদাগর তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি॥
যদি আমি সতী হই পতি অনুব্রতা।
তবে যেন ভাসে তরী কহিনু সর্ব্বথা॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে॥
দেখি সদাগর হৈল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন॥

যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
এত বলি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কিনা করে ॥
শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতি ॥
কহ২ চিন্তার হইল কোন গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
এত শুনি কহিলেন যশোদাকুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বরে স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড়করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত ॥
দয়াকর দিননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ নিয়া দেব দেও কু আকৃতি ॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥
চিন্তাদেবীর রূপ দেব করিল হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তাসতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃষ্টমতি ॥
হেথায় কানন হৈতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কাতর ভাষায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎস রাজার রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ।

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কথা।
কহসবেসমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা।
রাজার বচন শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে বীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে একজন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটকবাটে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন, কহিলেন সুবচন,
যত নারী সবারে ডাকিল ॥
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে বধূ,
ক্রমে ক্রমে তরণী ছোয়াল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃ সাধু যত্ন করি,
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল ॥
বজ্র সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে।
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে রাজা হায়২,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকলি হরিল শনি,
অবশেষে ছিনু দুই প্রাণে ॥
তাহাতে করিল আন, দুইজনে দুইস্থান,
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তে অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে ॥
এতচিন্তি নরপতি, শোকেতেকাতর অতি,
চলিল নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসিল জনে২, স্থাবর যঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে বটে ॥
বিবিধ কানন মাঝ, খুজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহুদেশ নানাস্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমিলেন পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্ট নৃপবরে,
শেষ মাত্র ছিলপ্রাণ তার।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকলি দৈবের হয়,
সব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥

চিত্রানন্দ নাম বনে, রাজা গেল সেইবনে,
তথা ছিল সুরভী আশ্রম।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন।
নানাজাতি পশুপক্ষ,একস্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রহে একস্থলে।
বিচিত্র তড়াগ ব্যাপী, পুষ্করিণী কতরূপী,
তীরে শোভে কনক কমল॥
অপূর্ব্ব কাননশোভে,নানাপুষ্পমনোলোভে,
ষড়ঋতু শোভিত তথায়।
কেহকারে নাহি ডরে,সুখে সবে ঘরকরে,
নিঃশঙ্কেতে রহিল তথায়॥
রাজাপুণ্যবান অতি,জানিয়াগোমাতাসতী,
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত॥

সুরভি আশ্রমে রাজার স্থিতি।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে তুমি কোনজন।
রাজা বলে শুন মাতা মম নিবেদন॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশ স্বামী॥
আনন্দেতে করিলাম প্রজা সুপালন।
কতদিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্ম শাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি॥
রাজ্যধন সকলি করিল শনি নাশ।
অপরে চিন্তারে লৈয়া আইনু বনবাস॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুইজন।
চিন্তারে হারানু শেষে বিপিন নির্জ্জন॥
সুরভি কহিল গ্রহমন্দ যে তোমার।
ততদিন মোর হেথা থাক গুণাধার॥
এখানে শনির ভয় না হয় রাজন।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ॥
পুনঃ বসুমতী পতি হবে নরবর।
চিন্তাদেবী পাবে কত দিবস অন্তর॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায়।
এক ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায়॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায়॥
রাজা বলিলেন মাতা যে আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম যতদিন দুঃখ নাহি পার॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা রহিল নির্ভয়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥
মনোরথ নান্দনী যতেক দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়॥
সেই হাতে মহারাজ দুই পাঠ ধরি।
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায় কাদাকরি॥
চিন্তাবতী শ্রীবৎস নৃপাত নাম স্মরি।
সে তাল বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি॥
যুগ্মপাটে যুক্ত করি গঠয়ে রাজন।
এইরূপে কতপাঠ করয়ে রচন॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র সহস্র পাঠ করিল গঠন॥
স্থানে২ স্তুপাকার শত শত করি।
এমতে বঞ্চেন রাজা দিবস সর্ব্বরী॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পাড়লেন শনির মায়য়॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলে থাকি দেখিলেন শ্রীবৎস আপনি॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন২ সদাগর কূলেতে আসিয়া॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরি লইল তখন॥
রাজা কহিলেন পরে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে॥
কারে কি বলিব আমি কি কহিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি॥
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবেত তরিব আমি বিপদ সাগর॥

কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লয়ে যাও নৌকাপরে তুমি ॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান ॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবেত বিপদে তরি এই নিবেদন ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে লয়ে যায় ধন ॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক নফরে ॥
তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি ॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্টচিন্তা চিত্তে করিল অন্তর ॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাইব মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে অপার সাগরে ॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি২ ডাকে রাজা করিছে স্মরণ ॥
কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুইজন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ ॥
কোথা গেল চিন্তাদেবী আমাকে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া ॥
সেই নৌকামধ্যে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভু কথা ॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সাগরে।
আইল বেতাল তাল নিদ্রারূপে ধরে ॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু অন্যে হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যান যেন রাশি তুলা ॥
সেইক্ষণে চিন্তা দেবী বালিশ যোগান।
বালিসে আলস্য রাখি ভাসি নৃপ যান ॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥
সৌতিপুরে মালাকার জায়ার ভবনে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে ॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজা আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥
রাজা দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল ॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল ॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে।
ষড়ঋতু আসিয়া হইল উপনীত ॥
শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত ॥
পূর্ব্বমত বন শোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইতে মালিনী এলো ঘর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি ॥
বন দেখি হৃষ্টমতি মালীর মহিষী।
কুসুম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি ॥
একে২ নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া করে করি যোড়কর ॥
কোথা হৈতে আসিয়াছ কোন মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন ॥
মালিনীর বিনয় শুনিয়া নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী ॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার ॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেঁই আসি কূল।
আমায় ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল ॥
শুনিয়া মালিনী কহে শোন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয় ॥
শুভগ্রহ হৈল তব দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইয়াছ প্রাণ ॥
আর কেহ নাহি বাপ বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি ॥
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম নরপতি ॥

বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের পুণ্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাজকন্যা ভদ্রাবতীর বিবরণ।

মালিনীর কথা শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হৈয়া গেলা সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেষে॥
ইন্দ্রপে নৃপবর, রহিলা মালিনী ঘর,
আছে রায় কেহ নাহি জানে।
শোন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন তাঁর হাত।
একবার হয় অংশ, আবার রক্ষা হয় ধ্বংস,
ধর্ম্মযোগে করে যাতায়াত॥
পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপে ফিরে২,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে অপহরে, কুকর্ম্ম কতেক করে,
স্থিরকর্ম্ম নহে একক্ষণ॥
আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেইদেশেমহাতেজা,
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপেগুণে মহীধন্যা,
সৌজন্যেতে দ্রৌপদী সোসর॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তার, শোন বলি গুণাধর,
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ॥
স্তবে তুষ্ট হৈমবতী, বলিলেন ভদ্রাপ্রতি,
বরমাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয়॥
শুন মাতা ব্রহ্মময়ী, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে॥
তুষ্ট হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর।
তত্ত্ব কথা কহি শোন, আসিয়াছে সেইজন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর॥
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দেই বাঞ্ছামত তব।
বরপেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজা করিয়া উৎসব॥
শ্রীবৎসচিন্তার কথা, অরণ্যপর্ব্বেতে গাঁথা,
শ্রবণে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শ্রীবৎসরাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ।

শুন ধর্ম্ম মহারাজ করহ শ্রবণ।
মালিনী ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন॥
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা নাহি ধর্ম্ম ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে কর্ম্ম কাযে॥
শোন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে শুন বিবরণ॥
ভোজনেতে বসি বাহুদেব মহীপাল।
নিকটে আইল ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল॥
রাণী জ্ঞানে করিলেন রাজা পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ॥
শুনি রাণী ক্রোধচিতে করেন গমন।
ভর্ৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহিলা বচন॥
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকলি করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি॥
পরকাল বন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইয়া মত্ত রাজভোগে ভোলা॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবা কালে না ভাব এখন॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে উপহাস করে॥

সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক থাক রাজা তব জীবনে কি আশ।
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন॥
ওহে মহাদেবী শুন আমার বচন।
মিথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন॥
এত বড় যজ্ঞ কন্যা আছে মম ঘরে।
একদিন মহাদেবী না কহ আমারে॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ॥
আজি আমি করিব কন্যার স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিল সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি॥
আজ্ঞা পায়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যত দূর পাইলেন মনুষ্য সঞ্চার॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সবে করিলা গমন॥
নিরবধি আইসে রাজা কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধান॥
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ॥
কেবা খায় কেবা লয় কেবা দেয় আনি।
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি॥
আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান॥
সবাকারে বিধিমত পূজিল রাজন।
ভাসিলেন আনন্দসাগরে নৃপগণ॥
নানা কথা আলাপনে বৈসে সর্ব্বজন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন॥

অগ্নি পূজি গেলা রাজা সভায় তখন।
হেথা মালিনীর মুখে শ্রীবৎস রাজন॥
শুনিয়া দেখিব বলে বাঞ্ছা কৈল মনে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হইবে কেমনে॥
সমভাগ হয়ে বসি যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণনা না যায়।
তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা কৈল নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছে যত জন॥
জানিবেক সকলে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পতি পাই আপনার॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥
কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলা তপ দ্বাদশ বৎসর॥
শুনি স্মিতমুখ ভদ্রা করিলা গমন।
যথায় বসিয়াছে শ্রীবৎস রাজন॥
নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করি।
দিলেন চন্দন মালা চরণ উপরি॥
দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া॥
ছিছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিয়া অপার।
শিষ্টজন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে করিবারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবা তেমন॥
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ॥

বাসুদেব রাজা চিত্তে অনুমান করি।
শীঘ্রগতি উঠিয়া চলিলা অন্তঃপুরী ॥
কান্দিয়া কহিল রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈলা ভগবান ॥
যত রাজগণ আইল না বরিল কায়।
অন্ত্যজ দেখিয়ে চিত্ত মজাইল তায় ॥
পুরুষে পুরুষে মোর হইল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা করে মোর গলে দেই কাতি ॥
রাণী কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ ॥
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তা এ সকল মিছা ॥
হেলায় সৃজন যাঁর হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাঁহার মায়া হেন শক্তি কার ॥
ভদ্রা তনয়ার বুঝি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রীরে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন ॥
বাহিরে আবাস করি দেহত ভদ্রার।
ভক্ষ ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহি তাহার ॥
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন ॥
ভদ্রা কন্যা মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার ॥
এতদিন ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এখন ॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্নজল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥
লোক মাঝে এ মুখ দেখাব কোন লাজে
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে
হায় হায় বিধি কেন কৈল হেনরূপ।
ভদ্রা কন্যা লাগি এলো কত শত ভূপ ॥
কারে না বরিয়া কৈলা দরিদ্রে বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন ॥
রাণী বলে মহারাজ হৈলে হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান ॥

তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি হে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম্ম কর সার।
যাহা হৈতে সংসার সাগর হবে পার ॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সন্নিধানে ॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে।
হেঁট মাথে মুখ্যা নাহি চাহে কার পানে ॥
দেখিয়া রাণীর হৈল অতিশয় দুঃখ।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুছাইল মুখ ॥
জামতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে ॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ।
কতদিন গত হৈলে পাবে বড় সুখ ॥
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন রাজ্যে ভদ্রা রাজরাণী হবে ॥
এইরূপে কন্যাকে তুষিয়া রাজরাণী।
ভিতর মহলে গেল যথা নৃপমণি ॥
রাজা বলে ভদ্রা মোর গেল কোথাকারে
রাণী বলে রাখিয়াছি বাহির মন্দিরে ॥
ভক্ষ্যভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে।
নিত্য২ পুরী হৈতে নিয়া দিবে তাকে ॥
এইমত দুইজন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে যাহা করে ॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তা
দেবীর মিলন।

শ্রীবৎসের যত দুঃখ কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হৃদয় ॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার ॥
কিরূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা ॥
পর গৃহে বঞ্চে পর অন্নেতে পালিত
ধিক তার জীবন মরণ সমুচিত ॥

কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী ।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী ॥
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পকাল ।
অচিরে পাইব রাজ্য শুন মহীপাল ॥
জ্ঞানবান লোকে যে কাতর নাহি হয় ।
স্থির হয়ে কর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায় ॥
সুখ দুঃখ দেয় রায় সহযোগে কর্ম্ম ।
সুখে উপার্জ্জয়ে ধর্ম্ম দুঃখেতে অধর্ম্ম ॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্ত চিত্ত হও ।
নিরবধি বদনেতে রাম নাম লও ॥
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন ।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন ॥
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন ।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ ॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর অবশেষ ।
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ ॥
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন ।
ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন ॥
ঘাটের তল্লাসী ভার করি যে কামনা ।
রাজারে জানায় যদি পুরাও বাসনা ॥
শুনিয়া ঈঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিলা ।
রাণীর ঈঙ্গিতে রাজা আজ্ঞা তবে দিলা ॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি ।
নদীকুলে বৈসে রাজা হইয়া ঘাটপতি ॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায় ।
তল্লাসি লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয় ॥
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবের ঘটনে ।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে ॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল ।
আটক করিয়া তবি ঘাটেতে রাখিল ॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন ।
নৌকা হৈতে কুলেতে উঠাও যত ধন ॥
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল ।
ডিঙ্গা হইতে নামাইয়া কুলে উঠাইল ॥
দেখি সদাগর গিয়া ভূপে জানাইল ।
তোমার জামতা মম সর্ব্বস্ব লুটিল ॥
শুনি রাজা ক্রোধান্বিতে জামতারে বলে ।
কি কারণে সাধুর স্বর্ণের পাট নিলে ॥
শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন ॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান ।
তবেত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহিল নৃপতি ।
স্বর্ণপাট দুইখান কর শীঘ্রগতি ॥
একখানি পাট যদি দুইখান হয় ।
তবেত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া ।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণপাট নিয়া ॥
খুলিতে নারিয়া সাধু মহালজ্জা পায় ।
তবেত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায় ॥
খুলিতে নারিল সাধু পাইলা প্রমাণ ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান ॥
স্বর্ণপাট হাতে বলে শ্রীবৎস রাজন ।
তাল বেতালেরে তবে করিল স্মরণ ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয় ।
দেখিয়া সভার লোক হইল বিস্ময় ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর ।
কহ বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর ।
মায়া করি ভদ্রা নিতে আইলা গুণাকর ॥
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা ।
সত্য করি কহ বাপু না ভাণ্ডাহ আমা ॥
শ্বশুরের বিনয় শুনিয়া নরপতি ।
কহিতে লাগিল রাজা মধুর ভারতী ॥
সমানে২ ধাতা করয়ে সংযোগ ।
দুঃখ সুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ ॥
মৃত্যু সম দুঃখ বনে দ্বাদশ বৎসর ।
শনির পীড়ায় আসি তোমার নগর ॥
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ ।
ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচজন ॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ ।
প্রাগ্‌দেশের পতি আমি শ্রীবৎস রাজন ॥

চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি॥
একদিন শনি সহ জলধি কুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আইল মম বরাবরি॥
লক্ষ্মী কহিলেন আমি পূজিতা সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে॥
এইমত দ্বন্দ্ব করি আইল দুইজন।
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোনজন॥
শুনিয়া হৃদয়ে মম হৈল বড় ভয়।
কাহারে করিব শ্রেষ্ঠ কহিতে সংশয়॥
উভয়ে বলিলাম কল্য আসিহ প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল কি করি এখন॥
কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন রাখি দুইখানি।
দুই ভিতে সিংহাসন মধ্যে মম স্থান॥
রহিলাম সভা করি বসিয়া তথায়।
দুইজন আইলেন প্রভাত সময়॥
দোঁহে দেখি সম্ভ্রমে বসাই শীঘ্রগতি।
কাতর অন্তর আমি করি বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে দুইজন বৈসেন সম্ভ্রমে।
লক্ষ্মী মাতা দক্ষিণে বসিল শনি বামে॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্য বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন॥
আপনা আপনি দোঁহে দেখি বুঝে ক্রমে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী বিচ্ছেদ হৈল।
মরণ অধিক দুঃখে মোরে নিয়োজিল॥
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এতেক ভারতি।
ব্যস্ত হৈয়া বাহুরাজা উঠি শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত করি রাজা করয়ে স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ॥
শুভক্ষণে ভদ্রা কন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দর্শন হইল॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনারে ধন্য করি মানি॥
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসে তোমা হেন বর মিলাইল॥
এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অম্বুজাভিষিক্ত আজি হইল শরীর॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রাকন্যা তোমারে পাইল॥
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী॥
লঘুজনে এতাদৃশ না হয় উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ চিন্ত মম হিত॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছয়ে বন্ধন।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্রগণ সবে চলিল সংহতি॥
নদীতীরে গিয়ে দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি॥
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন।
উঠ মাতা দোঁহে গিয়া হওগো মিলন॥
জরাযুত চিন্তার অঙ্গ দেখি যে রাজন।
জিজ্ঞাসেন চিন্তা প্রতি তার বিবরণ॥
শুনি চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গ কথা শুন ইতিহাসে॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে২ সদাগর সবে আনাইল॥
সকলে ছুঁইল তরী না হইল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বার২॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল॥
দয়া করি উদ্ধারি দিলাম যদি তরি।
দুরাচার চিত্তে মোরে নাহি দিল ছাড়ি॥

আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
আমি কহিলাম দেব মম রূপ লহ।
জরাযুত তব অঙ্গ মোরে দান দেহ ॥
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে ॥
দেবগ্রহ ঘুচিলে পাইবা নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর ॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি ॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতি অনুব্রতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
সুখের চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমনি হইল ॥
রাজা বলে চতুর্দ্দোলা আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা বলে চল যাই প্রভুর বসতি ॥
এতবলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ চিত্তে শ্রীবৎস নৃপতি ॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে ॥
দেখি তবে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাজন।
বামপার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসন ॥
প্রেমাবশে অবশ হইল দুইজন।
পুনঃ২ বদন চুম্বন আলিঙ্গন ॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিবে শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুইজন ॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
আনন্দেতে করিলেন নিশা সমর্পণ ॥
প্রভাত সময়ে তবে গিয়া বাহুরাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে কৈল বহু পূজা ॥
আনন্দিত হইয়া বসিল সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করয়ে জনে জন ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার শনিত্যাগ এবং শনি কর্ত্তৃক বর প্রাপ্তি।

প্রভাতে বাহুকরাজা, লইকে বৎসেক পূজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
হেন সময় শনি, কহিছে আকাশ বাণী
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকাল আমার ভক্ত,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে ॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব দুর্নয় তাহার ॥
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
কহিতে২ শনি, অ ইল মরত ভূমি
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত পিঙ্গলবর্ণ, রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন ॥
তেজময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতি ভয় পায় সভাজন।
আস্তেব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করিব পূজন।
সর্ব্ব ঘটে তুমি তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন ॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয় ॥
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয় ॥
দেশে যাও নরবর, একচ্ছত্রে, রাজ্যেশ্বর,
... রবে দশ সহস্র বৎসর।

পুত্র পাবে শতজন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠ নগর ॥
মম সহ করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ ।
যে তোমার নাম লবে, তার মম বাধা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎসরাজন ॥
শ্রীবৎসকে দিয়া বর, অন্তর্দ্ধান শনৈশ্চর,
গেলা শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।
ভবার্ণবে ভয়রাশি, বর্ণনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসরাজনে ॥

শ্রীবৎস রাজার দুই ভার্য্যার সহিত স্বরাজ্যে গমন ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর ।
বরদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর ॥
বাহুরাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি ॥
যাদব কহেন রাজা কর অবধান ।
বর দিয়া গেল যদি শনি নিজস্থান ॥
আনন্দিত বাহুরাজা পুত্রের সহিত ।
করাইল সভাতে বিবিধ নৃত্যগীত ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে ।
হাস্য পরিহাসে কেহ পাশা ক্রীড়া করে ॥
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানকী তবকী ।
কেহ ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোনস্থানে ।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥
রোপাইল সারি সারি গুবাক কদলী ।
চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধূলি ॥
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশ ভূষা করে ।
অগুরু চন্দন চুয়া পুষ্প মালা পরে ॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন ।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়ে করি আয়োজন ।
কোন২ স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ।
ধন্য বাহুরাজা গৃহে ভদ্রা জন্মেছিল ।
যাহা হৈতে বাহুরাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
এইরূপে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন ।
কতদিন থাকিলেন শ্রীবৎস রাজন ॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান ।
যান রাজা আনন্দে শ্বশুর সন্নিধান ॥
আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন ।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে ।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি ।
কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
রাজা কহে যত কর স্নেহের কারণ ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন ॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর ।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর ॥
আজ্ঞা মাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি ।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
রাজা বলিলেন সৈন্য সাজ সর্ব্বজন ।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি ।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী ॥
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা ।
শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা ॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ ।
স্মরণ মাত্রেতে তারা আইল দুইজন ॥
হাঁসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ ।
শ্রীবৎস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে ।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সুস্বরে ॥
জনক জননী পদে বিদায় হইল ।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল ॥
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি ।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি ॥
নিমিষে উত্তরে দশ সহস্র যোজন ।
রাজা কহে কহ তাল এই স্থান কোন ॥

তাল কহে ঐ দেখ সুরভী আশ্রম।
কহিতে২ পাইল কাঠুরে ভবন॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস্য জলে গেল দেখ এইস্থান॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল।
নিমিষেতে সেই স্থান পশ্চাত হইল॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভুবন।
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলে রাজন॥
রথ হৈতে রাজা রাণী নামি তিন জন।
পদব্রজে ধীরে২ করিল গমন॥
শুনি নগরের লোক আইল রাজন।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন॥
বাম পার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা॥
পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ।
রাজ্যে রাজা পূর্ব্বমত করেন শাসন॥
চিন্তা ভদ্রা দুই নারী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা॥
দুই রাণী গর্ভে জন্ম দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে॥
অতএব যুধিষ্ঠির করে নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ॥
শ্রীবৎস চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়॥
এতবলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপাণি॥
সুভদ্রা সৌভদ্রা দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্য পঞ্চাল দেশে করিল গমন॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ২ ভ্রাতৃগণ সহ দেশে গেল॥
দ্বারকা নগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসি[illegible] বনে।
যোগ্য স্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে॥
বহু মৃগ থাকে ফল পুষ্পরাশি২।
সজল সম্বল যথা বৈসে সপ্তঋষি॥
অর্জ্জুন বলেন সর্ব্ব তোমাতে গোচর।
মুনিগণ হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর॥
দ্বৈতনামে মহাবন অতি মনোরম।
সাধু সিদ্ধি ঋষি আদি মুনির আশ্রম॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
নিজ২ যানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণনা।
গন্ধর্ব্ব চারণ বৈসে মুনি অগণনা॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল॥
পারিজাত বকুল চম্পক কৃষ্ণ বক।
নানাজাতি পশু হস্তিগণ মরুবক॥
ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড়ঋতু যুক্ত বন লোক মনোরমে॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা সর্ব্ব মুনিগণ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ॥
হেনকালে আইল মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জামদগ্নি সম তেজা দিব্য জটাভার॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন॥
[illegible]খিয়া বিস্ময় চিত্তেক হেন ভূপতি।
[illegible]হেতু হাঁসিলে কহ মুনি মহামতি॥

সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে হেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন॥
তুমি কেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্ব ভোগ ত্যজি বনে করিলা বসতি॥
ইরূপে পূর্ব্বে দশরথের নন্দন।
হিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিতে করিয়া বনবাস।
হেলে দশস্কন্ধে করিল বিনাশ॥
অপ্রমেয় বলে রাম অপ্রমেয় গুণে।
সত্য বিচলিত নহে হন কদাচনে॥
তিন পুরে জিনিতে ঈঙ্গিতে ক্ষণে পারে।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্ব গুণনিধি॥
তথাপি বনেতে দুঃখ সত্যর কারণ।
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাজন॥
বলে শক্তি হৈলে সত্য কভু না ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে॥
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার॥
তথাপিহ পশু হৈয়া বিধিবশ থাকে।
কি মতে সে খণ্ডিবেক তোমা হেন লোকে॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন॥
এত বলি মহারাজে আশীষ করিয়া।
আপন আশ্রয় প্রতি গেলেন চলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছু মাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গোঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহন না যায় মম সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তুরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসতি চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাকে তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ২ রাজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফল মূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি জন্মে অবধান॥
মলিন বদন কৃশ দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেটমাথা সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব মনে নাহি দুঃখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥
ভীম সম পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কি মতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পবান॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে।
ইহা দুঃখ রাজা তাপ নাহি তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥

তাল কহে ঐ দেখ সুরভী আশ্রম।
কহিতে২ পাইল কাঠুরে ভবন॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস্য জলে গেল দেখ এইস্থান॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল।
নিমিষেতে সেই স্থান পশ্চাত হইল॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভুবন।
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলে রাজন॥
রথ হৈতে রাজা রাণী নামি তিন জন।
পদব্রজে ধীরে২ করিল গমন॥
শুনি নগরের লোক আইল রাজন।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন॥
বাম পার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা॥
পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ।
রাজ্যে রাজা পূর্ব্বমত করেন শাসন॥
চিন্তা ভদ্রা দুই নারী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা॥
দুই রাণী গর্ভে জন্ম দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে॥
অতএব যুধিষ্ঠির করে নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ॥
শ্রীবৎস চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়॥
এতবলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপাণি॥
সুভদ্রা সৌভদ্রা দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্য পঞ্চাল দেশে করিল গমন॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ২ ভ্রাতৃগণ সহ দেশে গেল॥
দ্বারকা নগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্য স্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে॥
বহু মৃগ থাকে ফল পুষ্পরাশি২।
সজল সস্থল যথা বৈসে সপ্তঋষি॥
অর্জ্জুন বলেন সর্ব্ব তোমাতে গোচর।
মুনিগণ হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর॥
দ্বৈতনামে মহাবন অতি মনোরম।
সাধু সিদ্ধি ঋষি আদি মুনির আশ্রম॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
নিজ২ যানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণনা।
গন্ধর্ব্ব চারণ বৈসে মুনি অগণনা॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল॥
পারিজাত বকুল চম্পক কৃষ্ণ বক।
নানাজাতি পশু হস্তিগণ মরুবক॥
ময়ুর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড়ঋতু যুক্ত বন লোক মনোরমে॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা সর্ব্ব মুনিগণ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ॥
হেনকালে আইল মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জামদগ্নি সম তেজা দিব্য জটাভার॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্তেক হেন ভূপতি।
কি হেতু হাঁসিলে কহ মুনি মহামতি॥

সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে হেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন॥
তুমি কেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্ব ভোগ ত্যজি বনে করিলা বসতি॥
রঘুরূপে পূর্ব্বে দশরথের নন্দন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিতে করিয়া বনবাস।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিল বিনাশ॥
অপ্রমেয় বলে রাম অপ্রমেয় গুণে।
সত্য বিচলিত নহে হন কদাচনে॥
তিন পুরে জিনিতে ইঙ্গিতে ক্ষণে পারে।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্ব গুণনিধি॥
তথাপি বনেতে দুঃখ সত্যর কারণ।
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাজন॥
বলে শক্তি হৈলে সত্য কভু না ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে॥
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার॥
তথাপিহ পশু হৈয়া বিধিবশ থাকে।
কি মতে সে খণ্ডিবেক তোমা হেন লোকে॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন॥
এত বলি মহারাজে আশীষ করিয়া।
আপন আশ্রয় প্রতি গেলেন চলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছু মাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গোঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহন না যায় মম সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তুরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসতি চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাকে তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ২ রাজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফল মূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি জন্মে অবধান॥
মলিন বদন কৃশ দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেটমাথা সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব মনে নাহি দুঃখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥
ভীম সম পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কি মতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পবান॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে।
ইহা দুঃখ রাজা তাপ নাহি তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥

ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি করে হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীন জন বলে রাজা সকলে তাহারে ॥
এই অর্থে পূর্ব্বের রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়েতে ভাল কারে কহে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি ॥
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখ নাহি অন্ত।
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজবন্ত ॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করয়ে নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথাস্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয় ॥
বলে অন্যে হরে লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয় হেলন ॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে ॥
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে ॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবারে করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি ॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার ॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজ কালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি,
কহেন উত্তরে তার ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি ॥
ক্রোধ সম পাপ দেবী নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে ॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥

একারণ বুধগণ সদা ক্রোধে ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্বলোকে পূজে ॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রাজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন ॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে ॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবী অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয় ॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধন।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্তমান ॥
পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।
আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে ॥
সে কারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধ মন।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন।
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল আমি না ক্ষমিব।
ইহক্ষণে কুরুবংশ সকলে মজাব ॥
কুরুবংশে দেখ দেবী মম পুণ্যভার।
মহাক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইয়া সবে।
সবাকার দুর্য্যোধন লঙ্ঘিবেক যবে ॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এমন বিচার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে ইহা বিনা নাহি আন ॥
কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার ॥
সেইজন হেনরূপ করিল সংহার ॥
যেইজন যাহা করে সেইমত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয় ॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিল।
দ্বিজসেবা দেব পূজা কতই করিল ॥
ধিক২ বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চভাই পাইলা দুর্গতি ॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইল বনেতে।
পারি ভাই আমাকেই পারহ ত্যজিতে ॥

তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
যেইজন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
লক্ষ২ ব্রাহ্মণ কনক পাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে॥
দ্বিজেরে স্বর্ণপাত্র দেহ আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপাত্রে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ স্বর্ণ গো সব।
আর সব বহু যজ্ঞদান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হউক তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলে তুমি কপট পাশায়॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমন।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কানন॥
ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম।
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলে।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলে॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক ভিতরে॥
এইত সংসার সিন্ধু জন্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষী নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মের করিলে নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
তথা ভয় যায় পরে পায় পশুযোনি॥

ধর্ম্মশাস্ত্র বেদনিন্দা করে যেই জন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন॥
পুনঃ২ তির্য্যক যোনিতে জন্ম হয়।
নরক হইতে তার কভু পার নয়॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেইজন।
বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্ত কল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরয়ে সবে স্বর্গমধ্যে বসি॥
জপ তপ যজ্ঞদান ব্রত শিষ্টাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল সেই পথে।
সম চিত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিব কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্ম নিন্দা করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা যেইজন সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন কীট তাঁরে অমান্য করিতে।
শ্রম নাহি আমার ইহাতে কোনমতে॥

—:—

অর্জ্জুনের শিবারাধনার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন।

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণ।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসন॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলিলেন মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয় ভাব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥

শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি তাহা করহ সত্বর ॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল ॥
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন ॥
নর ঋষিমূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিবে বিজয় ॥
এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্যবন।
একস্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থগণ করিয়া ভ্রমহ ঠাঁই ঠাঁই ॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতি স্মৃতি ॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্রপায়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান ॥
ব্যাস অনুমতি পায়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া চলেন সেইক্ষণ ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে তীরে।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্য বনান্তরে ॥
কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয়।
বড়ই নির্গম বন নাহি কোন ভয় ॥
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেণ ব্রাহ্মণ ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চ্চনা করে অনুক্ষণ ॥
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন।
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রোণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানিহ আপনি ॥
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছ আশা ॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
তা সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ ॥

পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ।
নিজ নিজ অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন ॥
সর্ব্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্রে তুষ্ট করাইলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে ॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন।
নিকটে তথায় দেখ পাবে ত্রিলোচন ॥
এতবলি দিব্য বিদ্যা দিয়ে সেইক্ষণ।
আশিষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন ॥
আজ্ঞা পায়ে বাহির হইলেন ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয় ॥
চারিদিকে দ্বিজগণ শুভ [illegible] কৈল।
কহিবার কালে সেই দ্রৌপদী বলিল ॥
অকালে যেই বলিলা যত দেবগণ।
সকল হউক প্রাপ্তি সেবি ত্রিলোচন ॥
কত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন।
এই অগ্নি তাপে অঙ্গ হয়েছে দহন ॥
কৃপায় করহ তার সমুচিত ফলে।
নির্ব্বিঘ্নে হইয়া পুনঃ আইল মঙ্গলে ॥
এতেক বলিয়া দেবী করিলা বিদায়।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায় ॥
দেব দ্বিজ গুরুজন বন্দিয়া তখনে।
বাহির হইলা পার্থ হরষিত মনে ॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে।
অল্পদিনে উত্তরেন হিমাদ্রি পর্ব্বতে ॥
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর ॥
বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্যবাণী হৈল হেথা করহ আশ্রয় ॥
অগ্রে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে।
শুনি পার্থ মহাবীর রহিল তথাতে ॥
হেনকালে দেখিলেন জটিল তপস্বী।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন নিকটেতে আসি ॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি ॥
ধনু অস্ত্র ফেলহ ফেলহ সব তূণ।
বিপ্রবৃত্তি হৈলে অস্ত্র কোন প্রয়োজন ॥

বড় তেজোবন্ত তুমি আইলে সে কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া কহেন অর্জ্জুন॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধার।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বরদান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ॥
ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কায অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে॥
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আইনু ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে॥
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা করি মনে।
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কিরাতরূপে হরপার্ব্বতীর আগমন।

হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ পক্ষান্তরে।
কতদিন মাসেকেতে খান একবারে॥
কত দিন দুই চারি মাস এক দিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে॥
এক পদাঙ্গুলিতে রহেন দাণ্ডাইয়া।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া॥
তাঁর তাপে তাপিত হইল গিরিবাসি।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধি যত মহাঋষি॥
হরের চরণে নিবেদিলা গিয়া সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল সব॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে।
আজ্ঞা কর আমরা রহিব কোনরূপে॥
গিরিশ বলেন সবে যাও নিজাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে॥

এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজন।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তখন॥
কিরাত গৃহিণীরূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাহার সঙ্গিনী॥
জয়ন্তী নামেতে বধূ পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন॥
হেনকালে এক মহা বরাহ আইল।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিতে ধাইল॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারিহ বাণ॥
আনিলাম দূর হৈতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারিলা তীক্ষ্ণশর॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে গেল বজ্র পর্ব্বত ভিতরে॥
গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তি যেই দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর॥
পার্থ বলে কে তুমি যুবতী বৃন্দ সঙ্গ।
আমার তিলেক তোর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলা বাণ॥
এই দোষে আমি তব লইব পরাণ।
হাঁসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান॥
কোথা হৈতে কে তুমি আইলা তপচারী।
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর উপর॥
অনুচিত কৈলে আরো চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব মার দেখি মোরে॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে, আছি আমি মার॥
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর॥

বায়ব্য অনল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে।
সর্ব্ব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে ॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জ্জুন।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ ॥
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ।
অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
যেই হোক আজি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তক বাজি হৈল দুইখণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুখণ্ড ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার ॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ।
পর্ব্বত উপরে যে শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহারে ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হইল চটচটি ॥
ভুজে ভুজে উরুতে চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল দুইজনে ॥
দুই অঙ্গ ঘর্ষণেতে অগ্নি বাহিরায়।
অতি ক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিল তায় ॥
মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেক চেতন পায়ে থাক থাক বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
এতবলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেয় পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গলা ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয় ॥
আমার সহিত সম করিলে সমর।
তুমি আমি সম শক্তি না হক অন্তর ॥
দিব্য চক্ষু দি। লহ দৃষ্টি হবে সব।
এত বলি দিব্য চক্ষু দেন দেব দেব ॥
দিব্য চক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় প্রভু জয় শিব জয় মহেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রম প্রিয় হয় ত্রিপুর নিপাত।
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষ যজ্ঞ নাশ।
ইঙ্গিতে বিজয় হৈলা মৃত্যুকাল পাশ ॥
নাম শিবরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাতা ॥
অজ্ঞানে করিনু প্রভু অবিহিত কায।
চরণে শরণ লই ক্ষম দেবরাজ ॥
হাসিয়ে অর্জ্জুনে দেব দিলা আলিঙ্গন।
করিলেন অজ্ঞাতেরে প্রহার পাড়ন ॥
শিব বলে আমারে নাহিক জান তুমি।
পূর্ব্বকথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নরঋষিরূপে।
সংসার ধরিলা অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
কাড়িয়া লয়েছি আমি যোগমায়া বলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণ যুগলে ॥
পুনরপি সেই অস্ত্র পূর্ণ হবে তূণ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥
প্রীত হইলাম আমি মাগি লও বর।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন তাহা লও ধনঞ্জয়।
অন্যজন নহে অস্ত্র পাশুপত লয় ॥
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ২ অস্ত্র হয় ॥
শক্তিশেল কোটি২ গদা বরিষয়।
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি ॥
ধরিবারে যোগ্য হও অস্ত্র লও তুমি ॥
বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম।
এই অস্ত্রে বাসবের সাধ দেব কর্ম্ম ॥



অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্তি।

এত বলি মন্ত্রসহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
স্বযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিবে ক্ষেপণ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবে আগমন॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠেরপতি।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন॥
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর শত্রুকে কি ভয়॥

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে
গমন।

হেনকালে আসিয়া যতেক দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
দক্ষিণেতে থাকিয়া বলেন প্রেতপতি।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু নিবারণ॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে॥
তব শত্রু আছে সেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর॥
হের লও এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দৈত্য নাম ধরে॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিয়া মহামতি।
পশ্চিমেতে ডাকিয়া বলেন জলপতি॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরত অর্জ্জুন।
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ দলন॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
তোমারে অর্জ্জুন দুই জনে অস্ত্র দিল॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র এই লও বীরবর।
এই অস্ত্রে ত্রিপুরে বধিল মহেশ্বর॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি॥
কুন্তীগর্ভজাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ॥
এখিন পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবা তুমি মাতুলি সহিতে॥
এথা আইলে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন।
এতবলি চলি গেল সর্ব্ব দেবগণ॥
কতক্ষণে রথ লয়ে মাতুলী আইল।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড়িতে কহিল॥
তোমা দরশন বাঞ্ছা করি দেবরাজ।
আর যত উপস্থিত দেবের সমাজ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যত আনন্দে বিহরে।
কতেক পড়িছে তারা দেখি বীরবরে॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্জ্জুন।
কহ শুনি মাতুলি এ সব কোনজন॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহু দান দিল।
দেব পূজা উগ্রতপ তীর্থ স্নান কৈল॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেরে॥
তারাবলী ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদারা হরে।
কদাচিত সে জন না আসে স্বর্গপুরে॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি২ বিমানে বিহরে পুণ্যজন॥
শত২ বারাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধি সহিত বায়ু সদা মনোহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে নর মরুত অনল।
সপ্তবসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল॥
দিলীপ নহুষ আদি যত মহামতি।
দেবঋষি মহাঋষি বহু সিদ্ধ সতী॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহত মাতুলী এই কাহার নন্দন॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতুলী চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল॥
ইন্দ্রের বিচিত্র শোভা বর্ণনা না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয়॥
রথ হৈতে নামিয়া চলেন নরবর।
দুই হাতে ধরিয়া তুলিল পুরন্দর॥
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর॥
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে কোনজন।
দেবঋষি মান্য সেই ইন্দ্রের আসন॥
এমত আসনে ইন্দ্র বসাইল কোলে।
মুহুর্মুহু সকলেতে নয়নে নেহালে॥

আসিয়া বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোক তরি॥
কাশীদাস বিরচিল তার আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে মোর দ্বিজরাজ পদে॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা ও
উর্ব্বশীর শাপ।

চিত্রসেন চাহিয়া বলিল পুরন্দর।
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর॥
উর্ব্বশীরে পাঠাইব অর্জ্জুনের স্থানে।
স্ত্রী ক্রীড়া আদি যত করাহ অর্জ্জুনে॥
আজ্ঞা পায়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল।
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্য হেতু নিয়োজিল বহুজন॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোন জন॥
রূপে গুণে বুদ্ধি বলে কর্ম্মে জপেতপে।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে॥
তার তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবাকর॥
উর্ব্বশী বলেন আমি ভালমত জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তার কথা শুনি॥
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয়॥
স্নান করি উর্ব্বশী-পরিল দিব্যবাস।
পারিজাত মাল্যেতে বান্ধিল কেশপাশ॥
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
সহজ রূপেতে মুনিগণ মনমোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যারপানে চাহে॥
সুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অর্দ্ধনিশি।
অর্জ্জুনের আলয়েতে চলিল উর্ব্বশী॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে।
উর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে॥
ভীতি হইলেন শুনি কুন্তীরনন্দন।
নিশাকালে উর্ব্বশী আইলা কি কারণ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী কহিলা।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিলা॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র অনুমতি।
একে২ কহিল সকল পার্থ প্রতি॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায়।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায়॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি আমারে করিলে নিরীক্ষণ॥
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল তুমি আজি মম প্রীতি কর॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
অধোমুখে মলিন কহেন শিহরিয়া॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী॥
বারাঙ্গণা হও তুমি না হও প্রামাণ।
উর্ব্বশী আমার পক্ষে জননী সমান॥
কহিলা যে তুমি মোরে চাহিয়া সভায়।
যেই হেতু চাহি আমি কহিব তোমায়॥
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে কুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল॥
এই হেতু বড়ই বিস্ময় মানি মনে।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার কারণে॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মম গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ॥
উর্ব্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার।
স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলা সম্বন্ধ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর করি দ্বন্দ্ব॥
যত সব মহারাজা হৈল কুরুবংশে।
কত পুণ্যফলে সবে স্বর্গেতে আইসে॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
এ সব বচন কেহ না করে বিচার॥

তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
অর্জ্জুন কহেন তুমি মম ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পরম গুরু কুলের জননী ॥
যথা কুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহা সবা হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে যাও মাতা করিনু প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান আমা কর অবিশ্রাম ॥
শুনিয়া উর্ব্বশী মনে উপজিল তাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ ॥
তব পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়া তব গৃহে।
নিষ্ফলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে ॥
না করিলা কাম পূর্ণ পুরুষের কায।
এই দোষে নপুংসক হবে স্ত্রীর মাঝ ॥
নপুংসক হইবে আমার এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে রজনী বঞ্চিলা অতঃপর।
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি ॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময় হন সহস্রলোচন ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে পাইল।
তোমা হৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
যোগেন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিয়া সবারে।
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে ॥
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তোমার হৈল মহাগুণ ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবা।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবা ॥
হইলে বৎসর পূর্ণ শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি আনন্দ হৃদয় ॥
অর্জ্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তার চিত্তে শাপ নাহি হয় ॥
পূর্ব্বার্জিত যত পাপ ভস্ম হৈয়া যায়।
অরণ্য পর্ব্বেতে গীত কাশীদাস গায় ॥

সঞ্জয়মুখে পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিরে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ ॥
মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহুস্থান ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল ॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন কথন।
তুমি কি সঞ্জয় জান কহ বিবরণ ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী ॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল ॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর ॥
ইন্দ্র অৰ্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল কাছে ॥
মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পূজে।
মুনিগণ তাপিত তাহার তপ তেজে ॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
কতদিনে দৈত্য মারি আসিবে হেথায় ॥
এত শুনি চমকিল অন্ধ নৃপমণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থ কথা শুনি ॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমাকে।
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু তার পাকে ॥
অর্জ্জুনের অগ্রে জয়ী হবে কোনজন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ ॥
ঝড় বৃষ্টি দিব্য মন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলে তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি ॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে অরণ্যে আইল শীঘ্রগতি ॥
যুধিষ্ঠির ভূষণ দেখিয়া জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্রোধে কম্পিত শরীর ॥
যেই জন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন লইল অঙ্গের অলঙ্কার ॥
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আমি দিব যাবে আজ্ঞা করহ রাজন ॥
দ্রৌপদীর কেশ ধরে শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে ॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস আহারী সকল।
কুরুকুল মাংস ভক্ষে হবে কুতূহল ॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব দুই আঁখি ॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে সবাই কহিল এইমত ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজা কহেন না যায়।
কত দিন রক্ষা পাইল তাহার কৃপায় ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকল প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান ॥
কুরু সভামধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার কি শক্তি তাহা খণ্ডন না যায় ॥
এত শুনি নির্ণয় করিয়া সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন ॥
নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেল সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিয়া পাণ্ডবে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলা সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয় ॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখন জানিনু বংশ হইল বিনাশে ॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা অবিচার ॥
আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধুজন বচনে শুনিয়া না শুনিনু ॥
পশ্চাতে এ সব কথা করিনু স্মরণ।
এইরূপে অনুশোচে অম্বিকা নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ।

হেথায় কাম্যক বনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য তোষেন ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কুমার ॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণা স্থানে।
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে ॥
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামীগণ ভুঞ্জাইয়ে পাছে কৃষ্ণা খায় ॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণাসহ ভাই চারিজনে ॥
এক দিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল চিত্ত স্মরিয়া অর্জ্জুনে ॥
চরি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে ॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় ॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্বর ॥
শোক দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহুদিন তাহার যে জানি না কুশল ॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন আর যদুগণ।
পঞ্চাল দেশেতে যত পঞ্চাল নন্দন ॥
সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধারিব কি কারণে ॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অন্যজন হৈলে প্রাণ ত্যজিত তখন ॥

ক্ষণেকে মরিতে পারি ঘৃণাতে না পারি।
যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি।
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভ্রাতার তেজে।
ভৃত্য প্রায় খাটাইল যত মহারাজে॥
তব পাশাক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হৈনু বনমাঝ॥
এখনো সদয় হৈয়া ক্ষমিহ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে॥
তবে কেন দুষ্টেরে এক্ষণে ক্ষমা করি।
মনে কষ্ট দুঃখ পাই তাহারে না মারি॥
যদি কদাচিৎ পাপ জ্ঞাতি বধে হয়।
যজ্ঞদান করিয়া খণ্ডিব মহাশয়॥
নতুবা এ বনবাস করিয়া তখন।
অগ্রে সব শত্রুগণে করিব নিধন॥
কপটে কপটি মারি পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায়॥
জগন্নাথ সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল॥
এত শুনি ভীম সেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন॥
যে কহিলে বৃকোদর সকলি প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান॥
কিন্তু হেন দেববাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয়॥
অধর্ম্মি লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু সুত দারা কেহ কিছু নয়॥
হেন ধর্ম্ম আচরিয়া অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে॥
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সর্ব্ব অরি॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আইল বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥

নল রাজার উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্যধন।
জটাচারী পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশে দুঃখ আমি বঞ্চি যে হেথায়।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার হেথা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোমা সঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত॥
এই হেতু দুঃখ রাজা না দেখি তোমার।
তোমা হৈতে নল দুঃখ পাইল অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনিরাজ নল বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাহার কথন।
কোন দেশে ঘর তার কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হৈতে বড় দুঃখী নিষধ রাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেন সুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী বীর অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীমরাজ তাহার সমান॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কতদিনে আইল তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাহারে পূজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তারে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসার নারী করিল দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ॥

দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি সে কান্তি॥
সমান বয়স্কা সঙ্গে যত সখীগণ।
দময়ন্তী নিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কাম দাবানলে দগ্ধ যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোক মুখে।
সদাই অস্থির অঙ্গ স্মর বাজে বুকে॥
দময়ন্তী চিন্তিতে নলের মগ্ন মন।
কতদিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুরে উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জল তটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন॥
ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন।
করিব তোমার হিত চিন্তা যে কারণ॥
তব অনুরূপ রূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল॥
অন্তঃপুর মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল॥
সেইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবারে ছলে আইল সেখানে॥
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্রগতি॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংস ধরিল স্ত্রীগণে।
বৈদর্ভীরে কহে হংস মনুষ্য বচনে॥
নৈষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনী কুমার রূপে নিন্দে রতিপতি॥
নরলোকে না দেখি তাহার রূপ গুণে।
করাইব মিলন তোমারে তার সনে॥
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ॥

শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসকে পাঠান সেইক্ষণ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নরবর॥
যে হইতে হংস ভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল॥
বিষণ্ণ বদন ভৈমী সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা সদাই হুতাশ॥
দময়ন্তী দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতিরে করিল নিবেদন॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত॥
মহাদেবী বলে কি চিন্তহ নরবর।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদযোগী হইল।
রাজ্যে২ দূত গিয়া নিমন্ত্রণ কৈল॥
দেশে২ বার্ত্তা পায় যত রাজগণ।
বৈদর্ভ নগরে সবে করিল গমন॥
হয় হস্তী পদাতিকে পূরিল মেদনী।
বার্ত্তা পায়ে আইসে যতেক নৃপমণি॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর শুনিয়া সময়।
পুরাতন ঋষি আইল অমর আলয়॥
যথোচিত বিধানে পূজিল সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছি মুনিবর॥
ঋষি বলিলেন ছিনু পৃথিবী মণ্ডল।
দেখিনু আশ্চর্য্য তথা শুন আখণ্ডল॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা॥

হইয়াছে রূপেতে শোভিত ভূমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন কমল ॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর ॥
দময়ন্তী রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
নিমন্ত্রণে গেল কেহ বিনা নিমন্ত্রণে ॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ।
দময়ন্তী রূপে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজা রাজ্যেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভ নগর ॥
সসৈন্য চলিল সবে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হৈল দেবগণ ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর ॥
ইহা দেখি অন্যে না লইবে কদাচন।
এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ ॥
সাধু সর্ব্ব গুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধনন্দন।
কে তোমরা আমি কি করিব প্রয়োজন ॥
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর ॥
সবে আসিয়াছে দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হয়ে যাও তথা কারে ॥
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে ॥
রাজা বলিলেন তবে যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি ॥
রক্ষকের পুর রক্ষা করয়ে যতনে।
এ বেশে দুষ্কর আমি যাইব কেমনে ॥
দেবগণ বলে আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে ॥
দেবগণ বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার ॥
সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীকে দেখিল।
দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল ॥
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য২ বলি রাজা সকল মানিল ॥
নল দেখি দময়ন্তী হৈল চমৎকৃত।
কেবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত ॥
ইন্দ্র কিবা কামদেব অশ্বিনী কুমার।
ধন্য ধাতা হেনরূপ সৃজিল ইহাঁর ॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে ॥
কতক্ষণে মন্দহাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াও মোরে কন্দর্প হুতাশে ॥
কেমনে আইলে হেথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ২ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ॥
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে।
এ দুর্গমে কিরূপে আইলা হেথাকারে ॥
রাজা বলিলেন আমি নল বরাননে।
হেথা আইলাম দেবগণ দূতগণে ॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে ॥
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোনজন ॥
কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সবার।
এ কারণ তাঁ সবারে করি নমস্কার ॥
নিষ্ফল হেথায় আসিতেছে দেবগণ।
পূর্ব্বে নল ভূপতিরে করেছি বরণ ॥
হংস মুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নৃপরায় ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মম গতি ॥
নল বলে যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যার দরশন ॥
মুহূর্ত্তেক ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তারে ॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানব মর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপণ ॥
শচী সমান হবে যাহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে ॥

দিকপাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মূহুর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥
জলেশ্বর বরুণ ও নর-অন্তকারী।
কেমনে বরিবা আন্যে তাঁরে পরিহরি॥
কন্যা বলে অন্য মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ॥
শুভ কার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি॥
নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিপন্ন বদন।
দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ করয়ে রোদন॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ নহিবে তাহায়॥
দেবগণ সহ তুমি আইস স্বয়ম্বরে।
তা সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে॥
এত শুনি নল রাজা করিল গমন।
দেবগণে সকল করিল নিবেদন॥
কেহ মানা না করিল তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যার অন্তঃপুর গৃহে॥
কহিলাম সমাচার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল॥
দেবগণ সঙ্গে আইস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমায় বরিব তা সবার বিদ্যমানে।
বৈদর্ভীর চিত্তে বুঝি সর্ব্ব দেবগণ।
নলের সমান বেশ হৈল সর্ব্বজন॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর স্থানে চলে গেল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দময়ন্তীর বিবাহ।

স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥
কুলে শীল রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভা বিদ্যমানে॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
বিচিত্র পুত্তলী প্রায় এক দৃষ্টে চায়॥
নল বিনা দময়ন্তী অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সবার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর॥
ভিন্ন বর্ণে নলের নাহিক কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ॥
পঞ্চ নল দেখিতেছি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া বলে কিছু সেও ব্যক্ত নয়॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তবন করিল দেবগণে॥
তোমরা যে অন্তর্য্যামী জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে সবে দেহ বর।
জ্ঞাত হতে পাই আমি আপন ঈশ্বর॥
বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়নে যে স্পন্দহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
সাধু২ দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে বলে॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান॥

নলেরে বৈদর্ভী যবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ ॥
তুষ্ট হয়ে ইষ্ট বর দিল চারিজন।
অলক্ষিতে বিদ্যা দিল সহস্র লোচন ॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবা জল পাবে নরবর ॥
অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবা রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন ॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেলা নল নরবর ॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি ॥
বহু যজ্ঞ করিলা করিলা বহু দান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
অরণ্যক অনুপম নলের চরিত্র ॥

নলের শরীরে কলির প্রবেশ।

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যান দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন ॥
জিজ্ঞাসিল দুইজনে যাহ কোথাকারে।
কলি বলে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে ॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুইজনে ॥
হাঁসি ইন্দ্র বলিলা নিবৃত্ত স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিলা ভৈমী সভার ভিতর ॥
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার।
দেব স্বামী ত্যজিয়া বরিল নর ছার ॥
এই হেতু আমি দণ্ড করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে ॥
দেবেরা বলেন তার দোষ নাহি তিলে।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নলে ॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বঞ্চি নলাশ্রয় ॥
সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু ॥
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেখ যাহার আলয় ॥
সত্যব্রতী দৃঢ় প্রীতি তপ শৌচ দান।
আমা সবাকার মাঝে নলের বাখান ॥
হেন নলে দুঃখ দাতা হবে যেইজন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেইজন ॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
কলি আর দ্বাপর চিন্তয়ে মনে মন ॥
যত গুণ নলের বলিল সুরপতি।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥
কলি বলে তুমি মম হইবে সহায়।
যেমন দণ্ডিব মনে করিব উপায় ॥
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার।
কলি বোলে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত তবে থাকে অনুক্ষণ ॥
নৃপতির পাপ ছিদ্র খুঁজি নিরন্তর।
হেনমতে গেল দীন দ্বাদশ বৎসর ॥
এক দিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম হৈল মনে ॥
ছিদ্র পেয়ে প্রবেশে করিল কলি দেহে।
নিজ বুদ্ধি হীন হৈল রাজা রাজগৃহে ॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর ॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর ॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া সব জিনাইব আমি ॥
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল।
খেলাব দেবন বলি নলে বার্ত্তা দিল ॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব ॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুইজন।
হিরণ্য বিবিধ ধন রজত কাঞ্চন ॥

পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে।
না হয় অন্যথা সেই যাহা মাগে যবে॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াজাল॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পুরজন।
কার শক্তি নাহিক করিতে নিবারণ॥
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি।
কর গিয়া আপনি নিবৃত্ত তুমি সতী॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণ বদন।
অতি শীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন॥
রাজারে বলিল ভৈমী বিনয় বচন।
মন্ত্রীসহ দ্বারে আছে আমাত্যেয়গণ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি বুঝে বাণী।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহিলা আপনি॥
পুনঃ২ বলি ভৈমী ডাকিতে লাগিল।
জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় জানিল॥
নিজ২ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন॥
হেনমতে নলরাজা খেলি বহুদিন।
ক্রমে২ সকল বৈভব হৈল হীন॥
অক্ষ বিনা নলের নাহিক অন্য মন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী ডাকিয়া আনিল॥
শীঘ্র আন বার্ষ্ণেয় সারথি ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আর কি বুঝিয়া॥
সেইক্ষণে আইলা সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলয়ে বচন॥
সর্ব্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন।
এই মহাতাপে তুমি করহ তারণ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র তার কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতি গৃহে রাখি আইস দুজনা॥
বিলম্ব না কর তুমি আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞা মাত্র রথ সাজি আনিল সারথি॥
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিতে রাখিয়া রাজপুরে।
পুনঃ গেল বার্ষ্ণেয়ক নিষধনগরে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান॥

নলের বনে গমন ও দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলি রাজা নল।
ক্রমে ক্রমে রাজ্যধন হারিল সকল॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকলি হারিল রাজা কিছু নাহি আর॥
হাঁসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিবে কি আছে আর শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষ তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ কর এইবার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণ বদন॥
তবে রাজ বস্ত্র রত্ন যে ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে।
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হইয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল রাজা যাইবেন সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার॥
আজ্ঞা মাত্র রাজ্যে২ জানাইল চর।
রাজ আজ্ঞা শুনিয়া লোকের হৈল ডর॥
তিন দিন ছিল নল নগর ভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর॥
কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে॥
তিনরাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপরে বনমধ্যে করিল পয়ান॥
পাছু২ দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুইজন॥

বহুদিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখি আচম্বিত ॥
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষ্য পক্ষী বেচি পাব বহুধন ॥
ধরিবারে উপায় চিন্তিলা মনে মন।
পক্ষীর উপরে ফেলে পিন্ধন বসন ॥
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে ওরে মতিভ্রম ॥
সর্ব্বনাশ কৈল অক্ষ ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান ॥
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম তোমারে ॥
এত শুনি ভৈমী প্রতি বলিলেন নলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে ॥
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হৈল ॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে ॥
অবন্তীনগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কৌশল যাইতে ॥
এই পথে যাও প্রিয়ে বিদর্ভ নগরে।
শুনিয়া হইলা ভৈমী কম্পিত অন্তরে ॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মম স্থির নহে মতি ॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইয়া।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ সাগরে ডুবিয়া ॥
সব পাশরিব আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি ॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্লেশ।
নল বলিলেন সত্য যতেক কহিলে।
ভার্য্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে ॥
ত্যজিবারে পারি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব জানি কদাচন ॥
ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে ॥
এই হেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ ॥
একবাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে।
বিদর্ভ নগরে চল যাই দুইজনে ॥
তোমারে দেখিয়া পিতা হয়ে হরষিত।
দেবতুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য২ ॥
নল বলে নহে দেবী যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্ব গৃহে উচিত না হয় ॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে ॥
পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
শক্র সম হইলেও হয় মানহীন ॥
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হৈয়া বন্ধু গৃহে না যাব কখনে ॥
তবে পুনঃ২ ভৈমী অনেক কহিল।
বাক্য না শুনিল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুইজন ॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
একবস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণ ॥
বেগেতে বলিতে নারে যান ধীরে২।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রম দুর্ব্বল শরীরে ॥
দিব্য একস্থান রাজা দেখিল কাননে।
পথিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুইজনে ॥
আকাড়ি করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে।
পাছে স্বামী যান ছাড়ি সভয় অন্তরে ॥
একে সুকুমারী বহুদিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা ॥
দুঃখে সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি যায়।
মনে বিচারিল দেখি বৈদর্ভী নিদ্রায় ॥
এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখে নিত্য২ মজিবেক শোকে ॥
আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে২ যাইবেক পিতার বসতি ॥
এ দুঃখ সমুদ্রে হৈতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হৈলে যাব যথা মন ॥

তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
এবে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিব করিল অনুমান॥
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহার কায়।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায়॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন॥
কেমনে ত্যজিব আমি একবস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন ধরি খড়গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র লয়ে পরাবস্ত্র ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল।
ধীরে২ তথা হৈতে গমন করিল।
কতদূর হইতে তবে বাহুড়ি আইল॥
দেখিল বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ্য২ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়ে আমার বিহনে॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমরাও রক্ষা কর আমার বনিতা॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কতদূর হৈতে ফিরিল রাজন॥
কলিতে আছন্ন রাজা দুইদিকে মন।
ভার্য্যা স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন॥
দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী করিল অন্তরে।
অনাথা করিবে প্রিয়ে যাই মো তোমারে॥
পুনঃরপি বিধি যদি করয়ে ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে এই দরশন॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হৈল ভয়॥
অতি বেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দময়ন্তীর সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রীর বেশে স্থিতি।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন স্বামী নাহি পাশে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হৈয়া যান গড়াগড়ি॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় বেড়ে।
নাথ২ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক পাড়ে॥
অনাথা ডাকয়ে কেন না দেও উত্তর।
কোন দিকে গেল প্রভু নিষধ ঈশ্বর॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলে মহাশয়॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কর প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু॥
সত্যবাদী হও সত্য ছাড় কি কারণ।
লুকাইয়া আছ কোথা দেহ দরশন॥
দুঃখ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতি শীঘ্র আইস নাথ দেখি তব মুখ॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে।
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে॥
এত বলি বনে২ ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়া॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ২ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী বনে২ ভ্রমে।
অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিল ভুজঙ্গমে॥
বিকট দশন তার বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অতি বিস্তারে বদন॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইবে কাল সর্পের ভক্ষণ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী করি আর্ত্তনাদ
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ

শীঘ্রগতি আসে ব্যাধ দেখি অজাগর।
দুইখান করিল মরিয়া তীক্ষ্ণশর॥
সর্প মারি মৃগায়ু জিজ্ঞাসে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম একানন ঘোরে॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রিমা মুখ পীন পয়োধর।
বচন অমৃত ব্যাধ বিদ্ধ স্মরশর॥
কামাতুর হৈয়া যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিল অন্তরে॥
সত্যশীল নলরাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয়॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হৈয়া গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল॥
মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোলে ব্যাঘ্র দ্বিজ খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার॥
শল্লকী নকুল গোধা মূষিক বানর।
নানাজাতি গগণে পরশে তরুবর॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমুল খর্জ্জর জাম কদম্ব কাঞ্চন॥
খদির পাণ্ডবী পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ সে অশ্বত্থ বট আর॥
নোয়াড়ি বদীর বিক্ষি বহেড়া পর্কটি।
অশক চম্পক কেন্দু তিন্তিলীক কাটি॥
বাপী সরঃ তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্যস্থান বহু রত্ন নিধি॥
যত যত দেখি ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাললোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন॥
অহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোনদিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে॥
অনন্তরে এক মহা সারৎ দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল॥
তরঙ্গিনী কহিয়া স্বামীর সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর॥
তথা হৈতে গেল ভৈমী না পায়ে উত্তর।
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর॥
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন।
অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর॥
বীরসেন সুত প্রভু নিষধ ঈশ্বর।
দেখিলা কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর॥
তথা হৈতে চলিলেন উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যান তৃতীয় দিনেতে॥
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপদাড়ি।
কর পদ সর্ব্বাংগ খন যেন বেড়ি॥
দেখি দময়ন্তী তারে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া॥
জিজ্ঞাসে ভৈমীরে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে॥
দময়ন্তী বলে আমি পতি বিরহিণী।
এই বনে হারাইলাম মম পতি মণি॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন তব দুঃখ শেষ হৈল॥
পাইবেক স্বামী পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চিহ অপার॥
এত বলি ঋষিবর অন্তর্দ্ধান হৈল।
বিস্ময় মানিয়া তারে বৈদর্ভী চলিল॥
যাইতে২ দেখে এক নদীকূলে।
বহু দ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি লোক ভয়ে পলাইল॥

দয়াময় হইয়া জিজ্ঞাসে কোন জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন ॥
বৈদর্ভী বলিলা নাহি পিশাচী রাক্ষসী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমিত মানুষী ॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তারে ॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্য জন ॥
চেদি রাজ্যে যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন ॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া জান নিজপতি ॥
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
একগুটি সরোবর শোভিত কমলে ॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন ॥
নিশাকালে হস্তিগণ জল পানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল ॥
দশনে চিরিল কারে শুড়ে জড়াইল।
বাণিজ্যের লোক মধ্যে মহাগোল হৈল ॥
প্রাণভয়ে কোন দিকে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহণ ॥
রজনী প্রভাত হৈল যে যেখানে ছিলা।
চারিদিক হৈতে আসি একত্র মিলিলা ॥
ভয় পায়ে তথা হৈতে যায় শীঘ্রগতি।
কতদিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী ॥
বিবর্ণ বদনা কৃষ্ণা অঙ্গে অর্দ্ধবাস।
ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস ॥
বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ ॥
যুবা বৃদ্ধা নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন ॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোক মেলা ॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল ॥
হের দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিন বিবর্ণা রূপা বেষ্টিত মানুষে ॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইখানে ॥
জিজ্ঞাসিল ভৈমীকে দেখিয়া রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা ॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই ॥
দ্যূতে হারি স্বামী মম পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ যার না যায় কথনে ॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে ॥
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন ॥
না কান্দহ কন্যা তুমি চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ॥
ভৈমী বলে যদি এত করুণা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
পুরুষ সহিত মম নহিবে কথন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন ॥
না ছুইব উচ্ছিষ্ট না পদে দিব হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাত ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে।
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে ॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দা নামে আপন দুহিতা ॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি ॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ।
সজ্জন রসিকাজন পীয়ে মকরন্দ ॥

কর্কটনাগের দংশনে নলের
বিকৃতি আকার।
হেথা ভৈমী ছাড়, পরি অর্দ্ধসাড়ী,
চলিল নৃপতি নল।

বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়,
অঙ্গে বহে শ্রমজল ॥
হেনকালে শুনি, দাবানল ধ্বনি,
রাখ রাখ নল রাজা ॥
ওহে পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোকে,
পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ ॥
শুনি দয়াময়, ডাকেন নির্ভয়,
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্রতি,
নিবেদি দুঃখ তোমারে ॥
আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
কর্কট নাম ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ ॥
শেষ হৈল দুঃখ, দেখি তব মুখ,
শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
দহে দারুণ আগুনি ॥
পর্ব্বত আকার, শরীর আমার,
দেখি পাছে কর ভয়।
তুমি পরশিতে, সম্বরিব হাতে,
না হইবে শ্রম তায় ॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
আনিল অনল হৈতে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হৈল তব সাতে ॥
তব শ্রম কায়, শুন মহাশয়,
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে,
কতদূরে লয়ে যাহ ॥
তার বাক্য শুনি, পদে২ গণি,
দশ চরণ চলিলা।
দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণী,
ছাড়িয়া অন্তর হৈল ॥
নল বলে ভাল, সখা ধর্ম্ম হৈল,
সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ তব, জাতীয় স্বভাব,
উপকারি লোকে মার ॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিৎ মূরতি, হৈল নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার ॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যে হেতু হৈলা বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবা।
রাজা ঋতুপর্ণ, পাশে চতুর্বর্ণ,
তাহার সারথি হবা ॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল ॥
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধুজন করে আশ।
কৃষ্ণ দাসানুজ, কৃষ্ণ পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

অযোধ্যানগরে বাহুক নামে নল রাজার স্থিতি।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল পথক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব শিক্ষাকৃতি ॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি হে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥

এত শুনি নরপতি করিল আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ॥
যত অশ্বপালের উপরে হবে পতি।
যে বাঞ্ছিবা তাহা দিব থাকিবা সংহতি
এত শুনি নলরাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায়॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে কোথা গেল দময়ন্তী প্রিয়া॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে দিবানিশি আছে কোন স্থানে॥
কতেক কান্দিলেপ্রিয়ে মোরে না দেখিয়া
কোন কর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত॥
ব্যাসের বচন এতে না কর সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে দাস কাশীরাম কয়॥

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন ও
নলের উদ্দেশ।

ভার্য্যা সহ গেল নল অরণ্য ভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পান ভীম নরবর॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র২ দ্বিজ আনি দ্রুতগতি॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল দময়ন্তীর করহ অন্বেষণ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবা বার্ত্তা আসি।
সহস্র২ গাভী দিব রত্ন ভূমি॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুইজন মধ্যে যে দেখিবা একজন॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানা দেশ।
সুবাহু রাজার গৃহে করিল প্রবেশ॥
বহুদিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ।
রাজগৃহে আছে নারী সৈরন্ধ্রীর বেশ॥
রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ।
নিকটে সৈরিন্ধ্রী ডাকি করে নিরীক্ষণ॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশ।
চারু পীন পয়োধরা সুনাসা সুবেশ॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তীর দন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত সিংহকের দাঁতে॥
ক্ষিতি মধ্যে না দেখি ইহার রূপ সমা।
এই সে সৈরন্ধ্রী হবে বিদর্ভ চন্দ্রিমা॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃপা বিবর্ণ বদনী।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলে দ্বিজমণি॥
মম দিকে বরাননে করে অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি জ্ঞাত সখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভতরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
শুনিয়া আইল যত পুরনারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল প্রভাবিনী
যদি তুমি জানহ বলহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তারে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ ঈশ্বর ভীম তাহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা তাহার বণিতা॥
নিজ ভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূমধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে॥
বিশেষতঃ ক্ষিতি মধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে দোঁহে কান্ত কান্তা সমা
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে॥
এতকাল অজ্ঞাত আছহ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলা আমারে॥
তোমার জননী গো আমার সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা॥

বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
এ কারণে তুমি মম ভগিনী দুহিতা ॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহিতে লাগিল ॥
পিতৃ মাতৃ বিহিন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মম দুঃখ পাইতেছে ॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজ মাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
দিব্য কাপড় অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্যরথ দিয়া পাঠাইল নিজ দেশ ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানা দেশ ভ্রমি গেল পিতার ভবন ॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া ॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভা[illegible]
একে একে একে মিলিল যতে[illegible]
ভোজন করিয়া ভৈমী করিয়া [illegible]
একান্তে কহেন মায়ে করিয়া [illegible]
জীয়ন্তে আছি যে আমি না [illegible]
কেবল আছয়ে তনু নলের [illegible]
নিশ্চয় নলের যদি না পা[illegible]
অনলের মধ্যে আমি ক[illegible]
এত শুনি মহাদেবী রা[illegible]
কন্যার যতেক কথা ক[illegible]
নলের বিচ্ছেদ রাজা [illegible]
কন্যার বিচ্ছেদে মম [illegible]
এত শুনি নরপতি [illegible]
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল [illegible]
সব দ্বিজগণে তবে [illegible]
সবাকারে এইরূ[illegible]
একাকী নির্জ্জনে [illegible]
কোন দোষে [illegible]
যেই দেশে যে[illegible]
এই কথা জিজ্ঞ[illegible]
এহার উত্তর য[illegible]
দ্রুত আনি আম[illegible]

ইহার সংবাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানহ সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥
হরির ভাবনা যেবা করে সর্ব্বক্ষণ।
কাশীরাম দাস কহে নল বিবরণ ॥

ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভদেশে গমন
এবং নলের কলি ত্যাগ।

তবে বহুদিনতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
ভ্রমিলাম বহুরাজ্য কত কব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥
যেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
সভায় বসিয়া [illegible]
শুনিয়া ম[illegible]
বাহুক ন[illegible]
বিনা [illegible]



প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল॥
যাও বিপ্র অযোধ্যানগরে একবার।
অসময়ে আমার করহ উপকার॥
এই পত্র দেও গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাও অবগতি॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ নগর॥
বহুদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যাহ যাহ দ্রুত যাহ না কর বিলম্ব॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবা যে তিনি কোথা গেল॥
... না জীয়ে মরে না পাইল বার্ত্তা।

ভীমপু...
এত শুনি...
দময়ন্তী ক...
মুহূর্ত্তেকে নি...
নিশ্চয় জানি...
কোন স্ত্রী এমন...
তনয় তনয়া দুই...
সতী সাধ্বী দময়ন্তী...
আমার কারণ হেন ক...
অসৎকর্ম্ম দূতে আমি পা...
তেঁই আমি মন্দভাষ শুনিনু...
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সভ্য করি জা...
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে।
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর॥

এত শুনি কহে রাজা হইল উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার॥
এত বলি অশ্বশালা প্রবেশ করিল।
একে২ সকল তুরঙ্গ নিরখিল॥
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবন গমন॥
তাহা ছাড়ি হীন শক্তি দুর্ব্বল আনিলা।
কেমনে বাহিবে রথ কিমতে বুঝিলা॥
...ক বলিল যদি যাইবে রাজন।
...বচনে কর রথ আরোহণ॥
...অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
...রি ঘোড়া যুড়িলেক রথে॥
...রথ বাহুক সারথি।
...ঘোড়া বায়ু সম গতি॥
...কোথা সৈন্যগণ।
...রে মনে মন॥
...দ্ভুত।
শুনি...

বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
এ কারণে তুমি মম ভগিনী দুহিতা ॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহিতে লাগিল ॥
পিতৃ মাতৃ বিহিন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মম দুঃখ পাইতেছে ॥
আজ্ঞাকর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজ মাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
দিব্য কাপড় অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্যরথ দিয়া পাঠাইল নিজ দেশ ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানা দেশ ভ্রমি গেল পিতার ভবন ॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া ॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে একে মিলিল যতেক বন্ধুজন
ভোজন করিয়া ভৈমী করিয়া শয়ন।
একান্তে কহেন মায়ে করিয়া ক্রন্দন ॥
জীবন্তে আছি যে আমি না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নলের কারণে ॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া ॥
নলের বিচ্ছেদ রাজা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে ॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে ॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল ॥
একাকী নির্জ্জনে লইয়া চিরি অর্দ্ধ সাড়ি।
কোন দোষে ছাড়ি গেল অনুরক্ত নারী ॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিল পয়ান।
এই কথা জিজ্ঞাসহ সবে যেই স্থান ॥
এহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
দ্রুত আসি আমারে কহিবে সেইক্ষণ ॥
ইহার সংবাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানহ সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥
হরির ভাবনা যেবা করে সর্ব্বক্ষণ।
কাশীরাম দাস কহে নল বিবরণ ॥

ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভদেশে গমন এবং নলের কলি ত্যাগ।

তবে বহুদিনতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
ভ্রমিলাম বহুরাজ্য কত কব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥
যেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
শুনিয়া না কৈল তারা রাজমন্ত্রীগণ ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতি আকৃতি ॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল করুণ।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃ পুনঃ ॥
পশ্চাতে আমারে সে করিল উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে।
মূর্খ কিবা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎকর্ম্ম করে নিতি নিতি ॥
সতী নারী পতি দোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে ॥
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় মতি ॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি ॥
শুন গো জননী মম যদি হিত চাও।
সুদেবেরে একবার অযোধ্যা পাঠাও ॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজ গৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম ॥
যে করিলা তুমি তাহা কেহ নাহি করে।
নল আইলে যাহা বাঞ্ছা দিবতো তোমারে

প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল॥
যাও বিপ্র অযোধ্যানগরে একবার।
অসময়ে আমার করহ উপকার॥
এই পত্র দেও গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাও অবগতি॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ নগর॥
বহুদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যাহ যাহ দ্রুত যাহ না কর বিলম্ব॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবা যে তিনি কোথা গেল॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কতদিনে উপনীত অযোধ্যানগর॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবা রাত্রি দিনে॥
আজি নিশা প্রভাতে উদয় তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত॥
মুহূর্ত্তেকে নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্তা যে আমার।
আমার কারণ হেন করিছে উপায়॥
অসৎকর্ম্ম দূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দভাষ শুনিনু শ্রবণে॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর॥

এত শুনি কহে রাজা হইল উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার॥
এত বলি অশ্বশালা প্রবেশ করিল।
একে২ সকল তুরঙ্গ নিরখিল॥
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবন গমন॥
তাহা ছাড়ি হীন শক্তি দুর্ব্বল আনিলা।
কেমনে বাহিবে রথ কিমতে বুঝিলা॥
বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন।
আমার বচনে কর রথ আরোহণ॥
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যতে উঠিল ঘোড়া বায়ু সম গতি॥
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
এই কি মাতুলী যে সারথি পুরুহুত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত॥
হেন শক্তি নাহি করি পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে॥
নল রাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষাগুণ নলের সমান॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি॥
উত্তরি লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায়॥
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল॥

রাজা বলে বাহুক শুনহ মম বাণী।
আমি এক দ্রব্য সংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি॥
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ॥
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলিলা নৈষধ রাজা নল॥
হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি॥
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময়॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবা গণিয়া॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ॥
মুহূর্ত্তেকে রথ অশ্ব ধর নরবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি॥
অশ্ববিদ্যা মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি যে গণনাবিদ্যা শিখাব তোমারে॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ আছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল॥
একে কর্কটের বিষ জর জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইয়া বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করিলেন কাটিবারে ধায়॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিবা নাশ শুন মহাশয়॥
দময়ন্তী শাপে মম সদা পুড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দংশিল মোরে কর্কট ভুজঙ্গ॥
আমারে না মার তব হইবেক কায়।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ॥
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
কর্কটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল॥
কাশীরাম দাসে প্রভু নাল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণ অম্বুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের
বিদর্ভদেশে আগমন।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর।
নিমিষেক পাইল সে বিদর্ভ নগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
এত বলি দময়ন্তী প্রসাদে চিন্তিয়া।
গবাক্ষ দ্বারেতে রথ চক্ষে নিরখিয়া॥
রথ হৈতে নামে তবে ইক্ষ্বাকু নন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কি কর্ম্ম করিনু আমি হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তারে দিল মহামতি॥
ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ॥
শুনিয়া ভূপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয়॥
ভীম রাজা চলিলেন কি ভাগ্য আমার।
একারণে তোমার হেথায় অগ্রসর॥
শ্রমযুক্ত আছ আজ থাক মম বাস।
এত বলি দিল বাসা অপূর্ব্ব আবাস॥
উত্তরিল আবাস ভিতরে নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি॥
অশ্বরথ পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাঁহার।
নলরাজা না দেখি সে কেমন বিচার॥

এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাও শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে॥
দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিনু কারণ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি আইলা হেথা জিজ্ঞাসিতে কথা॥
বাহুক বলিল মম অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির রথের সারথি॥
হেথা হৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি ভূপতি কোথা রয়॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোরবনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে॥
সেই বস্ত্র পরিধান আছেন অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্নজল পুণ্যশ্লোক জপি॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল॥
রাজা বলিলেন যেই কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি॥
আপন মরণ বাঞ্ছা স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন॥
বিবস্ত্রা হইয়া সেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার পাইল জীবন॥
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট স্থানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি॥
ভৈমী বলিলেন এই নহে অন্যজন।
পুনরপি যাও তুমি বুঝহ লক্ষণ॥
কি আচার কি বিচার কোন কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবা সত্বরে॥
আজ্ঞা পায়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন॥

কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি॥
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে॥
শূন্যকুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণকুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ॥
সেইজলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণ কাষ্ঠ ছিল কিন্তু অনল না ছিল॥
তৃণমুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠ মধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্র তৃণকাষ্ঠ আপনি জ্বলিল॥
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ॥
কেশিনী এখনি তুমি যাও আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ কিছু রন্ধন তাহার॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন॥
তবে কন্যা পুত্র দিয়া কেশিনী সংহতি।
কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শীঘ্রগতি॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখে নন্দন নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃ২ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল বচন।
দুই শিশু দেখি মম স্থির নহে মন॥
এইমত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার॥
সেই অনুগত চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য বিচ্ছেদ তাহা নহে সম্বরণ॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র হইল দর্শনে।
দ্রুত গিয়া জানাইল জননীর স্থানে॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে।

তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যান মরাল গামিনী ॥
অরণ্যেতে উত্তর নলের উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নলের সহিত দময়ন্তীর
মিলন।

অশ্বশালেগিয়াভৈমী,নিকটেদেখিয়া স্বামী,
জটিল মলিন জীর্ণবাস।
দুঃখানলে অঙ্গদহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
সকরুণ কহে মৃদুভাষ ।।
যেদেহে বাহুকনাম, এবা দেখিকোনঠাম,
ধার্ম্মিক পুরুষ একজন।
ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমে, স্ত্রীলোক আছিলঘুমে,
একা ছাড়ি পলাইল বন ।।
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্যলোক,
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাতা,
কোন দোষে নহে দোষকারী ।।
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমর বৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি হেতু এমন বৃত্তি,
ত্যাগ করে নির্জ্জন কাননে ।।
সভায় করিল সত্য, রাখিব তোমায় নিত্য,
করিয়া প্রাণের পরাৎপর।
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
আর কি করিবে অন্য নর ॥
দময়ন্তী বাক্যশুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট,করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা ।।
তোমারে ছাড়িয়া বনে, হের দেখবরাননে,
অস্থি চর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহানাভাবিয়াচিতে,দেখিলাআমারেজিতে,
না বুঝিয়া মম অনুযোগে ।।
কলিছাড়িগেলআমা,তেঁই দেখিলামতোমা,
ক্রোধ সম্বরহ শশীমুখী।
যেই নারী পতিব্রতা, নাধরে স্বামীর কথা,
স্বামীদোষ নয়নে না দেখি ।।
আরশুনিলামবার্ত্তা, করিবে কি অন্যভর্ত্তা,
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যেং দূত গেল, সর্ব্বলোকে বার্ত্তা দিল,
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ।।
কৌশলেশুনিয়া কথা, তেঁইআইলামহেথা,
কারে বর দেখিনু নলনে।
এমন কুৎসিৎ কর্ম্ম, রাজকুলে লয়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোনজনে ।।
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগল পাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজন ভয় ।।
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে,পাঠাইলাম দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এউপায় করি,পাঠাই অযোধ্যাপুরি,
আর কোনস্থানে নাহি যায় ।।
কর্ত্তব্য বচন মনে, তোমা বিনা অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদিকরপাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতেপ্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে ।।
চন্দ্রসূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা।
ভৈমীবলে উচ্চৈঃস্বরে,পুষ্পবৃষ্টি দেবকরে,
ডাকি বলে পবন দেবতা ।।
ত্যজ রাজামনস্তাপ, বৈদর্ভীরনাহিকপাপ,
স্বধর্ম্মেতে হৈয়াছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা ।।
অকস্মাৎ এইবাণী, শুনিয়া দুন্দুভিধ্বনি,
গগণে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈলশান্তি,খণ্ডিলনলের ভ্রান্তি,
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমত ।।
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরুপরে,
আশ্বাস করিয়া মৃদুভাষে।

কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে গমন ও নলের
পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্তি।

নিজ রূপে দেখি স্বামী আনন্দিত মন।
বহুদিন বৈদর্ভী করিল আলিঙ্গন ॥
দেখা চারি বৎসর হইল দোঁহাকার।
পুনঃ২ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার ॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল শুনিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল ॥
জামতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার।
আলিঙ্গিয়া বলিলেন সকলি তোমার ॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নলরাজা বাহুক আমার ॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নরবর।
দ্রুতগতি গেল যথা নিষধ ঈশ্বর ॥
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সেই হইল মিলন দোঁহাকার ॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবা আমারে।
শুনিয়া নিষধ রাজা বলিল তাহারে ॥
কখনও দোষি তুমি নহ মম স্থানে।
কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে ॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে ॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয় ॥
বিপদ সময় রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে ॥
অতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন জন ॥
হইলা পরম সখা আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যত কাল জীব ॥
যাও সখা নিজরাজ্য করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন ॥
সারথি করিয়া আর কৌশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল লইয়া বিদায় ॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধ রাজ্যেতে গেলা কত সৈন্য লৈয়া ॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি ॥
পুষ্করের নিকটে গেলেন নরপতি ॥
পুষ্করে বলিলা তোরে সর্ব্ব রাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া ॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার ॥
জিনিলে আমার আত্মা হইবে তোমার।
হারিলে তোমার আত্মা হইবে আমার ॥
দ্যূতক্রীড়া করহ আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ দ্রুত ধনুঃশর ধরি ॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাঁসিয়া।
বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলা বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মম মনে ॥
দময়ন্তী দেবেন না কৈলা রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন ॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুইজনে বসিল আপন পণ করি ॥
জিনিলা নৃপতি নল হরিলা পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর ॥
হারিয়া নলের সাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন ॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্ম ভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
না ডরিহ পুষ্কর নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলা তাহে নাহি করি দোষ ॥
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয় থাকহ হৃষ্টমন ॥
এত শুনি করপুটে বলিতে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব দৈত্য নর ॥
বহুদোষে দোষী আমি ক্ষমিলা আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমা নাহি চরাচরে ॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি ॥

পাত্র মিত্রগণ আর নগরের রাজা।
সর্ব্বলোকে আনন্দিত নল হৈল রাজা॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল॥
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গলোকে গেল রাজা মহিষী সংহতি॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিয়া সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
দুঃখ সুখ হয় সবে কর্ম্ম নিবন্ধন॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
এক মন হইয়া শুনিবে যেই জন॥
খণ্ডয়ে বিপদে ভয় স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশ বৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায়॥
কদাচিত কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহা হৈতে তরে॥
তব দুঃখ নৃপতি খণ্ডিবে অল্প দিনে।
এত বলি অক্ষ বিদ্যা দিলেন রাজনে॥
সবা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥
কাম্য বনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥
হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অনুজ॥

নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ স্নানের ফল শ্রবণ।

নারদের যুধিষ্ঠির কহেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময়॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন ফল লভে নর তাহা কহ মোরে॥
নারদ কহেন পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এই মত॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিস্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত॥
প্রতি গ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কারে নাহি যার নহে ক্রোধ অন্ধ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্ব প্রাণী দৃষ্টিতে যাহার॥
ঈশ্বর হইলে সেই তীর্থ ফল পায়।
পদে২ যজ্ঞ ফল ত্যজি তীর্থে যায়॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞ কর্ম্ম।
যজ্ঞেয় বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম॥
দৃঢ় ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্বযজ্ঞ ফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান॥
এক গুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে।
অমর কিন্নর দৈত্যে সেই তীর্থ সেবে॥
দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর।
নৈমিষ কানন পর চম্পানদী বর॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন।
দশ কোটি যজ্ঞ ফল পায় সেইক্ষণ॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু সাগর সঙ্গম।
তারে স্নানে কোনকালে নাহি দণ্ডে যম॥
সঙ্কর্ষণ ঈশ্বর করিয়া দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইক্ষণ॥
কামখ্যা নামেতে তীর্থ যদি করে স্নান।
সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয়॥

গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয় পাপ শূন্য দেহ॥
রামঋষি নামে মহাতীর্থ গুণাধার।
যাঁহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ॥
তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর।
পুণ্যতীর্থ হউক বলিল ভৃগুবর॥
এতে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সুরপুর স্নানে সূর্য্যলোকে যায় নর॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহা সরযূ কেদার॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি॥
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে॥
এত বলি চলিল নারদ তপোবন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কহে কাশীদাস প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণ অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥

ক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য।

বামে সিন্ধু তনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন॥
বদন নয়ন শোভা জগমন ফাঁদ।
নির্ম্মল গগণে যেন শোভে পূর্ণ চাঁদ॥
যে মুখ দেখিবা মাত্র আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণ মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্ম পাশে॥
জন্মে২ তপোব্রতে ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বতীর্থে যায়॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দান সেবি দেবে।
নিমিষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য২ আইসে মুখ দর্শন কারণ॥
তাহা দেখি দেখয়ে লোক পশ্চাৎ থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া॥
যাঁর অংশে অবতার হন পৃথিবীতে।
যুগে২ দুষ্ট নাশে শিষ্টের পালিতে॥
অজ শিব অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পান যার সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্মা প্রলয়ের কালে।
সপ্তকাল জীব মুনি ভাসে সিন্ধুজলে॥
বিশ্রাম পাইলা মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষতটে॥
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডের হ্রদগুণ।
যার জলে স্নান ভূমে জন্ম নহে পুনঃ॥
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যার স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে যার বারি॥
গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হতে জন্মাক্ষেত্রে তীর্থ ত্যাগ কৈল॥
কোটি কোটি তীর্থ হৈয়া যথা মহানদী।
নানা শব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল গায়ে পাপ খণ্ডে।
যার নাম শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হয়ে বৈসে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা সমান॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি২ ধেনু খুরে খুন্না বসুমতি॥
গোমূত্রে ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যার স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥

এই পঞ্চ তীর্থ নীলাচল মধ্যে বসে।
পাপ লেশ নাহি থাকে তাহার পরশে ॥
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তার পদে করয়ে প্রণাম ॥

ইন্দ্রাদেশে লোমশমুনির কাম্য-বনে আগমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর ॥
হেনকালে আইসে লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর ॥
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর।
আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর ॥
ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ অর্জ্জুন বসেছে একাসনে ॥
আমারে কহিল তবে সহস্র লোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন ॥
কহিবা সম্বাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমর নগরে ॥
দেবকার্য্য সাধি বস্ত্র পারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান ॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি ॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায় ॥
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
হিমালয় হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুর অগোচর পাইয়াছি ধন ॥
সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্রসহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত
হেন অস্ত্র দিলা যম হয়ে হরষিত ॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রীতে আছয়ে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
নৃত্য গীত বিশ্বাবসু তনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ না ভাবিহ সর্ব্বদায় ॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থে করাবে ভ্রমণ ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবা আমার ভ্রাতৃগণ ॥
রাখিল দধীচি যেন দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যেন দেব দেবাকরে ॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থ স্নানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥
দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয় বারে তথা ॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা সব্যসাচি যাইতে নারে অন্যজন ॥
তুমিও যাইতে পার রাজধর্ম্ম বলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে ॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজ রাজ্য পাইবে হইবে শত্রুজয় ॥
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিল স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥
মার্গশীর্ষ নামে দেশ পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থ যাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা অগস্ত্যো-পাখ্যান।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কতদিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ॥

গোমতীতে স্নান করি করি বহুদান।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন পয়ান॥
যে স্থানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনা সঙ্গমে।
একদিন উপনীত অগস্ত্য আশ্রমে॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথিবী করিল ভ্রমণ।
একদিন শুন রাজা তার বিবরণ॥
একদিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজে।
পিতৃগণ অধোমুখে দেখে তার মাঝে॥
দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলা সবে গর্ত্তের ভিতরে॥
সবে বলে না করিলা বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা সবার হইল হেনগতি॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা অতি অনুপম।
রূপে গুণে মনোহর লোপামুদ্রা নাম॥
যৌবন সময় তাঁর দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন॥
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর॥
পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি॥
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না সরে বচন॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থান।
রাণীকে কহেন রাজা করুণ বচন॥
মাগে লোপামুদ্রাকে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে কোপেতে করিবে ভস্মরাশি॥
এত বিচারিয়া সবে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে॥

বুঝিয়া কন্যার চিত্ত নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনিরে দিলেন নৃপবর॥
লোপামুদ্রা চাহিয়া বলেন তপোধন।
মম ভার্য্যা হৈয়া কর মম আচরণ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা পিন্দহ বালক॥
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিল।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিল॥
তবেত অগস্ত্যমুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ॥
হেন মতে তথায় অনেক দিন গেল।
একদিন মুনিরাজ ভার্য্যাকে কহিল॥
পুত্র হেতু করিয়াছি তোমায় গ্রহণ।
বংশ না হইল তবে কিসের কারণ।
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
সবিনয় কহিলেন মুনির গোচর॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
এতে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর॥
আপনি না জান এই মুনিবংশ কায।
বংশ হেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ॥
পূর্ব্বে যেন ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার॥
সে সকল বস্ত্র যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবেত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার॥
শ্রুতর্ব্ব নামেতে রাজা ইক্ষ্বাকু নন্দন।
ভার্য্যাসহ তথাকারে গেল তপোধন॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্ব রাজা পূজি বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে মুনিবর॥
মুনি বলে বৃত্তি হেতু আসিলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি॥
যে কিছু মাগিলা মুনি সব দিল রাজা।
পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা॥

দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন ॥
তবে যত প্রজাগণ রাজায় সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি ॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর ॥
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়ল মূরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি ॥
কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলে ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে ॥
এইমত মারিল অনেক দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ইল্বল দৈত্যের ভয়ে তাপিত নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল আলয় ॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর ॥
কি হেতু আইলা আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর দিল কুম্ভক নন্দন ॥
বহু পরিশ্রমে আইলাম তব পুর।
বহুদিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর ॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল কহে বৈস তপোধন।
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিয়া রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন ॥
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ।
তাবত খাইব আমি না রাখিব শেষ ॥
মুনি বাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থি সহ মুনিবর সকল খাইল ॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে বারে ॥
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি ॥
বাতাপি পাইবে আর না করিহ আশ।
এতদিনে তাহার হইল প্রাণনাশ ॥

এতশুনি ইল্বল যুড়িল দুইকর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর ॥
কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর।
মুনি বলে প্রাণ হিংসা করিল বিস্তর ॥
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায় ॥
সেইক্ষণে ইল্বল আনিয়া সব দিল।
দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রয়ে চলিল ॥
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হৈল আনন্দ অপার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশ হেতু মুনিরে করিলা নিবেদন ॥
মুনি বলে পুত্রবাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হউক একই কুমার ॥
তবে প্রীত হইয়া কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার ॥
তাঁহা হৈতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত।
শুনিলা পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য চরিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥

অগস্ত্য যাত্রার বিবরণ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার ॥
গিরি মধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমেণ দিনকর ॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরু শিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥
সূর্য্যবলে রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টি অধিকারী ॥
তাঁর নিয়জিত পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন ॥
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবা কেমনে ॥

বিষম বাড়িল বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিয় আকাশ পথ না চলে বিহঙ্গ ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল যেন মানিল সংসার ॥
দেবগণ মিলিয়া করিল নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন ॥
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির অগ্রে নিবেদিল গিয়া ॥
চন্দ্র সূর্য্য পথরুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহা জিনিবারে ॥
রক্ষা কর মহারাজ সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
বিন্ধ্যগিরি সমীপে চলিল তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণাম করিল।
ঈষৎ হাঁসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে ॥
এতবলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ সে উত্তরে আসিল কদাচন ॥
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নাহি উঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপ শুনিয়া মুনি সাগর গভীর ॥
লোমশ বলেন পূর্ব্বে দৈত্য বেত্রাসুর।
পরাক্রমে শুনিয়া বেড়ায় তিনপুর ॥
কালকেয় আদি হত দ্বিতীয় দানব।
বৃত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব ॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
ব্রহ্মা কন কি হেতু আইলা দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥
লোহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্রসার।
কোনমতে নাহি বৃত্রাসুরের সংহার ॥
দধিচী মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥
প্রসন্ন হইলে যে মাগিবা এই দান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি লয়ে কর অস্ত্রের সৃজন ॥
বজ্র অস্ত্র ইন্দ্র তারে করিলে প্রহার।
বজ্রাঘাত বৃত্রাসুর হইবে সংহার ॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী নদী তীরে আইলা তখন ॥
মহাতেজময় মূর্ত্তি দেখি দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি যিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
মুনিরে বেড়িয়ে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
দেবতা সমুহ সর্ব্ব দিকপালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবিলেন মনে ॥
জিজ্ঞাসিল তত্ত্ব জানিবারে মুনিবর।
কি হেতু আইলে আজি সকল অমর ॥
সবাকার হেতু আজি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির ॥
হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার।
উপকারী হীন ব্যর্থে নহে তনু ছার ॥
পুণ্যভাগ্যে লোক কার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনুত্যাগ কৈল দধীচির ॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিল পুরন্দর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৃত্রাসুরের সহিত দেব-
গণের যুদ্ধ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান।
বৃত্রাসুর যেমতে মারেন মরুত্মান ॥
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পী স্থানে দিয়া করিতে রচন ॥

সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান॥
বজ্র নিয়া জাগিয়া রহিল পুরন্দর।
হেনকালে আসে বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া॥
মার২ শব্দেতে করিয়া কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লৈয়া হাতে।
দেবগণ সহ যান বৃত্রকে মারিতে॥
ইন্দ্র দেখি ঘোর নাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
ভয়ঙ্কর নাদেতে কম্পিত চরাচর॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র যান রড়ারড়ি।
পাছু২ দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি॥
কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখিলেন প্রাণ॥
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাশিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্য নিধন কারণ॥
অন্য দেবগণে তেজ দিলা ঋষিগণ।
পুনঃ বৃত্রাসুরেতে হইল মহারণ॥
হইল অনেক যুদ্ধ লিখন না যায়।
প্রহারিল বেত্রাসুরে বজ্র দেবরায়॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ।
আর যত ছিল সবে পলাইল তূর্ণ॥
যতেক দানবদৈত্য কালকেয়গণ।
প্রবেশিল সমুদ্র ভিতরে সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
কাশীরাম দাস কহে বৈষ্ণব চরণে।
ভারত অমৃত প্রায় পীয় অনুক্ষণ॥

অগস্ত্য মুনির সমুদ্র পান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর॥
বশিষ্ঠ আশ্রমে খাইল সপ্তশত ঋষি।
তিনশত খাইল শ্রমণাশ্রমে বসি॥
ভরদ্বাজ আশ্রমে অনেক মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিতে সবে করিয়াছি আশ॥
বৃত্রাসুর মৈল কিন্তু কালকেয়গণ।
লঙ্ঘিতে না পারে তারা আইসে কখন॥
এত শুনি কূপিয়া বলেন পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর॥
বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিতে গেল অগস্ত্য সদন॥
দেবগণ তারে স্তুতি করে যোড়করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারেবারে॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে ক্ষিতির খণ্ডিলা অন্ধকার॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোক ভয়।
এবারে করহ রক্ষা হইয়া সদয়॥
এত শুনি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সর্ব্ব অমর কিন্নর॥
অগস্ত্য সমুদ্র পীয়ে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোকের জন॥
বলিলেন সমুদ্র নিকটে তপোধন।
তোমায় শুষিব আমি লোকের কারণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে॥

তবেত অগস্ত্য এক গণ্ডূষে তখন।
ক্ষণমাত্রেসিন্ধুজল করিল শোষণ ॥
করিলা কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু২ বলি শব্দ হৈল দিগান্তরে ॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন ॥
যতেক অসুর গণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল ॥
হত দৈত্য দেখিয়া নিবৃত্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যের করিল স্তবন ॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার ॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর ॥
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে ॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণ বদন।
শীঘ্রগতি গেলা সবে ব্রহ্মার সদন ॥
দৈত্য নাশ হেতু সিন্ধু শুষিলা বারুণী।
কিমতে পূরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন দেব যাও সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন ॥
শুষ্ক সিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে ॥
ভগীরথ হইতে পূরিবে জল নিধি।
শুষ্ক রহিবে সিন্ধু তাবৎ অবধি ॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ ॥

সগর বংশোপাখ্যান ও কপিলের শাপে
সগর সন্তান ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দনে।
কহ শুনি মুনি সিন্ধু পূরণ কখন ॥
কেন জ্ঞাতি হেতু ভগীরথের উপায়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ জানাও আমায় ॥
লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুক নন্দন ॥

তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজন অরি ॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত ॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তার।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুতর ॥
তপোবলে সাক্ষাৎ হইয়া মহেশ্বর।
বলিলেন সগর মাগিয়া লহ বর ॥
বংশহেতু এই বর মাগিলা রাজন।
দেহ ষাটিসহস্র তনয় ত্রিলোচন ॥
হর বলিলেন বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটিসহস্র নন্দন ॥
সন্নয়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশ রক্ষা করিবেক একই তনয় ॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকু বংশ উন্নতি পাইবে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর ॥
দুই ভার্য্যা সহবাস করে মতিমান।
কত দিনে দোঁহার হইল গর্ভাধান ॥
সময়েতে প্রসব হইল দুইজন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন ॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল ॥
হেনকালে ঘোর রবে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশত্যাগ কর নৃপমণি ॥
যত বীচি আছে এই লাউর ভিতর।
ঘৃত পূর্ণ হাঁড়িতে রাখহ নৃপবর ॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ ॥
সসৈন্য তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে গেলা পর্ব্বত কানন ॥
জলহীন সিন্ধু মধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে সবে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল কি হবে উপায় ॥

চুরি করি নিয়ে ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানতে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলেরে ঘর ॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদাল ধরিয়া পৃথ্বি করিল খনন ॥
এইমত বারিনিধি খনিতে২।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
তথায় খনিয়া পৃথ্বী বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুনি ॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হয়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর ॥
অহঙ্কারে মুনিরে করিল অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিত অন্তর ॥
বহির্গত দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হৈয়া রাজা বিরস অন্তর ॥
স্তব্ধ হয়ে শোকাকুল চিত্তে নরপতি।
শিব বাক্য স্মরিয়া করিল স্থিরমতি ॥
অংশুমান পুত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাঁহারে ডাকিয়া রাজা বলিল বচন ॥
কপিলের শাপে ভস্ম হৈল পুত্রগণ।
যজ্ঞনষ্ট হইলেক অশ্বের কারণ ॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা নাহি দেখি যজ্ঞের উপায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ॥
কি হেতু আত্মজ পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
মুনি বলিলেন পুত্র শৈব্যাগর্ভে হয়।
যৌবন সময় বড় কুকর্ম্ম করয় ॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরে হস্ত গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইরা তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
তাতরূপে আমা সবে করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
গ্রাম হইতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥
এইমত নিজ পুত্রে ত্যজিল সগর।
পুত্র যে করিল আজ্ঞা শুন নরবর ॥
তোমা বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর ॥
যজ্ঞ বিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥
পিতামহ বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় আছিল মুনি গেল সেই স্থান ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন কি চাহ রাজন ॥
এত শুনি অংশুমান কহে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
দ্বিতীয়ে মাগিলা পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হউক বলিল মহামতি ॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হইতে সগর পুত্রবান ॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিয়া আনিবে সুরধনি।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্বে লইয়া এখনি ॥
মুনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিলা পিতামহের গোচর ॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান ॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন ॥
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন ॥
হইল দিলীপ নামে তাহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
দিলীপ পাইয়া নিজ পিতৃ সিংহাসন।
শুনিল কপিল ক্রোধে দগ্ধ পিতৃগণ ॥
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ।

তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ ।
যাঁর যশঃ কর্পূরে পুরিল ত্রিজগত ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ ।
লোক মুখে শুনিয়া চিন্তিত রাজন ॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমার্পণ ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥

গঙ্গাবতরণ ও সগর সন্তানগণের উদ্ধার ।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল ।
কঠোর তপেতে সর্ব্ব তপস্বী তাপিল ॥
ফলাহার পত্রাহার কৈলা বাতাহার ।
অনাহারে কৈল তনু অস্থিচর্ম্ম সার ॥
দেবমানে তপ কৈলা সহস্র বৎসর ।
তপে তুষ্ট গঙ্গা আইলেন দিতে বর ॥
গঙ্গা বলিলেন রাজা কেন তপ কর ।
প্রীত হইলাম মাগি লহ ইষ্টবর ॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হৈল হৃষ্টমন ।
করযোড়ে কহিলেন দিলীপ নন্দন ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ ।
তাসবার মুক্ত হেতু করি আরাধন ॥
যাবৎ তোমার জল না হয় সেচন ।
তাবৎ সদ্গতি না পাইবে পিতৃগণ ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন ।
উদ্ধার করহ মাতা মম পিতৃগণ ॥
যদি কৃপা করিলে গো মাগি তব পায় ।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় ॥
গঙ্গা বলে তব প্রীতে যাইব তথায় ।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় ॥
গগণ হইতে চ্যুত হইবে যখন ।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্য জন ॥
এত শুনি ভগীরথ করিলা গমন ।
কৈলাস শিখরে শিব করিয়া স্তবন ॥
তপস্যাতে হইলেন তুষ্ট দিগাম্বর ।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর ॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর ।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি ।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী ॥
তব বাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে ।
জানিলেন ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তা অন্তরে ॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি ।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোরধ্বনি ॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে ।
মুক্তমালা শোভে যেন চন্দ্রচূড় গলে ॥
শিব শির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা ।
একধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি ।
অলকানন্দা মর্ত্ত্যে পাতালে ভোগবতী ॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী ।
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি ॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন দিগে ।
কোন পথে যাইব চলহ মম আগে ॥
আজ্ঞামাত্র আগে যান দিলীপ নন্দন ।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন ॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইলেন উপনীত ।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইলা ভাবিত ॥
অতঃপর ঐরাবতে করে রাজা ধ্যান ।
নতুবা কেমনে বল হইব পয়ান ॥
গঙ্গা বাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি ।
স্তবে তুষ্ট হইয়া আইল গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় নিস্তার এ দায় ।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গামায় ॥
শুনি করি দুষ্টমতি বলিল রাজারে ।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে ॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা হইল সত্বর ।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥
যাও বাছা ভগীরথ কহিবা করীরে ।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব অচিরে ॥
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ ।
শুনি করি শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥



ভগীরথের মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন।

গিরিখণ্ড ধরি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল ॥
সন্মুখে পড়িয়া হস্তি ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে পিছড়ে তার প্রাণ মাত্র ছিল ॥
স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি কি কব তোমাকে
ভাগীরথী দয়া করি রাখিলা জীবন।
প্রাণভয়ে ঐরাবত পলায় তখন ॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে।
উপনীতা হৈলা জাহ্নু মুনির সদনে ॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হৈল হতজ্ঞান ॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে ॥
কল কল শব্দে হয় গঙ্গার পয়ান।
কত শত লোকে তরে নাহি পরিমাণ ॥
তাহা দেখি হয়ষিত দিলীপ নন্দন।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল সদন ॥
যথায় আছিল ভস্ম সগর সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
পিতৃগণ মুক্তি দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ কুমার ॥
ভগীরথ হৈতে সমুদ্রেতে হৈল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল ॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ বর্ণন।

লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন।
হইলেন হতবীর্য্য রাম কি কারণ ॥
লোমশ বলিলেন পূর্ব্বে নাম দাশরথি।
বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রঘুকুল পতি ॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক নন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি ॥
ধূর্জ্জটির ধনু ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহায় আমার কন্যা জানকী বরিবে ॥
দেশে২ বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
বিশ্বামিত্র স্থানে রাম করেন শ্রবণ ॥
যজ্ঞ রক্ষা করিলেন রাক্ষস মারিয়া।
সীতা লভিলেক রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া ॥
সীতা লয়ে যায় পরে অযোধ্যানগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর ॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শরতূণ তার শিরে জটাভার ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর ॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার ॥
না জানিস ভৃগুরামে ক্ষত্রিয় কোঙর।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ বুঝি পরাক্রম তোর ॥
এতবলি দুর্জ্জয় ধনুক দিলা ফেলি।
দিলেক ধনুকে গুণ রাম মহাবলী ॥
রাম বলিলেন জমদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু কি করি এখন ॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শরসহ বিষ্ণুতেজঃ নিল রঘুবর ॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু কহে দাশরথি।
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি ॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহে।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ ॥
স্তুতি করি কহিলেন ভৃগুর কুমার।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার ॥
এক বাণে স্বর্গরোধ করেন তাঁহার।
পরশু রামের গেল যত অহঙ্কার ॥
মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান ॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
চারি ভাই কি কর্ম্ম করিল অতঃপর ॥
স্বর্গেতে রহিয়া কি করিল ধনঞ্জয়।
কতদিনে একত্রে সবায় মিল হয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥
যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি।
ছয় রাত্রি হেথায় রহিল ধর্ম্মপতি ॥
একদিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তরদিকে মন্দ সমীরণ ॥
সুগন্ধ সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল।
পদ্মগন্ধে পূরিল সকল বনস্থল ॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান ॥
কোন মতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
জানহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর।
কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥
কোন মত পুষ্প সে কোথায় উপবন।
চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন ॥
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে ॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥

সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি।
ব্যগ্র হৈয়া ভীমেরে কহিলা যাজ্ঞসেনী ॥
আমা প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেও মহাশয়।
ঈশ্বরে পূজিব আমি করি এ বাসনা।
তোমার কৃপায় যদি পুরে সে কামনা ॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবন।
মনোযোগ করহ আমার নিবেদন ॥
দ্রৌপদীর ব্যাকুল দেখিয়া বৃকোদর।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
বন্দনা করিয়া যত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥
যাও শীঘ্র গমনে আসিও ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর ॥
মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনুমন্ত ॥
ভাঙ্গিল কদলী বন করি অনুমান।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল পয়ান ॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর।
নতুবা এমন দর্প করে কোন নর ॥
জানি ছদ্ম করিলা পবন অঙ্গজন্ম।
হইলা সত্বর জীর্ণ অতি ক্ষীণ তনু ॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিচর্ম্ম সার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম অগ্রসার ॥
দুদিকে কণ্টকী বন নাহি পরিত্রাণ।
মধ্য পথ যুড়িয়া রহিলা হনুমান ॥
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখিলেন পথে পড়ে বানর দুর্ব্বল ॥
ভীম বলিলেন পথ ছাড়রে বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে যাইব সত্বর ॥
শুনিয়া ভীমের তবে এতেক বচন।
মায়া করি অতি কষ্টে মেলিল নয়ন ॥
ধীরে২ কহিলেন বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরি ॥
কে তুমি কোথায় যাবে কহ মহাবল।
জ্বরাযুক্ত অঙ্গ মম ব্যথায় বিকল ॥
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন।
সকল শরীরে আত্মরূপী নারায়ণ ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচারি তবে কহে হনুমানে ॥
ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেও কি কারণ ॥
শুনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ ॥ ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন কহিলে কুনীত।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মনীত ॥
হনুমান বলিলেন আমি যে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ॥
তবে ভীম অবজ্ঞা করিয়া বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যান নারিলা তুলিতে।
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুইকর ॥
আপনার যত শক্তি করিল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িতে নারিল কদাচন ॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁফর।
বিনয় পূর্ব্বক কয় যুড়ি দুই কর ॥
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মনুষ্য কিবা হবে নাগেশ্বর ॥
জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষ।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশ ॥
চন্দ্রবংশ জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম আমি পবন সন্ততি ॥
ভীমসেন মম নাম জান মহাশয়।
মম জেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
রাজ্যধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে ॥
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে ॥

আনিব সুবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
পাঠাইয়া দিল মোরে ভাই ধর্ম্মসেতু॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিল মারুতি॥
জিজ্ঞাসিলে শুনহ আমার বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবন নন্দন॥
রাম কার্য্য হেতু মোরে সৃজিলা বিধাতা।
হনুমান নাম মোর রাখিলেন পিতা॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল॥
বলিলেন অপরাধ ক্ষমহ গোসাঞি।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠভাই॥
নিজমূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ॥
শুনিয়া হাসিয়া তবে হনুমান বীর।
দেখিতে২ কৈলা পূর্ব্বের শরীর।
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত॥
চক্ষু বুঝি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
অস্পন্দ হইল অঙ্গ আর নাহি চাহি॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে॥
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক॥
বিশেষ দেখিয়া দুঃখ বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত শরীর হইল মায়াধর॥
আশ্বাসিয়া ভীমেরে করিলা সচেতন।
মৃতদেহে সঞ্চারিল পাইয়া জীবন॥
বৃকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর ঈশ্বরে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন॥
বনবাস উপশমে যুদ্ধ যদি হয়।
সেইকালে সাহার্য্য করিবা মহাশয়॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ।

অতঃপর ভীম, ভীম পরাক্রম,
চলিল উত্তর পথে।
দুইভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে॥
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দে গমনে যায়।
মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায়॥
কত দিনান্তর, গন্ধ গিরিবর,
বন উপবন শোভা।
উচ্চ সম শাখা, বিস্তারে অলেখা,
নব জলধর আভা॥
সপ্তশৃঙ্গ তথা, শোভা করে যথা,
তাহে নানা তরুগণ।
পবন নন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ॥
প্রতি শৃঙ্গপক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্পবনে, মধুকরগণে,
মধুপানে আনন্দিত॥
কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ বিহঙ্গ বর।
দেশে নানাস্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রম সব॥
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ বন।
দক্ষিণে পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন॥
গন্ধ অনুসারে, চলিলা উত্তরে,
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিলা যে কার্য্যসিদ্ধি॥
সুবাসিত জলে, কনক কমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ॥

তথা লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিহরয়ে মণি সঙ্গ ॥
কারণ্ডব বৃন্দ, পরম আনন্দ,
সবাই আনন্দ হয়ে ।
স্বজি মনোভাবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবার লয়ে ॥
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
আছয়ে রক্ষক লক্ষ ॥
মানিয়া বিস্ময়, ভীমসেন কয়,
কখন এ নহে লক্ষ্য ॥
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল ।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলে কমল ॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের কিঙ্কর যত ।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞান মত ॥
কেহ বলে উঠ, না করিহ হট,
কমল কনক ফুল ।
অল্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জান ইহার মূল ॥
কেহ সাধুজন, মধুর বচন,
কহে ভীমসেন প্রতি ।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি হেতু হেথা আগতি ॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
ঈশ্বর ইহার হয় ।
দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জন,
তারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি ।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপাল শ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা ।

পুষ্প অনুসারে, পাঠান আমারে,
করিবেন দেব পূজা ॥
পুষ্প লইয়া আমি, যাব শীঘ্রগামি,
করিতে ঈশ্বর সেবা ।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বোধ কেবা ॥
অনুচর কয়, যাও মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল ।
নহিলে বলহ, করিতে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল ॥
হাঁসি বৃকোদর, কহে ওরে চর,
কি হেতু যাইব তথা ।
আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা ।
কুবের কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,
রুষিলা সকল সেনা ॥
ভীমের উপর, সবে এড়ে শর,
বৃষ্টি হেন পড়ে কায় ।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিলা বৃক্ষের ঘায় ॥
মারিলা যতেক, কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে, কহিলা কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
নর একজন, বিকৃতি লক্ষণ,
মারিয়া রক্ষক কুল ।
করিলেক হত, সরোবর যত,
আছিল কমল ফুল ॥
কহে নাম মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু নৃপতির সুত ।
শুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত ॥
কহে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কায,
তনয় অধিক হয় ।

আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত লয় ॥
আসি চরগণে, মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখিয়া শর্ব্বরী দিনে ॥
উচাটন মতি, মুনিগণ প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই বৃকোদর,
না আইল কি কারণ ॥
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমকে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে ॥
ভারতের কথা, অতি সুখদাতা,
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালীর ছন্দে, মনের আনন্দে,
বিরচিল তাঁর দাস ॥

ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরের যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিছাকার্য্য পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আরো দুঃখ ॥
এতবলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্রে ভীমের নন্দন ॥
আসিয়া সবার পদে করিয়া প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল নরপতি ॥
ভাগ্যে আমি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ॥
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।
চিরদিনে না পাই তাহার সমাচার ॥
এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার ॥
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল তথা যাইব সবাই ॥
আমারে লইয়া আর ভাই দুই জন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সে কারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥
ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
মম পৃষ্ঠে আরোহণ কর সর্ব্বজনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাইব এক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল অগ্রে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
কৃষ্ণাসহ তিন ভাই বৈসে কুতুহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীম পরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥
এইমত অল্প দিনে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর ॥
দেখিলা অনেক সৈন্য কুবের কিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুক মম ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিলা আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ ধৌম্যের কৈলা চরণ বন্দন।
মাদ্রিপুত্রে দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন ॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধনে কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই ধর্ম্ম।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ॥
হেন ধর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেট মাথা ॥
এমনি কৌতুকযুক্ত ছিলা সর্ব্বজন।
একাদন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য পুরোহিত গেলা সরোবর স্নানে ॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিলা বন।
নিঃসহায় আশ্রমে আছেন চারি জন ॥

হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব ।
বন্ধুর পরম শত্রু জানিল পাণ্ডব ॥
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেইবন ।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥
না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয় ।
বিশেষ রক্ষক মন্ত্র ব্রাহ্মণ পড়য় ॥
দৈবযোগে সেই দিন দেখি শূন্যময় ।
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতি গভীর গর্জ্জনে ।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব ।
হিড়িম্বক আদি মম বন্ধু ছিল সব ॥
সবাকে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই ।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিধি মিলাইল ।
এ কারণ চারিজন একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে ।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপতি হইল শত্রু কাম হৈল পূর্ণ ।
এতক কহিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শীঘ্রগতি ।
ভীমে ভয় করি পলায় দুষ্টমতি ॥
হাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলিলেন রাক্ষস অধম ।
বুঝিলাম স্মরণ করিল তোরে যম ॥
অহিংসা জনের হিংসা করে যেই জন ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস কুকর্ম্ম ।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট মজাইয়া ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ॥
ফলিবেক এখনি তোমার দুষ্টাচার ।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার ॥

দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এত সব দেখি ।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদী দুই আঁখি ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিদান ।
কর হে কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ ॥
তোমায় পাণ্ডব বন্ধু সর্ব্বলোকে কয় ।
সে কথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥
কোথা গেল ভীমসেন করহ উদ্ধার ।
তোমাবিনা দুস্তারে তারিতে নাহি আর ॥
কোথায় রহিল গিয়া বীর ধনঞ্জয় ।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥
ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃরায় ।
দূরে থাকি ভীমসেন শুনিবারে পায় ॥
অভিপ্রায়ে বুঝিলা কান্দয়ে যাজ্ঞসেনী ।
ব্যগ্র হৈয়া বীরবর ধাইল অমনি ॥
দেখিল পলায় দুষ্ট হরি চারিজনে ।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাস বচনে ॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে ।
এখনি মারিব দুষ্ট চক্ষের নিমিষে ॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর ।
ডাকি বলে রহরে পাপীষ্ঠ নিশাচর ॥
পাইয়া ভীমের শব্দ বেগে ধায় জটা ।
গগনমণ্ডলে যেন নবঘন ছটা ॥
অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায় ।
ঘূরায়ে বৃক্ষের বাড়ি মারিল মাথায় ॥
বৃক্ষাঘাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধ মনে ।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারিজনে ॥
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল একটান ।
চলিতে নারিলা ভীম পেয়ে অপমান ॥
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চূর ।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর ॥
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর ।
অঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির ॥
মারিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্টিঘাত ।
পর্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
ভীমের ভৈরব নাদ অসুরের শব্দ ।
কানন নিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ ॥

বৃক্ষাঘাতে করাঘাতে পদাঘাতে ঘাতে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে ॥
মল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
সিংহনাদে পুরিল সকল বনস্থল ॥
ধরাধরি করি দোঁহে ক্ষিতি মধ্যে পড়ি।
যুগল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
ক্ষণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষস।
সমান শকতি দোঁহে সমান সাহস ॥
তবে বীর বৃকোদর পায়ে অবসর।
সারিয়া উঠিল জটাসুরের উপর ॥
বুকের উপরে বসি পদে চাপি কর।
বাম হাতে গলাচাপি ধরিল সত্বর ॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি ॥
পদাঘাত করিয়া মস্তক কৈল চুর।
ত্যজিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর ॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরেতে আঘ্রাণ লয়ে দেন আলিঙ্গন ॥
কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ।
মরিল অসুর দুষ্ট ঘুচিল বিষাদ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনার্থে যাত্রা।

হেথায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয় ॥
নানা বিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর ॥
শিখাইলা অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন বলি সবে করে দয়া ॥
নৃত্যগীতে বিশারদ ক্ষমা নম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সর্ব্ব গুণেতে গভীর ॥
হেনমতে সুখেতে আছেন কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরহূত ॥
তবে ইন্দ্র জানিয়া অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ করে কেহ নহে সম ॥
নিপাত কবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী ॥
বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন শঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিলে লজ্জা করে বিবেচন ॥
এমন উদ্বেগ চিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতুলী সারথি ॥
একে২ কহিলা হতেক সমাচার।
পার্থ বীনা নাহি এতে করিতে উদ্ধার ॥
না কহিয়া অর্জ্জুনে এসব বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গে করিতে ভ্রমণ ॥
সহিতে যাইবে তুমি জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবা যত দেবতার স্থল ॥
সপ্তস্বর্গে নিবাস করয়ে যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
আমার পরম শত্রু কহিবা অসুর।
গতায়াতে পথশ্রমে যাইবা সে পুর ॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে ॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সৎকার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
শুনিয়া মাতুলী বলে যে আজ্ঞা তোমার।
এরূপে হইবে হবে অসুর সংহার ॥
মাতুলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দীন প্রভাত রজনী ॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
বসিয়া সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতুলী আসিয়া অগ্রে করে নিবেদন ॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজ পাশে বসাইয়া শচীর ঈশ্বর ॥

প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত ।
কহিলা পার্থের প্রতি ত্রিদেবের নাথ ॥
শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজগুণে ।
চিরদিন বিলম্ব হইল এ কারণে ॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয় ।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন মম মনে লয় ॥
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ।
শীঘ্রগতি ভেটিতে উচিত ধর্ম্মরাজ ॥
রথ আরোহণ করি মাতুলী সংহতি ।
স্বর্গের বিভব দেখি আইস শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা পায়ে আনে রথ মাতুলী সত্বর ।
ইন্দ্রেরে প্রণাম পার্থ করি ধনুর্দ্ধর ॥
সুসজ্জ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লৈয়া হাতে ।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
মাতুলী চালায় রথ অতি বিচক্ষণ ।
পবন অধিক বেগে রথের গমন ॥
ক্রমে২ দেখে যত আলয় অমর ।
নন্দন কাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে ।
দিন কত তথায় রহিলা হেন সুখে ॥
তথা হৈতে গেলা পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী ।
দেখিলা নিবসে যত কৌতুকে বিহারী ॥
নৃত্যগীতে আনন্দিত সবাকার মন ।
সমান বয়স বেশে বৈসে যত জন ॥
হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি যত ।
ভ্রমণ করেন পার্থ চালাইয়া রথ ॥
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল ।
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে ।
ধন্য আমি এত সব দেখিনু নয়নে ॥
তবেত মাতুলী গেল যমের ভবন ।
নানা কাব্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা ধর্ম্মের বিচার ।
পুণ্যবন্ত সুখে আর দুঃখ পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোকে যত দিব্য সিংহাসনে ।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায় ।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে ।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন ।
মাতুলী জানিয়া তবে করিল গমন ॥
চোরের নিদ্রায় যেন নাহি প্রয়োজন ।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে যেন মাতুলীর মন ॥
সপ্তস্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ ।
অর্জ্জুনে দেখাতে যায় দৈত্যগণ দেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নিবাত কবচ দৈত্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং দৈত্যের সবংশে নিধন ।

ইন্দ্র বাক্য মনে করি মাতুলী সারথি ।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে ।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইলা বেগে ॥
কালকেয় নিবাত কবচ যেই দেশে ।
মাতুলী চালায় রথ চক্ষের নিমিষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর ।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥
মাতুলীরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয় ।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
মাতুলী কহেন পার্থ কর অবধান ।
নিবাত কবচ নাম দৈত্যের প্রধান ॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে ।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম ।
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ॥

হাবলবন্ত যত নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে॥
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীপতি এই দৈত্যভয়॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিলাম অর্জ্জুন তোমারে এই দেশ॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার॥
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেও রথ॥
মাতুলী কহিল রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি একারণে ডরি॥
লক্ষ২ সেনাপতি আছয়ে তাহার।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সংহার॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য লই সাতে॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ আসিয়া নিশ্চয়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে এইলয়॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতুলী।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল মহাবলী॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোন জন বিরোধ করিবে মম সনে॥
সুরাসুর একত্রে আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে॥
এখনি মারিব যত অমরের অরি।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি॥
হুঙ্কারিয়া দেবশঙ্খ বাজায় সঘন।
এত বলি গাণ্ডীব ধনুকে দেন গুণ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডল॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যেরপতি হৈল মহাস্তব্ধ॥
কালকেয় নিবাত কবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমর বিবাদী॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহলে।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে॥

মাতুলী সারথি রথে ইন্দ্র তুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ॥
চতুর্দ্দিক বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিঃশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিকপাশ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক নাহি পবন সঞ্চার॥
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজাল পূরিল সকল॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল সেই পার্থ মহাবীর॥
মেঘ অস্ত্র করিলেন পার্থ বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যেরা করিল নিবারণ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তবে দৈত্য অর্জ্জুনে মারিল দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হয়ে মূর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণমণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যেশ্বরে॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জ্জুনে॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বারবর।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥
মানুষ রাক্ষসী দেবী গন্ধর্ব্ব পিশচী।
দ্রোণস্থানে যত অস্ত্র পান সব্যসাচী॥

প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিয়া মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল ॥
দেখিয়া আনন্দ অতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হৈলেন ফাঁফর ॥
ভাবিলেন পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতুলী এতেক দেখি কহিতে লাগিল ॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য নহিল সংহার।
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্র ইথে নাহি প্রতিকার ॥
পাশুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান ॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এমত সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে ॥
শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেক ধনুকের গুণ ॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয় ॥
অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উল্কা সদা বহে তপ্তবাত ॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥
অস্ত্র মুখে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন শিমুলের তূলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা ॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব ॥
ভাল হৈল দুষ্ট দৈত্য হইল সংহার।
মনুষ্যেরে অস্ত্র না করিহ অবতার ॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন ॥
যাবত না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে ॥
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শূন্য বাণী।
আনন্দে নিঃস্বন পার্থ ইষ্ট সিদ্ধি জানি ॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা করিয়া পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে আগমন।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতুলী।
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী ॥
নানা বাক্য কথায় হরিষ দুইজন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন ॥
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া তবে দেবতার বৃন্দ ॥
অগ্রসরি আপনি গেলেন কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বর।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বর ॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষ কারন সুখে যত দেবগণে ॥
দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিহ্বল।
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে যে জন তোমারে দিল দিক্ষা ॥
তোমা হইতে দূর হৈল আমার অনিষ্ট।
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥
এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
তূণ যুগ্ম দিলেন বিচিত্র দিব্যশর ॥
মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল ॥
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল।
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনী ॥
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী ॥
খাণ্ডব দহিল যবে আমা সবে জিনি।
সেই কালে বিষ্ণু নাম দিয়াছে আপনি ॥
আমা হৈতে কিরীট পাইলে সুশোভন।
এই হেতু কিরীট বলিল সর্ব্বজন ॥

করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেত বাহন বলিয়া তোমা কয়॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা যাও তথা আইস তুমি যুদ্ধ জিনি॥
এই হেতু নাম তব হইল বিজয়।
বর্ণভেদ সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয়॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান॥
ধনঞ্জয় নাম পাই ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্ব লোকে জানি॥
কাম্য করি দশ নাম মনে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তবে সর্ব্ব পাপে॥
তেনমতে আনন্দে রহিলা সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন॥
মাতুলীরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা মাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন গতি নর্ত্তক খঞ্জন॥
অমর কিন্নর তবে অর্জ্জুনে ডাকিলা।
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিলা॥
শুন পুত্র বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
দ্রুতগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন॥
নানা জাতি ভূষণে করিয়া পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বন করিলা বারে বার॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
করযোড়ে পার্থ কহে সকরুণ ভাবে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ॥
তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি আপনি থাকিবে অনুবল॥
ইন্দ্র বলে যে কথা কহিলে ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
বসুমতী পতি যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালের উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মন।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন॥
একে একে বিদায় করিয়া সর্ব্বজন।
রথে চড়ি গমন করেন হৃষ্টমন॥
এইমত যাইতে মাতুলী ধনঞ্জয়।
কতদূরে দেখিল পর্ব্বত হিমালয়॥
অনন্তরে যথা ধর্ম্ম ধবল পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল শরীর॥
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ॥
অর্জ্জুনে করিয়া কোলে ধর্ম্মের নন্দন।
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন॥
পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষে জল নিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি॥
ধর্ম্মের আনন্দ জলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নিত্য করেন বিধান॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে॥
শুনিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
শীঘ্রগতি তথায় হইল উপনীত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
প্রসংশিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে॥
হেনমতে আনন্দে বসিল সর্ব্বজন।
কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচিলেন কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যক-বনে যাত্রা।

স্বর্গে গেলা সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
আপনার ভাগ্যজানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর॥

তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধৌমের প্রতি,
কহিলেন করি যোড় কর।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতঃপর ॥
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা শিরেধরি,
সেই স্থানে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সব যুক্তি লয় মম মন ॥
ধৌম্য বলে কব কত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন সকল।
শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল ॥
সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাণ্ডাইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত ॥
তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
ধর্ম্ম কহিলেন কথা, কাম্যক কানন যথা,
নিয়া চল করিব গমন ॥
শুনি ভীম অঙ্গজন্ু, বাড়াইলা নিজ তনু,
করিলেন বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ ॥
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক না হয় শ্রম,
উত্তরিলা কাম্যক কানন ॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফল ফুলে।
কৌতুক বিধান তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্যতীর্থ প্রভাসের কূলে ॥
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করেন যাজ্ঞসেনী ॥

এমন সানন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর ॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায় ॥
ধর্ম্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের শোভা, উপমা তাহারকিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাত,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
অমৃত সিঞ্চিল কলেবর।
আনন্দ মন্দির পুর, অগ্রসরি কতদূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর ॥
চিরদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি।
বৈসেন কৌতুক মতি, রামকৃষ্ণ যদুপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ॥
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল কতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দে প্রসন্ন অতি,
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে।
তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে ॥
জলক্রীড়া করিসবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথা সুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্ব জন,
বসিলেন হরিষ মানসে ॥

হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা,এমন করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মি বলবন্ত।
অধর্ম্মি যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্পদিনে অধর্ম্মির অন্ত॥
সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্পদিনে হইবে নিধন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য২ যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধান।
নিশ্চয় জানিবে তুমি,ভবিষ্য কহিনুআমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধন॥
আশীর্ব্বাদ করিতবে,যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে,গেল সবে নিজস্থানে,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায়॥
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া সর্ব্বজন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি. যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে॥
ধর্ম্ম উক্তি মৃদুভাষে, অবশ্য যাইব দেশে,
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি,সকল জানহ তুমি,
চক্ষু দুই রাম নারায়ণ॥
হেন করি সন্নিধান, বিদায় হইয়া যান,
রেবতী ও সত্যভামা পতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে,নানা কাব্যমহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী॥
সবে গেল নিজ ঘর, হেথা পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবনে করিয়া আশ্রয়।
যপ যজ্ঞ নানা ব্রত, নানাধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ হৃদয়॥
বনেতে বিচিত্রকথা, ব্যাসের রচিত গাঁথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতছন্দে অভিলাষ, ভণে দ্বৈপায়ন দাস,
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি॥

দুর্য্যোধনের পরিবার সহিত প্রভাস তীর্থে যাত্রা।

জন্মেজয় বলিলেন কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায়॥
মুনি বলে অবধানে শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ শিশুগণ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয়॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বমত ভোজন করয়ে বৃন্দে২।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রান্ধেন আনন্দে॥
এইমত পঞ্চভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত ভাষে॥
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহনে না যায়॥
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ সে রাজ্য হৈল তাহে অনুগত॥
সে সকল রাজা হৈল তাহে অপ্রমিত।
কর দিয়া সবাই থাকয়ে শত শত॥
অশ্ব গজ পত্তি যত কে করে গণনা।
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা॥
ইন্দ্র দেবরাজ যেন অমর সমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজা পৃথিবীর মাঝে॥
একদিন সভায় বসিয়া কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তাঁরে শুন পৃথিপতি॥

উজ্জ্বল ভারত বংশ হৈল তোমা হৈতে ।
তুমি মহারাজা হৈলা ভুবন মাঝেতে ॥
হয় হস্তী রথপত্তি চতুরঙ্গ দল ।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল ॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান ।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান ॥
যেই পুষ্প না হইল ঈশ্বর পর্য্যাপ্ত ।
যে ধনেতে নাহি হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত ॥
যে সম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট ।
যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট ॥
সে সকল ব্যর্থ করি পূর্ব্বাপর কয় ।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয় ॥
সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু ।
পৃথিবী পূরিয়া তোমা শুদ্ধ যশ ইন্দু ॥
এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল ।
সবে মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল ॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব ।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব ॥
নগরের অন্তে রাখিতাম দিয়া স্থল ।
নিত্য২ দেখাতাম বিভূতি সকল ॥
দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হৈত পঞ্চজন ।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন ।
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে ।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে ॥
কর্ণ বলে কহিলা গান্ধার অধিকারী ।
ইহা অনুশোচা আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
নারীর যৌবন যেন স্বামীর বিহনে ।
বল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে ॥
কি তব বিনষ্ট হয় বৈরীরে রাখিলে ।
বিধির নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে ॥
যতদিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব ।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এসব ॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয় ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে ।
শত্রু সুখে বঞ্চিত বঞ্চয়ে নানা ক্লেশে ॥

চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে ।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থ নীরে ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল ।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল ॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব ।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব ॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্ব লোকেতে কহিবে ।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কেহ না জানিবে ॥
ইহার বিধান এই মম মনে আসে ।
এক যাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে ॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ ।
সাধু২ প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি ।
সাধু২ বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি ॥
কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি ।
সুসজ্জা সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি ॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার ।
নারীগণ শুনি হইল আনন্দ অপার ॥
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব ।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব ॥
বিশেষ সন্তুষ্টা নারী যাত্রা মহোৎসবে ।
সর্ব্বকালে বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে ॥
নরযান গোযান তুরঙ্গমান সাজে ।
রথ রথী চলিল পদাদি পদব্রজে ॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা ।
সমুদ্র সদৃশ যেন কে করে গণনা ॥
সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য দুঃশাসন বেগে ।
করযোড়ে দাঁড়াইল নৃপতির আগে ॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে ।
বাহির হইয়া নিরক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে ॥
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা ।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা ॥
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম ।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম ॥
সে অস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর ।
শমন সভয় হয় কিবা ছার নর ॥

কর্ণ বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনিলে করিবে নিবারণ॥
এই হেতু তিলেক বিলম্ব না যুয়ায়।
দ্রুতগতি চল সখা এই অভিপ্রায়॥
যথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
কহিলা মধুর ভাষে দুর্য্যোধন প্রতি॥
শুন তাত যাইবে প্রভাস তীর্থ স্থানে।
পুণ্যকার্য্য বাধা নাহি দিই সে কারণে॥
কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি রাজ চক্রবর্ত্তি।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব যবে দ্বিগুণ শোভন॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে॥
বিচিত্র সুচিত্র বন সুন্দর সে স্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি তাতে কি ক্ষতি তোমার॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে॥
তথাচ বিরোধে মম কোন প্রয়োজন।
যাও তুমি নিজ গৃহে করহ গমন॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্ব সৈন্য দুর্য্যোধন হইল বাহির॥
চলিতে চরণ ভরে কম্পিত ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি॥
সৈন্য কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগণ মণ্ডলে।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিল বহুস্থলে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

দুর্য্যোধনের সৈন্যের সহিত চিত্র-
সেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ।

এই মতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল॥
হেনকালে দেখি তথা দৈবের ঘটন।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বন॥
চিত্রসেন নাম তার গন্ধর্ব্ব প্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান॥
তাহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করে বিরোধ।
দুর্য্যোধন অগ্রে আসি কহিছে সক্রোধ॥
শুন রাজা মম বাক্য কর অবগতি।
প্রভু মম চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি॥
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল॥
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাহার।
না করিলা ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর॥
এই কথা মম মুখে পাইলে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে কর্ণ বীর।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ॥
অরে দুষ্ট কর্ কাহার অহঙ্কার।
কোন ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীবে কে এমত কেবা আছে॥
বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে॥
এতবলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখ মনে পথে কান্দিয়া চলিল॥
বসিয়া গন্ধর্ব্বেশ্বর আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে॥
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলা উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্থানে॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড॥

যতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে ॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষ মত দণ্ড যদি না দিবা তাহার ॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে ॥
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কোন ছার মনুষ্য করিব চূর্ণ গর্ব্ব ॥
মরণ কালেতে পিপীড়ার পাখা উঠে।
যাইতে বাঞ্ছা শমন নিকটে ॥
ক্রোধভরে রথারোহি চলে দ্রুতগতি।
ধনুকে টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি ॥
দিব্য বাণ শাণিতে পুরিয়া যুদ্ধ তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুণ ॥
কতদূরে গিয়া দেখে রথের পতাকা।
শূন্য পথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জন ॥
অরে দুষ্ট ত্যজি আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব বিবাদ ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারীয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ ॥
সূর্য্য অস্ত্র এড়িলেন সূর্য্যের নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হৈল দশখান ॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেন কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
হংসমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে ॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিয়া গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধ চন্দ্রবাণে।
সর্পবাণ গন্ধর্ব্ব যুড়িল সেইক্ষণ।
যুড়িল গরুড় বাণ সূর্য্যের নন্দন ॥

অরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গন্ধর্ব্ব হইল চূর্ণ পড়ি মম বাণে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন।
উঠিয়া আকাশ পথে করিল গমন ॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হৈয়া গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
শীঘ্র হস্তে এড়ে বীর চোক২ শর ॥
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেন প্রহারিল শতেক তোমর ॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হঁয়ে গর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি ॥
ধন্য তোর বীরপণা ধন্য তোর শিক্ষা।
এইত বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা ॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশবাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান ॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবল।
বেড়িল গর্ব্বে আসি কৌরব সকল ॥
শত পুর করিয়া বেড়িল সর্ব্ব সেনা।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘন ঝনঝনা ॥
দশ দিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার ॥
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল অপার।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত যেন যুদ্ধে হৈল স্থির ॥
রাখিয়া আপন সেনা অপার বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল বহুশ্রমে ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব মনে করিলা বিচার।
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার ॥
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলি এত বিচারিল চিত্তে ॥
রথ লুকাইল তবে নাহি দেখি আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল আঁধার ॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ব্বজনে।
অছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে ॥

কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টি হেন শত অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে২ ॥
মুখে মাত্র মার২ শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
পড়িল সকল সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে অবধি ॥
কতক্ষণ রথ রহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥
শূন্য তুণ ছিল গুণ অঙ্গে জলশ্রম।
বিষণ্ণ বদন সবে হয় মনোভ্রম ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরব সেনা ভয়েতে অস্থির ॥
অম্বর সম্বরে নাহি নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্রতায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায় ॥
দুর্য্যোধন ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগণে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
ওরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন ॥
কোথায় তোর সে বন্ধু সহায় সমুচিত।
একেলা ছাড়িল কেন স্ত্রীগণ সহিত ॥
এই অহঙ্কারে নাহি দেখহ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে জয় এবং
নারীগণের সহিত দুর্য্যো-
ধনের বন্ধন।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ব বাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবংশতি ॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নাহিক স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কেকরেতাহার লেখা,কেবলরাখিয়া একা,
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন ॥
মহাত্রাস্ত হয়ে যায়,নারীপানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া দ্রুতগতি।
অশ্বগজ ধায় রড়ে, পদেতে পদাতি পড়ে,
উঠে হেন নাহিক শকতি ॥
তবে দুর্য্যোধন কয়, দুষ্টমতি পাপাশয়,
না জানিস গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মতি মন্দমান, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস হেলন ॥
না জানিস নিজ বল, এখনি উচিত ফল,
মম হস্তে অবশ্য পাইবে।
লইব এ তোর প্রাণ,ইহাতে নাহিক আন,
মনের বাসনা পূর্ণ হবে ॥
এতবলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেক লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ক্রোধ মনে।
অবশ্য জানয়ে সন্ধি, একেশে করিল বন্দি,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ,সাপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাতে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা,রথে তুলি মহাতেজা,
দ্রুতগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি,কান্দয়ে সকল নারী,
হায়২ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে করুণাঘাতে,ঘন ডাকে জগন্নাথে,
পার কর বিপদ সাগরে ॥
আমি সর্ব্ব ধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতি দিন,
তব ভক্তি লেশ নাহি মনে।
সত্য আমি হীনতপা. কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতিকরে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজ পাত।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামীগণ, ধর্ম্মহিংসা অনুক্ষণ,
সেকারণে হৈল অধোগতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারিজন।

কেবলধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
সাধ্বীসতী পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যার মতি।
লক্ষ্মীঅংশেযাজ্ঞসেনী,সভামধ্যেতারেআনি,
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
যে কর্ম্মকরিল আজি, বিপদসাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতিকুল।
বার্ত্তা পেয়েধর্ম্মরাজ,জানিয়া কুলের রাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
তবে দুর্য্যোধন নারী,এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
কহিবা বিনয় করি, মোসবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মোসবার কর্ম্মফলে, একুৎসা কলঙ্ককুলে,
চিত্রসেন হস্তে জাতিধ্বংস ॥
অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলে পূর্ব্বকথা সব।
যেকর্ম্ম করিয়া তারে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাঁহা বিনা কে আছে বান্ধব।
যে আজ্ঞা তোমারমাতা,এখনি যাইবতথা,
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীম হস্তে নাহিক নিস্তার ॥
রাণীবলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
আমা সবার আপদ ভঞ্জনে।
না করিবে ভেদমতি, পরদুঃখেদুঃখীঅতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মেলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নিকরে করি,
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণভাগে,করযোড় করিআগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দেবের দুর্গতি কায,
রাজা আইল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না হয় ধর্ম্ম,
বদ্ধ হৈল চিত্রসেন বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শল্য দুঃশাসন, যত মহা যোদ্ধাগণ,
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতীকারে নহে শক্য,পৃষ্ঠেভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতিকুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর বা কিকরআমি,আজন্মআমারস্বামী,
অপরাধি তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে।
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্ব লইল হরি,
যাবৎ না যায় অতি দূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিতা অবলার,
রক্ষা হেতু হইয়া অস্থির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনেরে কহেন বিশেষ।
শীঘ্রআন দুর্য্যোধনে,কহিচিত্রসেন স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজ দেশ ॥
বিনয় পূর্ব্বক তথা, কহিবে মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।

যদি তাহে সাধ্যনহে,দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবে উচিত যে হয় ॥

—০—

ধর্ম্মাজ্ঞায় অর্জ্জুনের যুদ্ধে যাত্রা ও নারাগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাহ শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় হেন আপন বসতি ॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয় পূর্ব্বক হৈতে দ্বন্দ্ব না করিবে।
এতবদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি ॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখন ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব কারল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট ॥
অধর্ম্মে বাড়য় রাজা অধর্ম্মির সুখে।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুকে ॥
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
কাল পেয়ে মূলের সহিত নষ্ট হয় ॥
যত দ্বন্দ্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজা চল নিজালয় ॥
এতেক কহেন যদি ভাই দুইজন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহেন সম্বোধি ধনঞ্জয় ॥
কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সোদর আমরা পঞ্চজন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষ গত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবা তুমি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেন।
পশ্চাতে হইবে তার অহঙ্কার মনে ॥
লইবেক দুর্য্যোধন সহ নারীবৃন্দ।
অমর মণ্ডলী তথা আছয়ে সুরেন্দ্র ॥
সবাকার অগ্রে কহিবেক সমাচার।
জানিবে কৌরব সেনা রণে অনিবার ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজন তথায় আছিল।
যত মম পরাক্রম নয়নে দেখিল ॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেন সর্ব্বজনে ॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের অগ্রে এই সমাচার ॥
শুনিয়া হাঁসিবে যত অমর সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী ॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশ্রয় ॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জাবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এতবলি মহাক্রোধে উঠিল অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হস্তে বান্ধি যুগ্ম তূণ ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি।
রথে চাড় চলিলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥
পবন গমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন রথ ॥
পাছে যায় ধনঞ্জয় করিয়া নেহালি।
দ্রুতগতি রথ চালাইল মহাবলী ॥
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার।
অতি বেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা সমাজে ॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ
ফাঁকর গন্ধর্ব্বপতি না চলিল রথ

সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয় ।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয় ॥
কহ পার্থ কোন হেতু আইলে হেথায় ।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিতেছ প্রায় ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে ।
আজন্ম করিল হিংসা তোমা পঞ্চজনে ॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে আর যত ক্লেশ ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ ॥
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে ।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাসে ॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমার ।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায় ॥
আপনি আপন লোক যত দ্বন্দ্ব করে ।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতি পক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান ।
আমা সবা অভেদ করিয়া দুই জ্ঞান ॥
যুধিষ্ঠির তুল্য সম ভাই দুর্য্যোধন ।
তাহারে লইয়া যাবি করিয়া বন্ধন ॥
এই কুলবধুগণে তুমি লয়ে যাবে ।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক ঘটিবে ॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন ।
কি মতে সহিতে তথা আমার এ মন ॥
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায় ।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥
করহ সকলে মুক্তি নহে ফল দিব ।
মুহূর্ত্তেকে শমন সদনে পাঠাইব ॥
চিত্রসেন বলে তোমা জানিলাম সতি ।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি ॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয় ।
দুই ভাই একত্রে যাইবে যমালয় ॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার ।
দশদিক বাণেতে হইল অন্ধকার ॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল ।
নিমিষেক মধ্যে কাটিলেন সে সকল ॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘুহস্ত ।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র ॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ।
জ্বলন্ত উলুকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে ॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর ।
ভ্রূভঙ্গ তিলেক নাহি দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ ।
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ কার নিবারণ ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন পতন ॥
যে বাণেতে গন্ধর্ব্ব বান্ধিল দুর্য্যোধনে ।
সেই বাণ অর্জ্জুন যুড়িল ধনুর্গুণে ॥
বান্ধিয়া গন্ধর্ব্ব গলা ভুজের সহিত ।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত ॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি ।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি ॥
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন ।
যে রূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেন রণ ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন সবার বন্ধন ।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
এই চিত্রসেন জ্ঞান গন্ধর্ব্বের পতি ।
ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি ॥
চিত্রসেনে বলেন যে তুমি মতিমন্ত ।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন করিলেন অপরাধ ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিব ইন্দ্রকে এসব অপমান ।
যাও দ্রুত নিজালয়ে করহ পয়ান ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব পতি আনন্দিত মনে ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল সেইক্ষণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ ।
সহজে অশুদ্ধ বুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন ।
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুরাচারে ।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম অবতারে ॥

তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে।
হেনজনে দুঃখ দুষ্ট দিলেক কপটে॥
মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিল সে জন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ।
শুনিলাম মিষ্টকথা তোমার বদনে।
অতঃপর কি করিল দুষ্ট বুদ্ধিগণে॥
শুনিবার ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোনস্থান॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
মুনিবর বিশেষ করিয়া কহ মোরে॥
বৈশম্পায়ন বলে তবে শুন নরবর।
কাম্যক কাননে আছে পঞ্চ সহোদর॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্ববৎ শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন।
হেথায় আসিয়া তবে কৌরব প্রধান।
গন্ধর্ব্ব পতির হাতে পায় অপমান॥
আহারে অরুচি হৈল অভিমান মনে।
একান্ত বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর।
কি মত প্রকারে মম দুঃখ হবে দূর॥
করিলা সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা॥
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন॥
চিত্রসেন করিল যতেক অপমান।
ততোধিক শত্রুতে করিল পরিত্রাণ॥
ইহা হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ গণি শত গুণে।
এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্যেতে বাস॥
ইন্দ্রের সমান সঙ্গী চারি সহোদর।
সূর্য্য তুল্য সহস্র২ দ্বিজবর॥
মনের মানসে সবে করে নানা ভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয়॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ॥
কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহি জানি মহাশয়॥
বুদ্ধিবলে মারিব উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পায়ে যদি তারা বাঁচে॥
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে চিন্তহ এত সবে॥
দুষ্টমন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা॥
তপ জপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীত করিবা নিত্য প্রজার পালন॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে উপাধিক না লইবে॥
পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমান।
দোষমত শাস্তি দিবা দুষ্ট বুদ্ধিজন॥
মান্য জনে নিত্য২ বাড়াইবা মান।
যে কিছু কহিবা কথা বিনয় প্রধান॥
সতত না হয় শান্তি সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্মে পরম পৌরষ॥
দুষ্ট বুদ্ধিদাতা সেই দুষ্ট দুরাচার।
সে সকল সহ না করিবা ব্যবহার॥
অবিরত শাসনে রাখিবা সব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি॥
পরপক্ষে কদাচিৎ নহিবে বিশ্বাস।
মন বুঝি রাখিবে যতেক দাসী দাস॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবা এ সব কথা পরম যতনে॥

নহুষ যযাতি আদ পূর্ব্ববংশ যত।
পৃথিবী পালিতে সবে করে এইমত ॥
সে সবা হইতে তব বিপুল বিভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি আপন শকতি ॥
অতঃপর যে হয় তোমার উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলা বিশেষ ॥
পূর্ব্ব পিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এতদূর কৃপা ॥
এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
ত্রিবিধ অনেক স্তুতি কেল দুর্য্যোধন ॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল আনন্দমতি কৌরব সমাজ ॥
নানা বাক্যে কথায় কৌতুক মনসুখে।
মুনিরে করিলা বশ যত সভ্যলোকে ॥
একদিন একান্তে বসিয়া দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন ॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব প্রধান।
আমার বচন সখা কর অবধান ॥
এক কথা বিচার করিনু আমি মনে।
পঞ্চভাই নিবাস করয়ে কাম্যবনে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥
সূর্য্যের কৃপায় ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষ তাহা ভুঞ্জে লক্ষজনে ॥
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণে যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় ॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোনজন ॥
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশদণ্ড নিশিযোগে নিজে কিছু খায় ॥
সেইকালে তথায় যাইবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যায় সেইস্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাইপঞ্চজনে ॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডব বংশ ঘুচিবে সন্তাপ ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
মুনিরাজে কহিব কর্ত্তব্য যদি হয় ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু২ প্রংশসা করিল সর্ব্বজন ॥
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলা মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
আর দিন দিনান্তরে বসি মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব সমাজ ॥
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
দুর্য্যোধন সম্বোধিয়া কহে মুনিবর ॥
শুন রাজা ভুবন ভরিল তোমার যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ ॥
ইষ্টবর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথাস্থান ॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদ গদ ভাষে কহে মধুর বচন ॥
ধন ধর্ম্ম ধরা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল ॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক মতি চরণে তোমার ॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কট বাসি কৃপা যদি হয় ॥
যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয় ॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশদণ্ড নিশি।
হেনকালে অতিথি হইবে মহাঋষি ॥
ভক্তিভাবে বুঝিয়া জানিয়া তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূজা করে দেব দ্বিজ ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয় ॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত ॥

ভোজন করেন যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষজন ॥
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায় ॥
অভক্তির ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীত করিতে উচিত ॥
দশ দণ্ড রজনী উত্তীর্ণ হবে যবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে ॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বজন।
সেইকালে যাইবা সহিত শিষ্যগণ ॥
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাবে বলি তারে ॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
অবশ্য যাইবে তথা দেখিবে গোঁসাই ॥
কোন ভার দিলা রাজা এই কোন কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা ॥
জানিবে সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে ॥
তৃতীয় তোমার বাক্য করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ ॥
শুনিয়া আনন্দ মতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন ॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেইমত সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে ॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দ মনে রাজা দুর্য্যোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কাম্যবনে যুধিষ্ঠির নিকট দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধন স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিত মনে ॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে ॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
প্রভাসের স্নান করে ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক কহিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে ॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন ॥
পূর্ব্বদিক প্রসন্ন করিল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকশিত দেখিয়া কৌমুদী ॥
মাঘব মাসেতে শীত পক্ষে চতুর্দ্দশী।
সে দিন চলিল দুর্ব্বাসা মহাঋষি ॥
কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া আনন্দ ॥
অতিক্রান্ত হইল যখন অর্দ্ধনিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি ॥
তথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদূর যান পঞ্চজন ॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এত রাত্রে কি হেতু মুনির অগ্রসার ॥
বিশেষ দুর্ব্বাসা মুনি আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষ করিবে প্রলয় ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
দেখিতে২ তথা আইল মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ ॥
সম্ভ্রমে চরণে পড়িলেন দণ্ডবৎ।
আদর করেন যেন দেবের সম্মত ॥
মুনিকে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজন।
সেইমত সম্ভাষেণ যত শিষ্যগণ ॥
আছিল রাজার পাশে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজ সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন ॥

বয়োধিকে মান রাখি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সমান২ জনে ধরি দেয় কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল মহাগোল॥
ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় গমন কারণ॥
কোন দেশ হৈতে আজি হৈল আগমন।
কোন দেশ করিলেন মঙ্গল ভাজন॥
তীর্থ অনুসারে কিম্বা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্য হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি॥
অনেক করিল সেবা ভাই শতজনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে॥
এই হেতু হেথায় করিনু আগমন।
যেমন পাণ্ডব কুরু আমরা তেমন॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত আছি যে সর্ব্বজন॥
রন্ধন করিতে কহ যাহ দ্রুতগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয়॥
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির অনুরোধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয়॥
সন্ধ্যা হেতু গমন করহ মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যে যাহা হয়॥
তবে মুনি সংহতি সকল শিষ্যগণ।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল॥
কৃষ্ণা বলে যে কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বুঝি বিধি কৈলা অকালে প্রলয়॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কাহিনে।
আজি মুনি ক্রোধানলে সবে দগ্ধ হৈলে॥
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে॥
দ্রৌপদী কহিলা এই দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ॥
আমা সবা হৈতে কিছু নহে প্রতীকার।
কেবল কারণ প্রভু করিবে উদ্ধার॥
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
চিন্তায় আকুল অতি শরীর অস্থির॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদ সাগরে॥
পার কর আমারে গোবিন্দ মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয়॥
তোমা হেন আছে যার মহারত্ন নিধি।
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি॥
তোমারে পাণ্ডব বন্ধু বলি লোকে কয়।
সে কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া॥
তথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে॥
ব্যগ্র হৈয়া ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হৈয়া উঠিয়া বৈসেন চক্রপাণি॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছটফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে আছে মন॥
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে হৈল বুঝি অভিপ্রায়॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণ প্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা ॥
ভক্তাধীন আমারে যে করিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা ॥
মম ভক্ত জন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
এ কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ সাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি ॥
এত শুনি কহিলা রুক্মিণী ঠাকুরাণী ॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥
বিশেষ সকল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সদাকাল থাক তথা ॥
গমন রজনীকালে উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি ॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমনে তবে কোন প্রয়োজন ॥
এতবলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আইল স্মরণ মাত্রে বিনতা নন্দন ॥
বসিল উঠিয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যবনে গমন।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলা স্মরণ ॥
কি হেতু হইল আজ চিত্ত উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যথা পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন তথা করিব গমন ॥
হেথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আইলেন হরি খগাসন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া গোবিন্দ আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
ব্যগ্র হইয়া কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
নিকটেতে পাইলেন দেবকীনন্দনে ॥
আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ননিধি ॥
চিরদিন সমাগত দেন আলিঙ্গন।
আনন্দ সলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
পূর্ণ করি মানিলেন মম অভিলাষ।
অন্য অন্য সর্ব্বজনে করিল সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর ॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এতরাত্রে শিষ্য সহ আইল দুর্ব্বাসা ॥
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্ত নহে কোনজন ॥
সবংশে মজিনু আমি আজি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
রাখিবা রাখহ নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
যুধিষ্ঠির এতেক কহেন নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
এত বলি সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মমণি।
ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী ॥

কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণার পুরিল অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ ॥
সাধক বৎসল প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
দীনবন্ধু নাম তব জানিলাম আমি ॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছে।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাইতে কিবা আছে
বিলম্ব না সহে কৃষ্ণা অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাতে করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা বলে জানিয়া সকল সমাচার।
আপনি এমন কহ অদৃষ্ট আমার ॥
অন্ন দিতে আমি যদি হইতাম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে না হইত আগমন।
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্ম ফল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনুদয়।
পাইলা উত্তম পরিহাসের সময় ॥
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রুপদ তনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন মায়া ॥
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন তখন যতেক দেবঋষি ॥
অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যমাত্র আছে পাত্র দেখ নারায়ণ ॥
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্য নিবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইবে তৃপ্ত কিছু হৈলে হয় ॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি ॥
আনিয়া কহিল দেবী দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
শাকের সহিত এক অন্ন মাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল ॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল ॥
ইহা বলি পুনঃ পুনঃ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেইমত হইল সবার ॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে সেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারিলেন ইহার কারণ ॥
মন্দানলে উদর পূর্ণিত সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্গার ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ ॥
মুনি বলিলেন শুন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকর্ম্মেতে হৈল দেখ উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিত্রাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রান্তে এমন কি পারিবে হইতে ॥
শিষ্যগণ বলে যে কহিলা মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময় ॥
সন্ধ্যাহেতু যাই মুনি প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতে ছিল ক্ষুধার অনলে ॥
অকস্মাৎ এইমত হইল সবাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধূমোদ্গার ॥
অন্য অন্য বিচার করয়ে জনে জন।
কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ ॥
মুনি বলে আশ্চর্য্যে ডুবিল মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কছু না পাই কারণ ॥

যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোনলাজে তারে গিয়া দেখাব বদন॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যেগণে বলিলেন কি হইবে আর॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে।
অতিথি হইয়া সবে যাব তাঁর স্থানে॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলিলেন কথা মম মনে লয়॥
এতবলি শয়ন করিল সর্ব্বজন।
জানিলেক সব তত্ত্ব দৈবকীনন্দন॥
কৃষ্ণা সহ গেলেন যেখানে যুধিষ্ঠির।
সবাকরে সম্মুখে কহেন যদুবীর॥
মুনির কারণ মনে না করিবে ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয়॥
স্নান দান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলে বিলম্ব ভালই এতক্ষণ॥
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হইল পুনর্জ্জন্ম॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে জনক গেলেন পরলোক॥
গোঁয়াইনু সেই কাল পরের আলয়।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়॥
তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এ সব সঙ্কট হৈতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
রাজ্য নাশ বনবাস হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে॥
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলা যতেক কথা সব আমি জানি॥
পাইলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না ত্যজিহ মহাশয়॥
তুমি যে কহিলা আমি হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে॥
দান ধর্ম্মে রাজনীতি এ তিন ভুবন।
আছয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মন॥
নির্ব্বলের বল ধর্ম্ম আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে॥
অধর্ম্মে অপার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে হয়॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে আমা না ছাড়িহ কদাচন॥
এতবলি বিদায় নিলেন নারায়ণ।
গরুড়ে চড়িয়া যান দ্বারকা ভুবন॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চজন।
হৃষ্টমনে শয়ন করিল সর্ব্বজন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

—•—

সশিষ্যে দুর্ব্বাসার ভোজন।

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন সমাপন॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে
ভীমার্জ্জুন যান দোঁহে মৃগয়া কারণে

স্নান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী।
সত্বর তথায় আইলেন ধর্ম্মমণি॥
কহেন মধুর বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতী করহ রন্ধন॥
আজিকার দিন যদি যায় ভাল মতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচি ত্রিজগতে॥
স্নান করি এখনি আসিবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্নপান।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ॥
এই হেতু চিন্তা বড় আছে মম মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণা আপনার গুণে॥
তোমা হৈতে সকল সঙ্কটে তবে তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরি॥
তোমার যতেক গুণ না যায় বর্ণনা।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা পাণ্ডবের সম্ভাবনা।
আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায়॥
এখন করহ তুমি উচিত যে হয়॥
কৃষ্ণা বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অল্পকার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ॥
ধর্ম্ম পথ মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি॥
সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হৈলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে॥
চিন্তা না করিহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ করি যে রন্ধন॥
যাও শীঘ্র সশিষ্য আনহ মুনিবরে।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির কৌতুক অন্তরে॥
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক জপ প্রভাসের জলে॥
সেইমত করিলেক শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবারে কহিল মুনিরাজ॥
চল শীঘ্র তথায় যাইব সর্ব্বজন।
করিল ধর্ম্মের প্রতি শাস্তি আচরণ॥
এত বলি চলিল সশিষ্য মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দ অতি পাণ্ডব সমাজ॥

অগ্রসরি কতদূর সর্ব্বজন আসি।
সাদরে সশিষ্য চলিলেন মহাঋষি॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পাঁচজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্মে কুশের আসনে॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদর।
সেই পাদোদক আনি পরম সাদর॥
পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপতি কহেন ধীরে ধীরে॥
নিশ্চয় আমার আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন বিনা রত্ননিধি॥
প্রসন্ন হইল মম আজিকার নিশি।
কৃপা করি আপনি আইলা মহাঋষি॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিলে না হবে হেন করি অনুমান॥
তপস্যা করিল পূর্ব্ব পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন॥
কৃপা কর আমায় সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোনগুণে॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিতে লাগিল তপোধন॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ হেন বাণী॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভীর॥
অসার সংসার এই সার মাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তি নহিল সর্ব্বথা॥
সুখ দুঃখ শরীরে সহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান॥

সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য২ ॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বসুমতী প্রতি যোগ্য তুমি সে ভাজন ॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাঁই পাইলাম লাজ ॥
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসে গেলেম সর্ব্বজন ॥
সায়ং সন্ধ্যা জপ আদি কিছু যে আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল ॥
পথশ্রমে অশক্ত উঠিতে শক্তি নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিনু সেই ঠাঁই ॥
আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া যদি হইল রন্ধন ॥
ধর্ম্ম বলে কালি মম দুরাদৃষ্ট ছিল।
এ কারণে সবাকার আলস্য হইল ॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলা প্রবেশ ॥
দেবের দুর্লভ হয় তব আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ মব না হয় কদাচন ॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল ॥
এত বলি আপনি উঠেন ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি ॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্নান।
শ্রুতিমাত্র দুই ভাই হইল সাবধান ॥
নানা দিকে স্নান করি দিল অন্ন জল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল ॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুইজনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে ॥
ধর্ম্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥
হইবে রৌদ্রের তেজ হৈল অতি বেলা।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা ॥
বলেন দুর্ব্বাসা মুনি তুমি সাধুজন।
অট্টালিকা হৈতে ভাল তোমার আশ্রম ॥
কদর্য্যস্থানেতে যদি সাধুজন রয়।
স্বর্গের সমান তারে বেদে হেন কয় ॥
এত বলি কৌতুকে উঠেন মুনিবর।
আনন্দ বিধানে বৈসে সহ শিষ্যবর ॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থান।
যুধিষ্ঠির পঞ্চভাই করিলা বিধান ॥
অন্ন পরিবেশন করেন সবে আনি।
বাড়িয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী।
সবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চজন।
যে যাহা চাহেন তাহা দেন ততক্ষণ ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের কারণ।
একবার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
আপনার ইচ্ছায় যতেক করে ব্যয়।
সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয় ॥
নাহি জানি খান কত দেন কত আনি।
খাও খাও বলে সবে এইমাত্র শুনি ॥
অবিলম্বে তাহা পান যাহা অভিলাষী।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী।
অনন্তরে উঠিয়া করিল আচমন।
সাধু২ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান।
নহিল নহিবে আর তোমার সমান ॥
এমন প্রকারে যদি পাই বনবাস।
তবে আর কি কার্য্য স্বর্গেতে অভিলাষ ॥
সহোদর তোমার সকল গুণবান।
দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এইমত সর্ব্বদা হইবে তুষ্ট তুমি ॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিবে মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্পদিনে ॥
বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥

সফল এ জন্ম কর্ম্ম জানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি ॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিত বিচলিত নহ সত্যপথে ॥
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিরাজ।
সেইমত সম্ভাষণ করে শিষ্যমাঝ ॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি দেন বিধিমাত।
তুষ্ট হৈয়া সর্ব্বজনে চলে স্বর্গপথে ॥
পরাণে কাতর দুষ্ট বুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য রৌদ্রের তেজ লাগিল হৃদয়ে ॥
অনাহারে অরুচি চিত্ত সদত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দুর্ব্বল ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হৈয়া।
একান্তে বসিল যত পাত্র মিত্র লৈয়া ॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণে যাত্রা।

দুর্য্যোধন কহিলেন কি যুক্তি করিলা।
বিধাতা দিলেক বলি নিশ্চিত রহিলা ॥
বিধিকৃত হইলে অবশ্য হবে জয়।
ঈশ্বর না করিবে সকল মিথ্যা হয় ॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ।
নিত্য২ ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি নিবন্ধন ॥
ফল পায় যেবা রাখে বিধাতাতে মন।
জীবন উপায় করিবেক সর্ব্বজন ॥
বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাসে তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধভরে ॥
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ ॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
অনায়াসে উদ্বেগ সাগর হৈতে তরি ॥
কহিলা যতেক কথা মনে নাহি লয়।
পরাক্রম পাণ্ডবেরে কে করিবে জয় ॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন।
আনিবা দ্রুপদসুতা করিয়া হরণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥
সেকারণে কহি আমি এসব সম্মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥
লুকাইয়া রাখিবে দ্রৌপদী গুপ্তস্থানে।
খুজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সে স্থানে ॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চভাই হইবে বিয়োগ ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল।
তোমা সবাকার যদি হয় তো সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য এই লয় মম মতি ॥
এতেক কহিল যদি কৌরব প্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলা মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই সবাকার মতে।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথে ॥
দুষ্ট মতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি সবে আনন্দ হইল ॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
সাবধান হইয়া রহিবে চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥
এতেক কহিল যদি কৌরব ঈশ্বর।
ততক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥

তোমার আজ্ঞায় আমি যাই কাম্যবনে।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ কেমনে॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একক পাণ্ডব।
শতাংশে সমান তার নাহি মোরা সব॥
বিশেষে আপনি মনে কর অবধান।
একা পার্থ গন্ধর্ব্ব সমরে কৈল ত্রাণ॥
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোনজনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেকে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ॥
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা॥
কহিলা যতেক তুমি সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কেহ হরে যাজ্ঞসেনী॥
কিছার কৌরব সেনা কর্ণ গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণী ত্রাসে॥
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন জন॥
অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে।
বুদ্ধিবলে যাজ্ঞসেনী হরিয়া আনিবে॥
সন্নিকটে সতত থাকিবা সর্ব্বজনে।
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে॥
স্নানদান সকলে যাইবে চারিভিত।
সেইকালে তথায় হইবে উপনীত॥
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূর দেশে।
খুজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডব মরিবে অভিপ্রায়॥
সুস্নিগ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
অসঙ্কচে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট॥
তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ তুমি তুমি সে সপক্ষ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিবা তুমি রাজা দুর্য্যোধন॥
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা গদ গদ ভাষ।
জয়দ্রথ কহে শুনি বচন প্রকাশ॥
কি কারণে এতেক কহ নরপতি।
অবশ্য কর্ত্তব্য যে তোমার অনুমতি॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক কাননে।
প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজনে॥
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ কৌরব গৌরব॥
সবায় সম্ভাষি বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্যকাননের পথে॥
যাইতে২ রথে করিলা বিচার।
রাজার সাহসে আজি হৈনু অঙ্গীকার॥
পড়িলে ভীমের হাতে না হবে নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার॥
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর বনে।
দুদিক কানন শোভা মধ্যে দিয়া পথ।
নানা বর্ণ সুবাসিত পুষ্প শত২॥
বিবিধ কুসুমে দেখ শোভিয়াছে বন।
মকরন্দে পান করে সুখে অলিগণ।
অনেক বিবিধ শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন নিকটে আইল কতদিনে॥
নন্দনকানন হেন দেখি কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখি মুনিগণ॥
স্থানে২ দেখিলেন দেবের আশ্রম।
বহুবিধ বিহঙ্গম করে নানা ক্রম॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি বুলে বার নিরখিয়া পথ॥
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়॥
হেনমতে তথা রহে করিয়া গোপন।
একদিন শুন রাজা দৈবের ঘটন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদী হরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান ।

শুন জন্মেজয় তথা দৈবের ঘটনে ।
জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবনে ।।
উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুইজন ।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন ।।
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিনজন ।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥
জয়দ্রথ দেখিলেন শূন্য সে মন্দির ।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাধীর ।।
কুঁড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ ।
যাজ্ঞসেনী দেখিলে আইল জয়দ্রথ ।।
রথ হইতে ভূমিতে নামিল মহাবীর ।।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির ।
দেখিয়া জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি ।
পূজা হেতু চিন্তা তার কৈল গুণবতী ॥
শূন্যালয় মন্দিরে না ছিল কোনজন ।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন ।।
পদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল ।
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল ।।
কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোন দেশে
এ বনে আইলে কোন প্রয়োজন বশে ।।
জয়দ্রথ বলিল নাহিক কোন কায ।
চিরদিনে ভেটিতে আইনু ধর্ম্মরাজ ।।
একমাত্র দেখি তুমি করহ রন্ধন ।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন ।।
কোন কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয় ।
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয় ।।
কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ সমাজ ।
সহদেব নকুল সহিত ধর্ম্মরাজ ।।
ভীমার্জ্জুন বনে গেল মৃগয়া কারণে ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি আসিবে সর্ব্বজনে ।।
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ সব বচন ।
দুষ্ট জয়দ্রথের চঞ্চল হৈল মন ।।
চতুর্দ্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায় ।
এতবলি চঞ্চল হইয়া ঘন চায় ।।
নিকটে আছিলা কৃষ্ণা তুলি নিল রথে ।
শীঘ্রগতি চালাইল হাস্তনার পথে ।।
কৃষ্ণা বলে দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার ।
বুঝিলাম কালপূর্ণ হইল তোমার ।।
বড় বংশে জন্মিয়া করহ নীচ কর্ম্ম ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি ফলিবে তার ধর্ম্ম ।।
যাবৎ পুরুষ সিংহ ভীম নাহি দেখে ।
প্রাণ লয়ে যাও শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ।।
ওরে দুষ্ট কি হেতু হইল মতিচ্ছন্ন ।
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সংপূর্ণ ।।
ওরে অন্ধ ভালমন্দ জানহ সকল ।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল ।
পরপক্ষ জনে যদি আসি করে রণ ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ।।
তোর ক্রিয়া শুনি লোকে কর্ণে দেয় কর ।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ।।
হেনমতে অনেক কহিল যাজ্ঞসেনী ।
চোর নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ।।
ভালমন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে ।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে ।।
দ্রৌপদী দেখিলা তবে পড়িনু বিপাকে ।
গোবিন্দ২ বলি পরিত্রাহি ডাকে ।।
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ ।
এ কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ ।।
কোথা গেলা মহারাজ ধর্ম্ম অধিকারী ।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রম কেশরী ।।
ভুবন বিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি ।
তোমার বনিতা জনে হেন হৈল গতি ।।
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল ।
দুষ্টজনে আসি দেহ সমুচিত ফল ।
তোমরা এ পঞ্চভাই রহিলে কোথায় ।।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায় ।।
শূন্যালয়ে আছি দুষ্ট জানিয়া ধরিল ।
সিংহের বনিতা আমি শৃগালে হিংসিল ।।
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন ।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন ।।

কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাউক দুর্ম্মতি॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই॥
শূন্যালয় দেখিয়া মনেতে হৈল স্তব্ধ।
শুনিলেক দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ॥
ব্যগ্র হইয়া তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে॥
চিন্তাকুল ধায় সবে না দেখেন পথ।
দূর হৈতে দেখিল পলায় জয়দ্রথ॥
ভয় নাহি বলিয়া ডাকয়ে তিনজন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
মৃগয়া করিয়া আইসে ভাই দুইজন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন॥
দূর হৈতে শুনিলেক ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম শব্দ এই বোল॥
অর্জ্জুন কহেন ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত॥
কি হেতু আইল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন দুষ্টগণে॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয়॥
ভীম বলিলেন কথা নাহি লয় মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করেন শমন সদনে॥
চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত করিব জানিয়া নিরূপণ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ু প্রায়।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায়॥
হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ॥
তবে পার্থ মহারথ করেন স্মরণ।
চিন্তা মাত্রে রথবর আইল তখন॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি॥
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে॥
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুলে।
চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরিলেক চুলে॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত খগেন্দ্র মুখে যেন সর্প শিশু॥
কহিল কৃষ্ণায় তবে আশ্বাস বচন।
স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখমন॥
যেমত তোমারে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি॥
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥
জয়দ্রথে কহিলেন ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় কুকর্ম্মের ফল॥
ওরে দুষ্ট থাকে যদি জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত ভরসা॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি গিয়াছিলি ঘর।
এতবলি গণিয়া মারিল দশ চড়॥
বজ্রমুষ্টি খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কম্পয়ে যেন কদলীর পাত॥
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানিয়া লইল কতদূর॥
অনেক নিন্দিয়া তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে॥
মুক্তকেশ নষ্টবেশ বহে রক্তধার।
ফাঁফর হইয়া কান্দে না পায় নিস্তার॥
চুলে ধরি ভূমেতে ঘষিল তার মুখ।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী পরম কৌতুক॥
পুনঃ২ প্রহার করয়ে বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিল ধর্ম্মের তনয়॥

কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম্ম ।
বিশেষ ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম ॥
পাইলেক তায় দুষ্ট সমুচিত ফল ।
দোষমত ফল দণ্ড হইল সফল ॥
কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন ।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন ॥
ভগিনী ভাগিনে দোঁহে হইলে অনাথ ।
কান্দিবেন সকলে বিশেষ জ্যেষ্ঠতাত ॥
এ কারণে কহি ভাই শুনহ বচন ।
ছাড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন ॥
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি বৃকোদর ।
জয়দ্রথ এড়ে বীর হইল অন্তর ॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হয়ে নম্র শির ।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে ।
কি হেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে ॥
ক্ষণেক না হইত যদি মম আগমন ।
এইক্ষণে যাইতিস শমন সদন ॥
পলাইয়া যারে লয়ে নির্লজ্জ জীবন ।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্টজন ॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল ।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল ॥
যত দুঃখ আমাকে দিলেক যত কষ্ট ।
এইমত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট ॥
এতবলি আশ্রমে চলিল ছয় জনে ।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা ।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে ।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিলা মনে ॥
পাঠাইলা দিল মোরে কৌরব প্রধান ।
তার কার্য্য করিতে বিধাতা কৈল আন ॥
কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ ।
উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ ॥
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত ।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হৈবে অন্ত ॥
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল ।
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল ॥
তপস্যার বলেতে পাণ্ডব বলবান ।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন ॥
কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবর ।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর ॥
প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ ।
পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥
এতবলি হিমালয় পর্ব্বতে সে গেল ।
শুদ্ধি হৈয়া মন আত্মা সংযুক্ত করিল ॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্লেশ ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ ॥
কতদিন বাঞ্চিল খাইয়া ফুল ফল ।
অতঃপর আহার করিল মাত্র জল ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি ।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী ॥
চারিমাস বরিষা বসিয়া বৃক্ষতলে ।
মাথাতে পাতিয়া ধরে বরষার জলে ॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর ।
তাহাতে নিমগ্ন হৈয়া রহে মহাবীর ॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ ।
কঠোর তপেতে বশ হেলেন মহেশ ॥
দেখিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর ।
মায়াদেহ ধরিয়া ব্রাহ্মণ কলেবর ॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি ।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারী ॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে ।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥
হেনকালে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর ।
তপস্যা ত্যজহ রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
এতশুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে ।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে ॥

বিস্ময় হইয়া কহে তুমি কোন জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন॥
রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবন বিখ্যাত॥
কৃপা করি সেই মূর্ত্তি করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস॥
ভক্ত জানি নিজরূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত যিনি দীপ্ত কলেবর॥
কটিতটে ফণীন্দ্র আটনি বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গজাল॥
আপনাকে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল॥
অষ্টাঙ্গে লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অনাথের নাথ তুমি কৃপার নিধান।
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ॥
মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনে জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুইকর॥
আমাকে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডব আজ্ঞা কর কৃপানিধি॥
এত শুনি শূলপাণি করিলেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা মাগ ইষ্টবর॥
জয়দ্রথ বলে অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডব আজ্ঞা করহ গোঁসাঞি॥
মহেশ বলেন তুমি নহে জ্ঞানযুত।
পুনঃ পুনঃ কি কারণে কহ অসঙ্গত॥
ত্রিভুবন বিজয়ী পাণ্ডব মহামতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমিত তোমার মত নহি হীন প্রজ্ঞা॥
প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর।
যাহা ইচ্ছা নরপতি মাগ ইষ্টবর॥
আপনার ইষ্ট যে সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ তুষ্ট॥
এখন জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কি হেতু আসিয়া দিলা অধমেরে দেখা॥
যাও প্রভু নিজস্থানে করহ গমন।
প্রাণ ত্যজি কহিলাম এই নিরূপণ॥
বলিলেন ধূর্জ্জটি জঞ্জাল কর মিছা।
করিবা যে কর তবে আপনার ইচ্ছা॥
পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি।
এইবর দিতে নাহি আমার শকতি॥
নৃপতির এতেক বচন শুনি হর।
কৈলাস শিখরে যান দুঃখিত অন্তর॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ॥
নানা ক্লেশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি।
তার তপ দেখি চমকিত সর্ব্ব ঋষি॥
উর্দ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
তবে শিব জানিয়া একান্ত তার ভক্তি।
ক্ষণেক রহিতে আর না হইল শক্তি॥
যথায় ভূপতি বসি করে তপক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ॥
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্বর্গ চাহ যাহে লয় তব মন॥
রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্ল্লভ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি॥
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি॥
মহাদেব বলে অন্ধ হইলে রাজন।
সকল ছাড়িয়া চাহ পাণ্ডব হিংসন॥
জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাণ্ডবে॥
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই॥
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত শত আছে ইষ্টবর॥
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষ পাণ্ডব তাহে নহে অন্য জন॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে একজন।
তাহার মহিমা কত জানে কোনজন॥

পরম পুরুষ যেই ব্রহ্ম সনাতন।
দুই দেহ ধরিয়া আপনি নারায়ণ ॥
বিশেষ হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর নারায়ণে রূপে পূর্ণ অবতার ॥
নররূপ ধীর পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ ॥
মহামদ অন্ধমতি না জানি কারণ।
ইহাকে জিনিবে বরে আমি কোন জন ॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বরে কিসে গণি আমি না হইবে শক্য ॥
তবে যদি একান্তে হইল তোর মন।
বিনা পার্থ সমরে জিনিবে চারিজন ॥
রাজা বলে যেই আজ্ঞা কৈল দেবরাজ।
বিনা পার্থ সমরে জিনিয়া কিবা কায ॥
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর সহিতে জিনিব ধনঞ্জয় ॥
তবে মম জীবন সফল পূর্ণ আশ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস ॥
বড় বংশে জন্ম তোর হীন বুদ্ধি নয়।
কি কারণে বল রাজা অসৎ আশ্রয় ॥
অর্জ্জুন বলিয়া যেই এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ আদি আমা আদি জনে ॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর।
প্রভেদ অর্জ্জুন আমি একই শরীর ॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাহার প্রধান সখ্য তৃতীয় পাণ্ডব ॥
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবন সুখ্যাতি অর্জ্জুনের কর্ম্ম ॥
অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥
জিনিবা সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
আত্ম হৈতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥
কি কর্ম্ম করিয়া তবে করিবা বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
কৈলাস শিখরেতে গেলেন মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যান তবে হস্তিনা নগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন।

হেথায় কৌরব পতি চিন্তাকুল হৈয়া।
চিত্তে অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লৈয়া ॥
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ রাজার বিলম্ব কি কারণ ॥
কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহুদিন।
কি কর্ম্মে হইবে শক্য বল বুদ্ধি হীন ॥
কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম বজ্রহাতে ॥
এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আইল দুর্ম্মতি ॥
নিরখিয়া ভূপতিরে আনন্দ প্রচুর।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কতদূর ॥
চিরদিনে পাইয়া বান্ধব দরশন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাত ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
বসিয়া কৌতুকে দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে এতেক বিলম্ব কি কারণ ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর অবধি যতেক সমাচার ॥
শুনি জয়দ্রথ মুখে সর্ব্ব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য নাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥

অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নির্ব্বন্ধ হয় যখন যেমন ॥
সভা ভাঙ্গি স্বস্থানে চলিল সর্ব্বজন।
দুঃখ মনে নিজ গৃহে গেল দুর্য্যোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জন্মেজয় বলিলেন কহ অতঃপর।
কোন কর্ম্ম করিলেক পঞ্চ সহোদর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চজন ॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত ॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন ॥
অগ্রসরি কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী ॥
সেইমত সম্ভাষেণ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহাকুতূহলী ॥
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ।
আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
কহ শুনি এস্থানে কি জন্য আগমন ॥
মুনি বলিলেন ইচ্ছা তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই সেতু আপনি হইলে অগ্রসার ॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন আনন্দে সকলে যোগ্যস্থানে ॥
মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস বদনে বসিলেন নম্র শির ॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে কহ ধর্ম্মের তনয় ॥
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন ॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ।
অতঃপর অচিরে পাইবে রাজ্যদেশ ॥
কত কত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে ॥
পাপরূপ চিন্তা হয় বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জনে মতি লোপ করে ॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি করি সে কারণে।
তাহা বুঝাইয়া কত তোমা হেন জনে ॥
চিরদিনে আইনু তোমার দরশনে।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ হয় মনে ॥
রাজা বলিলেন কিবা কহ মুনিবর।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
না হইল না হইবে আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধম দেখহ প্রমাণ ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্বভাগ্য ফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে ॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু দুঃখ অতি অজ্ঞান সময় ॥
ছল করি যে কর্ম্ম করিল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ জানহ আপনে ॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা ॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য অধিকার।
আমার নিযুক্ত হৈল বৃক্ষ তলা সার ॥
রাজপুত্র অভাগ্য আমরা পঞ্চজনে।
চিরকাল দুঃখেতে আজন্ম গেল বনে ॥
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
ভ্রমিব কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটনে ॥
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সমান্য বনিতা ॥
নারী মধ্যে এমত নাহিক সুশিক্ষিত।
দান ধর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম করণে দীক্ষিত ॥

যেন রূপ তেন গুণ একই সমান।
কতবার কষ্টেতে করিল পরিত্রাণ ॥
নিজ দুঃখে দুঃখীত নাহি হই তপোধন।
দ্রৌপদীর দুঃখেতে কাতর অতি মন ॥
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা ॥
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনানগরে ॥
তেমতি ধাইনু পথে পঞ্চ সহোদর।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরে বৃকোদর ॥
ধরিয়া তাহারে ছলে করিয়া লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা ॥
কেবল তোমার মুনি চরণ প্রসাদে।
নিমিষেকে উদ্ধার করিনু অপ্রমাদে ॥
এইক্ষণে আশ্রমে আইনু পঞ্চজনে।
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দ মনে ॥
বড়ই অসহ্য বজ্র নারীর হরণ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ ॥
আজি যে পাইনু দুঃখ নাহি পরিমাণ।
নাহিক না হবে দুঃখ আমার সমান ॥
যুধিষ্ঠির রাজার এতেক বাক্য শুনি।
ঈষদ হাঁসিয়া তবে কহে মহামুনি ॥
কহিলা যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলিয়া না লয় মম মন ॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর ॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি ॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করায় ভোজন।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোনজন ॥
দয়া সত্যক্ষমা শান্তি নিত্য দান কর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম্ম ॥
নিশ্চয় কহিনু এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি সে ভাজন ॥
আর যে কহিলা তুমি দুষ্ট জয়দ্রথ।
দ্রৌপদী লইয়া ছিল হস্তিনার পথ ॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায় ॥
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি ॥
সবে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিনায় যায়।
এ কোন কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায় ॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনক নন্দিনী নাম সীতা ॥
অনাদি পুরুষ যাঁর পতি নারায়ণ।
হরিয়া হইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ ॥
দশমাস ছিল বন্দী অশোক কাননে।
নিত্য নিত্য প্রহার করিত চেড়ীগণে ॥
তবে রাম মারিয়া রাক্ষস দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
দ্রৌপদী হইতে সীতে দুঃখিত বিখ্যাত।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ যেবা আছে জ্ঞাত ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর বনেতে মহাক্লেশে।
জটা বাকল পরিধান তপস্বীর বেশে ॥
দশমাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ ॥
মার্কণ্ডেয় মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
নিবেদন করি মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
জন্মিলেক কি হে মর্ত্তেতে নারায়ণ।
কি মতে তাহার সীতা হরিল রাবণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—•—

জয় বিজয়ের অভিশাপ ও হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষ বধ।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ ॥
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন।
একদিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন ॥
ব্রাহ্মণ যাইতে ছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারেতে রাখিল দুইজনে ॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে দিল এই শাপ ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজ বাক্য শুনি দুইজন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনিয়া উভয়ে হৃষীকেশ ॥
আমা হৈতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর ॥
কাহার শকতি তাহা করিতে হেলন।
ক্ষিতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবে দুইজন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে ॥
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় দোঁহাকে ॥
মিত্রভাবে আমাকে জানিবা গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ব্ভের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার ॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিহ জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥
যদি দোঁহে জনম লইবা বারে বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে ॥
হেনকালে আশ্চর্য্য শুনহ আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপ বনিতা ॥
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ং সন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর ॥
দিতি বলে পশ্চাৎ করিবা সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্র কাম্যে আইলাম আমি ॥
মুনি বলে হৈল এই রাক্ষস সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হইলে কভু ভাল নয় ॥
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাও তনয় ॥
হেনমতে এ কথা কহেন যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি ॥
মুনি বলে না শুনিলা আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তাহা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে ॥
ধর্ম্ম পথ বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥
অবতরি নিজহস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিত পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে ॥
এতেক বলিয়া মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত ॥
মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ব্ভেতে।
জয় বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে ॥
যথাকালে প্রসব হইলা দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যথা মুনির কাহিনী ॥
জন্মকালে হইল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দ সঘনে নির্ঘাত ॥
প্রাতঃকাল হৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেন মন ॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে ॥
একত্র হইয়া পরে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
অতি দুঃখ পাইলা দেবের দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি ॥
ভয় না করিহ সবে যাহ যথাস্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে ॥

অখিল দেবের গতি দেব নারায়ণ।
তিনি বিনা নিস্তারিতে আছে কোনজন ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্বজন।
শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন ॥
অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
সুরাসুর সকল জিনিল ত্রিভুবনে।
হেনজন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে ॥
যুদ্ধ বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্লযুদ্ধ করে হীন বলের সংহতি ॥
মহাপরাক্রমে ধায় গদা লয়ে হাতে।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
নারদ বলেন তবে সম যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি ॥
কহ মুনি কোথায় পাইব দরশন।
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ ॥
নারদ বলেন তব বিক্রম বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
ধরিয়া বরাহ মূর্ত্তি আছে দুঃখ মনে।
শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তার সনে ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রম বিশাল।
মুনিরাজে নমস্কারি প্রবেশে পাতাল ॥
সেথায় দেখিল পরিপূর্ণ সব জল।
না পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তি মহাবল ॥
মহাক্রোধে জলেতে গদার বাড়ি মারে।
কহ হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার হেতু দিলা দরশন ॥
কতদূরে গর্জ্জিয়া করেন মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লয়ে হাতে।
দৈবযোগে বরাহ সহিত দেখা পথে ॥
হিরণ্যাক্ষ বলে কি এ তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত তিন ভুবনের জন ॥
নহে বা এমত দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মরিবি আজি আমার প্রহারে ॥
বাক্‌যুদ্ধ হইল প্রথমে গালাগালি।
পশ্চাতে হইল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
তথায় লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ।
কামরূপী বরাহ রহেন যথাস্থান ॥
অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন।
ভাবিত হইয়া সবে না বুঝি কারণ ॥
কনিষ্ঠ আছিল তারি অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্ন সিংহাসনে ॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা।
নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা ॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোদ্ধা না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধার করিতে দেব হরি।
দেবকার্য্য সাধিলা বরাহ রূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাঁহার সংহতি রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এতদিন না জান এ সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
কহিয়া নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে মম খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু যে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয় ॥
তাহা বিনা হিংসা না করিব অন্যজনে।
পাইব তাঁহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যেথা ধর্ম্ম যথাযোগ্য করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সবার হৈল ভয়।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া আলয় ॥
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥

প্রহ্লাদ চরিত্র।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন॥
দিনে২ হৈল শিশু মহাজ্ঞানবান।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাঁহার সমান॥
নারায়ণ পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি।
তাহার পরশেতে পবিত্র বসুমতি॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে॥
কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি॥
কার্য্য হেতু গুরু যদে বায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে বুঝায় এই সব কথা॥
শুন ভাই এই পাঠে কোন প্রয়োজন।
জানহ পরম শত্রু আছয়ে শমন॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত কার নাহি দায়॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারা তবে কহিল ব্রাহ্মণে॥
শুনিয়া বিশেষ কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে॥
বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ॥
যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বিনা তাহার নাহিক মনোরথ।
সকল বালকে নওয়াইল সেই পথ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নৃপতি পুত্রেরে ডাকাইল॥
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ॥
কেবা সেই বিষ্ণু তাঁর চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা॥
প্রহ্লাদ কহিল শত্রু আছে যে শমন।
এতে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ॥
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
এ তিন ভুবনে আছে তাহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম॥
অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায়।
সর্ব্বভূতে অনুরূপ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
নানাবুদ্ধি নিযুক্ত করেন স্থানে২।
বৈরীরূপে সতত ভাবহ তাঁরে মনে॥
অভাগ্য তাঁহারে ভক্তি নাহি হয় যার।
চিরকাল দুঃখে ভ্রমে মিথ্যা জন্ম তার॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা যাঁর নাহি পায় দেখা।
তুমি আমি তাহাতে কোন মাত্র লেখা॥
আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি।
যাঁর নামে অশেষ বিপদ হৈতে তরি॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতি।
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি॥
মম বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে ধনঞ্জয়॥
জন্মিলে পোড়ায়ে কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমন জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজিয়া পরের অনুগত॥
না রাখহ এই শিশু মারহ তৎকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল॥
রাজার মুখেতে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ॥
একে২ করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
প্রহ্লাদের অঙ্গে অস্ত্র হইল নিপাত॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইল অব্যাহতি॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা॥
প্রহ্লাদ কহেন মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি॥

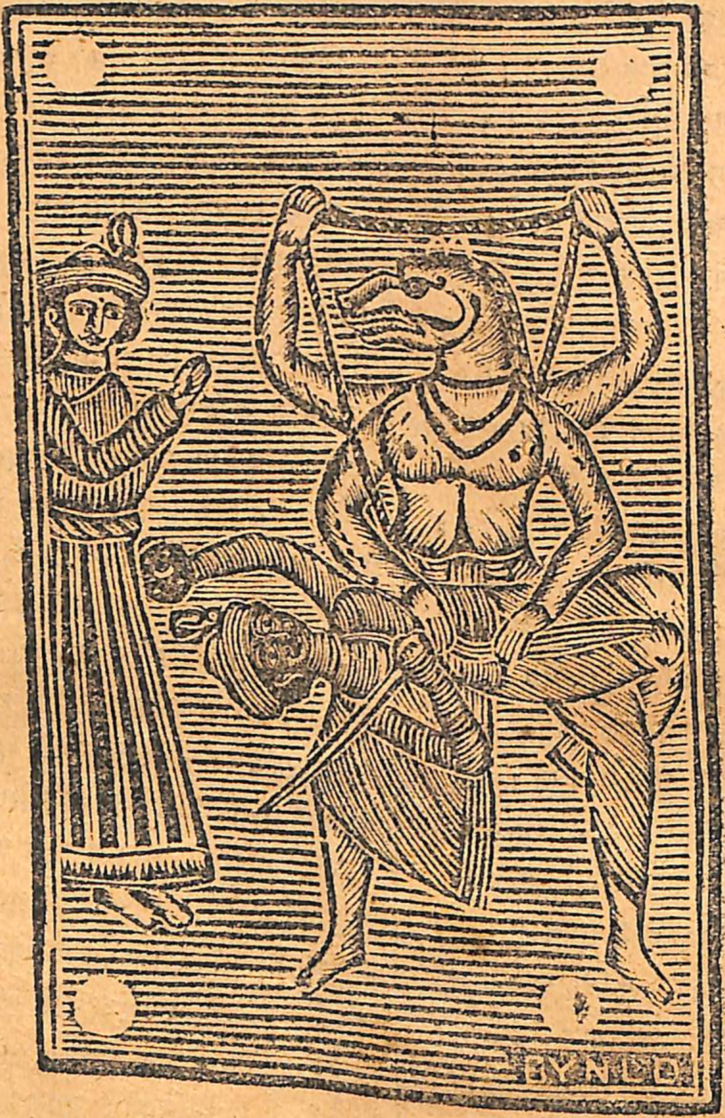
কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেবদেবী।
না পায় তাহার অন্ত বহুকাল সেবী ॥
আমার পরম ব্রহ্ম তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন ॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর ॥
প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তীগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র কি মতে ভাঙ্গিলা গজদন্ত ॥
শিশু বলে করী দন্ত বজ্রের সমান।
কেমনে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান ॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহারে করিতে মন্দ কাহার শকতি ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখ মনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে ॥
যেইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ॥
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল ॥
কৃষ্ণ বলি অনলে পড়িতে মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু ॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর ॥
সবে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি।
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি ॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তুলার উপরে ॥
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রীগণে ॥
সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে।
কতেক প্রহার করি নারিল বধিতে ॥
তবে রাজা নিকটে ডাকিয়া মল্লগণে।
ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে ॥

প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ ॥
তবেত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির ॥
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব ॥
ত্রিবিধ অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্ত দুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ ॥
জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতূহলী মনে ॥
দৈত্যপতি শুনিয়া সকল সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার ॥
মাহ সবে যত্নেতে আনহ কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ ॥
রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন ॥
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সে সব তেজ কি করিতে পারে ॥
তবে দৈত্য পাষাণ বান্ধিয়া তার গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিল চিত্ত গোবিন্দের পায় ॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে ॥
অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায়।
মরে মাত্র ভজিতে নারিনু রাঙ্গাপায় ॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক দুঃখ দেব নারায়ণ।
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে আর নাহিক সংশয় ॥
তাহা অবলম্বন করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ২ জপে শিশু পরম কৌতুকে ॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদরে।
ভক্তের অধিন প্রভু আসিয়া সত্বরে ॥

ক্রোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহার।
পদ্ম হস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায়॥
কহিলেন প্রহ্লাদে মাগহ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর॥
যাহার এতেক দয়া আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন ছার॥
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি।
কেবল লাঞ্ছনা তাহা জানিলাম আমি॥
রাজ্যধন ভ্রাতৃ পুত্র দারা পরিবার।
প্রভু পদে সবাতে করিব অহঙ্কার॥
মহামদমত্ত হৈয়া অনীতি করিব।
আছুক অন্যের কাজ তোমা পাসরিব॥
ব্রহ্মপদ দিলে প্রভু নাহি প্রয়োজন।
কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ॥
তবে যদি বর দিবা অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মম পিতার সদগতি॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্ট হৈয়া গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে গমন করহ তুমি সুখে॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিবা নিশ্চয়॥
এত বলি বৈকুণ্ঠে গেলেন দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু॥
শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
ভাসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার॥
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সব।
কিসেতে পাইল ত্রাণ কর অনুভব॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিয়া দৈত্য আপন নন্দন॥
বিনাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নৃসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি॥
কহ পুত্র বিস্ময় হইল মম মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোনজনে॥
শিশু বলে সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
সঙ্কট হৈতে ভক্তে তারে সেইজন॥
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তোমায় কহিনু ঘুচাইয়া মন ধন্ধ॥
একান্ত হইয়া ভজ সেই কৃষ্ণপদ।
নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ॥
যত অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যগণে।
হস্তীদন্ত ঠেকিয়া ভাঙ্গিল ততক্ষণে॥
শীতল হইল অগ্নি দেখিলা পরীক্ষা।
পড়িনু পর্ব্বত হইতে তাহে পাই রক্ষা॥
মহামত্ত মল্লগণ হৈল হীন দর্প।
আর জান বিষরস হীন কালসর্প॥
প্রমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিলা তবে শিলা বান্ধি গলে॥
সাক্ষাতে দেখিলে তবে ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নাহিক দূর তোমার অজ্ঞান॥
এ হেন বিভব সুখ সম্পদ তোমার।
যার ক্রোধে নিমিষেক হবে ছারখার॥
এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তোর বিষ্ণু কোনরূপ ধরে॥
শিশু বলে আছে প্রভু সবার অন্তর।
অনন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মারূপে বিরাজিত সবার ভিতরে॥
দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয়॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
তবে সত্য জানিব তোমার সর্ব্ব কথা॥
প্রহ্লাদ কহিল মম শুন নিবেদন।
যত জীব তত শিব রূপ নারায়ণ॥



হিরণ্যকশিপু বধ।

স্তম্ভমধ্যে অবশ্য আছেন মম প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিবে কভু।
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি॥
হাতে খড়্গ করি উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যস্থানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসিয়া ধরেন অবতার॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে জিনি নারায়ণ।
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অনন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত আকৃতি॥
সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্য শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হৈতে হইল বাহির॥
ক্রমে ক্রমে বাড়িলেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তার করেন নিজ তনু॥
দেখিয়া বিরাট মূর্ত্তি রূপ দৈত্য ঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল গিয়া দিব্য সিংহজটা॥
গভীর গর্জ্জিয়া মুখে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হৈল ত্রাস

এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
মহাক্রোধে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ধরি॥
উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্য দেবের কৌতুক॥
মহামূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত॥
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছিত মনুষ্য কোনছার॥
সম্বরহ নিজমূর্ত্তি দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিলা সকল॥
শান্তমূর্ত্তি হইয়া কহেন ভগবান।
নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল॥
এই মতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনশ্চ হইল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাবণ কুম্ভকর্ণের জন্ম।

মার্কণ্ডেয় বলেন শুনহ সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার।
মহামত্ত হৈয়া সবে হিংসিলেন দেবে।
ব্রহ্মার গোচরে গিয়া জানাইল সবে॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি কহিলেন নারায়ণে।
বিষ্ণুচক্রে ছেদন করেন দৈত্যগণে॥
অবশেষে যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথায় বঞ্চিল চিরকাল॥
বিশ্বশ্রবা নামে ছিল পুলস্ত্যনন্দন।
হইল তাহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিল সম্মান।
দিক্‌পাল করি দিলা লঙ্কাপুরে স্থান॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচর পতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী॥
কহিল কন্যারে তবে ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি স্বস্থান যাইতে॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল লঙ্কাপুরী।
পাতালে এখন আছি দেবে শঙ্কা করি॥
লঙ্কাতে কুবের বিশ্বশ্রবার নন্দন।
প্রকারে লইল লঙ্কা শুনহ বচন॥
বিশ্বশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাও সন্ততি॥
ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজকার্য্য।
দৌহিত্র সম্ভব হয় মতামহ রাজ্য॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহারা হইবে।
দুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভাষিবে॥
পিতৃবাক্য শুনি কর্ণে নিকষা রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হৈয়া কহ মুনি লহ ইষ্টবর॥
কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আইলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দনে দুই আজ্ঞা কর তুমি॥
বিশ্বশ্রবা বলে এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস॥
মুনির চরণে ধরি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয়॥
মনে দুঃখ জন্মিল দুরন্ত পুত্র শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ॥

জন্মমাত্র তিনভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনিয়া তপস্যা আরম্ভিল ॥
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি দিতে যান বর ॥
রাবণ বলিল অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
ব্রহ্মা বলিলেন জন্ম হইলে মরণ।
বহু ভোগ করিবা জিনিবা ত্রিভুবন ॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিল আপনি ॥
দুষ্টা সরস্বতীদেবী বসাইলা মুখে।
মাগিল নিদ্রার বর পরম কৌতুকে ॥
শুনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ॥
এ তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি।
কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি ॥
ব্রহ্মা কহিলেন তবে শুন কহি আর।
যেরূপে করিতে হবে পরে ব্যবহার ॥
ছয় মাসে একদিন মাত্র জাগরণ।
সেই দিন যুদ্ধেতে মারিবে ত্রিভুবন ॥
যদ্যপি চিয়াও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
সেই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ব্বথায় ॥
হেনমতে শান্তাইল ভাই দুইজনে।
তবে বর যাচিল ধার্ম্মিক বিভীষণে ॥
বিভীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই ॥
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি ॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর ॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ হৈল ভাই তিন জনে।
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি ॥
তিনপুর জিনিয়া করিল অধিকার।
হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার ॥

মেঘনাদ রাবণ নন্দন মহাবল।
ইন্দ্রজিত নাম তার জিনি আখণ্ডল ॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ॥
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত।
তবে ইন্দ্র অমর সকলে লয়ে সাত ॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ ॥
তবে ব্রহ্মা সংহতি লইয়া দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে ॥
অনেক কহিল বিধি বেদের বিধান।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান ॥
আশ্বাস করিয়া সবে মধুর বচনে।
ভয় না করিহ সুখে থাক সর্ব্বজনে ॥
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সীতার সহিত বিবাহ।

সূর্য্যবংশ মহারাজ দশরথ নামে।
পুত্র হেতু করিলেন যজ্ঞ পরিশ্রমে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল তার অনেক সুকর্ম্ম।
তেঁই তার বংশে হরি হইলেন জন্ম ॥
ত্রিভুবন অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত।
বিধি বাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান।
চারি অংশে নিজ জন্ম করেন বিধান ॥
যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে ॥
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্য সিদ্ধি জানি।
চরু লয়ে যথা গেল আছে দুই রাণী ॥
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে।
এই চরু খাও দোঁহে তুল্যরূপ ভাগে ॥
নৃপতির মুখেতে শুনিয়া এই বাণী।
সেই চরু আনন্দে নিলেন দুই রাণী ॥

সুমিত্রা নামেতে আর তৃতীয় মহিষী।
আইলা দোঁহার কাছে পুত্র অভিলাষী॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া খাইবে দুইজনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে॥
পূর্ব্বাপর করিলেন অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে।
স্নেহ করি দিলা দোঁহে সুমিত্রার আগে॥
কৌশল্যা কৈকয়ী তবে সুমিত্রাকে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয়॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিনজনে প্রসঙ্গ হইল এইমত॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে।
সেইকালে গর্ভবতী হৈল তিনজনে॥
সিংহাসনে তুষ্টমনে বসি নৃপমণি।
একে একে প্রসব হইল দুই রাণী॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম।
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্ভে জন্মিল ভরত।
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ত্ব॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণ সংযুত॥
হেনমতে হইল বিষ্ণুর অবতার।
উল্লাসিত জননী আনন্দ সবাকার॥
দিনে দিনে বাড়িলেন যেন শশধর।
অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ দেখিতে সুন্দর॥
মিথিলার ঈশ্বর জনক নাম ঋষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনি সম্ভবা।
পাইল লাঙ্গল মুখে পরম দুর্ল্লভা॥
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণা রহিলা সুস্থিতা॥
জনকেরে কহিল অমরগণ ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেই জন।
তাহারে জানকী দিবা কর এই পণ॥
এইরূপে রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আইল॥
যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি॥
যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিধান করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ স্থানে॥
মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল এ স্থানে কি হেতু আগমন॥
মুনি বলিলেন যজ্ঞ নাশে নিশাচরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেন শাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ॥
এইমত বিপরীত বুঝিয়া রাজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ॥
দোঁহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষিতে।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী মালা।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান ব্যাঘ্রছালা॥
দেখিয়া রাক্ষস মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী॥
তবে দোঁহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামেরে কহিল সকল বিবরণ॥
শুন রাম সর্ব্বদা না থাকে হেথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট॥
যজ্ঞধূম দেখিলে করয়ে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি॥
শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর অশুক রাক্ষস দুরাশয়॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে॥
হেনকালে গগণে দেখিয়া ধূমচয়।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময়॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া।
যজ্ঞধূম আসিয়া লাগিল তার ছায়া॥

দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয় ।
ঐ দেখ আইল রাক্ষস দুরাশয় ॥
কোদণ্ড পণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে ।
যুড়েন ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে ॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে ।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণমণ্ডলে ॥
পলাইল নিশাচর রণে করি শঙ্কা ।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
শ্রীরামে কহিলা পথে ধনুকের কথা ।
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা ॥
হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদর ।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলানগর ॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর ।
শ্যামমূর্ত্তি দেখি রাম দুঃখিত অন্তর ॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোনক্রমে ।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে ॥
রূপ দেখি কন্যাদান করিলে বিশেষে ।
উভয়ত কলঙ্ক রহিবে সর্ব্ব দেশে ॥
বলিবেক জনক বরের রূপ দেখি ।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন ।
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায় ।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব হায় হায় ॥
বিচার করিয়া দেখি মানিয়া বিস্ময় ।
কুলীশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয় ॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন ।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥
অন্য অন্য পরস্পর কথোপকথন ।
এইমত হরিষ বিষাদে সর্ব্বজন ॥
বিশ্বামিত্র মুখে রাম হয়ে অবগত ।
ভাঙ্গিবারে ধনুক হইলেন উদ্যত ॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্রসারি ।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে করি ॥
হেনকালে যোড় করে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
সমাদরে বন্দিলা যতেক দেবগণ ॥
বাসুকীরে বলিলা ক্ষণেক হও স্থির ।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর ॥
শুনহ সকলে নাগ অষ্ট কুলাচলে ।
সাবধানে ধরিবা পৃথিবী পাছে টলে ॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে করি যোড়হাত ।
শীঘ্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ রঘুনাথ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম ।
দেবগণে বন্দিলেন আপনি শ্রীরাম ॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে ।
নোঙাইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে ॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান ।
মধ্যখান ভাঙ্গিয়া হইল দুই খান ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল ।
থাকুক অন্যের কার্য্য বাসুকী টলিল ।
সেই শব্দ শুনিয়া লঙ্কার দশানন ।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥
এইমত ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর ।
মিথিলা নগর হৈল আনন্দ মন্দির ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ বড় বিস্ময় ।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয় ॥
আপনারে প্রণাম করেন কি কারণ ।
কৃপা করি কহ মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ ।
নৃসিংহ বিরাট মূর্ত্তি হলেন যখন ॥
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত ।
ব্রাহ্মণী গর্ভিণী তার হৈল গর্ভপাত ॥
শাপ দিল মহামুনি পায়ে দুঃখ ভার ।
যেই জন করিল এতেক অহঙ্কার ॥
আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে ।
বলবুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে ॥
ব্রাহ্মণের শাপ যে অন্যথা নহে কভু ।
ব্রহ্ম পদাঘাত বুকে ধরিলেক প্রভু ॥

আপনারে বিস্মৃত হলেন সে কারণে।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধনে॥
সে কারণে হৈল প্রভু মনুষ্য শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারেন মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে॥
অয়োধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও অগ্রে আমার গমন॥
সহিত আসিবে আর ভাই দুইজন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ॥
শ্রুতমাত্র অনেক পাঠায় দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে॥
শুনিয়া হইলা রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত॥
মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহা কুতূহলে॥
মিথিলানগরে আইলেন দশরথ।
অগ্রসরি জনক আইলা কতপথ॥
সমাদরে লইয়া করিল বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরম রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপম॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া কৈল মিথিলার শোভা॥
দুই ভাই কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ॥
দশরথ ভূপতিরে পূজিলা বিশেষে।
আনন্দ বিধানে রাজা যান নিজ দেশে॥
মুনিগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজরথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে॥

দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জনে ক্রোধে রঘুবীরে কয়॥
ওরে দুগ্ধপোষ্য তুই রণে করিস আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা॥
ক্ষত্র কুলান্তক আমি সর্ব্বজনে জানে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে একরাম॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলা বলবান।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান॥
দশরথ নৃপতি পাইল বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয়॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া আমা দেহ পুত্রদান॥
পিতৃ দুঃখ দেখি তবে রাম মহোদয়।
হাসিয়া কহেন পিতা না করিহ ভয়॥
তবে রাম ডাকিয়া বলেন ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে।
যাও বিপ্র ত্যজি আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলে পাইলে নিস্তার॥
নহেত এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দিল রঘুনাথে॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাঁসিয়া কহিল পরে শুন দ্বিজবর॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি ব্যর্থ নহে বাণ।
শীঘ্র কহ তোমার রোধিব কোন স্থান॥
হত বুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব॥
তবে রাম স্বর্গপথ করিলেন রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে॥

বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দ মন্দির হৈল অযোধ্যা নগর ॥
শাস্ত্র পাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত গেল মাতামহ লয়।
এইরূপে নিয়মেতে কতকাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
পাত্র মিত্রে ডাকিয়া কহিল সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্য ভার ॥
দাসী মুখে শুনিয়া কৈকেয়ী এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥
রজনীতে দশরথ গেল তাঁর স্থানে।
দেখিল কৈকেয়ী রাণী মহা অভিমানে ॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে বাণী।
পাশরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোরে কৈলা অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার ॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন দায়।
অবিরত বর লহ দিব সর্ব্বথায় ॥
কৈকেয়ী বলেন রাজা এই এক বর।
ভরতেরে করিবা রাজ্যের দণ্ডধর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে গালি দিল অতি দুঃখ মনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী।
শোকাকুলা অজ্ঞান হইয়া কান্দে রাণী ॥
বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করিল সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামের
পঞ্চবটী স্থিতি।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান ॥
হায় রাম বলি তবে ত্যজিল পরাণ।
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
পুত্রশোকে মরিয়া পাইবে মনস্তাপ ॥
হেনমতে ভূপতির হইল নিধন।
অযোধ্যায় ঘরে২ উঠিল রোদন ॥
বিচার করিয়া পাত্র নিমন্ত্রণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দিয়া করিল তিরস্কার ॥
রাজার সৎকার করে পাত্র মিত্রগণে।
ভরতেরে বসিতে কহিল সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল সবে হৈলা জ্ঞানবান।
সে কারণে বলহ অজ্ঞাত মত জন ॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজ্যে ভূপতি হইব সিংহাসনে ॥
এমত অনীতি কর্ম্ম করে কোন লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥
বিশেষ মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই অগ্রে শ্রীরাম গোচর ॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে ॥
যেমত করিয়া বেশ রাম যান বন।
সেইমত বল্ক পরে ভাই দুইজন ॥
শিরে জটাভার ধরে তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পাইল উদ্দেশ ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ক্ষিতি পড়িল চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে ॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাঞি ॥
তোমার চরণ বিনা গতি অন্য নাই ॥
চল রাম ভূপতি হইবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে ॥

তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে॥
তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন বলিয়া বাপ২॥
যেমত সর্ব্বজন করিল সন্তাপ॥
ভরতের চরিত্রে সন্তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলায়েন হাত॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে।
তত দিন রাজা হৈয়া বৈস সিংহাসনে॥
ভরত কহিল এই শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য ভার জম্বুকে কুলায়॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিতে পালন।
চতুর্দ্দশ বৎসর নিবাস কর বন॥
পাদুকা যুগল তবে দেও রঘুপতি।
নন্দী রহিব আমি তোমার সংহতি॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ করিল আলিঙ্গন॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিল সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিল সর্ব্বজনে॥
সাবধানে রাত্রিকালে পালে রাজ ধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশ বাসরে॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল হেথা হৈতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা লৈতে॥
এইমত বিচার করয়ে তিনজনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম সাদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়॥

জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে॥
সূর্পণখা নামেতে রাবণ সহোদরা।
স্বচ্ছন্দ গমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ দুষ্ট দুই সহোদর॥
দূরে হৈতে দেখি দোঁহে দিব্যরূপ ধরি।
কামে হতচিত্ত হৈয়া দুষ্ট নিশাচরী॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
সবিনয়ে কহেন রামের কাছে আসি॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা॥
শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্যজনে।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে॥
এতশুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী॥
তবে সূর্পণখা অতিশয় দুঃখমনে।
কার্য্য সিদ্ধ না হইল সীতার কারণে॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ করে ক্রোধ অতিশয়॥
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচর গণে॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যা সহ আইল বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মম অস্ত্র খরশানে

যতেক কামিনী আছে এই মর্ত্ত্যক্ষিতি।
সবার হইতে সেই সীতা রূপবতী ॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল মম মনে।
আনিতে নারিনু ইচ্ছা তোমার কারণে ॥
তাহাতে এ গতি মম শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মনে কর স্থির ॥
শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান ॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি কহিল মারীচ নিশাচরে ॥
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লও শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ ॥
মারীচ কহিল রাজা মম শক্তি নয়।
পাইয়াছি বাল্যকালে ভাল পরিচয়।
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনি যজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে ॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা কৈনু প্রাণ ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিতে তার পাবে ভাল ফল ॥
এতশুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হৈয়া।
মারিচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লৈয়া।
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী।
তুমি বা মারহ কিম্বা রাম ফেলে কাটি ॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার রাম মারে অবশ্য মরণ ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুইকর ॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ পাছে দৌড়িয়া রাম যান দূরে ॥

কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্যশর।
ভাইরে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর ॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিল সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাবণের সীতাহরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানরের সহিত মিলন বিবরণ।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয় ॥
শীঘ্র চালাইল রথ রামে করি শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরি লঙ্কা ॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম২ বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে২ অলঙ্কার ফেলি ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ সখা।
বহুযুদ্ধ করিয়া কাটিল তার পাখা ॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল দশানন ॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবী তুমি ভজ সর্ব্বথায় ॥
সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই।
কতদিনে সবংশে মজিবা তাঁর ঠাঁই ॥
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী কত শত জনে ॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলে ॥
লক্ষ্মণ বলিল দেবী তব শব্দ শুনি।
আমাকে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি ॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হইল অস্থির ॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর ॥

ত্যজিলা আহার জল অশন শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন গমন॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে২॥
যতদূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রায় হত॥
তাঁহার নিকট চলিলেন দুইজন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষীরাজ কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরে দশানন হরি নিল সীতা॥
গরুড় নন্দন আমি তব পিতৃ সখা।
বধুর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আমি একা॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করহ রাম এই নিবেদন॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুইজন॥
অগ্নিকার্য্য করি তার চম্পানদী তটে।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমুখের নিকটে॥
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
নল নীল সুষেণ সুগ্রীব হনুমান॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
কহিলেন শ্রীরাম সকল ক্রমে২॥
সুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥
মম জ্যেষ্ঠ বালীরাজ রাজ্য অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল রাজ্য যুদ্ধেতে না পারি॥
মুনিশাপে হেথায় আসিতে শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোঁসাই॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবা সীতা।
সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু মোর হৈল ভার॥
শ্রীরাম কহেন কালি প্রত্যূষ সময়।
বালীকে মারিয়া রাজা করিব তোমায়॥

চারিমাস তথায় থাকেন রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবে লইয়া তবে সাত॥
সমুদ্র সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে॥
পবন নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা॥
সীতার উদ্দেশ করি আসি মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির॥
হেনকালে শুন রাজা দেব বিবরণ।
রাবণের অনুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
করযোড়ে কহিল রাজায় বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি॥
যেইকালে বিভীষণে লঙ্ঘিল চরণে।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে॥
অতি দুঃখে বাহির হইল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি শত্রু সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর॥
বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি॥
এতে অন্যমত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া হলেন রাম আনন্দ বিশাল॥
লক্ষ্মণ কহেন হাঁসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর॥
চিরকাল তপস্যা করিয়া যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয়॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন জন।
হাঁসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ।
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবিজন।
এই তিনে নিস্তার নাহিক কদাচন॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝিয়া হাঁসিলা লক্ষ্মণ শিশুমতি॥

আজি হৈতে মিত্র মম হৈল বিভীষণ।
লঙ্কা দিব তোমারে মারিয়া দশানন ॥
তিন জন বিচারি করিলে এই মত।
লঙ্কায় গমনে সবে হইল উদ্যত ॥
বানরে সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে ॥
বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে।
পার হৈয়া কটক সকল কার্য্য সাধে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ।

যুদ্ধপতি প্রধান বাছিয়া দিল থানা।
সকল লঙ্কায় হৈল শ্রীরামের সেনা ॥
সবান্ধবে মহাশব্দে ধায় দশানন।
দেখি চমকিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয় ॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান কারণে ॥
শতেক ইন্দ্রের নাহিক এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ ॥
অন্য অন্য এইমত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হৈল মহামার ॥
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিতে লক্ষ্মণ রাক্ষস প্রতি রাম ॥
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধ পরিপাটী।
মাথায় মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি ॥
লজ্জা পায়ে পলাইয়া রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন ॥
তবে রাম পাঠাইলা বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে ॥
অঙ্গদের বচনে রাবণ দুঃখ মতি।
পাঠাইলা প্রধান অনেক সেনাপতি ॥
মুনি বলিলেন কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নরবর ॥

বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি ॥
পড়িল রাক্ষস সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
করিল রাক্ষসী মায়া বহু২ রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
গরুড়ে স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈল প্রকাশে বিশেষে ॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণরাজা গণিল প্রমাদ ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদর পাঠাইল রণে ॥
আর চারি সেনাপতি রাবণ কুমার।
ক্রোধাবেশে আসিয়া করিল মহামার ॥
শিলাবৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর ॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত ॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আইল কুমার মেঘনাদ ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া ইন্দ্রজিত জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোনস্থানে
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ সন্ততি।
চারি দ্বারে মরিল প্রধান সেনাপতি ॥
আছুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে ॥
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিনজন।
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ ॥
উপদেশ কহিলেন সুষেণ প্রধান।
আন গন্ধমাদন পর্ব্বত হনুমান ॥
ঔষধ চিনায়ে দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর ॥
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় রামের প্রসাদে।
কম্পিত রাবণ বানরের সিংহনাদে ॥
তবে বহুযুদ্ধ করি মৈল অকম্পন।
ভয় পায়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ ॥

নিদ্রা হৈতে উঠি যায় রাম সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল ভাই দুইজনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি হেতু করিনু হেথা রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে আমার সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রাভাঙ্গি চিয়াইলে অবশ্য মরণ॥
পাঁচ মাসে চিয়াইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভকর্ণে রাবণ কহিল সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার॥
একেবারে গিলিল বানর শতে শতে।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে॥
দেখিয়া বিকট মূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিরিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম অস্ত্র তারে॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত-নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ কার মৈল শ্রীরামের বাণে।
পরে কুম্ভ নিকুম্ভ প্রবেশ কৈল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে সকল সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব্ব সেনা।
বিনা ইন্দ্রজিত বীর নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্য মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
ক্রোধে আসি তবে সে করিল বহুরণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে যে সত্বর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেখ রাবণ কুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার॥
বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট হৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবন নন্দন॥
তবে ব্রহ্ম অস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ।
পরাণ ত্যজিল তাহে রাবণ নন্দন॥
বার্ত্তা পায়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আইল রণে অতি ক্রোধমতি॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

রাবণ বধ।

পুত্রশোকে সমরে আইল দশানন।
দেখি অগ্রসর হৈল সুমিত্রা নন্দন॥
লক্ষ্মণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধমনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে॥
এড়িলেন শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ কাটিল দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ॥

ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপণা রক্ষা কৈলা পরে ॥
আপনা সম্বর ঝাট যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হইল ফাঁফর ॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সমান আসিয়া শূন্যপথে ॥
নির্ভয়ে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রক্ত উঠে মুখে ॥
শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনুমান ॥
পূর্ব্বেতে ঔষধ ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে ॥
কালপূর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন ॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতুলী সংহতি ॥
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
মাতুলী লইল রথ রাবণ সম্মুখে ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবল।
উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ॥
যার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন ॥
রাবণের দশমুণ্ড কাটিলেন শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে ॥
পুনঃ পুনঃ যতবার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে ॥
যোড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণের নাশ ॥
হনুমানে আদেশিল কমললোচন ॥
ছলেতে আনিল বাণ পবননন্দন ॥
হেনকালে পড়িল রাবণ মহাবল।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে অমর সকল ॥
তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তারে কমললোচন ॥

দশমাস তোমারে আনিল নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলা তুমি কেমন প্রকারে ॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
পরীক্ষা করহ সীতা যদি মনে লয় ॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখ মনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ করিয়া কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আইল দেবতা ॥
পড়িলেক রাম সীতা বিচ্ছেদ অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্রে মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল ॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য আচার।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার ॥
তোমারে দেখিতে আইল যত পিতৃলোক
হের দেখ দশরথ তোমার জনক ॥
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর ॥
পরে রাম সম্ভাষা করিয়া সর্ব্বজনে।
যতেক বিবুধ গেল আপন ভবনে ॥
বিভীষণে দিল রাম রাজ্য অধিকার ॥
বানরগণের কৈল বহু পুরস্কার ॥
সসৈন্য গেলেন রাম অযোধ্যানগর ॥
সিংহাসনে বসিলেন রাজ রাজ্যেশ্বর ॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুই ভাগে লইয়া দোঁহে জন্ম ॥
সেই জয় বিজয় জন্মিল পুনর্ব্বার।
শিশুপাল দন্তবক্র নাম দোঁহাকার ॥
পূর্ণব্রহ্ম হইয়া যাদব অবতার ॥
তব যজ্ঞে শিশুপাল করেন উদ্ধার ॥
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতা দুঃখে দ্রৌপদীর বিদারিল মন ॥

বিষাদ না কর রাজা দুঃখ হৈল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ॥
নানা সুখ ত্যজিলেন স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেন স্বামী সত্যবানে॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নহে কোনজন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অগ্রেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার॥
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

সাবিত্রী উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ মহামুনি।
কহিলা রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হৈল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম কিবা তার কর্ম্ম॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিলা কিবা উগ্রতপে।
কোন কোন কুল উদ্ধারিল কোনরূপে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে॥
মুনি বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অবনীতে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিব সেবা করে বহুকাল॥
সন্তান বিহীন রাজা নিরানন্দ মতি।
কতদিনে হইল এক কন্যা রূপবতি॥
তপ্ত স্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক বিহিন কলানিধি মুখ আভা॥
বিহঙ্গম চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন মুকুতাপাতি সুমধুর ভাসা॥
কামের কামুক জিনি তার যুগ্ম ভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রাম রম্ভা উরু॥
কুরঙ্গ নয়না সুচামর শুভ্র কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ॥
রূপের সমান তার গুণেতে গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা॥
কদাচ নাহিক অন্য মতি ধর্ম্ম বিনা।
অতিশয় শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা॥
প্রিয়বাক্যে বাদিনি সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥
সাবিত্রী রাখিল নাম সাবিত্রী তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্র কন্যা পবিত্র আচার॥
দিনে২ বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গগনে যায় যথা ইচ্ছা করে॥
সমান বয়স প্রিয় সখিগণ সাথে।
ভ্রমণ করেন সুখে চড়ি দিব্য রথে॥
বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়।
উপনীতা হইলেন মুনির আলয়॥
নানাবিধ কৌতুক দেখিয়া রাজসুতা।
হেনকালে অপূর্ব্ব শুনহ তার কথা॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তিরপতি।
শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি॥
তাঁহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
কতদূরে থাকিয়া সাবিত্রী দেখে তায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়স।
দেখিয়া নরেন্দ্র সুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ।
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ॥
যার রূপে উজ্জ্বল করিল তপোবন॥
কহে বনবাস জন কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান॥
এত শুনি সাবিত্রী হইল হৃষ্টমতি।
মনেতে করিয়া তারে কেল প্রজাপতি॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহিলেন কথা॥
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে॥

কোনবংশে জন্ম তার কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানিয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ মন।
কতদিনে আইলেন ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখি সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে॥
বসাইল দিব্য সিংহাসনের উপর।
দেবের বিহিত স্তুতি করিল বিস্তর॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
হেনকালে সাবিত্রী আইল সেই স্থানে॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যা মাত্র সার॥
মুনি বলে সর্ব্ব সুলক্ষণ তব সুতা।
বিবাহ দিয়াছ কিবা আছে অবিবাহিতা॥
রাজা বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ না জানে বিশেষ॥
বরিয়াছে কাহারে মুনির তপোবনে।
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে॥
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আইলা আমার।
চিরদিনে ঘুচিল মনের অন্ধকার॥
নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে॥
নারদ কহিল আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি সাবিত্রী করহ অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হই কিসের কারণে॥
মুনি বলে দোষ নাই শুন মম কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে অন্যথা॥
পুনঃ২ দোঁহাকার এত বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি কারণে বরিতে কহিলে অন্যবর॥
কোন বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত মম মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
সূর্য্যবংশে সুরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
মহারাজ মহিমাসাগর গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কতদিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ॥
চক্ষুহীন শিশু পুত্র নাহি অন্যজন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল চক্রীগণ॥
ভার্য্যা পুত্র সহিত করিল বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ সুখ ভোগ॥
রাজা বলে কৃতার্থ করিতে তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ মন॥
দুঃখ সুখ শরীরেতে সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
ভাল মন্দ আপন ইচ্ছায় কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ যেই যখন যে হয়॥
বর যোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞাকর সাবিত্রী কন্যারে করি দান॥
মুনি বলিলেন এতে বাধা করি আমি।
পুনঃ২ আমারে জিজ্ঞাসা কর তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট।
আজি হৈতে যাবৎ বৎসর পূর্ণ হয়।
সেই দিনে সত্যবান মরিবে নিশ্চয়॥
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্যজনে॥
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি মহামতি॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
বালকের ক্রীড়ায় নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম॥

ধনে মানে কুলে শীলে হয় গুণবান।
বিচার করিয়া তারে দিবে কন্যাদান॥
দোষ না থাকিতে আর হবে রাজ্যেশ্বর।
এমত পাত্রেতে কন্যা দিবে মুনিবর॥
কন্যাদান কর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মন লয়॥
অল্প আয়ু কি হেতু বরিবে সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য দুঃখ মরণ সমান॥
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলি কহিছে সাবিত্রী গুণবতী॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণ সেই সত্যবান স্বামী॥
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মম ভোগ।
খণ্ডন না হবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবি আছে কোনজন॥
অসার সংসার মাঝে আছে এক কর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কিমতে করিব অন্য কর্ম্ম॥
ধিক্ ধিক্ সে ছার সুখেতে অভিলাষ।
ধর্ম্মে ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা কতকাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব॥
এত শুনি প্রশংসা করিল তপোধন।
আশীর্ব্বাদ করিলেন নিজ নিকেতন॥
অশ্বপতি দুঃখমতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান।
সাবিত্র কহিল মম পতি সত্যবান॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের
বিবাহ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি॥
পুত্রের বিবাহ বার্ত্তা মহোৎসব শুনি।
বিবিধ বিষাদ মনে কহে রাজরাণী॥
নিদারুণ বিধি কৈল এ সব সংযোগ।
বিনাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ॥
বধু মম অশ্বপতি নৃপতির বালা।
হেনজন কিরূপে থাকিবে বৃক্ষতলা॥
এইমত কহিল অনেক রাজরাণী।
সাবিত্রী দেখিতে আইল যতেক ব্রাহ্মণী॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন।
সমানে২ বিধি করিল মিলন॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু।
সে কারণে পাইলেন সাবিত্রী হেন বধূ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে।
এত বলি গেল সবে নিজ২ ঘরে॥
পরম আনন্দ মনে রহে চারিজনে।
নিত্য২ সত্যবান প্রবেশিয়া বনে॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে॥
সাবিত্রীর মহিমা শুনিতে চমৎকার।
যাঁর নামে ধন্য২ জগত সংসার॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী

যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিতে মন বেদ বিধি ধর্ম্ম ॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প যত কল্প চিত্র বিচিত্র রচন ॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান।
বৎসেরক সাবিত্রী আছয়ে সেই স্থান ॥
নারদের বচন স্মরিয়া অনুক্ষণ।
লোকলাজে নানা কাজে নিবারিয়া মন ॥
নিমেষ মুহূর্ত্তেকে প্রমাণে দণ্ড করি।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস সর্ব্বরী ॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ।
এইমতে অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥
এমত প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরের শেষ মাত্র দ্বিতীয় বাসর ॥
চিন্তায় আকুল হৈল নৃপতির সুতা।
বিচারি সংপূর্ণ হৈল নারদের কথা।
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাহার উপর ॥
হেনমতে বিচার করিয়া সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার ॥
পাইলেন জ্যৈষ্ঠমাস কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী নারায়ণেরে পূজয়ে অহর্নিশি ॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী ॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সযতনে।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজনে ॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ ॥
এইরূপে বঞ্চিলেন দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিন পূর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥
তাহাতে ভূপতি সুতা চিন্তাকুল মনা।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা ॥
নিত্য২ সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল মূল কাষ্ঠাদি করেন আহরণ ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল বনে যাই হইল সময় ॥
ভাবিয়া করণ্ড কুঠার লইলেন করে।
বিদায় লইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ ॥
সত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয় ॥
এখনি আসিব মাতা জানিবে নিশ্চয়।
এতবলি চলিলেন রাজার কুমার।
বার্ত্তা পেয়ে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার ॥
শোকাকুল বিচার করিয়া মনে মন।
পূর্ণ হৈল যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন ॥
কাল পূর্ণ হয় আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্মসূত্রে টানিয়া লইল মৃত্যুস্থানে ॥
বিবাহ বা জন্ম মৃত্যু যথা হৈল মতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
সে কারণে যে স্থানে তাহার মৃত্যুস্থান।
ভূপতি নন্দিনী তথায় করিল পয়ান।
ভাবিলেন কাল প্রাতে যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানিল তখন ॥
রাজরাণী বার্ত্তা পান বধূ যান বন।
চিন্তাকুল মহিষী আইল সেইক্ষণ ॥
সাবিত্রীকে কহিলেন মধুর বচন।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন ॥
অন্য কেহ নাহি তথা দেখ ঘোর বন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হৈল তাহে আছ উপবাসী।
ঘরে আসি ভোজন করহ সুখে বসি ॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
করযোড়ে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥

আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখে আসি বন॥
বিশেষতঃ আছে এই শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রত শেষে বঞ্চিবেক নিজ পতি সঙ্গ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব॥
সাবিত্রীর আশয় বুঝিয়া রাজরাণী।
নিবৃত্ত হইল আর না কহিল বাণী॥
হেনমতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান।
অত্যন্ত কানন মাঝে করিল পয়ান॥
নানা রূপ কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ॥
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
অত্যন্ত ব্যাকুল হৈল দেখি চিন্তা যুতা॥
না জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে ফল মূল।
পাত্র পরিপূর্ণ হৈল নাহি আর স্থল॥
রাখিয়া আঁকড়ি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে॥
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল।
উপস্থিত হইয়া আসিল মৃত্যুকাল॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া হইল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির॥
সত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া॥
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত॥
তনু হইতে বাহির হইল বুঝি প্রাণ।
নিস্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য হও এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথা॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর॥
নিজ অঙ্গে বসন পাতিয়া পুণ্যবতী।
উরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বর প্রাপ্তি।

চেতন রহিত হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ুশেষ হইল তথায়॥
দেখিয়া নৃপতি সুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দন॥
অবশ্য আসিবে হেথা কৃতান্ত কিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর॥
হেনমতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে॥
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আইল শীঘ্র দূতের সমাজ॥
যথায় কাননে পড়ে ভূপতি নন্দন।
তাঁহার নিকটে গেল যত দূতগণ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইল বারতা।
আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান যথা॥
দেখিয়া সাবিত্রী কহে তুমি কোনজন।
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সবার শমন॥
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কালপূর্ণ হৈল আজি লয়ে যাই আমি॥
সাবিত্রী কহিল ধর্ম্ম যে আজ্ঞা তোমার।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার॥
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সক্য ধর্ম্ম মাত্র অখিলের পতি॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে॥
সত্যবান সমীপে আসিয়া সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে বাহির করিল অদ্ভুত॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর॥
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি॥

দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে ।
কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে
কালেতে হইল তব পতির মরণ ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ ॥
সকলের নিয়ম আছয়ে এইমত ।
কালপূর্ণ হৈলে তবে যায় মৃত্যুপথ ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতী ।
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি ॥
ধর্ম্মরাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর ।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর ॥
যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি ।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী ॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষে আমার ।
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ব্বার ॥
কালপূর্ণে মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি ।
সকলে মরিবে নহে কেহ চিরজীবি ॥
এই মত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যত জন ।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ ।
নিজ ইচ্ছা নহে কার বিধির সংযোগ ॥
আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে মোর পতি ।
আমার কি সাধ্য করি তার ঊর্দ্ধগতি ॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম ।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম ॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত ।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত ॥
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম ।
সতের সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম ॥
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে ।
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে ॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী ।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা ।
তোমার জননী ধন্য ধন্য তব পিতা ॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস ।
বর লহ সাবিত্রী হইনু তব বশ ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর ।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর ॥
সাবিত্রী কহিল যদি হৈলে কৃপাবান ।
অপুত্র আছেন পিতা দেহ পুত্রদান ॥
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর ।
যাও শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর ॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন ।
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন ॥
সতের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস ।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাস ॥
পূর্ব্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজ ভাগ্য বশে ।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে ॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয় ।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয় ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মাহ মম মনে ।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে ॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা হইলে মোরে ।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তারে ॥
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার ।
রজনী অধিক হয় যাহ নিজাগার ॥
রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি ।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি ॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাহি পতি ।
আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণী ।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী ॥
তব বাক্যে সানন্দ হইল মম মন ।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন ॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ ।
লোভে পাপে মৃত্যু হয় পাছে হয় ক্ষোভ
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসী মনে ।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে ॥
সত্যবান জীবন ছাড়িয়া অন্য বর ।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর ॥

সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন ॥
যম বলে পুনঃ রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য যাহ নিজ ঘর ॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইব যাহা বিধির সৃজন ॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্য পথ ত্যজে।
ঘর ঘোর বিপদ সাগরে মাত্র মজে ॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন ॥
নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহাদুঃখ দাতা ॥
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া সুকর্ম্ম ॥
পশ্চাতে অধর্ম্ম ভাগি হয় যেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা ॥
নয়ন থাকিতে অন্ধ প্রায় যত লোক।
কর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক ॥
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষফল খায় ॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কর্ম্ম দোষে ॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজ সুতে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে ॥
সেইমত পৃথিবীতে হৈল যত লোক।
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক ॥
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্ম পথ।
তাহা বিনা আমার নাহিক মনোরথ ॥
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিহ যেন নাহি মম মন ॥
উৎপত্তিতে তৃপ্ত জীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে ॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
ধন্য তব চরিত্র আমার চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার ॥
অল্পকালে ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি।
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি ॥
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ ॥
সত্যবান জীবন ব্যতীত অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর ॥
কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরসে ॥
হেনমতে দেও মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন ॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাও গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি ॥
এতবলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করিল গমন ॥
যম বলে কি কারণে আসিতেছ কোথা।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা ॥
সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলা।
শত পুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলা ॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হতে ॥
ইহার বিধান অগ্রে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায় ॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি ॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনে তব কথা ॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলা এ চারিবর তাহার কারণে ॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পায় ॥
এই লও তব পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান ॥
যেই ব্রত করিলা বসিয়া অহর্নিশি।
পরে লোক করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেইজন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন ॥

তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার নাহি কদাচন॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাও শীঘ্র সহিতে লইয়া তব স্বামী॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে বসতি দোঁহার বিষ্ণুলোকে॥
এতবলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে গেল আপনার স্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবানের পুনর্জ্জীবন।

নিজ পতি পায়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে গেলা পুনঃ শীঘ্রগতি॥
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে॥
চেতন পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হতে যেমন হইল জাগরণ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে॥
কহ প্রিয়ে হইল দুরন্ত ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যে নিবাসী॥
চিনিতে না পারি পথ ঘোর অন্ধকার।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর॥
হায় বিধি কাল নিদ্রা মোরে আনি দিলে
কান্দিলেন জনক জননী শোকাকুলে॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা॥
নিদ্রা ভঙ্গ করিলে অধর্ম্ম বড় হয়।
সেই জন্যে জাগাইতে মনে হৈল ভয়॥
মম মনে অবশ্য আছয়ে কিছু বেলা।
সেকারণে প্রভু আমি মনে করি হেলা॥
মেঘেতে আছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিহ চিত্তে॥
অকারণে করহ গমন মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবা পথ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোনমতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন॥
সত্যবান বলে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিলে কোথা যাব রাত্রিকালে
ইহা বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে॥
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হইল অস্থির॥
শোকাকুলে অনেক কান্দয়ে রাজরাণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী॥
তিন দিন উপবাসী বধু গেল সাতে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে॥
এতকালে যদি আমি পাইনু চক্ষুদান।
হারাইনু রত্ননিধি পুত্র সত্যবান॥
হায় বধু সাবিত্রী কুমার সত্যবান।
তোমা দোঁহা না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ।
ঘোর বনে বনজন্তু কত শত ছিল।
অভাগির কর্ম্মদোষে বুঝি বা হিংসিল॥
নাম ধরি কান্দিয়া উঠিল দুইজনে।
কারণ জানিতে গেল যতেক মুনিস্থানে॥
একে২ কহিল যতেক মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ ক্রন্দন॥
আশ্বাস করিয়া কয় না করিবে ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
সর্ব্বসুখে আসিবে সাবিত্রী সত্যবান॥
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুলে রহিলেন দুঃখিত অন্তর॥
কতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেন সেই নিশি।
হেনকালে অরুণ উদয় পূর্ব্বদিশি॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফলমূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন॥

হেথা রাজরাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে নিকটে আইল দুইজন॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম অশ্রুজলে।
সেইমত আনন্দ হইল বনস্থলে॥
আশ্রমে আইল দোঁহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে॥
শুনিয়া আইল যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ॥
সবাকারে সাবিত্রী কহিল বিবরণ।
আদ্য অন্ত যত সব বনের কথন॥
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতি সুতা॥
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
সাবিত্রীর চরিত্র শুনিয়া রাজরাণী।
আপনারে কৃতকৃত্য ভাগ্য হেন মানি॥
স্নান দান করিলেন হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে॥
অশ্বপতি ভূপতি হইল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে।
নিজরাজ্যে একান্ত বঞ্চিলা কুতূহলে॥
সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজগুণে॥
মৃত জন প্রাণ পায় অন্ধ চক্ষুদান।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজ রাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী॥
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীরে দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব সমাজ॥
ভারত চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বজনে।
হেনকালে দ্রৌপদীর উপজিল মনে॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামীগণ সহ বনে দুঃখেতে দুঃখিতা॥
পুনঃ২ প্রশংসা করয়ে মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু আমি সফল জীবন॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ।
ইহার অধিক মম কি আছে পৌরষ॥
এই মত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী।
অন্তর্য্যামী সকল জানেন চক্রপাণী॥
গর্ব্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ।
হেনকালে দেখেন মুনির তপোবন॥
অকালে রসাল বৃক্ষে এক ফল দেখি।
অর্জ্জুনে কহিলা কৃষ্ণা পরম কৌতুকী॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেহ কৃপা যদি হয়॥
এতশুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর।
আম্র পাড়ি অর্পিলেন দ্রৌপদী গোচর॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেনকালে আইলেন দৈবকীনন্দন॥
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে॥
ভাল নহে কি কর্ম্ম করিলা তুমি পার্থ।
কি হেতু করিলা হেন দুরন্ত অনর্থ॥
তোমায় কি দোষ দিব বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মের এই ভোগ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার হয় কালপূর্ণ।
সুপণ্ডিত জনারে করায় মতিছন্ন॥
নিশ্চয় মজিল হেন লয় মম মনে।
হইল কুবুদ্ধি হেন তোমা হেন জনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসিল কহ যদুবীর॥
যাহাতে পাইল ভয় তোমা হেন জন।
অল্প কথা নহে এই দৈবকী নন্দন॥

অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার শাসনে দেব এই বনস্থল॥
কোন মহাজন সেই কত বল ধরে।
কি মতে রহিব আজ এই বনান্তরে॥
কি মতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য অজের সমান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নাম সান্দীপন।
তাঁহার কানন এই শুনহ রাজন॥
যার নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥
ত্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধ ঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ না হয় তপস্বী॥
বহুকাল আশ্রয় করয়ে এই বন।
কদাচিত কোন স্থানে না যায় কখন॥
তপস্যা করিতে যান প্রত্যুষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার বলে।
প্রতিদিন এই আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেল সন্ধ্যা কালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে॥
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করয়ে ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল স্থিতি সন্দীপন॥
হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিলা পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কহ পার্থ কি কর্ম্ম করিলা হায় হায়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া মনে হলেন অস্থির॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভাল মন্দ তোমাকে সে লাগে॥
পাণ্ডবের রক্ষা করে নাহি হেন জন।
গুপ্তকথা নহে ইহা দৈবকীনন্দন॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোনজন॥

তোমা হৈতে যে কর্ম্ম না হইবে সমতা।
অন্যজন সে কর্ম্মেতে চিন্তা কর বৃথা॥
তোমার আশ্রিত যে আমার পঞ্চজন।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি॥
বৃক্ষেতে থাকিয়া আম্র আছিল যেমতি॥
সেইমতে বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার॥
যুধিষ্ঠির বলেন দেব এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোকে পালে যেই জন॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাহার আজ্ঞায়।
গাছে আম্র লাগাইতে তার কোন দায়॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতিকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে সবার নিস্তার॥
করিলে করিতে পার নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকার॥
প্রতীকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোনজন।
আজ্ঞা কর পালন করিব প্রাণপণ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ॥
যাজ্ঞসেনী আরো যে তোমরা পঞ্চজনে।
কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ তবে আম্র লাগে॥
এইমত সকলে করিল অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার॥
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত সম্পদ হইবে নারায়ণ॥
ব্রহ্মার ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নাহি অভিলাষী॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
তদন্তরে কহিতে লাগিল বৃকোদর॥

ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসনের নখেতে বুক চিরি॥
উদর পুরিব আমি তাহার শোণিতে।
দ্রৌপদীর কুন্তল বান্ধিব সেই হাতে॥
মহামদে মত্ত হৈয়া দুষ্ট বুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি কৃষ্ণারে দেখালে নিজ উরু॥
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়া পাড়িব গদা মারি।
এই চিন্তা করি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
কতদূরে আম্রের হইল ঊর্দ্ধগতি॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মম মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইল ধূলা।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা॥
দিব্য বাণে কর্ণবীর করিব নিধন।
সঙ্গে ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ॥
তবে আম্র কত দূরে উঠে ঊর্দ্ধ পথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
শুন কৃষ্ণ যে সব মনেতে চিন্তাকরি।
দেশে গিয়া রাজা হৈবে ধর্ম্ম অধিকার॥
পূর্ব্বমত রহিব হইয়া যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি সমাজ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ।
তবে আম্র কতদূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ।
সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে॥
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিবে সিংহাসনে॥
করিব রাজার অগ্রে চামর ব্যজন।
করিব সবার তত্ত্ব কত পুরজন॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে।
এতেক কহিতে আম্র কতদূরে উঠে॥

অতঃপর কহিতে লাগিল যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
আমায় দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন বাণে হবে সর্ব্বজন হত॥
সবাকার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি॥
মহাভীত হইয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
কি হেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ দুহিতা॥
কহিল সকল যত কপট বচন।
একারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চভাই কহে করপুটে।
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আম্র উঠে॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্যকথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয় বৃক্ষে আম্র লাগে।
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়॥
দেখিয়া কুপিল পরে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিতে যুড়িল দিব্যশর॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্যকথা।
নহে তীক্ষ্ণ বাণেতে কাটিব তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী।
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার॥
যজ্ঞকালে কর্ণবীর আইল যখন।
তারে দেখি আমার হইল এই মন॥

এই জন হৈতে যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয়জন ॥
সেই কথা এখন হইল মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে ॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল আনন্দিত ॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রহে যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর ॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবে যে কুলের কুলবতী ॥
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাঞ্ছিহ মনে সূতের নন্দন ॥
ইহাতে কহিস লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি ॥
সভামধ্যে বলাইলি পরম পবিত্র।
এতদিনে ব্যক্ত হইল নারীর চরিত্র।
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্য হইল তোর এমন কুরীতি ॥
শত্রু জনে যদ্যপি আছয়ে তোর মন।
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোনজন ॥
এতবলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যান বিক্রমে অসীম ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত ॥
হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে কহেন ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে ॥
কদাচিত দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ ॥
সবাকার সকল বৃত্তান্ত জানি আমি।
অকারণে কৃষ্ণারে নিন্দহ পার্থ তুমি ॥
নারীমধ্যে এমত নাহিক কোনজন।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা ॥
দেশে গেলে নৃপতি বসিবে সিংহাসনে।
বিশেষ করিয়া তা কহিব সর্ব্বজনে ॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে আছে যে কহিতে নাহিপারি ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর ॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী ॥
অলক্ষ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার মায়া চূর্ণ করিবারে ॥
করিলেন এত ছলা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
স্নানদান কৌতুক করিল সর্ব্বজনা ॥
ফল মূল আহার করিল কুতূহলে।
পঞ্চভাই কৃষ্ণের কহিল সত্যবোলে ॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান ॥
কৃষ্ণ কন আসিয়াছ মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইবে কেমন ॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আশ্রমে আসিয়া মুনি হবেন দুঃখিত ॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি ॥
সেকারণে দিনেক থাকিতে যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
ত্রিভুবন ভিতরে লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥
এত বলি কৌতুকে রহেন সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিল কৃষ্ণের আগমন ॥
আপনার প্রশংসা করিল বহুতর।
ধন্য আজি সফল হইল কলেবর ॥
তপস্যা করিয়া যারে দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাহায় দেখা পাই ঘরে বসি ॥
এত বলি কৌতুকে তুলিল ফল মূল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল ॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত ॥
পুরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ।
অগ্রসর হইয়া আইলেন কত পথ ॥

সেইমতে সর্ব্বজন আইল সংহতি।
মুনিবরে প্রণাম করিল হৃষ্টমতি॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সান্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোনজন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন॥
বহুমত স্তব করি মুনি সান্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন॥
সেইমত আসন দিলেন সর্ব্বজনে।
বসিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে॥
অতিথি বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম আনন্দ মনে যুধিষ্ঠির রাজা॥
নানা কথা কৌতুকে রহিল মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে॥
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে।
বিদায় লইয়া যান হরিষ অন্তরে॥
রহিলেন কৃষ্ণ বহু মুনি সান্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে॥
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করিল গমন।
দুই দিকে দেখেন অনেক রম্যবন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা ও ভীমের জল আনিতে গমন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ নৃপবর।
তৃষ্ণায় পীড়িল হয়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষমূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে।
জল আছে কোথা ভীম আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করিল গমন।
সে বনে না পায় বীর জল অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবন নন্দন যান পবনের গতি॥
কত দূরে দেখিলেন কুসুম কানন।
নানাজাতি ফুল ফল অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাটি শেফালিকা॥
ইন্দ্রাণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে॥
তথা হৈতে যান বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল যাব কোন মুখে॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায়॥
আপনি মায়ায় বক পক্ষীরূপ ধরি।
রহিলেন তথায় ছলনা মনে করি॥
পাইল জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিতে আইল তথা হরিষ অন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবন নন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন॥
মায়া পক্ষী বলে শুন ওহে মতিমান।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশীদাস কহে পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা॥

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং
কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্
কথয়িত্বা জলং পিব॥

কিবা বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোনজন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

তৃষ্ণায় আকুল ভীম অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে ॥
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে২ কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া ॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
কিবা হেতু ভীমের বিলম্ব এতক্ষণ ॥
শীঘ্রগতি ভীমের করহ অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সঙ্গে করিতেছে রণ ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থবীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হস্তে তূণ পূর্ণ শর ॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে ॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চলিলেন নিজ সুখে নির্ভয় অন্তর ॥
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুহরে।
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে ॥
কুহু২ রবেতে কোকিল করে গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান ॥
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে ॥
হেনকালে বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি কয়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয় ॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারি পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যম স্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে ॥
নিপতিত বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর ॥
এই জল হতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন লাজে আর রাখিব জীবন ॥
মায়াজল পরশ করিতে ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত ॥
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হৈলেন অস্থির ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি ॥
করি অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফেটে যায়,
শুন ভাই মহামতি ॥
রাজা আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় বীর।
মহাসত্বোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবি বীর ॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত।
অতি সুশোভন, সেইত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত ॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিলা সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া সরোবরে,
আইল নকুল বীর ॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর ॥
প্রশ্ন মম কও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যম পুরে।

তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে,
সেই মায়া সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন মাত্রে মরে॥
হেথা রাজা বসি, হইল হুতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মতি॥
অরণ্যের কথা, সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস॥

ভীমার্জ্জুন নকুলের অন্বেষণে
সহদেবের গমন।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন বদনে॥
আমার বচন ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণে।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে॥
যাহ সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে॥
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বরে।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন ভিতরে॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুম কানন॥
নির্ভয় শরীরে বীর করিল গমন।
শত শত শোভা দেখি কে করে গণন॥
জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর।
বিস্ময় হইল কিছু আমার অন্তর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর॥
সসাগরা রাজ্য পালে সেই মহামতি।
বুদ্ধি নাহি তাঁর যিনি বুদ্ধি বৃহস্পতি॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদ নৃপমণি।
সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য কাহিনী॥
সহদেব স্থানে সব পাইবে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এতেক প্রমাদ॥
মুনি বলে অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কার নাহিক শকতি॥
মায়া করি ধর্ম্ম তার বুদ্ধি নিল হরি।
এ জন্য বলিল রাজা আন গিয়া বারি॥
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যায় নির্ভয় অন্তর॥
বনমধ্যে তিনজনে করে অন্বেষণে।
ভ্রমণ করিল বহু গহন কাননে॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করে গেছে॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যায় মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর তীর॥
সরোবর দৃষ্টিমাত্র মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায়॥
জলপান করিবারে যায় সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে॥
চারি প্রশ্ন বলি মোর কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যম স্থান॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যায় বারি পানে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডিতে কে পারে।
পরশ করিবা মাত্র সহদেব মরে॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির মনে চিন্তা উপজিল॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
পানপাত্র লয়ে যায় আনিবারে বারি॥

মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী ।
ভয় পায়ে শ্রীকৃষ্ণে ডাকেন গুণবতি ॥
বনমধ্যে যায় কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে ।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে ॥
পিপাসা কাতরা অতি শুষ্ক কলেবর ।
জলপান করিবারে নামে সরোবর ॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদ কুমারী ।
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শে মায়াবারি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি ।
কাশীরাম দাস কহে ভব ভয়ে তরি ॥

ভ্রাতৃগণান্বেষণে যুধিষ্ঠিরের গমন ।

এথানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির ।
সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয় ।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী ।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি ॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পায়ে ।
হস্তিনানগরে গেলা আমারে ছাড়িয়ে ॥
এইমত বিলাপ করিয়া নরপতি ।
বনে বনে ভ্রমণ করেন দুঃখমতি ॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন ॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর ।
কত শত বৃক্ষচূর্ণ কত গিরিবর ॥
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির ।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর তীর ॥
সরোবর তীরে দেখিলেন রম্যবন ।
অপ্রামত মৃগ পশু সহিত বারণ ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান ।
উদ্বিগ্ন চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান ॥
সরোবর দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি ।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি ॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে ।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন হিল্লোলে ॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপর ।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমর ॥
দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী ।
অচেতনে রোদন করেন নৃপমণি ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির ।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর ।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর ॥
পুনঃ২ কাঁপিয়া পড়েন ঘনে ঘন ।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ ।

এইরূপে ভূপতি কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে ।
কোথা কৃষ্ণ রাধানাথ রাখহ আমারে ॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায় ।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায় ॥
পিতৃগণ আমারে দিলেন অভিশাপ ।
এই জন্য আজন্ম পাইনু মনস্তাপ ॥
অত্যন্ত বালক কালে হৈল মহাশোক ।
অজ্ঞানেতে পিতার হইল পরলোক ॥
অনন্তর অস্ত্র শিক্ষা করি যেইকালে ।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে ॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার ।
প্রকারে করিতেছিল ভীমের সংহার ॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে ॥
পরে মাতৃ সহিতে ছিলাম পঞ্চজন ।
বিনাশ মন্ত্রণা করে কত শত্রুগণ ॥
জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুরাচার ।
প্রকারে করিতেছিল সবারে সংহার ॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি ।
তাহার কৃপায় পাই তথা অব্যাহতি ॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহুদেশ ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ ॥

ভ্রমিতে২ আসি পঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর বার্ত্তা শুনি যাই সভাপরে॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আইলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে॥
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেলেন দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত বাক্য লঙ্ঘন না যায়॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্য ধন।
তোমা সবা সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন॥
কাননে যতেক দুঃখ পাইল ভ্রাতৃগণ।
সন্দেহ প্রমাদ হতে হইল মোচন॥
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সবা বিনাশিতে করিলেন স্থির॥
রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার॥
অনন্তরে জটাসুর আইল কাম্যবনে।
তারে মারি উদ্ধার করিলে চারিজনে॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি॥
কেবা আর কুরু যুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমায় করেন অর্পণ॥
মাতুলীরে পাঠাইলেন দেব পুরন্দরে।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপরে॥
শিখিলা যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমর বিবাদী॥
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিলা দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ২ মায়া সবে করিল অর্পণ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন॥
কিরীট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর॥
রহিল প্রচণ্ড শক্র রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন॥
শেষে দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর॥
এতবলি নৃপতি চাহিয়া মায়াজাল।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন ধরাতল॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদন তৎপর॥
ধিক্২ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিল দুরাচার॥
বনে করিলাম বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলেতে হইল নিধন॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান॥
বুদ্ধিনাশ হৈল দেখি তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেইজন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন॥
তোমার মহিমা শুনি দেব ঋষি মুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন॥
ধর্ম্ম বাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন॥

বহু দুঃখ রহিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর ॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মোসবে ত্যজিল ॥
আমিতো শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান ॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবর ॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয় ॥
নিষেধ না কর মোরে করহ প্রয়াণ।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ ॥
এতবলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান রাজা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য হও নরপতি ত্যজ দুঃখ মন ॥
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয় ॥
কাল প্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারি জন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ।
এতদিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন ॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান শীঘ্রগতি ॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া জান রাজা মরণ আশয় ॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন২ যুধিষ্ঠির আমার ভারতি ॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হয়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে ॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন।
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ ॥
রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া রাজায় ॥

ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং
কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান
কথয়িত্বা জলংপিব।

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্ত দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি দিবন্ধনেন। অস্মিন্মহামোহময়ে কটাহে-ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা। ১

অস্যার্থঃ।

ঘটনা কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল বার্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা ॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম
মন্দিরঃ। শেষাং স্থিরত্বমিচ্ছন্তি
কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥ ২

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে ॥
শেষে থাকে যারা তারা ইহা মনে করে ॥
আপনরা চিরজীবি না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চার্য্য আছে মহাশয়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না।
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥ ৩

বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা কথা কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥৩

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দির্বস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি
যো নরঃ। অঋণী চাপ্রবাসী চ স
বারিচয় মোদতে॥ ৪

অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি পরাহ্নকালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম বলিয়া দিলেন পরিচয়॥
বর মাগ নরপতি হয়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করেন নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ তনয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভাই বৃকোদর॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পর পুত্র কি কারণে জীয়াইতে চাই॥
লক্ষ্মী স্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহার প্রাণ দেহ নরপতি॥
আছয়ে প্রলয় রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন॥
কুরু যুদ্ধে শক্ত মাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইয়া পর॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতা নন্দন।
সহদেব নকুল আমার প্রাণধন॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃ তনয়॥
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড নিবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে॥
সহদেব প্রাণ পাইলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায়॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয়॥
নিতান্ত আমার এই কথা কৃপাময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বর লাভ ও কৃষ্ণা সহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয়॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন কমলে॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভে ধরে ছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শোক দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরায় হইবে তোমার দুঃখ অন্ত॥

দয়াশীল ধর্ম্মবান ক্ষমাজন ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্ব গুণেতে গভীর॥
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমায় আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত॥
ধর্ম্ম না ছাড়িহ তুমি ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগরে হবে পার॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে॥
প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পায়ে পঞ্চজন ভাবিছেন মনে॥
কি জন্য এ স্থানেতে আমরা পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার কারণ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি তথায় আসিয়া পঞ্চজন॥
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এস্থানে আমরা আইলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যু সরোবর এই ধর্ম্মের নন্দন॥
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে খাইয়ে সকলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে॥
আমিহ আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলা দরশন॥
ছলনা করিয়া পুত্রে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
অতঃপর এই জলে সবে কর স্নান॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেইজলে নানারঙ্গে॥
সেই দিন রহিলেন তথা ছয় জন।
পরদিন জন্মেজয় শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্যাস মুনির আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজন।
কৃষ্ণ২ বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘন॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া ভূপতি করেন নিবেদন॥
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরেতে আমার যে দুর্দ্দশা॥
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই দূরে সরোবর॥
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলেম আরতি॥
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারিজন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবর।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপর॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
আমিহ মরিতে যাই সরোবর তীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি হেতু করিবা মহাশয়॥
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান।
চারি প্রশ্ন বলিয়া করহ বারিপান॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তারে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে॥
প্রশ্ন চারি বলিলেক ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তায়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥
ভাবিয়া চাহিয়া দেব সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জল পিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া॥

ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদ বাক্য শুনি॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চি তথা ভাই পঞ্চজনে॥
আরদিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীরনন্দনে॥
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কতদিন॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে॥
কহিল রাজার অগ্রে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবি মনে মনে।
অজ্ঞাত বিধান যে কহে সর্ব্বজনে॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময়॥
কোন দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক॥
সবে মিলি সুযুক্তি করহ এই বার।
কোনমতে দুঃখের সাগর হব পার॥
এত শুনি কহিতে লাগিল চারিজনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে॥
দোষ গুণ বুঝি সব করিব নির্ণয়।
অকারণে আপনি চিন্তহ মহাশয়॥
কি কারণে আমরা চিন্তিব সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গেল বন॥
নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিল বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এই কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নহিবে অন্যথা॥
সুবর্ণ মুদ্রিত করি ভৃঙ্গার ধেনু শত।
সুপণ্ডিত দ্বিজে দান দেয় অবিরত॥
নিত্য নিত্য শুনে মহাভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য হয় ফলদাতা॥
যেবা পড়ে যে শুনে করায় অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধুজন॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হউক পৃথ্বী শস্য সমাবেশে॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্মকীটময়।
ভক্তজনে কৃতার্থ করুক ধর্ম্মরায়॥
ধন্য হৈল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা॥
নীচ গৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।
অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এতদূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।



মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ব্যাসবর্ণনা।

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বীতিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক॥
বেদশাস্ত্র পর নিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা যিনি কোমল শরীর॥
কনকাভা জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিধান বাঘাম্বরে॥
নয়ন যুগল দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির।
ভাগবত ভারত আদি যতেক পুরাণ।
যাহার কমল মুখে সবার নির্ম্মাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারি খান।
ঋক যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান॥
মৎস্যগন্ধা গর্ভে যার দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যার তপস্যা সম্পত্তি॥
প্রণতি করিয়া মুনি চরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে॥
বেদ রামায়ণে আর পুরাণ ভারতে।
লিখিতে যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারি বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ হইল কোন মতে॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর ছিল অরণ্যের মাঝ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালীর সহিত।
দ্বিজগণ সঙ্গে বহু ধৌম পুরোহিত॥
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান হইয়াছে পূর্ব্বের নির্ণয়॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত সময়।
অজ্ঞাত রহিতে হবে পঞ্চ সহোদর॥
বৎসরের মধ্যে যদি বিদিত হইব।
পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব॥
বিচারিয়া কর সবে ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন স্থান॥
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাতে।
বিচারিয়া কহ যুক্তি আমার সাক্ষাতে॥
শুনি ভীম কহিলেন রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর গান্ধারী কর্ত্তাকে উপেক্ষিয়া।
মম অগ্রে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝ।
হেনমতে নয়নে না দেখি মহারাজ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
বঞ্চিলাম তোমার নিকটে নৃপবর॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে সবে সেই পথি॥

কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমকে যা কৈল কুরুপতি॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া।
ততদিনে যথাস্থানে সবে রহ গিয়া॥
দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নৃপমণি।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার॥
বিপদকালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হলে শত্রুগণে বিজয় করিবে॥
বড় বড় রাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবা।
লাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবা॥
ভ্রাতৃ বন্ধু পুত্রেতে রাজার নাহি প্রীত।
নৃপতি করেন কর্ম্ম অতি মনোনীত॥
আমি কি কহিব তোমা পণ্ডিত সকলে।
কাল কাটী পুনরপি আইস কুশলে॥
এত শুনি উঠিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন॥
কাম্যবন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার।
বামে শাল্য দক্ষিণেতে পঞ্চাল বিস্তার॥
সুরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্ত কৃষ্ণা রাণী বলয়ে বচন॥
চলিবার শক্তি আর না হয় নৃপতি।
আজি নিশি এক ঠাঁই করহ বসতি॥
নিকটে না দেখি দূরে বিরাট নগর।
কালি প্রাতে যাইব অজ্ঞাত নরবর॥
নৃপতি বলেন কালি হইল অজ্ঞাত।
বিদিত হইলে লোকে হইবে অনর্থ॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয়॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে॥
নগর নিকট যে হইল কতদূর।
ভ্রাতৃগণে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিব প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বলোকে চিনিবে বিশেষ॥
বালবৃদ্ধ যুবাতে গাণ্ডীব ধনু খ্যাত।
হেন স্থানে রাখে যেন লোকে নহে জ্ঞাত
অর্জ্জুন বলেন এই দেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশয়ে ব্যোম॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করেন স্বীকার।
হেনমতে রাখ যেন না হয় প্রচার॥
তবেত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্র পূর্ণ তূণ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র করিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া॥
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ।
সবাকারে পুনঃ২ বলেন বচন॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নি অসংযোগে বৃক্ষে বান্ধি রাখা গেল॥
কুলক্রমে আমার আছয়ে এইপণ।
কিবা অগ্নি দহি কিবা করি এই মন॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম পঞ্চ গুপ্তে রাখিলেন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ।

কাঁখেতে দেবল মণি মাণিক্যের সাজ।
সভামাঝে প্রথমে গেলেন ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভালোকে চাহিয়া জিজ্ঞাসে শীঘ্রগতি॥
এই যে পুরুষ আইসে কন্দর্প আকার।
কেহ কভু ইঁহাকে কি দেখিয়াছ আর॥



পাণ্ডবদিগের শমীবৃক্ষে অস্ত্র রক্ষা।

ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভাপায়।
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্ব তেজোময় ॥
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে হেথা।
ক্ষত্র হৌক দ্বিজ হৌক করিব সর্ব্বথা ॥

এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥
নমস্কার করিয়া বিরাট মৃদুভাষে।
বিনয়পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজেরে জিজ্ঞাসে ॥
কেতুমি কোথায়বাস আইলে কোথা হৈতে
কোন কুল গোত্র জন্ম কেমন বংশেতে ॥
যে কর্ম্ম তোমার মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্রপুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥

তোমায় দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ তাহা দিব কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্ম অধিকারী।
বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্ম একা॥
শত্রু নিল রাজ্য বনে গেল পঞ্চভাই।
তার সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
হেথা আইলাম রাজা শুনি তব গুণ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্যধন তোমারে সকল সমর্পিনু॥
আমার সদৃশ হইয়া থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী সবাই সেবিবে তব পায়॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কোনদ্রব্যে আমার না হয় প্রয়োজন॥
হবিষ্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে॥
হেনমতে তথায় রহেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যুতপতি॥
সভাতে প্রবেশে যেন বলি সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময়॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হউক বলিয়া তুলিল দুইকর॥
চতুবর্গ শ্রেষ্ঠ আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
গুরু উপদেশে পারি করিতে রন্ধন॥
আমা সম রন্ধনে নাহিক সূপকার।
মল্ল যুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার॥
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন।
সূপাকার তোমারে না লাগে মম মন॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছ তুমি।
সর্ব্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি॥
সূপকার যোগ্য তুমি নহে কদাচন।
এতশুনি বৃকোদর বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবা দিব আমি রণ॥
মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পুষিলে রাজা কৌতুক বিশেষে॥
বল্লভ আমার নাম দিল ধর্ম্মরাজ।
তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ॥
বিরাট কহিল এতে না হয় সংশয়।
তোমার এ সব কথা চিত্র কিছু নয়॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি।
যে ক্ষমতা তোমার অবশ্য দিব আমি॥
আমার রন্ধন যত আছে সূপকার।
সবাকার উপরে তোমার অধিকার॥
এতবলি রন্ধন গৃহেতে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল॥
তবে কতক্ষণে আইলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ কর্ণেতে শোভয়॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্তগজ পদভরে।
দূরে থাকি সবারে জিজ্ঞাসে মৎস্যপতি।
এই যে আইসে যুবা ছন্ম নরপতি॥
পূর্ব্বে কি ইহারে কভু দেখিয়াছ আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি হই যে নর্ত্তক।
সেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক॥
নৃত্য গীত মম সম নাহিক ভুবনে।
শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে॥
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মনে।
একর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচনে॥
এই নারীবেশ তুমি ধরিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়॥

ভূতনাথ অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল ॥
তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল।
সে ধনুর তেজ সর্ব্ব পৃথিবী কাঁপিল ॥
পার্থ বলিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন ॥
শত্রু রাজ্য নিল তারা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আইনু রাজন ॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেহ রাজবালা ॥
রাজা বলিলেন তুমি রহ মম পুরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥
ধন জন পুত্র দ্বারা রাখ এইপুর।
পুত্র তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর ॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে ॥
এতবলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহিল পার্থ কেহ না জানিল ॥
কতক্ষণে নকুল করিল আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহুঃ দেখিল রাজন ॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল শশধর।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ বাড়ি কর ॥
দুইভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজ সভাস্থানে।
মধুর কোমল ভাষে নৃপতিরে ভণে ॥
অশ্ব চিকিৎসক আমি শুন গুণধাম।
জীবিকার্থে আইনু গ্রন্থিক মম নাম ॥
রাজা বলে আইলা তুমি কোন দেশ হৈতে
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মম চিত্তে ॥
নকুল বলিল কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
কতলক্ষ অশ্ব তার না যায় গণন ॥
সর্ব্ব অশ্ব পালিতে আমারে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি পাইল ॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে অশ্বের মুখে।
কোনকালে তার নষ্টভাব নাহি থাকে ॥

রাজা বলিলেন মম যত অশ্বগণ।
সকল রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ ॥
নকুল করিল অশ্ব গৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন ॥
বালসূর্য্য যেমন উদয় পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশাখা যেন যজ্ঞে দেখে আচম্বিতে ॥
গোপজাতি যে ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ পুচ্ছের দড়ি আছয়ে বিশেষ ॥
রাজসহ বিস্মিত যতেক সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন ॥
জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর।
গাভীরক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর ॥
আমার রক্ষণে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চোর ভয় নাহি কদাচনে ॥
বিরাট বলিল এতে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
তব বুদ্ধি পরাক্রমে রাজচক্রবর্ত্তি ॥
বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ ॥
খড়্গধারী হস্ত তব ছদ্মধারী পাশ ॥
সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাহার যতেক গাভী লোকে অগণন ॥
করিতাম সেই সর্ব্ব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীতি ছিল পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর আমি মহৎকর্ম্ম জান নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত ॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয় ॥
ধর্ম্মরাজ সভাতে ছিলাম চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দেন তন্ত্রিপাল ॥
রাজা বলিলেন সব সম্ভবে তোমারে।
যে কার্য্য তোমার থাকে লহ মম পুরে ॥
যত মম আছে গাভী সর্ব্বপালগণ।
তোমারে দিলাম সর্ব্ব করহ পালন ॥
এমত কহিয়া সহদেব মহামতি।
পঞ্চজনে বাঞ্ছামত দিল নরপতি ॥

মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহিল গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে ॥
অগ্নি যেন আছিল ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষ ধায় দেখিবারে ॥
কেশেতে মলিন মুখ দীর্ঘ মুক্তকেশা।
পিন্ধন মলিন জীর্ণা সৈরিন্ধ্রীর বেশা ॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন যত নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণন না যায়।
দেবকন্যা কিন্নরী অপ্সরী অভিপ্রায় ॥
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি নরজাতি আমি ॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা ॥
কৈকেয় রাজার কন্যা বিরাট মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিল শীঘ্র পাঠাইয়া দাসী ॥
আদর করিয়া তাঁরে যতেক রমণী।
অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী ॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদী দেখিতে সবে হইল লজ্জিতা ॥
নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন ॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রেররামা, রতিসতীতিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
তোমার অঙ্গের আভা,ম্লান করিলেনসভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি,নিমিষনা ধরেআঁখি,
ঘন ঘন কম্পন হৃদয়ে ॥
শশীনিন্দি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পায়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে ॥
মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হৈল তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ মব জিনি কম্বু, ওষ্ঠ রঙ্গিতর বিম্বু,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপু ॥
রক্তকর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্ত যুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ যিনি বিষধর ॥
তোমার নিতম্ব কুচে, গহননিবাসী ইচ্ছে,
মৃগগতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী,কিবা চারুচকোরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ।
হের দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখা সহ।
কি দেবী নামিলাভূমি,কিহেতু ভ্রমহ তুমি,
না ভাবিহ সত্য মোরে কহ ॥
তব অঙ্গ যোগ্যপতি,মানুষে না দেখিসতী,
কিবা দেব দিকপালগণ।
তব অঙ্গ দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষে না জীয়ে কদাচন ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুর কোমল বাণী,
সবিস্ময়ে বলয়ে পার্ষতী।

না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি, মানুষীনিবাসীভূমি,
ফলহারা সৈরিন্ধ্রীর জাতি ॥
রাণী দয়া করি মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্টভাত, না দিব চরণে হাত,
এইমাত্র নিয়ম আমার ॥
প্রবালমুক্তাপাতি, ভালজানি নিত্যগাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।
সিন্দুর কজ্জল আদি, রত্ন আভরণ নিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ বেশ ॥
গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁরে।
আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখী,
কৃষ্ণা মাগি নিলেক আমাকে ॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, ইথেনা জানিহ আন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণে, পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
তেঁই আইলাম হেথা ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার
কথোপকথন।

রাণী বলে সৈরিন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসীনা হব রাখি তোমা ঘরে ॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণারে।
অন্য দুষ্ট স্ত্রীর প্রায় না জান আমারে ॥
বিরাট হউক কিম্বা আর অন্য জন।
দুষ্টচক্ষে দেখিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
ছোঁবার থাকুক যে দেখিবে পাপচক্ষে।
মনুষ্য কি গণি দেব হৈলে মৃত্যুভক্ষে ॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগণ।
না জীবেক যে আমাকে করিবে চালন ॥
দয়া করি আমাকে রাখেন যদি সতী।
পশ্চাতে জানিবা তুমি আমার প্রকৃতি ॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন ॥
সুদেষ্ণা বলিল যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতী ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
এমতে রহিল সুখে বিরাট ভবনে ॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুবেশ করিলা বশ যতেক রমণী ॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন ॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি ॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন।
বশ হৈল যতজন করিল ভোজন ॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
প্রসাদ করিল ভীমে কনক রতন ॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস।
অন্তঃপুর নারীগণ সবে হৈল বশ ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল ॥
গাভীগণ বাড়িল হইল ক্ষীরবতী।
সহদেব গুণে বশ হৈল মৎস্যপতি ॥
পাণ্ডবের গুণে বশ মৎস্যদেশ হৈল।
এইরূপে তথায় চতুর্থ মাস গেল ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কৌলিক আছয়ে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে॥
করিলা শঙ্কর যাত্রা বিরাট রাজন।
দেশ দেশ হইতে আইল বহুজন॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি স্ত্রী পুরুষগণ।
নৃত্য গীত মহোৎসব করে জনে জন॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোরনাদ॥
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ॥
মল্লগণ মধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান॥
সর্ব্ব মল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুদ্ধে হেন দেহ নরপতি॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লভেরে ডাকিলা তখন॥
বিরাট কহিল তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে॥
এ মল্ল সহিত পার যুদ্ধ করিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজব্যবহারে॥
ভীম বলে নরপতি জানহ কাননে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর ভরণে॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বাধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ আমি জাতি সূপকার॥
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজবধ ভয় না করহ পরিণাম॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর॥
যার যে আশ্রমে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তাঁর আজ্ঞা না করে হেলন॥
পুনঃ পুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে॥
কর প্রীতি রাজারে দেখুক সর্ব্বজন।
একবার মল্লের সহিত কর রণ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা তবে যুদ্ধ কর আসি।
ত্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি॥
ঈষৎ হাঁসিয়া ভীম ধরি দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেন ভ্রমাইয়া তায়॥
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যেন গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুমারের চক্র॥
ঘুরাইতে তথায় ত্যজিল মল্ল প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতা খান॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি হয় আনন্দ অপার॥
অনেক প্রসাদ তারে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যার যে বসতি॥
বার্ত্তা পায়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহিত করিল আসি রণ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আইল।
বল্লভের বিক্রমে বিরাট যশ হৈল॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তীগণ।
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ॥
নিমিষেক অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুক দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর॥

এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
আনন্দ পাণ্ডব অল্প অজ্ঞাত রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥
শ্রবণে ভারত পর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস॥

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
কীচক নামেতে ছিল রাজ সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল তুর্ম্মতি॥
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর নিকটে হইল উপনীত॥
বলিতে লাগিল অতি মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণ চন্দ্রাননে॥
আনন্দিত অঙ্গ তব অনঙ্গমোহিনী।
নিরূপম রূপ তব প্রথম যৌবনী॥
হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এরূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনী॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুরমনোলোভে।
এ সব ভূষণ কি তোমার অঙ্গে শোভে॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার॥
গৃহদারা পুত্র মম যত ধন জন।
স। ত্যজি লইলাম তোমার শরণ॥
স॰স্র২ মম আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ॥
রত্ন অলঙ্কার যত লোক মনোহর।
যথা ইচ্ছা ভূষণ করহ কলেবর॥
রতন মন্দিরে শয্যা রত্ন সিংহাসন।
রত্ন আভরণ পর শুনহ বচন॥
সকলের উপর হইবা ঠাকুরাণী।
যদি না করিবা না রাখিবা মম বাণী।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী॥
এ সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশ বৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবা কল্যাণে॥
পরদারে মন কৈলে না হয় মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি দোষে পৃথিবী মণ্ডল॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে মাত্র হয় আয়ুক্ষয়॥
পুত্র দারা শোকে কষ্ট দরিদ্র লক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে॥
পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপ দৃষ্টি আমারে করিলা কি কারণে॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোরে নিমিষে মারিবে॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেরে আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন।
কালরাত্রি প্রভাত হইল আজি তোরে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিলি আমারে॥
তুমি যে এমন ভাষা আমারে কহিলে।
রবিসুত কিঙ্কর ধরিল তোর চুলে॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেট করয়ে বদন॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত।

কীচক ভগিনী হন বিরাটের রাণী।
তাঁর স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ প্রায় সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনীরে যে বাক্য কহিতে না যুয়ায়।
কামে হতচিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি পায় ॥
ভগিনী দেখহ মম বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমায় দেও তুমি এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচর ॥
মধুর বলিয়া তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
দাসীছার লাগি কেন ত্যজিবা জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হৈতে তারে কহিব কেমনে ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীতে মন ॥
কচীক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয় ॥
নষ্টা স্ত্রী প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
দুষ্ট স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি ॥
ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হৌক একান্তে পাইলে
বিহার করিতে ইচ্ছা নাহি জানি ভালে ॥
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেইমতে সৈরিন্ধ্রী করহ অনুমান ॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী ছারে কর ভয় সোদরে অপ্রীতি ॥
রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে।
মম বশ নহে সেই কহিব কিমতে ॥

সৈরিন্ধ্রী লইতে নিজ মরণ ইচ্ছিলা।
তেঁই হেন দুষ্কর্ম্মে ভগিনী নিয়োজিলা ॥
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাও শীঘ্র পাঠাইব করিয়া প্রকার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী রাখিবে গিয়া ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে ॥
শান্তি কথা সব তারে কহিবা প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম ॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যে বলিল ভগিনী সে করিল তখন ॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রী ডাকিয়া কহে মধুরস বাণী ॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হৈতে সুধা আনহ ত্বরিত ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রঘাত।
ভয়েতে কম্পয়ে কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত ॥
কৃষ্ণা বলে সুতপুত্র নিলর্জ্জ দুর্ম্মতি।
তার ঠাঁই যাইতে মোরে না বলহ সতী ॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময়।
রাখলা আপন গৃহে করিয়া সভয় ॥
আপন বচন দেবী করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্যজন ॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা।
অকর্ত্তব্য হইলে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার।
পেষণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥
যথায় পাঠাব তথা করিবা গমন।
বিশ্বাসে বিশ্বস্ত তুমি বলি এ কারণ ॥
যাও শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত শুনি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥
এত শুন দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণময়ে দেবতা মিহির ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের ঠাঁই মম কর অব্যাহতি ॥

মুহূর্ত্তেক সূর্য্যে স্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষগণ দিল ॥
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক ॥
দুঃখেতে আবৃত যায় দ্রুপদনন্দিনী।
ব্যাঘ্র স্থানে যাইতে যেন ডরায় হরণী ॥
দূর হতে কীচক দেখিল দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে যেন নামিল সত্বরে ॥
সমুদ্র ত্বরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে মধুরস বাণী ॥
আজি সুপ্রভাত মম হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আইলে আপনি ॥
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার ॥
দিব্য বস্ত্র পর তুমি দিব অলঙ্কার।
কৃষ্ণা বলে তোমার ভগিনী পিপাসিতা।
সুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিতা ॥
কীচক বলিল কেন বলহ এখন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্যজন ॥
কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন।
সহস্র২ দাসী সেবিবে চরণ ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন সিংহাসনে।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে ॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতি।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি ॥
অন্তঃপুর গেলে দুষ্ট করবেক বল।
ভাবিয়া চলিল দেবীরাজ সভাস্থল ॥
পিছে গোড়াইয়া যায় কীচক দুর্ম্মত।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি ॥
সূর্য্য অনুচর সেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমেতে ফেলিল ॥
মূল কাটা গেলে যেন বৃক্ষ পড়ে টলে।
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসিয়া সভায়।
সবে দেখে দ্রৌপদরে প্রহারিল পায় ॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর ॥

জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী ॥
নয়ন যুগল অগ্নিকণা বাহিরায়।
দুপাটি দর্শন চাপি উঠিল সভায় ॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি পাইতে ধর্ম্মের পানে চায় ॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল।
স্বামী সব বসিয়া দেখেন চারি পাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কান্দি কৃষ্ণা কহে অর্দ্ধভাসে ॥
ধর্ম্মাসনে বসিয়া মৎসের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর ॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায় ॥
দুষ্টলোকে রাজা দন্দ্ব নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেব বিধি ॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেন নাহি ধর্ম্মভয় ॥
ন্যায় মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন ॥
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে অকূল দুস্তরে ॥
দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
হেন নীতিশাস্ত্র আছে শাস্ত্রে হেন গায়।
কীচক পড়িয়া ছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন ॥
তাত প্রতি কহে তবে বিরাট নন্দন।
রাজধর্ম্ম নৃপতি না করিলা পালন ॥
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি বিনা চোর সভা প্রায় ॥
সবাই অধর্ম্মী বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্মভয় নাহি তেঁই না কহ বচন ॥
এত শুনি উত্তর করিল মৎস্য ভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব না জানি কিরূপ ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমার দ্বন্দ্ব কর দুই জনে ॥

বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি॥
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সে সব গণের আমি মানসী মহিষী।
সুতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যার ধনুর্ঘোষে তিন লোক কম্প হয়।
একরথে যে করিল তিন লোকে জয়॥
তার ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ।
সুতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত॥
বল বুদ্ধি তা সবার কোথাকারে গেল।
মোর এত অপমান চক্ষুতে দেখিল॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সুতের নন্দন॥
সাক্ষাতে সৈরন্ধ্রী দেবকন্যা স্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী॥
তবে ধর্ম্ম কহিলেন কঙ্ক নাম ধারী।
সৈরিন্ধ্রী না কর খেদ যাও অন্তঃপুরী॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে তোমরে গন্ধর্ব্ব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কাল পাইলে কীচকে দণ্ডিবে যথোচিত।
কীচক হইতে কিছু না হইও ভীত॥
দুঃখী লোক মত কেন কান্দহ সভায়।
আত্ম পাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায়॥
কৃষ্ণা কহে সভাসদ করিলে প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মম কে করিবে আন॥
এত বলি দুই চক্ষু বস্ত্রেতে পুছিল।
কেশ ঘরিষণে দেহ শোণিতে স্রবিল॥
ভর্ত্তা আজ্ঞা পাইয়া চলিল অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে রাণী কৈকেয়ী কুমারী॥
সুদেষ্ণার অগ্রে দেবী কান্দিতে লাগিল।
সাদরে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল॥
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ হবে সেই দুষ্টমতি॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরিন্ধ্রী রূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কর রাজরাণী॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃ গৃহে পাঠাইলা।
কত বা কহিব তাহা যত দুঃখ দিলা॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি কীচক মারিল মোরে পায়॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি॥
আজি হতে ত্যজ আশা ভ্রাতার জীবন।
করহ সামগ্রী যত শ্রাদ্ধের কারণ॥
এই বলি নিজস্থানে গেলেন পাঞ্চালী।
জলে প্রবেশিয়া সব ধুইল রক্ত ধূলি॥
পর পুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধিমতে দ্রৌপদী করিল সেইক্ষণ॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী কান্দয়ে দুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল তবে অর্দ্ধেক শর্ব্বরী॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাহি দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ॥
বিনা বৃকোদর না পারিবে অন্যজন।
চিন্তিয়া ভীমের ঠাঁই করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা।

বিরাট রন্ধন গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন॥
সঙ্কেতে বলয়ে দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা যাও মৃত প্রায়॥
হীন জন পুরুষ আপন যত শক্যে।
প্রাণপণ করিয়া শঙ্কটে ভার্য্যা রক্ষে॥
সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল।
সিংহের রমণী নৈতে শৃগালে ইচ্ছিল॥
চরণে চাপিতে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
দ্রৌপদী কাতরা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥
কহ ভদ্রে এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি নলিন বদন॥

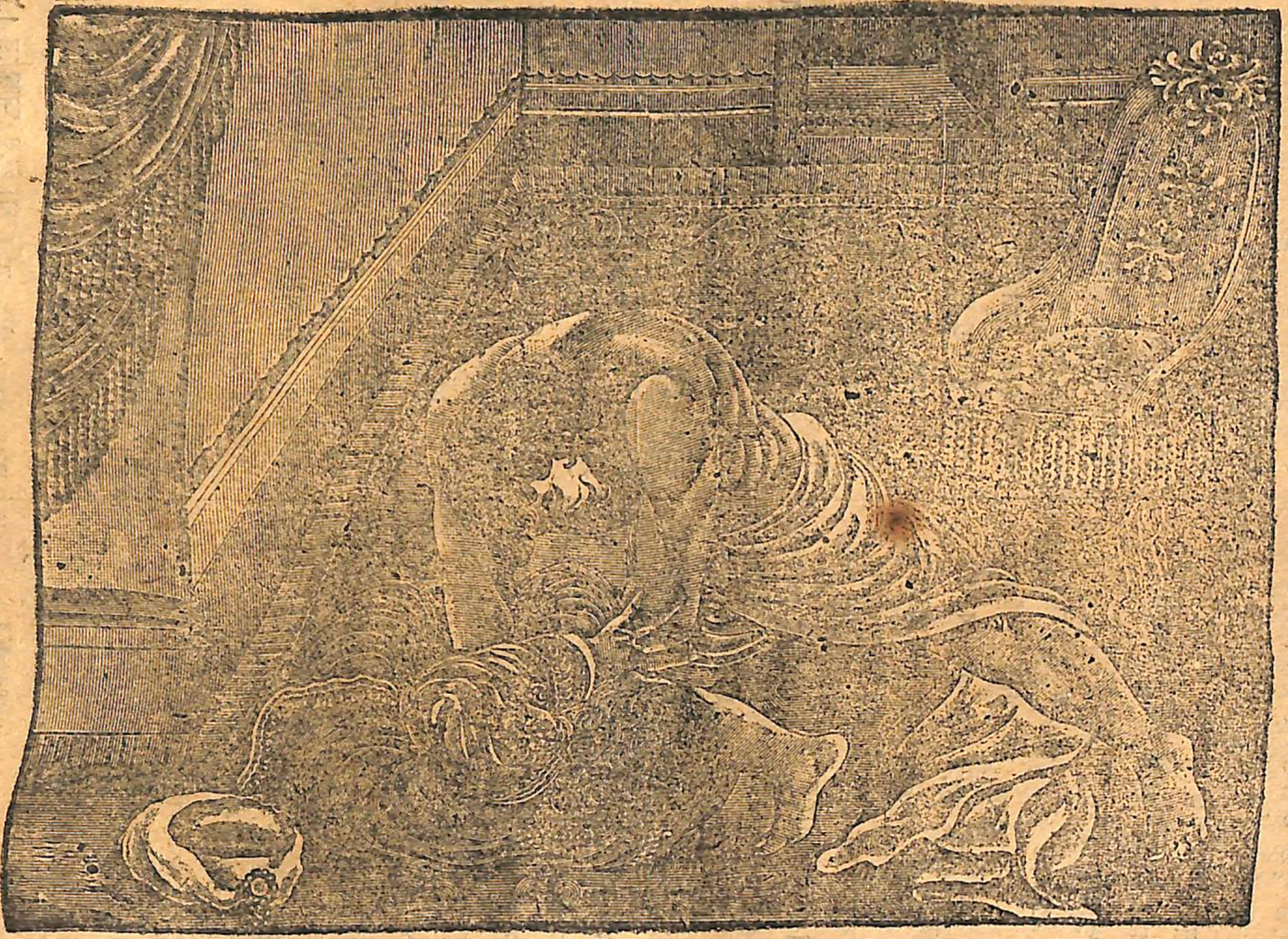
যে কথা কহিতে আছে কহ শীঘ্র মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে যাও নিজ ঘরে ॥
ভীম বাক্য শুনিয়া অধিক হৈল দুঃখ।
নয়নে সলিল পড়ে হয়ে অধোমুখ ॥
ভীম বলে কহ প্রিয়ে কি হেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন ॥
এতশুনি সকরুণে বলেন পার্ষতি।
কি দুঃখ শোচন যার যুধিষ্ঠির পতি ॥
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবে বসি দেখিল মারিল মোরে লাথি ॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ।
রাজকন্যা হয়ে মম সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি ॥
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
কিম্বা বিষ খাই কিম্বা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আজি কীচকে দেখিলে ॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মম ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক মম জীবনে কি ছার আর আশ ॥
এতবলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
অশ্রুজলে ভরিল ভীমের কলেবর ॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কম্পয়ে কম্পায় ওষ্ঠাধর ॥
ধিক মম বাহুবল ধিক ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট শুনি প্রাণ রয় ॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা আমি কি করিব।
আত্ম বশ হৈতে কেন এত দুঃখ পাব ॥
যেখানে তোমায় দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি ॥
সব সভা মারিতাম নৃপতি সহিতে।
একজন না থাকিত অন্যেরে কহিতে ॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন ॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে কারণে দুরাচার কীচক রহিল ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ।

কৃষ্ণা বলে যে বলিলা সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পাইলে পিছে হব ঠাকুরাণী ॥
যদি তুমি কীচকেরে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে সৈরিন্ধ্রী যতেক কহে ভণ্ড ॥
আমি কহিয়াছি সব্ব লোকের গোচর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনে করে উপহাস।
বলে লক্ষ গন্ধর্ব্ব করিব আমি নাশ ॥
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল।
এত অপরাধ করি দণ্ড না পাইল।
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে ॥
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে ॥
সে বচন শুনিতে যাইতে বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলা উদ্ধার।
জটাসুর মারিয়া করিলে প্রতিকার ॥
এখন কীচক ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে এতে নাহি কোনজন।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা হেতু বিচারহ চিতে।
আজ্ঞা করিয়াছেন কীচকে দণ্ড দিতে ॥
তখনে বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মকর করিয়া ক্ষমিলা মহারাজ ॥
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিলা বচন।
না কর ক্রন্দন দেবী স্থির কর মন ॥
এত বলি ক্রোধে ভীম অরুণ নয়ন।
মারিব কীচকে আমি বলিনু বচন ॥
কিন্তু এক সময় করিবা তার সনে।
উপায় করহ যেন কেহ নাহি জানে ॥

আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিও নির্ণয়॥
নৃত্যশাল যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সেই ঘরে পাপিষ্ঠ পাঠাব যমপুরে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন পুছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন॥
রজনী প্রভাত হৈল কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা দ্রুতগতি গেল॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজ সভাস্থলে॥
রাজ বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল আমারে বিরাট নরপতি॥
মম বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মম কাহার শকতি॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর॥
কৃষ্ণা বলিলেন বশ হইলাম আমি।
কিন্তু মম আছয়ে গন্ধর্ব পঞ্চস্বামী॥
তাহা শবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাকার।
তথা নিশি তব সঙ্গে করিব বিহার॥
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে২ দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥
হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে কহিল সমাচার।
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার॥
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি॥

এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর অগ্রে চলি গেল নৃত্যালয়॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝে।
মৃগ মারিবারে যেন জাগে মৃগরাজ॥
আনন্দিত চিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া সঙ্গে কারে না লইল॥
যথায় পুরুষ-সিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাঁসিয়া॥
লোহা হৈতে অধিক কঠিন ভীমকায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরন্ধ্রীর প্রায়॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরী।
মম রূপ গুণে বশ যত নর নারী॥
পূর্ব্বভাগ্যে সৈরিন্ধ্রী পাইলা তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে॥
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে॥
কিন্তু একতাপ মম জাগিতেছে মনে।
রাজসভা মধ্যে মোরে মারিলা চরণে॥
বজ্রের সমান তব চরণ প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার॥
কমল অধিক মম কমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মম হইছে বাহির॥
মনোদুঃখে কিসের পাইবা রতিসুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ দুঃখমন।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ রমণ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে॥
এত বলি কীচক মস্তক দিল পাতি।
অন্তরে হাঁসিয়া উঠে ভীম মহামতি॥
বজ্রঘাত প্রায় ঘাড়ে মারিলেক লাথি
তথাপিহ নাহি জানে কীচক দুর্ম্মতি



ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ।

যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক প্রভৃতি মারিল॥
একে একে তিনঘাত করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোঁয়ার॥
ভীম বলে আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্ব বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাধ॥
ভীম বাক্য শুনিয়া কীচকে হৈল জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠে ধরে ব্যাঘ্রের সমান॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশে আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন॥
তথাপিহ বিক্রমে ভীমের নহে ঊন।
পদাঘাতে দৃঢ় মুষ্টি হানে পুনঃ২॥
আচড় কামড়ে মুণ্ডে২ তাড়াতাড়ি॥
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর।
এইমত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু তেজ বায়ুর তনয়।
বহুমত করিয়া কীচক নহে ক্ষয়॥
পুনঃ পুনঃ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপিয়া ধরিল মত্ত মৃগে॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
এই মুখে ইচ্ছিলা সৈরিন্ধ্রি সহ রতি॥
এত বলি বদনে মারিল বজ্রমুষ্টি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটী॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রি করিলি নিরীক্ষণ।
বজ্রনখে উপাড়িয়া ফেলিল নয়ন॥
অণ্ডকোষ ধরিয়া মারিল তাহে লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণে ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি॥
হস্ত পদ শির কার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড আকার।
কৃষ্ণারে ডাকিয়া বলে পবনকুমার॥
অগ্নি জ্বালি দেখ হের যাজ্ঞসেনী সতী।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধি তার এই গতি॥
এতবলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধন শালায় যথা শয়ন আসন॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন।
যুদ্ধ শ্রান্ত হয়ে বীর করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

কীচকের শবদাহে তাহার ঊনশত ভ্রাতার মৃত্যু।

কীচক মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হৈয়া।
সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া॥
মোরে যেন দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল উচিত গন্ধর্ব্ব মম পতি॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্ব না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মনুষ্য পরাণে॥
এতশুনি ধাইলক যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোকে মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ কেহ বলে নয়॥
কোথা গেল হস্তপদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্ব মারয়ে এই মত।
বার্ত্তা পায়ে ধাইল সোদর ঊনশত॥
কীচক বেড়িয়া সবে করবে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ॥
এইমতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিতে সৎকার হেতু করিলা বিচার॥

হেনকালেকৃষ্ণারে দেখিয়ে সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইয়া সভা বিদ্যমানে ॥
ক্রোধে সুতপুত্রগণ বলয়ে বচন।
এ দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক নিধন ॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীকে মারহ পরাণে ॥
অগ্নিতে পোড়াহ এরে কীচক সংহতি।
পরলোক কীচকের হইবেক প্রীতি ॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহ।
একবার নৃপতিরে গিয়া জিজ্ঞাসহ ॥
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
হাহা বীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি।
তোমার বিহনে মম হয় কোন গতি ॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
তার মুখ আর না দেখিব কদাচন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন ॥
পোড়াহ কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল ॥
আজ্ঞা পায়ে কৃষ্ণারে বান্ধিল সেইক্ষণ।
শব সহ লইলেন করিয়া বন্ধন ॥
তবেত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায় ॥
ওহে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন ॥
দুন্দুভির শব্দ যার ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে অসাধ্য নাহিক শত্রু যার ॥
তার প্রিয় বড় আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন ॥
এইমত পুনঃ২ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি ॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর:রায় বুঝি হৃদয়ে কাঁপিল ॥
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায় ॥

একলাকে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচির।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে ডাকে মহাবীর ॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী দেবী আইল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিব দুষ্ট সুতপুত্র সর্ব্ব ॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর ॥
সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আইল।
পলাও২ বলি সবে রড় দিল ॥
নগরের মুখ করি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে ॥
আরে২ দুরাচার সুতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন ॥
এতবলি প্রহার করিল তরুবর।
একঘায় মারে ঊনশত সহোদর ॥
অশ্রুপূর্ণ মুখি কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে ॥
ভীম বলে দুঃখ না ভাবিহ গুণবতী।
তোমারে হিংসিয়া দুষ্ট হৈল হেন গতি ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি কেহ পাছে জানে
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে ॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেলা কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর ॥
রজনী প্রভাত হৈল আসি সর্ব্বোজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ ॥
কীচক দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন ॥
সবে মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পুরেতে প্রবেশিল ॥
আর মৎস্যদেশের নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার ॥
মনোরমা নারী হয় পরম সুন্দরী।
তার পানে চাহিলে গন্ধর্ব্ব যাবে মারি ॥
শীঘ্র কর নৃপতি ইহার প্রতিকার।
এথা হতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্যস্ত হইল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল ॥

অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিল।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি হইল॥
এখন এখান হৈতে যায় যেই মতে।
মম নাম না লইয়া কহিবা সম্প্রাতে॥
এতদিন ছিলা তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর দূত কর আগুসার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

গোগ্রহণার্থে সুশর্ম্মা রাজার মৎস্য-
দেশে যাত্রা।

দুর্য্যোধন আজ্ঞা পায়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইলেন শীঘ্রগতি।
আষাঢ়ের সীতপক্ষ পঞ্চমী দিবসে॥
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে॥
শঙ্খ ভেরি দুন্দুভি বিবিধ বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজে॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধন আজ্ঞা দিল সৈন্যপ্রতি॥
হয় হস্তী পাভি আর নানা রত্নধন।
চতুর্দ্দিকে লুটিতে লাগিল সর্ব্বজন॥
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন॥
সভাতে বসিয়া ছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি॥
মৎস্যদেশ সকল মজিল নরবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত ঈশ্বর॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন।
বাহিরাও বিলম্ব না সহে এতক্ষণ॥
দূত মুখে হেন বার্ত্তা পাইল নৃপতি।
চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিল শীঘ্রগতি॥
শতানিক মদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর॥
পাত্র মিত্র যোদ্ধাগণ সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্য কোলাহল॥

শতানিকে আজ্ঞা দিল বিরাট ভূপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারিজন প্রতি॥
শ্রীকঙ্ক বল্লভ অশ্ব বৈদ্য যে গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল॥
দিব্য ধনুগুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম॥
সাজিয়া চলিল রথে করি আরোহণ।
স্বর্গ হৈতে আইল যেন দিকপালগণ॥
চলিল বিরাট রাজা মৎস্যধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতি॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপুর॥
শূন্য হতে পক্ষিগণ ভূমেতে পড়িল।
হেন মতে উভয় সৈন্যেতে দেখা হৈল॥
রথিকে ধাইয়া রথি গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহি২ পত্তি পত্তি যুঝে॥
মল্লে২ গজে গজে ধানুকি ধানুকি।
খড়্গে২ শূলে শূলে তবকি তবকি॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যেন দেবাসুরে হইল সমর॥
সিংহনাদ মুহু মুহু গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুক নির্ঘোষে ঘন শঙ্খের নিঃস্বন॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সব আচ্ছাদিল ধূলি॥
বাণের আগুণ মাত্র ক্ষণে২ জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন মুকুতা উজ্জ্বলে॥
মুষল মুদ্গার শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি মল্ল কুন্ত শেল॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি॥
সব্য হস্ত খড়্গ সহ পড়ি ভূমিতলে।
পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি বুলে॥

পর্ব্বত আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল ভূমিতে সৈন্য অনেক দলিয়া ॥
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে হইল সোসর ॥
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমিষে ॥
মুদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারিল বিরাট নরপতি ॥
বিরাট নৃপতি দেখে সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল ॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারি শত শর।
চারি অস্ত্র মারে চারি সারথি উপর ॥
রথধ্বজে দুই দুই সুশর্ম্মা উপরে।
অস্ত্র কাটি সুশর্ম্মা ফেলিল কতদূরে ॥
শঙ্ক শত বাণ মারি বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর ॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত পতি অতি শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমেতে নামিল মহামতি ॥
হাতে গদা করিয়া ধাইল মহাবেগে।
সিংহ যেন ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে ॥
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমি তলে পাড়ি ॥
জীবগ্রহ ধরিল বিরাট নরপতি।
আপনার রথে লয়ে তোলে শীঘ্রগতি ॥
রাজা বন্দী হৈল সৈন্য হৈল ভঙ্গিয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায় রথ পলায় সত্বর ॥
উভয়ের মত্ত গজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহি পদাতিক পাছু নাহি চায় ॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট কুমার ॥
রণজয় করিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
বিরাটে লইয়া সে চলিল দুষ্টমতি ॥
জয়ধ্বনি করিয়া বাজায় বাদ্যগণ।
মৎস্যরাজ সৈন্য মধ্যে হইল রোদন ॥
ভ্রাতৃপুত্র মন্ত্রিপুত্র হাহাকার কান্দে।
ভয়ে পলাইল সৈন্য কেহ নাহি বান্ধে ॥
সন্ধ্যাকালে হইল ভাস্কর অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি কেবা কোথায় চলিল ॥
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র কহেন অনুজ।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভীম মহাভুজ ॥
বহু উপকার এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাত গৃহেতে দিল স্থিতি।
যার যে কামনা মত পাইলা যে স্থান।
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান ॥
দাণ্ডাইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
অনুগত বিশেষ আমার এই কর্ম্ম ॥
শীঘ্র কর বিরাট নৃপতি বিমোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন।
এত শুনি ভীম বলে যোড় কর পাণি ॥
তব আজ্ঞা চাহিয়া আছি যে নৃপমণি ॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া ॥
এই যে দেখহ সাল সকল বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার ॥
এই বৃক্ষঘাতে আমি মারিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের দল ॥
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর ॥
অজ্ঞাত হইতে ব্যক্ত যত দিন নয়।
ততদিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
মানুষিক ধনুকাস্ত্র লয়ে করে রণ।
মনুষ্যের মত কর রথ আরোহণ ॥
দুই পাশে থাক তবে দুই সহোদর।
দ্রুত আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর ॥
আমিও তোমার পাছে সর্ব্ব সৈন্য লইয়া।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়া ॥
ভীম বলে নরপতি ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটের আনিয়া দিব লহ ॥

কোন হেতু আপনি করিবে এত শ্রম।
ত্রিগর্ত্ত সহিত কর সমর বিষম॥
কোন হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লইব অনেক সৈন্যগণ॥
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলা বৃক্ষ না লইব।
রিক্তহস্তে গিয়া আমি বিরাট আনিব॥
কত বড় কর্ম্ম যে ত্রিগর্ত্ত সহ রণ।
আমার সহিত পাঠাইবে সৈন্যগণ॥
এত বলি বৃকোদর ধায় দ্রুতগতি।
চলিতে চরণ ভরে কম্পে বসুমতী॥
রজনী সম্মুখ হইল ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম বলে মার মার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান॥

ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও
বিরাটের বন্ধনমুক্তি।

হেথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রাম জিনিয়া।
কৃষ্ণা নামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় ব্যাকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকূল॥
রন্ধন গৃহেতে কেহ করিল শয়ন।
কেহ স্নানে কেহ পানে আসন ভোজন॥
বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সবার মধ্যে কহে পরিহাসে॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ করিলা এ ক্ষিতি॥
বড় ভাগ্যে শ্যালক পাইয়াছিলে তুমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলে মম ভূমি॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥
কেহ বলে ইহারে না রাখ একদণ্ড।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড॥
কেহ বলে নিগূঢ় করয়ে যে বন্ধন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লইয়া করহ নিধন॥

এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড় মড়।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
মার মার শব্দেতে সৈন্যেতে উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত॥
কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হেমন্ত পর্ব্বত শৃঙ্গ সম কলেবর॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ পলায় করিয়া ঘোরনাদ॥
দ্রুতগতি হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল কুঞ্জর যুথে যুথ॥
রথীগণ রথ সাজে আরোহিত হৈয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডি তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর॥
মহাবল ভীমসেন ভীম পরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে বুলাইয়া।
মারিল কুঞ্জর বৃন্দ প্রহার করিয়া॥
রথধ্বজ ধরিয়া প্রহারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একবারে॥
অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে॥
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব কুঞ্জর পড়িল লাখে লাখে॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যেন শৃগাল পলায়॥
পলাহ পলাহ বলি হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্য এইমাত্র শুনি॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাও সত্বরে॥
আচম্বিতে সৈন্য মধ্যে আইল একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জান কারণ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ॥

মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা২ বলি ঘন ঘন ডাকে ॥
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার।
তার অগ্রে পড়িলে না দেখি প্রতিকার ॥
যত সৈন্য পড়িল নাহিক তার অন্ত।
নাহি জানি এথা আছে এমন দুরন্ত ॥
পলাও নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আইল ভীষণ দরশন ॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয় ॥
ভীমের শরীর দেখ অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মা কলেবর ॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে আবৃত হৈল ভীম দেখি কাছে ॥
দ্রুতগতি উঠিয়া সুশর্ম্মা রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল ॥
কর্কশ করিয়া কেশে ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে ॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় ভীম ভয়ঙ্কর বেশে ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায় ॥
কেশের ঘর্ষণে দুই হয়ে অচেতন।
কতক্ষণে চেতন পাইল দুইজন ॥
মাথা তুলি মৎস্যরাজে দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্ত চিত্তে কহে সে বিপদে ॥
কহ ভট্ট কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহে ফেলিল সে গন্ধর্ব্ব কোথায়
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে ॥
পুনর্ব্বার আসিয়া গন্ধর্ব্ব পাছে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি ॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেন ধরি।
শত্রু হৈতে তোমারে দিলেন মুক্ত করি ॥
গন্ধর্ব্বের ভয় না করিবা কদাচন।
কার্য্য করি নিজ স্থানে করিল গমন ॥
সুশর্ম্মারে ছাড়িয়া বলেন ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় ॥
কীচক মরিছে বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা ॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে
পূর্ব্ব পুণ্যফলে জীলা গন্ধর্ব্বের স্থানে ॥
আজ্ঞা কর মস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥
সৈন্যগণ পলাইল একা মাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা যাহা আছে ইচ্ছে ॥
বিরাট কহিল যে তোমার অনুমতি।
যাহ নিজ রাজ্যেতে সুশর্ম্মা নরপতি ॥
দিব্য এক রথ দিল করিয়া সাজন।
রথে চড়ি সুশর্ম্মা যে করিল গমন ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক শীঘ্রগতি ॥
তোমার শুনিয়া বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
নারীগণ দুঃখ হবে ভাল কর্ম্ম নয় ॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূতে দেন অন্তঃপুরে।
বিক্রম ঘোষণা করুক রাজ্যের ভিতরে ॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দিল মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্যের
গমন ও গোহরণ।

সংগ্রামেতে হারিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
ভগ্ন সৈন্য নিরুৎসাহ অতি হীনমতি ॥
হেথায় উত্তর ভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন ॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজবাজী চতুরঙ্গদল ॥

বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্ঠি লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্য রাজার ভুবনে ॥
উত্তর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥
অবধান মহাশয় বিরাট নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া ॥
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশ রক্ষা হেতু রাখিলেন তাত ॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোনজনা।
তৃণ হেন মুহূর্ত্তেকে জয়ী কুরুসেনা ॥
উঠ শীঘ্র বসিলে নাহিক কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যায় নিজরাজ্য ॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যেন রাখে সুরপুর।
সেই মত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর ॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাট পুত্র উত্তর করিল ॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্য রক্ষা হেতু তাত রাখিলা আমায় ॥
একগুটি সঙ্গে নাই আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি ॥
মম পরাক্রম মতে পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
মত্ত গজগণে যেন তাড়ায় কেশরী।
দৈত্যগণ দলে যেন একা বজ্রধারী ॥
সেইমত ধরিয়া কৌরব সৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন ॥
এক জন সারথি আমার যোগ্য হয়।
এক রথে করিব কৌরব পরাজয় ॥
ধনঞ্জয় বীর যেন দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব দাহন ॥
পার্থবৎ মহৎকর্ম্ম আজি যে করিব।
একেশ্বর সর্ব্ব সৈন্য নিমিষে মারিব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
রাখিব বিরাট লক্ষ্মী বিচারিল মনে।
দ্রুতগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে ॥
নৃত্যশালে পার্থসহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তারে বলয়ে বচন ॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরু সৈন্যগণ ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট গাভী কুরুগণ জিনি ॥
অর্জ্জুন বলেন দেবী কি মতে এ হয়।
যতদিন অনুমতি ধর্ম্মরাজ নয় ॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুল নাথ ॥
দ্রৌপদী কহিল গাভী কুরুগণ নিলে।
অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
বিরাট নৃপতি হন বহু উপকারী।
উপকারী জনের হইলাম আমি বৈরী ॥
সহায় বলিষ্ঠ তার কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥
এত শুনি অর্জ্জুন করেন অঙ্গিকার।
রাখিব বিরাট ধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
প্রকার করিয়া গিয়া জানাও উত্তরে।
সারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
এত শুনি হৃষ্টহয়ে গেল যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইল উত্তর ভগিনী ॥
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাটনন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সে কারণে আমায় যে পাঠায় ত্বরিত
নর্ত্তক যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার।

খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা আছিল সারথি সেইকালে ॥
পাণ্ডব আলয়ে আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা সহায়ে অর্জ্জুন মহাবীর।
এক রথে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর।
আজ্ঞা যদি হয় ভাই লয় তব মন।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া কর রণ ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বচনে চলিল নৃপাত্মজা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলা সম কমলা নয়নী।
আনন্দিতা সিংহ মধ্যে মরাল গামিনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাটপুত্রী করিলা উত্তর ॥
মম পিতৃগোধন হরিল কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থ মম ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তাহাতে তুমি করিবে গমন।
আনহ গোধন মম জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করিল গমন ॥
উত্তরা সহিতে গেল যথায় উত্তর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা কহিল সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলা সারথি।
তোমা সহযোগেতে জিনিলা সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল ॥
অর্জ্জুন কলেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্য গীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
কভু আমি দেখি নাহি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট নন্দন ॥
নর্ত্তন গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত।
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
সৈরীন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ দ্রুত মম রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন।
সারথি নাহি যে তবু করিল গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা ইচ্ছা শক্র যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়ি না আইসে মম রথ।
সর্ব্বকালে প্রতিজ্ঞা আমার এইমত ॥
স্ত্রীগণের অগ্রে তুমি যে কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবে রথ তথাকারে লব।
রথসজ্জা দেহ রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মম মনোগত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্য তোমারে পাইনু বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র প্রসাদ না দিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হইল লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥
বীরবেশ করিয়া উত্তর রাজসুত।
রথ আরোহণ করে অস্ত্রগণ যুত ॥
চতুর্দ্দীকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥
বৃহন্নলা চাহিয়া বলয়ে ততক্ষণ।
পুত্তলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥
এই বাক্য তুমি মম করিহ স্মরণ।
যোদ্ধাগণ অঙ্গের যে বিচিত্র বসন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি জিনিয়া বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবে বসন ॥
কহেন ঈষৎ হাঁসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ॥

আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথ মধ্যে বৈসেন ত্বরিত॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন॥
খাণ্ডব দাহন যেন জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া বর দিল পার্থবীরে॥
সেইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আইস কল্যাণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন।

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ দ্রুতগতি॥
যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাহার মরণ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয়।
হাসি রথ চালায়েন বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরু সৈন্য পাশে॥
দূরে থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে।
কেমনে চালায়ে রথ কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবা রথ যথায় গমন।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলে কি কারণ॥
পর্ব্বত সমান উঠে লহরি হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাঁসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ বটে জলনিধি প্রায়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ সিন্ধু গর্জ্জে প্রায়॥
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হয় সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুবত।
মনুষ্য কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত॥
এতে সৈন্য পূর্ব্বে মম নাহি ছিল জ্ঞান।
জনকত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহা রথীগণ দেখি হৈল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংশ হয়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর।
না পারিলা যার সহ করিতে সমর॥
তথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরুসৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধেতে থাকুক কায দেখি ছন্ন হৈনু।
ছাড়িল শরীরে প্রাণ তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মম গেল।
একগোটা পদাতিক ঘরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কোন শক্তি মহারাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা কি তোমার মন আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহড়হ পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে॥
উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয়॥
কৃষ্ণ হৈল মুখ বর্ণ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে কর জঙ্ঘ॥
না করিব যুদ্ধ তব দেখি হৈল ভয়।
কোনমুখে বাহুড়িয়া যাবে পুনরায়॥
কহিলা যে রথ বাহুড়াও দ্রুতগতি।
চিত্তে না করিহ আমি এমন সারথি॥

না করিয়া কার্য্য সিদ্ধি বাহড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি বুঝ তাহা মনে॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহড়িব।
সর্ব্ব সৈন্য মধ্যেতে এখনি রথ লব॥
স্ত্রী সকল মধ্যে থাকি যতেক কহিলে।
রথ না বাহড় মম তাহা না করিলে॥
যুদ্ধ ভয় ত্যজহ ধরহ বীরপণ।
ধনুর্দ্ধারি নিজ বলে জিন কুরুগণ॥
বিনা কুরু না জিনে গোধন ছাড়ি গেলে।
মহালজ্জা হবে তার পৃথিবী মণ্ডলে॥
হাসিবেক সর্ব্বলোক যত ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন॥
আমার সারথি শুন সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তোর সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হৈল॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ২।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলা শুন॥
যে জনায় কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক্ তার নিন্দিত জীবনে কিবা আশ॥
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম্ম॥
উহা না করিয়া আমি বাহড়িব কেনে॥
ধৈর্য্যধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে।
উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হবে বান্ধি তৃণ ভেলা॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ শকতি।
মত্ত গজ অগ্রে কোথা শশকের গতি॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবে কোনজন।
দেখি ফণি মুখে হস্ত দিব কি কারণ॥
জীবন থাকিলে সর্ব্ব পায় পুনর্ব্বার।
গাভী রত্ন লউক মোর হাসুক সংসার॥
নারীগণ হাসুক হাসুক বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন॥
নিজে নপুংসক তুমি হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজমুখে॥
জীবন মরণ তোর একই সমান।
তোর বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবান দেখি পলায়ন॥
মম বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ॥
এতবলি ফেলাইয়া দিল শরচাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ॥
দ্রুতগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলিয়া ডাকয়ে পার্থ তাকে॥
হেন অপকীর্ত্তি জিয়ে বল কোন ফলে।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতলে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

কৌরবগণের পরস্পর তর্ক।

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে না পারিল কোনজন॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শতপদ অন্তরে ধাইল গিয়া কাছে॥
আর্ত্ত হয়ে উত্তর বলিছে গদগদ।
না মারহ বৃহন্নলা পড়ি তব পদ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘর।
নানারত্ন তোমারে আমি দিব বহুতর॥
দিব্য হেমমণি মুক্তা গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গাভী দিব স্বর্ণ অলঙ্কৃত॥
বহু ধন গাভী দিব দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ॥
না মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দয়ে ধরণীতলে পড়ি॥
অচেতন হৈলে যেন হীন হৈল প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান॥
আশ্বাসিয়া অর্জ্জুন করেন সচেতন।
না করিহ ভয় শুন আমার বচন॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে॥

রথি হয়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণেরে পাঠাব যম ঘর॥
যত তব গোধন লইব ছাড়াইয়া।
কেবল থাকহ তুমি সারথি হইয়া॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যু ভয়।
না করিহ রণ ভয় ত্যজহ সংশয়॥
এত বলি ধরিয়া তুলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রথ চালাইলেন যে তখন অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ॥
উত্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন॥
হে হে গুরু কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয়॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা॥
দুর্য্যোধন বাক্য শুনি না আনিল কাণে।
ভীষ্মে চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণে॥
বিপরীত অকুশল হের দেখ আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্ব সৈন্য কান্দে গজবাজি॥
রক্তবৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণীবধের লক্ষণ এই সব॥
যত সৈন্য সকল থাকুক যুদ্ধসাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে॥
গাভি হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জিব আজি রক্ষা পাই সবে॥
এত যদি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলা কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন॥
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ।
নগ নামেতে নাম যার নগারি অঙ্গজ॥
অঙ্গনার বেশধারি দুষ্ট নাশকারি।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলিল বচন।
উত্তর করেন তবে শান্তনু নন্দন॥
কি কারণে সঙ্কেতে বলহ আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক সর্ব্বকুরু॥
পূর্ব্বে ধর্ম্মসভায় যে করিল নির্ণয়।
গেল দিন সম্পূর্ণ হইল যে সময়॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনুক সর্ব্বজন।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি বলেন বচন॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা না শুন বচন।
তথাহি নির্লজ্জ হয়ে কহি পুনঃ২॥
এই যে দেখিলে ক্লীব ছন্দবেশ ধর।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বটে হইল গোচর॥
যথা যায় জয় না করিয়া না বাহুড়ে।
সুরাসুর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিবা মন।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিলা অস্ত্রগণ॥
বহু বিদ্যা পাইয়াছে অমর ভুবনে।
বহুক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে॥
এত শুনি বলিতে লাগিল কর্ণ বীর।
সদা তুমি প্রশংসা করহ গাণ্ডিবীর॥
দুর্য্যোধন তার ষোল অংশে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয়॥
যদি হয় পার্থ এই পাণ্ডুর কুমার।
তবেত মানস পূর্ণ হইল আমার॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই॥
যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেনজনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে ছিলা যুধিষ্ঠির করিল যে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যে জন সবারে আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমন তাহা ত্রিলোক বিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনেতে জিনিল সুরনাথ॥

অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবল জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী ॥
বাহুযুদ্ধে পরিতোষ কৈল পশুপতি ॥
একরথে বিজয় করিল বসুমতী ॥
নিবাতকবচগণ করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক২ জন ॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
তাহা মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী ॥
চিত্রসেন জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল ॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবা নয়নে।
কোন জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ নিকট গমন।

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যায় ইন্দ্রের নন্দন ॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধ যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ ॥
ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যোগ্য তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হেতে নামাইয়া আনহ সত্বর ॥
পঞ্চ ধনুমধ্যে সেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ সম ॥
শুনিয়া বিরাট পুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর ॥
শুনিয়াছি এই বৃক্ষে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে ॥
পার্থ বলে শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম জানি কেহ কহিব করিতে ॥
শব বলি যে থুইল কপট বচন।
শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ ॥
এত শুনি উত্তর উঠিল সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥

অর্দ্ধচন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত ॥
ব্যস্ত হয়ে উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা দেখি সব সর্পময় ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার থাকুক কার্য্য দেখি লাগে ভয় ॥
পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন ॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘ তরু তাল সম।
মণি রত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম ॥
মৃগচিহ্ন স্থলে স্বর্ণ দুরাকর্ষ দেখি।
কোন মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি ॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুল ধ্বংস।
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস ॥
তৃতীয় সুবর্ণ গোড়া শোভা ধনুস্থলে।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে ॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার ॥
কাহার এ ধনুঃ পৃষ্ঠে হেমশিক্ষা শোভা।
মাণরত্ন বিভূষিত শতচন্দ্র আভা ॥
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর ॥
দ্বিতীয় ধনুক হেন বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংসচিত্র ধর্ম্ম নৃপতি ধরয় ॥
সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান ॥
সহস্রেক গোড়া সেই ধনু অনুপম।
বৃকোদর ধনু তার সুপার্শ্বক নাম ॥
ব্যাঘ্র বিভূষিত ধনু নকুল যে ধরে।
পঞ্চষষ্ঠি সহস্র বল ছিল শল্যকরে ॥
শিখিচিহ্ন ধনুঃ সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্ঠি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখিয়া তাঁহারা কোথা গেলা ॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয় ॥

কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়।
দশনাম ধরেন অর্জ্জুন মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরিটি বিভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর প্রধান॥
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম পাইলেন ধনঞ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের দশনামের বিশেষ এবং গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিব পূজার বিরোধ।

হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু পাষাণলিঙ্গ নামে যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নানদান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবল নন্দিনী॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে
দেবযোগে দোঁহার মিলন কতদিনে॥
গান্ধারী বলেন কুন্তী তুমি কেন হেথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলে আমি সদা করি যে পূজন।
তুমি বল হেথায় আইলে কি কারণ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ী এত গর্ব্ব তোর।
কি মতে পূজিস লিঙ্গ সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
তুমি কোন্ ভরসায় পূজ শূলপাণি॥
মাতা বলিলেন তুমি কেন বল এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে তেঁই বল কত॥
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোকে জানে আমি পূজি ফলমূলে॥
গান্ধারী বলিল ছাড় পুত্র অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন অধিকার॥
এইমত দ্বন্দ্ব হৈল দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ হৈতে সদাশিব হইল বাহির॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুইজন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন॥
ইষ্ট আমি সবার সবাই পূজা করে।
কার শক্তি আমারে যে অংশ করিবারে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত কুমারী।
কোনজন অংশ মোরে করিতে না পারি॥
তোমা দোঁহে কুলবধূ সমান সুমতি।
দোঁহার পূজায় মম মন হয় প্রীতি॥
আপনার বলি বল আমি কারু নই।
কিন্তু রাজপত্নীর পূজিত আমি হই॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমার পূজা করহ সর্ব্বথা॥
একজন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ়বাক্য কহি যে তোমারে॥
কনকের দল হবে মাণিক্য কেশর।
সহস্র চম্পক সে সুগন্ধি মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিবা শিব তাহার হইবে॥
এমত বিধানে যে করিবে অগ্রে পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা॥
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্র স্থানে চম্পা মাগি আনহ সত্বর॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব হেনমতে।
হেম চাঁপা দেহ শিব পূজিব প্রভাতে॥

সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারী।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য অধিকারী ॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা কৈল সেইক্ষণ।
আনাইল সহস্র২ কর্ম্মিগণ ॥
মণি মুক্তা দিলা চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মণ ॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
দুঃখচিত্তে চলিলেন না চলে চরণ ॥
হেম চাঁপা সহস্র চাহিল ত্রিলোচন।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কর্ম্মিগণ ॥
কি করিবে তোমা সবে কি হবে কহিলে
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে ॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা।
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হৈতে দিবে কোথা পাবে ধন
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তামন।
কোন বড় কর্ম্ম হেতু করিব ভণ্ডন ॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও।
আনি দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাও ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন ॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধ্যামি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
মনোভেদী বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি ॥
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কানন।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ ॥
সুগন্ধি কনক পদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত ॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারী ॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশ পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল ॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা ॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন ॥
আজি হৈতে নাম তব হইল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের জানিহ এ আশয় ॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি কহিল শুনি তবে সুবল নন্দিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক পুষ্প হেম পাত্রে করি ॥
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহার।
বহু নারীগণ সহ পূজিতে শঙ্কর ॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ কে করে প্রমিত ॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ বদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ ॥
মাতা বলে এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী ॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পাঞ্জলি ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে ॥
বিজয় বলিয়া নাম হইল আমার।
বিজয় করিব আমি যাই যথাকার ॥
শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথবহে।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে ॥
সূর্য্য অগ্নি সঙ্কাশ কীরিট মম মাথে।
তেঁই নাম কিরীটি দিলেন সুরনাথে ॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণনাম রাখিলেন জনক আমায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য।

প্রণমহ দ্বিজ, পদ সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা হে পদ,
সদা অধোক্ষজ ভূষা ॥

যে পদ ভজিল, সেই সাধুশীল,
তরিল দুঃখ পিপাসা।
অবনি অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা॥
ভবার্ণব ভাব, যে পদ পল্লব,
লক্ষ্মীবশ কারী ধূলি।
আয়ুর্যশপ্রদ, অক্ষয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বলি॥
বর্ণিতে অশক্য, দুর্ণিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভীমের অঙ্কুর,
তিনপুর ভয় মানে॥
ভগাঙ্গ যে বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল ভক্ষ হুতাশ।
যে কালে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গদেবী,
সিন্ধুজলে কৈল বাস॥
অপ্রমিত তেজ, অজিতবংশজ,
ইন্দ্রেতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য হৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ॥
ভগীরথ ভগে, ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে,
দ্রোণীতে হইতে দ্রোণ।
অঙ্কী কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
খাইল কুটুম্ব লোণ॥

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাট কুমার।
যেই হেতু যেই নাম শুনহ আমার॥
দুই হাতে বল আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।
ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিন দুই হাত॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবসে যত জন।
রূপেতে আমার সম না হয় তুলন॥
সমান দেখিয়া সবে মম রূপ গুণ।
একারণে নাম মম থুইল অর্জ্জুন॥
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার।
ফল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে উৎপত্তি আমার॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত যত ইতি মধ্যে স্থিতি॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র বিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে॥
সে কারণে মিলিয়া যতেক দেবগণ।
বিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায়॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট নন্দন।
যুধিষ্ঠির রক্তপাত করিবে যেজন॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সর্ব্বলোকে জ্ঞাত॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
তুমি যদি সত্য হও বীর ধনঞ্জয়॥
কোথা যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
কোথা বৃকোদর বীর মহাবলবান॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ রাজসুতা।
সত্য যদি অর্জ্জুন কহিবে তার কথা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্ম নরবর॥
বল্লভ নামেতে যেই তব সূপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার॥
সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়া॥
হে বীর কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি॥
বড়ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে।
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চজন
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ

সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারী।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য অধিকারী॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা কৈল সেইক্ষণ।
আনাইল সহস্র২ কর্ম্মিগণ॥
মণি মুক্তা দিলা চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মণ॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
দুঃখচিত্তে চলিলেন না চলে চরণ॥
হেম চাঁপা সহস্র চাহিল ত্রিলোচন।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কর্ম্মিগণ॥
কি করিবে তোমা সবে কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা।
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হৈতে দিবে কোথা পাবে ধন
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তামন।
কোন বড় কর্ম্ম হেতু করিব ভণ্ডন॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও।
আমি দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাও॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধ্যামি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
মনোভেদী বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কানন।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ॥
সুগন্ধি কনক পদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারী॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশ পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন॥
আজি হৈতে নাম তব হইল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের জানিহ এ আশয়॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি কহিল শুনি তবে সুবল নন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক পুষ্প হেম পাত্রে করি॥
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহার।
বহু নারীগণ সহ পূজিতে শঙ্কর॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ কে করে প্রমিত॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ বদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ॥
মাতা বলে এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পাঞ্জল ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে॥
বিজয় বলিয়া নাম হইল আমার।
বিজয় করিব আমি যাই যথাকার॥
শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথবহে।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে॥
সূর্য্য অগ্নি সঙ্কাশ কীরিট মম মাথে।
তেঁই নাম কিরীটি দিলেন সুরনাথে॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণনাম রাখিলেন জনক আমায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য।

প্রণমহ দ্বিজ, পদ সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা হে পদ,
সঙ্গে অধোক্ষজ ভূষা॥

যে পদ ভজিল, সেই সাধুশীল,
তরিল দুঃখ পিপাসা।
অবনি অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা॥
ভবার্ণব ভাব, যে পদ পল্লব,
লক্ষ্মীবশ কারী ধূলি।
আয়ুর্যশপ্রদ, অজয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বলি॥
বর্ণিতে অশক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভীমের অঙ্গুর,
তিনপুর ভয় মানে॥
ভগাঙ্গ যে বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল ভক্ষ হুতাশ।
যে কালে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গদেবী,
সিন্ধুজলে কৈল বাস॥
অপ্রমিত তেজ, অজিতবংশজ,
ইন্দ্রেতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ হৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ॥
ভগীরথ ভগে, ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে,
দ্রোণীতে হইতে দ্রোণ।
অঙ্কী কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
খাইল কুটুম্ব লোণ॥

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাট কুমার।
যেই হেতু যেই নাম শুনহ আমার॥
দুই হাতে বল আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়াগ অস্ত্র সমান সন্ধান॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।
ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিন দুই হাত॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবসে যত জন।
রূপেতে আমার সম না হয় তুলন॥
সমান দেখিয়া সবে মম রূপ গুণ।
একারণে নাম মম থুইল অর্জ্জুন॥
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার।
ফল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে উৎপত্তি আমার॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত যত ইতি মধ্যে স্থিতি॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র বিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে॥
সে কারণে মিলিয়া যতেক দেবগণ।
বিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায়॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট নন্দন।
যুধিষ্ঠির রক্তপাত করিবে যেজন॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সর্ব্বলোকে জ্ঞাত॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
তুমি যদি সত্য হও বীর ধনঞ্জয়॥
কোথা যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
কোথা বৃকোদর বীর মহাবলবান॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ রাজসুতা।
সত্য যদি অর্জ্জুন কহিবে তার কথা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্ম নরবর॥
বল্লভ নামেতে যেই তব সূপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার॥
সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়া॥
হে বীর কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি॥
বড়ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে।
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চজন
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ

যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায় ।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমায় ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হলাম তোমারে ।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণ জিনিয়া গোধন তব দিব ।
মহা আর্ত্ত আজি কুরুসৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য সিন্ধুমাঝে শত্রুগণ ভুজে ।
সকল দহিব আজি অস্ত্র অগ্নিতেজে ॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে ।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥
উত্তর বলিল মম আর ভয় কারে ।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি ।
নাহি মম ভয় যদি আসে শূলপাণি ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আছে মম মনে ।
এরূপেতে কাল কাট কিসের কারণে ॥
নিরন্তর এই কথা মম মনে ছিল ।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট নন্দন ।
অরণ্যেতে যখন ছিলাম পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গেলাম হেমগিরি ।
করিলাম শিবেরে সন্তোষ তপ করি ॥
তুষ্ট হয়ে মম বরদাতা ত্রিলোচন ।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগণ ॥
অসুরেরা স্বর্গে বহু উপদ্রব করে ।
তার ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গে নিলেন আমারে ॥
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি ।
নিবাত কবচ যত দেবগণ বাদী ॥
মম প্রীত হেতু পিতা দেব পুরন্দর ।
নৃত্য গীত করাইল অপ্সরী অপ্সর ॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিলা বিদ্যাধরী ।
সে সবার শ্রেষ্ঠ হয় পরম সুন্দরী ॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্যগীত ।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত ॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তক নিমিষে ।
সে কারণে রাত্রিতে আইল মম পাশে ॥
অনেক কহিলা শেষে মাগিলা রমণ ।
প্রত্যাখান করিলে সে কহিল তখন ॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে ।
সে কারণ আইলাম এত নিশাকালে ॥
না করিলে মম তোষ পুরুষের কায ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক রমণীর মাঝ ॥
শুনিয়া বিমর্ষভাবে কহিলাম তায় ।
দেখিলাম কামভাবে আমি না তোমায় ॥
পূর্ব্বে পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন ।
জন্মাইল তোমার গর্ব্ভেতে পুত্রগণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে অনেক পুরুষ হৈয়া গেল ।
তোমার যুবতী দশা ম্লান না হইল ॥
এই হেতু পুনঃ২ দেখিছে তোমারে ।
কুলের জননী কৃপা করিবে আমারে ॥
কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রাণী ।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি ।
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে ।
লজ্জা পায়ে উর্ব্বশী কহিল আরবারে ॥
যজ্ঞব্রত ফলে তব যত পিতৃগণে ।
ইন্দ্রের ভুবনে আসে থাকে হৃষ্ট মনে ॥
সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার ।
কেহ নাহি করে যেন তোমার বিচার ॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘনে ।
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট ভবনে ॥
বৎসরেক রহিবে করিনু নিরূপণ ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাট নন্দন ॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায় ।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায় ॥
উত্তর বলিল মোরে হৈলা কৃপাবান ।
তেঁই মোরে নিজকর্ম্ম করিলে ব্যাখ্যান ॥
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন ।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলিল বচন ॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে ।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে ॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে ।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে ॥

বিষ্ণুর দারুক আর ইন্দ্রের সারথি।
তাদৃশ সারথি কর্ম্মে আমার দুর্গতি॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন।

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ।
ক্রোশ এক অন্তরে করিয়া নিরীক্ষণ।
বৈরাটির প্রতি তবে বলেন বচন॥
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধন নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খুজিব।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব॥
বামভিতে রাখ রথ যথা গাভীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট নন্দন॥
দূরে থাকি ভীম কৃপে করিল প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর পড়িল গরুড় পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
সারথি কহিল দেব কর অবধান।
প্রহারি জনারে কেন এতেক সম্মান॥
হাঁসিয়া কহিল গুরু প্রহারি এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর।
এক কর্ণে কহিল সকল সমাচার॥
আর কর্ণে কহিলেন আইলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমী॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নাহি ভালে ভালে যাও এইক্ষণে॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিলা দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল কহ পাণ্ডব প্রধান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মম চিত্তে মারিলেক বলহীন জন॥
পার্থ বলিলেন দ্রোণ গুরু সুবিদিত।
সদাকাল তাঁহার আমায় বড় প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আর বাণ কর্ণেতে পড়িল প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর॥
এত শুনি পার্থের হইল মহাতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল পাপ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণ ছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথিমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কায॥
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেনাগণ।
তবে দুর্য্যোধনের পাইব দরশন॥
অহঙ্কারে মানী মূঢ় পাপী দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার॥
এতেক বলিয়া বীর তায় প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পায় অনেক খুঁজিয়া॥
সৈন্যমধ্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখ চিত্ত নিরামিষ বনে॥
উত্তরে বলেন এই দেখ বাম ভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে॥
চালাও সত্বর রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্র চালাইল বিরাট নন্দন॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল কর্ণেতে সূর্য্য আভা॥

অগ্নিদত্ত গাণ্ডিব ধনুক বাম হাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণিহার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্নধার॥
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনুমান।
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সব মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক যুদ্ধের কাজ দেখি পলাইল॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয়॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধব প্রীয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে আইল ফল॥
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধন খুজে।
সিংহ যেন মৃগী খুজি ফিরে বনমাঝে॥
আমা হৈতে অন্তরে মিলিলে দুর্য্যোধন।
এখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন॥
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল রথিগণ॥
দুর্য্যোধনে বেড়িয়া রহিল চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন মুখ প্রকাশিয়া হাঁসে॥
হাঁসিয়া বলেন শুন বিরাট নন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন॥
চল অগ্রে তোমার গোধন ছাড়াইব।
পাছে কুরুকুল ক্লীবে খুজিয়া মারিব।
রথ চালাইয়া দিল বিরাট নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন॥
এই স্থানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনে করিয়া দিল পথ॥
এত বলি করিলেন পার্থ শরজাল।
বিচিত্র বরুণ অস্ত্র যেন কালব্যাল॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর॥
নাহি দেখি অষ্টদিক পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্য পথ রুদ্ধ হয় না বহে বাতাস॥
অস্ত্র অগ্নি যেন খদ্যোতে আকার।
সৈন্যেতে শক্ত জন না রহিল আর॥

নাহি দেখি কোন দিক পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরু সৈন্য ভয়েতে আহত॥
চমৎকার হৈয়া ডাকি বলে সর্ব্বসৈন্য।
ধন্য মহাবীর তব গর্ভবতী ধন্য॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিবে কোন জনে॥
শুনি পাকশাসনি পুরিল দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ব॥
গাণ্ডীব টঙ্কার দেন আকর্ণ পুরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিনলোক গণিল প্রমাদ॥
শূন্যেতে বিমান স্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুদল।
সৈন্যেতে বেড়িয়াছিল গোধন সকল॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইল অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির॥
প্রলয় সমুদ্র কি রাখিতে পারে কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদী স্রোতজলে॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ ধরিয়া আইল গাভী সব।
দক্ষিণে বাহির করিয়া হাম্বা রব॥
চরণ শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন॥
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গরু পূর্ব্বে আছিল যথায়॥
উত্তরে হাসিয়া তবে বলেন কিরিটী।
গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি॥
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু॥
ভুবন বিজয়ী এই কৌরবের সনা।
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জনা॥
শরানলে দহিতে পারয়ে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
দ্রুত রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে॥

আজ্ঞা পায়ে বেগে রথ চালায় উত্তর ।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর ॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন ।
তথায় লইল রথ বিরাট নন্দন ॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরুসেনাপতি ।
নৃপতি রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি ॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথে যুদ্ধে দিল মন ।
ধাইয়া আইল বেগে সূর্য্যের নন্দন ॥
সহস্রেক রথি লয়ে কুরুবংশপতি ।
দুর্য্যোধনে রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি ॥
এক ভিতে নৃপতির ভাই ঊনশত ।
আগুলিল পথে আসি সহস্রেক রথ ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী ।
একভিতে রক্ষার্থ রহিল কুরুপতি ॥
সহস্র২ মত্ত গজ আগে করি ।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার ।
চতুর্দ্দিকে পুরিল করিয়া মার২ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

উত্তরের নিকটে অর্জ্জুনের পরিচয় ।

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে ।
কোন২ যোদ্ধা এই আইল সমরে ॥
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাট কুমার ।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে আর ॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান ।
দ্রোণ গুরু কুরুকুলে আচার্য্য প্রধান ॥
মম সম শক্র হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ ।
অনুপম সময়ে দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া ।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তার পড়িল খসিয়া ॥
দ্রোণী মধ্যে যতনে রাখিলেন তপোধন ।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল ।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহারে যে দিল ॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অঙ্গজ ।
সিংহের অঙ্গুল শোভে যার রথধ্বজ ॥
কৃপীগর্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা ।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোনজনা ॥
কাঞ্চনের দণ্ড করে কৃপমহামতি ।
শরদ্বান ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি ॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগ্নি দোঁহে জন্মেছিল ।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল ॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত ।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত ॥
এই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্নগজ ।
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম ।
সুরাসুর বিদণ্ড বিক্রমে অনুপম ॥
জামদগ্ন্য রামের শিষ্য প্রিয়তর ।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর ॥
আজি তার আনন্দ করিব আমি পূর্ণ ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন ॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণিধ্বজ মনোহর ।
সেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর ॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ ।
ভারতবংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ ॥
পঞ্চগোটা কনকের তাল যার ধ্বজে ।
মহাযোদ্ধা ক্রুতহস্ত সর্ব্বলোক পূজে ॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে ।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেন বাপেরে ॥
রাজ্য দ্বারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ ।
তুষ্ট হয়ে তাত বর দিল সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছা মৃত্যু হউক তব সংসার ভিতরে ।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ॥
ভীষ্ম বলে নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে ।
ক্ষত্র কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কয় শুনে পুণ্যবান॥

কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাট নন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করিল কিরীটি॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কূপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিঃস্বন॥
অগ্র হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
দশবাণ প্রহারিলা অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশ বাণ কাটিয়া করেন কুড়িখান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করিল সন্ধান॥
জ্বলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিত আসন দেখিয়া কৃপ ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেক পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে বাণ করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
করিলেন কৃপের ধনুক দুইখান॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন সর্পজীর্ণত্বচ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণ দিলা গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটিয়া করিল দুইখান॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে॥
দেখিয়া গৌতম দেহ অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ দর্শন।
নানা রত্নে ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেন শক্তি আইসে হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন দুইখান॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটিয়া ফেলেন শরতূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাই পাশে।
হাতে গদা লইয়া আইল ক্রোধাবেশে॥
হাঁসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশবাণ॥
খণ্ড২ করিয়া ফেলেন গদা কাটি।
সর্ব্ব গদা কাটিল রহিল বজ্রমুষ্টি॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরি কেবল॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন॥
অধরে অমর বৃন্দ দেখিল কৌতুক।
লাজে শরদ্বান পুত্র কৈল অধোমুখ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন॥
কৃপাচার্য্য ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট কুমারে॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেইরথে।
দ্রুত রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে॥
শুনিয়া বিরাট পুত্র বায়ুসম বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগুবাড়ি আপনি হইল কত পথ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়িল যুগল পদতল॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন॥
করযুড়ি আচার্য্যে বলেন ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি হেতু দেখি যে মহাশয়॥

কাহার সহিত যুদ্ধ করিবা আপনে।
আমারে মারিবা অস্ত্র হেন লয় মনে॥
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দূষিত॥
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিনু ক্লীববেশে॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ।
এতদিনে পাইলাম তার দরশন॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই কহিনু তোমারে॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবে ক্রোধ।
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ॥
আজ্ঞা কর একভিতে লহ নিজরথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
হাঁসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত।
কৌরবের সৈন্যগণ আমার রক্ষিত॥
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবা ঘাতন।
দাণ্ডাইয়া কি মতে করিব দরশন॥
পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ॥
তিনশত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর॥
অন্ধকার করি সবে গগনমণ্ডলে।
শরতের কালে যেন হংসপঙক্তি চলে॥
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বর২ বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হৈতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদ্গার॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যেন জ্বলন্ত উলুকা॥

অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয়॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমিষেক নিবারেণ গুরু অস্ত্র সর্ব্ব॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরুশিষ্য বহুমত হইল সংগ্রাম।
ক্রোধে গুরু পঞ্চবাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য সন্ধান পূরিল গুরু দ্রোণ।
গগণ ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ॥
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেক অস্ত্রে তারে কাটেন অর্জ্জুন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেক সহস্রেক বাণ॥
সহস্র২ বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্র গগণেতে মহাশব্দ হৈল॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য রুধিল বাতাস॥
অস্ত্র শস্ত্র ঘর্ষণে হইল উল্কাবৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে একদৃষ্টি॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যাহার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন॥
তবে পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র২ বাণ যাহাতে প্রসবে॥
মন্ত্রে অভিষেকিয়া মারেন সেইক্ষণ।
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগণ॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র অগ্নি আচ্ছাদিলে নাহি দেখি পথ॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধে কুসুম পুষ্প করে বরিষণ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হৈল পার্থ আগে॥

যেই বেগে যায় আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
অশ্বথামা আগেতে পড়িল কাটা চূড়া।
না করিতে সংগ্রাম হইল রথ গুড়া ॥
লজ্জিত হইয়া শেষে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেইমত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কার্য্য পবন রুধিল ॥
অশ্বথামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর রাবণ শ্রীরাম ॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম হইল সুরাসুর।
দোঁহার ধনুক ঘোষে কম্পে তিনপুর ॥
ঝাঁকে২ অস্ত্রবৃষ্টি নাহি লেখা জোখা।
অস্ত্র বিনা রণ মধ্যে অন্যে নাহি দেখা ॥
চট২ শব্দ যেন কর্ণে লাগে তালি।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে দোঁহে মহাবলী
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ু সম গতি ॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণি ভাবিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ পরাণ ॥
মহাক্রোধে অশ্বথামা হইয়া ক্রোধিত।
সপ্ত চত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
কভু দক্ষহস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে ॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্র নয়।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥
সেইমত দ্রোণ পুত্র অস্ত্র বৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল ॥
সহস্র২ অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ।
কতক্ষণে দ্রৌণির হইল শূন্য তূণ ॥

রথ মধ্যে অশ্বথামা নিরস্ত হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল ॥
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি দত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে যেন গজমত্ত ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়েন দ্রৌণিরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে ॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্ত বর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূত পুত্র কর্ণ ॥
অনুক্ষণ কহিস করিয়া অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার ॥
সে কথার পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে ॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলা অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার ॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানিস সেই সব পাশরিল বলি ॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী যে ছিলাম সেইকালে।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর ॥
যে কহিলা ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর যতেক শকতি ॥
পাশাকালে কৃষ্ণার যতেক অপমান।
আজ কৈলা কৃষ্ণার যতেক অপমান ॥
দ্রোণ স্থানে ইন্দ্রস্থানে যে অস্ত্র পাইলি।
যে পার করহ শীঘ্র এই তোরে বলি ॥
ইন্দ্র আদি সহায় করহ যদি রণে।
বাহুড়িয়া যাবে হেন না করিহ মনে ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে সেকি হেন কথা কয় ॥
এতক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন মুখে কহ পুনঃ দর্প বচন ॥

যাহা কহ শক্ত নহ করিতে সে কাজ।
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ॥
এত বলি অর্জ্জুন ধনুকে যুড়ি বাণ।
কর্ণোপরে মারিলেন বজ্রের সমান॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কূলেতে নিবৃত্তি যেন হয় সিন্ধুজল॥
তবে দিব্য পঞ্চ বাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিলেন কর্ণের কাটিয়া ধনুর্গুণ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রাম নিপুণ।
কাটিয়া সকল তবে ফেলেন অর্জ্জুন॥
এড়িলেন শক্তি গোটা সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আইসে গগণ মণ্ডলে॥
অর্দ্ধ চন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
কাটিলেন মত্ত হস্তী ধ্বজ শোভাকার।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য করে হাহাকার॥
কর্ণের সহায় ছিল যত রথীগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেক সহায় সকল॥
দিব্যবাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ করিলেন খণ্ড খণ্ড॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গনাথ।
চিন্তিত দেখিল আর অস্ত্র নাই সাত॥
বিশেষ অর্জ্জুন বাণে শরীর পুড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণ বীর পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর॥
পলায় বিকর্ণ বিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালাইয়া বেগে॥
শকুনিরে আগুলিয়া চালাইল রথ।
ফাঁফর সৌবল পালাইতে নাহি পথ॥
মুখেতে উড়িল ধূলা নাহি আর কথা।
অর্জ্জুনেরে দেখিয়া করিল হেটমাথা॥

অর্জ্জুন বলেন কোথা পলাও মাতুল।
তুমি যে আমার কষ্ট করাবার মূল॥
তোমারে মারিলে সব দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার যত তুমি সে কারণ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা॥
ধনুক করিব পাশ অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায়॥
তোমার শকতি আমা না পার মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে॥
অবধ্য তোমার শক্র জানহ আপন।
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবে কদাচন॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দাহন করিতে॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধ করে কোন জন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাও অর্জ্জুন॥
এত বলি আকর্ণ পুরিয়া অস্ত্র মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে॥
শুনিয়াত অর্জ্জুনের হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক॥
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে॥
অদ্ভুত দেখয়ে দূরে কুরু বীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমে বুলে সুবলনন্দন॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোক হাসে।
আর যত কুরু সৈন্য পলায় তরাসে॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

উত্তরেরে চাহিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
এথা হৈতে লহ রথ বিরাট তনয় ॥
ভয়েতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর অগ্রেতে আমার রথ লহ ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাহারে জিনিলে সে জিনিব সর্ব্বজনা ॥
উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার ॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ ॥
কুম্ভকার চক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে ॥
পুনঃ পুনঃ তোমার গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক টঙ্কার ॥
শরীরের রক্ত মোর হইল জলবত।
দ্বিজগণ ভ্রমি যেন না দেখি যে পথ ॥
বিশেষ তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবারে থাক কভু কর্ণে নাহি শুনি ॥
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার ॥
পূর্ব্বের সেরূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় মন ॥
শীঘ্রকর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাট কুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার ॥
সমুদ্র শত্রুর মাঝে কহিলে এমত।
কি উপায় আছে এতে কে চালাবে রথ ॥
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্ব দড়ি।
চাপিয়া বৈসহ ধর প্রবোধের বাড়ি ॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন ॥
ক্ষিতি মধ্যে বসাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী সব দেখাইব যম ॥
রুধির করিব নীর কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর ॥
হস্ত পদ সবে হবে তৃণ কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসিয়া বুলিবে সব রথ ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায় ॥
কালানল প্রায় ঐ দেখ ভীষ্মবীর।
কুরুসৈন্য মীন যেন সাগর ভিতর ॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে ॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি ॥
পুলোমাদি নিবাত কবচ কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেম পুরবাসী অপ্রমেয় ॥
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে জড়াইনু যেন শিমূলের তুলা ॥
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রম বৈস রথের উপর ॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তর করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া ॥
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহবৎ।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থ দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর ॥
পিতামহ পদধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে ॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারেন তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন ॥
ভীষ্ম রথ রক্ষক আছিল চারিজন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন ॥
আগু হয়ে পার্থ আসি আগুলিল পথ।
জলন্ত আগুণে যেন পতঙ্গের বত ॥

আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পিছে॥
দুই বাণে বিকর্ণে করেন অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুইজন॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম॥
পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার॥
বিরাটের গাভী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমন কুকর্ম্ম কি তোমার শোভা পায়॥
পরগাভী লইলে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গাভীর কারণ।
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ॥
বহু দিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পর রাজ্যধন॥
আমার এ ধন রাজ্য কোন প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে॥
তুমি যে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশ কর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু॥
পাশাকালে দুঃখ তুমি জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে॥
আজ্ঞা কর এক ভিতে লৈতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
ভীষ্ম বলে আমার রক্ষিত দুর্য্যোধন।
আমা না জিনিলে কোথা পাবে দরশন॥
অর্জ্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কায।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ॥
এত শুনি কুপিত হইল কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর॥
অষ্টগোটা ভুজঙ্গ সদৃশ অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়॥
মহাশব্দ আইসে বাণ ভাস্কর সমান।
অৰ্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানাবর্ণ এড়িলেন চোখ২ শর॥
দোঁহে দোঁহকার বাণ করেন বারণ।
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন॥
অনলে বারুণ মারে বায়ব্যে বারুণি।
অকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি॥
পন্নগে পন্নগগণ বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ পুনঃ দোঁহে বাণ করে এই মত॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চটপট শব্দ যে হইল অপ্রমিত॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে ঘন রক্ত জল বয়॥
সাধু বীর পার্থ ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু২ প্রশংসা করিছে দেবগণ॥
ইন্দ্র বাণ দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন ভীষ্মের হাতের শরাসন॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান॥
দিব্য বাণে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ দিয়া করেন প্রহার॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি কহে কুরুচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ
ও কুরুসৈন্য মোহ ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি ।
ভীষ্ম অঙ্গ দেখি ক্রোধে যায় কুরুপতি ॥
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যায় ক্ষত্রিয় সমাজ ॥
ঊনশত সহোদর বেষ্ঠিত চৌপাশে ।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান ।
দুর্য্যোধন প্রহার করেন দশ বাণ ॥
মহাক্রোধে কাটিয়া পাড়েন তার ধনু ।
কবচ কাটেন দুই ছয় বাণে তনু ॥
প্রহার করেন ভল্ল গজেন্দ্র মস্তকে ।
বজ্রাঘাত যেন গিরিশৃঙ্গ শতমুখে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ।
লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন ॥
পাছু থাকি ডাকেন অর্জ্জুন ইন্দ্রসুত ।
কি কর্ম্ম করিস লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥
সৈন্যের সহিত তোমা শত সহোদর ।
পৃথিবীর উপরে বলাহ দণ্ডধর ॥
যুধিষ্ঠির রাজার দাসত্বকারী আমি ।
মোরে দেখি পলাইলি হৈয়া ক্ষিতিস্বামী ॥
সসৈন্য পলায়ে যাস শৃগালের প্রায় ॥
এই মুখে রাজ্য ভোগ ইচ্ছা হস্তিনায় ।
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে ।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
শত্রু নিজ বশ হলে কে ছাড়ে মারিতে ।
যদি মারি কোথা পথ পাবে পলাইতে ॥
ছাড়িলাম যাহ লয়ে নিলর্জ্জ জীবন ।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন ॥
পলাইলা মম ভয়ে শৃগালের প্রায় ।
এই মুখে গাভী লোভে আইলা হেথায় ॥
পলাইত জনে আমি না মারি কখন ।
ভীমসেন হলে তোর লইত জীবন ॥
অর্জ্জুনের এতেক কর্কশ বাক্য শুনি ।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী ॥
লাঙ্গুলে মারিলে যেন নেউটে ভুজঙ্গ ।
অঙ্কুশ ঘর্ষণে যেন নেউটে মাতঙ্গ ।
নেউটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ ।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজন ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥
সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে ।
চতুর্দ্দিকে নানা বাণ বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥
জাঠি শূল মুষল মুদ্গর ভিন্দিপাল ।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল ।
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্যবাণ ।
সবাকার রথধ্বজ হৈল খান খান ॥
নরেন্দ্র মণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী ।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর ।
কুরুবল মধ্যেতে অর্জ্জুন একেশ্বর ॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে ।
ভৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ।
তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল ।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতি বধ করিনু বহুত ।
কি জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত ॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল ।
কি উপায় করি ইহা বিষম হইল ॥
তবে ইন্দ্র দত্ত বাণ হইল স্মরণ ।
সম্মোহন নাম বাণ মোহে রিপুগণ ॥
অভিষেক করিয়া মারেন সেই বাণ ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান ॥
রথে রথী পড়িল পার্শ্বেতে আসোয়ার ।
গজেন্দ্র মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥
সর্ব্ব সৈন্য মোহ প্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন ।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥

উত্তরে বলেন আসিবার কালে রণে।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুতলী বসনে ॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয়।
যথা সুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় ॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল পাগ বীর বাছিয়া লইল ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি ॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল অসোয়ারে ॥
এইমত উত্তর করিয়া বহুজন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন ॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুমবৃষ্টি করে সেইক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখন না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই সহ মৃতপ্রায় ॥
ভয়ঙ্কর হইল ভূমি দেখ লাগে ভয়।
রক্তমাংসাহারী ধায় আনন্দ হৃদয় ॥
শৃগাল কুক্কুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল ॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের মুকুট ছেদন ও কুরু সৈন্যের নানা দুরাবস্থা।

সৈন্য হতে বাহির হলেন পার্থবীর।
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল মিহির ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সৈন্যগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন ॥
কেশবাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয় ॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ পিতামহ সবে সেবক তোমার ॥
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার ॥
অর্জ্জুন কহেন তোরা না করিস ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয়ি যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন ॥
তবে কতদূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ ॥
এক জন মুখে আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায় ॥
কার শিরে নাহি পাগ কার নাহি বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নহে কহে ভাষ ॥
দূরে থাকি অর্জ্জুন মারেন দশবাণ।
গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরিটি।
দুর্য্যোধন রাজার কুমুট পাড়ে কাটি ॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারি দিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥
দ্রোণাচার্য্য কহেন না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয় ॥
বিশেষ নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে
সে কারণে ক্ষমিল করি যে অনুমান।
বৃকোদর থাকিলে সবার যাইত প্রাণ ॥
চল চল এথা হৈতে বিলম্ব না সয়।
মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায় ॥
হেনকালে বলিছে শকুনির সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি ॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ ॥
কেহ বলে তাঁরে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল ॥

কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি ॥
রাজা বলে খুজহ মাতুল কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল ॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিতে।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত ॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাতে পায়।
ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
মুক্ত করি শকুনিরে দিল সেইক্ষণ।
নৃপতিকে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ ॥
শকুনির অবস্থা সভার মধ্যে দেখি।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি
হেনকালে সুশর্ম্মা নৃপতি উপনীত।
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত ॥
কহিতে লাগিল তারে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয় ॥
বিরাট রাজাকে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া ॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একেলা পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে ॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত্ত করিবে ॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন।
এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন ॥
গজশুণ্ডে ধরিয়া তুলিয়া গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গে রথ রথের প্রহারে ॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয় ॥
বিদুর বলিল যত অন্য কিছু নয়।
কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব আলয় ॥
ভীষ্ম বলেন সুশর্ম্মা সে কহ সত্য কথা।
এক তিল রহিতে না হয় যুক্তি হেথা ॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর।
ভীম হেথা আসিলে নহিবে নৃপবর ॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয় হৃদয় ॥
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত তাহার।
আজিকার মধ্যে হইত সবার সংহার ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয় ॥
শরণ লইলে সেইক্ষণ প্রাণ হরে।
চল২ শীঘ্র হেথা আসিতে সে পারে ॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনানগরে সবে গেল দুঃখ মনে ॥
আকাশে অমরগণ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ্য২ স্থানে গেল পার্থ বাখানিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ।

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্বমত বান্ধিয়া রাখেন ধনুর্গুণ ॥
দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুণ্ডল ॥
হনুমন্ত ধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
পার্থ হয়ে সারথি নিলেক কড়িয়ালী ॥
উত্তরেরে চাহিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয় ॥
লোক খ্যাত না করিবা এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে এখন ॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন ॥
পিতার সমান হবে লোকেতে পৌরষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ ॥
উত্তর বলিল ইহা কি মতে হইবে।
কহিলে কি লোক সবে প্রত্যয় করিবে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন না হক ভুবনে ॥
প্রকাশ করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধাকালে।
জয় বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে ॥

জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর॥
এত শুনি উত্তর পাঠায় দূতগণ।
দ্রুতগতি গোপাল চলিল সেইক্ষণ॥
মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা ভাসি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার॥
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার॥
সাধুলোকে গুণ কথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়॥
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে।
মূর্খজন আমি ক্ষমা দিব নিজগুণে॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায়॥

বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা-ক্রীড়া।

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
অগ্রসরি নিল আসি যতেক যুবতী॥
একে২ প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা কহিছে বচন॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন॥
গোপালেরা আসিয়া কহিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার॥
দ্বিতীয় না ছিল রথী সারথা না ছিল।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া পুত্র গেল॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানি ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া চিত্ত মুখে দিয়া হাত॥
কুরুসৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
বৃহন্নলা তাহাতে সারথি নপুংসক॥
যত যোদ্ধাগণ সব যাও দ্রুতগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি।
দ্রুত বার্ত্তা মঙ্গল পাঠায়ে যেন শুনি॥
এতেক বচন রাজা বলে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার॥
চিন্তা না করিবা রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি॥
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথি নাহি পরাভব॥
এইরূপ রাজাকে প্রবোধে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত॥
প্রণমিয়া রাজাকে বলে যোড়করে।
উত্তর কুমার রাজা পাঠাইল মোরে॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল॥
আগত সারথি সহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার॥
শুনিয়া আনন্দেতে বিহ্বল নরপতি।
কহিলেন ধর্ম্মপুত্র তবে তার প্রতি॥
বড় ভাগ্য নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলা।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিয়া আইল॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে এই কোন চিত্র কথা॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে প্রসাদ করহ দ্রুতগতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর॥
দিব্য২ গন্ধ বৃক্ষ রোপহ সুসারী।
মঙ্গল আচার কর নাচুক অপ্সরী॥
যতেক কুমার যাও সুসজ্জা হইয়া।
আগুবাড়ি উত্তর কুমারে আন গিয়া॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাও শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর

এতেক রাজার আজ্ঞা পায় মন্ত্রীগণ।
যারে যেই বলিলা করিলা সেইক্ষণ ॥
হৃষ্ট হয়ে বলে রাজা ধর্ম্ম অধিকারী।
খেলিব সৈরিন্ধ্রী শীঘ্র আন পাসাশারি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে যে স্থির চিত্ত নয় ॥
বিশেষ দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ ॥
লক্ষীভ্রষ্ট রাজ্যনষ্ট শত্রু হয় বলী।
নানা কষ্টে কষ্টলোক হয় পাশা খেলি ॥
শুনিয়াছ পাণ্ডবের তুমি বিবরণ।
এইপাশা হেতু তারা হারে রাজ্যধন ॥
বিরাট কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া।
কেবা শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরু রাজা দুর্য্যোধন।
হেনজনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥
এই শব্দ ভুবনমণ্ডলে প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরব যাঁর যথা বৃহন্নলা ॥
এত শুনি রুষিলা বিরাট নরপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি ॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রাম জিনিল যেই একা কুরুবর ॥
একবার তার তুই না কহিস গুণ।
বাখানিস বৃহন্নলা ক্লীবে পুনঃ২ ॥
কোন ছার বৃহন্নলা বাখানিস তারে।
তার মত কতজনা আছে মম পুরে ॥
কেবল সহায় তার হইল সংগ্রামে।
কোন গুণে প্রশংসা করিস নরাধমে ॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য সেই কথা নহে।
পুনঃ পুনঃ কহিস শরীরে কত সহে ॥
কহিতে২ রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি ॥
লক্ষ্যপাটী প্রহারিল কঙ্কের বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে ॥

অক্রোধী অজাত শত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায় ॥
হেমপাত্র শীঘ্র লইয়া যোগায় রাজায় ॥
সেই পাত্র ধরি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে ॥
হেনকালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত।
দ্বারীরে বলিল নৃপে জানাও ত্বরিত ॥
উত্তরের আজ্ঞা পায়ে দ্বারী দ্রুতগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি ॥
অবধান নরপতি কুশল সমাচার।
বৃহন্নলা সহ তব উত্তর কুমার ॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে ॥
বার্ত্তা পায়ে বিরাট কহিল হরষিতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্র আনহ ত্বরিতে ॥
বিরাটের আজ্ঞা পায়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তায় ধর্ম্ম নরপতি ॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
দ্রুত গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে ॥
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবা না হও বিস্মরণ ॥
এত শুনি সারথি চলিল সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল চল রাজ সম্ভাষণে ॥
বৃহন্নলা এখন যাউক নিজস্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ সম্ভাষণে ॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন ॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্কারি চাহে ধর্ম্মের বদন ॥
রক্তধার বহে মুখে দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার ॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কেন কঙ্ক বিষাদিত ॥
বহিতেছে মুখে রক্তধারা কি কারণ।
কোন হেতু কহ তাত হইল এমন ॥

মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ ।
তোমার প্রশংসা আমি করি যেইক্ষণ ॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করে অবহেলা ।
পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে ক্লীব বৃহন্নলা ॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত ।
অক্ষপাটি প্রহারিনু হৈল রক্তপাত ॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলা ।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলা ॥
এক্ষণে ইহার যদি মান্য না করিবে ।
নিশ্চয় জানিবে তাত সর্ব্বনাশ হবে ॥
শীঘ্র উঠ তাত অগ্রে প্রবোধ কঙ্কেরে ।
যেমতে চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে ॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি ।
কহিলেন সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে ।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন ।
তোমারে আমার ক্রোধ নহে কদাচন ॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত ।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত ॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন ।
অক্ষপাটি যেই কালে করিলা ঘাতন ॥
আমার ললাটে সেই শোণিত বহিল ।
যত্ন পূর্ব্বক সে রক্ত পাত্রে ধরা গেলে ॥
সেই রক্ত যদ্যপি পড়িত ভূমিতলে ।
তবে রাজ্য সহ নিজ থাকিতে কুশলে ॥
আমার শোণিত বিন্দু যেই স্থলে পড়ে ।
সে স্থানের রাজা প্রজা সকলেতে মরে ॥
উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান ।
কঙ্কের দয়াতে হৈল সবার কল্যাণ ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল ।
বৃহন্নলা আনিবারে কঙ্ক নিষেধিল ॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত ।
এখনি জনক বড় অনর্থ হইত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
যাহার প্রসাদেতে সংসার বারি তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার ॥
তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার ।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ সমাচার ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি অদ্ভুত সংসারে ।
দুর্জ্জয় যে কুরুসৈন্য জিনিল সমরে ॥
তোমার সমান পুত্র না ছিল না হবে ।
তোমার মহিমা যশ সংসারেতে রবে ॥
কহ তাত কেমনে জিনিলা কুরুগণে ।
কর্ণ মহাবীর যেই বিখ্যাত ভুবনে ॥
দেব দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নাহি স্থির ।
কি মতে জিনিলা হেন কুরু মহাবীর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন ।
এক এক মহাবীর দ্বিতীয় শমন ॥
এই যে আশ্চর্য্য মম হইতেছে মনে ।
কি মতে করিলা যুদ্ধ তাহাদের সনে ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক ।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক ॥
বহু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয় ।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয় ॥
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ ।
কুরুকুল সমরে জিনিল সেইক্ষণ ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি ।
এক মুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী ॥
লণ্ড ভণ্ড করিলেন অপ্রমিত সেনা ।
যতেক পড়িল তাত নাহিক গণনা ॥
দয়াকরি তোমারে সঙ্কটে আমা তরি ।
কুরুসৈন্য হৈতে গাভী দিলেন উদ্ধারি ॥
জিনি নাহি আমি পিতা কুরুসৈন্যগণ ।
মুক্ত করি নাহি আমি একটি গোধন ॥
শুনিয়া কহিল রাজা কহ পুত্র মোরে ।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥
কোথায় নিবাস তার গেল সে কোথায় ।
পুনর্ব্বার দেখা কি পাইব আমি তায় ॥
উত্তর বলিল তিনি আছে এই দেশে ।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে

হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মন ॥
অন্তঃপুরে যান তবে যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিলা বসন ॥
যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
সকলেতে রহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া।
জলধর কান্তি মুখচন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণ নিন্দিত ॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম২ পাপ খণ্ডে।
যম পরাভব খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওন, অজ্ঞাতবাস মোচন, বিরাট সহ পরিচয়।

রজনীতে পাণ্ডব মিলিল ছয়জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলা।
পরকার্য্যে এত কেন জ্ঞাতি বধ কৈলা ॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
যুধিষ্ঠির কহিলা কি প্রকারে জানিলে।
না দিবেক রাজ্য যে তোমাকে কে কহিলে
পার্থ বলে অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
এ কর্ম্ম করিলা ভাই কিসের কারণ ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিন হয়।
...তিমধ্যে কি মতে করিলা পরিচয় ॥
...হ সহদেব দ্রুত গণিয়া পঞ্জিকা।
...দশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা ॥
...জ্ঞাত বৎসর কিছু যদি থাকে শেষ।
...বে পুনঃ আমারা যাইব কোনদেশ ॥
...হদেব বলিলা অজ্ঞাত হয় শেষ।
...তুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
যুধিষ্ঠির আনন্দে কহেন সহদেবে।
শুভদিন উদয় হইবে ভাই কবে ॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরে মাসের অর্দ্ধভোগ ॥
সহদেব বাক্য ধর্ম্ম হইলা সম্মত।
যথা স্থানে যান সবে নিশা অর্দ্ধগত ॥
অনন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
পুণ্যতীর্থে স্নানকরি পঞ্চ সহোদরে ॥
দিব্য অস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী ॥
ভস্ম হতে দীপ যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন।
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥
বামভাগে বসিল দ্রুপদ রাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ডছাতা ॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধ ভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ আইল দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেই ক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল সেইক্ষণ ॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন ॥
জমদগ্নি সমতেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতি বাক্য বলে ॥

দেখিয়া বিরাট রাজা কূপিত অন্তর ॥
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর।
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি হেতু বসিলা তুমি আসনে আমার ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন জ্ঞানে বসিলা আমার রাজপাটে ॥
প্রথমে বলিলা তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফল মূলাহারী ॥
কোন দ্রব্য আমার নাহিক অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলা প্রকাশ ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজপদ ॥
না বুঝিয়া বসিলা অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর ॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইলা আমার আসনে ॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ।
পর স্ত্রী লইয়া বৈসে রাজ সভামাঝ।
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলা কর যুড়ি ॥
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ড ছাতা ॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায় ॥
হে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
বাপের বচনেতে উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন ॥
হে পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হয়ে কেন এমন অনীত ॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলে ত্রাণ ॥

আমা হৈতে শতগুণ কঙ্কেতে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি ॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট করেন কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর ॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীরে কহিছেন ধীরে ॥
যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার সমান কি ইহার যোগ্য হয় ॥
যে আসন এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠী যে চরণে করে প্রণিপাত ॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেইজন।
কি মতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন ॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ যার খাটেন শ্রীহরি ॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর ॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যার পালনেতে ॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অভাজন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে নাহিক বারণ ॥
অষ্টাদশসহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে অনুদিন।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা খায় ইচ্ছাধীন ॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রামকৃষ্ণ মাদ্রীর কুমার ॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থ ভূমে ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন কহ আরবার ॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি ॥
কোথায় দ্রুপদ কন্যা কৃষ্ণা গুণবতী ॥
সত্য কহ বৃহন্নলা এ সব ভারতী।



বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজা হওন

অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভ খেয়াতি ॥
যাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত ॥
মারিল কীচকে যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক ॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুইজন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন ॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু ভাষিণী।
পঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী ॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন ॥
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায় ॥

পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তি তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিলা অজ্ঞাত॥
মহাবল কীচক হেথায় নিপাতিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল।
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পূণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল॥
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লও তাত।
এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজল নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমঞ্চ হৈল গদগদ বচন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কত দূর।
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে ধূলায় ধূসর॥
সবিনয়ে বলে রাজা যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধি আমি ক্ষম নৃপমণি॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র ভাগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজন॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তারে তোলে সেইক্ষণে।
শান্তাইল নরপতি মধুর বচনে॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমার সহায়।
তোমার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয়॥
বিরাট কহিলা যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমারে হে যত অপরাধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ॥
নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই॥
বিরাট বলিল যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয়॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হইল ব্যাথিত।
সবিনয় অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ মহাবীর কি আমার আছে বাদ।
দ্বারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া।
বৎসরেক পরাইনু আশ্চর্য্য হইয়া॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে শিক্ষাদাতা জ্ঞানে
কিন্তু দুষ্টলোক আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক ছিল পার্থ নারি বেশ ধরি॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে॥
এই হেতু মম বড় ভয় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বদনে॥
তুমিও পবিত্র তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যা যোগ্য অভিমন্যু মহামতি॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী॥
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নৃপতি করহ কন্যাদান॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকা নগরে দূত পাঠাহ সত্বরে॥

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞায় চলিল দূতগণ।
রাজ্যে২ যথা যথা বৈসে বন্ধুগণ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনিয়া বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্রে মৎস্যদেশে করিলা গমন॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লৈয়া।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়া॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী॥
সুভদ্রা সৌভদ্রা আর যতেক সারথি।
সহ পরিবারেতে আইল লক্ষ্মীপতি॥
আইল পঞ্চাল হৈতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রুর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর॥

নানা বৃত্তি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্লি তগঝিল্লি তথা গেলা শীঘ্রগতি ॥
মাতামহ অভিমান্যু অর্জ্জুন নন্দন।
চিত্রসেন সারথি আইলা সেইক্ষণ ॥
বৃষ্টি ভোজ উলুক প্রধান সেনাপতি
পুরি সহ শ্রীগোবিন্দ আইলেন তথি ॥
গজ দশ সহস্র তুরঙ্গ তিনলক্ষ।
এক লক্ষ রথেতে আইল সর্ব্ব পক্ষ ॥
দশ লক্ষ চর আইল পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাট ভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেণ ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদ্ গদ ভাষ ॥
প্রণমিয়া গোবিন্দ বলেন মৃদুভাষ।
একে২ পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষ ॥
সবাকে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যেক সবারে দেন উত্তম আলয় ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানা বস্ত্র ভূষণ কন্যারে পরাইল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন সকল মিলিল ॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে যেন মিলে রতি কাম ॥

অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ ভাগিনীয় বসুদেবের যে নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে নানা দান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান ॥
দুই লক্ষ দিল গজ রত্ন সিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন ॥
হেন মতে সবান্ধবে কুতূহল মনে।
ধর্ম্ম নিবসয়ে সুখে বিরাট ভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত প্রজাগণে।
যে যাহার দেশে সব করিল গমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত বন্ধুনারী সর্ব্ব গেলা দ্বারিকারে।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেইজন।
সর্ব্ব দুঃখ তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
কোটী ধেনু দান সম শ্রবণেতে ফল।
তরয়ে আপদ হৈতে শরীর নির্ম্মল ॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্ব পাপ যায়।
আদ্য অন্ত হৈতে যেবা হরিগুণ গায় ॥
পাণ্ডব উদয় আর কৃষ্ণের মিলনে।
মহা মহা পাপধ্বংস যাহার শ্রবণে ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে বিরাট হইল সমাপন ॥

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

উদ্‌যোগপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সত্য হতে মুক্ত হইলেন পঞ্চজন॥
আপন বিভাগ রাজ্য লাভের কারণ।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ॥
ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্য্যোধন বুঝাবারে।
কোন দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে॥
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান।
পাইলেন অর্জ্জুনের স্থানে অপমান॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
যুদ্ধে পরাভূত হয়ে কৌরব তনয়॥
দণ্ডভঙ্গ হয়ে রাজা আইল শিবিরে।
মহামনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে॥
শিবা হাতে সিংহ যেন পায়ে অপমান।
শার্দ্দুলের হাতে যেন কুঞ্জর প্রধান॥
একা পার্থ করিলেন সবাকারে জয়।
ব্যাকুল কৌরব অতি পায়ে লজ্জা ভয়॥
কর্ণ বলিলেন রাজা ত্যজ চিন্তা মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুর বধিল॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডু পুত্রগণ॥
বিরাট নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া॥
মুখ্য২ সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্কেত করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চজন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্নপান লয়ে বিষ সবাকারে দেহ॥
বিষপানে হীন বল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
বলে ছলে শত্রুকে আনিবে সুনিশ্চিত॥
ছল করি ফলমধ্যে ছিল পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যমঘর॥
সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডুর পুত্র বুদ্ধি অনুসারে॥
নতুবা সকল সৈন্য সাজ নরপতি।
বিরাট নগরে চল যাইব সম্প্রতি॥
বিরাটের পুর সব চৌদিকে বেড়িয়া।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া॥
এইমত বিধান করহ নরবর।
বিলম্ব উচিত নহে করিয়া সত্বর॥
বলিলেন রাজা ইহা নাহি লয় মনে।
কার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চজনে॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব॥

পরে দিই বনবাস দ্বাদশ বৎসর।
বৎসরে অজ্ঞাত বসতি তার পর ॥
সভা মাঝে পাণ্ডব করিল যেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈব নিবন্ধন ॥
আমার উপায় যত হইল বিফল।
এখন সহায় তবে হৈল মহাবল ॥
যে হোক সে হোক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমরা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন।
ইহার উপায় সথা করহ বিধান ॥
না মারিব যে পর্য্যন্ত পাণ্ডুপুত্রগণ।
রাজ্যে২ অনুচর করহ প্রেরণ ॥
নিবসেন যত রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু বলিয়া আনহ সবাকারে ॥
সভা মধ্যে প্রধান সুমন্ত্র নরপতি।
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহ্লিক প্রভৃতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল হইল সময় ॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু২ বলিয়া প্রশংসে সেইক্ষণ ॥
উত্তম বলিলা যুক্তি নিল মম মনে।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বল গুণে।
দেবগণ মধ্যে যেন দেব শচীপতি।
প্রজাপতি মধ্যে যেন দক্ষ মহামতি ॥
তারাগণ মধ্যে যেন শীতল কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমারে গণন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধ না করিবে ডর ॥
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করহ উদয়।
যুদ্ধ হেতু বরহ যতেক রাজচয় ॥

হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় বিক্রম ॥
এত শুনি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
লিখিলেন লিখন সমস্ত নৃপবরে ॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলা মম হৃদয়ে না লয় ॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায় ॥
মান বৃদ্ধি নাই এতে না হইবে যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরষ ॥
অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন ॥
পাণ্ডবেরা নাহি তব প্রতি অত্যাচার।
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিবে যে তাহার ॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন।
এখনো এমত বুদ্ধি না কর রাজন ॥
পাশায় জিনিয়া তুমি নিলে সর্ব্বধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধমন ॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
পূর্ব্বে ছিল তাহাদের যেই অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার ॥
তাহাতে প্রবোধ না হইলে কদাচন।
তবে যেই মনে লয় করিহ তখন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে ॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
সেইকালে সাক্ষাতে আছিনু আমা সব ॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব ॥
তাহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভাই ভাই বিরোধ না হয় প্রয়োজনে ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিলা বচন ॥
শত্রুকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হোক সে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥

বলিলেন ভীষ্ম তবে যাহা স্বেচ্ছা কর।
না শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর॥
অনন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লিক রাজন।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন॥
ভীষ্ম যে কহিল তাহা কর মহারাজ।
ভাই ভাই বিরোধ না হয় ভদ্র কাজ॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরষ কিছু না হয় বিধান॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা দেও পাণ্ডবের শাস্ত্রের বিহিত॥
যে সত্য করিল তারা সভার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেও পুনর্ব্বার॥
যে করিলা অপমান না করিল মনে।
অন্য কেহ হলে না সহিত কদাচনে॥
দেবাসুর নরেতে বিখ্যাত পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
উত্তর গোগৃহে যুদ্ধ দেখিলা আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে।
বিরাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল।
দয়াময় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল॥
তোমার আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন সংগ্রামে করিল পরিহার॥
অনন্তরে দেখ রাজা গন্ধর্ব্ব প্রধান।
তোমায় ধরিয়া নিয়া করিল পয়াণ॥
মুখ্য২ যতেক ছিলেন সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল॥
যদি বল উত্তর গোগৃহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায়॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
এই হেতু গাভী মুক্ত করিল প্রকারে॥
ভাই২ যুদ্ধ কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান॥
কহিলা পরম শত্রু মোর পঞ্চজন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতী মধ্যে যে জন অধিক বল ধরে॥
সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর॥
ক্ষত্রবংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন॥
মুখ্য মুখ্য যতেক আছিল সেনাগণ।
শক্তি না হইল কার করিতে মোচন॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সর্ব পাপ নাহি বলে জ্ঞানীজনে॥
অগ্র হৈতে হিংসা বুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপি আসি বেড়য়ে তাহারে॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মানে
কহিব পূর্ব্বের কথা কর অবধানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রের জন্ম, তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ।

অদিতি দক্ষের কন্যা কশ্যপ গৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করিয়া ভজিল শূলপাণি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর॥
মম গর্ভে হবে যেই সন্তান উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহামতি॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করিবেন তাহার চরণ॥
স্বস্তি বলি বর তাঁরে দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন

কশ্যপ বলিলা শিববাক্য মিথ্যা নয় ।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয় ॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা ।
এতিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা ॥
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সন্মান ।
কতদিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান ॥
স্বামী সঙ্গে রতি কেলী কুতূহলে করে ।
বিষ্ণু অংশ পুত্র আসি জন্মিল উদরে ॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল ।
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল ॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিলা বিশেষে ।
যাহার উদয়ে নিল আপনি প্রকাশে ॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী ।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামীরে বলে বাণী ॥
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায় ।
গর্ব্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাঁহায় ॥
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন ।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক তব এ নন্দন ॥
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক ।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক ॥
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে ।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে ॥
শুনি আনন্দিত হইল দক্ষের নন্দিনী ।
স্বর্গলোক চলিলা কশ্যপ মহামুনি ॥
কতদিনে নারদ আইল সুরপুরে ।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে ॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন ।
জন্ম মাত্রে করিবেক জগৎ ব্যাপন ॥
ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন ।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবিল তখন ॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহার ।
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমার ॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল ।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ব্ভে প্রবেশিল ॥
সেইকালে নিদ্রাগত দক্ষের নন্দিনী ।
সেই গর্ভ কাটিয়া করিল সাতখানি ॥

কাটিলেন পুনঃ একখানি সাতবার ।
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার ॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইলা নির্ভয় ।
কতদিনে প্রসবিলা সকল তনয় ॥
ক্রমে উনপঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন ।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন ॥
অহিংসকে হিংসিয়া পাইল বড় তাপ ।
জন্মিল পবন দেব অতুল প্রতাপ ॥
তবে কতদিনে ইন্দ্র কশ্যপ নন্দন ।
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন ॥
চারিবেদ ষট্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিল ।
তথাপিও কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল ॥
পরমা সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী ।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি ॥
একদিন যান মুনি স্নান করিবারে ।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী একা আছে ঘরে ॥
কামেতে পীড়িত হয়ে অদিতি নন্দন ।
মায়া করি গুরুরূপ হইল তখন ॥
গুরুরূপে গুরুপত্নী হরিলা দেবেন্দ্র ।
ক্ষণকাল পরে ঘরে আইল মুনীন্দ্র ॥
স্বামীরে কহিলা পরে বিনয় বচন ।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ ॥
কিরূপে করিয়া স্নান আইলা মুহূর্ত্তেকে ॥
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু বলিবা আমাকে ॥
এত শুনি মুনিবর ভাবে মনে মন ।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপ নন্দন ॥
গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার ।
অতএব করিব ইহার প্রতিকার ॥
নিষ্ফল করিলি অস্ত্র শস্ত্র অধ্যায়ন ।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোনজন ॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি ।
পাইবি উচিত ফল যে কর্ম্ম করিলি ॥
হউক সহস্র যোনি শক্রর শরীরে ।
অলঙ্ঘ্য গৌতম বাক্য কে অন্যথা করে ॥
হইল সহস্র যোনি শক্রর শরীরে ।
স্বদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে ॥

কোন লাজে দেব মাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যান কশ্যপ নন্দন॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপ কুমার।
করিলা সহস্র বর্ষ তপ অনাহার॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
পাপিষ্ঠ রাক্ষস নাশ করে রাত্রে দিনে॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিত।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিত॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে॥
ব্রহ্মাকে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
কামরসে গুরুপত্নী করিয়া হরণ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেক তাহারে।
হইল সহস্র ভগ তাহার শরীরে॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগৎ ব্যাপিল।
তব বিরচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হৈল॥
অতএব বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিস্তার করহ প্রভু শাপান্ত তাহার॥
এইরূপ কশ্যপ কহিল বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর॥
গৌতমেরে আনিয়া কহেন বহুতর।
মম বাক্য রক্ষা তুমি কর মুনিবর॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত করি অদিতি নন্দনে॥
গৌতম বলিল তাহা কর অবধান।
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথা-স্থানে গেলা করি দেব সম্ভাষণ॥
সত্যলোকে গেলেন কশ্যপ তপোধন।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগ চিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনারে হেরি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম না করিহ সাবধান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জহ।
কদাচিত কোনজন হিংসা না করহ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবার।
কদাচিত সিংসা নাহি করিবে কাহার॥
এতবলি ইন্দ্রকে প্রেরিল যথাস্থানে।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্ব উপাখ্যানে॥
ভীষ্ম যাহা কহিলেন না হয় অন্যথা।
সম্প্রতি পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা॥
সমুচিত রাজ্য দেও ছাড়িয়া তাহারে।
সমভাবে বাস কর সম ব্যবহারে॥
ভাই ভাই বিরোধ নাহিক প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ॥
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিধমত দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত॥
কার বাক্য না শুনিল কুরুকুলপতি।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন।

মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয়॥
কুরুসভা মধ্যে গেল ধৌম্য মহাশয়॥
সভায় বসিয়া আছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি।
শত ভাই কুরুবংশ রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর অমাত্য যতজন।
সভা করি বসিয়াছে কৌরব নন্দন।

হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকা নন্দন ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই পাঠান আমারে।
আপন বিভাগ মত রাজ্য লইবারে ॥
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্মরায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায় ॥
জ্যেষ্ঠ তাতে কহিবা আমার নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন ॥
তুমি যে করিবে আজ্ঞা না করিব আন।
তব অনুবর্ত্তি পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান ॥
যত দুঃখ সহিলাম তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্যধন ॥
যে নির্ণয় পূর্ব্বে হৈল তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে।
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্য বিশেষ ॥
জটাবল্ক পরিধান তপস্বীর বেশ।
তৎপরে অজ্ঞাত বাস করি লুকাইয়া।
পরসেবা করি পর আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া ॥
রাজপুত্র হৈয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম হীন কুলাচার ॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে ॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীতি কর রাজা আমা সবাকায় ॥
ভাই ভাই বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
এই মত কহিলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমস্কার ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীব কুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে ॥
কহিবা নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোকজানে ॥
ক্ষমিলাম সে সকল চাহিয়া অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ যেন দেয় পাণ্ডবেরে ॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপে কহিলেন ভীম মহাশয় ॥

অর্জ্জুন কহিল রাজা করিয়া মিনতি।
কহিবা অন্ধের পদে আমার প্রণতি ॥
যত দুঃখ দিল তাহা নাহি মম মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে ॥
যত অপমান কৈল দেখিলা সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে ॥
কপট পাশায় যথা সর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল ॥
সহিলাম সে সকল তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড় দেও এইক্ষণে ॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবা অপার।
এইরূপে বলিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর ॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
সন্তোষহ তাহা দিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিল অসদৃশ নহে মুনিবর ॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাপ দুর্য্যোধনে ॥
কর্ণ দুঃশাসন নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার ॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজন।
প্রিয়ম্বদ দূত যাউক পাণ্ডবের স্থান ॥
প্রিয়বাক্য কহিয়া আনিয়া হস্তিনায়।
সমুচিত ভাগ দিয়া তোষ তাসবায় ॥
নানা অস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ পঞ্চ সহোদর ॥
সেই ইন্দ্র প্রস্থ পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল তার যতেক ভাণ্ডার ॥
যেই সত্য করিলেক তা হইল পার।
সমুচিত ভাগ হয় উচিত তাহার ॥
বলেতে আশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
অতএব দ্বন্দে কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডু পুত্রগণ ॥

ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন কাজ।
সমুচিত ভাগ তার দেও মহারাজ॥
না দিলে প্রলয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
অতএব সাবধানে শুন মহাশয়॥
প্রিয়ম্বদ দূত রাজা দেও পাঠাইয়া।
পাণ্ডবেরে এখানে আন বিনয় করিয়া॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহ কোন প্রয়োজন॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা কর সন্নিধান॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভ্যগণ।
সাধু২ বলি প্রশংসিল জনে জন॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লিক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
[illegible]
পুনঃ২ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পঞ্চ সহোদরে॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন নৃপমণি॥
এইরূপে কহিলে সকল সভাজন।
মনে২ ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রসঙ্গে কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধভরে হেটমাথা কুরু মহীপাল॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন পুত্র কর অবগতি॥
সবার সম্মত রাখ রাখ মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেও রাজধানী॥
ভাই২ সম্প্রীতে করিয়া রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি জম্মে মহাদুঃখ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বৃক রাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি যার যুগল বনিতা।
কৌশলনন্দিনী তার সতী পতিব্রতা॥
যুবকাল গেল তার পুত্র না হইল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীকে কহিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন॥
ভার্য্যা সহ নরপতি ছিল অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারে তারে॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যা সহ নরপতি করিলা বন্দন॥
রাণী সহ করযুড়ি মুনি অগ্রে স্থিত।
বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন কিবা চাহ হিত॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান॥
রূপে কামদেব জিনি শালভানু ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামার্থে হনুমান।
কীর্ত্তিতে শোণিত পৃথু রাজার সমান॥
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রেণীতে যেন জীবের নন্দন॥
কেন দেখি চিন্তান্তর উদ্বিগ্ন তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহিবা আমারে॥
রাজা বলিলেন মুনি বলিলা প্রমাণ।
যে হেতু চিন্তিত আমি বলি সে বিধান॥
যুবাকাল গেল মম পুত্র না হইল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল॥
সকল হইতে যেই জন অতি দীন।
সর্ব্বসুখ বিহীন যে হয় পুত্রহীন॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সরঃ ফলহীন তরুগণ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যা হীন যেন ব্রাহ্মণ কুমার॥

ধর্ম্মহীন জন হেন ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যেন দন্তহীন অহি ॥
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন ॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিল মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিল উত্তর ॥
পুত্রেষ্টি করহ রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন ॥
পরাজিবে সকল পৃথিবী বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ পুণ্যফলে ॥
এত শুনি অন্তর্হিত হন তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন ॥
সুমতির গর্ভে হয় যুগল নন্দন।
পরমর সুন্দর রূপে নৃপতি লক্ষণ ॥
কুমতির গর্ভে হৈল একমাত্র পুত্র।
দিনকর সম তেজে তেজঃপুঞ্জ গাত্র ॥
দিনে২ বাড়ে এক রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন ॥
সুমতির গর্ভে হৈল দুই গুণধাম।
পাইলেন তালজঙ্ঘ হৈহয় যে নাম ॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতি নন্দন।
বাহু নাম রাখিলেন বাছিয়া রাজন ॥
কতদিন বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি ॥
তিন পুত্রে রাজ্যধন ভাগ করি দিল।
ভার্য্যাসহ নরপতি অরণ্যে চলিল ॥
তপোযোগ সাধিয়া পাইল দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইল রাজা বাহু নরপতি ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর যজ্ঞে রত অন্যে নাহি মন ॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একছত্র নরপতি এ মর্ত্ত ভুবনে ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতী ॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি ॥

কতদিন ঋতুযোগে রাণী গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী ॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা সেই হবে বিচক্ষণ ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিজ্ঞবর মহাধনুর্দ্ধর।
করিবেন শত অশ্বমেধ নরবর ॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥
তবে কত দিনান্তে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্ন সিংহাসনোপরি ॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে বিনয় পূর্ব্বকে জিজ্ঞাসিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত ॥
জ্ঞাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
জ্ঞাতিসুতে সেই শত্রু গণিতে প্রধান ॥
দুঃখ পাছে শত্রুগণে।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নীত শাস্ত্রেতে লেখেন মুনিগণ ॥
কহ মুনি আমা প্রতি ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলা প্রমাণ ॥
বলে ছলে শত্রুকে ক্ষমিবে কখন।
নিজ দেশে আনি পরে করিবে বিধান ॥
কহিলা প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা তথা ॥
গর্ভে যদি জন্মে শত্রু দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমাকে নৃপ কর অবধান ॥
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্ত ভুবন ॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয় ॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয় হয় জানাই তোমারে ॥

এতবলি নারদ হইল অন্তর্দ্ধান ।
শুনিয়া নৃপতি হৈল সুচিন্তিত প্রাণ ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নরবর ।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর ॥
পঞ্চ পাত্র লয়ে যুক্তি করেন রাজন ।
বাহুর ঔরষে যেই হইবে নন্দন ॥
আমা আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয় ।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয় ॥
ইহার উপায় কিছু কর মন্ত্রিগণ ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন ॥
ইহাতে সমর্থ না হইলে কদাচন ।
যদি বা করিব যুদ্ধ হারাব জীবন ॥
মন্ত্রিগণ বলিলেগ শুন নৃপমণি ।
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা ভূপতি রমণী ॥
সাধ খাওবার ছলে উপায় কারণে ।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে ॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখিতেছি আর ।
এই মতে কর রাজা শিশুকে সংহার ॥
ভূপতি বলেন মন্ত্রী কহিলা শোভন ।
কর শীঘ্র ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন ॥
রন্ধন করিতে বল সূপকারগণে ।
সঙ্কেতে করিবা যেন কেহ নাহি শুনে ॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে ।
দূত গিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে ॥
রাজার আদেশ মত যত মন্ত্রিগণ ।
বাহুরাজে আনিলেন করি নিমন্ত্রণ ॥
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে ।
বাহুরাজা মহিষীকে খাওাইলা ছলে ॥
তথাপিহ গর্ভপাত হইল না তার ।
চলিলেন বাহুরাজা সহ পরিবার ॥
এ সব বৃত্তান্ত রাণী কহিলা রাজারে ।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিবার তরে ॥
অহিংসায় হিংসা সৃষ্টি কৈল দুরাচার ।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিক্কার ॥
অহিংসকে হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ।
তার সংসর্গে নাহি রহিব কখন ॥
পাপ সঙ্গে থাকিলে পাপেতে হয় মন ।
পুণ্যাত্মার সঙ্গে হয় মোক্ষের কারণ ॥
অপত্য না ছিল হৈল বিধির ঘটন ।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন ॥
এইরূপে করি রাজা সদা অনুভব ।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ না হয় প্রসব ॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘে ।
রিপুভাব করিলেন ভূপতির সঙ্গে ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত মৈত্র করি ।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি ॥
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহু নরপতি ।
প্রবেশিল বনমধ্যে বনিতা সংহতি ॥
দেখিল আশ্রম বন অতি সুশোভন ।
ফল মূল সুশোভিত বৃক্ষলতাগণ ॥
দিব্য সরোবর আছে বন অভ্যন্তরে ।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে ॥
পুণ্য সরোবর সেই নামে বিন্দুসর ।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি মনোহর ॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিল গমন ।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন ॥
তথায় আশ্রয় জন্য রচিল কুটির ।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির ॥
নৃপতির কাল প্রাপ্তে হইল নিধন ।
ব্যাকুল হইয়া রাণী মুদিল নয়ন ॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী ।
নিবৃতা হইয়া পরে মনে যুক্তি করি ॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালে বৈশ্বানর ।
তদুপরি রাখিলা নৃপতি কলেবর ॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে ।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আইল তথাকারে ॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে ।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে ॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ ।
রাণীকে চাহিয়া পরে বলে তপোধন ॥
চিতা আরোহণ না করিবা কদাচিত ।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত ॥

দিব্য চক্ষে আমরা দেখিতে পাই সব।
রাজচক্রবর্ত্তি তব গর্ভে অনুভব ॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
এক ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
ব্রাহ্মণে দিবেন দান সদা অপ্রমিত।
হয় নাহি হইবে না ইহার তুলিত ॥
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহাকে বেড়য় ॥
কদাচিত স্বামী সঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোরতর নরকেতে করে সে গমন ॥
ব্রত পুণ্যকর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
পুণ্যফল যত কিছু কদাচ না পায় ॥
রজঃস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রের ছাড়িয়া।
পতি সঙ্গে সেই নারী মরয়ে পুড়িয়া ॥
পঞ্চ মহাপাতকে ভাগিনী সেই হয়।
ব্যর্থ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিষয় ॥
অগ্নিহোত্র নৃপতিরে করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন ॥
প্রেতকর্ম্ম করিলেন ভর্ত্তার বিধানে।
তার শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে ॥
সেবা বশে সন্তুষ্ট হইয়া তপোধন।
এই রূপে ছিল রাণী মুনীন্দ্র সদন ॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন ॥
গরল সহিত জন্ম হইল তাহার।
এ জন্য সগর নাম হইল প্রচার ॥
দিনে২ বাড়িল সে সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষ চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন ॥
দরিদ্র পাইল যেন পূর্ব্ব হারাধন।
সেইমত পাইল রাণী অপত্য রতন ॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি আনি আয়োজন।
যত্ন করি সেই শিশু করিল পালন ॥
করাইল নানা অস্ত্র শস্ত্র অধ্যয়ন।
অল্পদিনে হইলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্থানে গেল মুনিবর ॥

একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন বংশে জন্ম মম কহ গো জননী ॥
কাহার তনয় আমি কহিবা নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয় ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হয় যেইজন।
দুঃখী হৈতে দুঃখী সেই জন্ম অকারণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহীন যেন ব্রহ্মার কুমার ॥
ধন হীন গৃহী যেন ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
শুনি রাণী কহিলেন করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্য ছিল তুমি হইলা নন্দন ॥
মহারাজবংশে পুত্র উৎপত্তি তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয় যে পাপী জ্ঞাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥
যেকালে তোমাকে আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিতে তোমারে ॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আইল রাজন ॥
হিংসকের হিংসাতে চিন্তিত নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নৃপতি ছাড়েন কলেবর ॥
অনুমৃতা হৈতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল ॥
মুনির আশ্রয় আমি আছি একারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করিলা রোদন ॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণলোচন।
জননীর ক্রন্দন করিলা নিবারণ ॥
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয়।
প্রণমিয়া জননীরে হইল বিদায় ॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ বান্ধবগণে সহায় লইয়া।
বর্ত্তমান ছিল যত পিতৃশত্রুগণ।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে করিল নিধন ॥

একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ শরণ॥
কাতর দেখিয়া কারে দিল প্রাণদান।
কোনজন মুনি স্থানে রাখিল পরাণ॥
তবে মুনি বশিষ্ঠ তাহারে নিবারিল।
অযোধ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল॥
একছত্র রাজা হৈল ধরণী মণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণেরে শাসিলা বাহুবলে॥
সন্তান ষাটি সহস্র তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি তার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে॥
বলবন্ত পুত্রগণ মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার॥
অহিংসক হিংসিলেই হয় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি রহে অশেষ দুর্গতি॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
সমুচিত ভাগ তার প্রাপ্য যাহা হয়।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডুর তনয়॥
ভাইহ বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি কর আনাইতে পঞ্চজন॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেও অধিকার।
তাহাদের সহ দ্বন্দ্বে কি কায তোমার॥
দুর্য্যোধন বলিলেন এ নহে বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ॥
ক্ষত্র হয়ে বৈরীকে যে না করে বিখাস।
রিপুর মহিমা কেন না করে প্রকাশ॥
যে হোক সে হোক তাত ক্রোধ কর তুমি
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্যভূমি॥
এতবলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী নিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে না করি সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

কহিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন॥
কারু বাক্য না শুনিলে কুরু অধিকারী।
অধোমুখ হইয়া রহিল দণ্ড চারি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠিয়া চলিল সেইক্ষণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজস্থানে।
বিদুর বলিল ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমানে॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেও পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছ নরেশ্বর।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রতি সত্বর॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হয়েছিল এ সংসারে॥
আছিল উত্তানপদ ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর যার অধিকার॥
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাহার গণন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিয়া রাজন॥
হিংসা হেন বস্তু তাঁর না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে॥
তপ যজ্ঞ আরম্ভিয়া পান দিব্য গতি।
তাঁহার তনয় বৃষ জগতে সুখ্যাতি॥
যাহার মহিমা যশে পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম অবতার॥
অনন্তরে সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যার যশক্রমে সর্ব্ব ভুবন ভরিল॥
অতুল সম্পদ ভোগ করিয়া জগতে।
নাম মাত্র হিংসা কভু না ছিল মনেতে
এরূপ ছিলেন কত চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করি বাহুবলে॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে জন্মে নাহি হেন কোনজন

কপটি হিংস্রক ক্রুর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণা কুলে কলঙ্ক প্রকাশ॥
এ কারণে বলি নৃপ শুন সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল ক্ষয় যক্ষ রক্ষগণে॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহার করিল বৃকোদর॥
ভীমক্রোধ হইলে হইবে রক্ষাকার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিব সংহার॥
অর্জ্জুনের যে অতুল প্রতাপ ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে মহাতুষ্ট করে পঞ্চাননে।
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে নিয়া যান।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শাস্ত্র দিলা শিক্ষা দান॥
কালকেয় নিবাত কবচ দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু প্রতাপে তপন॥
তাহারে মারিয়া থামাইল দেবগণে।
কোন বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
উত্তর গোগৃহে ভাই দেখিলা নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
পর কার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিও জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে॥
এখন সে হিত কহি শুন নরবর।
দূত পাঠাইয়া দেও বিরাট নগর॥
সম্প্রীতে হেথায় আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেও অধিকার॥
এই কর্ম্ম তব প্রিয় দেখ সে রাজন।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সমস্ত নিধন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতে করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান॥
যেই সত্য করিয়াছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহাতে হইল তারা পার॥
আপনার ভাগ রাজা পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি ভাই বুঝাও সুনীত॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীত শাস্ত্র তুমি বুঝাও আপনে॥
বিদুর বলিল আমি না বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনিলে সে ভাবে বিপরীত॥
এখন কহিয়া মম কোন প্রয়োজন।
যেই ইচ্ছা করুক তাহার যেই মন।
এতবলি বিদুর বসিলা অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে॥
মহাগর্ব্ব দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী॥
পূর্ব্বে যেন বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে হিংসা কৈল অহঙ্কারে॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপান।
যাহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ কৈল সুরগণে।
ইন্দ্র সহ বিবাদ হইল কি কারণে॥
ধৌম্য বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে বলিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
উদযোগপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত প্রমাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

বলি ও বামনোপাখ্যান।

তবে ধৌম্য কহিলেন অম্বিকানন্দন।
কহিব পূর্ব্বের কথা করহ শ্রবণ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
মহাবলবন্ত হৈল প্রতাপে পাবক॥

দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপ ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে॥
তাহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে।
যারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি নন্দনে॥
ব্রাহ্মণ রূপেতে আসি মাগিলেন দান।
নিজ অঙ্গ বিরোচন করিল প্রদান॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলী দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিল বিজয়॥
জানিলেন শুক্র গুরু প্রমুখ বচনে।
ছল করি দেবেন্দ্র বধিল বিরোচনে॥
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে॥
সহিতে সকল সৈন্য সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
দেখি যজ্ঞ [illegible] পূরি[illegible]।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরি[illegible]।
দৈত্য সৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন॥
দেবরাজ শুনিয়া ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয়।
বলির সহিত যুদ্ধ হইল প্রলয়॥
অন্য অন্য জনে২ সংগ্রাম প্রচণ্ড।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড॥
রুদ্র পশুপতি নানা রূপধর বাণ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশান॥
শিবীমুখ সূচীমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর।
পরস্পর দুইদল বরিষে প্রচুর॥
হেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি।
দেবতা অসুরগণে করে বাণবৃষ্টি॥
সকলে বলিকে চাহে করিতে নিধন।
লইয়া প্রবল বল করে আস্ফালন॥
মহাক্রোধে ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িয়া ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
বলি অর্দ্ধচন্দ্রেতে করিল দুইখান॥

অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পায় লাজ।
শক্তি অস্ত্র হানিলেক হৃদয়ের মাঝ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড।
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতুলী ফিরায় রথ পলায় ত্বরিত॥
কতক্ষণে দেবরাজ পাইয়া চেতন।
মাতুলীরে নিন্দা করি বলিল বচন॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে ফিরাইলে রথ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ॥
মাতুলী বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধান কর কহি শাস্ত্র নিরূপণ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধারা কহেন হেন নীতি॥
বলিলেন দেবরাজ নিয়া চল রথ।
আজি বলি দৈত্যকে দেখাব যমপথ॥
আজ্ঞামাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতুলী।
সহস্তে পরিঘ নিলা ইন্দ্র মহাবলী॥
পরিঘ মারিলা ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির॥
রথ হৈতে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ।
পলাইল সকলে না রহে একজন॥
তবে দৈত্য একত্র হইয়া কত জনে।
কান্ধে করি বলিরে লইল সেইক্ষণে॥
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিলা প্রাণদান॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্যবর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মময় ষড়ক্ষর॥
মহামন্ত্র পাইয়া বিচারে মনে মনে।
সমরে অজেয় আমি হব ত্রিভুবনে॥
কতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয় তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিল কঠোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর॥

তপে তুষ্ট হইয়া বলিরে দিতে বর।
আইলেন চতুর্ম্মুখ মরাল উপর ॥
ডাক দিয়া বলিরে কহেন প্রজাপতি।
তপ সিদ্ধ হইল তব শুন মহামতি ॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেইবর মনে লয় মাগি লহ তুমি।
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর যদি দিবা মোরে সৃষ্টি অধিপতি ॥
অজেয় অমর হব ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবনে হউক আমার করতলে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে না হইবে আমার মরণ ॥
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন প্রজাপতি।
তপযোগ করি বলি করিল আরতি ॥
শুভকাল উদয় হইল আসি তার।
সসৈন্য সাজিয়া বলি গেল নি[illegible]াগার ॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণ যেন না হয় বর্ণন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি কুমারে ॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইল দেবগণ গেল স্থানান্তরে ॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণে ভ্রমে মহীপরে ॥
শুক্র গুরু আসি তারে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল ॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল দৈত্যেশ্বরে।
নররূপে দেবগণ সংসারে বিহরে ॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিলা।
দেবের দেবত্ব বলি দৈত্য হরি নিলা ॥
পুনরপি কি প্রকারে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিলা অদিতি তার না দেখি উপায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতি স্তব।

হৃদে বিরচিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিন সংসার কারণ ॥
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনের করেন প্রাণদান ॥
বিনা তপে তুষ্ট ন হবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান ॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোট পাণি ॥
অনন্তরে মাস মধ্যে খায় একবার।
তার পর পরিত্যাগ করিল আহার ॥
ধ্যান অবলম্বন হেতু করে নিরূপণ।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে রহিলেন পবন অনশন ॥
তার পর সন্তাপিত এ তিন ভুবন।
দে[illegible]া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন ॥
দেবগণে [illegible]লেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিতে শীঘ্র যাহ সকলেতে ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়াতে সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ ॥
ইন্দ্র বলিলেন মাতা শুন নিবেদন।
আত্মাকে অনেক ক্লেশ দেও কি কারণ ॥
আমাদের দুঃখ তব অদৃষ্ট লিখন।
শুভকাল সমাগতে হইবে খণ্ডন ॥
অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে ॥
এক্ষণে অশুভ কাল হইল আমার।
সে কারণে এত দুঃখ হয় অনিবার ॥
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেও কি কারণ।
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন ॥
মাতৃহীন পুত্রদের নাহি সুখলেশ।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই পায় নানাক্লেশ ॥
ধর্ম্মহীন যেন ব্যর্থ অর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানার্জ্জন যেন অকারণ ॥

শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন গুরুহীন তন্ত্র॥
সে কারণে নিবেদন শুনহ জননী।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল হৈলে।
দুষ্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে॥
এতেক বলিলা যদি দেব সুরপতি।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন ক্রোধমতি॥
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয় পায়ে দেবগণে পলাইয়া যায়॥
করিলেন ব্রহ্মার সাক্ষাতে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে সন্দর্শন দিলা নারায়ণ॥
নবজলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ করে শঙ্খ বিরাজিত॥
দিব্য মুর্ত্তি সাক্ষাতে দেখিয়া নারায়ণে।
প্রণিপাত স্তুতি করিলেন দেবগণে॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি।
কহিলেন দেবগণ সাক্ষাতে ভারতী॥
শীঘ্র হবে তোমার দুঃখ বিমোচন।
স্বস্থানে প্রস্থান কর যত দেবগণ॥
এতবলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
অদিতির তপেতে তাপিত ত্রিভুবন।
হরি হয়ে প্রত্যক্ষ দিলেন দরশন॥
সজল জলদ যেন রূপ সুশোভন।
কোটি শশিমুখ ফুল্ল রাজীবলোচন॥
কোকনদ কর পদ অধর অতুল।
খগরাজ জিনিয়া নাসিকা তিল ফুল॥
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি শোভা করে।
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে॥

সাক্ষাতে দর্শন সেই কমললোচন।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল সেইক্ষণ॥
করযোড়ে স্তুতি পাঠ করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর॥
শিষ্টের পালক নমো দুষ্ট বিনাশন॥
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভ মর্দ্দন॥
নমো আদি অবতার মৎস্য কলেবর।
নমো যজ্ঞ অবতার নমস্তে ভূধর॥
নমো কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বস্থানে করিছে বিহার॥
পুরুষ প্রধান তুমি আদি সনাতন।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব মাগি লহ তুমি॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে॥
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
সেই বর করি তারে অবশ্য প্রদান॥
ভকতবৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্মাদান করিয়া সন্তোষি ভক্তজনে॥
সে কারণে বশ আমি হইনু তোমার।
বর বাঞ্ছা আছে যদি মাগ সারোদ্ধার॥
এত শুনি কহিলেন অমর জননী।
যদি বর দিবা তবে দেব চক্রপাণি॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে॥
নররূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ॥

গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে ।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে ॥
পুত্রগণ ক্লেশ আমি দেখিতে না পারি ।
এ জন্য তপস্যা করি অভাগিনী নারী ॥
মম পুত্রগণেরে স্থাপহ অধিকার ।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার ॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন ।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ ॥
এত শুনি গোবিন্দ করিল অঙ্গীকার ।
তোমার গর্ভেতে আমি হব অবতার ॥
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে ।
তব পুত্রগণের স্থাপিব অধিকারে ॥
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি যাইব ধরণী ।
এত শুনি কহিলেন কশ্যপ ঘরণী ॥
উপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে ।
আমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবা কেমনে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে ।
তোমারে গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে ॥
যাঁর তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে ।
সকল সংসার মুগ্ধ যার মায়াবশে ॥
তাঁহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ ॥
হাঁসিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে ।
ভিন্নভাবে নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে ॥
ভক্তজন সবে পারে আমারে ধরিতে ।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলা আমাতে ॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন ॥
স্বামারে কহিল দেবী এ সব কাহিনী ।
শুনি তুষ্ট হইলা কশ্যপ মহামুনি ॥
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর ।
করিলেন উপবিষ্ট অদিতি উদর ॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী ।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি ॥
জন্মিবেন নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয় ।
নানা স্তুতি করিলা কশ্যপ মহাশয় ॥
নমো নমো নারায়ণ অখিল পালক ।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ বিনাশক ॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্য বিনাশন ।
নমঃ সর্ব্বময় নমো জগৎপালন ॥
ব্রহ্মাণ্ড নায়ক নমো নমো জগৎপতি ।
নমো কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি ॥
নমো জগৎপতি তুমি নমো নারায়ণ ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংসার ।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার ॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার ।
সে কারণে মম ঘরে হৈলা অবতার ॥
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন ।
এইরূপে স্তুতি করিলেন তপোধন ॥
স্তুতি বশে প্রসন্ন হইয়া পীতবাস ।
কশ্যপের পুত্ররূপে হইল প্রকাশ ॥
অদিতি গর্ভেতে জন্ম লইলেন হরি ।
সম্বর । [illegible]াট বেশ খর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি ॥
জন্মমাত্র কহিলেন পিতার কুমার ।
ঝটিতে আমারে কর ব্রাহ্মণ সংস্কার ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ করি ।
আপন পুত্রের তরে দিলেন উত্তরি ॥
কশ্যপেরে কহিলেন প্রভু নারায়ণ ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন ॥
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান ।
সে কারণে তথা আমি করিব পয়ান ॥
মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে ।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে ॥
বলি রাজা যজ্ঞ করি বসি যজ্ঞস্থলে ।
দ্বারে দেখি বামনে কহিল শুক্র ছলে ॥
অবধান কর বলি বলিব বিশেষে ।
এই যে বামন আসে বালকের বেশে ॥
অদিতির গর্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার ।
হইয়াছে তোমারে ছলিতে অগ্রসর ।
যে কিছু মাগিবে এই না দিবে ইহারে ।
এত শুনি দৈত্য কহিলেক যে তাহারে ॥

না বুঝিয়া গুরু কেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই সে ব্রাহ্মণ॥
যাঁহার উদ্দেশে যোগ্য করি অনিবার।
তিনি যদি ইনি তবে সৌভাগ্য আমার॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ॥
সেই প্রভু আইসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতি গুরু মম ভাগ্যোদয়॥
মাগিবেন যাহা তিনি করিব প্রদান।
ইহাতে কি জন্য কর বিরোধ সন্ধান॥
ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দেও অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হইল দুঃখিত॥
শাপ দিলা বলি দৈত্যে মহাক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুন ঐশ্বর্য্য অহঙ্কারে॥
এই শাপে হইবে শ্রীভ্রষ্ট এইক্ষণে।
এত শুনি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধ মনে॥
উপনীত হইলেন তখনি বামন।
অপূর্ব্ব বালক রূপ ধরি নারায়ণ॥
দেখি যজ্ঞ হোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠি করযোড়ে বিরোচনের তনয়॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিষ্য বৈসেন বামন॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান।
হইল সফল মম যাগ যজ্ঞ দান॥
আজি সে সকল জন্ম হইল আমার।
সে কারণে আইলা আমার এ আগার॥
চাহ যাহা দিব তাহা না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া কহেন হাঁসি কপট বামন।
বহুদানে আমার কি আছে প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বালক আমি তপস্যা তৎপর।
গ্রাম ভূমি আমার কি কায দৈত্যেশ্বর॥
ধ্যান তপে জপে মম যায় সর্ব্বক্ষণ।
বহুদান লয়ে মম নাহি প্রয়োজন।
অরণ্য নিবাসী আমি ফল মূলাহারী।
সে কারণে কহি শুন দৈত্য অধিকারী॥

যদি দিবা দান তুমি করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দাও জুখিয়া চরণে॥
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন কিছু অন্য না চাহি তোমাতে॥
ভূমি দান সম দান নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমি দান মাহাত্ম্য শুনহ নৃপ মনে॥
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরী নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ॥
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ॥
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেই মাত্র একেলা ব্রাহ্মণ॥
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীত নহে উদর ভরণ॥
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল॥
অন্ন হেতু কান্দয়ে সকল শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল।
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধন হীন হৈলে কেহ না করে গণন॥
ভার্য্যা পুত্রে আর হয় কেহ না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে॥
এইমত চিন্তিয়া চিন্তিত তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল লয়ে পুরজন॥
অবন্তী নগরে পরে করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরপতি॥
সেই পুণ্যফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি॥
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমিদানের উপর॥
তিন পদ ভূমি মাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া আমারে সন্তোষ কর তুমি॥

বলি বলে বামন বুঝি বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি তাহা নাহি মানি॥
এই দান দিতে মম চিত্তে না আইসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে॥
অপযশ হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি॥
নগর চত্বর গ্রাম যেই ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে॥
এতশুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল আনহ সত্বরে॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায়॥
বজ্র কীটরূপে গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নলরুদ্ধ করে জল যেন না নিঃসরে॥
ভৃঙ্গার ঢালিয়া জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলে দৈত্যশ্বর পড়িল লজ্জাতে॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইয়া ত্বরিতে॥
বজ্র সম হৈল কুশ ঈশ্বর কৃপাতে।
নির্ভয়ে বাজিল ভার্গবের চক্ষুপথে॥
দৈবের নিবন্ধন কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ॥
কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজস্থান।
বলি দৈত্য বামনে দিলেন ভূমি দান॥
দান পেয়ে হরি ধরিলেন হঠাৎকার।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পর্ব্বত আকার॥
দেখিতে২ অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে॥
পৃথিবীর সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেক দেব দামোদর॥
সপ্তস্বর্গ ব্যাপিলেক আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায়॥
ডাক দিয়া বলিকে বলেন বনমালা।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মম কর অব্যাহতি॥
এত শুনি প্রশংসা করিল নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধ নাগপাশে।
প্রভুর ইঙ্গিত পায়ে গরুড় হরিষে॥
বলিককে পাতালে লয়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু২ প্রশংসা করিল দেবগণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হইয়া গেলেন নিজস্থান॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে॥
অচিরে সমরেতে মরিবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল॥
এতবলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ॥
ধৌম্য দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে২ সকল কহিল ধৌম্যমুনি॥
তোমার কারণে রাজা সবে বুঝাইল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অহঙ্কার করিয়া বলিল কুবচন।
বিনাযুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
এত শুনি পঞ্চভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন॥

মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার।
জানিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের নিকটে সঞ্জয়কে প্রেরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
তবে কি করিল পরে অন্ধ মহারাজ ॥
মুনি বলে নরপতি শুন এক মনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে ॥
তাহাতে বিরক্ত হয়ে অন্ধ নরবর।
সঞ্জয়েরে ডাকিয়া সে কহিল সত্বর ॥
দেখিলে সঞ্জয় দুর্য্যোধনের দুষ্টতা।
না শুনিলে না মানিল মহতের কথা ॥
সে কারণে যাও তুমি বিরাট নগর।
মম আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব গোচর ॥
একে২ পঞ্চজনে কহিবে কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হয়ে সাবধান ॥
[illegible]
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার ॥
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে ॥
সে কারণে কুবুদ্ধি লাগিল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে ॥
রাজপুত্রী হয়ে তুমি রাজার মহিষী।
পাইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবাসী ॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মীরূপা নারী তুমি ধর্ম্মকার্য্যে রতা ॥
এইরূপ দ্রৌপদীকে কহিবে বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয় ॥
পঞ্চজনে কহিবেক সমস্ত অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে২ ভ্রমি ॥
ত্রয়োদশ বৎসর অবধি তোমা বিনে।
দহিছে আমার আত্মা সন্তাপ আগুণে ॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নীর।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে সর্ব্বদা অস্থির ॥
নয়নে না আসে নিদ্রা ভোজনে না সুখ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদারিছে বুক ॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে।
করে খেদ বহে নীর সর্ব্বদা নয়নে ॥
বিদুর বাহ্লিক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির ॥
চারি জাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
তোমা সবা না দেখিয়া সজল নয়ন ॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রির দিন।
সদা হীন ক্ষীণ যথা জলহীন মীন ॥
তোমা রাজা বিনারাজ্য শোভা নাহি পায়
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায় ॥
জলহীন নদী যেন পক্ষীহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর ॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বক্রহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র ॥
তোমা সবা অভাবে যেমন প্রজাগণ।
এইরূপ বিনয়েতে কহিবা বচন ॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র নিয়া।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্র দেখ গিয়া ॥
ঘোটক সংযুক্ত রথে করি আরোহণ।
শুভলগ্ন তিথি আজি করহ গমন ॥
এত শুনি সঞ্জয় উঠিলা সেইক্ষণ।
যুড় খেচরের রথে পবন গমন ॥
বিরাটনগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভামধ্যে অবস্থিত দেব অবতার ॥
হেনকালে সঞ্জয় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত।
দিব্যরত্ন সিংহাসন দিলেন বসতে।
পাণ্ডবে সম্ভাষী দূত বসিল সভাতে ॥
কহিল সঞ্জয় প্রত ভাই পঞ্চজন।
সমস্ত কুশল বার্ত্তা কহ বিবরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
আমাদের মাতা কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি

ত্রয়োদশ বর্ষ গত নাহি দরশন।
কেবা জীয়ে কেবা মরে না জানি কারণ॥
কোথা হৈতে এখানে তোমার আগমন।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল এই লয় মন॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন॥
কি হইল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীত করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্তি ধর্ম্মের কৃপাতে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মমূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কট তারণ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম।
সবে সুখ আছে সবার মূল কর্ম্ম॥
সমুচিত ভাগ যেই হয়ত আমার।
করিয়াছে তাহা ছাড়ি দিতে কি বিচার॥
কহ শুনি সঞ্জয় সমস্ত বিবরণ।
এত শুনি সঞ্জয় করিল নিবেদন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি॥
কার বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
সান্ত্বনা করিল কত অন্ধ নরপতি॥
ভীষ্ম মুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয়॥
চারিজাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
শুনিয়া সকল বার্ত্তা হৃষ্ট সর্ব্বজন॥
মৃতদেহ যেন জীব পাইল জীবন।
তোমাদের সংবাদে তেমনি প্রজাগণ॥
সুহৃদ আমত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার শব্দে করিত রোদন॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমাদিগে না রাখিয়া দগ্ধ ছিল দুঃখে॥
আত্মারাম বিহনে যেন না রহে জীবন।
তোমাদের বিহনে তেমন সর্ব্বজন॥
দ্বাদশ বৎসরাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কারু জীয়ন্তে মরণ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগ চিত্ত আনন্দ অপার॥
তোমা পঞ্চভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনামেঘে নগরেতে রুধির বরিষে॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত কি নির্ঘাত শব্দ ঘনে ঘন॥
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশ।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারি পাশ॥
অলক্ষণ দেখিয়া বলিলা জ্ঞাতিগণ।
কুলক্ষয় হৈল তোমার কারণ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখ শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি কর চিতে॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ মহাবল।
পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প জল॥
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি রক্ষা কর॥
ফিরাইয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেও অধিকার॥
পুত্রবশে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেইকাল আসি উপস্থিত যে হইল॥
অনন্তরে উত্তর গোগৃহে কুরুগণে।
রণাজয় করিলেন ধনঞ্জয় রণে॥
দণ্ডভগ্ন হইয়া আইল কুরুপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কার বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
বুঝাইল বহুমতে শাস্ত্র উপদেশে॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কাণে।
শুনিয়া থাকিবা তাহা ধৌম্যের বদনে॥
কার বাক্য দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটি বলিল॥
এই রত্নধন দিলা বস্ত্র অলঙ্কারে।
পুনঃ২ অনেক কহিল বারে বারে॥

কহিব সে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে না ছিল মিলন॥
পাইল অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে না করিল কদাচন॥
কপটি কুমন্ত্রি কর্ণে আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন॥
তাহাদের কপটে হইল সর্ব্বনাশ।
তোমারা অরণ্যে গেলে আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যত কথা বলি আমি নাহি শুনে কাণে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লেখে।
কর্ণ দুঃশাসনের বচন মাত্র রাখে॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চজন।
কহ শুনি কি বলিবা রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিলা কর্ণ বীর রাধার নন্দন।
[illegible] দিয়া ম[illegible]॥
সঞ্জয় কহিছে শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন শক্তি তারা মোরে বলাৎকার করে॥
মহা মহা বীরগণ আমার সহায়।
মুহুর্ত্তেকে করিব পাণ্ডব পরাজয়॥
সত্য সত্য নিশ্চয় আমার যুদ্ধপণ।
এইরূপে কহিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি মম সঙ্গে করিবে সমর॥
একমাত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রখর।
প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর॥
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া॥
এইরূপে কহিলেক রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি॥
নিশ্চয় হইবে রণ না হবে বারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চজন॥

পৃথবীতে বৈসে যত রাজরাজ্যেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রি বিস্তর।
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় কহিছে অনুচর॥
শুনিয়া সঞ্জয় বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত অঙ্গ অরুণলোচন॥
যাও পুনঃ সঞ্জয় আমার দূত হয়ে।
যাহা কহি কৌরবে কহিবে বুঝাইয়ে॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁর উপরোধ।
সেকারণে পূর্ব্বে হৈতে না করি বিরোধ॥
সেই হেতু এত দিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন॥
মৃত্যু [illegible]শ্রেয় এখন বুঝিল অনুমানে।
সে[illegible] কারণে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছে মনে॥
[illegible] কার্য্য জ্ঞাতি বধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চজনে॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥
তবে ভীম কহিলেন ক্রোধ করি মনে।
মম বার্ত্তা কহিবা কৌরব বিদ্যমানে॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না করে প্রকাশ॥
যোগী যোগ ত্যজে ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রী বিহিন হয় ব্রাহ্মণ নন্দন॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হয় খণ্ডন।
উরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন॥
করিয়াছি অঙ্গীকার সভাবিদ্যমানে।
কহিলাম সঞ্জয় এখন তব স্থানে॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ॥
মম হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা অনুসারে কহিবে কৌরবে॥

অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে সে স্মরণ ॥
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দাহন।
এই সব দুঃখতে সদাই পুড়ে মন ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা হইল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল ॥
সেই সব অগ্নি প্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা পাইলে যাইত যমঘরে ॥
ভাল রাজ্য ছাড়িতে বলহ আমার।
নিবৃত্ত হৈয়াছে অগ্নি জ্বলে পুনর্ব্বার ॥
এইরূপে কহিবা নৃপতি দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মারুত তনয়।
বলিলা সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয় ॥
কহিবা অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতি বধে নাহি কোন ফল ॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন।
আপনার রাজ্য গিয়া লই সেইক্ষণ ॥
তবে যদি বিরোধ করিবে দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন ॥
অত্যাচার করিলেও প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা কর যদি তারে বান্ধিয়া রাখিব ॥
বলিকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্য করে।
তবহিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে ॥
কদাচিত যদি না করিবা এই মত।
সবংশ সহিত তবে মজিবা নিশ্চিত ॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবা তাঁহারে ॥
মুখেতে সৌজন্য কথা অমৃত সমান।
তোমার কপটে হবে বংশ সমাধান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি কথন।

জন্মেজয় কহিলেন কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চজন ॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সজান।
তবে কিবা কহিলেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
কোন২ রাজা হৈল সহায় তাহার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার ॥
মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয় ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
ভ্রাতাগণে ডাক দিয়া কহিল বচন ॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরব কাহিনী।
সাজিলা পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী ॥
আমাদের পক্ষে যত সুহৃদ সুজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন ॥
ভোজবংশ অন্ধবংশে যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্র আদি মাদ্রীর নন্দন ॥
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথা যোদ্ধা সবাকারে পাঠাও লিখন ॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়াখাই কহ রচিবারে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য আদি করি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আর বহু উপহার ॥
নৃপতির আজ্ঞামাত্র ইন্দ্রের নন্দন।
ডাকিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলা তখন ॥
আপনিও যাও তথা বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয় ॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
তাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি ॥
পূর্ব্ব পিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিয়াছি তাঁহার কাহিনী ॥
একছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
করিলেন কুরুক্ষেত্র নিজ পুণ্যবলে ॥

বলিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুন বলেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিল সকল ভূমণ্ডল।
একছত্র রাজা হৈল বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল নৃপতি।
কুরুরাজগণ যত জগতে বিখ্যাতি॥
এক দিন পিতৃগণ কহিল তাহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আমা সবাকারে॥
পিতৃগণ আজ্ঞাকারী শুনি কুরুপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ অরণ্য ভিতর।
অগ্রে বাড়ী পাঠাইল মৃগ বহুতর॥
মৃগয়াতে শ্রান্ত বড় হইল রাজন।
জল অন্বেষিয়া রাজা ভ্রমিলেক বন॥
জল নাহি পান রাজা হইয়া দুঃখিত।
[illegible] কাননে রাজা হৈল উপস্থিত॥
মুনিন্দ্র আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য অগম্য স্থল অতি সুশোভন॥
আছে দিব্য সরোবর বনের ভিতরে।
দেব কন্যাগণ তাহে নিত্য কেলী করে॥
সেই সরোবরে রাজা হন উপনীত।
সরোবর দেখিয়া পাইল বড় প্রীত॥
বহুরূপা তাহে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জন নয়নী॥
করিয়াছে মুখরুচি শত শশী শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল।
কামের কার্ম্মক ভুরু কিবা দিব তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন॥
নিকটে যাইয়া রাজা কহিল কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবা আমারে॥
তোমার স্বরূপ সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে॥
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজয়া॥
কি নাম কন্যা হবে তিলোত্তমা প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায়॥
কন্যা বলে শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী।
বহুরূপা নাম আমি ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
পূর্ব্ব জন্মে আছিল আমার পক্ষিযোনি।
প্রভাতে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিণী॥
তথা স্থিতি করিয়াছিলাম চিরকাল।
কত দিনে বৃদ্ধদশা হইল জঞ্জাল॥
জরাতে আতুর তনু ব্যাধিতে পীড়ল।
সেই বৃক্ষ উপরে আমার মৃত্যু হইল॥
মরিয়া শুকায়েছিনু বৃক্ষের উপরে।
বন্দী ছিলাম সে বাসার ভিতরে॥
[illegible]নের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কতদিনে ঘোরতর বহিল পবন॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে॥
স্পর্শন করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি॥
দিব্যমূর্ত্তি হইলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইয়াছি ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
সুরেন্দ্র সাক্ষাতে নৃত্য করি বারবার।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তারে বরিয়া আনিল॥
করিলেন অসুর সহিত ঘোর রণ।
সবাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন॥
তুষ্ট হয়ে সভাতে লইয়া ইন্দ্র তাঁরে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমা সবাকারে॥
খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তারে দেখি হৃদয়ে বিন্ধিল কামশর॥
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ॥
দেবলোক পাইয়াও মনুষ্য আচার।
নরলোকে কিছুকাল কর ব্যবহার॥

সে কারণে নরপতি হেথায় বসতি।
বিরহিনী আছি নাহি মিলে যোগ্যপতি ॥
এত শুনি হাঁসিয়া বলিল নৃপমণি।
আমারে বরণ তুমি কর বিরহিনী ॥
চন্দ্রবংশে জন্ম মম কুরু নাম ধর।
সমস্ত সংসার মধ্যে আমি অধিকারী ॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার ॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে ॥
নিশ্চয় নৃপতি আসি করিব বরণ।
এক সত্য মম অগ্রে করহ রাজন ॥
আপনার ইচ্ছায় আজি করিব যে কাজ।
আপনারে নিষেধ না করিবে মহারাজ ॥
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গিকার করে।
কন্যাকে লইয়া পরে গেল নিজদেশে।
নিরবধি কেলী রঙ্গ অশেষ বিশেষে ॥
এক দিন নরপতি কহিল কন্যারে।
শীঘ্রগতি জল দেহ আনিয়া আমারে ॥
কন্যা বলে এখন বিশেষ প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেকে পরে জল দিতেছি রাজন ॥
কহিলেন ভূপতি ব্যাকুল কলেবর।
আমাকে আনিয়া জল দেহ শীঘ্রতর ॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে বলিলেন কুবাক্য রাজন ॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই কি বলিব তোরে ॥
এত শুনি কন্যা হাঁসি কহিল রাজারে।
পূর্ব্বসত্য পাসরিলা ছাড়িনু তোমারে ॥
এইক্ষণ ত্যাগ করি যাই নিজ স্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবন বিনা অন্য নাহি মন ॥
রাজ্যপদে নাহি মতি অন্তরে বিরাগ।
বিনাহু না করিবেন যৌবনানুরাগ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সবে বুঝান রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে ॥
বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমণী ॥
শাপে মুক্ত হয়ে সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে ॥
যদি তুমি সেই কন্যা চাহ নরবর।
দেবরাজ হন সেই কামিনী ঈশ্বর ॥
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্র আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্ত হইবে রাজন ॥
হস্তিনার উপরেতে সরস্বতী তীরে।
আছে উপবন রম্য তাহার উপরে ॥
নিত্য আসি সুরভি চরেন সেইবনে।
ইন্দ্র আরাধনা কর সুরভী সেবনে ॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে ॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধি[illegible] নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে ॥
[illegible] অশ্ববংশে যতেক রাজন।
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রয় বিহিত।
করিল সুরভীসেবা রাজা যথোচিত ॥
তুষ্ট হয়ে সুরভী বলিল নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে ॥
এতশুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তাহা শুন গো জননী ॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্ত যেন হয়ত আমারে ॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভী।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজ সেব ॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্র আরাধহ ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবে দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন ॥
এতবলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়া।
হৃষ্ট চিত্তে নরবর সে মন্ত্র পাইয়া ॥
ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসনে।
প্রসন্ন হইয়া তবে সহস্র লোচনে ॥

সাক্ষাতে দেখিয়া তবে কুরু নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহুস্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর॥
বহুরূপা নামে সেই তোমার নর্ত্তকী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি॥
কহিলেন ইন্দ্র তাহা দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যাহা বাঞ্ছিত অন্তরে॥
বলিলেন রাজা আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এইখানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর॥
কুরুক্ষেত্র নাম হবে পুণ্যক্ষেত্র সার॥
ইথে যুদ্ধ করি যে যে হইবে সংহার।
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার॥
বলিলেন ইন্দ্র পূর্ণ তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হইল এ কুরুক্ষেত্র নাম॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতুলীরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনহ এথারে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপতিরে বিবাহ করিল॥
নানামতে যৌতুক দিলেন নরপতি।
অন্তর্দ্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি॥
ইন্দ্র বরে পুণ্যক্ষেত্র তখনি হইল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল॥
তবে কন্যা সহ লয়ে কুরু নরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল তবে আপন বসতি॥
মদগর্ব্বে সুরভারে সম্ভাষ না কৈল।
সেই হেতু সুরভী রাজারে শাপ দিল॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এতবলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
নিতম্বিনী লয়ে কেলী করে অনুক্ষণ॥
পুত্র না হইল তাঁর যুবাকাল যায়।
ইহা ভাবি চিন্তাকুল মহারাজ তায়॥
পুরোহিত আপনি বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যাসহ তাঁহাকে করিল নিবেদন॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হয়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি॥
মনোনীত বর মাগি লও দুইজনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে॥
রাণী সহ কহিলেন পরে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি॥
তব বর দানে যেন হই পুত্রবান॥
ইহা বিনা আর নাহি চাই তব স্থান॥
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া মুনিবর।
সুরভীর শাপেতে নির্ব্বংশ নৃপবর॥
জানিয়া কারণ তায় কহিল রাজারে।
পুত্রবান অবশ্য হইবা মম বরে॥
কিন্তু সুরভীর শাপ আছয়ে তোমার।
সে শাপে রাজা তব না হয় তনয়॥
তদভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে স্থিত রাজা তাঁহার নন্দিনী॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরেতে পুত্র রাজা হইবে তোমার॥
সম্বৎসর সেবা তার কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণী॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান্।
কহিতে নন্দিনী তবে আইলা বিদ্যমান॥
নন্দিনীরে কহি মুনি কহিলা রাজারে।
কার্য্যসিদ্ধ তোমার হইবে মম বরে॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে॥
রাজার সেবনে গাভী সন্তুষ্ট হইল।
মুনিবর সাধি তাঁরে শাপান্ত করিল॥
শাপে মুক্ত হয়ে রাজা হৈল পুত্রবান।
দুই পুত্র জন্মিলেন মহা মতিমান॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর থুইল।
তাহা হৈতে কুরুবংশ বদ্ধিষ্ণু হইল॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল অরণ্য ভিতর॥
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্য গতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী॥

শীঘ্রগতি যাও তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
কুলক্ষয় বাসনা করিল দুর্য্যোধন ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়ে হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ করিল সংহতি ॥
দুই অক্ষৌহিণী সঙ্গে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত ॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥
স্থানে২ রচিল বিচিত্র দিব্যঘর।
রাজগণে রহিবারে আবাস বিস্তর ॥
অশ্বশালা রচিল বিচিত্র রাজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র পূর্ণ করিল ভাণ্ডার।
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আইল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর ॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন ॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপাল পুত্র সহদেব সুলক্ষণ ॥
কাশীরাজ সুষেণ প্রষেণ নরপতি।
অঙ্গরাজ কারস্কর সুধর্ম্ম প্রভৃতি ॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে পাইয়া পাণ্ডব নিমন্ত্রণ ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে আইলা।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিলা ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা অনেক মিলিল।
নানাবাদ্য কোলাহলে পৃথিবী পূরিল ॥
সাত অক্ষৌহিনী পতি হইল পঞ্চজন।
একাদশ অক্ষৌহিনী পতি দুর্য্যোধন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী হৈল সেনাগণে।
কোলাহলে মহাশব্দ না শুনি শ্রবণে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুইদল সমান রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধনের দূত উলুকের প্রেরণ।

মুনি বলেন শুন নৃপ শ্রীজন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয় ॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পায়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার ॥
গোবিন্দেরে লিখিল সকল বিবরণ।
কৌরব পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ ॥
উভয় কুলের হয় কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি ॥
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥
তবে মন্ত্রীগণ লয়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করিল ভূপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপনন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ ॥
রাজা বলে এক মনে শুন সর্ব্বজন।
দুইকুল হিত হন দেব নারায়ণ ॥
হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হেন দেব জনার্দ্দন ॥
দূত প্রেরিলাম আমি বুঝাতে রহস্য।
দুইকুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য ॥
সে কারণে বুঝিব কৃষ্ণের বলাবল।
পাণ্ডবে সন্তোষ কিবা জানিব সকল ॥
করেন কি করেন মম হিতাহিত।
বুঝিবার জন্য দূত পাঠান উচিত ॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া পাঠাইলে দূত অকারণ ॥
ত্রিভুবন জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার সাপক্ষ না হবেন কদাচিত ॥
বলিলেন কর্ণ মনে না লয় এ কথা।
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিখ্যাত সর্ব্বথা ॥
যদি বা সাপক্ষ তব অনুরোধে হন।
নাশিবেন কপটে তোমার সর্ব্বজন ॥
বদনে সুন্দর ভাষা অন্তরে তা নয়।
তোমার পরম শত্রু জানিবা নিশ্চয় ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিল দূতের কর্ম্ম নয়।
আপনি যাইয়া বর দৈবকী তনয় ॥
সসৈন্য দ্বারকাপুর যাও দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বলিলে সেই মানিবে বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে আগে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে সেই দেব নারায়ণে ॥
হন যা না হন কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূত মুখে জানা যাবে ইহার ভারতী ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল কহিলা যুক্তি সায়।
আপনি বলহ গিয়া দৈবকী কুমার ॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্য দ্বারকা তুমি কর অগ্রসার ॥
এত শুনি বিদুর কহেন সেইক্ষণ।
বিপদ সময় জ্ঞান হারায় সুজন ॥
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেব যতজন।
উদ্দেশে করেন যাঁর চরণ সেবন ॥
বার বার অবতার হয়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি২ অসুর নিপাত ॥
মৎস্য কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন দেব উদ্ধারণ ॥
কূর্ম্ম অবতারে হয়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষ বধ করি উদ্ধারিল ক্ষিতি ॥
ধরিলা নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
করিলেন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন ॥
ভৃগুবংশে রামরূপ হয়ে অবতার।
নিক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধর বেশধারা আছেন এখন ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ মহুমাণ।
আগম পুরাণে যার মহিমা বাখানি ॥

হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি হইবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারেবার ॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন অশেষ ॥
এইরূপে কহিল বিদুর মহামতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি ॥
সভা হৈতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
চলিলেন কুরুগণ স্বীয়২ ঘরে।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
উলূকের গমন।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন ॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোনজন।
দূতমুখে শুনি কি কহিল নারায়ণ ॥
বিবরিয়া মুনিবর কহিবা আমারে।
শুনিয়া তোমার মুখে যুড়াব অন্তরে ॥
বলিলেন মুনি শুনি নৃপ জন্মেজয়।
উলূকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয় ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় উলূক অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেল দ্বারকানগর ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হন উপনীত।
দণ্ডবৎ করি পত্র দিলেক ত্বরিত ॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
পাঠান্তরে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া ॥
দুইকুল হিত আমি বিখ্যাত ভুবন।
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ ॥
দুর্য্যোধনে কহ গিয়া বচন আমার।
ভাই২ বিরোধিয়া কি কায তোমার ॥
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুরনন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিলা অর্জ্জুন
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিলা নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয় ॥
আপনি কহিলা তুমি সভা বিদ্যমান
সভা হৈতে মুক্ত হৈল পাণ্ডুর তনয়

পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্যধন।
তবে কেন কলহ করিতে কর মন ॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবা আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সব বিদ্যমানে ॥
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথ্য পণ তাঁহার বিচারে ॥
কিন্তু অগ্রে আমায় কহিল ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয় ॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবে হেথা আমাকে বরিতে ॥
আসিবা আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন ॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে।
তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে ॥
তবে যদুগণ লয়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি ॥
কৌরব পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন দিলা নিমন্ত্রণ ॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুইকুল হিত আমি জানে জগজ্জন ॥
কাহার সাপক্ষ হব করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন ॥
এত শুনি কহিল সকল যদুগণ।
কপটি কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন ॥
তাহার সপক্ষ হইতে উচিত না হয়।
বিশেষ তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয় ॥
তোমাকে বরিতে যদি আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমাদের চিত্ত লয় এই সুবিচার ॥
যদুগণ বিচার শুনিয়া নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
এই সিংহাসন দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্র শিল্পকার লাগিল গঠিতে ॥
হইল দিবসত্রয় মধ্যে সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥
অনন্তরে পঞ্চম দিবসে নারায়ণ।
করিলেন বাহির মন্দিরেতে শয়ন ॥
সঙ্কীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে ॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতনে নিদ্রা যায় দেবকীকুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

... উলূকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকায় গমন।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা ॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে ॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার... পক্ষ অবশ্য আমাকে হতে হবে ॥
সম্বন্ধে সমান মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
আর যে কহিলা তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পিরীতি ॥
পাণ্ডবের সহিতে বিরোধে নিষেধিল।
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল ॥
এইরূপে দূতবাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল না করিল ব্যাজ ॥
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
হইলেন দ্বারকানগরে অগ্রসর ॥
দুর্য্যোধন উত্তরিলা দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখিলেন পুরীর ভিতরে ॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিলা কুরুনাথ।
সেই গৃহে শয়নে আছেন জগন্নাথ ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ ॥
দেখে দিব্য সিংহাসন কৃষ্ণের শিয়রে।
বারি পূর্ণ ঝারি তার দেখি তথাকারে ॥

বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা কি জানেন নারায়ণ॥
না আসিতে হেথা আমি দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপহার॥
নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসিলা ভূপতি॥
আইলেন ধনঞ্জয় পরে ভক্তি করি।
প্রবেশিল একাকী হইয়া অন্তঃপুরী॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণাম করিল জনে২॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস॥
অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখিয়া চিত্তে চিন্তিত হইল পার্থ তায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে॥
কৃষ্ণপদ কমল চাপেন ধীরে২।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বরাকি এই দৈবকীকুমার॥
আমারে না করে শঙ্কা নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে॥
এইরূপ মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় আলস্য যেন সিংহাসনোপরি॥
কতক্ষণ নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিতেই দেখিলেন কুন্তীর কুমার॥
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহিল সকল॥
অবশেষে গোবিন্দে কহেন ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥
পাঠাইলা যুধিষ্ঠির এজন্য আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে করিতে তোমারে॥
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার॥
এ কথা শুনিয়া পার্থ আহ্লাদিত মনে।
দেখিলেন পরে কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধনে॥
মান্য করি সম্ভাষেণ উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন॥
কিবা প্রয়োজন হেথা কৈল আগমন।
কি কার্য্য তোমার আমি করিব সাধন॥
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হৈতে যদি হয় করিব নিশ্চয়॥
তব কার্য্য হিত আমি তব আজ্ঞাকারী।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা সাধিবারে পারি॥
সমান কুটুম্ব মম কুরু পাণ্ডুগণ।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ॥
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব সাধন॥
এত শুনি বলিলা নৃপতি দুর্য্যোধন॥
দূত মুখে করিয়াছি প্রথমে বরণ।
অঙ্গীকার করিয়াছ তাহে নারায়ণ।
যে জন আমায় অগ্রে করিবে বরণ॥
তাহার সাপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
বহুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাতে আইল হেথা পার্থ মহারথা॥
গুণাগুণ সব তব বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্ররে মাতুলি সম শুনিনু শ্রবণে॥
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
এই হেতু আসিয়াছি হেথা যদুপতি॥
এতে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
ত্রিপুরে জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
করিলেন ব্রহ্মাকে সারথী গুণ জানি॥

পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্যধন ।
তবে কেন কলহ করিতে কর মন ॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয় ।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবা আপনে ।
পশ্চাতে যাইব আমি সব বিদ্যমানে ॥
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে ।
করিব সারথ্য পণ তাঁহার বিচারে ॥
কিন্তু অগ্রে আমায় কহিল ধনঞ্জয় ।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয় ॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে ।
আপনি আসিবে হেথা আমাকে বরিতে ॥
আসিবা আমারে পার্থ করিতে বরণ ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন ॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে ।
তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে ॥
তবে যদুগণ লয়ে দেব জগৎপতি ।
গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি ॥
কৌরব পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ ।
সে কারণে দুর্য্যোধন দিলা নিমন্ত্রণ ॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ ।
দুইকুল হিত আমি জানে জগজ্জন ॥
কাহার সাপক্ষ হব করিব কেমন ।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন ॥
এত শুনি কহিল সকল যদুগণ ।
কপটি কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন ॥
তাহার সপক্ষ হইতে উচিত না হয় ।
বিশেষ তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয় ॥
তোমাকে বরিতে যদি আসে দুর্য্যোধন ।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার ।
আমাদের চিত্ত লয় এই সুবিচার ॥
যদুগণ বিচার শুনিয়া নারায়ণ ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
এই সিংহাসন দেহ আমার অগ্রেতে ।
আজ্ঞামাত্র শিল্পকার লাগিল গঠিতে ॥
হইল দিবসত্রয় মধ্যে সিংহাসন ।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥
অনন্তরে পঞ্চম দিবসে নারায়ণ ।
করিলেন বাহির মন্দিরেতে শয়ন ॥
সঙ্কীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে ।
রত্ন সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে ॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার ।
অচেতনে নিদ্রা যায় দেবকীকুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উলূকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের
দ্বারকায় গমন ।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা ।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা ॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে ।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে ॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে ।
তার-পক্ষ অবশ্য আমাকে হতে হবে ॥
সম্বন্ধে সমান মম কুরু পাণ্ডুগণ ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
আর যে কহিলা তাহা শুন কুরুপতি ।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পিরীতি ॥
পাণ্ডবের সহিতে বিরোধে নিষেধিল ।
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল ॥
এইরূপে দূতবাক্য শুনি মহারাজ ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল না করিল ব্যাজ ॥
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার ।
হইলেন দ্বারকানগরে অগ্রসর ॥
দুর্য্যোধন উত্তরিলা দ্বারকানগরে ।
সৈন্য সব রাখিলেন পুরীর ভিতরে ॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিলা কুরুনাথ ।
সেই গৃহে শয়নে আছেন জগন্নাথ ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন ।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ ॥
দেখে দিব্য সিংহাসন কৃষ্ণের শিয়রে ।
বারি পূর্ণ ঝারি তার দেখি তথাকারে ॥

বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা কি জানেন নারায়ণ॥
না আসিতে হেথা আমি দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপহার॥
নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসিলা ভূপতি॥
আইলেন ধনঞ্জয় পরে ভক্তি করি।
প্রবেশিল একাকী হইয়া অন্তঃপুরী॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণাম করিল জনে২॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস॥
অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখিয়া চিত্তে চিন্তিত হইল পার্থ তায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে॥
কৃষ্ণপদ কমল চাপেন ধীরে২।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বরাকি এই দৈবকীকুমার॥
আমারে না করে শঙ্কা নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে॥
এইরূপ মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় আলস্য যেন সিংহাসনোপরি॥
কতক্ষণ নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিতেই দেখিলেন কুন্তীর কুমার॥
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহিল সকল॥

অবশেষে গোবিন্দে কহেন ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥
পাঠাইলা যুধিষ্ঠির এজন্য আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে করিতে তোমারে॥
রথের সারথ তুমি হইবে আমার।
এত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার॥
এ কথা শুনিয়া পার্থ আহ্লাদিত মনে।
দেখিলেন পরে কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধনে॥
মান্য করি সম্ভাষেণ উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন॥
কিবা প্রয়োজন হেথা কৈল আগমন।
কি কার্য্য তোমার আমি করিব সাধন॥
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হৈতে যদি হয় করিব নিশ্চয়॥
তব কার্য্য হিত আমি তব আজ্ঞাকারী।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা সাধিবারে পারি॥
সমান কুটুম্ব মম কুরু পাণ্ডুগণ।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ॥
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব সাধন॥
এত শুনি বলিলা নৃপতি দুর্য্যোধন॥
দূত মুখে করিয়াছি প্রথমে বরণ।
অঙ্গীকার করিয়াছ তাহে নারায়ণ।
যে জন আমায় অগ্রে করিবে বরণ॥
তাহার সাপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
বহুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাতে আইল হেথা পার্থ মহারথা॥
গুণাগুণ সব তব বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্ররে মাতুলি সম শুনিনু শ্রবণে॥
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
এই হেতু আসিয়াছি হেথা যদুপতি॥
এতে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
ত্রিপুরে জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
করিলেন ব্রহ্মাকে সারথী গুণ জানি॥

ত্রিপুর বিজয়া শিব সারথির গুণে ।
বৃহস্পতি সারথি শুক্রের দৈত্যরণে ॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন ।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতগণ ॥
বৃহস্পতি সারথি করিয়া বজ্রপাণি ।
বৃত্রাসুরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণী ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহিলা প্রমাণ ।
অগ্রে মোরে বরিল অর্জ্জুন মতিমান ॥
সারথি করিয়া আমা করিল বরণ ।
ইহার উপায় কি করিব দুর্য্যোধন ॥
ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে ।
আমার কুযশ বহু ঘুচিবে জগতে ॥
দশ দিন করি যদি পার্থের সারথ্য ।
করি যদি দশ দিন তোমার সূতত্ব ॥
এমত নিয়ম হেলে উপহাসে লোক ।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে ॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত ।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত ॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে ।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংসে ॥
তব কার্য্যে রত সবে তোমার শাসিতে ।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে ॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমার বরণ ॥
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি ।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ চর মুখে শুনি ॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাহার বচন ॥
আমা আদি করিয়া যতেক যদুগণ ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন ॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইব ।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিব ॥
আমি মাত্র করিব কেবল সূতপণ ।
সে কারণ শুন কহি রাজা দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত ।
মম সম তেজ বীর্য্য জগতে বিখ্যাত ॥
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার ।
এক এক জন হয় সমান আমার ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জনে জন ।
মহারথী মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে ।
নারায়ণী সেনাগণ অতুল সংসারে ॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত ।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাত ॥
একক ইহাকে নিলে হবে কোন কায ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ ॥
আমার সাহায্য দেহ সেনা নারায়ণী ।
এই মম সাহায্য করহ চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার ।
শুনিয়া হইল হৃষ্ট কৌরব কুমার ॥
নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন ।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল বিষণ্ন বদন ॥
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারী ।
তোমার মহিমা গুণ কি বর্ণিতে পারি ॥
শিষ্ট জন পালন কর দুষ্টের সংহার ।
জগন্নাথ নাম এই কারণ তোমার ॥
দারুরূপে পূর্ণ ব্রহ্ম নীলাচলে বাস ।
জগতের হিত তব অতুল প্রকাশ ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে বহু নতি ।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী ॥

অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য ।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে ।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে ॥
পার্থের অন্তর বুঝি কহিল শ্রীপতি ।
কি হেতু হইলা সখা তুমি দুঃখমতি ॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে ।
সব হত হইবেক তোমার প্রহারে ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ।
একদিন আমারে কহিল পিতৃগণ ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে ।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে ॥

তুমি বিষ্ণু বিশ্বরূপ নর অবতার।
আমাদিগে কর প্রভু আপনি উদ্ধার ॥
মগধ রাজ্যেতে যত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয় ॥
তবে হবে তৃপ্তিযুক্ত আমাদের মন।
এইমত কহিল আমাকে পিতৃগণ ॥
পিতৃবাক্য করিলাম তাহা অঙ্গীকার।
পুনরপি আমারে কহিল আরবার ॥
একাকী যাইবা তুমি বরাহ মারিতে।
এক জন সঙ্গ নাহি লবা কদাচিতে ॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস হইতে [illegible]।
হইবে না আমাদের তাহে পাপক্ষয় ॥
পিতৃগণ বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
একাকী মগধ রাজ্যে প্রবেশিনু গিয়া ॥
জরাসন্ধ আসিয়া কহিল সমাচার।
সসৈন্য সাজিয়া সেই আসি দুরাচার ॥
একেশ্বর বেড়িলেক করে শত পুর।
সৈন্য কোলাহল শব্দ গেল বহু দূর ॥
ভাবিলাম উপায় না দেখি [illegible] তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন ॥
দুরন্ত দুর্জ্জয় সেই মগধের সেনা।
যত মরে তত জীয়ে কি হয় গণনা ॥
অনেক ভাবিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গবৃদ্ধি করিলাম পর্ব্বত আমার ॥
অঙ্গ হেতে সেইক্ষণ হইল সৃজন।
দেখিতে২ নারায়ণী সেনাগণ ॥
শত সহস্র মহারথা অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
যুদ্ধে পরাভূত হয়ে মগধ রাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ ॥
তবে সেই বরাহের চক্রেতে প্রহারি।
আইলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি ॥
তুষ্ট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
এত শুনি বলিলেক সেই সেনাগণ।
যদি বর দিবা তবে দেব নারায়ণ ॥

ইতরের হাতে মৃত্যু অভিলাষ নয়।
তোমার সমান রূপে গুণে যেবা হয় ॥
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার ॥
তাহাদের বাক্যেতে দিলাম বর দান।
পরে চিত্তে করিলাম এই অনুমান ॥
মম সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
ধনঞ্জয় বিনা আর না দেখি কাহারে ॥
অর্জ্জুনের হাতে সবে তাহাদের ক্ষয়।
হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় সংশয় ॥
সে কারণে নারায়ণী সেনা যত জন।
করিলাম দুর্য্যোধন প্রতি সমর্পণ ॥
তব অস্ত্রে নিহত হইবে সৈন্যগণ।
এত [illegible] মায়া দেখাইল নারায়ণ ॥
[illegible] মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুনে চিত্তে মানেন বিস্ময় ॥
পরে কৃষ্ণে অর্জ্জুনে কহিলা যোড় করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
মায়ার পুত্তলি তুমি কত মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
থাকিতে সহায় তুমি কিবা মম ভয়।
মারিব কৌরবগণ না ভাবি সংশয় ॥
জানিলাম নারায়ণ যুদ্ধে হবে জয়।
পাইলাম এই হেতু তোমারে আশ্রয় ॥
তোমার সাহায্যে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবন।
তব কৃপাবলে দণ্ড পাইল শমন ॥
তোমার সাহায্যে সৃষ্টি কর প্রজাপতি।
তোমার প্রতাপে হরে সংহার মূরতি ॥
সেই প্রভু হৈলে তুমি আমার সারথি।
তিলমাত্র কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
হেন প্রভু হইলা যে আমার সহায়।
ত্রিভুবন মধ্যে মম আর কারে ভয় ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে হাস্য বলে নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলা বরণ ॥
কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিব আমার শকতি ॥

এত শুনি হাঁসিয়া কহিলা ধনঞ্জয়।
বাক্য না বুঝিয়া হেন কহ মহাশয়॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি জগৎপতি॥
তুমি সৃষ্টি পালনাদি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার॥
কোন ছার অল্পমতি কৌরব তনয়।
সহস্র কৌরব মম আর নাহি ভয়॥
এক্ষণে যে কহি তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা তথা যাইবা আপন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি॥
বিরাট নগর যান অর্জ্জুন সহিত।
ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণকে দেখিয়া মহাপ্রীত॥
যদ্যপি গোবিন্দ বদ্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসতে দেন রত্ন সিংহাসনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত আখ্যান॥
যেবা পড়ে যে পড়ায় করয়ে শ্রবণ।
তাহাতে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
মস্তকে বন্দিয়া বিপ্রগণ পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচি দানবের উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনি।
সভামধ্যে কি যুক্তি হইল অতঃপর॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে দেব জগৎপতি।
কি প্রকারে বুঝাইল কৌরবের প্রতি॥
কৃষ্ণের বচন না শুনিল দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারত যুদ্ধ হৈল আরম্ভণ॥
কহিবা সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি কুমার॥
পাণ্ডবের সভায় বসিলা নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন॥
গোবিন্দ দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করিবে যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
হইবে ভারত যুদ্ধ না যায় খণ্ডন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি যে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে পৃথী যত স্বামী।
এ কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে যোগ্য নহে॥
[illegible] দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ।
কদাচিৎ ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন॥
করিলাম পূর্ব্বে যে নিয়ম পঞ্চজনে।
হইলাম ধর্ম্ম হইতে মুক্ত এইক্ষণে॥
ভ্রমিলাম তপস্বি বেশেতে বনে বনে।
ইহাতে দয়া না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
[illegible]জ্ঞাত বৎসর এক রহি পরদেশে।
রাজপু[illegible] হয়ে এত ক্লেশ ক্লীব বেশে॥
এত দুঃখ দি[illegible]শান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন॥
বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
রাজ্য ধন তবে সে পাইব পুনর্ব্বার॥
হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কার্য্য করিব মারিয়া জ্ঞাতিগণ॥
এই হেতু চিত্তে ভাবি সব ক্ষমা চাই।
তব আজ্ঞা হইলে পুনশ্চ বনে যাই॥
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমিব বনে বনে।
লউক সকল রাজ্য পাপী দুর্য্যোধনে॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আত্মীয় বান্ধব আর যত জ্ঞাতিকুল॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজ্য পদ সুখ নাহি চাহি চিত্তে॥
না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইব অহঙ্কারে।
কি জানি যদি না পারি কুরু জিনিবারে॥
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়॥

যেবা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল কে করিবে রণ॥
বলহীন শরীর কেবল আত্মামাত্র।
কৌরব সম্মুখে নাহি হয় যুদ্ধপাত্র॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর সত্যবাদী॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা কি করিবেন কৌরব দুর্জ্জয়॥
কৌরবের সহায় অনেক বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহা[illegible]।
সোমদত্ত ভুরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি॥
মহারথি মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল॥
যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পারিব না জানি।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সন্ন্যাস ধর্ম্মেতে তব নাহি প্রয়োজন॥
রাজা [illegible]তি কিছু [illegible]ব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হয়ে ক্ষমাবন্ত নহিবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্ত মন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে যেইজন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি, বন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্রমধ্যে শত্রুপক্ষ গণি যে তাহারে।
করিবে তাহাকে নষ্ট যে কোন প্রকারে।
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পাইবে।
অবশ্য তাহরে রাজা সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর॥
তাসবারে মারিতে নহে পাপের উদয়।
জ্ঞাতি মধ্যে শত্রু সেই মহা দুরাশয়॥
কহিলাম হিতবাক্য তোমাকে রাজন।
এতবলি প্রবোধ দিলেন নারায়ণ॥
ঘুচিল ধর্ম্মের ভয় আনন্দিত মন।
পরে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ॥

একে২ রাজাকে কহিল বিবরণ।
উদ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ॥
কৃষ্ণের বচনে ধর্ম্ম না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয়॥
বিনা দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন॥
তাহাকে মারিলে নাহি পাপের কারণ।
আমরা সহায় তব শঙ্কা কারে আর।
আজ্ঞামাত্র কৌরবেরে করিব সংহার॥
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি।
ইহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি॥
কহিছেন ধর্ম্ম যাহা বল সর্ব্বজন।
মিথ্যা নহে আমার সর্ব্বস্ব নারায়ণ॥
ইহা[illegible] প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপি[illegible] চাহে লোক ধর্ম্মের ত্বরিতে॥
অনু[illegible]পূ[illegible] কর্ম্ম নহে কহি এ কারণ।
কু[illegible] সভা[illegible] তুমি যাও নারায়ণ॥
[illegible]তি ধর্ম্ম কহিয়া বুঝাবে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত জাহ্নবী নন্দনে॥
প্রথমে কহিবা অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে।
ধন জন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে॥
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত॥
প্রতিজ্ঞা যে ছিল তাহা হইয়াছি পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দিবে আমার॥
নাহি দিলে কোন ধর্ম্মে তরিবে কেমনে।
ভাই২ যুদ্ধ হৈল কি হয় সাধনে॥
জ্ঞাতিগণ পড়িবে পড়িবে বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধে হবে সর্ব্ব কুল বিনাশন॥
এ কারণে যুদ্ধ কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন॥
পুনশ্চ কহিবা তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধনজন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডবের পঞ্চগ্রাম দেহ।
করিয়া সাগরাবধি সকল ভুঞ্জহ॥

ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর ॥
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পাঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে ॥
এইরূপে বুঝাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে ॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন।
এতে পাপ কলঙ্ক না হবে নারায়ণ ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে অপার।
লোকধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার ॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাও তুমি কৌরব আলয় ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
ইহাও উচিত বটে জানা একবার ॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুইকুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ ॥
ভীমার্জ্জুন বলিলেন নাহি লয় মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
তাহাতে রাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার।
গান্ধারীনন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর ॥
এই তিন জনের বুদ্ধিতে দুর্য্যোধন।
আমাদের সঙ্গে নাহি করিবে মিলন ॥
তথাপিহ যাহ তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হইয়া যাইবা হস্তিনায় ॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্র খল রাজা দুর্য্যোধন।
একাকী পাইয়া পাছে করে কুমন্ত্রণ ॥
এ কারণে লও সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন ॥
গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন আসি কি করিতে পারে ॥
তবে যদি প্রবৃত্ত হইবে অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে বিষ্ণুচক্রে মারিব সবারে ॥
বাতি দিতে না রাখিব কুলে এক জনে।
বংশসহ সংহার করিব দুর্য্যোধনে ॥
এতবলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্রেক লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥

বলিল শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চজন।
ভ্রমিলাম বিষম সঙ্কটে কত বন ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবা মায়ে যেন দুঃখিতা না হন ॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিলা অপার ॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
অত্যন্ত নিষ্ঠুর শত্রু পাপ দুর্য্যোধন ॥
যত দুঃখ দিয়াছে সে জানে সবিশেষ।
সভামধ্যে ধরিয়া আনিল মম কেশ ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
করিয়াছ তুমি প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥
হেন জন মুখ পুনঃ চাহ দেখিবারে।
কার বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে ॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা আছে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত ॥
তোমার আশ্রয় দেব কেবা বীর্য্য হিত।
সবাই বুঝিবে কৃষ্ণ তোমার সম্মত ॥
মম পিতা যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চভাই করিবেন রণ সমাধান ॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব তুল্য অভিমন্যু বীর ॥
ভোজবংশ মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥
কৌরবের পরাজয় করিবা কথায়।
কোন প্রয়োজন প্রভু যাইবা তথায় ॥
স্বপ্ন আজি দেখিয়াছি শুন মহাশয়।
রথে চড়ি রণ করে পাণ্ডুর তনয় ॥
রাক্ষস আকার ধরি বীর বৃকোদর।
রণমধ্যে দুঃশাসন চিরিল উদর ॥
রক্তপান করিলেন দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জরে চড়ি মাদ্রীর নন্দনে ॥
কৌরবের সহিত হইল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরি পঞ্চজন ॥

শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি কর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান॥
স্রোতে ধারা মহানাদ রক্তধারা বয়।
দেখিয়াছি এই স্বপ্ন শুন মহাশয়॥
কৌরবের পরাজয় পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলিলা দেবী হইবে নিশ্চয়॥
শত্রু মধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়॥
বুঝাইয়া নীতি ধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগীজনে॥
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট যমরাজ স্থানে॥
অচিরাতে হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন॥
এতবলি সান্ত্বাইয়া দ্রুপদ কন্যায়।
শুভ যাত্রা করি হরি যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন সংবাদে কুরুদের পরামর্শ।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন তখনি॥
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
এই হেতু গোবিন্দ হইল আগুসার॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীত করিবে কৃষ্ণ হেন মনে লয়॥
সাবধানে মহারাজ পূজিবে কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য নির্ম্মল অন্তরে॥
উভয় কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ।
আসিবেন তোমার সভায় এ কারণ॥
সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
তাহাতে না হন প্রীত দেব দমোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে কৃষ্ণ পূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে॥
নররূপে পূর্ণ ব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হয়ে তাঁরে পূজিবা রাজন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয়॥
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিলা বচন।
মন বাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন॥
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আইলেন আমার সাক্ষাৎ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি।
প্রীত করিবারে হেথা আসেন শ্রীহরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি যে কুমতি বিনাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ আর দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে॥
তারা দেখি কিবা বলে করিব বিচার।
কি রূপে বুঝিতে শক্তি দেয় সে অসার॥
শুনিয়া বিদুর তবে গিয়া সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রদীপনন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকাকুমার॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এত দিনে।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে॥
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্ম নীতি বুঝাইতে।
কৃষ্ণ যে আসিতেছেন হস্তিনা পুরীতে॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণ বলহ আমারে।
ইহার বিধান তবে করিব বিস্তারে॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার তনয়।
তোমার পুণ্যের ফল হইল উদয়॥
যাহে প্রীতি হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির কর শীঘ্র বিরোচিত॥
ইন্দ্রের নগর তুল্য নগর প্রধান।
নানা রত্ন মাণিক্যতে করহ নির্ম্মাণ

পথে পথে দেও রাজা জল ছত্র দান।
স্থানে২ রত্নবেদী করাও নির্ম্মাণ ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহত নগরে।
করুক মঙ্গল যাত্রা প্রতি ঘরে ঘরে ॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি২।
স্থানে২ নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি ॥
নট নটিগণ আর নর্ত্তক গায়ন।
গোবিন্দ গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন ॥
দিব্য অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
চারি জাতি লয়ে বৈসে এই চারিদেশ ॥
আগুসারি আন গিয়া দেবকীনন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দের এমত বিধানে ॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার ॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দিয়া অনুমতি ॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয়ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই লয় চিত ॥
দুর্য্যোধন বলে মোর নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণপূজা কিবা প্রয়োজন ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন মহারাজ কৃষ্ণে করিল সম্মান ॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিত মান্য না করিল নারায়ণে ॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিত তাহারে ॥
গোবিন্দেরে সে বলিত গোয়াল নন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন ॥
বড়ই কপট ক্রুর রুক্মিণীর পতি।
তাঁরে মান্য কদাচ না করি নরপতি ॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসারে।
ক্ষত্র রাজগণ মধ্যে কৃষ্ণ মান্য করে ॥
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম ॥
ইতর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে সে না শুনিব কানে ॥
মনে মনে লয় রাজা এই যুক্তি সার।
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার কুমার ॥
ভাবে বুঝি দুর্য্যোধন হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান ॥
অমান্য করিতে তারে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মারিবেন মুহূর্ত্তে সবারে ॥
বাতি দিতে না রহিবে কৌরব বংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হৈতে ॥
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধগন।
যার যে শিবিরে তবে গেল সভাজন ॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যে বলিল ভীষ্ম তাহা না করে হেলন ॥
মান্য করি পূজ কৃষ্ণে করিয়া রহস্য।
দুইকুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য ॥
শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূজহ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন ॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা পরিহারে।
অকপট হয়ে যেবা কৃষ্ণ পূজা করে ॥
আপনাকে দিয়া তার বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরু অধিকারি ॥
অকপট হয়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিত না কর হেলন ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কহিলা যেমত।
তব আজ্ঞা প্রমাণে করিব সেইমত ॥
শিল্পকারগণেরে ডাকিয়া দুর্য্যোধন।
বলিল প্রস্তুত কর রত্ন সিংহাসন ॥
রত্নের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস।
বসিবেন তাহাতে আসিয়া শ্রীনিবাস ॥
নগরে২ কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে করহ শিবির ॥
জয় মহোৎসব যে করুক সর্ব্বজনে।
নট নটিগণ নৃত্য করে স্থানে স্থানে ॥
রাজ আজ্ঞা পায়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল গঠন ॥
নগরে নগরে কর রত্নবাস ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর ॥

নানা বৃক্ষগণ রোপিলেন সারি২।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
চারিজাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন॥
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপে ভেটিবারে।
আগু হয়ে সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জা হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা গতি নাহি আর॥

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাকর্ত্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুসজ্জা হইয়া হরি, রথ আরোহণ করি,
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্যবাজে, কেহঅশ্ব কেহ গজে,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনাগণ॥
বিরাটনগর তরি, তরিলা সে কান্তিপুরী,
বামে করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
ব্রহ্মদেশ আসে হৃষীকেশ॥
অবসান হৈল বেলা, উত্তরিয়া বনমালা,
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
জানি কৃষ্ণ আগমন, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আইল সর্ব্বজন॥
নানাভক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার,
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পুজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধারয়,
নমো২ মীন কলেবর॥
নমঃ কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র মন্থন কারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ, মহাহরি বলি ভুপ,
নমো নমো দেব দামোদর॥
নমস্তে বরাহকায়, হিরণ্যাক্ষ বিনাশয়,
নমস্তে মোহিনী কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্রতত্ব নাহি পায়,
নমো২ অখিল ঈশ্বর॥
নমো২ নারায়ণ, মহাদৈত্য বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহরূপধারী।
নমো২ ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশয়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন হরি,
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন।
নমো রাম কৃষ্ণ তনু, বসুদেব অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্মস্থূল তন্ত্র,
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহারী।
কীট [illegible]মৎস্যআদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয় তোমারি॥
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যুজয়।
সেবিয়া তোমার পায়,ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দাতা মহাশয়॥
নমো বুদ্ধদেহধর, ভবিষ্যত কলেবর,
নমঃ কল্কী ম্লেচ্ছ বিনাশয়।
নাহি তার কোনভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণ কথা যেই গায়॥
আমরা অত্যল্পমতি,কিজানি তোমারস্তুতি,
না জানেন ব্রহ্মা হরিহর।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে.চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
নির্ভয়েতে করিলা আশ্রয়॥
দুর্য্যোধন কুরুমনি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিল এই দেশে॥
চিরকাল অছি আশে,পাণ্ডবআসিবেদেশে,
পুনরপি যাইব তথায়।
হাহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ মতি স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায়॥

তোমা সবা বিনা কায়, দেখিবারেনা যুয়ায়,
পুত্রবৎ করিতে পালন।
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন ॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিবারে লাগিল তখন।
শোক না করহ আর, যাহ সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডব দূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনা ভুবনে।
পাণ্ডবের রাজ্যবাড়ী যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে ॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্যধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সে দিন তথায় হয় বাস ॥
বিচিত্র ভারত কথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

হস্তিনাতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
ব্রহ্মদেশে রজনী বঞ্চিয়া চক্রপাণি ॥
প্রাতঃকৃত্য নির্বর্ত্তিয়া আরোহিয়া রথে।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে ॥
পথে২ বিচিত্র মণ্ডিত নানা বাস।
দেখিয়া বিস্ময় হইলেন শ্রীনিবাস ॥
কোনস্থানে মুনিগণ বেদ উচ্চারণ।
কোনস্থানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজন ॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে।
চতুরঙ্গ দলে বসিয়াছে থরে২ ॥
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত হইবেক হস্তিনানগরে ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মতা দেখি হেথা প্রজাগণ ॥
তবে বুঝি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল ॥
সাত্যকি বলিল নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমারে পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন ॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করিব দেখিব এইবারে ॥
এইমত মন্ত্রণা করিয়া কুরুগণ।
যত্ন মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন দামোদর।
আমারে কপটভক্তি নহে প্রীতিকর ॥
বিড়ম্বিলে আপনি আমারে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে অবিলম্বে যমঘরে যাবে ॥
এই বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান।
নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীরাম ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে ॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে ॥
যত দ্রব্য সঞ্চয় করিল দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ ॥
অশ্রদ্ধায় যত করে দ্রব্য সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন দ্রব্য মম নাহি প্রয়োজন ॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা পূজন করিহ সবিশেষে ॥
এত বলি সভা হৈতে উঠি নারায়ণ।
সাত্যকির হাতে ধরি করেন গমন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠে সভা হৈতে।
কর্ণ দুঃশাসন নিল মাতুল সহিতে ॥

অন্তঃপুরে অমাত্য বসিল দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে ইহার যে করিল কারণ ॥
পাণ্ডবের সহায় সর্ব্বস্ব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব জীবন ॥
কৃত্যা করি বান্ধিয়া রাখহ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ বিনাশ ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু অঙ্গজন্ম।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু ॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মম মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন ॥
বলিকে বান্ধিয়া যেন ই[illegible]।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে ॥
শকুনি বলিল যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে তব সুখ দেখি যে রাজন ॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত ॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডব নন্দন।
তার অনুগত হন দেব নারায়ণ ॥
তারে কৃত্যা করি দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে ॥
কর্ণ বলে ভাল বল গান্ধারী নন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন ॥
পাণ্ডবের সহায় হইবে যদুগণ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে করিবে মহারণ ॥
যে হক সে হক তারা কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে ॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিত মন ॥
যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল ॥
কালি কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে ॥
মহাপাশে শীঘ্র তারে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবা তারে করিয়া গোপন ॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল দৃঢ়ঘাতি গণ।
চলিল আনন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভববারি ॥

বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গমন।

কহেন শ্রীজন্মেজয় শুন তপোধন।
অতঃপর কি কার্য্য করিল নারায়ণ ॥
দুর্য্যোধন সভা হৈতে উঠি হৃষীকেশ।
কোন কর্ম্ম করিলেন কহ সবিশেষ ॥
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি নন্দন।
কহিব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিল সত্বরে।
শূন্য গৃহ দেখেন বিদুর নাহি ঘরে ॥
বিদুর২ বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হইলা কুন্তী শব্দ অনুসারি ॥
গোবিন্দে দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল ॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে ॥
গোবিন্দের অগ্রে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
আমা সম ভাগ্যহীন না দেখি সংসারে ॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির ॥
শিশু পুত্রে রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ কত কষ্ট চক্ষে না দেখিল ॥
ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী ॥
দারুন পাপীষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে কত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন ॥
বিষ খাওয়াইল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন তাহে বৃকোদরে ॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে ॥
ভিক্ষা করি করিলাম উদর ভরণ।
ক্ষত্র হৈয়া করিয়াছি বিপ্র আচরণ ॥

বহু কষ্ট পায়ে যাই পাঞ্চাল নগরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুক্ষণে ॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল ॥
পুত্রগণ সহায় দ্রুপদ রাজা হৈল।
দিন কত তথা মাত্র সুখেতে বঞ্চিল ॥
অনন্তরে দেশেতে আনিয়া কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্র প্রস্থে দিলেক বসতি ॥
আপন ইচ্ছায় দিল যেবা কিছু ধন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মম শিশুগণ ॥
ধর্ম্ম বলে বাহুবলে সিঞ্চিল রতন।
পিতৃ আজ্ঞা মহারাজ করিল সাজন ॥
দেখিয়া বৈভব সব দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহিত যুক্ত করিয়া তখন ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল ॥
যে নিয়ম কৈল পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্ম বল হতে ॥
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ ॥
এক সম্বৎসর যে অজ্ঞাতে গোঁয়াইল।
এত কষ্ট দিল তবু দয়া না জন্মিল ॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মম পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে ॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেক করি হাহাকার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভববারি ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকট কুন্তীর রোদন
ও বিদুরের স্তব।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হাহা ভীম যুধিষ্ঠির, হাহা পুত্র পার্থ বীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ গুণ শীলযুতা, হাহা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় ॥
দুর্গম নিগম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামীগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলা কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ পশু, ব্যাঘ্র সর্প বধে অসু,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে ॥
তপস্বীর বেশধারী, যত সব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্বপুণ্যফল হতে, রক্ষা হৈল রিপুহাতে,
পুত্রগণে বাঁচিল জীবন ॥
প্রাণের সোসর তুমি, নির্ভয়ে করিলা তুমি,
সংহারিলা রাক্ষস দুর্জ্জন।
হাহা পুত্র বৃকোদর, মমগোত্রে গোত্রধর,
হাহা পার্থ আমার জীবন ॥
এই জপি পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দিলেন ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতি দীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ,
মূর্চ্ছাগত পড়িল ধরণী ॥
দেখি ব্যস্ত হয়েহরি, লইলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিলেন তাঁরে।
শোক ত্যজ পিতৃস্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ দুঃখ গেল দূরে ॥
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইলা ধর্ম্মসুত,
জানাইতে কৌরব কুমারে ॥
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রুরবুদ্ধি মন্দজ্ঞানী,
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার।
তবে তব পুত্রচয়, ক্রুরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে করিবে সংহার ॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাও যদুবীর,
জননীরে কহিবা এমত।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিলেন মান,
অবিলম্বে ঘুচিবে দুর্গতি ॥
এতবলিজগতপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাসবিরচিত গাঁথা,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।

কুন্তী কাছে বসিয়া আছেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন॥
হেনকালে বিদুর আইল বাসস্থলে।
স্কন্ধে ছিল ভিক্ষা ঝুলি রাখিল ভূতলে॥
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকী নন্দন।
কহিলেন গদ গদ সজল নয়ন॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আইলা মুরারী॥
কি আছে কি দিয়া আমি পূজিব তোমারে
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে॥
নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমি অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবা আমাকে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত॥
এত বলি প্রণমিয়া করিলেন স্তুতি।
নমো নমঃ পূর্ণ ব্রহ্ম জগতের পতি॥
তুমি আদ্য তুমি অন্ত্য তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ॥
নমো নমঃ আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমো নমো হয় গ্রীব নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষ বিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্র কুলান্তক॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দর ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্য বিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা প্রকাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারী॥
ভবিষ্যত অবতার নমো বৌদ্ধকায়।
নমঃ কল্কী অবতার ম্লেচ্ছ বিনাশয়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি জ্ঞানহীন।
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
তুমিই প্রকৃতি পরে দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন তুমি দুষ্টের সংহার।
এই হেতু জগৎপতি নাম যে তোমার॥
কে বলিতে পারে গুণ বেদে অগোচর।
তোমার মহিমা দেব শাস্ত্রের উপর॥
এইরূপে বিদুর করিলা নানা স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি॥
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকে ভক্তের অধিনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে॥
মেরু রত্ন যে অভক্ত জন যদি দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তি পুরস্কারে।
তাহাতে যতেক তুষ্ট কে কহিতে পারে
শ্রীহরির স্নেহ বাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
ভক্তির অধিন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন॥
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তব করি পুরিয়াছে কাতর উদর।
খাদ্য বস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জল পানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিলা প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদ মাত্র ছিল অবশেষ॥
তাহা আনি দিলা পদ্মাবতী পদ্মকরে।
পদ্মাসন পদ্মাবতী বান্ধিল অগুরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মিলে নয়ন॥
পুনরপি কহিলা বিদুর দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা করিবারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাঁসিয়া কহিল দয়াময়॥

ভিক্ষার কারণ বহু কৈলা পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন ॥
যাহা কিছু পাইয়াছ করাও রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের ব্যাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে ॥
তাম্বুল নাহিক আনি দিল হরীতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম কৌতুকী ॥
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্টালাপে সকলে করিল জাগরণ ॥
বিদুর বলেন দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্র[illegible] ॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে আইলে অলি এ[illegible]
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারীতনয়ে ॥
তব বাক্য কদাচ না রাখে দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন ॥
গোবিন্দ বলিল যাহা কহিলা প্রমাণ।
না করিলে সম্প্রীতে পাণ্ডবে সম্মান ॥
তথাপিও লোক ধর্ম্ম তরিবার তরে।
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে ॥
পঞ্চভাই জন্যে চাহিলাম পঞ্চ গ্রাম।
এই হেতু আইলাম দুর্য্যোধন ধাম ॥
বিদুর বলিলা না কহিবা হেন বাণী।
ভালে২ যাইতে পারিলে ভাগ্য মানি ॥
যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিতেও ভয়।
দুর্য্যোধন দুষ্ট আর রাধার তনয় ॥
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে দুষ্ট বান্ধিয়া রাখিতে ॥
এত শুনি গোবিন্দের কাঁপে হৃদি বক্ষ।
কুম্ভকার চক্র হেন ফিরে দুই চক্ষ ॥
অরুণলোচন ক্রোধে বিম্বফল জিনি।
বলিলা বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি ॥
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি ॥
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর ॥
গোবিন্দের বাক্যেতে বিদুর ভয় মন।
করযোড় করি পুনঃ বলিল বচন ॥
তোমাকে বান্ধিতে পারে হেন শক্তি কার
ত্রিভুবন হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সর্ব্বাধার ॥
ভক্তেরা বান্ধিতে মাত্র পারে ভক্তি পাশে
আপনি বন্ধন তুমি লও অনায়াসে ॥
যেকালে গোকুলে বাল্যলীলা করেছিলা।
এক দিন যশোদার ক্রোধ বাড়াইলা ॥
ক্রোধে রাণী করিলেন তোমাকে বন্ধন।
মায়াতে মোহিত হয়ে করিল এমন ॥
যত দড়ি যশোদা আনেন ক্রোধ মনে।
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলী প্রমাণে ॥
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হৈল তব দয়া।
লইলে বন্ধন তুমি ত্যজি নিজ মায়া ॥
মায়ার পুত্তলী তুমি নানা মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
তোমাকে বান্ধিতে পারে আছে কোনজন
কিবা শক্তি ধরে তুচ্ছ রাজা দুর্য্যোধন ॥
কি করিতে পারে তব পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
মম অপরাধ ক্ষম দেব জগৎপতি ॥
বিদুরের বাক্যেতে ক্ষমিল নারায়ণ।
জল দিলে নিবৃত্ত যেরূপ হুতাশন।
পুনরপি হাসিয়া বলিল জনার্দ্দন।
খণ্ডিতে না পারি আমি তোমার বচন ॥
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ যে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল ॥
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
একারণে আইলাম হস্তিনানগর ॥
এত বলি সক্রোধ হইল নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ বাক্যে আনন্দিত মন ॥
নানা কথা কহিলেন বসি তিন জন।
কথা শেষে করিলেন সকলে শয়ন ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় আগমন।

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া পরে দেব দামোদরে॥
প্রাতঃক্রিয়া নিবর্ত্তিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরেরে সঙ্গে করি চলিলেন হরি॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারিজন চলিলেন কুরু বিদ্যমান॥
সভা করি বসিয়া আছেন কুরুপতি।
হেনকালে উপনীত দেব জগৎপতি॥
কৃষ্ণ আগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিলা বসিতে আসন॥
হেনকালে আসিল যতেক সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপ নন্দন॥
পঞ্চভাই ত্রিগর্ত্তেরদেশের নরপতি।
আইল যতেক রাজা সবে মহামতি॥
শতভাই সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন।
যাঁর যেই আসনে বসিল সর্ব্বজন॥
আইল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পৌলস্ত্য আর দেবল তপন॥
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আইল যতেক মুনি অন্ধের ভবন॥
যথাযোগ্য আসনে বসিল মুনিগণ।
যার যে সম্ভাষা করিল সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রের সমান সভা হইল শোভন।
করিলেন প্রসঙ্গ আপনি নারায়ণ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চান্তু পাঠাইল তোমার গোচর॥
কুলক্ষয় জানিয়া মনেতে ক্ষমা দিল।
সবিনয়ে আমাকে এস্থানে পাঠাইল॥
যে বলিল ধর্ম্মরাজ শুন বলি তাই।
ভাইহ বিরোধেতে প্রয়োজন নাই॥
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দিয়া মম সঙ্গে কর প্রীত॥
সভামধ্যে যতেক করিল অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান॥
সে সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্টে যেমন মম ঘটিল তেমনে॥
এই কথা কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর॥
যাহা চিত্তে লন তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর॥
শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যে কহিয়া পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
করে নাই পাণ্ডবেরা তোমার অকার্য্য।
তাহারে ছাড়িয়া দেও সমুচিত রাজ্য॥
নিয়ম করেছিল হইল মোচন।
তবে তাহা সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ॥
পূর্ব্বে অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্যধন রত্ন ছিল গ্রাম পুর॥
তাহা দিয়া কর প্রীত পাণ্ডবের সনে।
না দিলে পশ্চাতে পাইবে দুঃখ মনে॥
দুর্য্যোধন বলে তাত না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীত হবে পাণ্ডবের সহ॥
নাহি দিব রাজ্য আমি যুদ্ধ করি পণ।
ইহার বিধান এই শুনহ রাজন॥
শক্তি থাকে পাণ্ডবেরা করিবেক রণ।
যুদ্ধ জিনি আমাকে লইবে রাজ্যধন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ যত॥
ভীষ্মবীর কহিল আচার্য্য মহাশয়।
কৃপ আর অশ্বত্থামা প্রতীপনন্দন॥
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্মশাস্ত্র মত।
এ কর্ম্ম তোমার রাজা না হয় উচিত॥
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধ তব উচিত না হয়॥
স্বধর্ম্মেতে থাকিলে অজেয় ত্রিভুবন
অর্জ্জুনের গুণ কর্ম্ম না হয় বর্ণন

দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয় হৈতে তোমাকে রাখিল॥
নিবাতকবচগণ করিল নিধন।
খাণ্ডব দহিয়া করে অগ্নির তর্পণ॥
মহাবল যদুগণ সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয়।
একলক্ষ রাজগণে করে পরাজয়॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় করে পশুপাতি।
একেশ্বর পরাজয় করিলেক ক্ষিতি॥
ভীমের বিক্রম সব জান ভালমতে।
লক্ষ২ রাক্ষস মারিল মুষ্টাঘাতে॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক আদি নিশাচর।
হেলায় সংহার কৈল বীর বৃকোদর॥
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আটে ভীম যদি রোষে॥
হেন জন সহ তব বিরোধে কি কায।
অর্দ্ধ রাজ্য পাণ্ডবেরে দেও কুরুরাজ॥
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবা তবু পাণ্ডুর তনয়॥
অপরাধ যে করিলা পাণ্ডুর নন্দনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ড তার সনে॥
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ ধরি।
শীঘ্রগতি যাও যথা ধর্ম্ম অধিকারী॥
যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়ে পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহত সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মে আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব প্রিয় দেখি কুরুবর॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ॥
ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কানে।
পৌলস্ত যে বুঝাইল বেদের বিধানে॥
অনন্তরে বুঝাইল যত সভাজন।
কার বাক্য না শুনিল গান্ধারী নন্দন॥

অদৃষ্ট মানিয়া তারা ধৃতরাষ্ট্রে বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে॥
সে কারণে কার বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত বলি নিঃশব্দ হইল সভাজনে॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে আনকানন্দন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন॥
পুনরপি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তব যাহা মন॥
অবশেষে বলিলেন পাণ্ডুবংশ পতি।
কহি অবধানে শুন কুরুকুলপতি॥
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পঞ্চগ্রাম ছাড়ি দেও পঞ্চপাণ্ডবকে।
সকল পৃথিবী ভোগ কর তুমি সুখে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ বারাণাবত আর কুশস্থল।
পাণ্ডব মগধ আর সিদ্ধগ্রামবল॥
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চজন।
পৌরষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন॥
বনে বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন।
সহিলেন বহু দুঃখ ধরিয়া জীবন॥
যুদ্ধেতে সমর্থ তারা নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে॥
জ্ঞাতি বধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্র গণি।
এ কারণে অপেক্ষা না কর নৃপমণি॥
এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি।
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল কুরুপতি॥
মহাক্রোধ নিবারিয়া উঠিয়া ত্বরিতে।
গোবিন্দ চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রেতে রহয়ে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয়ত তপন॥
আকাশ পড়য়ে ভূমে পৃথ্বী জলে ভাসে।
হিমকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে

তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পঞ্চ পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন ॥
এত শুনি নিঃশব্দ হইলা লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ॥
দূত হয়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর মুখেতে ॥
কিবা দোষ করিলাম শুনহ রাজন।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন ॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে
ক্ষমা করি কেবল চাহিয়া তোমা পানে ॥
ক্ষুদ্র মৃগে মানে যেন কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যেন করে খণ্ড খণ্ড ॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে ॥
তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডব ভ্রমিছে বন ভূমি ॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাঁসে নারায়ণ।
হাঁসিতে২ হৈল আরক্তলোচন ॥
অতিক্রোধে কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময় ॥
নিজ অঙ্গে দেখাইল এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সবারে দিলেন নারায়ণ ॥
দিব্য চক্ষু লভে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায় ॥
দেবতা তেত্রিশকোটি কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে পিতামহ আছেন বিশেষে ॥
বক্ষঃস্থলে দেখে যে নারদ তপোধন।
নয়নে দেখেন একাদশ রুদ্রগণ ॥
পবন ঊনপঞ্চাশ অশ্বিনীকুমার।
অনন্ত বাসুকী আদি যত নাগ আর ॥
গোবিন্দের সম্মুখে করয়ে নানা স্তুতি।
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখ যত দেবগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখ এ তিন ভুবন ॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া সকলে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল ॥
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর।
নিজ রূপ সম্বরহ দেব গদাধর ॥
এইরূপে স্তুতি কৈলা যত মুনিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি।
বিশ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন যে বিভূতি ॥
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কারু বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল তবে ॥
সভা হৈতে উঠিয়া চলিল সর্ব্বজন।
নিজ স্থানে প্রস্থান করিল মন্ত্রিগণ ॥
সাত্যকির হস্ত ধরি চলিল শ্রীহরি।
খাদ্য দ্রব্য দিয়া ছল কুরু অধিকারী ॥
ভোজন দ্রব্য না নিলেন হয়ে ক্রোধমন।
দ্রুতগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
বিস্ময় মানিলা ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল বলে ভীষ্ম মহামতি ॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকানন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করিল গমন ॥
সম্ভাষিয়া সবারে কুন্তীকে প্রণমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তী গর্ভে তোমার উৎপত্তি
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনাকে নাহি চিন তুমি কি বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলে করিলা বহুদান।
ব্রাহ্মণ সভাতে করে তোমার বাখান ॥
তোমার কনিষ্ঠ যে পাণ্ডব পঞ্চভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অভিমন্যু আদি।
ভৃত্যবৎ তোমাকে পূজিবে নিরবধি ॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥

সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবা প্রত্যেকে॥
ছয় জন দ্রৌপদী করিবে উপাসন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন॥
তোমারে সিঞ্চিবে আসি বিপ্র চারিবেদী
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল সংবাদী॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মহাবল শিখণ্ডী হইবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবা আমার॥
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি॥
বলিলেন এমত আপনি দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিলা মোরে॥
সূত মোরে পাইল পালিল নিজ ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে॥
স্তন দিয়া পুষিল জানিল সর্ব্ব সূত্র।
সর্ব্বলোকে বলে যে রাধার এই পুত্র॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত কুন্তী গর্ভজাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবা এ সব বৃত্তান্ত॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবরে।
আমি পুনঃ সম্বন্ধ না যাব দমোদরে॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে॥
দুর্য্যোধন কৈল মোর বিস্তর পোষণ।
নানারত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ॥
ত্রয়োদশ বৎসর ভুঞ্জিনু রাজ্যসুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদে নাহিক কোন দুঃখ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব শত সহোদর।
ভীমসেন সংগ্রামে পাঠাবে যমঘর॥
তথাপিও না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জ্ঞান প্রতিজ্ঞা পালন॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
অন্যমত ইথে নাহি শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় নিশ্চিত সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন শকুনি নৃপতি দুর্য্যোধন॥
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব হাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডবের জয় কৌরবের পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাযে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে॥
গগণেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসিয়া পড়য়ে রথধ্বজ॥
মাংস আর রক্তবৃষ্টি ঊর্দ্ধে বহে বাত।
কৌরবের নিধন দেখি যে জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডু পুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন॥
হাতেত ধবল ছত্র নাম সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর॥
জয় পাইল পাণ্ডব কৌরব পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ কি আছে সংশয়॥
এতবলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥

কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন ।
সৈন্যগণ লয়ে চলিলেন জনার্দ্দন ॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত ।
বিরাট নগরে হইলেন উপনীত ।
হরিহর পুর গ্রাম সর্ব্ব গুণধাম ।
পুরুষোত্তম নন্দন যুথ অভিরাম ॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে ।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে ॥

পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্য পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন ।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন ।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন ॥
হেনকালে উপনীত হৈল নারায়ণ ।
কৃষ্ণে দেখি সম্ভ্রমে উঠেন পঞ্চজন ॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তায় ।
কি কার্য্য করিল কৃষ্ণ কৌরব সভায় ॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ ।
এত শুনি হাঁসিয়া কহেন জনার্দ্দন ॥
বড় নরাধম আর রাজা দুর্য্যোধন ।
কাহার বচন না শুনিল কদাচন ॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল ।
কার বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে ।
শুনি সভা হৈতে উঠি গেল ক্রোধচিত্তে ॥
হস্ত নাড়ি মহাদম্ভে কহিল সভায় ।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহিল আমায় ॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রে ভূমি আচ্ছাদায় যত ।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবের নাহি দিব তত ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন ।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন ।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন ॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন ।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন ॥
শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর ।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চাল নৃপতি মহাশয় ।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয় ॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি ।
সাবধানে করিবা আমার কার্য্য সিদ্ধি ॥
অঙ্গীকার করিলেন যত বীরগণ ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয় ।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥
শুভ যাত্রা দেখি ভাই যাব কুরুক্ষেত্রে ।
সৈন্যগণ সাজিবারে বলহ একত্রে ॥
সহদেব বলিলেন আজি শুভক্ষণ ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম ॥
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত ।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত ॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর ।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥
পঞ্চকোটী সহস্র শতেক মহারথি ।
লক্ষকোটী প্রধান২ সেনাপতি ॥
কোটী২ অশ্ব আদি পত্তি অগণন ।
সাত অক্ষৌহিনী সেনা করিল সাজন ॥
ঘটোৎকচ বীর আইল পেয়ে সমাচার ।
দুই কোটী রাক্ষস যাহার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দলেতে সাজিল অগণন ।
এইমত পাণ্ডু সৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করিলেন জয় ধ্বনি ।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডব বাহিনী ॥
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন ।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিলা পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই পাইলেন প্রীত ।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥
বন্ধুবর্গ ভেটীলেন রাজরাজেশ্বরে ।
সাত্যকিরে বলেন সম্ভাষ করিবারে ॥

সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবা প্রত্যেকে
ছয় জন দ্রৌপদী করিবে উপাসন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন ॥
তোমারে সিঞ্চিবে আসি বিপ্র চারিবেদী
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল সংবাদী ॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর ॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
মহাবল শিখণ্ডী হইবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবা আমার ॥
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি ॥
বলিলেন এমত আপনি দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর ॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিলা মোরে ॥
সূত মোরে পাইল পালিল নিজ ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে ॥
স্তন দিয়া পুষিল জানিল সর্ব্ব সূত্র।
সর্ব্বলোকে বলে যে রাধার এই পুত্র ॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত কুন্তী গর্ভজাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবা এ সব বৃত্তান্ত ॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবরে।
আমি পুনঃ সর্ব্বদা না যাব দমোদরে ॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে ॥
দুর্য্যোধন কৈল মোর বিস্তর পোষণ।
নানারত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ ॥
ত্রয়োদশ বৎসর ভুঞ্জিনু রাজ্যসুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদে নাহিক কোন দুঃখ ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত ॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব শত সহোদর।
ভীমসেন সংগ্রামে পাঠাবে যমঘর ॥
তথাপিও না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জ্ঞান প্রতিজ্ঞা পালন ॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য ॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
অন্যমত ইথে নাহি শুন মহাশয় ॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় নিশ্চিত সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা ॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন শকুনি নৃপতি দুর্য্যোধন ॥
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব হাতে কৌরব অধম ॥
পাণ্ডবের জয় কৌরবের পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয় ॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাযে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে ॥
গগণেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত ॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসিয়া পড়য়ে রথধ্বজ ॥
মাংস আর রক্তবৃষ্টি ঊর্দ্ধে বহে বাত।
কৌরবের নিধন দেখি যে জগন্নাথ ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন ॥
হাতেত ধবল ছত্র নাম সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর ॥
জয় পাইল পাণ্ডব কৌরব পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ কি আছে সংশয় ॥
এতবলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন ॥

কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ লয়ে চলিলেন জনার্দ্দন ॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাট নগরে হইলেন উপনীত।
হরিহর পুর গ্রাম সর্ব্ব গুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন সুখ অভিরাম ॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে ॥

পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্য পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন ॥
হেনকালে উপনীত হৈল নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সম্ভ্রমে উঠেন পঞ্চজন ॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তায়।
কি কার্য্য করিল কৃষ্ণ কৌরব সভায় ॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাঁসিয়া কহেন জনার্দ্দন ॥
বড় নরাধম আর রাজা দুর্য্যোধন।
কাহার বচন না শুনিল কদাচন ॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল।
কার বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
পঞ্চখানি গ্রাম কাহিলাম ছাড়ি দিতে।
শুনি সভা হৈতে উঠি গেল ক্রোধচিতে ॥
হস্ত নাড়ি মহাদম্ভে কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহিল আমায় ॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রে ভূমি আচ্ছাদায় যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবের নাহি দিব তাত ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন ॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন ॥
শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চাল নৃপতি মহাশয়।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয় ॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে করিবা আমার কার্য্য সিদ্ধি ॥
অঙ্গীকার করিলেন যত বীরগণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥
শুভ যাত্রা দেখি ভাই যাব কুরুক্ষেত্রে।
সৈন্যগণ সাজিবারে বলহ একত্রে ॥
সহদেব বলিলেন আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম ॥
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত ॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥
পঞ্চকোটী সহস্র শতেক মহারথি।
লক্ষকোটী প্রধান২ সেনাপতি ॥
কোটী২ অশ্ব আদি পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিনী সেনা করিল সাজন ॥
ঘটোৎকচ বীর আইল পেয়ে সমাচার।
দুই কোটী রাক্ষস যাহার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দলেতে সাজিল অগণন।
এইমত পাণ্ডু সৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করিলেন জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডব বাহিনী ॥
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিলা পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই পাইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥
বন্ধুবর্গ ভেটীলেন রাজরাজেশ্বরে।
সাত্যকিরে বলেন সম্ভাষ করিবারে ॥

আজ্ঞামাত্র চলিল সাত্যকি বিচক্ষণ।
সমাবেশ করিল সকল সৈন্যগণ ॥
যথা যোগ্য বাসাতে সবার দিল স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রের যাত্রা।

মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
সাত অক্ষৌহিনী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তর ভাগে কেশরী গর্জ্জন ॥
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আইল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ॥
রণসজ্জা করিয়া আইল শত্রুগণ।
শুভক্ষণ দেখি কর সৈন্য সঞ্চালন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল তখন ॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ।
জয়ধ্বনি করিলেন সৈন্য হৃষ্টমন ॥
অসংখ্য সাজিল রথ লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ২ কত সাজিল দোয়ারি ॥
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ ॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
পঞ্চাশত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপ নন্দনে ॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির ॥

শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি ॥
ক্ষত্র মধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্র নীত।
যুদ্ধেতে অপেক্ষা করা না হয় উচিত ॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হৈলে না করি অপেক্ষা।
সে কারণে না করিবা কাহার প্রতিক্ষা ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবা সমর।
নিকটে সাজিয়া আইল পাণ্ডুর কোঙর ॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥
তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারী নন্দন।
যাত্রা করি সুসজ্জা হইল সেইক্ষণ ॥
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন ॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তবে হয়ত উচিত ॥
তোমার প্রসাদেতে করিব রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয় ॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর ॥
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের সাক্ষাতে তবে গেল দুর্য্যোধন ॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি।
প্রসন্ন হইয়া মাতা কর অনুমতি ॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজল লোচন।
আশ্বাসিল পুত্রগণে বলিল বচন ॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একেক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহুত ॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মম বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে ॥
শুনিয়া কহিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা না বলিহ কদাচন ॥
কর্ণ মম সহায় আচার্য্য মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥

অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর॥
লক্ষ২ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্র সমরেতে মারিব হেলায়॥
পাণ্ডবের পরাজয় হবে মম জয়।
ইহাতে সংশয় নাহি জানিবে নিশ্চয়॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায়॥
এতশুনি জননীর মলিন বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন॥
আরো এক কথা শুন পুত্র দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
এই বাক্য মুখেতে বলিল সুবদনি।
আকাশে নির্গত বাণী হইল অমনি॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগণে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনি কাক উড়িল আকাশে।
তেজোহীন দিবাকর কিছু না প্রকাশে॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি সাজিলেন যত মহারথি॥
জয় শব্দ করিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শত ক্রোশ যুড়ে রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
উলুকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহত উলুক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিবা বিবরিয়া কহিবা পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে॥
কহিবা ভীমেরে মম নিষ্ঠুর বচন।
মম সঙ্গে আসি কর শক্তিমত রণ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পাইল বনে করিয়া ভ্রমণ॥
সেই সর্ব্ব স্মরিয়া সাহসে করি ভর।
আসিয়া আমার সঙ্গে করহ সমর॥
আমাকে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতি।
নতুবা আমার হস্তে হইবে সদ্গতি॥
অর্জ্জুনে কহিবা দম্ভ করিয়া বিস্তরে।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরিয়া অন্তরে॥
যে প্রতিজ্ঞা করে ছিলা করহ পালন।
আমাকে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ রাজ্যধন॥
নতুবা কর্ণের হস্তে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবা দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের সহায় হইতে আগুসার॥
যেই বিদ্যা দেখাইল সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া আইস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব নকুলেরে কহিবা বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুইজন কর রণ॥
কহিবা ধর্ম্মেরে মম বচন বিশেষ।
ব্রহ্মচারি বলি তোমা জগতে যে ঘোষে॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া করি তোমাকে গণন॥
এখন সেসব কথা হইল প্রচার।
বিড়ালি সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বে আমি তাহার কারণ।
সেই অভিপ্রায় তব যজ্ঞ আচরণ॥
মুখে মাত্র বলধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবা প্রাণ॥
এত শুনি বিস্ময় উলুক বারেবার।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল করি পরিহার॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হয়ে ছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হয়ে কৈল কেন তপ আচরণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ॥

আজ্ঞামাত্র চলিল সাত্যকি বিচক্ষণ।
সমাবেশ করিল সকল সৈন্যগণ॥
যথা যোগ্য বাসাতে সবার দিল স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রের যাত্রা।

মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন পাণ্ডুর তনয়॥
সাত অক্ষৌহিনী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তর ভাগে কেশরী গর্জ্জন॥
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে॥
রণসজ্জা করিয়া আইল শক্রগণ।
শুভক্ষণ দেখি কর সৈন্য সঞ্চালন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল তখন॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ।
জয়ধ্বনি করিলেন সৈন্য হৃষ্টমন॥
অসংখ্য সাজিল রথ লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ২ কত সাজিল দোয়ারি॥
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
পঞ্চাশত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপ নন্দনে॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি॥
ক্ষত্র মধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্র নীত।
যুদ্ধেতে অপেক্ষা করা না হয় উচিত॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হৈলে না করি অপেক্ষা।
সে কারণে না করিবা কাহার প্রতিক্ষা॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবা সমর।
নিকটে সাজিয়া আইল পাণ্ডুর কোঙর॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারী নন্দন।
যাত্রা করি সুসজ্জা হইল সেইক্ষণ॥
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তবে হয়ত উচিত॥
তোমার প্রসাদেতে করিব রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয়॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর॥
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের সাক্ষাতে তবে গেল দুর্য্যোধন॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি।
প্রসন্ন হইয়া মাতা কর অনুমতি॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজল লোচন।
আশ্বাসিল পুত্রগণে বলিল বচন॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একেক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহুত॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মম বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে॥
শুনিয়া কহিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা না বলিহ কদাচন॥
কর্ণ মম সহায় আচার্য্য মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥

অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর॥
লক্ষ২ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্র সমরেতে মারিব হেলায়॥
পাণ্ডবের পরাজয় হবে মম জয়।
ইহাতে সংশয় নাহি জানিবে নিশ্চয়॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ রহি যায় মাতা করহ বিদায়॥
এতশুনি জননীর মলিন বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন॥
আরো এক কথা শুন পুত্র দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
এই বাক্য মুখেতে বলিল সুবদনি।
আকাশে নির্গত বাণী হইল অমনি॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগণে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনি কাক উড়িল আকাশে।
তেজোহীন দিবাকর কিছু না প্রকাশে॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি সাজিলেন যত মহারথি॥
জয় শব্দ করিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
উলুকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহত উলুক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিবা বিবরিয়া কহিবা পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে॥
কহিবা ভীমেরে মম নিষ্ঠুর বচন।
মম সঙ্গে আসি কর শক্তিমত রণ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পাইল বনে করিয়া ভ্রমণ॥
সেই সর্ব্ব স্মরিয়া সাহসে করি ভর।
আসিয়া আমার সঙ্গে করহ সমর॥
আমাকে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতি।
নতুবা আমার হস্তে হইবে সদগতি॥
অর্জ্জুনে কহিবা দম্ভ করিয়া বিস্তরে।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরিয়া অন্তরে॥
যে প্রতিজ্ঞা করে ছিলা করহ পালন।
আমাকে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ রাজ্যধন॥
নতুবা কর্ণের হস্তে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবা দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের সহায় হইতে আগুসার॥
যেই বিশ্ব দেখাইল সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া আইস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব নকুলেরে কহিবা বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুইজন কর রণ॥
কহিবা ধর্ম্মেরে মম বচন বিশেষ।
ব্রহ্মচারি বলি তোমা জগতে যে ঘোষে॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া করি তোমাকে গণন॥
এখন সেসব কথা হইল প্রচার।
বিড়ালি সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বে আমি তাহার কারণ।
সেই অভিপ্রায় তব যজ্ঞ আচরণ॥
মুখে মাত্র বলধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবা প্রাণ॥
এত শুনি বিস্ময় উলুক বারেবার।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল করি পরিহার॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হয়ে ছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হয়ে কৈল কেন তপ আচরণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ॥

বিড়াল তপস্বীর উপাখ্যান।

রাজা বলে শুনহ উলুক অনুচর।
সত্যযুগে আছিল সুঘোষ মুনিবর ॥
সর্ব্বগুণ সমন্বিত ছিলত ব্রাহ্মণ।
মহা ধর্ম্মশীল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সুশীলা নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্র বাঞ্ছা করিয়া সেবিল পশুপতি ॥
পুত্র না জন্মিল তার যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে জন্মিল ॥
ভার্য্যা সহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
উত্তরিল হিমালয় তটে দুইজন ॥
এক দিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অনাথ মার্জ্জার শিশু পড়িয়াছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে তারিপানে ॥
পলাইতে শক্তি নাই শিশু কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর ॥
তার দুঃখ দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জ্জারে সে নিকটেতে গিয়া ॥
একেশ্বর কি হেতু আছহ কি কারণ।
পিতামাতা বন্ধু তোর নাহি কোনজন ॥
বিড়াল বলিল কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া জননী গেলেন কোথাকারে ॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নিবন্ধনে।
একেশ্বর এই সে অনাথ ছাড়ি বনে ॥
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবা পরম সুখে আমার সদন ॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়।
পালিব সন্তান ভাবে তোমাকে নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিড়াল হইল হৃষ্টমন।
বিপ্রের চরণ আসি করিল বন্দন ॥
বিড়াল লইয়া মুনি আইল কুটিরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে ॥
বিড়াল পাইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি ॥
মায়া মোহ বন্ধ হয়ে সব পাসরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আইল ॥
পুনরপি গৃহকর্ম্ম করি দুইজনে।
বলবন্ত হৈল সেই অধিক পালনে ॥
জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ নাহি করে।
আরম্ভিল উপদ্রব গৃহস্থের ঘরে ॥
যজ্ঞ হবি নষ্ট করে পায়সান্ন খায়।
মারিতে আইলে লোক পলাইয়া যায় ॥
কোথায় তপস্যা তব কোথায় ব্রাহ্মণ।
পুত্রহীন হয়ে তুমি হৈলা মতিচ্ছন্ন ॥
পুত্রভাবে বিড়ালেরে স্নেহ এত কর।
সহজে পশুর জাতি নাহি মনে ডর ॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন ॥
ধরিয়া সিচীক বাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে ॥
দুই তিন দিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে ॥
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন ॥
গৃহবাসে কার্য্য নাই যাব বনবাস।
অনাহার করি পাপ করিব বিনাশ ॥
এইরূপে বিড়াল মনেতে যুক্তি করি।
দন্তেতে ছিঁড়িল পরে বন্ধনের দড়ি ॥
সেইক্ষণে গৃহ হৈতে হইল বাহির।
দণ্ডক কাননে গিয়া হইলেন স্থির ॥
বিন্দু সরোবরে তথা করি স্নান দান।
একে২ সর্ব্ব তীর্থে করিল পয়ান ॥
পৃথিবী দক্ষিণাবৃত করি একে২।
বিড়াল তপস্বী বলি খ্যাত হৈল লোকে ॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য নামে।
বহু মুষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে ॥
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মুষা মনে ভয় বাসি ॥
হাহাকার করি সবে পলায় তরাসে।
আশ্বাসিয়া বিড়াল কহিল পরিশেষে ॥

আমাকে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে।
পরম ধার্ম্মিক আমি সর্ব্বলোকে জানে॥
তপস্যা করিয়া মম চিরকাল গেল।
হিংসা হেন বস্তু কোন কখন নহিল॥
পবন আহারী আমি শুন মূষাগণে।
আমাকে তিলেক ভয় নাহি কর মনে॥
আনন্দ কৌতুকে সবে ভ্রমহ নির্ভয়ে।
তপস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয়ে॥
এত শুনি মূষাগণ হৈল হৃষ্টমন।
যার সেই স্থানে গিয়া রহিল তখন॥
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে॥
কত দিন গেল পরে জন্মিল বিশ্বাস।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ॥
দূরবনে যায় সবে আহার কারণ।
নারিল সারিতে লোভ বিড়ালের মন॥
সহজে পশুর জাতি নাহি আত্মপর।
চারিদিক চাহিয়া ফুলায় কলেবর॥
উদর পূরিয়া খাইল মূষা শিশুগণে।
হাত মুখ মুছিয়া বসিয়া থাকে ধ্যানে॥
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোনজন।
দিনে২ অল্প হয় মূষা শিশুগণ॥
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত সেই দলে ছিল।
অল্প শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল।
এই ভণ্ড তপস্বী জানিলাম লক্ষণে।
চুরি করি করিল ভক্ষণ মূষাগণে॥
দেখিয়া প্রধান মূষা করে হাহাকার।
সব মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার॥
শুনিয়া সকল মূষা হৈল দুঃখী মন।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ॥
এক যুক্তি করি সবে হয়ে এক মন।
দ্বীপের চৌদিকে সবে করিল খনন॥
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘেতে বিস্তর।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর॥
সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হস্তে হারাবে জীবন॥
এত শুনি উলুক হইল হৃষ্টমনে।
সাধু২ বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তী গর্ভে জন্ম কর্ণ বিখ্যাত ভুবন॥
কৌরবের পক্ষ হৈল সূর্য্যের নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণ বীর শুনি॥
বিদুরের মুখে শুনি এ সব বচন।
চিন্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন॥
এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরব কুমার॥
ইহার কারণ আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন॥
আমার বচন কর্ণ নারিবে খণ্ডিতে।
অবশ্য সহায় হবে আমার পুত্রেতে॥
কি রূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে॥
প্রাতঃস্নান নিত্যকর্ম্ম যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ॥
কর্ণ সন্নিধানে কহে গদগদ বাণী।
সাবধানে শুন তাত পূর্ব্বের কাহিনী
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরস।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে

অতিথি সেবায় পিতা রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
চতুর্ম্মাস সেবিলাম বিবিধ বিধানে।
আজ্ঞাকারী হইয়া যে রহিনু অনুক্ষণে॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া॥
এই মন্ত্র দিতেছি তোমার বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবা আহ্বান॥
সেইক্ষণ আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবা তুমি পাইবা চিন্তিতে॥
এত বলি মহামুনি গেলা যথা স্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে॥
যমুনাতে কমল আনিতে যাই বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি॥
তখনি দিলেন দেখা সূর্য্য মহাশয়।
সূর্য্যকে দেখিয়া আমি পাইলাম ভয়॥
কহিলাম বিনয়েতে শুন দিনস্বামী।
না বুঝিয়া আরাধনা করিয়াছি আমি॥
অজ্ঞান স্ত্রীজাতি দোষ ক্ষমিবা আমারে।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবারে॥
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু অন্য নহে কন্যা আমার গমন॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়॥
বিবাহিতা নই চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
সূর্য্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমায় প্রসবিলাম সুমতি॥
প্রসব হইয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সকল বাণী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি॥
আনিয়া তোমাকে রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥

যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভাইগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন॥
ছয় ভাই মিলিয়া খণ্ডহ মম দুঃখ।
শত্রুগণ মারিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ॥
শুনিয়া কহিল কর্ণ করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্তকথা জানি যে ভারতি॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে
রাধা যে পুষিল মোরে বিখ্যাত জগতে॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবন।
তব পুত্র বলি তবে বলিব কেমন॥
বলিবে কি লোকে ইহা করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয়॥
বলিবেক মন্ত্রীগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ॥
এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে পারিব না কদাচনে॥
শিশুকালাবধি মোরে পালে দুর্য্যোধন।
নানা ভোগ পুরস্কারে করিয়া যতন॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন নহে ভিন্নপর॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
ইহার হিংসন আমি করিব কেমনে॥
বিশেষ তাহারে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার॥
মম হস্তে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
নহে অর্জ্জুনের হস্তে মম মৃত্যু হয়॥
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভাবিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হইতে না পারি কদাচনে॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননী আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
যদ্যপি আমার বাক্য করিবা হেলন॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্র মম না মারিবা রণে॥

ইহাতে করিল কর্ণ সত্য অঙ্গীকার।
অন্য চারি ভ্রাতে নাহি করিব সংহার॥
পঞ্চ পুত্র তোমার থাকিবে পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিবা আমার সহিতে॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কুমার॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে মাত্র তোমার নন্দন॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী॥
না ভাবিও দুঃখ মাতা যাও নিজ স্থানে।
এতবলি দণ্ডবৎ করিল চরণে॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজ পুরে।
যথা স্থানে গেল কুন্তী দুঃখিত অন্তরে॥
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
বিদুরের শুনিয়া হইল কুতূহল॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাস বিরচিল দিব্য ভারত পুরাণ॥
একমনে যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্ব দুঃখ হরে তার পাপ বিমোচন॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে উদ্যোগ হইল সমাধান॥

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।



মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

উভয়দলের যুদ্ধসজ্জা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহে তপোধন।
উলুকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
কোন কর্ম্ম করিলেন দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূত মুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয়॥
কৃষ্ণেরে কহেন হৈল সমর সময়।
যে বিহিত ইহার করহ মহাশয়॥
শ্রীহরির বার্ত্তা রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর॥
পাঁচকোটি রথী সাজে ত্রিশকোটি হাতি।
ষষ্টি কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি॥
সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণু পরায়ণ মহাবল বলে॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন॥
শ্রীহরি করিয়া অগ্রে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন করি জয় জয়॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ।
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে যান সমরে দুর্জ্জয়॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব নকুল সাজিল সেইক্ষণ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকী দুর্জ্জয়।
শ্বেতশঙ্খ আর উত্তর বিরাট তনয়॥
শূরসেন নৃপ আর কেশী মহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল॥
জয় জয় শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল॥
দাঁড়াইয়া পূর্ব্বমুখ সর্ব্ব সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হরষিত মন॥
দুঃশাসনে ডাকিয়া বলিল দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে কর বাহিনী সাজন॥
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব না সয়ে।
মারিব পাণ্ডবগণে আনন্দেতে কহে॥
দুঃশাসন বীর দিলা কটকে ঘোষণা।
সাজ২ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শাল্যরাজ মদ্র অধিপতি॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমণ্ডল॥

শ্বেতছত্র পতাকা শোভিত সারি২।
সাজিলেন শত ভাই কুরু অধিকারি॥
চক্রধর চলে যাটি সহস্র ভূপতি।
একেক রাজার শত সহস্রেক হাতী॥
একেক ধানুকী সাতে দশ২ ঢালী।
চরণে নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
গজ বাজী রথধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে তিন পুর॥
কৌরবের সৈন্যগণ বিপক্ষেতে যম।
অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ বিপক্ষেতে যম॥
মহা আনন্দিত মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্ব্বজন করিল সাজন॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর॥
গর্দ্দভ প্রসবে গাভী কুক্কুরে শৃগাল।
ময়ূরে প্রসব কাক ইন্দুরে বিড়াল॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘনে ঘন।
অমঙ্গল কত হয় না যায় বর্ণন॥
দেখি যে ত্রিপদ পশু নাহি চারি পদ।
দিবসেতে পেচকেরা করে ঘোরনাদ॥
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুবো পরস্পর।
মহাঘোর রণশব্দ গগণ উপর॥
অন্য বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে২ পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল॥
শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হয়ে রাজা বলিলেন ক্ষিতি॥
কুরুকুল ধ্বংশ হেতু জানিলা তখন।
আইলেন তথা সত্যবতীর নন্দন॥
দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয়॥
যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায়॥
ব্যাসদেব বলেন শুনহ মহাশয়।
কুরুকুল ক্ষয় হবে জানিহ নিশ্চয়॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে॥
পৃথিবীতে যত ক্ষত্র একত্র হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মজিল॥
পুত্র সব তোমার যতেক নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয়॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া যাই দেখহ নয়নে॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন॥
দিব্য চক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
রাত্রি দিন তোমারে কহিবে বিবরণ॥
ইহাতে শুনিবা যত যুদ্ধের কারণ।
গৃহে বসি সব বার্ত্তা পাইবা রাজন॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
হইতেছে দিবসেতে নক্ষত্র উদয়॥
উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগণে বেষ্টিত।
বিনা মেঘে বরিষে সঘনে শোণিত॥
অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সঘন আকাশ।
হইতেছে ধূমকেতু দিবসে প্রকাশ॥
পর্ব্বত শিখর খসে সাগর উথলে।
মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ॥
এ সকল বাক্য মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
চলিলেন স্বস্থানে সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন॥

দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথি।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি ॥
পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন।
সেনাপতি রূপে ভীষ্মে করিল বরণ ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন।
জিনিবে পাণ্ডবগণে আনন্দিত মন ॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে ॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥
একাসহ যুদ্ধ করি না মারিব অন্যে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে ॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন ॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে২ অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি ॥
সমানে২ যুদ্ধ না মারিব হীনে।
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে ॥
ধর্ম্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খধ্বনি।
নানাবাদ্য বাজে কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥
বাদ্য কোলাহল সবে হর যত মন।
সৈন্য কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিনী চলেন সমরে।
ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চমী যে তিথি।
মঘা নামে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি ॥
পাণ্ডবের সেনা সব বিষ্ণু পরায়ণ।
পূর্ব্ব মুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥
পশ্চিম মুখেতে রাজা কৌরব প্রধান।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান ॥
সব সৈন্য অগ্রে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
দিব্য রথে আরোহণ করে শরাসন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্ম সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥
লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকে ধর্ম্মরাজ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥
যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পান পরাজয়।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান।
সংসারে ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান ॥
হেন জন হইলেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্ব্বত্র বিজয় কর্ত্তা যেই নারায়ণ ॥
হেনজন সহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিসর্জ্জিয়া ॥
পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য মাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি সমাজ ॥
দেখি ভীমার্জ্জুনের হইল মহারোষ।
শ্রীকৃষ্ণেরে কহে দোঁহে মনে অসন্তোষ ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিতে হারিয়া রাজ্যধন।
বনবাস দুঃখ ভোগিলাম সর্ব্বজন ॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল ॥
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর।
সত্তগুণ ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর ॥
নিজদল পরদল সকলি সমান।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ ॥
তুষ্ট হয়ে তিন জন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে ॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হয়ে তিন বীর দিল এই বর ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হৈল মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিব সংসারে ॥

নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয় হইবে আপনি॥
এইমাত্র ভরসা হইল মম চিতে।
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে॥
পূর্ব্ব কথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার॥
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস আমা দিল॥
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চগ্রাম না দিল করিল যুদ্ধ পণ॥
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাহার নামেতে সদা ডরে॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুনামে কাঁপে তিনপুর।
সশস্ত্র থাকিলে যারে ডরে দেবাসুর॥
কৌরব পাণ্ডব সম তোমা সবাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার॥
কোনবীর যুঝিবেক তোমাদের সনে।
মম ভাগ্যে রাজ্য নাহি জানিলাম মনে॥
কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল॥
যুধিষ্ঠিরের বচনে হয়ে তুষ্ট মন।
ধন্যবাদ করিয়া কহিল তিনজন॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম বলে রাজ্যভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আইসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার॥

ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোনস্থানে কোনকালে নাহি তার ভয়॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ লয়ে।
ধর্ম্ম অগ্রে কহিলেন কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে॥
যেন আমা পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুকে রাখ কৃপা করি॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ॥
যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাত।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ॥
রথ হৈতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল॥
কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে নিয়া গেল নিজ সৈন্য মাঝ॥
লক্ষ সেনা লয়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে॥
শুনি ভীষ্ম রাজারে কহেন বিবরণ।
আমা বন্দিবারে আইল ধর্ম্মের নন্দন॥
ধর্ম্মডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্য মধ্যে দিল।
প্রাণেতে কাতর হয়ে শরণ লইল॥
মম পরাক্রম তুমি জান ভালমতে।
সুরাসুর আইসে যদি সমর করিতে॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী তনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী গণিত হইল॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে॥

বলিলেন ভীষ্ম আমি যদি দেই মন।
এক দিনে সর্ব্ব সৈন্য করি নিপাতন॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দল করে সমাধন॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য যায় যমঘর॥
দ্রোণ পুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেন মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে মারে সর্ব্বজন॥
যদ্যপি করেন মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমিষে করে সকল সংহার॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনর্ব্বার পিতামহে কহিতে লাগিল॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবে তাহার পরাজয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

কহিলেন ভীষ্ম শুন কুরু নরবর।
দশদিন ভার মম হইল সমর॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব।
রথী দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন হরষিত মন।
করিলেন সৈন্য মধ্যে রথে আরোহণ॥
দুই দলে যোদ্ধারা করেন সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় বাদ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি॥
বাজাইল দেবদত্ত শঙ্খ ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাশয়॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয়।
সহদেব মণি পুষ্প নিনাদ করয়॥
বাজান সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ড ভণ্ড॥
দুই দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক যুড়ি শব্দ উঠিল অতুল॥
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহাশয়॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কাহে২ যুদ্ধ হবে কেবা কার সম॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে২ ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
বন্ধু সব দেখিয়া বিষণ্ণ হৈল মন।
সবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর লোমাঞ্চযুক্ত কম্পে ঘনে ঘন।
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥
সকরুণ কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সব মারি রণে নাহি কোন ফল॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ।
গুরু বন্ধু মারিয়া দেখিব কার মুখ॥
রাজ্যে কার্য্য নাই মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধু নাশ সহিতে নারিব॥
এত বলি অর্জ্জুন ত্যজিল ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥
কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥
অহঙ্কার করিয়া আইলা যুদ্ধস্থান।
সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞাতি বধে পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সবারে সংহারি আমি আমি সব করি॥

কর্ম্ম অনুসারে লোকে করে গতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
যেমন জানিহ তুমি সকল সমান॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীর বিনাশ হয় নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখি চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদী মধ্যে সুর নদী আমি জান তথ্য॥
ঋষিমধ্যে আমি যে নারদ মহাশয়।
মুনি মধ্যে কপিল আমার মূর্ত্তি হয়॥
গজ মধ্যে ঐরাবত অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নর মধ্যে নরপতি আমারে জানিবা॥
দেব মধ্যে দেবরাজ রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ দানবেতে বলি॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমাকে জানিবা।
গ্রহ মধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা॥
তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি॥
বর্ণমধ্যে দ্বিজ পর্ব্বতে হিমালয়॥
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয়॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্মায়।
নিজ২ কর্ম্মফলে সবে হয় ক্ষয়॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে যোগ কথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল॥
নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
না হইল প্রবোধ তথাপি তার মনে॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সর্ব্ব সৈন্য এই জানাই নিশ্চয়॥
সব্যসাচি হও হে নিমিত্ত মাত্র তুমি।
সর্ব্ব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আমার নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘ বর্ষ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশে।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশে॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভী সিন্ধু মধ্যে তাঁর পৃষ্ঠে বসুময়॥
দশদিক জঙ্ঘ তার পাতাল চরণ।
শৈলগণ তার অস্থি রোম তরুগণ॥
মাংসরূপ ধরণী দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাট রূপ মানেন বিস্ময়॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জা ভয়ে বিস্ময় হইল অতিশয়॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কহে বিবরিয়া॥
ব্রহ্মা আদি দেব যার না পাইল সীমা।
আমি মূঢ় নর জাতি কি জানি মহিমা॥
কহেন গোবিন্দ তাঁরে করিয়া সান্ত্বনা।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখা রূপ দেখি।
নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেয় মন।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া বৈসেন সেই ক্ষণ॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে
এমত অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমাকে এ ক্ষত্রধর্ম্ম নহে॥
পাণ্ডবের দলে আইস বুঝি নিজ হিত।
অবশ্য পাণ্ডবে তোমা করিবে পুজিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন।
দুর্য্যোধন কার্য্য আমি কার প্রাণপণ॥
গোবিন্দ যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয়॥
দুইদলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
অগ্র হইলেন যত রথী নৃপমণি॥
অর্জ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিত আজি তুমি কর রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু নন্দন।
অর্জ্জুন সম্মুখে আইল করিবারে রণ॥
পিতামহ প্রণাম করিল ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হউক জয়॥
রণসজ্জা ভূষিত দেখিয়া ভীষ্ম বীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে॥
কোন হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয়॥
দুর্য্যোধন সাহায্য করিতে গেল মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ কহিলা প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনু নন্দন।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশ ঈশ্বর যার সারথি হইল॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটী করিলেন ক্ষয়॥
পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান॥
সে অস্ত্রও কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত মহা পরাক্রম॥
সাত্যকি সহিত কৃতবর্ম্মার কারণ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাট নন্দন॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর॥
ভগদত্ত সহ যুদ্ধে পঞ্চাল রাজন।
বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ॥
শশীবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয়॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ।
দোঁহে মহা ধনুর্দ্ধর মহা পরাক্রম॥
সহদেব দুর্ম্মুখে হইল বড় রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
দুঃশাসন নকুলে হইল ঘোররণ।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন॥
মদ্ররাজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতি স্থির॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
সুরসেন কলিঙ্গিতে হইল সমান॥
শল্য রাজা একবাণ করেন সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান খান॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু করিলেন করে।
থাক২ বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥
অস্ত্র দ্বারা নিবারণ মদ্র অধিকারী।
দোঁহে সমসর কেহ জিনিতে না পারি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণবীর।
কাটিয়া ধনুক তার ভেদিল শরীর॥
আর ধনু লয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকার ময় সব উভয়ের শরে॥
এককালে ধৃষ্টকেতু নব বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তার বিন্ধিল শরীরে॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল।
অমরে দানবে যুদ্ধ নহে সমতুল॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষস ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল।
নয় বান মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে।
মহাবীর অলম্বুষ যায় মহারোষে॥

অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুইজনে অস্ত্র বৃষ্টি করে নিরন্তরে॥
সিন্ধু রাজা সহ যুদ্ধে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতানুষ সহ যুঝে বিরাট সন্ততি॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেব সুত।
দুইবীর শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি২।
সমানে সমানে যুদ্ধ এই ধর্ম্ম নীতি॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকি২।
যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী॥
পরিঘ পট্টীশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুদ্গর মুষল শেল বর্ষে নিন্তর॥
মণিমন্ত্র সর্প যেন আকাশেতে যায়।
উভয় সৈন্যেতে অস্ত্র সেইরূপে ধায়॥
কনক রচিত নাগ আকাশে ভরিল।
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আচ্ছাদিল॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কর্দ্দম হইল রক্তে নদী স্রোত যায়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময়॥
পরে অভিমন্যু বীর অর্জ্জুন নন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরব সৈন্যেতে॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি॥
চোখ শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণেতে পাণ্ডব সৈন্য রুরিল অস্থির॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥
শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বণে।
তিন বাণে কৃপের কাটিল শরাসনে॥
নয় বাণে বিন্ধিলেন দোঁহার শরীরে।
এক বাণে বিন্ধিলেন কৃতবর্ম্মা বীরে॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণ শর।
অশ্বসহ সারথিরে দিল যমঘর॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর॥
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর।
ধনঞ্জয় সদৃশ সমরে বড়বীর॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্মবীর হাতে ধনুঃশরে॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজ ভূমেতে পাড়িল।
সৈন্যমধ্যে দেবগণে তাহে প্রশংসিল॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুন তনয়॥
তবে মহারথি সব লয়ে অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন॥
করিলেন ভীষ্মোপরি বাণ বরষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণ জর্জ্জর করিল॥
ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র হইল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল॥
ক্রোধ অগ্নি বাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ॥
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল॥
অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ॥
তিন লোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর।
দশদিক অন্ধকার কাঁপে চরাচর॥
দেখিয়া হইল ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কমললোচন॥
নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়।
নহে সব সৈন্য আজি মরিল নিশ্চয়॥

শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পুরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটী করিলেন খান খান॥
আকাশেতে প্রশংসা করিল দেবগণ।
সাধু মাহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিয়া তাহা শান্তনু সন্তান॥
দুই জন সুশিক্ষিত মহা পরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন॥
দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুজিয়া বেড়ায়।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয়॥
হেনকালে ভীম মহা বিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
করিলেন ভীমপরি বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারিলা বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি॥
এই অবসর কালে গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেক করিল সংহার॥
রথী মারি দর্প করি জয় শঙ্খ দিল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
রণ বেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায়॥
ভীষ্ম পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর।
দশ সহস্র মহারথি দল যমঘর॥
হয় না নিমিষ পূর্ণ অবসর প্রায়।
রাখিলা প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয়॥
ধর্ম্ম বলিলে কৃষ্ণ করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ।
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ॥
শ্রীহরি কহেন রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাট নন্দনে॥
অর্জ্জুন করিবে কুরু সৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল পরে।
লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে॥
কাল সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণ মরিবে অচিরে॥
শুনিয়া বিরাট বড় দুঃখিত হইল।
কৃতাঞ্জলি করি স্তব কহিতে লাগিল॥
মম পূর্ব্ব জন্ম ভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দিত হইল পাণ্ডব নরেশ্বরে॥
করযোড়ে বলিলেন শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
অনুগ্রহ আমারে করিলে সেনাপতি।
ভীষ্মসহ যুঝি আমি নহিক সারথি॥
সারথি অভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ॥
তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও শুন বীরবর॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সবে হবে আগুসার॥
দুই দলে বাদ্য বাজে মহা কোলাহল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারণ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিরা পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু নন্দন॥
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সাবস্ময় মন॥
সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি॥
আগে হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান করিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥

আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বান।
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খান২॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্ম বীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥
বাণাঘাতে বিরাট নন্দন মূর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া পথ পশ্চাৎ করিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেতে হইল ঘোর রণ।
চমকিত হইয়া নিরখে সর্ব্বজন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
মারিয়া কৌরব সৈন্য করিল সংহার॥
রথ গজ পদাতি পড়িল সারি২।
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য দিয়া।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়া॥
বরিষণ করে বাণ অর্জ্জুন উপর।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
এক কালে সহস্র সহস্র বীরগণ।
মুষল মুদগর শেল বর্ষে জনে জন॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া কার্ম্মুকে।
নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেণ সুখে॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবারে করিলেন ঘাতন॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্মবীর॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আইল ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে আমার মারিলে বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে দেখি বীরপণা॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান২॥
ছাড়িলেন দিব্য অস্ত্র গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারেণ অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারিয়া করেন খণ্ড২॥
হেনমতে যুঝে রণে নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস॥
ভীম সেন মহাবীর অতুল প্রতাপ।
কুরুসৈন্য মারিয়া করিল এক চাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল প্রতাপ দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র মারে প্রাণপণ॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তম মহাবীর।
একবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট তনয়॥
বাণে বাণ নিবারণে মদ্র অধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার কাটীল সারথি॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে দিল যমঘর॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাট নন্দন।
হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি।
শাল্যরাজ সম্মুখে আইল শীঘ্রগতি॥
মুখামুখী দুইজনে সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্র মিলিল॥
দোঁহাকারে বিন্ধে দোঁহে করি প্রাণপণ।
উভয় সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে যুদ্ধে নাহি ওর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর॥
কৃপ পঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
হেনমতে উভয় সৈন্যতে যুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয়॥
রুষিলেক শঙ্ক বীর সবার সাক্ষাৎ।
কৌরবের বহু সৈন্য করিল নিপাত॥

হইল কৌরব সৈন্যে মহা কোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণি মহাবল॥
শঙ্খ বীর প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাট নন্দন॥
নিঃসহায় পায়ে সৈন্য মারিলা অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা প্রত্যেক॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
মহাবেগে আইসে সব গগণ উপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হইল যতেক অমর॥
বাণ দেখি শঙ্খ বীর সন্ধান পুরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারয় শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
কাটিলেন দ্রোণধ্বজ মারি পঞ্চশর॥
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান২॥
চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥
রথের সারথি কাটে আর চারি হয়।
আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥
লজ্জা পায়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জ্জন বচন॥
শিশু হয়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
এই বাণে তোমার দেখাব যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পুরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥
যোদ্ধাগণ দেখিয়া করিল হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাট কুমার॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন নিকটে যাব এই হয় যুক্তি॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইবে নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হব না হয় খণ্ডন॥
মহাতেজা আসে বান অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পাইল ভয়॥
রথ লয়ে চল যাই অর্জ্জুন সাক্ষাতে।
তবে সে পাইবা রক্ষা এ মহা উৎপাতে॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট তনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্ম অস্ত্র কাটীবারে সন্ধান পূরিল॥
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হয়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥
বড় অবিচার রণ করিলেন দ্রোণ।
ব্রহ্ম অস্ত্র বালকের প্রতি নিক্ষেপণ॥
যেমন প্রলয় কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজঃ গর্জ্জিয়া আইসে॥
দেখিয়া সাত্যকি তবে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খ বীর ভুমেতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হস্তে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজ ভস্ম হৈল কলেবর॥
শঙ্খ বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আইল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চার্য্য মানিল॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্র হস্তে মহাধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনু নন্দন।
দশ সহস্র রথী দিল শমন সদন॥
জয় শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥

কৌরব পাণ্ডবদলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলিলেন তবে আপন শিবির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

তৃতীয় দিনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গিয়া ধর্ম্মপুত্র মহারাজ।
স্নানদান করিয়া বৈসেন সভামাঝ ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব শোক কি কারণে ॥
শোক ত্যজ মহারাজ স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন ॥
বিরাট বলিল মম পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল ॥
সম্মুখ সংগ্রামেতে তুষিয়া বীরগণে।
সুরলোকে গেল তার শোক অকারণে ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যোড় করি হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ ॥
দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ সনে।
রথী দশ সহস্র মারিলা ঘোর রণে ॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয় ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না করিবা ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয় ॥
কাম্যবনে ছিলাম আমরা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে ॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আইল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল ॥
হইলাম ব্যস্ত সবে না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদসুতা স্মরে যদুরায় ॥
ব্যস্ত হয়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে।
কাম্যবনে আইলেন পাণ্ডবে রাখিতে ॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব জনার্দ্দন ॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
তার পরে আইল দুর্ব্বাসা তপোধন ॥
আমা সবা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল ॥
শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলি।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি ॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থলি মধ্যে নিরখিয়া।
কণামাত্র পায়ে শাক আইল লইয়া ॥
পদ্মহস্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি ॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদ্গার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার ॥
সন্ধ্যা হেতু গিয়াছিল মহা তপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদ্গার তখন ॥
ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে ॥
সেই কৃষ্ণ এখনহ আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি ॥
অর্জ্জুন বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া।
বিভাবরি বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণ লইয়া ॥
পরদিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতি টলমল ॥
করিল গরুড় ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিলা ভীষ্ম সমরে তৎপর ॥
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চক্ষু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল ॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষোদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর ॥
ভুরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশ রহিলেন বীর জয়দ্রথ ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর সমুদিত ॥
বাম পাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয় ॥
পক্ষদেশ বক্ষে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর ॥
প্রতি ব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্র মারে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি ॥

দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর ॥
নীল নামে মহাবাহু ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী রহিল অনুক্রমে ॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ যুদ্ধে সমুদিত ॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যার সমর দুর্জ্জয় ॥
পরস্পর দুই দলে হৈল হানাহানি।
সৈন্য কোলাহল কর্ণে কিছুই না শুনি ॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর ॥
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
অর্দ্ধচন্দ্র নারাচ ভূষণ্ডি ভিন্দিপাল ॥
নানা বাণ বরিষয়ে সমরে দুর্জ্জয়।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখে লাগে ভয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমন স্বপর্ণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল ॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥
শর বর্ষে গগণে হৈল অন্ধকার।
যত মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার ॥
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করেন ধনঞ্জয়।
হস্তিযূথ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয় ॥
গাণ্ডিব কার্ম্মুক হস্তে গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি ॥
সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মারে।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে ॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল।
অর্জ্জুনের বেড়িয়া মারিল কুরুদল ॥
গগণেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর।
সেইমত অস্ত্র বৃষ্টি অর্জ্জুন উপর ॥
শীঘ্র হস্তে ধনঞ্জয় নিবারেন বাণ।
আকাশে অমর গণ করেন ব্যাখান ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিল সন্ধান।
সবাকারে মারেন শাণিত নিজবাণ ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিনলোকে।
কাহার না হয় শক্তি আসিতে সম্মুখে ॥
তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন যত সৈন্য কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥
রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
অনেক কৌরব সৈন্য করিলেন ক্ষয় ॥
তবেত সৌবল রাজা কুপিত হইল।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল ॥
মারিলা অনেক সৈন্য সমর ভিতর।
পড়িলে আমার হাতে যাবে যমঘর ॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান ॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে।
অভিমন্যু রথে গিয়া চড়ে সেই ক্ষণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুইবীর অতি মহাবল।
যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহু দল ॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুদ্ধ না হয় বিরথি ॥
দিব্য রথে আরোহিল রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমসেন বীর সহ আরম্ভিল রণ ॥
হাসে বীর বৃকোদর হস্তে করি শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর ॥
দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে।
পঞ্চ গোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল।
দুর্য্যোধন বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান।
রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥

কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী।
তাঁর প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি ॥
আমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানে।
দ্রোণ বীর মহাবীর জগতে বাখানে ॥
তোমা সবা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পাণ্ডব গৌরব করে দেখ সবে রঙ্গ ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে মহামতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা প্রতি ॥
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ।
না শুনিলা কারো বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ ॥
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ নিবারি পাণ্ডব ॥
রাজা হয়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ হইল ॥
যুধিষ্ঠির বাহিনী করিল ঘোররণ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম ॥
বড়২ যোদ্ধাপতি সাহস করিল।
বাণ বৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল ॥
সবাকার অস্ত্র কাটে গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ॥
বনে সিংহে দেখি যেন গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায় ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আইলেন সে দুর্জ্জয় ॥

অর্জ্জুন দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন অর্জ্জুন উপর ॥
অশ্বরথ না দেখে সারথি ধনঞ্জয়।
দশদিক যুড়িয়া করিল অস্ত্রময় ॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে ॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহ অস্ত্র কাটিলেক শীঘ্রগতি ॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশবাণ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান ॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয় ॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিয়া সাধু২ বলি।
শরবৃষ্টি করিলেন অন্য ধনু ধরি ॥
প্রাণপণে যুঝেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুস্কর ॥
চোক২ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয়।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয় ॥
বাসুদেবে বিন্ধে বার চোক২ বাণ।
হইলেন তাহাতে কাতর ভগবান ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস ॥
হইলেন সমরেতে অর্জ্জুন কাতর।
তাহাতে আশ্বাস করিলেন গদাধর ॥
কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়া সম্বিত।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পূর্ণিত ॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥
বাণে বাণে নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল ॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে।
চমৎকৃত হয়ে চাহে সব যোদ্ধাগণে ॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্র অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার ॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচন ভেদিয়া

সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ড ভণ্ড॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ২ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ।
দশদিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার।
কাটিলেন সর্ব্ব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার॥
ভারত সমুদ্র তুল্য যতেক লিখিব।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব॥
হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হৈল।
বেলা অবসানে পার্থ ঘর্ম্ম উপজিল॥
মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন।
টানেন আকর্ণ পুরি তবে ধনুগুর্ণ॥
অস্ত্র সহ গুণ বীর টানিবার কালে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসারে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেক দিল যমঘর॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয় শঙ্খ বাজাইল।
শুনি সর্ব্ব যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর।
কেন শঙ্খ বাজাইল কহ দামোদর॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্ম জল মুছিলে যখন॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথীগণ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্মিত হইল।
নিজ দলবলে সবে শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর॥
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতেতে দুইদল সাজন করিল॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
রথীকে ধাইল রথী গজে ধায় গজে।
আসোয়ারে২ পদাতিক মাঝে॥
যে যাহার অস্ত্র লইয়া করে মহারণ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরাকরি॥
দুইবীরে দেখা দেখি সংগ্রাম করিল।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ।
দোঁহে মহা ধনুর্দ্ধর কেহ নহে উন॥
সহিতে অযুত রথি সুশর্ম্মা নৃপতি।
পাণ্ডবের দলেতে প্রবেশে শীঘ্রগতি॥
শত শত রথীগণে করিল সংহার।
শত শত মারে হস্তী অশ্ব কত আর॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা নিয়া করে॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল।
একেবারে শত বাণ ভীমে প্রহারিল॥
দশ সহস্রেক রথী সবে ধনুর্দ্ধর।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর॥
একেবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে।
মহাক্রোধ উপজিল ধায় সেইক্ষণে॥
দুইশত রথী মারে এক গদা ঘায়।
আর দুই শত রথী মারিলেন পায়॥
রথ সহ ধরিয়া অনেক রথীগণ।
ফেলিল আকাশ মার্গে পবন নন্দন॥
রথে রথ প্রহারি মারিল বহুজনে।
পদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে॥
অথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়া।
রথী দশ সহস্রেক মারিল খেদাড়ি॥
তবেত সুশর্ম্মা বীর নানা অস্ত্র মারে।
গদা ফিরাইয়া বাণ সকলে সংহারে॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি।
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি॥

নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সমরে তৎপর।
মারিলেন ভীম পরে গোটা দশ শর ॥
অর্দ্ধ পথে ভীম তাহা করে খান২।
পুনঃ দুর্য্যোধনেরে মারিল দশ বাণ ॥
ভীমেরে নিহারি তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড২ ॥
আর ধনু ধরে বীর চক্ষুর নিমিষে।
বৃষ্টি ধারাবৎ বাণ নির্ঝর বরিষে ॥
ধনু অস্ত্র কাটিল রথের চারি হয়।
এক বাণে সারথিকে দিল যমালয় ॥
আর রথে চড়ে তবে কৌরব প্রধান।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান ॥
বাণে বাণে নিবারয়ে পবন নন্দন।
দুর্য্যোধন রাজার কাটিল শরাসন ॥
ধনু কাটা গেল বীর পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর লয় ধনু কুরু মহারাজ ॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবন তনয় ॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির ॥
রাজগণে ডাকিয়া বলিল মহাশয়।
শীঘ্র যাও বুঝি আজি হইল প্রলয় ॥
ভীম দুর্য্যোধনেতে বাধিল ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবন নন্দন ॥
শুনিয়া ধাইল তবে বহু যোদ্ধাগণ।
জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন ॥
কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি।
বর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি ॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে ॥
চারিদিকে আসিয়া বেড়িল বীরগণে।
অন্ধকার করিলেন বাণ বরিষণে ॥
মেঘে আচ্ছাদিল যেন দেব দিবাকরে।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে ॥

দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্র হস্ত হৈল।
সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল ॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে একে সর্ব্বজনে করিয়ে ঘাতন ॥
কাহারো কাটিল রথ কারু ধনুর্গুণ।
কাহার ধনুক কাটে কারো কাটে তূণ ॥
কাহরো কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটি।
বুকে বাণ বাজি কেহ কামড়ায় মাটি ॥
কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল ॥
মহা গজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর ॥
ভগদত্ত দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারিল ভগদত্ত বীর।
চোখ বাণে বিন্ধিলেন ভীমের শরীর ॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল।
ভগদত্ত সিংহনাদ তখনি করিল ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পায়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হস্তে নির্ভয় শরীর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করিল সন্ধান।
ভগদত্ত রাজার কাটিল ধনু খান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
নানা অস্ত্র মহা গজরাজে প্রহারিল।
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে।
তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে ॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ ॥
বেগেতে আইসে গজ মহি কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নাহি ডরে ॥
দেখি ভীম মর্ম্মভেদি মারিলেন শর।
ভ্রুভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর ॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে ॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়িলেন নির্ভয় শরীর ॥

পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ ॥
করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
আসিলেন ঐরাবত সংগ্রাম ভিতর ॥
অষ্ট গোটা হস্তি আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি অষ্ট নিশাচর ॥
বজ্রহস্তে যেমন শোভিছে দেবরাজ।
লইয়া আইল সঙ্গে অমর সমাজ ॥
মহাঘোর শব্দে সবে করিল গর্জ্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল সব কুরুগণ ॥
এককালে গজগণে লোটাইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সবে ভয়ে পলাইল ॥
মহাবল হস্তীগণ মদ বলে ধরে।
বড় বড় রথীগণে খেদাড়িয়া মারে ॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণে রণে নহে স্থির ॥
কুরুসৈন্য আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সবে চরণে মর্দ্দিল ॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘোটৎকচ গজ সহ করিল সমর ॥
শুণ্ডে২ জড়াজড়ি দন্তে হানাহানী।
নির্ঘাৎ চিৎকার শব্দে কর্ণে নাহি শুনি ॥
ঐরাবত সম পরাক্রম গজবর।
দর্শনেতে ভগদত্ত কম্পিত অন্তর ॥
ভগদত্ত গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল ॥
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিলা ভীমের নন্দন ॥
সৈন্য বিনাশিতে দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখাদেখি দুই বীর মহাযুদ্ধ হয় ॥
দারুণ রাক্ষসী মায়া করেন প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ ॥
হেন মতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার।
প্রাণপণে দুইজনে হয় মহামার ॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে মহারণ।
কার শক্তি কেমন করিবেক বর্ণন ॥

অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর ॥
সাত বাণ সন্ধান করিয়া কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত ॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম বীর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থ উপরে করিল ॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনুমানে কুড়ি বাণ করিলা সন্ধান ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর ॥
পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তার ॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথী গজ অগণন ॥
পরে ভীষ্ম রথ সারি হয়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর ॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর ॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল ॥
কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপদ পাছু করে মহামতি ॥
সাধু২ বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন ॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টলিল ॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ ॥
হাঁসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনী।
ভীষ্ম রথ সারথী আর চারি অশ্ব গণি ॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলেন চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনুমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান ॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি তাহার উপর ॥

ইহাতে ত্রিপদ পাছু করিল স্পন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি নন্দন কুন্তীর।
রথি দশ সহস্র মারিল ভীষ্ম বীর॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥
পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণ সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আইলেন আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা গতি নাহি আর॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বুঝিয়া ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্ব কথা কেন রাজা না কর অন্তরে॥
শৈশবে একত্র বাস করিতা যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন॥
একারণে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া॥
দুষ্ট মন্ত্রি সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন॥
দৈবযোগে ব্রাহ্মণ ভোজন সেই দিনে।
ব্যাধ পত্নি এল এক অন্নের কারণে॥
তার সঙ্গে পঞ্চ পুত্র দেখি তব মাতা।
জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা॥
কিবা নাম ধরে তব পুত্র পঞ্চজন।
কি নাম তোমার হেথা গতি কি কারণ॥
ব্যাধপত্নি বলে দেবী নিবেদন করি।
পাণ্ডু ব্যাধপত্নি আমি কুন্তা নাম ধরি॥
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীম পুত্র যে দ্বিতীয়।
চতুর্থ নকুল নাম অর্জ্জুন তৃতীয়॥
সহদেব পঞ্চমের নাম যে কোমল।
আমার বৃত্তান্ত দেব শুনহ সকল॥
নিত্য কর্ম্ম মৃগয়া করেন মোর স্বামী।
উদরার্থে মাংস বিক্রি করিতাম আমি॥
স্বামী গেল জাল নিয়া মৃগয়া কারণ।
না পাইয়া মৃগ বহু করি অন্বেষণ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসি দুঃখ মনে।
হেন কালে এক মৃগী দেখিল নয়নে॥
মৃগীর প্রসব কাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত॥
এক দিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে।
আর দিকে স্থান ছাড়ি দিল অতি বেগে॥
আপনি যে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুল হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে॥
চারিদিকে নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতরা হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদবনন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ তারণ॥
তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে ধরয়ে অমনি॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতরা হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া॥
শুনি নারায়ণ হয়ে সদয় হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ জল বরিষয়॥
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাস।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশ॥
ব্যাধ শিরে তখনি হইল বজ্রাঘাত।
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ॥
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু।
অন্ন হেতু দেখি তব সদনে আইনু॥
শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী।
দয়া উপজিল তারে দিল অন্ন আনি॥
উদর পূরিয়া অন্ন খায় ছয় জন।
সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা তোমা সবে পোড়াবারে
রাত্রি যোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে॥
প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে।
সহদেব তুমি জিজ্ঞাসিলা রাজা রোষে॥

সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন।
বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবারণ॥
স্তম্ভের নীচেতে পথ সুড়ঙ্গ ভিতর।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর॥
সেই পথে ছয় জন হইল বাহির।
গদা ছাড় আইলেন ভীম মহাবীর॥
ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে॥
তবে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন।
আমার সমান দিব এক শত জন॥
শুনি নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে।
গদা লয়ে বাহির হইল ভীমসেনে॥
দ্বারকায় ছিলেন প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল হৃদয়॥
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মক দুহিতা।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা॥
শ্রীহরি কহেন ইহা বলিবার নয়।
এ কথা প্রেয়সি নাহি জিজ্ঞাস আমায়॥
সেই মহা অগ্নি তাপ নিজ অঙ্গে নিয়া।
তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়া॥
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয়॥
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে।
রজনী বঞ্চিলা সবে সানন্দ অন্তরে॥
ভীষ্মপর্ব্ব কথা ব্যাসদেবের চরিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

পঞ্চ দিনের যুদ্ধ।

আর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দলে।
সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুকুলে॥
রচেন শৃঙ্গট নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গ রচিল সাত্যকি ভীমবীর॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন রহেন মধ্যদেশ॥
তার পাছে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র সনে।
অভিমন্যু বিরাট রহিল অনুক্ষণে॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর তাঁহাদের কাছে॥
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি কহিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
নানা অস্ত্র লইয়া আস্ফালে সব যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥
যুদ্ধ হয় নানা বাণ ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগণমণ্ডলে॥
দেখিবার কার্য্য থাকুক কর্ণে নাহি শুনি।
পরস্পর নাহি জ্ঞান বাণে হানাহানি॥
অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর।
দেখিয়া করিল ক্রোধ ভীষ্ম বীরবর॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীম নহে উন।
হস্তেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ॥
যতেক পাণ্ডব দল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥
কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ॥
কাহারো মুকুট কাটে কারু কাটে দণ্ড।
কাহারো ধনুক কাটে কারু কাটে মুণ্ড॥
হস্ত পদ কাটে কারু কারু কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মেরে মারিতে যান সক্রোধ অন্তর॥
গদা হস্তে ভীমসেন ধাইলেন বেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি দিল যমালয়॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারিল শর।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব দিল যমঘর॥
লম্ফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করেন মহা পণ্ডিত রণেতে॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥

অন্তরীক্ষে অর্জ্জুন কাটেন সর্ব্ব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হৈল ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখাদেখি দুইজনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ॥
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায় তারে মারে না করে বিচার॥
যেন ইন্দ্র বজ্র হস্তে ভাঙ্গে গিরিবর।
পদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর॥
মাদ্রীপুত্র দুইজনে ভাঙ্গে পাটোয়ার।
সহস্র সহস্র রথ মারে আসোয়ার॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর॥
ধ্বজছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
দুই দলে কোলাহল কিছু নাহি শুনি॥
হেনকালে রণে আইল ইলাবন্ত নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া আইল সংগ্রাম ভিতর॥
তীর্থ যাত্রা করেন যে কালে পৃথিবীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর॥
অনূঢ়া নাগের কন্যা উলুপী আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল॥
অর্জ্জুনেরে তথায় লইল ছল করি।
প্রদান করিব তারে উলুপী সুন্দরী॥
তার গর্ভজাত বীর ইলাবন্ত নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম॥
ঐরাবতে পাঠাইল দেব পুরন্দর।
ইলাবন্তে আনিলেন আপনি গোচর॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতুলী করিল।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হৈল॥
আসিয়া সমরে ইলাবন্ত করে রণ।
সুবলের পুত্রগণ আইল তখন॥
পাশিয়া তোমর শেল মুষল মুদ্গর।
ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণ বৃষ্টি করে।
একে একে মারিয়া পাঠায় যমঘরে॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেতে প্রহারে।
জর্জ্জর করিল বীর ইলাবন্ত শরে॥
অনেক মারিল তবে কুরু সৈন্যগণ।
সসৈন্য সাজিয়া আইল দেখি দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নিজ সৈন্য করিলা আদেশ।
ইলাবন্ত বীরেরে মারহ সবিশেষ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিলা আর।
ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতিকার॥
সাবধান হয়ে তারে করহ নিধন।
তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোনজন॥
অলম্বুষ ইলাবন্তে হয় মহারণ।
অলক্ষিতে মায়া যুদ্ধ করে দুইজন॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্র বিশারদ কেহ নহে উন॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস॥
দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির॥
চোখ২ বাণে পুনঃ পুরিয়া সন্ধান।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর॥
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন তনয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন রাক্ষস হৃদয়॥
বাণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল।
সারথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল॥
তবে সৈন্য সংহারিয়া ইলাবন্ত বীর।
কৌরবের সেনাগণ সমরে অস্থির॥
সৈন্যের দুঃখিত দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
ইলাবন্ত সহ গেল করিবারে রণ॥
যেই হৈল বেগে আসে রাজা দুর্য্যোধন।
ইলাবন্ত তাহার কাটিল শরাসন॥
রথধ্বজ কাটিলেন রথের চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি দিল যমালয়॥

বিরথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
অন্য রথে চড়িয়া নানা অস্ত্র বরিষে ॥
বাণে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর।
বাণেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর ॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন ॥
দেখিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর।
কাটিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর ॥
কাহার কাটিল ধনু কারু কাটে গুণ।
কাহারো সারথি কাটে কারু কাটে তূণ ॥
নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
অস্ত্রাঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥
বাণাঘাতে কত বীর গেল যম লোক।
দেখি দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক ॥
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার।
পাণ্ডবের সৈন্য মধ্যে আনন্দ অপার ॥
সিংহনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল।
কৌরবের সৈন্যেতে রোদন কোলাহল ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
ইলাবন্ত শরে সবে ব্যথিত জীবন ॥
কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া।
দিব্য রথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া ॥
মুখামুখী দুইজনে পুনঃ যুদ্ধ হয়।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর হৃদয় ॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার সৃজন।
শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া কৈল চুর ॥
মায়া দূরে গেল করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধয়ে করিয়া প্রাণপণ ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ লয়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায় ॥
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইলাবন্তে মারে খড়্গ করিয়া সাহস ॥
দোঁহে দোঁহা পুনঃ২ করয়ে ঘাতন।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন ॥
রণ ভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া আইল রণের ভিতর ॥
ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায়।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ॥
তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোপে।
ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে এক লাফে ॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার।
তাহাতেও না হইল রাক্ষস সংহার ॥
লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ লয়ে করে।
খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত শিরে ॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল।
অলম্বুষ রাক্ষস হাসিল খল খল ॥
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়িলেন ইলাবন্ত বীর ॥
ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচ আইল মহাবল ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
অস্ত্র বরিষয় সবে অতি ক্রোধভরে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥
গদা লয়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ড হস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণ গুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টি জল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সমরে বাণ বীর বৃকোদর ॥
পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যেন মহাকুতূহলে।
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥

পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধ মন।
অর্জ্জুন করেন ঘেরি অস্ত্র বরিষণ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটেন তাহা গঙ্গার কুমার॥
অগ্নি বাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্য পথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর॥
রথ হস্তী আর পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার॥
মূষল ধারাতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ব্বাপণ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসে বুলে জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ি বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগণ উপর॥
নিমিষেত যত সর্প করিল আহার।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার॥
শিখি বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার॥
শত শত শিখা উড়ে গগণ উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্মপর।
নিশা জানি শিখীগণ গেল দিগান্তর॥
মহা অন্ধকার সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্করাস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়॥
সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহা কুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি অষ্ট বাণ নিক্ষেপিল॥
এমন যে অষ্ট বাণ তীক্ষ্ণ বেগে গেল।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল॥
সাত বাণ মারিলেন ধ্বজের উপরে।
আশী বাণ মারিলেন প্রভু গদাধরে॥
আর বার বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকাতে॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধি হয় অতিশয়।
পঞ্চবাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের হৃদয়॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি দিল যমদ্বার॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর কাটেন অর্জ্জুন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ॥
কৃষ্ণের প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয়ে বীরবর।
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর॥
বাণ কাটি অর্জ্জুন করেন খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান॥
এইরূপে দুইজন বরিষয়ে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহতে সঞ্চারে॥
মন্ত্র অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হইল ভীত মন॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ।
শূন্য পথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
ভাদ্রমাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার॥
সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল।
মহা শব্দ করি আইল যত কুলাচল॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর

বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির ॥
দেখিয়া করেন সব দেব হাহাকার।
গাণ্ডীব টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার ॥
হুহুঙ্কার ছাড়েন ছাড়েন বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান ॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল ॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরে আসিল পরে সব যোদ্ধাগণ ॥
সাধু২ বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারিল ॥
বাণে নিবারিলেন তাহা পার্থ ধর্দ্ধর।
পরাজয় কেহ নহে বিক্রমে সোসর ॥
চক্ষু পালটীতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥
দেখিলেন পার্থ বীর কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর ॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্ময় মানিল ॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজনে নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিব ভববারি ॥

কর্ণ ও দুর্য্যোধনের এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠইয়া,
আনাইল সূর্য্যের নন্দন ॥
বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহিলেন কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন ॥
পাণ্ডবে জিনিবে রণে,হেনআশা করিমনে,
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সব জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানয়ে ভীষ্ম মহাশয় ॥
সেনাপতি করিতারে, ভাসি সুখপারাবারে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধি তাহে দেয়বাদ,
হীন বল হই দিনে দিনে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত,
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবের স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি,
সবে দেখ উপেক্ষিয়া রণ ॥
রণে পড়ে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত, মহাভয় উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভালযুক্তি দেহমোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডব মরিবে ॥
বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু নরবর,
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহকার্য্য, তবে সে পাইবেরাজ্য,
হইবে পাণ্ডব পরাজয় ॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ,
না ছাড়েন পাণ্ডবের আশ।
এতেক পাণ্ডবভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহেশক্ত,
সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস ॥
বসিয়া দেখেন যুদ্ধ, আমি করি কার্য্যসিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই যে মন্ত্রণা কর সার ॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিতবাক্য মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কায,
শুন পিতামহ ভীষ্ম বীর ॥
স্বীকার করিলে পূর্ব্বে, শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে কর উপেক্ষিয়া রণ।

আমার ভাগ্যের বশে,চতুর্দ্দিকেশত্রুহাসে,
আজ্ঞা কর করি কি এখন ॥
সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধবে পরিহার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোররণে ॥
দুর্য্যোধনবাক্য জালে ভীষ্মঅগ্নি হেনজ্বলে,
চক্ষু পাকলিয়া উঠে রোষে।
পূর্ব্বেতে বলিনু তোকে, শুনিয়াছে সর্ব্ব
লোকে, হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে ॥
আমাকে বলিছ বৃদ্ধ, কর্ণের কিআছেসাধ্য,
বল কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণবীর কি করিল তারে ॥
উত্তর গোগৃহ রণে, সাজিলেন সৈন্যগণে,
গোধন বেড়িয়া গিয়া সবে।
একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়,
কর্ণবীর কি করিল তবে ॥
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসেন যারে।
এতিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে ॥
ইন্দ্রকে জিনিয়া রণে, দহিছে খাণ্ডববনে,
অগ্নিরে অর্পিল একেশ্বরে।
নিবাত কবচ জিনে, কালকেয় আদিগণে,
অর্জ্জুন জিনিতে কেবা পারে ॥
এতেক দুর্ব্বার রণে,তাহে সখা রাজগণে,
সমূহ পঞ্চালগণ সাতে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যার সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হলেন তিনি রথে ॥
পূর্ব্বকথা কহিশুন, মহারাজ দুর্য্যোধন,
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরাণ রঙ্গে,
মহা আনন্দিত ব্রজপুরী ॥
যত ব্রজবাসীগণ, করে যজ্ঞ আরম্ভন,
সুরপতি পূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন, সেইসর্ব্ব আয়োজন,
পর্ব্বতে করেন নিবেদন ॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, সর্ব্ব দেবে নিয়াসাথ,
হস্তী সহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্রি ঝড়বৃষ্টি, করিয়া সজ্জান সৃষ্টি,
ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন ॥
যত গোপ ব্রজবাসি, কাতর হইয়া আসি,
শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল।
তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন,
বাসবের কোপ উপজিল ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, ত্রিভুবন কম্পমান,
বজ্রাঘাত সতত হইল।
সাতদিন হেনমতে, কহিলেন সুরনাথে,
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল ॥
সুরপতি যান স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ,
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবের অনুক্ষণ,
রক্ষা করে যেন পুত্রে তাত ॥
কাহার যোগ্যতা তারে, বিনাশ করিতে,
পারে যাহার সাক্ষাৎ নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি,নিমিষে বধিতে পারি,
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
কল্য ঘোর রণ হবে, হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।
ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলি গেল আপন শিবিরে ॥
ব্যাস বিরচিল কথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রুতমাত্র কলুষ বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে সাজিল দুইদল।
নানাবাদ্য সহ করে সৈন্য কোলাহল ॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়য়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সর্ব যোদ্ধারা গরজে ॥

মহারথীরথিগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করিয়া ধাইল চতুর্দ্দিতে ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে২ পদাতিক যুঝে ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভুষণ্ডী তোমর।
নানা বাণ মারে যেন বর্ষে জলধর ॥
গদা হাতে কর্ণবীর অতি বেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারয়ে সম্মুখে যারে পায় ॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ ॥
রণ দর্প করি বীর প্রবেশি সমরে।
শত২ বীরগণে দিল যমঘরে ॥
শত২ হস্তি মারে পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কুল ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একেবারে ত্রিশ বাণ সন্ধান পূরিল ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গে কাটী সহদেব করে খান২ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পুরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃ২ যত বাণ মারিল শকুনি।
শীঘ্রহস্ত সহদেব খড়্গে ফেলে হানি ॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ লয়ে হাতে।
অশ্ব সহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥
অশ্ব সহ সারথি সমরে গেল কাটা।
পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাটা ॥
শকুনি চলিয়া গেল ত্যজিয়া সমর।
রথে চড়ি সহদেব নিল ধনুঃশর ॥
জয়দ্রথ নকুলে বাজিল ঘোর রণ।
নানা বাণ করিলেন দোঁহে বরিষণ ॥
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারিল শরে।
পরাজয় কাহারো না হইল সমরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোকে দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুইজনে বরিষয়ে শর ॥

সহস্র২ সেনা পড়িল সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখি তাহা রুষিল অন্তরে ॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ২ সৈন্যগণে দিল যমঘর ॥
তাহা দেখি রুষিলেন অর্জ্জুন নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুন তনয় ॥
একেবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল ॥
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান২ ॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটীতে।
সেই ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে ॥
পুনঃ২ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন তনয় ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যম পথে ॥
সহস্র২ রথি গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উরু ॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে অস্ত্র বরিষণ।
সব শর নিবারিল অর্জ্জুন নন্দন ॥
দোঁহে২ অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভুষণ্ডী তোমর।
চক্র শূল শক্তি জাঠি বর্ষে নিরন্তর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন জল বর্ষে ধারে।
সেইমত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে মারিলেন তীক্ষ্ণশর ॥

শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচ দিন যুদ্ধে সব গিয়াছিল ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি অর্জ্জুন সমরে দেহ মন।
বুঝিব কিমতে আজ রাখ সৈন্যগণ॥
এতবলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ২ বাণ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর॥
দেখি ভীষ্ম পঞ্চবাণ মারে অতি রোষে।
মূর্ত্তিমান হয়ে বাণ শূন্যপথে আসে॥
দেখি পার্থ দুই বাণ করিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটিয়া করেন খান২॥
দেখি মহাকোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে২ দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথী রথীর শরাসন॥
আট বাণে মারেন রথরে চারি হয়।
আশীবাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়॥
লক্ষবাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথিরে পাঠান যমঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর অন্য ধনু লৈয়া।
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া॥
শূন্য মার্গ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ২ সেনা মারি করিল সংহার।
শত শত জন মারে কত আসোয়ার॥
হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ধনুখান ভীষ্মের করিল খান২॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরি॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লাজ পায় মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণে।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবনে॥
এতেক বলিয়া নিল ভীষ্ম মহাশয়।
নারায়ণ নাম তাঁর খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপুত করিয়া ধনুকে বসাইল॥
বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারি করিবে সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর॥
সবারে সংহার করি লহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধার পূরিল॥
বাণ হৈতে বিষ্ণুতেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হইল নড়িল চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥
দেখিয়া পাইল ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগৎ নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণে এত ভীত॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে॥
নারায়ণ ডাকিয়া বলেন সর্ব্বলোকে॥

পাণ্ডব সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুঃশর ॥
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি বলেন ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন ॥
নৃপতি সহিত তার যত যোদ্ধাগণ।
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেন ॥
তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় যেন পুড়ে মর শরে ॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
শর ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল ॥
ভীম বলে হেনবাক্য না কহ আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে ॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥
কি কারণে প্রাণ ভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব ॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া তাহাতে চিন্তা হইল হরির ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগণে ধাইল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল।
ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আইলেন।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান।
ঘোরনাদে গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে ॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
আচ্ছাদিল ভীমসেনে নিজ কলেবরে ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে তেজ সব সম্বরিল ॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥
দেবগণ সবে করে স্বর্গে জয়২।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয় ॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন।
ধনু এড় করিছেন কৃষ্ণের স্তবন ॥
জয়২ নারায়ণ ভুবন কারণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি জগৎ তারণ ॥

নমো২ বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট দর্পহারী ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথেতে গেলেন গদাধর ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষল ধারে অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র২ রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন শমন সদন ॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম করেন সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর।
সবে নিবারিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ ॥
হেনমতে বহুযুদ্ধ হয় দুইজনে।
নাহি লিখিলাম আর বাহুল্য কারণে ॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চশর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
মারিল অযুত রথী ভীষ্ম মহাবীর ॥
জয়শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছ[া]দিন হইল সমর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সমরে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন।
ধনুক হুঙ্কার ঘোর রথের নিঃস্বন ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ার আইসে যত পদাতিক সাজে ॥

মুষল মুদ্গর শেল পরশু তোমর।
ভুষণ্ডী পট্টীশ গদা বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহাকোহল।
যেমন প্রলয় কালে সমুদ্র কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনের যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥
মুষল ধারায় যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশি সমরে।
সহস্র সহস্র রথী দিল যমঘরে॥
গদা হস্তে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর বড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ২ বাণ।
দ্রৌণীর যতেক অস্ত্র করে খান খান২॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
দেখি অশ্বত্থামা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল।
সমরে রুষিল বীর হইয়া প্রবল॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চবাণ।
দ্রৌণীর ধনুক কাটি করে খান খান॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
চোখ২ বাণ মারে ভীম মহাবল॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখে সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল॥
কোটি২ রথী মারি দিল যমালয়।
ভীমের সমুখে আর কেহ নাহি রয়॥

দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখ মতি।
রাজগণে আদেশ করিল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যান ধনু ধরি বেগে॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে২ নিবারয়ে বীর বৃকোদর॥
চোখ২ বাণে বিন্ধে সবার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির॥
এড়িলেন কোপে রাজা এক শত বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
পুনঃ সপ্ত বাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড২ করি তাহা পড়ে ভীম শরে॥
শর নিবারিয়া করে অস্ত্রের প্রহার।
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার॥
বিরথি হইয়া বীর ভাবে মনে মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ॥
বাণ নিবারিয়া ভীম করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন।
রথের উপরে পড়ে হয় অচেতন॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়ে।
নিমিষেকে সবাকারে দিল যমালয়ে॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবন কুমার।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে দিল যমদ্বার॥
চেতন পাইয়া উঠি কলিঙ্গ রাজন।
ভাই সব মৃত্যু দেখি মহাশোক মন॥
যাটি সহস্র হস্তি যে রাজার ভিড়নে।
সবারে আদেশে রাজা প্রবেশিল রণে॥
ডাকিয়া বলিল ভীমে শুন বীরবর।
সমরেতে বিনাশিলে মম সহোদর॥
মোর সহ স্থির হয়ে করহ সমর।
হস্তির চাপনে তোমা দিব যমঘর॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি দিব যমালয়॥

যে সকল মাতঙ্গের কর অহঙ্কার।
মুদ্গর আঘাতে সব লব যমঘর ॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥
এত বলি গদা লয়ে যায় বীর বর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর ॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
ঊনপঞ্চাশত বায়ু গদাতে প্রবেশ ॥
গদা ফিরাইয়া বার বয় মহারোষে।
উড়াইয়া হস্তীগণ ফেলিল বাতাসে ॥
আকাশেতে ঘূর্ণি বায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণমান হয়।
অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায় ॥
একৈক যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥
পর্ব্বতে কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায়।
একেবারে কলিঙ্গেরে লয় যমালয় ॥
রথ অশ্ব সহ সবগুঁড়া হয়ে গেল।
দেখিয়া কৌরব দলে আতঙ্ক হইল ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া২ মারে চোখ চোখ বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একেবারে।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥
দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেক হাতে ॥
বাণ বৃষ্টি করি বার নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর ॥
দোঁহে দোঁহা পরে করে অস্ত্র বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥

শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
শরেতে জর্জ্জর হৈল উভয় শরীর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন।
শকুনির কাটিলেন হস্ত শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য ভল্ল পঞ্চ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
অস্ত্রাঘাতে শকুনি হইল অচেতন।
অন্য রথে উঠাইয়া নিল যোদ্ধাগণ ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর ॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে যাটি শর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর ॥
অন্য রথে চড়ি দ্রোণপুত্র বিপ্রবর।
মারিলেন আর্জ্জুনিকে সহস্রেক শর ॥
অর্দ্ধপথে কাটিলেন অভিমন্যু বীর।
সন্ধান পূরিয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥
হেনমতে দুই জনে বরিশয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুন দুই মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয়।
সমান বিক্রম নাহি কারো পরাজয় ॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষয়ে শর ॥
বাণে বাণ নিবারেণ গঙ্গার নন্দন।
করিয়া অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥
অস্ত্রে কাটি অর্জ্জুন করিল নিবারণ।
পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার।
শরাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার ॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ২ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম লয় ধনু।
আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু ॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে।
আর যাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে ॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেন ধ্বজে।
শরাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥

লক্ষ২ শরাঘাতে মারে সেনাগণ।
হয় গজ রথি পড়ে কে করে গণন॥
বহিল শোণিত নদী খরতর স্রোতে।
রথ অশ্ব গজপত্তি ভাসি বুলে তাতে॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
সেইবাণে কাটিলেন গাণ্ডীবের গুণ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়।
রথী দশ সহস্র মারিল মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সপ্ত দিনের হইল সমর॥

কৃষ্ণার্জ্জুনের ছলে দুর্য্যোধনের
মুকুট আনায়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর॥
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়া।
সবিনদয় কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হৈয়া॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥
নিক্ষত্র পৃথিবীকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে॥
সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ তোমার যে ঘুষিবেক সবে॥
রুষিয়া উঠিল তবে ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হইতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী নন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্য্যোধন॥
কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব এক শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চজন।
নহিলে কি শক্তি কার সহে মম রণ॥
কালি পাণ্ডুপুত্রে মারিব এই শরে।
তবে যে আসিব আমি আপনার ঘরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ হইল।
দিব্য বস্ত্র গৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥
সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকী তনয়॥
কি মতে হইবে কালি যুদ্ধের কারণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ তুমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হইতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
পাণ্ডব বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইবে নিধন।
কি উপায় ইহার হইবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করিহ।
ধনঞ্জয় বীরেরে আমার সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্ম স্থানে আনি পঞ্চবাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইয়া বিস্ময়।
ছল করি কিরূপে আনিবা মহাশয়॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যবনে যখন আছিলা পঞ্চজন॥
দূত মুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার

দেখাইতে ঐশ্বর্য্য করিল আগমন।
সর্ব্ব সৈন্য সাজিলেন বিনা ভীষ্ম দ্রোণ ॥
করিতে প্রভাস স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা ॥
তোমার অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল ॥
শুনি ক্রোধে আইল গন্ধর্ব্ব বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর ॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণ সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল ॥
প্রেষণির মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলা মোচন ॥
তুষ্ট হয়ে পার্থরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন ॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কায।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব ॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুই জন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন ॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে ॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগ আনহ ঘুচুক মনোব্যথা ॥
শুনিয়া চলিল পার্থ অতি শীঘ্রতর।
দ্বারি গিয়া জানাইল নৃপতি গোচর ॥
শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল ॥
জিজ্ঞাসিলাকি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্বে অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার ॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল ॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদন ॥
মুকুট শিরেতে করি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এত রাত্রে কি জন্য হেথায় আগমন ॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর ॥
হাঁসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে ॥
হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনু কুমার।
কি হেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আমার ॥
শিব সনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলা তুমি পাণ্ডব সারথি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি পাণ্ডবে রাখিলে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আইলে ॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকীনন্দন।
অস্ত্র লয়ে দুই জন করেন গমন ॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃত দেহে যেন আসি প্রাণ সঞ্চারিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখ মন।
প্রভাতে করিল বীর বাহিনী সাজন ॥
হরষিতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে।
তুরি ভেরি দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে ॥
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আইল।
সৈন্যগণ কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল।
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে ॥
আসোয়ারে২ পদাতিক যুঝে।
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন।

পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইল অর্জ্জুন।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হতে দ্বিগুণ ॥
দুই শঙ্খ নিনাদে হইল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম ॥
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট নিলে তুমি।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি ॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার।
ব্রহ্মা হয় অগোচর কিবা অন্য আর ॥
ছল করি মম স্থানে নিলা পঞ্চশর।
বুঝিব কি মতে আজি করিবা সমর ॥
আজি মম প্রতিজ্ঞা শুনহ ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি যদি নাহি করি।
শান্তনু নন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন ॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি।
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥
অনন্তর ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল।
গগণ ছাড়িয়া বাণে অন্ধকার কৈল ॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান২ ॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্র হস্ত ভীষ্ম তাহা কাটেন সেইক্ষণ ॥
দোঁহে দোঁহাপরে অস্ত্র করয়ে প্রহার।
দোঁহাকার অস্ত্র দোহে করয়ে সংহার ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নেতে বাজিল ঘোর রণ।
চমৎকৃত হয়ে তাহা দেখে সর্ব্বজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেরে বাধিল মহাশর।
দ্রোণাচার্য্য শত বাণ হানিলেন পর ॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন মারিলেন আর দশ বাণ ॥
হাহাকার করে লোক দেখি মহারণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন করিলেন সে বাণ খণ্ডন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু পাইলেন লাজ।
শক্তি ফেলি মারিলেন হৃদয়ের মাঝ ॥
মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরিল সন্ধান।
দ্রোণের সে মহাশক্তি করি দুইখান ॥
মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষেণ শর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুক কাটীল বীরবর ॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য মাথে ॥
নিম্ন হয়ে এড়াইল দ্রোণ মহাবলি।
দুর্য্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী ॥
পরে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রথধ্বজ করি দুই খান ॥
বিরথি হইয়া বীর খড়্গ নিয়া যান।
সারথির মাথা কাটি কৃতান্তে পাঠান ॥
সে খড়্গ প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল।
চোখ২ শরে দ্রোণাচার্য্যেরে মারিল ॥
পঞ্চশরে খড়্গ কাটী আছন্ন করিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর।
অভিমন্যু রথে গিয়া উঠিল সত্বর ॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্ব্বজনা ॥
চমৎকৃত হন দোহে সংগ্রাম ভিতর।
দোহার প্রহার দোহে হইল জর্জ্জর ॥
মহাকোপে উপজিল বৃকোদর বীরে।
করিল প্রহার গদা রাজার উপরে ॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত ॥
পুনর্ব্বার করিলেন অস্ত্র বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ি পবন নন্দন ॥
দুইজনে নানা অস্ত্র করেন প্রহার।
দোহে দোহাকার অস্ত্র করিল সংহার ॥

মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন কাটিয়া করিল দুইখান॥
অন্য ধনু লইলেন রাজা বীরবর।
সে ধনুক কাটিলেন বীর বৃকোদর॥
পুনঃ২ দুর্য্যোধন যত ধনু লন।
কাটিয়া পাড়েন তাহা পবনন্দন॥
রাজার শঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ॥
ভীম প্রতি করিলেন বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা বীর বৃকোদর।
নিজ শরে সর্ব্ব বীরে করিল জর্জ্জর॥
কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি।
কারু কাথা কাটিলেন ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর না হইল স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড়২ বীর॥
মহাক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর।
সহস্র২ সেনা দিল যমঘর॥
সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সন্মুখে বীর আইল ঝটিতি॥
দিব্য অস্ত্র এড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুইখান॥
কাটা ধনু ফেলি বী· অন্য ধনু লৈয়া।
কৃপাচার্য্যে ঢাকিলেন শরশ্রেণী দিয়া॥
বাণে নিবারিয়া তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ মারিলেন শর॥
দোহে রণে বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
উভয়ের অস্ত্র দোহে করিল দ্বিখণ্ড॥
সাত্যকি সহিত হয় ভুরিশ্রবা রণ।
অভিমন্যু সহ যুদ্ধ সুশর্ম্মা রাজন॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে সমরে আইল।
উভয়ের পরাক্রম রণে প্রকাশিল॥
অশ্বত্থামা সহ যুদ্ধ দ্রুপদ রাজন।
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুদ্ধে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ সহিত যুদ্ধে বিরাট নৃপতি॥
নকুল সহিত হয় দুঃশাসন রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারেন কখন॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি॥
ধনুর্গুণ কাটী তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পাইয়া শকুনি পলাইল॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বরিষণ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ ঘোর দরশন।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণ॥
দুইবীর অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিবারণ করে দোহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শর পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান২॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর॥
অন্য গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একবারে বরিশয়॥
গগণ ছাইয়া হৈল বাণের সঞ্চার।
রবি তেজ আচ্ছাদিয়া হৈল অন্ধকার॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রাঘাতে হইলেন তিনি জ্বর২॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
পরে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপমন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করেন ঘাতন॥
পুনর্ব্বার দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু২ করি।
শরবৃষ্টি করি বীর আর ধনু ধরি॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
দোহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর॥
লক্ষ শর আর মারে সৈন্যের উপর।
কোটী২ সেনাপতি যায় যমঘর॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর॥
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির॥

মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের শরেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥
তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া ॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব সৈন্য সমনের গ্রাসে ॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
নাহি দিক বিদিক মিহিরের প্রকাশ।
শূন্য মাগ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান হইল অন্ধকার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামার্থ হীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শরগণ ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকী নন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে২।
চোখ২ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে২ ॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হইতে পড়েন তখন ॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মকে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিতা বসুমতি ॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আইসে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
রথ হৈতে পড়ুক দেখুক সর্ব্বলোকে ॥
শীঘ্র আসি কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সংগ্রামে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥
এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভক্তের অধিন তুমি বিরিঞ্চি মোহন।
নমস্তে সুদাম বিপ্র দারিদ্র ভঞ্জন ॥
ধ্রুবকে অচল পদ দিলা চক্রধারি।
প্রহ্লাদে রক্ষিলা হিরণ্যকশিপু সংহারি ॥
নমস্তে বামনমূর্ত্তি নমো জনার্দ্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ বিনাশন ॥
ভক্তের অধিন তুমি জানে চরাচরে।
আমারে প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলা সমরে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মম লোমাঞ্চ শরীর ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥
দশ নদ অন্তরে ধরেন দুই হাত।
সম্বর২ ক্রোধ ত্রিভুবন নাথ ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে ॥
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণ হইবেক জয় ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্ষান্ত হয়ে চড়িলেন রথের উপর ॥
অনন্তরে ধনঞ্জয় বীর শরাশন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার।
সহস্র২ গজ হইল সংহার ॥
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
এড়েন মহেন্দ্র বাণ মহেন্দ্র সমান।
লক্ষ২ রথী করিলেন খান২ ॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন ॥
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নবম দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি ॥
পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হবেন জয় ভাবেন তা মনে ।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিলা প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥
হেন বীর সহ যুঝিবেক কোন জন।
এতবলি চিন্তাকুল ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে।
আমার বচন শুন না চিন্ত অন্তরে ॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্ব্বদা করেন ভক্ত কল্যান বিহিত ॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহ মূর্ত্তি করেন ধারণ ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে কারণে তাঁহারে দিলেন যমঘর ॥
বলিরে ছলনা করি দিলেন পাতালে।
আধিপত্য স্বর্গের দিলেন স্বর্গপালে ॥
বিভীষণ রাজা হয় যাঁহার মহিমা।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তার সীমা ॥
হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি ॥
অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয়।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয় ॥
এত শুনি পাণ্ডবে প্রবোধ জন্মিল।
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ॥
প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন ॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন ॥
মহারথীগণ সবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ২ সেনা মারি করিল নিপাত ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর ॥
লক্ষ২ সেনা মারি দিল যমঘর।
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তীগণ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন ॥
নদী ফেণাসম ভাসে শ্বেত ছত্রগণ।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম ॥
শেওলা সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শ্মশ্রু সমান গজ ডুবিছে তাহাতে ॥
গ্রাহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্তপদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিকে ॥
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥
চণ্ডরণ দেখিয়া আইলেন চামুণ্ডা।
দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা ॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তার বদনা।
নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোল রসনা ॥
গজমুণ্ড লয়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়া নাচে হাসে খল২ ॥
নরমুণ্ড মালা কেহ গাঁথি পরে গলে।
গেড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে ॥
হাতেতে খর্পর করি রক্ত করে পান।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে ধায়।
শকুনি গৃধিনী কঙ্ক উড়িয়া বেড়ায় ॥
ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকার হয়ে চাহে যতেক অমর ॥
মহাকোপে ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল ॥
পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে ॥
যত যোদ্ধাগণ সবে করে ঘোর রণ।
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
তোমর ভূষণ্ডী শেল মুষল মুদ্গার।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥

মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
মারিল নিমিষেমাত্র অস্ত্রের অঘাতে॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
শরাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা লয়ে যায়।
মারিলেন ভীমের সারথি একঘায়॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ২ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান২।
অঙ্গের কবচ কাটিলেন তনুত্রাণ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতিবেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥
নিবারিল সর্ব্ব অস্ত্র পবন নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
তাহা দেখি রুষিল আচার্য্য মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু নিল ভীম চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে॥
মহাক্রোধ করিলেন বৃকোদর বীর।
গদা লয়ে ধায় পুনঃ নির্ভয় শরীর॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পুরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশবাণ॥
গদা ফিরাইয়া বীর করিল ঘাতন।
দ্রোণাচার্য্য রথে গদা করিল ঘাতন॥
রথ অশ্ব সারথি হইল সব চুর।
ভূমিতলে পড়িলেন দ্রোণ মহাশূর॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর।
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায়॥

চোখ২ বাণ গুরু পুরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান২॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকড়িয়া রথ রথী তুলিয়া ফেলিল॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হয়ে গেল॥
মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় অতি বেগে।
মুকুটির ঘায়ে মারে যারে পায় আগে॥
পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চুর।
বড়২ গজ ধরি ফেলে বহুদুর॥
রথে রথ প্রহারে গজে গজ মারে।
চরণে মর্দ্দিয়া পদাতিকেরে সংহারে॥
এইমত মারামারি করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর॥
পুনঃ আর রথে গুরু করি আরোহণ।
করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ॥
দেখি ভীম নিজরথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল আচার্য্য উপর॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন জলধর॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুন নন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল সন্ধান॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন নন্দন॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিল সক্রোধ হৃদয়॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চবাণ।
অভিমন্যু বীরের কাটিল ধনুখান॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমিষে।
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে॥
কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি॥

আর দুই বাণে তাঁর কবচ ভেদিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল ॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রে উত্তরিল।
অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল ॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল ॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
অস্ত্রবৃষ্টি করে বহু রণে হয়ে স্থির ॥
দ্রোণীর সমস্ত অস্ত্র কাটিলেন বীর।
পিতৃসম পরাক্রম সমরে সুধীর ॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
শরে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন কুমার ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে ॥
এইমত যুঝিয়া যতেক যোদ্ধাগণ।
লক্ষ২ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥
জাঠি শেল ঝকড় যে মুষল মুদ্গর।
বরিষার ধারা যেন বর্ষে নিরন্তর ॥
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়।
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়ায় ॥
শত২ কবন্ধ উঠিয়া করে রণ।
কাহার সামর্থ্য তাহা করিতে বর্ণন ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা ॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম করিল সুরাসুর।
দোঁহাকার শরাঘাতে কাঁপে তিনপুর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান২ ॥
শত অস্ত্র এড়িলেন গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন ছারখার ॥
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ ॥
তবে পার্থ দশবাণ পূরিল সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের করিল খান২ ॥
দুইবাণে কাটিয়া পাড়েন রথধ্বজ।
দুইবাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ ॥

ভীষ্মের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথী করেন নিধন ॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগণ ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥
না দেখি দিবস আর রজনী প্রকাশ।
শূন্য পথরুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
দেখি ইন্দ্র অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সর্ব্ব অস্ত্রগণ ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
দশবাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল ॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব তনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্র লইল যমঘর ॥
জয়শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল।
রথত্যজি শিবিরে চলিলা মহীপাল ॥
কৌরব পাণ্ডবদল গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দলে করিল সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ে কেহ করয়ে গর্জ্জন ॥
যুধিষ্ঠির দুইপার্শ্বে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥
তার পাছে সাত্যকি সহিত চেকিতান।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান ॥
দক্ষিণেতে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টকেতু বিরাট দ্রুপদ মহাশয় ॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্ম বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥
তার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর।
বামভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর।

দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপানন্দবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কাম্বোজ ঈশ্বর॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শতভাই দুর্য্যোধন ভূপতি মণ্ডল॥
পরস্পর দুইদলে হইল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥
পরে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥
সারথি বলেন তাকে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে বিনামেঘে বর্ষে পাণি॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজের উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাহা দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে।
বিমানেতে উড়ি যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
নবঘন শ্যামরূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল।
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে আপনি ধরহ অশ্ব ডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারী॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক শর একেবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশবাণ।
ছাড়িল বিংশতি শর লক্ষে হনুমান॥
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধে তাহা জর্জ্জর করিল॥
আর এক লক্ষ অস্ত্র সৈন্যোপরে মারে।
হয় গজ রথ সব অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক শর ফেলিল কাটিয়া॥
দুই বীর সন্ধান করেন হেনমতে।
লক্ষ২ সেনা মারি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন।
রোধিলেন শূন্যপথ এড়িয়া দর্পণ॥
জলস্থল ভারতের পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আছন্ন রবি না হয় প্রকাশ॥
দুই দলে রথ বহে বিচিত্র সারথি।
শত২ বিমানেতে যেন সুরপতি॥
নানাবর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগণে।
লাগিছে কর্ণেতে তালি অশ্বের গর্জ্জনে॥
সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ।
সমানে সমান যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ॥
মহারথীগণ অস্ত্র ক্ষেপণ করিল।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় মেদিনী ঢাকিল॥
হস্তীগণে টোলাইয়া দিলেক মাহুত।
ধাইল পর্ব্বত লক্ষ যেমন অদ্ভুত॥
ঈষা সম গজদন্ত মহাভয়ঙ্কর।
শুণ্ডে২ জড়াজড়ি যুদ্ধ নিরন্তর॥
দুইদলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল।
বিপরীত শব্দেতে উঠিল কোলাহল॥
ভীমসেন মারিল অনেক যোদ্ধাগণ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
দেখি মহাক্রোধভরে পবননন্দন।
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল তখন॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর॥
মর্ম্মব্যথা পাইলেন দুঃশাসন বীর।
অজ্ঞান হইল অঙ্গে বহিল রুধির॥
আর বহু রথীগণে সংহারিয়া রণে।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে

দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীম অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিকে দিল যমঘর ॥
তাহা দেখি আগু হৈল অর্জ্জুননন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
পার্থ দত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর ॥
দুই বাণে চারি অশ্ব দিল যমঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর ॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুন নন্দন।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যত কুরুগণ ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ে সেইক্ষণ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিল রণ ॥
মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল দুই জনে।
কারো পরাজয় নাহি হয় সেই রণে ॥
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ॥
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরবদলে মহা হাহাকার ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন।
রাজগণে আশ্বাসিলা করিবারে রণ ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত ॥
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে।
শত২ সেনা মারি দিল যমপাশে ॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড।
যত রাজগণ বিন্ধি করে খণ্ড২ ॥
কাহার সারথি কাটে কারু কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণে নাহি চাহে পথ ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল ॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হয়ে ভঙ্গ দিল রণে কুরুপতি ॥
সিংহনাদ ছাড়য়ে পাণ্ডব সৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণে করয়ে নিধন ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি ভীষ্মে নিবেদিল কুরুবীর ॥
দেখি ভীষ্ম রাজারে আশ্বাসে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর ॥
যুদ্ধেতে নিয়ম আছে জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রামে ইথে না করিহ ভয় ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রোধ মন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বিন্ধিল সহস্র বাণে বীর ধনঞ্জয়ে।
দশ বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে ॥
কালান্তক যম প্রায় ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণ করিল অস্থির ॥
কাহারো সারথি কাটে কারু কাটে হয়।
মাথাকাটি কাহার লইল যমালয় ॥
কাহারে সন্ধান করে কারে এড়ে বাণ।
কুম্ভকার চক্র যেন ফিরে ঘূর্ণিমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া সর্ব্ব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আকাশ ছাইয়া শর করে বরিষণ ॥
নাহি দিক বিদিক না হয় সুপ্রকাশ।
দশদিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥
কোটি২ সেনা বীর হানিলেন রণে।
মারিলেন বীর লক্ষ২ হস্তিগণে ॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চশর করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম বক্ষদেশে করিলেন নিপাতন ॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্ব সহ সারথি দিলেন যমঘর ॥
কালান্তক সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সৈন্যগণ নাশিল সত্বর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য ঝোড়েঝাড়ে পড়ে ॥

অর্জ্জুন বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিত রণে॥
যুগান্ত সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমনি ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময়॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ॥
ভীষ্মের শরীর বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটী২ সেনারে পাঠান যমঘর॥
ব্যাঘ্র দেখি যেমন পালায় মৃগগণ।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ॥
অর্জ্জুনের শরজালে ভাঙ্গে সব সৈন্য।
জ্বলন্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য॥
গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়॥
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে উখাড়িয়া পড়ে গুণ॥
সন্ধান পূরিতে হস্ত হৈতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥
দুর্য্যোধন বাহনিতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে॥
গগণমণ্ডল হৈতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে২ অস্ত্রবৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণ গ্রাসে দিবাকর॥
ভীষ্ম বধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল॥
সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনেঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
যথাশক্তি ভীষ্মের সমরে কর হিত॥
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথি যত॥
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল।
শিবাগণ যেইমত কেশরি ঘেরিল॥
বাছিয়া২ সবে নানা অস্ত্র মারে।
হয় হস্তী আসোয়ার সঘনে সংসারে॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগণ ছাইয়া শীঘ্র বারষয়ে শর॥
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেক সবারে বিন্ধে চোখ২ শর॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল॥
ক্ষণেক চেতন পায়ে দশ বীরবর।
চারিদিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর॥
তাহা দেখি ভীমসেন ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ি গদা লয়ে সমরে ধাইল॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চুর।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে॥
পাণ্ডব বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড়২ বীর॥
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয়॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্য ভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুন বলিল ভীষ্মে ডাকি॥
মহাপরাক্রম আজ করিলা সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলা সৈন্যেরে॥
এখন আমার বীর্য্য দেখুক রাজন।
আপনা রাখিতে আর তবে জানি গুণ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধপথে ভীষ্মবীর কাটেন সত্বর॥

দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে ॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম ॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল।
গগণ অবধি শর বর্ষণ করিল ॥
মারিল সহস্র বাণ অর্জ্জুন উপর।
আশী বাণে বিন্ধিলেন কৃষ্ণ কলেবর ॥
ষাটি শর মারে বীর ধ্বজের উপর।
চারিবাণে চারি অশ্ব করিল জর্জ্জর ॥
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর।
কোটি যোদ্ধা মারিয়া দিলেন যমঘর ॥
হেনরূপে বাণ বৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥
প্রাণপণে অর্জ্জুন এড়েন অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ॥
জল স্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম।
বজ্রের সমান অস্ত্র মারিল বিষম ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥
কাহার কাটয়ে রথ কারু ধনুর্গুণ।
কাহার সারথি কাটে কারু কাটে তূণ ॥
মধ্যদেশ কাহারো যে কেলাইল কাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী ॥
অস্থির পাণ্ডব সৈন্য রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
বাণে২ কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুজ্ঝটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ ॥
বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ।
সাবধানে নাহি চলে চলে অশ্বগণ ॥
মহাক্রোধে যত বাণ মারেন অর্জ্জুন।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন ॥
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে বাণ যেমন উলুকা ॥
দেখি সবিস্ময় তাহে অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্র দত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥
কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
মনে২ বিচার করেন যদুপতি ॥
ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নহে ধীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন বীর হয় স্থির ॥
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে।
হেন জনে কোন বীর জিনিবে সমরে ॥
নিজ মৃত্যু উপায় করিল মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয় ॥
এতভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর ॥
আকাশে অমরগণ আইল সকল।
গগণে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল ॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেনকালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ॥
ঋষগণ মুনিগণ বৈসে সুরলোকে।
সপ্তবসু সহ সবে আইল কৌতুকে ॥
নিবৃত্ত২ ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশেতে ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজন ॥
ঋষিগণ মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুম বৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল ॥
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনুতনয় তাহা সকল শুনিল ॥
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয়কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে।
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল ॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে অগ্রে করি মার অস্ত্রগণ ॥

অর্জ্জুন বলেন শুন দেবকীতনয়।
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয়॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর॥
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে॥
অস্ত্র ত্যাগ করে ভিষ্ম হেটমুণ্ড হৈয়া।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়া॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব ঈশ্বর।
আমারে মারিবা করি কপট সমর॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম করে উচ্চৈঃস্বরে॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয় অন্তক তুমি বিদিত সবার॥
শুনিয়াছি পরশুরামের সহ রণ।
দেবের প্রতাপে তব কহে সর্ব্বজন॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত॥
পাণ্ডব সাহায্য হেতু করি মহারণ।
সংগ্রামে মারিব তোমা দেখুক সর্ব্বজন॥
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমাকে উপেক্ষি॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোকে পাণ্ডব পাইল॥
শরীর কাটিয়া যদি পাড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোনকালে॥
শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ব্বাণ।
মারিলেক ভীষ্মপরি পূরিয়া সন্ধান॥
শত২ বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তাকে বহু বুঝাইয়া॥
শিখণ্ডী এড়য়ে অস্ত্র হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক অস্ত্র বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয়॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন গজেন্দ্রের মন॥

হাঁসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নি সম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্র সম ফুটে॥
গঙ্গার নন্দন বিচারিল মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন॥
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ২ শর॥
এত চিন্তি শ্রীহরির চরণ ধ্যান করি।
উচ্চারণ করিলেন শ্রীহরি শ্রীহরি॥
বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনে ঘন।
শিশির কালেতে যেন কাঁপেয়ে গোধন॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে২ বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীন বল।
রথের উপর হতে পড়েন ভূতল॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর॥
হেনমতে শরশয্যা দিল বীরবর॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আইল দেখিবার॥
দুর্য্যোধন মহারাজা শোকাকুল হয়ে।
রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়ে॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
রথ ত্যজি যায় সবে শোকাকুল মন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ পার্থ সহ কর রণ॥
স্বয়ম্বর জিনি ভ্রাতৃগণে বিবাহিলা।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলা॥

বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলা পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুর কম্প হয়॥
বড় সাধ আমার আছিল মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সর্ব্ব পাব রাজ্যধন॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল॥
তোমার পৌরষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে॥
হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ॥
রথে হৈতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য অধিপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সহিত॥
শরশয্যায় যেখানে আছেন ভীষ্ম বীর।
প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে॥
শিশুকালে পিতৃহীন হইনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক নাহি জানি তোমার কারণে॥
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহকে যে মারিলাম শরে॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে॥
হাঁসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু২ বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল॥
মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন।
তত দিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি॥
শরীর উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন॥
রবির উত্তরায়ণ নাহি হয়ত যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ॥
এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণী।
সাধু২ গঙ্গাপুত্র কুরুকুলমণি॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত॥
দৈববাণী শুনি বীর হরিষ অন্তর।
চাহি দুর্য্যোধন রাজা বলেন উত্তর॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর॥
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান।
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপদান॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে॥
হাঁসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাদান কোন হেতু নরবর।
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সমর।
এতবলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয়।
তবেত অর্জ্জুন বীর নিয়া ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল॥
আনন্দিত হৈয়া মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হৈয়া।
আনিল শীতল বারি ভৃঙ্গার পূরিয়া॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া।

পৃথিবী ভেদিল বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥
মুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে॥
জলপান করি ভীষ্ম হলো তৃপ্ত মন।
দুর্য্যোধন চাহি পুনঃ বলেন বচন।
ভ ই২ বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত॥
দ্বন্দ্ব হৈলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয়॥
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচাগ্রে না দিব পাণ্ডবেরে॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল।
রক্ষা হেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নিরব হইল।
কৌরবেরা মিলি সবে শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় শুনে যেইজন॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন॥
পয়ার ত্রিপদীছন্দে করিয়া মিলন।
এতদিনে ভীষ্মপর্ব্ব করি সমাপন॥

ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।



[illegible] কৈলা পরাজয়।
[illegible]
[illegible]
পাণ্ডবে জিনিয়া সর্ব্ব পাব রাজ্যধন ॥
[illegible]
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে গঞ্জন ॥
তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে ॥
হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ ॥
রথে হৈতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য অধিপতি।
[illegible]
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সহিত ॥
শরশয্যায় যেখানে আছেন ভীষ্ম বীর।
প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর ॥
[illegible]গুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
[illegible] তাহা ফলিল সমরে ॥
[illegible]কালে পিতৃহীন হইনু [illegible]
[illegible]
আজি পুনঃ বিধি তাহে হই[illegible]
এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম ॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহকে যে মারিলাম শরে ॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥
হাঁসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলি[illegible]
সাধু২ বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসি[illegible]
মধুর কোমল স্বর আধক[illegible]
কহিতে লাগিল বীর চা[illegible]
এই যে দক্ষিণায়ন আ[illegible]
তত দিন শরীর না[illegible]

বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
[illegible]
শরীর উত্তরায়ণ হইবে যখন।
[illegible]
রবির উত্তরায়ণ নাহি হয়ত যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ ॥
এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণী।
সাধু২ গঙ্গাপুত্র কুরুকুলমণি ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত ॥
দৈববাণী শুনি বীর হরিষ অন্তর।
চাহি দুর্য্যোধন রাজা বলেন উত্তর ॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে [illegible]
[illegible] বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান।
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাদান ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥
হাঁসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম [illegible]
হেন উপাদান কোন হেতু [illegible]
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সমর।
এতবলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয়।
তবেত অর্জ্জুন বীর নিয়া ধনুঃশর।
[illegible]

পৃথিবী ভেদিল বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে॥
জলপান করি ভীষ্ম হলো তৃপ্ত মন।
দুর্য্যোধন চাহি পুনঃ বলেন বচন।
ভাই২ বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত॥
দ্বন্দ্ব হৈলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয়॥
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥

শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
বজ্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল।
রক্ষা হেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নিরব হইল।
কৌরবেরা মিলি সবে শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় শুনে যেইজন॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন॥
পয়ার ত্রিপদীছন্দে করিয়া মিলন।
... সমাপন॥

...র্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

দ্রোণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দ্রোণকে সেনাপতি করণের মন্ত্রণা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তাঁর হইল পতন॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ করি করয়ে রোদন॥
মহাশোকে রোদন করেন সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ মনে পাইল ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস॥
তোমাকে জিজ্ঞাসি সখে করহ বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করিছে তোমার॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর।
সদর্পে কহেন কথা নির্ভয় শরীর॥
মহাশয় কোন চিন্তা না করিহ তুমি।
একেলা পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
মিত্র আদি কর্ণেরে দিলেন আলিঙ্গন॥

হেনকালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি।
সার কথা বলি শুন কুরু মহীপতি।
কর্ণে সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান॥
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান।
এক মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে।
অর্দ্ধ রথী করি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি।
শুনি হৃষ্ট হয়ে কহে গান্ধারী সন্ততি॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি॥
কৃপাচার্য্য অশ্বথামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শকুনি দুর্ম্মুখ সঙ্গে চলিল সত্বর॥
হরষিতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া॥
প্রণমিয়া কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে করি সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী॥
ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ্য পালন কর হও কৃপান্বিত॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবা আপনি॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তারে ধরি নাহি হেন জন॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন শুন দুর্য্যোধন॥

সেনাপতি হব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে বাণ ধরিবে না কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর ॥
যুধিষ্ঠির তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয় ॥
এত শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করিয়া করিব মহারণ ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া হইল হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করি সেনাপতি ॥
জয় জয় শব্দ হয় কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজায়ে বাজনা ॥
শত শত জয় ঢাক বাজে জয় ঢোল।
মহাশব্দ হৈল যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
শত শত দামমা বাজে বাজে জগঝম্প।
কোটি২ সানি বাজে কোটি কোটি ডম্ফ ॥
মৃদঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতি।
থমক টমক বাদ্য বাজে নানাজাতি ॥
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা।

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণ সনে বসি সবে আনন্দিত মন ॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু নৃপতি ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপুত্র আর।
সভায় বসিয়া সবে করয়ে বিচার ॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নরবর ॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আতঙ্ক পাইয়া।
করিলেন জিজ্ঞাসা শ্রীকৃষ্ণেরে চাহিয়া ॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে ॥
ভুবন দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হন কৃতি ॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায় কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল যে আসিব দেশে আমি ॥
সভায় দ্রৌপদি লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের গতি কোনজন ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্ত তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ ॥
শত দ্রোণ হয়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে ॥
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়া করে রণ।
তবু তব পরাজয় না হবে কখন ॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমাকে ধরিতে হেন শক্তি আছে কার ॥
সহদেব নকুল যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমাকে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীম সেনাপতি করি তুমি কর রণ ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অমরশক্তি অকাতর মতি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
অভিষেক ভীমেরে করেন সেইক্ষণে ॥
ভীমে সেনাপতি করি ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হইলেন সব যোদ্ধাগণ ॥
বাদ্যগণ কোলাহলে কিছুই না শুনি
জয় জয় শব্দ করে যতেক বাহিনী

বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতি সুললিত।
বীণা বাঁশী বাজে আর সুমধুর গীত॥
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে করিব নিধন॥
এত শুনি হরষিত ধর্ম্মের নন্দন।
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ॥
সৈন্য কোলাহল যেন সিন্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জ্জনে শ্রবণ রুদ্ধ হৈল॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনি।
পৃথিবীর যত বাদ্য করে আচ্ছাদনী॥
হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনী॥
রাজারে রাখিবে সবে করিয়া যতন।
কোনমতে ধরিতে না পারে যেন দ্রোণ॥
হেথায় প্রভাতকালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে অগ্রে করি রণে আইল তখন॥
রথে চড়ি গেল বীর ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন॥
শরশয্যা শয়নে আছেন মহাবীরে।
দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ধীরে২॥
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্ন বদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডবের সনে॥
সেনাপতি করিলাম সমরেতে গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু॥
শুনি দুর্য্যোধন বাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতি॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিৎ না লঙ্ঘিহ আমার বচন॥
সকল মঙ্গল হবে পৌরষ অপার।
পৃথিবীর মধ্যে যশ রহিবে তোমার॥
তোমা সবাকার ভদ্র চিন্তি অনুক্ষণ।
এই হেতু তোমারে বলি যে দুর্য্যোধন॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি কারণ ক্ষয় কর কৌরব সন্তান॥
সৈন্য অপচয় মাত্র হবে ধন শেষ।
প্রজার পরম পীড়া নষ্ট হবে দেশ॥

যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম্ম অবতার।
তার সহ প্রীতিতে করহ ব্যবহার॥
রাজ্য ধন যে কিছু তাহারে দেহ তুমি।
যুধিষ্ঠির সম্মত করিয়া দিব আমি॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশ রক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা॥
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সসাগরা পৃথিবী তোমার করতল॥
কহি আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এইক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোনজন করিবে সমর॥
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে।
তাঁর সহ বিরোধে জিনিবে কোনজনে॥
অতএব তাঁর সহ কে করিবে রণ।
বংশরক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য স্থানে॥
দ্রোণাচার্য্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমন করিলে থাকে সকলে কুশলে॥
দেব তুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলা তুমি সবার কারণ॥
দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেই মত দুর্য্যোধন অজ্ঞানের প্রায়॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্ম্মবাণী।
কভু নাহি হয় সতী অসতী রমণী॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্বজন॥
কোন দোষ আমার দেখিলা তোমা সবে।
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে॥
অবিরত কটুকথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন গঞ্জনা অনলে তনু দহে॥

বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শক্র ভয় মোর কিসে॥
মৃত্যু হৈতে হয় তার পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি সমরে রহিবে তবু যশ॥
লোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ॥
পণ করিয়াছি রণ আপনি বিচারি।
কদাচিত অন্যথা করিতে নাহি পারি॥
এত বলি দুর্য্যোধন হয়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসন লয়ে চলে শীঘ্রগতি॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে ডাকিয়া পরে বলিল বিহিত॥
কালপ্রাপ্ত হইবেক বুঝি দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার বচন॥
নিশ্চয় জানিনু হৈল কুরুবল নষ্ট।
দিন দুই তিনমধ্যে মজিবে সমস্ত॥
এতবলি ভীষ্ম বীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য লয়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল॥
চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দৈবে সাধ্যনয়॥
রথে আরোহণ করি আইলেন বীর।
ভুবন বিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখেন আইল দুর্য্যোধন।
হইলেন বাহির সহিত নারায়ণ॥
করিয়া মকর ব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রথে আইলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই সৈন্যে কোলাহল হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কোল্লল॥
বাদ্য শব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিতা অশ্ব গজের গর্জ্জনে॥
মুহুর্মুহুঃ যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক টঙ্কার॥
পদাতি২ অগ্রে হইল সংগ্রাম।
গজে২ যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম॥
রথী২ যুদ্ধ হয় বীর জনে জন।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথন॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম॥
ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
সহদেব শকুনি হইল মহারণ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশ্মীর॥
এইরূপে জনে জন বাজিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর॥
মহাবাণাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে॥
রুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চধারে।
হইল প্রলয় যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে॥
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলা পুনঃ করিয়া বিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন পরিক্ষীতের নন্দন।
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ॥
দ্রোণ ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা॥
দ্রোণ গুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলেন দুর্য্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলা আপনে।
আমি জীয়ে ধরিতে না পারিবা রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আমি যদি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥

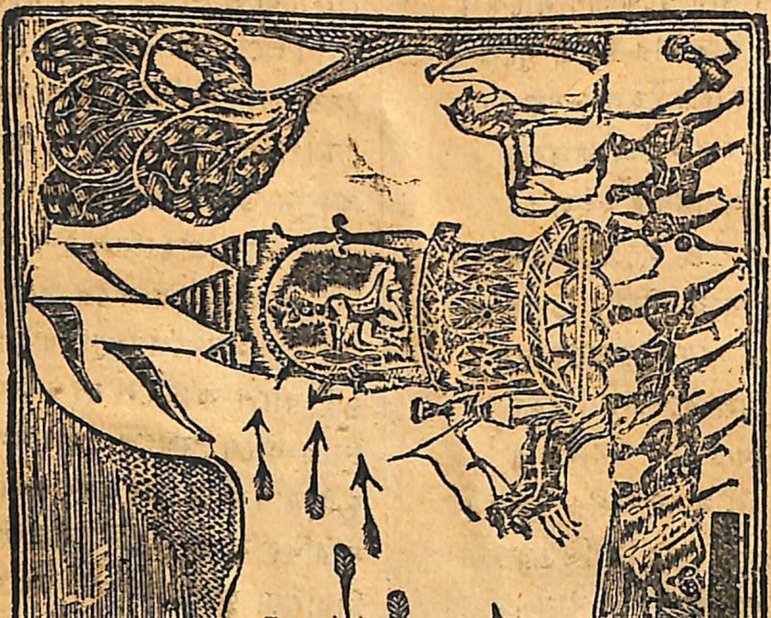
দুর্য্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন ॥
এত শুনি অর্জ্জুন বলেন আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবেক এত শক্তি কার ॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধ হুতাশন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শিষ্য স্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
সমর সংশয় আজি করাইব রণে ॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাঁসিয়া সত্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার ॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পুরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান২ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রুদ্ধ অতিশয়।
গগণ ছাইল তবে কার অস্ত্রময় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারেন আচার্য্যের বাণ ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
ধনু কাটি দ্রোণের করেন খণ্ড২ ॥
আর ধনু লয়ে দ্রোণ পূরল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে হুতাশন বাণ ॥
হইল সংগ্রাম স্থল সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয় ॥
এড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমিষেকে নিবারেণ ঘোর হুতাশন।
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল ॥
বায়ু অস্ত্রে সেনাগণে করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেণ পার্থ মহাবীর ॥
তবে অতি ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
বাণে চারি কাটিলেন তাঁর চারি হয় ॥
চারিবাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
আর দশবাণ তাঁর তারা যেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল বিকল।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুবল ॥

আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথে লয়ে সারথি সত্বরে পলাইল ॥
দ্রোণ ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করেন অস্থির ॥
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ পূর্ব্বে হইয়া অন্তর ॥
গদাযুদ্ধ করে তবে দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর ॥
বায়ুর সমান সদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুইজন প্রহারে দোঁহাকে ॥
দোঁহার প্রহার কারো নাহি লাগে গায়।
কেবল হইল যুদ্ধ গদায়২ ।
রাশি২ পড়ে খসি তাহাতে অনল ॥
চমকিয়া চাহে কুরু পাণ্ডবের দল।
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
দুইজনে দেখা যায় দুই গদাধর ॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পছে২ ধায়।
দেখি তবে ধাইল যতেক যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
গদা লয়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যে পায় ॥
তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
হস্তীগণে লইয়া মাহুত সেনাপতি।
ভীমের উপরে সে আইল শীঘ্রগতি ॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন ধায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায় ॥
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করি শুণ্ড ॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থির বায়ু মধ্যে রহে গগণ উপরে ॥

ভগ্ন গদা ফেলাইয়া শূন্য হৈল কর।
শূন্য করে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর॥
হস্তীর উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তী হস্তী চাপানে পড়িল চূর্ণ হৈয়া॥
শূন্য হস্তে ভীম বীর যুঝে রণ মাঝে।
হেন বীর নহে অস্ত্র ধরি অগ্রে যুঝে॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥
রণমধ্যে বৃকোদর নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর॥
মুষ্টাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমালয়॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর॥
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর্ণ বীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির॥
শূন্য হস্ত বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর॥
যেই দিকে বৃকোদর ক্রোধ দৃষ্টে ধায়।
হয় হস্তী রথপত্তি সকল পলায়॥
ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির ক্রমশঃ যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে যতেক বরীগণ।
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ॥
যোদ্ধাগণ চলিল চড়িয়া দিব্য রথে।
গজবাজি পদাতি চলেন যুথে যুথে॥
হস্তি২ মল্লে মল্লে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ারে যুঝে নানা অস্ত্র ধরে॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণে আগে করি।
রণস্থলে আইলেন হাতে ধনু করি॥
গগণ ছাইয়া বীর এড়লেন বাণ।
কোটি২ সেনাপতি ত্যজিলেন প্রাণ॥
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ লয়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কোপ মনে রথে চড়ি করিল গমন॥
অর্জ্জুন উপরে গেল পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান॥
দুই বাণে কাটিলে ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কুপিত অন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
গদা ফেলি মারিলেন অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে॥
কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনল সমান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করিল শত বাণ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল দুর্য্যোধন।
রথ লয়ে সারথি যোগায় সেইক্ষণ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধ।
দেখি ক্রোধে অগ্রসর দ্রোণের নন্দন॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চায় যত যোদ্ধাগণ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা মারে বাণ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রোণীর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বৃষ্টি ধারাবৎ বাণ করেন ক্ষেপণ।
নিমিষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন॥



উত্তর গোগৃহে যুদ্ধ।

বাণ ব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
মহাকোপে পুনশ্চ করেন অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল অশ্বত্থামা যোদ্ধাপতি ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে।
হস্তীর উপরে চড়ি চলিল সত্বরে ॥
দুঃশাসন দেখি কোপে বলে ভীম বীর।
গদাঘাতে আজি তোর লোটায় শরীর ॥
দ্রৌপদীর মানস করিব আজি পূর্ণ।
এত বলি গদা লয়ে ধায় অতি তূর্ণ ॥
হস্তীর উপরে গদা করয়ে ক্ষেপণ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন।
সৈন্যের মধ্যেতে পড়ি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদার প্রহারে মারে রথ রথীগণ ॥
তবে অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি।
যুদ্ধ করিবার বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চাপে নিজ রথে।
ভয়ঙ্কর ধনুক তুলিয়া নিল হাথে ॥
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া।
মারিলেন বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
অচেতন হৈল বীর পরিঘের ঘায়।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বৃকোদর।
মহাকোপে উঠিলেন কম্পিত অধর ॥
গদা ফেলি মারিলেন রথের উপর।
চূর্ণ হৈল রথখান দেখি লাগে ডর ॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি।
তাহাতে চড়িয়া অশ্বত্থামা মহামতি ॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ।
কাটী পাড়ে ভীম তাহা করি খান২ ॥

অতি ক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধায় মহাবল ॥
রথের উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
চূর্ণ হৈল রথখান ধূলি হয়ে উড়ি ॥
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলাইয়া যায়।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে২ ধায় ॥
হেনকালে কর্ণবীর হৈল আগুয়ান।
ভীমের উপরে মারে চোখ২ বাণ ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ।
কর্ণেরে এড়য়ে বাণ পূরিয়া আকর্ণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি।
রথ এড়ি ধায় বীর মহাক্রোধে বাটি ॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাশূর।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেন চূর।
লাফ দিয়া কর্ণবীর ধায় পলাইয়া।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেন গিয়া ॥
কর্ণ পলাইয়া গেল দেখি বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িয়া সত্বর ॥
বাণ বৃষ্টি করি বীর সৈন্যের উপর।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জ্জর ॥
হেথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি২ কাটিলেন সৈন্য নিরন্তর ॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল তাহে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন ॥
সেনাপতি তোমা করি করিলাম আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে করিয়া আশ্বাস ॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার ॥
আগে যদি সেনাপতি করিতাম কর্ণেরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে ॥
মহারথী দেখি করিলাম সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি ॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন পাইয়া।
তব অস্ত্রে মারে সেনা দেখ দাণ্ডাইয়া ॥

এতেক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্য্যোধন॥
পূর্ব্বে ইহা তোমা আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কায রণে॥
সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ সব কার্য্যে নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দন।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণ॥
তবে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি লইয়া।
আগে হৈতে গুরুপদে পড়িল আসিয়া॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলা ভবনে।
আজ্ঞা কর রাজা দুর্য্যোধন যাক বনে॥
তোমা বিনা যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
তোমার আশ্বাসে সদা থাকে দুর্য্যোধন॥
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
দুর্য্যোধন দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
অর্জ্জুন না থাকিলে ধরিব যুধিষ্ঠিরে॥
অর্জ্জুন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্য্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন॥
না থাকিলে ধনঞ্জয় সময় পাইয়া।
তবে ধরে দিতে পারে রাজাকে বান্ধিয়া॥
এতেক কহিতে হয় সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি
ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিরস বদন॥
কহিলেন গুরু অগ্রে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ॥
কি প্রকারে জিনি উপদেশ বল তুমি।
কেবল ভরসা তব করিতেছি আমি॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
এবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা দেখি যুদ্ধে বড় কৃতি।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে সে ধরিতে পারে ধর্ম্মের কোঙর॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংশপ্তকগণ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজাকে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন॥
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধ কর মহামতি॥
সসৈন্য উত্তরদিকে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ॥
সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি করিব নিধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সেনাগণ।
শুনি দুর্য্যোধন হৈল উল্লাসিত মন॥
নারায়ণী সেনাতে প্রধান সপ্তরথী।
তার মধ্যে সুশর্ম্মা হইল সেনাপতি॥
আনন্দিত মনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রে চলিল॥
অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইলা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ অগ্রে করি॥
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংশপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি মোরে দেহ রণ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম আজি সত্য অঙ্গীকার॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংশপ্তক সহ যান করিবারে রণ॥

রণেতে প্রচণ্ড বড় সংশপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত মন।
হাঁসিয়া বলেন তবে মিহির নন্দন॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংশপ্ত হাতে হইবে সংহার॥
হরষিত হয়ে বড় রাজা ত্বরাত্বরি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তকে ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন॥
দেখিলাম সংশপ্তকগণের সমর।
সংগ্রামে কেবল তারা শমন দোসর।
অর্জ্জুন বাহুড়ে রণে না বুঝি এমন।
নিশ্চয় সংশপ্ত হাতে হইবে নিধন॥
শত ভাই আমরা সহায় কর্ণ রথি।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে তার ভয় কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে।
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি ঘুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম।
অপূর্ব্ব করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানুষে।
ব্যূহ করি সবাকারে মারিব নিঃশেষে॥
আজি যে ধরিব আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচরে॥
চক্রব্যূহ করে তবে অদ্ভুত মানুষে।
মন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে॥
ব্যূহ মুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথি মধ্যে তাঁর রাখিয়া গণনে॥
বহু রথী হস্তী অশ্ব রাখে সেনাগণ।
ব্যূহ মুখে জয়দ্রথ রহে সচেতন॥
তাহার পশ্চাতে রহে মহাশয় দ্রোণ।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের নন্দন॥
স্থানে২ রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহ মধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে রণে পরাক্রমী রণে মহামত্ত॥
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সৈন্যে২ সমর বাজিল রণস্থলী॥
সৈন্যে২ মহাযুদ্ধ হৈল আগুয়ান।
গজে২ মহাযুদ্ধ আর পাছু আন॥
রথে২ যুদ্ধ হৈল অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হৈল মহামার॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহামার।
নিমিষেতে নিপাতিল যত সৈন্যগণ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
সংশপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি।
হেথা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যান দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির উপরে করেন শর বৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হৈল নাহি চলে দৃষ্টি॥
সহিতে না পারি বড় হইল ফাঁফর।
মুহূর্ত্তেকে যুধিষ্ঠির করিয়া সমর॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ মনোহর॥
চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেন খণ্ড॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীরে।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ অন্তর।
ধন্য২ করি দ্রোণে প্রশংসে বিস্তর॥
আজি ধরা গেল ধর্ম্মরাজ গুরু হাতে।
আজি মম মনোরথ পুরে ভালমতে॥
রাজার সঙ্কট দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
আগুলিল দ্রোণ আসি নির্ভয় শরীর॥

দ্রোণের উপরে এড়িলেন অস্ত্রগণ।
গগন ছাইল বাণে দ্রুপদ রাজন ॥
অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইল কম্পিত।
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত ॥
দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে হয় অতি ঘোর রণ।
দ্বারেতে থাকিয়া তাহা দেখিল রাজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ এড়ে তারা যেন ছোটে।
দ্রোণের ধনুক বীর চারি বাণে কাটে ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
ধনুক কাটীয়া ফেলে দ্রোণের অগ্রেতে ॥
আর ধনু লয়ে দ্রোণ গুণ দিয়া টানে।
সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে এক বাণে ॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবচ কাটী করে খান খান ॥
আর দশ অস্ত্র বীর এড়িল ত্বরিত।
অস্ত্রাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত ॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাণ্ডবের দলে তবে আনন্দ হইল ॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইল চেতন।
লাজে ভরদ্বাজ পুত্র মলিন বদন ॥
ক্রোধে এক ধনু লয়ে দিলেন টঙ্কার।
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সবাকার ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে বাণে বাণ পাঞ্চাল নন্দন ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হৈল কম্পমান।
একবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে বহিছে শোণিত ॥
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান।
রথ লৈয়া সারথি হইলা পাছুয়ান ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখে পলায়ন।
সারথিরে নিন্দা করি বলেন বচন ॥
সন্মুখ সংগ্রামে মোর ফিরাইলে রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নহি কি তেমত ॥
এইক্ষণে দ্রোণ আমি বিনাশিব রণে।
ঝাট রথ লহ দূত দ্রোণ বিদ্যমানে ॥
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে।
অবিলম্বে দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে ॥
পুনঃ মুখামুখী দোঁহে হইল সমর।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঠেকিল অম্বর ॥
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দুই ধনু কাটীলেন বাণে ॥
ধনু যদি কাটা গেল অন্য ধনু লয়।
সেই ধনু কাটী পাড়ে দ্রোণ মহাশয় ॥
যত ধনু লয় বীর কাটে পুনর্ব্বার।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদকুমার ॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে।
যত দূর যায় শেল তত দূর জ্বলে ॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ি দিব্য বাণ।
পাঁচবাণে শেলপাট করে খান খান ॥
শেল যদি কাটা গেল দ্রুপদ কুমার।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার ॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে লয়ে অসি ঢাল।
সন্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভা'ল ভাল ॥
ভাঙরি কাটীয়া বীর উঠে দ্রোণ রথে।
চারি অশ্ব কাটীলেন অতি শীঘ্র হাতে ॥
সারথি কাটীয়া দ্রোণে কাটীবারে যায়।
চমৎকার সর্ব্বলোক একদৃষ্টে চায় ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গুরু করিয়া সন্ধান।
অসি চর্ম্ম কাটি তার করে খান খান ॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে।
দশবাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন হৃদয়েতে লাগে।
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে বিমুখ দেখিয়া সর্ব্বজন।
করিলেন দ্রোণোপরি বাণ বরিষণ ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
হয় হস্তী পদাতিক করে খান খান ॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
করিছেন মনে চিন্তা কম্পিত শরীর ॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ বিন্ধে নাহি হেনজন ॥

হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত॥
আইলেন অভিমন্যু রাজার আদেশে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর রাজারে সম্ভাষে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পুত্র শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
প্রবেশ জানি যে আমি না জানি নির্গম॥
সেইকালে আছিলাম জননী জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে করহ বিধান॥
এতশুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত সব দিলেন করিয়া॥
হেনকালে জননী জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
প্রবেশ জানিনু ব্যূহ নিগম কারণ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
শ্রীধর্ম্ম বলেন পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ॥
ব্যূহ ভেদিবারে পুত্র দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর॥
বাপের সমান পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
তোমার সহিত যাবে যত বীরবর॥
তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম আদি করি।
সত্বর আইসহ পুত্র দ্রোণেরে সংহারি॥
অন্ধের জীবন তুমি নয়নের তারা।
না দেখিলে তোমারে নিমিষে হই হারা॥
প্রাণ পাঠাইয়া বর সংশয়ের স্থানে।
তোমার পশ্চাতে যাই যত যোদ্ধাগণে॥
এতবলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন॥
কিশোর বয়স সবে নব্য কলেবর।
রমণীমোহন রূপ অতি মনোহর॥
অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ।
ভুবন বিজয়ী বীর নহে নিরানন্দ॥
মণি মরকত আদি আভরণ গায়।
হেরিলে যুড়ায় আঁখি আপদ পলায়॥
পীতাম্বর পরিধান হাতে শর ধনু।
সাহসে সিংহের প্রায় দোষ হীন তনু॥
রাজাকে কহিল বীর না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণ ক্ষয়॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে।
দ্রোণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে॥
এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর।
ইহাতে আপনি কেন এতেক কাতর॥
এতবলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সারথিরে বলে রথ সাজহ সত্বর॥
সুমন্ত্র সারথি বলে করি যোড়কর।
এক নিবেদন মম শুন ধনুর্দ্ধর॥
অত্যল্প বয়স তুমি নবীন যৌবন।
দ্রোণ সহ তোমার উচিত নহে রণ॥
যমের সমান হের দেখ দ্রোণ বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
সারথিরে চাহি বলে করিয়া তর্জ্জন॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জ্জুন তনয়।
ত্রিভুবন মধ্যেতে কাহারে মোর ভয়॥
দ্রোণের সহিত আজি করিব সমর।
একবাণে তাহাকে পঠাব যমঘর॥
আজি যদি দ্রোণে আমি মারিবারে পারি।
বড়তুষ্ট হইবেক মাতুল শ্রীহরি।
যুধিষ্ঠির রাজার করিব কিছু হিত॥
করিব সমর আমি জানাই নিশ্চিত।
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর।
অবশ্য করিব যুদ্ধ নাহি কিছু ডর॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর।
তুলিল বহুত অস্ত্র রথের উপর॥
জাঠি শেল ঝগড়া যে মুষল মুদ্গর।
শক্তি ভিন্দিপাল তোলে অসংখ্য তোমর॥

মহা দর্প কার উঠে রথের উপর।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ বংশধর ॥
ভীম আদি করি তবে মহারথিগণ।
তাহার পশ্চাতে যান করিবারে রণ ॥
ব্যূহ প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমিষে।
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ উপরে বরিষে ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ মারে সৈন্যের উপর।
মার২ বলি ডাকে অর্জ্জুন কোঙর ॥
এক গোটা বাণ বীর তূণ হৈতে আনে।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে ॥
গগনে শতেক হয় সহস্র পতনে।
এইমত পুনঃ পুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
কুরু সৈন্য রক্তে স্নান করে বসুমতী ॥
ভীম আদি করিয়া যতেক বীরগণ।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি অন্যবীরগণে ॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
সর্ব্ব বীরে বিমুখ করিল একেশ্বর ॥
দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ।

ব্যূহ প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীম আদি যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হইল বড় পড়িল বিপদ ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরগণে।
তাহাতে কহিল পুত্র নির্গম না জানে ॥
জিনিয়া সমূহ সৈন্য মাঝে গেল রণে।
সঙ্কটে পড়িয়া রক্ষা পাইবে কেমনে ॥
হেথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল বিনাশ ॥
উপায় কি আছে আর অপার এ সিন্ধু।
পড়িয়াছি পার নাহি বিধি মাত্র বন্ধু ॥
এত বলি সাহস করিল মহাবীর।
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির ॥
এক রথে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার ॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরু সৈন্যচয়।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষা পক্ষীরয় ॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়িল হইয়া জালে বন্দি ॥
তথাপি অভয় ধনুঃ লইলেন হাতে।
শাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমি এক রথে ॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায়।
ঝাঁকে২ অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায় ॥
মাহুত মাতঙ্গে পড়ে তুরঙ্গে রাহুত।
কোটি২ সৈন্য মারে সংগ্রাম অদ্ভুত ॥
অলস না হয় তনু সাহসি বালক।
সৈন্যারণ্যে দহে যেন হইয়া পাবক ॥
প্রকাশেন পরাক্রম নাহি তার সীমা।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা ॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চবাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান ॥
কুমারের প্রতি না দেখিয়া কুরুগণে।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদনে ॥
হেনকালে উলূক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
আইল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবক পতঙ্গ ॥
দেখিয়া অর্জ্জুনি কোপে অনল সমান।
গালি দিয়া বলে তুই বড়ই অজ্ঞান ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ ॥
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব না হবে এই পাঠাই তোমারে ॥
এত বলি ইঙ্গিত করিয়া এড়ে বাণ।
তাহার বিক্রমে উলূকের উড়ে প্রাণ ॥

একবাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড২।
আর দুই বাণে পাড়ে সারথির মুণ্ড॥
চারিবাণে কাটিলেন রথের চারি হয়।
দুইবাণে উলুকেরে দিল যমালয়॥
উলুক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধাগণ হইল হাহাকার॥
করি বহু বিলাপ কান্দেন দুঃশাসন।
এক যোদ্ধাপতি মম উলুক নন্দন॥
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর॥
অভিমন্যু সহ তবে করে মহারণ।
দেখি কোপে জ্বলে বীর পার্থের নন্দন॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ।
চারিবাণে চারি অশ্ব করে খান২॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুন তনয়।
একঘায়ে বৃষসেন হৈল মৃত প্রায়॥
পুত্র ভঙ্গ দেখি তবে কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির॥
বহু পরাক্রমে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল তবে করিবারে রণ॥
বাছিয়া২ কর্ণ এড়ে অস্ত্রগণ।
বাণ ব্যর্থ করে বীর অর্জ্জুন নন্দন।
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশবাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথে ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবেত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
সেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতী সুত।
অভিমন্যু বীর তাতে বড় ক্রোধযুত॥
হিতবাক্য বলি তোরে ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমতি কুমতি তোরে দিল কোনজন॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না কর সমর ভাই মম বাক্য ধর॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিও রণ॥
ইষ্টবন্ধু জননী জনক খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধ আর কার সঙ্গে নাই॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন।
মম সঙ্গে রণ তোর অবশ্য মরণ॥
ক্ষমা চাহ আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু নাহি তার ডর॥
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে।
সম্বরিয়া সমর চলিয়া যাহ ঘরে॥
তোমারে মারিলে সিদ্ধ হবে কোন কায
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুন ধর্ম্মরাজ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই।
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই॥
পলাইয়া গেল নারি সহিত সমর।
বাখানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর॥
আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা॥
বান্ধিয়া লইয়া যাব ধর্ম্মরাজ আগে।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হৈল রাগে॥
লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই।
বুঝিব কেমনে এড়াইবা মোর ঠাঁই॥
শুনিয়া কহিল তবে অর্জ্জুন নন্দন।
ধনুকের গুণে বাণ যুড়ি সেইক্ষণ॥
দুইবাণে রথধ্বজ কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা॥

দেখি দুর্য্যোধন শোকে হৈল অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর।
হাহাকার করে রাজা হইয়া কাতর॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্মবীর বেগে।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যু আগে॥
যেই বেগে আগু হৈল পদ্মবীরবর।
দুই বাণে কাটিলেন অর্জ্জুন কোঙর॥
দুর্য্যোধন দেখি পুত্র হইল সংহার।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার॥
পুত্রশোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর।
বংশনাশ কৈল মোর অর্জ্জুন কোঙর॥
দুই পুত্রশোকে রাজা শোকাকুল মন।
হাতে গদা ধরি যায় করিবারে রণ॥
আর্জ্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ শত্রু দুষ্ট তার লাগি পাই॥
তুমি দুঃখ দিলা মাতা আদি পঞ্চজনে।
কপট পাশায় জিনি পাঠালেন বনে॥
মোরা বনবাসি তব সব অধিকার।
এত অবিচার বিধি কত সবে আর॥
পাছে নাহ পালাইও প্রাণে নাহি ভয়।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয়॥
না করিহ অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে।
কহিয়া যাইব সব না কর অন্তরে॥
এত বলি বাণ এড়ি পূরিয়া সন্ধান।
গদালক্ষে মারিলেক তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি সত্বর ফেলিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায়॥
পলাইয়া যাও যেন শৃগালের প্রায়॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয়।
আজি তোমা পাঠাইব শমন আলয়॥
এতেক বলিয়া তর্জ্জে অর্জ্জুন তনয়।
পলাইয়া দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয়॥

এক রথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুন কোঙর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি॥
অমর্থ সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
কৌষিক কপালি বাণ আর রুদ্রতাল॥
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্র তোমর ভল্ল শর।
বরুণ হুতাশ বাণ সমরে দুষ্কর॥
কোন স্থানে অগ্নিবাণে পোড়ে সেনাগণ।
কোন স্থানে মহাঝড় বহিছে পবন।
কোন স্থানে মেঘগণে আবরিল ভানু।
মুষল ধারায় বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু॥
ঢাকিল রবির তেজ হৈল অন্ধকার।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব ফেলে কাটি কার।
ধনুসহ বাম হস্ত কাটে আনোয়ার॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসাশ্রুতি কাটিল দেখিতে বিপরীত॥
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন পূরিয়া সন্ধান।
কাহার কাটিয়া পাড়ে হস্ত দুইখান॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটফটী।
কাটিয়া পাড়িল কার দন্ত দুই পাটী॥
দেখিয়া কৌরবগণে করে হাহাকার।
অভিমন্যু একাকী করিল মহামার॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন॥
একে২ অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সর্ব্বকথা শুনায় সঞ্জয়॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবেতে বাম দারুণ বিধাতা॥
অর্জ্জুন তনয় ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্য মধ্যে সিংহ যেন পায় বন্যপশু॥
অন্ত করে সামন্ত অর্দ্ধেক একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহিলেন বড় ভয় বাসি॥

অধোমুখে দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময় ।
চিন্তিয়া আকুল বড় চমকিয়া রয় ॥
ঊনশত ভাই তারা হারাইল রোধ ।
সমরে অশক্ত বড় যেমন অবোধ ॥
নদী হৈল শোণিতে বহিয়া স্রোত ধায় ।
প্রলয় কালেতে সৃষ্টি নাশ হৈল প্রায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি ।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি ॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনা ক্ষয় ।
বড়২ সেনাপতি পায় পরাজয় ॥
ষোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয় ॥
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়
অদ্ভুত শুনিয়া আমার কাঁপিছে হৃদয় ।
ধন্য২ মহাবীর অর্জ্জুন তনয় ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কারণ
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন ॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু বাণ ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন ।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুন নন্দন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অভিমন্যু বধে ।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অভিমন্যু বধ ।

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জন্মেজয় ।
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন তনয় ॥
রণে পড়ে তিন কোটি বৃন্দ রথিবর ॥
ছয়বৃন্দ মদমত্ত পড়িল কুঞ্জর ॥
সপ্তপদ্ম অশ্ব পড়ে রথে আসোয়ার ।
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার ॥
শোণিতে সাঁতার নদী বহে ভাসে সেনা ।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি২ ফেনা ॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে ।
শোণিতে সাগর মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে ॥
বানঝনি রণভূমি অস্ত্র অগ্নিবাণে ।
প্রাণপণে যুঝে কৌরবের সেনাগণে ॥

যুড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জ্জুন তনয় ।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেক ক্ষয় ॥
পড়িল অনেক সেনা লেখা জোখা নাই ।
তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গ ভাসিয়া বেড়াই ॥
শোণিত হইল নীর নৌকা করিবর ।
রথচয় ভাসে যেন রাজহংসবর ॥
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায় ।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায় ।
তৃণের সমান ভাসে ধনু অস্ত্রগণ ।
দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্ব্বজন ॥
এতেক কহিয়া তবে শকুনি নন্দন ।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ ॥
দেখিয়া অর্জ্জুনি ক্রোধে অনল সমান ।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান ॥
চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি ।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি ॥
সারথি পাড়িল রথ হইল অচল ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল ॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ ।
কর্ণ নাসা কাটিয়া করেন খান২ ॥
শ্রবণ না সকা গেল দেখিতে কুৎসিত ।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥
শকুনি দেখিল যুদ্ধে পাড়িল নন্দন ।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥
অর্জ্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান ।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান ॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুন কোঙর ।
কোটি২ রথিকে পাঠান যমঘর ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্যবাণ ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি খরশান ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন ।
দ্রোণ চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
কুমারের তুষ্ট তুমি বুঝনু বিধানে ।
অতএব যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে ॥
বালক হইয়া করে এত অপমান ।
তোমা সব মহারথি আছে বিদ্যমান ॥

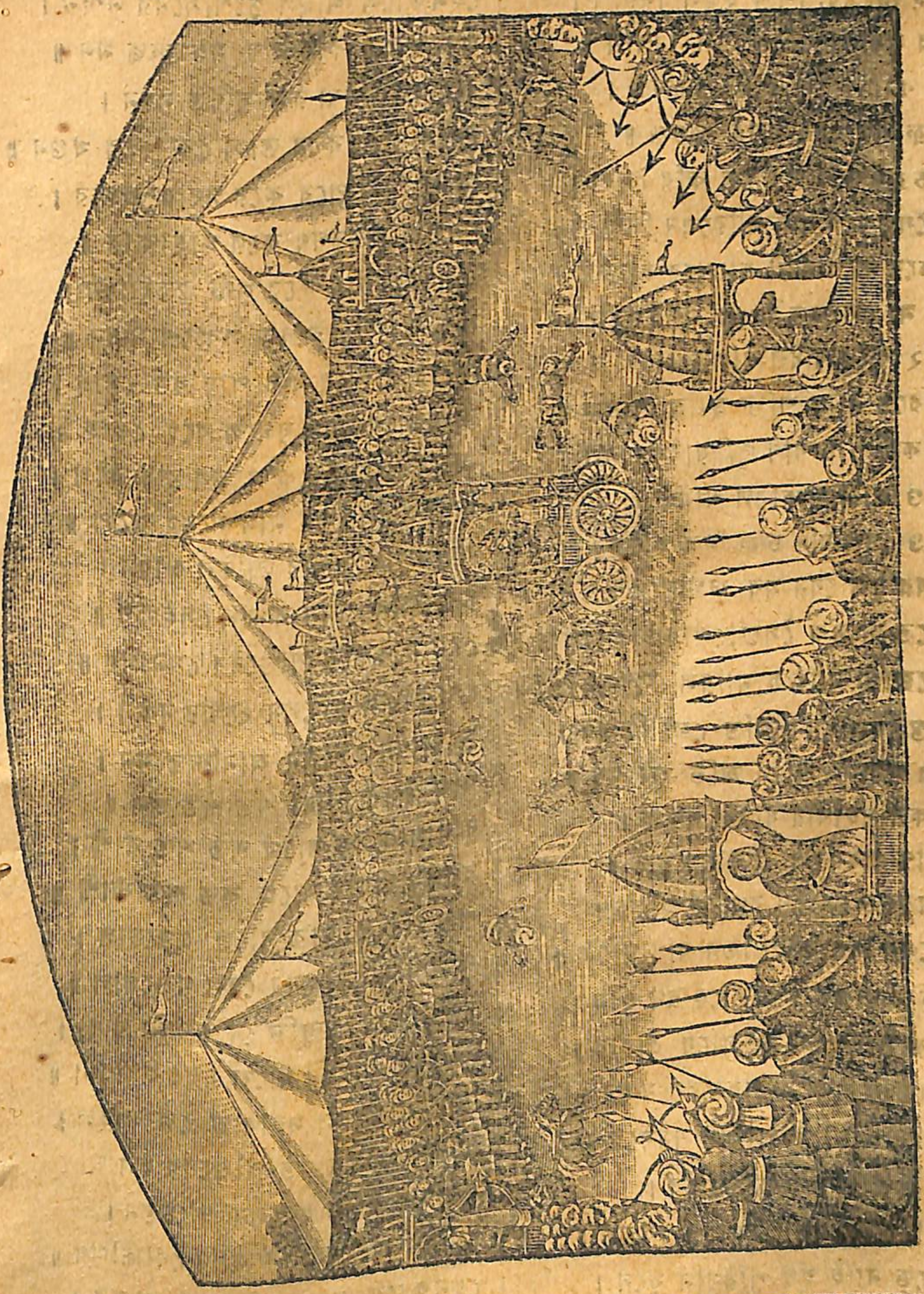
বুঝিলাম জয় নাহ আমার সমরে ।
একলা মারিয়া আজি যাইবে সবারে ॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর ।
ক্রোধমুখে বলিলেন দ্রোণ মহাবীর ॥
তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ ।
তথাপিহ হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন ॥
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন ।
তার ভয়ে পলাইয়া লইয়া জীবন ॥
বাপের সদৃশ বীর যমের সমান ।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে ।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে ॥
রাজা বলে বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে ।
না বলিয়া তোমারে বলিব আর কারে ॥
না জান জীয়ন্তে আমি হইয়াছি মরা ।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধি কৈল জরা ॥
সংশয়ে আশ্রয়ী করি সেহ নহে সার ।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর ॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা ।
নিবারিতে তাহারে নাহিক একজনা ॥
এতকাল আশ্বাসে নিশ্বাস যাই তার ।
আজি কেন হৈল হীন ভরসা তাহার ॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড়২ বীর ।
বিপদে হইল সব দেখি নত শির ॥
করুণা বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি ।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি ॥
ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে ।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত ।
দেখিলা সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
ন্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিবে কদাচন ।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন ।
সপ্তরথি এককালে কর গিয়া রণ ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস বদন ।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥

কৃপাচার্য্য বলে এত অদ্ভুত কথন ।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন ॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি ।
এত বলি কৃপাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে ।
সবারে মারিয়া আজি অর্জ্জুনি যাইবে ॥
প্রধানের সর্ব্ব দোষ অন্যায়ে কি ভয় ।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয় ॥
ইহারে করিলে হেলা বড় হবে দোষ ।
বধিয়া বালকে কর আমারে সন্তোষ ॥
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয় ।
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয় ॥
মম বাক্য তোমা সবে কর এই মতি ।
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথি ॥
দুঃশাসন রাধেয় শকুনি মম মামা ।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা ॥
আমিহ যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ ।
এইরূপে করি তারে করহ নিপাত ॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল ।
দুর্ণিত রাজার হস্তে বিধি নিয়োজিল ॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে ।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে ॥
অমঙ্গল হৈল তার নাহিক অবধি ।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড়ে নদী ॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে ।
আকুল হইয়া বড় গ্রাম সিংহ কাঁদে ॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল ।
মুহুর্মুহু বসুমতি কাঁপিতে লাগিল ॥
রাজলক্ষ্মী রাজারে ছাড়িলা অনুতাপে ।
অচিরে হইবে নষ্ট এই মহাপাপে ।
অঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি ॥
সামর্থ্য বিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি ॥
দেব মায়া দেখে রাজা হইতে গগন ।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন ॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি ।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি ॥

তথাপি বিষয়মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল রথ কাটি পার্থের নন্দন॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি॥
এককালে সপ্তরথী করে অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয়॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পটিশ মহা অস্ত্র কোটি২॥
সূচীমুখ শেলমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অনল সমান॥
কপালী কৌশিকী বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বৃষ্টি বার২।
তপন ঢাকিল যেন তিমির আকার॥
এই যোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চমকিত হৈল॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণবৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার॥
হইল পাবক তুল্য অর্জ্জুনি কুপিয়া।
কৌরবদলের এত অন্যায় দেখিয়া॥
হাহাকার আকাশে অমরগণ করে।
সপ্ত মহারথী বেড়ে বালক উপরে॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সে কারণে করে॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপ মরাসন ফণি॥
মহাবীর্য্য অনুজ তুলনা নাহি মহি।
সাধু২ শব্দ শুনি নাহি ইহা বহি॥
অভিমন্যু মহাবীর অবসাদ নাই।
প্রশংসা করিয়া গুণ দেবতারা গাই॥
বিন্ধনে সন্ধান তূরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমিষে সকল অস্ত্র করে খান২॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুন তনয়।
পুনঃ২ বাণে বিন্ধে২ সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয়॥
মূর্চ্ছা দেখী রথীর সারথি লয় রথ।
পলাইয়া রথী লয়ে যোজনেক পথ॥
সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুন কুমার॥
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়ে শিশু কত।
কোটি২ সেনা হয় সমরেতে হত॥
হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল।
রথে পথে ঢাকিল চলিতে নাহি স্থল॥
মড়ায় গোড়ায় ক্ষিতি পদাতিক গদা।
রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা॥
কতক্ষণে সপ্তরথী পাইয়া চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ॥
কারু মুখে কেহ নাহি চায় অতি রোষে।
রথী এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে॥
কি হৈল কিহবে একুমার নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হয়ে কম॥
চিন্তায় আকুল হয়ে কূল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি॥
বালকের ক্ষমা নাহি আর বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখি কুরুসৈন্য দল॥
নলবন দহে যেন মদমত্ত হাতি।
নিপাতে নিমিষে লক্ষ২ সেনাপতি॥
দুর্নীত দেখিয়া তাহে দুর্য্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন আশা শুকাইল মুখ॥
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে।
নৃপতির চরণ যুগল ধরি কান্দে॥
কেশরী সমান শিশু মৃগ যেন পারে।
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চেয়ে॥
আকুল হইয়া রাজা সপ্তরথী জনে।
কহিতে লাগিল বড় বিনয় বচনে॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণ সখা।
বিনাশিল সর্ব্বসৈন্য অভিমন্যু একা॥
শুন২ সপ্তরথী আমার বচন।
পুনর্ব্বপি অভিমন্যু বেড় সপ্তজন

সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালক বধিয়া॥
জয় করি সমর পূরাও যদি আশ।
কিনিয়া করিল যেন মোরে নিজদাস॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী।
পুনরপি যায় রণে সপ্ত সেনাপতি॥
রথে বসে বিক্রমে বাসব তেজ ধরে।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরে॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয়ে তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষার মুষলের ধারা॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড২ করিল শরীর॥
ধরায় রুধির ধার অবিরত ধায়।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায়॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয়॥
অর্জ্জুন হইতে শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ নাহিক তিলেক নাহি ভ্রম॥
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ।
এককালে সন্ধান কর সপ্তজন॥
কেহ কাট ধনুখানি কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ॥
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখি চমৎকার॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
একালে সন্ধান করিল সাত বীরে।
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কম্প তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু।
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে॥
যতবার ধরিয়া ধনুক হাতে লয়।
খণ্ড২ করি কাটে সূর্য্যের তনয়॥
পুনর্ব্বার আর ধনু লয়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল॥

কবচ কাটিয়া দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু।
কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারে অস্ত্রগণ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্য হস্ত হৈল যেন মদমত্ত হাতী॥
খড়্গ লয়ে চর্ম্ম উড় করে মহামতি।
তাহাতে কাটিল সৈন্য রক্তধারা বহি॥
বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া।
খান২ করে রথ হয়ে যায় গুঁড়া॥
শত২ হস্তী মারে পর্ব্বতের প্রায়।
পদাতি পাবক মারে ধরনী লুটায়॥
ঘোড়া২ ঘোড়া মারে পক্ষীরাজ নানা।
বিষম বালক বড় সমনের সনা॥
তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে এড়ে শর।
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর॥
কাটাচর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি তাহা উড়ে।
চতুর্দ্দিক হইতে বাণ গায়ে আসি পড়ে॥
শুধু অসি লইয়া সমর করে বীর।
আশে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির॥
বড়২ বীর মারে বড় বড় রথী।
নিবারণে অশক্ত সকল সেনাপতি॥
হস্তী মারে সহস্র হাতের তরবারি।
অসংখ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি।
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হৈয়া কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে॥
তিন বাণে মারিয়া কাটিল খাণ্ডাখান।
অস্ত্র শূন্য হইলেন না দেখি বিধান॥
চর্ম্ম কাটা গেল অস্ত্র অবশেষে খাঁড়া।
তাহা যদি কাটা ফুরাইল এাড়া॥
কাহার বিধান নাহি বলবান অরি।
অসংখ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি॥
পঙ্গপাল পাতে জাল চারিদিকে ছাকা।
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা॥
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর।
ধরিয়া বালক মারে পাপীষ্ঠ পামর॥



অভিমন্যু বধ।

ভাবিয়া অসার শিশু ভয় হৈল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে॥
মুকুটিতে মারে সেনা কর পদ ঘায়।
চড় চাপড়েতে কেহ যমালয়ে যায়॥
অস্ত্র রথ দুই হীন একেলা কুমার।
চারিদিক হৈতে হয় অস্ত্র অবতার॥
অবসাদ পেয়ে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি জু[illegible] অবশ্য বিনাশ॥
আচরিয়া অধর্ম্ম অন্যায় কৈল রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা॥
কৃষ্ণ মম মাতুল অর্জ্জুন মম বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল॥

এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উল্কার সমান যেন পড়িল নিশ্বাস।
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড।
যম চক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড ॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারিলেন গিয়া ॥
চূর্ণ করে তবে হস্তী হাজারে হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার ॥
সহস্র২ বীরে বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক ॥
পরে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটীয়া করিল খান২ ॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সব জগন্নাথে ॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি ॥
লেখাজোখা নাহিক মারিল ঘোড়াহাতী ॥
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময়।
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিনবাণ প্রহারিল যেন হুতভুক ॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
কাটীলেন কর্ণ তাহা তিন বাণাঘাতে ॥
শূন্য হস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথ হীন।
ভরসায় তবে যুঝে সংগ্রামে প্রবীর ॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারেন বীরে।
সেইক্ষণে তাহারে পাঠান যমঘরে ॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্টাঘাতে রথ রথী বিনাশে বিস্তর ॥
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমান যুথে।
বড়২ রথীপড়ে অযুতেং২ ॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান ॥
রক্তে তনু তোল বোল যুকুল শরীর।
পড়িয়া ধরণী ধারা বহিছে রুধির ॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র বরিষণ ॥

হেনকালে আইল দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন ॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন ॥
আর্জ্জুনি উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার ॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন ॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
অভিমানে নয়ন যুগলে বহে লোহ ॥
না দেখিনু জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে২ জপে ॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
চন্দ্রলোক গমন করিল সেইক্ষণ ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ ॥
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দুর্য্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।
বাজাইল রণবাদ্য শত শত জন ॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
বরঙ্গ মোহরি বাজে কত শত কাঁশী ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল ॥
বাজে শঙ্খ দুন্দুভি যে সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঝরি বাজে নাহিক গণনা ॥
কুরুসৈন্য হৈল মহাবাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যাহার যে ঘর ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অভিমন্যুর জন্মকথা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরে গেলেন রাজা শোকাকুল মন ॥

বিলাপ করেন ধর্ম্ম কুন্তীর নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্র শোকাকুল মন॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্বজন বসিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত বল আমারে এখন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয়॥
মহালোভে দুষ্টমতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে পামর না হক আমা সম॥
রাজ্যলোভে কার্য্যবধ ধর্ম্মপথে রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধর্ম্ম॥
পাঠাই বালক শত্রু সমূহের মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে বুক হেঁট হই লাজে॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে পারি না জানি নির্গম॥
কহিল একথা পুত্র মোরে বারে২॥
তথাপিহ যত্ন করি পাঠাইনু তারে॥
সমরে অধিক সৈন্য বাধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশুবধ করে।
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে॥
অন্যায় সমরে মরে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে শোক আমি হয়েছি অস্থির॥
এতবলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মহাশোকে হইয়া অস্থির॥
ব্যাস বলিলেন শোক ত্যজহ রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
মন স্থির কর শুন আমার বচন।
অর্জ্জুনের পূর্ব্বকথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা উদরে।
তাহরে বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তার বহুশিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গমুনি সেই স্থানে গেল॥
মদনে মোহিত চন্দ্র অন্য মন ছিল।
গর্গমুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল।
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষণে বলেন ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখ নয়নে।
কি কারণে অমান্য করিলে মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার॥
আজি আমি করিব ইহায় প্রতিকার॥
মনুষ্য লোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে এই শাপ দিলা গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষ বিশেষ করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্য লোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হয়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হয়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা উদরে।
করিয়া বীরের কার্য্য পড়িবা সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্ম সুভদ্রা উদরে।
অভিমন্যু জন্ম কথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক না করিহ মহাশয়।
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর।
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥

কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাট কন্যার দশা হইবে কেমন ॥
রাজ্য আশে হারাই হাতের রত্ননিধি ॥
না পারি ধরিতে বুক বিড়ম্বিল বিধি ॥
এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন ॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন।
কালপ্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন ॥
অর্জ্জুনের সহিত আপনি নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহে বসিল যতেক যোদ্ধাগণ ॥
যুধিষ্ঠির প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পূর্ব্বকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

অর্জ্জুনের অমঙ্গল দর্শন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন ॥
সংসপ্তকে ডাকিয়া করেন পার্থ রণ।
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন ॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
শক্তহীন সমরে গাণ্ডীব গুণ ছিঁড়ে ॥
বাম চক্ষু স্পন্দ ঘন ঘন বামকর।
উড়ু২ করে প্রাণ রণে নাহি ডর ॥
কৃষ্ণে চাহি বলিতে লাগিলেন তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন ॥
আজি কেন মম মন করে উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব্ব মহাবীর ॥
হায় অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন ॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে ॥

কুরুসৈন্যে কোলাহল জয় শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি ॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধা অভিমন্যু হয় সবাকার শ্রেষ্ঠ ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণ আদি করিয়া যাবৎ বীরগণে ॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী ভবে নহে অন্যজন ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধি অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবন গমনে ॥
উত্তরিয়া শিবির নিকটে ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময় ॥
অন্ধকার করি সবে বসেছে সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজন দেখিয়া তথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণে দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত ॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমেতে বসিছে সবে ত্যজিয়া আসন।
এই সব দেখি মম স্থির নহে মন।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান ॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর।
দেখিলেন রোদন করিছে নৃপবর।
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ।
একে২ করিলেন পার্থ নিরীক্ষণ ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন।
জিজ্ঞাসেন ডাকিয়া ভীমেরে সেইক্ষণ ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদরে।
তারে না দেখিয়া মম বিদরে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হয়ে বীর নিঃশব্দে রহিল ॥
উত্তর না পান পার্থ শোকেতে আকুল
লোচনের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল ॥

নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধার বহে ধরা বসি অধোমুখে॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন॥
ব্যূহদ্বারে রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
ব্যূহ প্রবেশিতে না পারিল কোনজন॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অভিমন্যু শোকে অর্জ্জুনের
বিলাপ।

পার্থ মহাবীর, হইয়া অস্থির,
তনয় নিধন শুনি।
হাহা পুত্রবর, এক ধনুর্দ্ধর,
বীরগণ চূড়ামণি॥
তোমা বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর,
কি করিব রাজ্যধন।
আমারে ছাড়িয়া, গেল পলাইয়া,
দাগা দিয়া মম প্রাণে॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু॥
অর্জ্জুনের বাণী, বিনা চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈলা।
মধুর বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
কৃষ্ণ ধরি শান্তাইলা॥
ভারত রচিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস॥

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের
সান্ত্বনা ও জয়দ্রথ বধে
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান বীর পূর্ণ রূপে গুণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই তার না করি শোচন॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য্য কৈল তার পরিহর শোক॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
কহিনু স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয়॥
যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার।
কেহ কার নহে শুন কুন্তীর কুমার॥
এক কথা কহি তাহা শুন সাবধানে।
দেখিতেছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষীগণে॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপরে।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগদিগান্তরে॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয়॥
এইমতে সান্ত্বনা করেন নারায়ণ।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন॥
পার্থে বলিলেন তুমি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার সার কেবল মরণ॥

সৃজন করিয়া প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল প্রাণী না হয় পতন ॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিল অন্তরে ॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু ছাড়ি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার ॥
প্রভুর নিকট কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
প্রভু বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও ॥
মৃত্যুরূপে প্রাণীর সংহার কাল পায়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হয়ে ॥
কালপ্রাপ্ত জনেরে যে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে ॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
তার পর বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠির রাজা চাহি বলেন বচন ॥
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধের বচন।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেনজন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহ প্রবেশিতে জানি না জানি নির্গম ॥
তথাপি পাঠাই না করিয়া বিচার।
ব্যূহ প্রবেশিল শিশু করি মহামার ॥
তার পাছে যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥
জয়দ্রথে জিনিতে নারিল কোনজন।
সে কারণে মারিলেন অর্জ্জুন নন্দন ॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত সেনাপতি ॥
এ মত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
অন্যায়েতে বিনাশিল স্নেহের নন্দন ॥

এত শুনি নারায়ণ ক্রোধে হুতাশন।
এ মত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টগণ ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
একবাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥
কালি যদি জয়দ্রথ নাহি মারি রণে।
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কখনে ॥
বিনা জয়দ্রথ বধে সূর্য্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয় ॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর ॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল বৃকোদর ॥
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ণ।
মহানাদে বাজিতে লাগিল বাদ্যগণ ॥
বড় বড় শঙ্খ বাজে নাহি লেখা জোখা।
দামামা দগড় বাজে নাহি তার সংখ্যা ॥
কোটি২ ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে মহুরী কাহাল ॥
নানাজাতি বাদ্য বাজে কত কব নাম।
সুমধুর বীনা বাজে অতি অনুপাম ॥
মহাকোলাহল শব্দে হইল গর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ত্রাস্ত কুরুসৈন্যগণ ॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন।
শরীর হইল কম্প নহে নিবারণ ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয় ॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সে পুড়িয়া বৈশ্বানরে ॥
এইমত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ২।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন ॥

ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি।
নিজ দেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথ বলে শুন আমার বচন॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার।
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লয়ে।
যথা দ্রোণ গুরু গৃহে উত্তরিল গিয়ে॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু এক নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন॥
জয়দ্রথ বধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পাইয়া।
আমাকে কহিল আমি যাই পলাইয়া॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত সুস্থির॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি যে তোমারে॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল॥
কর্ণ আদি করিয়া যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ॥
ব্যূহ মধ্যে তোমারে রাখিব লুকাইয়া।
দুর্য্যোধন আগু সবে থাকিব বেড়িয়া॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয়॥
হেন বুঝি অনুবল হইবেক ধাতা।
সে কারণে অর্জ্জুন কহিল হেন কথা॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে নিয়া।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়া॥

কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি।
এককথা কহি আমি কর অবগতি॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাহার সহায়।
হেন জন নাহি পায় কদাচ উপায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হরষিত মন।
যতেক কহিলা তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ুর্যশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেই জন॥
ব্যাস বিরচিত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

জয়দ্রথ বধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথ বধ কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অস্তুগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিল ক্রোধমন॥
জয়দ্রথ হেতু সব করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীর তবে মারিবা কেমনে।
এই সে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু কর অবগতি।
কারে ভয় তুমি যার থাকিবা সংহতি॥
উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায় তাহার কারে ভয়॥
অর্জ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অর্জ্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত॥

যোড়হাতে শ্রীনাথ কহেন স্তুতি বাণী।
দেব২ মহাদেব দেব শূলপাণি।
সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্ব সংসার দহে হইয়া অনল ॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেব দেব দয়া করে ॥
গণ্ডুষে করিয়া পান রাখিলে জগৎ।
ঘুষিতে রহিল যশ জগত মহত ॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষৎ হাঁসিয়া করিলেন যে উত্তর ॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক ॥
ভূভার নাশিতে তুমি অবতার হয়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে লয়ে ॥
যেহয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ বিধান আজ্ঞা দেব নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ নহে সমাধান ॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণে বধে বালকেরে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ ত্যজিবে অগ্নিতে ॥
এই হেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর ॥
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে ॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে ॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণ।
করেন অর্জ্জুন কৃষ্ণ অশেষ স্তবন ॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রুক্ষয় ॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয় ॥
সেই মতে মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করিয়া দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে ॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিলেন শয়ন সবার অগোচরে ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান দান।
স্ব সজ্জা হইয়া যুদ্ধে করিল প্রয়াণ ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্ব সৈন্য লয়ে।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে ॥
বার ক্রোশ পর্য্যন্ত রাখিল সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন ॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে ॥
হেথা সর্ব্ব সৈন্য লয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে অগ্রে করে হলেন বাহির ॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিছেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে ॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমরা সবে কর গিয়া রণ ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে ॥
ভীম বলে তুমি যাহ জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু তব নাহি মনোব্যথা ॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয় ॥
যদি জয়দ্রথ আজি নাহি হয় বধ।
তবে কি করিবা মোরে কহ তার পথ ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলে তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর ॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি সে হইবে সর্ব্ব শত্রুর নিধন ॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন ॥
মম রথখান আন করিয়া সাজন ॥

শার্ঙ্গ ধনু আদি সব তুলহ তাহাতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে ॥
কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একেলা করিব আজি কৌরবের ক্ষয় ॥
যেইক্ষণে আমার হইবে শঙ্খধ্বনি।
শব্দ শুনি রথ লয়ে যাইবে আপনি ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেত আপনে।
তাহার পশ্চাতে যত কুরু সেনাগণে ॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পথ আসি ধনুঃশর হাতে ॥
দ্রোণ দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিছেন কুন্তীর কুমার ॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয় ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার ॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরু সৈন্যগণ দেখ আমার পালিত ॥
আমার অগ্রেতে তারে করিবে ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জ্জুন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ উঁহারে ॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে একক ছাওয়ালে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে পরাজিলে ॥
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উঁহারে ॥
সন্ধান পূরিয়া মার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য্য হয় অচেতন ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি ক্রুদ্ধ মন।
দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিলেন তখন ॥
তবে আর বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুগণ ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংশয়।
দেখিব কেমনে রাখ করিয়া উপায় ॥

এতেক শুনিয়া গুরু অতি ক্রুদ্ধ মন।
করিল অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন পার্থ আচার্য্যের বাণ।
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগণে ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
শীঘ্র হস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগত।
জয়দ্রথ বধ হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ ॥
এই বাণে সেনাগণে কাটী পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমিষে করেন বহু সৈন্য খান২ ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল।
দ্রোণের পশ্চাৎ কার সৈন্যে সান্ধাইল।
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার ॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কার নমস্কার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার
জয়দ্রথ বধ হেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খান২ ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয় ॥

ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন দ্রোণির হাতের শরাসন ॥
আর ধনু লয়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণ বৃষ্টি করে বীর নির্ভয় হৃদয় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন ভূতলে ॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হৈল অচেতন ॥
সেইক্ষণে সারথি আইল একবার।
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইল চেতন।
ধনুর্ধরি পুনরপি করে মহারণ ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান সোসর।
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি অপসর ॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণর শরীর ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল ॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অগ্র হৈল মিহির নন্দন।
ধনুক ধরিয়া আইল করিবারে রণ ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনেরে আটী।
লেগেছে তোমার মৃত্যু তেঁই ছটফটী ॥
দ্রোণ সেনাপতি বলে মম বধ্য নহে।
সে কারণে ভালে২ দিন কত রহে ॥
নিশ্চয় আমার হাতে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন ॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।
পশুজ্ঞান করিয়া বধিব তোমা আমি ॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিব এখন।
কেমনে মারিয়া আজি যাহ মোর রণ ॥

এত বলি সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র২ নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নিবাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে ॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল ॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন ॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি বুলে জলে ॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে ॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর ॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
একবাদে মারিলেন দশ গোটা বাণ ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ॥
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি।
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে।
লক্ষ২ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে ॥
হেনমতে ছয়ক্রোশ পথ চলি গেলা ॥
গগণমণ্ডলে হৈল দ্বিপ্রহর বেলা ॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হইল রথের চারি হয় ॥
শরে বিদ্ধ হইয়াছে চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে ॥
দিবা হৈল বহু তৃণ জল নাহি খায়।
হের দেখ ঘন২ মম মুখ চায় ॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াইব অশ্বে তৃণ জল ॥
এত শুনি কৃষ্ণেরে কহেন হৃষীকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ ॥

সংগ্রামের স্থলে ইথে নাহি জলাশয়।
তৃণ শূন্য এইস্থলে ধূলা উঠে যায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষম রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওইব আমি॥
অর্জ্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলা নারায়ণ শুনি ভয় হয়॥
ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিন্ধু মাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল তুমি বুদ্ধি পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহেতে সঙ্কটে পাই ত্রাণ॥
অনুদয় হৃদয় উদয় তাহে দেখি।
হেন অনাথের নাথ মোরে কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
তবে আর এ ছার জীবনে কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমর সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিল কাণ্ডারী॥
কমল নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চ ভাই তোমারা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রাখিয়াছ ভক্তিতে আমারে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয় নিগড়ে বন্দি এড়াইতে নাই॥
কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয়জনে।
নাহি পারি এক দণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এতশুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচাইল যত কড়িয়ালি॥
তৃষিত হইল অশ্ব ক্ষত গাত্র বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জ্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণ চাহে মম মুখ পানে॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে॥
তবেত করহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্ল গণে॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর কৈল অপূর্ব্ব রচন॥
নানা জাতি পক্ষ গণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানা পুষ্পফুটে তার গন্ধে মন মোহে॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায়॥
অমৃত সমান হইল সরোবর নীর।
অশ্বলয়ে তাহাতে নামেন যদুবীর॥
জলেতে অশ্বেরে কৃষ্ণ ধোয়ান শোণিত॥
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত॥
অর্জ্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ॥
সন্ধান পুরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান॥
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্যবাণ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হয়ে শূন্যেতে রহিল॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে লয়ে অশ্বগণে।
জলপান করিলেন হরষিত মনে॥
জলপানে অশ্বগণ হইল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হৈল করি জলপান॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি॥
অশ্বগণ রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হৈল অশ্ব দেখ জলপানে।
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে॥
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন করেন সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয়॥

তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয় ॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
ধনুঃধরি সমর করেন ধনঞ্জয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির
পরাজয় কথা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
যেইমতে সাত্যকি হইল পরাজয় ॥
এককালে বাসুদেব পিতৃ শ্রাদ্ধ কালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে ॥
সোমদত্ত বাহ্লীক যে পাঞ্চাল রাজন।
শাল্ব শিশুপাল আইল পায়ে নিমন্ত্রণ ॥
আইল অনেক রাজা না হয় বাখান।
সবাকারে বাসুদেব করে অভ্যুত্থান ॥
বিচিত্র আসনেতে বসিল সর্ব্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন ॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল ॥
বাসুদেব খুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্ত দেখি শিনি পাইলেক তাপ ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন মহত্ব ॥
আমা সবা না মানিল কোন অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে ॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্য স্থানে বৈস গিয়া ॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
সোমদত্ত বলে শিনি না করিস গর্ব্ব।
তোমার মহত্ব যাহা আমি জানি সর্ব্ব ॥
এতেক উত্তর মোরে বলিস বর্ব্বর।
কোন অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী ভিতর ॥
তোমা হৈতে ন্যূন কেবা আজ্ঞায় ধরণী।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি ॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপমন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুন সর্ব্বজন ॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দি দোষ নাহি দেখ আপনার ॥
ইহার উচিত প্রতিফল দিব তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে ॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুইজন ॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য যত সভাস্থলে ॥
কেশ ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
একচড়ে দন্তগুলা করে খান২ ॥
তবে সবে উঠে দোঁহে বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল।
সভামধ্যে সোমদত্ত পায়ে অপমান ॥
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ ॥
দ্বাদশ বৎসর তপকরে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে ॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চাপিয়া আসি বনের ভিতর ॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন।
এতবলি তাহারে ডাকেন পঞ্চানন ॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতি ভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর ॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে।
সোমদত্ত বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তবস্থান ॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল ॥
অগ্নিবৎ অঙ্গদহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে ॥

যদি মোরে বর দিবে দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি॥
তার পুত্র মম পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি।
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি॥
শিব স্থানে হেন বর পায় নরবর।
আনন্দিত হয়ে গেল আপনার ঘর॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিববরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভূরিশ্রবা বধ।

মুনি বলে আশ্চর্য্য শুনহ জন্মেজয়।
শিব বরে সাত্যকি হইল পরাজয়॥
ভূরিশ্রবা হস্ত যদি কাটেন অর্জ্জুন।
ভূমিতে পড়িয়া হইলেক অচেতন॥
পুনরপি উঠিয়া বসিল রণস্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে।
ধিক ধনঞ্জয় তোর থাকুক বীরত্ব।
অন্যায় করিয়া তুমি কাট মম হস্ত॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী।
এতেক শুনিয়া পার্থ হলেন লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কেন হও ভীত॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যুরে বেড়িল সপ্তরথি॥
কোন ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলা।
হেন বুঝি সে সকল কথা পাসরিলা॥

মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
নিন্দা করি কহিতে লাগিল কৃষ্ণ প্রতি॥
ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান।
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
তোমার কুবুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নিলর্জ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ॥
আপনার কর্ম্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হয়ে নিন্দি নারায়ণে॥
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ।
চতুর্ভুজ রূপে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
এতেক বলিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বিধিমতে করিলেন গোবিন্দের স্তুতি॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরকে হইতে মোরে কর পরিত্রাণ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী॥
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয় পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখ মন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
সিদ্ধি ঋষি যোগী যেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায়॥
বৈকুণ্ঠেতে অগ্রে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন॥

ভুরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হয় ।
কৃষ্ণধ্যান করি ভুরিশ্রবা মৌনে রয় ॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমি হৈতে ॥
খড়্গ লয়ে যায় ভুরিশ্রবারে কাটিতে ॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ লয়ে করে ।
খণ্ড২ করি বীর কাটিল তাহারে ॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে ।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে ॥
নিমিষেক মারি লক্ষ২ সেনাগণ ।
বাণবৃষ্টি করে করি মহাকোপ মন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে ।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের নব্বুই
সহোদরের মৃত্যু ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
হেনমতে ভীমসেন করে ঘোর রণ ॥
ভীমের সংগ্রামে দেখি ত্রাস কুরুদলে ।
হাহাকার মহাশব্দ হয় গণ্ডগোলে ॥
পুনরপি ভীম উঠি রথের উপর ।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর ॥
বিশোক চালায় রথ বায়ু সম গতি ।
যুঝিতে২ যায় ভীম মহামতি ॥
কত দূর দেখি ভীম সাত্যকি দেখিল ।
আনন্দিত হয়ে তারা বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
ভীম বলে কহ অর্জ্জুনের সমাচার ।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার ।
সাত্যকি কহি এই দেখ বৃকোদর ।
দ্রোণসহ ধনঞ্জয় করেন সমর ॥
পুনরপি বলে ভীমে কহ বিবরণ ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়িয়া আইলা কি কারণ ॥
ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে ।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তারে করি সমর্পণ ।
আসিয়াছি সমাচার জানিতে এখন ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হৈল ।
ভীমে দেখি কর্ণ বীর পুনশ্চ আইল ॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়া ।
পুনঃ২ আসিয়া যাইবে পলাইয়া ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ তবে জানি কথা ।
একবাণে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা ॥
এত বলি বৃকোদর ধরি ধনুখান ।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইলেন অঙ্গপতি ।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
লক্ষ২ সেনা পড়ে নাহি তার অন্ত ।
গিরি সম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত ॥
ধ্বজছত্র পতাকা পড়য়ে সারি২ ।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে ।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিন জনে ॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী ।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব এতেক দেখিয়া ।
আইল নব্বুই জন রথেতে চড়িয়া ॥
সৈন্য সজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ ।
চারিদিক ঘেরি বেড়ে আবরিয়া পথ ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর ।
পুনরপি গদা লয়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথ সব চূর্ণ করি যায় বৃকোদর ।
একে২ মারিল নব্বুই সহোদর ॥
নবতি দোসর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন ।
ভ্রাতৃগণ শোকে রাজা করেন ক্রন্দন ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর ।
সহোদর নবতি মারিল বৃকোদর ॥
কি বল কি বল বলে অন্ধ নরপতি ।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি ॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন ।
বংশ নাশ করে মম পাণ্ডুর নন্দন ॥

অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
হাহাকার করে সবে না বান্ধে কুন্তল॥
শত শত বধূগণ করয়ে রোদন।
টানিয়া ফেলিল নিজ রত্ন আভরণ॥
চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে মারে শিরে ঘাত।
আমা সবা এড় কোথা গেল প্রাণনাথ॥
ইন্দ্র বিদ্যাধরি জিনি রূপ সবাকার।
দিব্য বস্ত্র পরিধান রত্ন অলঙ্কার॥
কোমল শরীর সবে পরমা সুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি॥
বধূগণ ক্রন্দন শুনিয়া নরবর।
বিলাপ করয়ে অন্ধ হইয়া কাতর॥
ক্ষণে২ মূর্চ্ছা হয় ক্ষণেক চেতন।
পুত্রগণ বলি রাজা করয়ে রোদন॥
সোনার আগার মম শূন্যময় হৈল।
ভীমের সমরে পুত্র সকলি মরিল॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়া লেশ।
ভীম হৈতে হইল আমার বংশ শেষ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর॥
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে।
কার বাক্য না শুনিলা তুমি অহঙ্কারে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সারথি।
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমা প্রতি॥
বিদুর বলিল কেন কান্দ নরবর।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর॥
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈলা অপকর্ম্ম।
আপনি করিয়া রাজা আপন অধর্ম্ম॥
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন কর্ম্ম।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির না কৈল অধর্ম্ম॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে।
তথাপিও যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম মাগিলেক ধর্ম্মের নন্দন।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
এখন সে সব কথা হইল বিদিত।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিত॥

বিদুর চাহিয়া তবে কহিল রাজন।
পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য কহ কি কারণ॥
পুত্রগণ শোকে মম দগ্ধ হৈল মন।
কটুবাক্য পুনঃ পুনঃ কহ অনুক্ষণ॥
এত বলি নিঃশব্দে রহিল নরপতি।
পুত্রগণ শোকে রাজা কান্দে দুঃখমতি॥
জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
কি মতে হইল বধ আর দশ জন॥
পিতামহ চরিত্র অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
অমৃত হইতে রস শুনি তব স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু ও জয়দ্রথ বধ।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
হেন মতে যুদ্ধ করে ভীম মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে বধিয়া সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে॥
শোকেতে আকুল হইলেক দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন॥
অবশিষ্ট ছিল আর দশ সহোদর।
সবা লয়ে দুর্য্যোধন চলিল সমর॥
দুর্য্যোধনে দেখি ধায় পবননন্দন।
গদা ফিরাইল যেন সাক্ষাৎ শমন॥
তর্জ্জন করিয়া ভীম কহে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র বংশ নাশ হবে আজি রণে॥
এত বলি বৃকোদর গদা লয়ে ধায়।
মৃগ মারিবারে যেন মৃগপতি যায়॥
ভীমে দেখি দুর্য্যোধন গদা লয়ে করে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইল সত্বরে॥
গদা যুদ্ধ করে দোঁহে অবনী উপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোঁহে গর্জ্জে নিরন্তর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্ম্মেতে ভেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
দেখিয়া ধাইল তাঁর অষ্ট সহোদর।

দুঃশাসন সহ আইসে ভাই অষ্টজন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
দেখিয়া কুপিত হৈল পবননন্দন ।
গদা হাতে করি ধায় পবন গমন ॥
রথ সহ অষ্টজনে করিল নিধন ।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন ॥
কেবল রহিল দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আরসর্ব্ব ভ্রাতৃগণ ॥
কান্দিতে২ তবে রাজা দুর্যোধন ।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন ॥
পুনরপি কর্ণ বীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
ভীমের সম্মুখে গেল পূরিয়া সন্ধান ॥
ক্রমে২ কর্ণ ছয়বার পলাইল।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে আইল।
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর।
লক্ষ২ সেনা মারি অসংখ্য কুঞ্জর ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
দশবাণে গদা কাটি করে খান২ ॥
নিরস্ত্র হইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে কর্ণের উপর ॥
কাটিয়া ফেলেন হস্তী কর্ণ মহাবীর।
বাণে খণ্ড২ কৈল ভীমের শরীর ॥
কাটা অশ্ব গজ ছিল সব ক্ষয় গেল।
দুই হস্তে কাটা স্কন্ধ ফেলিতে লাগিল ॥
কর্ণ বীর এড়ে বাণ সংগ্রাম প্রচণ্ড।
যত সব কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড২ ॥
বাণে খণ্ড২ হৈল ভীমের শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার বহিছে রুধীর।
অশক্ত হইয়া বীর ধরিল তাহারে।
শীঘ্রগতি কর্ণ বীর ধরিল ভীমেরে।
গুণ সহ ধনুঃ ধরি দিল তার গলে।
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণ বীর বলে।
এই বল ধরিস তুই করিস সমর।
কি উপায় এখন করিবা বৃকোদর ॥
গুরুজন সহ তুমি না করিহ রণ।
সমানের সহিত করিও ক্ষত্রপণ ।

এতেক কহিতে কর্ণ রবির নন্দন।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ ॥
পাছে এই কথা সব দুর্য্যোধন শুনে।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবননন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণবীর করিলেক ভীমের সংশয় ॥
আজি বৃকোদর বড় পাইল অপমান।
উপহাস করে কর্ণ দেখ বিদ্যমান ॥
দেখি ধনঞ্জয় হৈল বিষণ্ণ বদন।
ভীম গিয়া নিজ রথে চড়িল তখন ॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
হয় রথ পদাতি করে খান২ ।
হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ।
আর এক ক্রোশ মধ্যে আছে জয়দ্রথ ॥
চারি দণ্ড বেলা মাত্র আছয়ে গগণে।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ চল শীঘ্রগতি।
চারি দণ্ড দেখ আছে দিনকর স্থিতি ॥
এক ক্রোশ পথ যাইতে হইবেক আর।
হেথায় সংগ্রাম কর না বুঝি বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
সৈন্য মধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন ॥
ইহার উপায় কৃষ্ণ কহ মম স্থানে ॥
কি মতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাহিক তোমার।
জয়দ্রথ হবে আজি অবশ্য সংহার ॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ।
সিংহনাদ করি যায় ইন্দ্রের নন্দন ॥
নিকটেতে দেখি তবে অর্জ্জুনের রথ।
মহাভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
জয়দ্রথ যায় দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
অতিশয় হইলেন চিন্তিত হৃদয় ॥
জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ।
ভাবেন কেমনে তারে পাই দরশন ॥
ভাবিয়া ভুবনপতি কন অর্জ্জুনেরে।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে ॥

পলাইত জনেরে পাইতে বড় দায়।
ভাবিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়॥
না শুনিয়া করিলা প্রতিজ্ঞা অগ্রে বড়।
তোমা লয়ে পড়িল সংশয় দেখি দড়॥
হিবা আছে দণ্ড দুই অবহেলে যাবে।
ইহার উপায় তবে কেমনে হইবে॥
অর্জ্জুন অঞ্জলি করি কন কৃষ্ণ আগে।
একান্ত তোমায় পাণ্ডবের ভার লাগে॥
যে কর সে কর কৃষ্ণ তোমা বিনা নাই।
পাণ্ডবের প্রভু বলি সংসারে বড়াই॥
সেবক পালক তুমি সংসারের সার।
সেবক রক্ষিতে প্রভু তুমি অবতার॥
তুমি বর্ত্তমানে হয় পাণ্ডবের ক্ষতি।
জগতে তোমার নিন্দা হইবে সংপ্রতি।
পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আছিল।
তথাপি পাণ্ডবগণ সমরে মরিল॥
এই নিন্দা অবনীতে হইবে তোমার।
একারণে চিন্তা কিছু নাহিক আমার॥
যাহা যান তাহা কর এভার তোমার।
অভিমন্যু শোকে মন পুড়িছে আমার॥
তাহাতে নিধন ভাল নিবায় অনল।
রহিয়াছে তব ভাষা শুনিয়া শীতল॥
অর্জ্জুনের আক্ষেপ বিনয় বাক্য শুনি।
পরিতুষ্ট হইয়া চাহেন চক্রপাণি॥
কি ভয় আছয়ে ইথে উপায় সৃজিব।
জয়দ্রথ আজি সত্য নিধন করিব॥
এত বলি উপায় চিন্তিয়া নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য্য আচ্ছাদন॥
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনি।
কুরু সেনাগণে হৈল জয়২ ধ্বনি॥
অর্জ্জুন দেখিয়া চিত্তে মানিয়া বিস্ময়।
ত্রাস পায়ে কৃষ্ণেরে বলেন সবিনয়॥
পার্থ বলিলেন কহ কি করি বিধান।
কিরূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা হইল।
প্রতিজ্ঞা নহিল পূর্ণ রজনী আইল॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কৈলে যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয়॥
এতেক কহিতে তথা কুরু বীরগণে।
অস্ত্রধনুঃ ত্যাগ করি আইল সেখানে॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
শীঘ্রগতি আসিয়া অর্জ্জুন প্রতি কয়॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ হইল আসি সন্ধ্যার সময়॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
অস্ত্র ধনুঃ ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর॥
মিছা মায়া মিছা কায়া জল বিম্ববৎ।
এ মহীমণ্ডল পাবে পড়িবা পর্ব্বত॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ তাহা চিরকাল নয়॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতি শীঘ্র হয় তার সবংশে পতন॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে পঞ্চজনে॥
করিলা প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবা কেমনে॥
অর্জ্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
তুমি হে কহিলা কথা রাখি ধর্ম্মপথ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে॥
অন্যায় সমর করি শিশু হৈল হত।
কহ দেখি সে কর্ম্ম কেমন ধর্ম্মমত॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিও মারব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব॥
শুনিয়া শুখায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসি কহেন পার্থ বীরে॥
বিশ্বাস ঘাতক তব রাজা সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম নাহি তাহা বহি॥

শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পন।
এতবলি আনিয়া জ্বালিল হুতাশন ॥
কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম্ম করিয়া বধিতে ক্ষত্রচয় ॥
এখন নিরস্ত্র হয়ে মরিবা কেমনে।
অস্ত্রসহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে ॥
কৃষ্ণবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনুঃ করিয়া সগুন ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন ॥
দুর্য্যোধন রাজার হৃদয়ে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু আর নাহি দুঃখ ॥
হাস্যমুখ কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পড়িতে আগুণে ॥
টান দিয়া ফেলাও করের শরচাপ।
চক্ষু বুজি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ ॥
অর্জ্জুন বলেন এই ঝাপ নিয়ে পড়ি।
জয়দ্রথে লয়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী ॥
জয়দ্রথ দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন ॥
চারিদণ্ড বেলা আছে গগণমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে ॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথ বধিতে বিলম্ব আর কেনে।
কাটহ তাহার মুণ্ড ভূমে না পড়িবা।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবা ॥
ইহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবা মুণ্ড তার হাতের উপরে ॥
বাণে২ মুণ্ড লয়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানহ ইহাতে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটে মারেন এক বাণ ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে২ লয় তারে জনকের স্থানে ॥
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে লয়ে ফেলে ॥
ত্রাস পায়ে মুণ্ড গোটা ভূমিতে ফেলিল।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড২ হৈল।
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ উপাখ্যান ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে মরিবে সেইক্ষণে।
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজের তনয় ॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করে অরণ্য ভিতরে ॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ।
তুষ্ট হয়ে বর তারে জাচেন বিশেষ ॥
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত ॥
জয়দ্রথ বলে যদ মোরে দিবা বর।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর ॥
মম শরীর কাটি যেই ফেলিবে ধরণী।
তাঁর মুণ্ড খণ্ড২ হইবে তখন ॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি ॥
হরে প্রণমিয়া করি আনন্দিত মন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন ॥
সে কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষা হেতু এইরূপ করিলাম ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল ॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমৎকার ॥
কৃষ্ণের চরণে করিলেন নমস্কার ॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥

তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমন বিপদে মোরে করিলে তারণ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।
তোমার প্রসাদে দেখি আমি বন্ধুজন॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা আমি করি যে কেবল॥
শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধি বল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল॥
তোমার কারণে কত দিন রব ক্ষিতি।
তোমার কৃপায় করি ভোগ বসুমতী॥
তোমার দয়ায় করি করিব সমর॥
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট সাগর।
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু॥
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু।
দিন নাথ দয়াময় ঠাকুর দিনজনে॥
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ॥
চিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন।
তোমা হৈতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে॥
নিশ্চয় জানিহ কহিলাম যে তোমারে।
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীতি অতিশয়॥
অতএব কার্য্য তব করি ধনঞ্জয়।
কায়মনবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে॥
অনুক্ষণ ত'রে রাখি বিপদ সাগরে।
অনুক্ষণ মম নাম লয় যেই জন॥
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন।
জল ভেদি পদ্ম যে উঠি ক্রমে ক্রমে॥
সেইমত মুক্ত আমি করি ভক্তগণে।
তুমি প্রিয় ভক্ত মম ইন্দ্রের নন্দন॥
অতএব তব কার্য্য করি প্রাণপণ।
এত শুনি ধনঞ্জয় হয়ে পূর্ণকাম॥
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম॥
জয়দ্রথ বধ কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের। মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ বধ।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বা নন্দন॥
তালতরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরুসেনা মধ্যে যায় নির্ভয় শরীর॥
গদা লয়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায়॥
সৃষ্টিনাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন॥
পর্ব্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্র সম শর॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহা ভয়ঙ্কর॥
মুখ খান যুড়ে পৃথ্বী গগণ মণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল খল॥
মুখ দেখে কুরুসৈন্য হারায় জীবন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন॥
সিমুলের তুলা যেন উড়ান পবন।
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ॥
ঘটোৎকচ আগেতে না রহে কোনবীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর॥
হেনকালে আইল দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন॥
রথে চড় ধনু ধরি আইসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা লয়ে ধায় যেন কাল হুতাশন॥
ক্ষুধার্থ গরুড় যেন পাইল ডুণ্ডুপ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেইরূপ॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখে ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ মন॥
অষ্টশিরা গদা গোটা নিয়া বীর হাতে।
হাসিতে২ মারে দোষণের মাথে॥

বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয় ॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হয়ে।
হাতে ধনু করি আইল দিব্য অস্ত্র লয়ে ॥
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে চোখ২ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর করিল অন্তর ॥
দুঃশাসনে ডাকি বলে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির ॥
কৌতুক দেখিবে আজ যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশবাণে ঘটোৎকচের কাটিল কবচ ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসনের অঙ্গ কাটি করে খান খান ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে দুঃশাসন বীর।
রণ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির ॥
দুঃশাসন ভঙ্গ দেখি হাঁসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর ॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে পোড়ে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন করে মহাবন ॥
সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণ গণিল তরাস ॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্য২ করিয়া করেন প্রশংসন ॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার ॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আইল কর্ণ রবির নন্দন ॥
ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চূর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর ॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন ॥
শত২ হস্তী মারে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমিষে সংহারে ॥
শত শত রথ পড়ে হয়ে খান খান।
দেখিয়া কৌরবদল হৈল কম্পমান ॥
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুল মন ॥
ঘটোৎকচ রণ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান ॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর ॥
হাতে তুলি নিল বীর দুর্দ্ধরিষ ধনুঃ।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণ পুত্রতনু ॥
শীঘ্র হস্তে অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারিল ঘটোৎকচ বাণ ॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর সন্ধান পূরিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল ॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করি বলে দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধ মূর্ত্তি দেখি তবে কাল হুতাশন ॥
ধনুঃ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল ॥
ভয়ে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন।
দ্রুতগতি পলাইল লইয়া জীবন ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর কুপিত অন্তরে।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে অন্তরে ॥
লেখাজোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর।
পলাইয়া যায় সবে ত্যজিয়া সমর ॥

বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোয়ার।
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার॥
হেন মতে ঘটোৎকচ করে মহাকার।
কৌরবের দলে উঠে সদা হাহাকার॥
হেনকালে অলম্বুষ আইল রাক্ষস।
মহা পরাক্রম বীর অসীম সাহস॥
রাক্ষসের সেনা হয়ে ধাইল সত্বর।
পর্ব্বত আকার বীর মহা ভয়ঙ্কর॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর।
মহা গদা হাতে করি নির্ভয় শরীর॥
গদার প্রহারে মারে রাক্ষস উপর।
অনেক রাক্ষস মারে সংগ্রাম ভিতর॥
অশ্ব হস্তী পদা তক সম্মুখে যা পায়।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি যায়॥
কোটি২ সেনা পড়ে না যায় লিখন।
দেখি পলাইয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস ঈশ্বর।
গদা লয়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কুমার।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর।
ত্রাস পেয়ে উঠে গিয়া আকাশ উপর॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা নন্দন॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর॥
মহাত্রাসে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল॥
মায়া করি লুকাইলা হিড়িম্বা নন্দন।
দেখি ভয়ে রাক্ষস পলায় সেইক্ষণ॥
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল॥
পুনরপি দুইজনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপম॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ॥

তবে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস ঈশ্বর।
পুনরপি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে ধরণী উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায়॥
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বা নন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর॥
তার কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর।
বাণে বিন্ধে অলম্বুষ করিল অস্থির॥
রহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দ্রুতগতি।
পুনরপি লুকাইয়া রাক্ষসের পতি॥
মায়া করি পর্ব্বত হইল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে তার মহা ভয়ঙ্কর॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে পর্ব্বত হইল শীঘ্রগতি॥
মহাশব্দ করি পড়ে সৈন্যের উপর।
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া পর্ব্বত উপর॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখি বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসীম সাহস॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চুর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর॥
পুনরপি রাক্ষস আইল আচম্বিত।
দেখি মায়া ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত॥
এক লাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসের ধরিল সত্বর॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমিতে পাড়িল।
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥

অলম্বুষ পড়িল তরাস কুরুদলে।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

পিতার মরণ দেখি অলম্বুষ বীর।
সিংহনাদ করি আইল নির্ভয় শরীর ॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি ॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে কার কুম্ভস্থলে ॥
পৃথিবীতে দন্তদিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
পুনরপি অলম্বুষ চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আইল ধনুঃশর হাতে ॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া অলম্বুষ ভূমেতে পড়িল ॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদা যুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতরে ॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার২।
দোঁহে দোঁহাকায় করে গদার প্রহার ॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীত ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল।
অলম্বুষের সব্য হস্তে গদা প্রহারিল ॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হৈল।
মর্ম্ম ব্যথা পায়ে বীর ভূমেতে পড়িল ॥
লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবলে।
এক চড়ে ভাঙ্গিল তাহার বক্ষঃস্থলে ॥
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে ॥
অলম্বুষ পড়িল দেখিয়া বিস্ময়মান।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান ॥
গদাহাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির ॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণ চূর্ণ করি যায় ॥
লক্ষ২ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মম সৈন্য বীর নাই সমান ইহার ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুইজনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা ॥
ভীমের সমান বীর মহা পরাক্রম।
গদা হাতে করি যায় যেন কাল যম ॥
হেনকালে পাণ্ড রাজা রথে চড়ি আইল।
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল ॥
কি কারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখি ঘটোৎ বীরে বিনাশিব আমি ॥
এত বলি ধনুঃ ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর ॥
ঘটোৎকচ দেখি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
স্থির হয়ে ঘটোৎকচ দেহ মোরে রণ।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন ॥
এত শুনি ঘটোৎকচ মহা ক্রুদ্ধ হইল।
হাতে গদা করি বীর সত্বরে ধাইল ॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্য রাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া বাণ হৈল খান খান ॥
তবে পাণ্ড্যরাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান২ ॥
গদা কাটা গেল বীর অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথখান সাপটীয়া ধরে সেইক্ষণ ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্যরাজা ত্যজিল জীবন ॥

এতেক দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
সবে মেল ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মম ভীমের নন্দন।
কোনমতে জয় হবে আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সবে কহিও আমারে।
ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে॥
দুর্য্যোধন কাতর দেখিয়া সর্ব্বজন।
রথে চড়ি ধায় সবে করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি শেল জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টীশ নানা অস্ত্র কোটি২॥
মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নির।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে যেন মহাবীর॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা নন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনুঃ ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড২ করি কাটে সবাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ২ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যেমন শমন।
নিমিষেক মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
রথ এড়ি পথ বহে হয় ছাড়ি ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়॥
বিষম সমরে সেনা করিল নিধন।
বিমানে বসিয়া দেখে সর্ব্ব দেবগণ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইল মূর্চ্ছিত।
জ্ঞানহীন হৈল যেন নাহিক সম্বিত॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে২ রাজার হৃদয় শুকায়॥
চিন্তাজ্বর উপজিল থর২ কাঁপি।
আগুণ ছুটিল গায় হয়ে অনুতাপী॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন॥
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার সদনে।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র নহে নিবারণে॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায়॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে॥
বিতরণ কবচ করিয়া পাই বাণ।
যাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচ বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তার সংঘটন॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে॥
অশ্বত্থামা বলে ভাল বলিলা বিধান।
আজি ঘটোৎকচেরে করহ সমাধান॥
ইহার হাতেতে যদি রক্ষা পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিবে জীবনে॥
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি কহিলা হে গুরুর নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলেন শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষস বধ কর॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে॥
অর্জ্জুন বধিবে বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান॥
আজি রক্ষা কর ঝাট রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহার সাক্ষাতে॥
এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার।
কোটি২ সৈন্য দেখ মারিল সত্বর॥

এত শুনি কর্ণবীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ॥
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত মন ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিধানে উত্তরিল গিয়া ॥
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে করে।
হুহুঙ্কার করি যায় সংগ্রাম ভিতরে ॥
গদার প্রহারে মারে বড়২ রথী।
নলবন দহে যেন মদমত্ত হাতী ॥
গদা ধরি ঘোড়া মারে করি স্কন্ধে গদা।
গর্জ্জিয়া গজেন্দ্র পাড়ে পড়ে রণে সদা ॥
রাহু যেন রাক্ষসে রুষিয়া হুতাশন।
পদের চাপান যার যুড়িয়া যোজন ॥
পাসরিলে মুখ খান যেন সরোবর।
রবি যেন চক্ষু রাঙ্গা দেখি লাগে ডর ॥
চরণের দপদপি বসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি এক লাফে ॥
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উথাড়িয়া পড়ে।
ঘন২ সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে ॥
বিপরীত বীরবর বিষম বক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশ পতি ॥
লইয়া একাগ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
মারিলেন সুসন্ধানে রাক্ষস হৃদয় ॥
অনল সমান চলে একাঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হইল নিরস্ত ॥
পর্ব্বত হইয়া অস্ত্র আইসে ত্বরিতে।
পড়িছে অনল কোথা সে অস্ত্র হইতে ॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার হস্তে না হবে এড়ান ॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে ॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি যায় কর্ণপতি।
বক্ষঃদেশ বিন্ধিলেন ঘটোৎকচ রথি ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন পিতা বৃকোদর ॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল ॥
বীরকর্ম্ম করিয়াছ অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাও স্বর্গপুরে ॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ করে কলেবর ॥
কুরুবল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ২ রথ অশ্ব করিলেক চুর ॥
শত২ হস্তী পড়ে দীর্ঘ২ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত ॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল তাহে যত বন্ধুজন।
দুইদলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এইকালে ঘটোৎকচ হইল সংহার ॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয়২ বাজিছে বাজনা ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

কর্ণের নিকট কপটে ইন্দ্রের কবচ
গ্রহণোপাখ্যান।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন ॥
পুত্রহত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি যায় মহারুষ্ট মন ॥
সৃষ্টিনাশ হেতু যেন দীপ্তমান চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ড ভণ্ড ॥
শত২ হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমিষেক পদাতিক দিল যমঘরে ॥
ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সৈন্যগণ।
গদাঘাতে খণ্ড২ হৈল সর্ব্বজন ॥

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথিগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর॥
দুর্য্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথি পড়ি যায় রথে॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি তাপিত হৃদয়॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুনহ বচন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হৈল আনন্দিত॥
ধন্য২ বলি পার্থে বলে সর্ব্বজন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয়॥
এত বলি আনন্দিত হৈল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ॥
রণস্থলে পড়িলেন হইয়া কাতর।
রথিগণ পড়ি গেল রথের উপর॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে সৈন্য পড়ে শবের আকার॥
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীর তলে॥
রাজগণ রথে পড়ে মৃতপ্রায় হৈয়া।
রতন মুকুট সব পড়িল খসিয়া॥
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর।
রূপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবীর॥
বিনা খাট পালঙ্ক শুনিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্ত্তী সবে রাজার তনয়॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহ মাঝে।
কুসুম শয্যায় নিদ্রা যায় মহারাজে॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমন করিলে নিদ্রা যায় কদাচন॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন॥
সৈন্যের শোণিতে সব হইল কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থল দেখি হয় ভ্রম॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচ আইসে ঝাঁকে২॥
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথে নাহি চলে।
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্থলে॥
নিদ্রা যায় রাজগণ হয়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করিল শয়ন॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন॥
ধিক্২ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন লয়ে নারায়ণ॥
ঘটোৎকচ শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ অতি দুঃখকর॥
অভিমন্যু শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়॥
দুই পুত্র শোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর॥
এমত শুনিয়া কহিলেন ভগবান।
বড় কর্ম্ম কৈল তবে ভীমের সন্তান॥
তাহার কারণে মৃত্যু নাহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব্ব সমাচার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আইল শচীকান্ত॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির॥
কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে॥
তব হিত হেতু আইল সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন দেশে ঘর তব কহ মহাশয়॥

কিসের কারণে হেথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন ॥
এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর।
কোন দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর ॥
ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর ॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
নাহি জানি দ্বিজরূপে আইল কোনজন ॥
যে হক সে হক মম সত্য অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এত বলি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর।
দিবত অবশ্য আমি কহিনু সত্বর ॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ ॥
যোড় হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন।
জানিনু আপনি তুমি সহস্রলোচন ॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা ॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণ বীর করিল প্রণাম ॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয় ॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোনজন ॥
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ ॥
এত বলি কর্ণ বীর হাতে খড়্গ লৈয়া।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেক ফেলাইয়া ॥
কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগ লহ বর ॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবে বিদ্যমান।
একঘাতী অস্ত্র দেব মোরে দেহ দান।
কর্ণেরে একাগ্নি অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ কুণ্ডল লয়ে গেল নিজ ঘর ॥
বজ্র সম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহু দিন গুপ্ত রাখি নাহি কেহ জানে ॥
ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সকল সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার ॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই কুন্তীর কুমার ॥
অতএব শোক না করিহ ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য জানি শত্রু কর ক্ষয় ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন ॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংসার সাগর ঘোর তরিতে তরণী ॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়া।
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুর্ভুজ হৈয়া ॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
দৃঢ় করি ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে ॥

দ্রুপদ রাজার মৃত্যু।

মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন।
প্রভাতে আইল সবে হয়ে এক মন ॥
সংসপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্য কোলাহল হইল প্রলয় ॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণ বৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর ॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর ॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চাল নন্দন।
বিরাট সহিত সোমদত্ত করে রণ ॥
সহদেব শকুনি করয়ে ঘোর রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন ॥

ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানেতে বাধিল মহারণ॥
প্রলয়কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন।
সেইমত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জ্জন॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা চেকিতান মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে সুমন্ত নৃপতি।
শতানিক করে যুদ্ধ কৌরব সংহতি॥
হেনকালে করে রণ সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোপে করে সব অস্ত্র বরিষণ॥
ভীম সনে গদাযুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন॥
নকুলেতে দুঃশাসন হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্র সুতাসুত।
দুঃশসান অঙ্গে বাণ মারিল বহুত॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণ মাত্র শেষ॥
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইয়া চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ॥
দুইজনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
তবে কোপে নকুল এড়িল দুইবাণ।
রথধ্বজ কাটিয়া করিল খান২॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে॥
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে।
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি দুঃশাসন ভয়ে হইল বিকল॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন ভয়ে পলাইল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
বাণবৃষ্টি পরস্পর দোঁহার উপর॥
পর্ব্বত আকার হস্তী করি আরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক নন্দন॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন জলবৎ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চশর॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত অঙ্গে তবে শোণিত বহিল॥
স্থির হয়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি করে দুইখান॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ে দুইবাণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে বলবান॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর।
দুইখান করি কাটে পাঞ্চাল ঈশ্বর॥
তারপর ভগদত্ত পঞ্চদশ বাণে।
মারিল পাঞ্চাল রাজে বিশিষ্ট সন্ধানে॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও
ভগদত্ত বধ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান॥
সৈন্যগণ ক্ষয় সম করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম শুন নারায়ণ॥
এত শুনি গোবিন্দ হইল আনন্দিত।
ভগদত্ত অগ্রে রথ চালান ত্বরিত॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবন সমান।
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ॥

অর্জ্জুনে দেখিয়া যায় ভগদত্ত বীর।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি ॥
অবশ্য করিব আজি তোমাকে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবা আমার ॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলেন গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর ॥
কোন যুদ্ধ করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিবে যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত ॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন দামোদর ॥
তথা হৈতে রথ রাখিলেন একভিত।
রাজা যুধিষ্ঠির হইলেন আনন্দিত ॥
পুনরপি দুইজনে হইল সমর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ২ বাণ ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্ত বাণ করিলেন খান২ ॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে।
নারাচ মারিল বীর করি কুম্ভস্থলে ॥
দারুণ প্রহারে করি বিকল হইল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল ॥
হস্তী যদি পড়িল দেখিল ভগদত্ত।
হেনকালে সারথি যোগায় এক রথ ॥
যাটি২ হস্তী যেই রথখান বহে।
বিস্ময় মানিয়া সর্ব্ব যোদ্ধাগণ চাহে ॥
হেনরথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ।
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ ॥
যত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষে করেন পার্থ তাহা খান২ ॥

বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
অর্জ্জুন উপরে মারে চৌষট্টী তোমর ॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর।
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন উপর।
খরতর স্রোতে বহে অঙ্গেতে রুধির ॥
অচেতন হইলেন রথের অস্থির।
ক্রোধ করি তখন কহিল দামোদর ॥
কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্যমন কর তুমি কিসের কারণে ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্ত মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হৈলা একবারে ॥
ভগদত্ত ক্ষয় কর এড়ি দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান ॥
আশাপায়ে হাঁসে আর দেখি দুর্য্যোধন।
দেখে কুরুদল সব প্রফুল্ল বদন।
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র লইলেন ধনু টঙ্কারিয়া ॥
গগণ ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
মুষল ধারাতে যেন বর্ষে নবঘন ॥
অস্ত্র বিনা সৈন্য মধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেক নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে ॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বসাইল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেন বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব বাণ দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ ॥
অর্জ্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ ॥
বুকপাতি আপনি নিলেন সেইক্ষণ ॥

কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হৈল কম্পমান॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
কি কারণে হৃদয়ে ধরিলা তুমি বাণ॥
কোন অর্থে ন্যূন মোর দেখিলা কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে নিবারণ নহে এই বাণ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা আমারে।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে॥
নিবারণ নহে অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ॥
এক মূর্ত্তি তপস্যা করয়ে অনুক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন॥
আর মূর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অন্তরূপে এক মূর্ত্তি সংহার কারন॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তাহাতে পাইল পৃথ্বী সে দিল নন্দনে॥
পৃথবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্র শাস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা॥
এই অস্ত্র প্রতাপে জিনিল ভূমণ্ডল।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল॥
কদাচিত ব্যর্থ যদি চক্র মম হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ ব্যর্থ কভু নয়॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর।
পুনরপি পার্থকে কহিল গদাধর॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এইকালে ঝটিতি কাটিয়া ফেল শির॥
তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন॥
আছিল বাণের তেজ বিষ্ণুর সমান।
সহজে হইল তার শক্তি আগুয়ান॥
কোন অর্থে চিন্তা না কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিহ নিশ্চয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ি পঞ্চবাণ।
ভগদত্ত ধনুক করেন খান২॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন॥
পুনঃ২ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে সব কাটিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে॥
ধনুঃ টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান।
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ি বীর পূরিয়া সন্ধান॥
ভগদত্ত মারিলেন কুপিত সমান॥
দুইখান হয়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির॥
ভগদত্ত রথ লয়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর॥
শত২ সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেনবীর নাহি নিবারয়ে রথখানে॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দন।
সাবধানে সাপটিয়া ধরে রথখান॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরবদল হৈল কম্পমান॥

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয়, শুন ওহে জন্মেজয়,
হেনমতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখিরাজা দুর্য্যোধন শোকেতেআকুলমন,
আরোহণ কৈল গজমত্ত॥

অশ্বত্থামানামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমন উত্তম গজবর।
বর্ণেজিনি জলধর, ঈষা দন্ত সম শর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোণকরি, আইল কুরুঅধিকারি,
যথা আছে বীর বৃকোদর ॥
হাতে গদা ঘোরতর, দুর্য্যোধন নৃপবর,
ভীম সনে করিতে সমর ॥
দেখি ধায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্কর,
শমন সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গকাঁপে, দশনে অধরচাপে,
বজ্র সম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কালদণ্ড, সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড,
এক ঘায় মারে শত শত।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি তত,
শত শত চূর্ণ করে রথ ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরতর,
বায়ুবেগে ধায় মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, মূর্ত্তি যেন বৃহদ্ভানু,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করিবারে মহারণ,
গদা লয়ে ধায় মহাবীর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত মন,
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত দেখি যেন যমদূত,
গদাতে ভাঙ্গিল তার মুণ্ড ॥
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে করি,
মস্তক হইল খণ্ড খণ্ড।
ভয়েতে কম্পিতমন, একলাফে দুর্য্যোধন,
হস্তী এড়ি পড়িল ধরণী।
গদা লয়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রাঘাতে যেন শব্দ শুনি ॥
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কম্পে থর২,
ধরিলেন গদা দৃঢ় মুষ্টি।
ভানুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তরে যমবর্ত্তি,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥

অতিকোপে বৃকোদর, মারে গদা বজ্রতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর।
গদাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কম্পে ঘনেঘন,
পলাইলা ত্যজিয়া সমর ॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হয়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ।
সৈন্যকেহনহে স্থির, দেখিকোপেদ্রোণবীর,
দ্রুতগতি আইলেন তখন ॥
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ এড়ে যত অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেন ভীমের হৃদয়।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবন তনয় ॥
পলাইল ভীমসেন, দেখি আনন্দিত দ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর।
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
দ্রুত আইল দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধেকরেবাণবৃষ্টি, যেন সংহারিতেসৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে২ ॥
অর্জ্জুনের দশ বাণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান,
মারিলেক সমর ভিতরে।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থবীর হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপরে ॥
অর্জ্জুন বিমুখকরি, দ্রোণাচার্য্য গেল ফিরি,
সেনাগণে করিতে বিনাশ।
দারুণ দ্রোণের বাণ, স্থির নহে কোনজন,
যুধিষ্ঠির গণেন হুতাশ ॥
যেইবীর রণ বেশে, দ্রোণেরসম্মুখে আসে,
তারে দ্রোণ করেন সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখ দ্রোণ নিরুপম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ, কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হয়ে পরাভব,
ভীম হস্তে হইল নিধন ॥

শুনি দ্রোণাচার্য্যবীর, হইলেন যে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে, শূন্যবাণী হৈল তবে,
চিরজীবি কহিলেন ব্যাস॥
সুমেরুভাঙ্গিয়া পড়ে,চন্দ্রসূর্য্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি॥
এতভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারিযুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি॥
পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় বুঝ ভীম স্থানে।
মিথ্যানাহিকহিআমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে॥
এতশুনিদ্রোণাচার্য্য, পুত্রশোকেহীনধৈর্য্য,
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্যমানি, যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজ পাশ।
অশ্বত্থামা হতবাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্যভাষ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিল পাণ্ডবমণি,
কি করি কহিব মিথ্যা বাণী।
আমাতে বিশ্বাস করি, দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে
হরি, মম বাক্য সত্য হেন জানি॥
কিমতে কহিব মিথ্যা,যুক্তি নহে এইকথা,
দি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাস ঘাতকী করি, কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস॥
পুনরপি নারায়ণ, করিছেন জিজ্ঞাসন,
প্রকাশ করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হতবাণী আমি তাহা সত্যজানি,
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে॥

পুনঃ কন যুধিষ্ঠির, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উপায়॥
এত শুনিবৃকোদর,ক্রোধে কম্পেকলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডব স্বামী, সকল নাশিলা তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোক অধগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে,বেড়ি যত যোদ্ধাগণে,
একা শিশু করিল নিধন।
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলা কর্ম্ম,
নাশিলা সকল রাজ্যধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ,কহি আমি পুনঃ২
কহি তবে একশত বার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার॥
শুন দ্রোণ কহিসার,সমরেতে আজিকার,
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
এই কথা নহে অন্যমত॥
এত শুনি কহে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মম সুত, কহে ধর্ম্ম সুচরিত,
নিজমুখে ধর্ম্ম নৃপবর॥
শুনিয়াত নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে যদি বধিবে দ্রোণেরে॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হইল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ উত্তর॥

পুনরপি কহে দ্রোণ,সত্য কহ হে রাজন,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্ম্মের সুত, অশ্বত্থামা হইল হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥
দ্রোণ পুছে যতবার, কহিলেন ততবার,
যুধিষ্ঠির সে মত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজবাণী,
পুনঃ দ্রোণের গোচর ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণজানি,
পুত্রশোকে হইল আকুল।
ধনুধরি বামকরে,কান্দে দ্রোণউচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকুল ॥
পুত্রেরশোকেতে দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারায় দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দেদ্রোণহয়েদুঃখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥
হেনকালে রমাপতি; বলিলেন পার্থপ্রতি,
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কাল সর্প দংশেদ্রোণে, ঝাটি কাটি পাড়
বাণে, এইকালে কুন্তীর তনয় ॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্পবলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতল বিন্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন রথেপড়ে দেখি দ্রোণ,
খড়্গ লয়ে ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, তেন ধায় দ্রুতগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর ॥
কাটিল দ্রোণের শির, দেখি যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজরথে আইল তখন ॥
দ্রোণের নিধন দেখি,দুর্য্যোধন হয়ে দুঃখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দকরি,কান্দেকুরু অধিকারী,
পড়িলেন ধরণী উপর ॥

ব্যাস বিরচিত গাঁথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা;
শ্রবণেতে কলুষ নাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোমদান, নহে ইহার সমান,
মুক্ত হয় শুনে যেইজন ॥
গোবিন্দের গুণ কর্ম্ম, শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা সুখ নাহি আর।
রক্তপদ কোকনদ, ভক্তজন সিদ্ধপদ,
অখিলের আপদ সংহার ॥
কালরূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকির পরিত্রাণ হেতু।
এ ঘোরসাগরমাঝে, উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজনামে বান্ধি দিল সেতু ॥
অভয় চরণ মম, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এই মাত্র করি নিবেদন।
সংসারসাগর ঘোরে, উদ্ধারকরিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
সন্ধ্যার সময় দ্রোণ পড়ি গেল রণে।
রোদন করয়ে তবে যত কুরুগণে ॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে যত যোদ্ধাগণ।
কোনজন কোনরূপ করিবে তারণ ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে কে মারিবে পাণ্ডুপুত্র গণে ॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয়।
তাঁহাকে পাণ্ডবগণ করিল সংশয়।
যাঁহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥
বহু শোকাকুল হয়ে কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে তথা আইল সূর্য্যের নন্দন ॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥

এখনি কি বল সখে আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি যে তোমায়॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণ শিক্ষা ছিল তেঁই সমর করিল॥
দোঁহা হেতু শোক না করিহ দুর্য্যোধন।
আমিত বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবেরগণ॥
ধর্ম্মকে ধরিয়া দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক না করিহ নৃপবর॥
হেনকালে তথা আইলেন অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য ম'মা॥
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির।
শোকে অচেতন হইল অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন॥
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয়॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে ধনু যদি এড়ি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবে নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচর॥
গোবধে ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি নিশ্চয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার॥
নিনাদ হইল যত না যায় লিখন।
মহানন্দে নৃত্য করে নট নটিগণ॥
রত্ন সিংহাসনেতে বৈসেন যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগণ সহিত সানন্দ যত বীর॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন।

গোবিন্দ চরণ মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুথি।
সৃষ্টি কৈল ব্যাসমুনি, অমৃত সমান জানি,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি॥
গোবিন্দের লীলা রস,যাহাতে সংসার বশ,
ত্রিভুবনে এই মাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় হয় যমদ্বার॥
পূর্ণ হিমকর সম, মুখচন্দ্র নিরুপম,
পদ নখ যেন দশবিধু।
রক্তোৎপল জিনি পদ, ভুবনে অতুল্যপদ,
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু॥
চতুর্ভুজ পিতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষঃদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা, দীপ্ত দিনকর আভা,
বিচিত্র আসন নাগ শেষ॥
ক্ষীরোদ সাগরজলে, নিদ্রা কৃষ্ণ হন ছলে,
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি, করেন পিযুষ দৃষ্টি,
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা॥
মুখচন্দ্র যার দীপ্ত, ত্রিভুবন হৈল তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
স্থিতি যাঁর অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুইপক্ষে,
নিজ গুণে তম হয় নাশ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণু মায়া সৃষ্টি করি,
মোহিত করেন সর্ব্বজনে।
মায়াতে আচ্ছন্ন হয়, নানারূপ ক্লেশ পায়,
যায় লোক যমের সদনে॥
গোবিন্দ সেবক যেই, সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজরথ আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে,
লয়ে যান আপন আলয়॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবে হরি,
রচিলেন ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধাভাষ, শুনিলে কলুষ নাশ,
কাশীদাস কৈল সমাপন॥

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।

পরস্পর সারথি কাটিল অশ্বরথ ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান বিখ্যাত জগত ॥
দোঁহে হৈল বিবর্ণ করিয়া মহারণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুইজন ॥
বাণে হানাহানি করে দোঁহে মহাবীর।
বল হীন হৈল দোঁহে নিস্তেজ শরীর ॥
দুইজনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু হৈল অচেতন ॥
শ্রুতকর্ম্মা বিচিত্রে হইল মহারণ।
দুইবীরে যুদ্ধ করে দোঁহে বিচক্ষণ ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে ॥
তবে শ্রুতকর্ম্মা বীর মহাধনুর্দ্ধর ।
মাথা কাটি বিচিত্রের পাড়ে ভূমিপর ॥
পড়িল বিচিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিম্ব মহাবীর পাইলা প্রকাশ ॥
পড়িল বিচিত্র সেন চিত্রসেন রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিম্ব হাঁসে ॥
রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
রণেতে ফাঁফর হৈল চিত্রসেন রথি ॥
তবে শক্তি ফেলিয়া মারিল তার মাথে।
প্রতিবিম্ব মহাবীর কাটে অর্দ্ধ পথে ॥
মহাগদা লয়ে বীর মারে আর বার ।
রথের সারথি তবে করিল সংহার ॥
পুনরপি রথে পড়ে মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর ॥
দুইবাহু পাসরিয়া পড়ে মহাবীর ।
প্রতিবিম্ব মহাবীর সমরে সুধির ॥
শরে২ নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধেতে আইসে অশ্বত্থামা মহাবল ॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু ।
শর বৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণ পুত্র তনু ॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুইবীর মহামত্ত যুঝে অবিশ্রাম ॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে দুইবীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর ॥

সর্ব্বদিকে বিজুলি চমকে যেন দেখি ।
তারা যেন গগণেতে ছুটয়ে নিরখি ॥
বাণে২ আবরিল না হক সঞ্চার ।
দুইবীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার ॥
মহারণ দুইবীরে করে মহাবলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
সাধু২ প্রশংসা করয়ে মহাজন ।
আকাশ বিমানে দেখে যত দেবগণ ॥
দুইবীর বিকল হইল অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুইজন ॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষে নির্ঝর ।
শরবৃষ্টি করেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
নারায়ণী সেনারে মারেন পার্থ রোষে।
দিবাকর যেমন খদ্যোতগণে নাশে ॥
লক্ষ২ বীরের কাটিল পার্থ মাথা।
কাটা গেল ধনুঃশর কত দণ্ড ছাতা ॥
বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি ।
সারি সারি মাথা পড়ে গগণ পরশি ॥
গজবাজি পড়ে সব রথী সারি সারি।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আইল অশ্বত্থামা মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির ॥
তবে দুই মহাবীর কৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর নারায়ণ ॥
অতি ক্রোধে অর্জ্জুন করেতে লয়ে শর।
করিলেন দ্রোণি তনু বাণেতে জর্জ্জর ॥
মগধাধিপতি তার দণ্ডধর নাম।
হস্তী অশ্ব লইয়া আইল অনুপম ॥
মহাবীর দণ্ডধর করিলেন রণ ।
সেইক্ষণে অর্জ্জুন কাটিল হস্তীগণ ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বত উপর ।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর ॥
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতে পড়িল দণ্ডধর ॥

অনিবার মহাযুদ্ধ করয়ে অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি আর বীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে করিয়া নির্ভর॥
অশ্বত্থামা বীর করে সৈন্যের সংহার।
ক্রোধ করি আইলেন অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুবল আইল তখন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর কহিলে তুমি অতুল প্রতাপে॥
এই দেখ রণে আইল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ করে পার্থে নিবারণ॥
হের দেখ ভীমসেন নকুল কুমার।
সহদেব বীর দেখ ভুবনের সার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের অগ্রসর হবে কোনজনা॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ রাজা আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হয়ে সাবধান॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রাম করিহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
এইকথা কহিতে মিশিল দুইদল।
মহাযুদ্ধ বাজিল হইল কোলাহল॥
ক্রোধ করি কর্ণবীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় কুতূহল মনে॥
প্রবেশিয়া কর্ণবীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে॥
কর্ণ পুত্রে কাটিয়া কৃপের কাটে ধনু।
তিন বাণে কাটিলেন দুঃশাসন তনু॥
ছয় বাণে শকুনিরে করিল বিকল।
রথ কাটি বিন্ধিলেন উলুক মহাবল॥
থাক২ সুষেণ কাটিব তব শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর॥
তিন বাণে বিন্ধিলেন কর্ণবীর তাকে।
সুষেণ প্রবীর অস্ত্র মারে ঝাঁকে২॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আইল॥
একে কর্ণ মহাবীর পায়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়িল আপন বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির বধে যুক্তি কৈল কর্ণবীর।
ক্রোধে পরিপূর্ণ কর্ণ কাঁপয়ে শরীর॥
একবারে যুড়ি মারে শত শত বাণ।
বিন্ধি পাণ্ডবের সৈন্য কৈল খান খান॥
মহাধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহারথিগণে বিন্ধে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব সমরে॥
গজ বাজি ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুত২ পড়ে লিখিতে না পারি॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কার কুণ্ডল সহিত।
অস্ত্র সহ হস্ত কাটি পাড়িল ত্বরিত॥
যুধিষ্ঠির রাখিতে ধাইল বহুদল।
দৃষ্টিমাত্রে কাটি পাড়ে কত মহাবল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোমারে॥
দুর্য্যোধন বাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন॥
এত বলি ধর্ম্ম মারিলেন দশ বাণ।
তাঁর শরাসন কাটে কর্ণ ধনুর্বাণ॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন॥

যম দণ্ড সমান প্রখর ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বজ্রের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেন বীর ॥
বেদনা পাইল তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর ॥
হাহাকার কুরুদলে প্রচার হইল।
পাণ্ডবের সৈন্য জয়ধ্বনি প্রকাশিল ॥
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল ॥
যুধিষ্ঠির নিধন চিন্তিল মনে মন ॥
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাশন ॥
বিজয় নামেতে ধনুঃ নিল আরবার।
যাহাতে আছয়ে চন্দ্র সূর্য্যের আকার ॥
সত্যসেন সুষেণ কর্ণের দুই সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত ॥
বিন্ধিলেন নৃপতি সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেক কর্ণ মহাবীরে ॥
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বরে।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
রাজারে দেখিতে আইল যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদ নন্দন ॥
সহদেব সুষেণ নকুল কাশীপতি।
শিশুপাল তনয় আইল শীঘ্রগতি ॥
একবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
পাণ্ডবের সর্ব্ব সৈন্য করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির রাজার হাতের কাটে ধনুঃ।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু ॥
কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পাড়ছে ধারে ধর্ম্ম কলেবরে ॥
শক্তি মন্ত্র মারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
শক্তি হানি ভেদিলেন কর্ণের শরীর ॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষ্ণশর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম কলেবর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল বাণ বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজছত্র কাটিলেন বিক্রমে বিশাল ॥
গজ অশ্ব কাটা গেল হইল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য সব করে আর্ত্তনাদ ॥
অন্য রথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের গোচর ॥
জিনিলেক কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথ।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাত ॥
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে তোমারে কুশল নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্যা ধর্ম্মেতে যে তোমাকে বাখানি ॥
আর যুদ্ধ না করহ কর্ণ বীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজস্থানে ॥
এতবলি কর্ণ বীর ছাড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি ॥
কোপেতে আইল ভীম মাহাবল ধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর ॥
কর্ণবীর সমাগমে হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে দেব ঋষিগণ ॥
কালদণ্ড সম যেন বিজলি ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম অস্ত্র খর ধার ॥
শরে কর্ণ বীরের করিল ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মার মার ॥
হাতে ধনুঃ লয়ে ভীম সমরে প্রচণ্ড।
হাসিয়া রাজার পুত্রে করে খণ্ড খণ্ড ॥
দুইবীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্যে না চলে বাতাস ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান ॥
গদাঘাত কর্ণেরে করিল বৃকোদর।
মুচ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর ॥
রথ বাহুড়িল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেক চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয় শরীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবীর ॥

অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া এমত বলিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মম পিতৃ বৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যুদ্ধ নাহি করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি পিতৃবৈরী মারি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আইলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আইল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুদ্ধে দ্রোণ পুত্রসনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল ধনুর্গুণ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার॥
ক্রোধভরে আইসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল মহাশির॥
ভীমসেন করিল তাঁহার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান॥
মহাবীর কর্ণ তবে বরিষয়ে শর।
বরিষয়ে মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব সৈন্য কর্ণবীর শরে।
রাখিতে না পারে সৈন্য ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে রাজার বিন্ধিল শরীর॥
যুধিষ্ঠির হৃদয়ে বিন্ধি সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান খান॥
রাখিবারে রাজারে আইল যোদ্ধাগণ।
কর্ণ বীর বাণেতে করিল নিবারণ॥
সহদেব নকুল ধর্ম্মের পাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষ মারিল লাখে লাখে॥
ত্রিভুবনে বীর নাই কর্ণের সোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল শরাসনে।
শর ধনুঃ কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণে॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটে কর্ণ বীর।
অস্ত্র বৃষ্টি করিলেন ধর্ম্মের উপর॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব রথে।
পুনরপি কর্ণ বীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণেরসারথি শল্য বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় আকুল।
বিস্তর বলিল পাণ্ডবের অনুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপনি প্রতিজ্ঞা কৈলা বিরস এখন॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে॥
হীন অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাঁহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হল উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবারে আশ।
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুন করিবে উপহাস॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণ বীর।
লজ্জা পায়ে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির॥
রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠির এড়ি কর্ণ অন্যকে ধাইল।
মৃগযুথ মধ্যে যেন গজেন্দ্র পশিল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
মারিলেন কর্ণ বীর নির্ভয় অন্তরে॥
পাণ্ডবের সৈন্যেতে পড়িল হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার॥
অর্জ্জুন২ করি মহাশব্দ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে॥
সংসপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সৈন্য সব সংহার করিল কর্ণ বীর॥
পরশুরামের অস্ত্র করিলা সন্ধান।
লক্ষ কোটি বাণ মারে দেখ বিদ্যমান॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হের দেখ সৈন্য সব সভ্রমে পলায়॥

কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য করে বহুল বিষাদ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
শীঘ্র রথ চালাও দেখিব যুধিষ্ঠিরে॥
সংসপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে ত্বরা যান শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে ধাইল অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধে যেন নাহি অবসান॥
দ্রোণপুত্রে জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আইলেন অতি ধীর॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণ যুদ্ধ কথা ভীম কহিলা আদ্যন্ত॥
কর্ণ শরে বিহ্বল হইল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয়॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণ পুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া আইস নৃপবর যথা।
ভীমসেন বলিলেন আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মম কুরুসৈন্য সনে॥
হেনকালে এড়ি যদি যাই আমি রণ।
ভীম পলাইল বলিবেক কুরুগণ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
দেখিয়া আইল যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা।

গৃহ মধ্যে শুইয়া আছেন যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
প্রত্যয় জন্মিল পড়িয়াছে কর্ণ বীর॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তলেন মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল মহারণে॥
হরষিত এথায় আইল দুই জন।
বিনা কর্ণ মারি সখে এথা আগমন॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখ॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসা করেন বার বার।
কহ ভাই অর্জ্জুন যুদ্ধের সমাচার॥
দেবাসুর জয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানি দুর্য্যোধন॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনুঃ।
অভেদ্য কবচ যার আচরিল তনু॥
যার ভুজবীর্য্যে দগ্ধ হইল রাত্রিদিনে।
ত্রয়োদশ বৎসর আছিনু যবে বনে॥
মন স্থির নহে মম না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আইসে মম পাশ॥
সেই কর্ণে আজি বুঝি মারিল সমরে।
আনন্দ পুরিল আজি আমার অন্তরে॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলা।
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলা॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর॥
আমার অরিষ্ট ছিল সংসপ্তকগণ।
তার সনে আমার আছিল মহারণ॥
তবে অশ্বত্থামা সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি করে তাহার বিরোধ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম মুখে শুনিলাম তব অপমান॥

তোমার কুশল জানি গিয়া আরবার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণের সংহার॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কর্ণ শরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুনেরে ভর্ৎসিয়া বলেন মহামতি॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আইলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর॥
কর্ণেরে মারিব বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এখন পালাও কি কারণ॥
তোর জন্ম দিনেতে হইল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী॥
দেবের বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি।
তোমা পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি॥
গর্ত্ত হৈতে কেন না পড়িলি পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে॥
যক্ষরাজ ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র সব আছে তোর পবনের গতি॥
রথধ্বজে হনুমান মহাবলবন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত॥
হাতে তোর গাণ্ডীব অক্ষয় ধনুঃশর।
পলাইলে কর্ণভয়ে প্রাণেতে কাতর॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুনরে বর্ব্বর॥
অগ্রে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
একদিনে কুরুগণ হইত সংহার॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হন রথি।
রথের উপরে তুমি হওত সারথি॥
এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারে২।
খড়্গ লয়ে উঠিলেন ভূপে কাটিবারে॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভর্ৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয়॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ কৈলে হয় নরক দুরন্ত॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান বেদ শাস্ত্রের বিধান॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুজনে না বধিও আছয়ে উপায়॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহেন পার্থ বিনয় বচন॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রে যত কহিল তার মরণ বিধান॥
গোসাঞি রাখিল প্রাণ তেঁই রহিল পরাণ
নিজে ভয় পাইয়া করেন অপমান॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণ যুদ্ধ দেখি।
হারিয়া আইলা তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি॥
ভীম নাহি দেয় কার মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ॥
শত২ হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যুথে২ অশ্ব বীর বৃকোদর মারে॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলা যত ধন রত্ন ঘর॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম অরণ্য ভিতর॥
আপনা কাটিতে যান বীর ধনঞ্জয়।
হাতে হৈতে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন করিলাম কোন কর্ম্ম।
গুরু নিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম॥
আপনাকে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান॥
আপনার প্রশংসা করিলে বার২।
তবে তব প্রতিজ্ঞায় হইবে উদ্ধার॥

আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন ৷
আমার সমান কেবা কত ধরে গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে ৷
বাহুবলে চারিদিক জিনেছি সমরে ॥
সংসপ্তকগণে আমি করেছি সংহার ৷
কর্ণবীর সঙ্গে যুদ্ধ করি বার২ ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর ৷
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে ৷
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে ॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি ৷
অর্জ্জুনেরে প্রসন্ন হইলেন নরপতি ॥
করিলেন প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ৷
আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥
তব পদ স্পর্শ করি কহিলাম সার ৷
সত্য ভ্রষ্ট হই যদি কর্ণে রাখি আর ॥
ধনঞ্জয় গোবিন্দে রাখিয়া মনোরথে ৷
গোবিন্দ সারথি সহ উঠিলেন রথে ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয় ৷
তোমার প্রসাদে আমি করিব বিজয় ॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র পৌত্রহীন ৷
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন ॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা হইবে নিধন ৷
পাশা নাহি খেলিবে শকুনি দুর্য্যোধন ॥
আজি সুখে নিদ্রা যাবে রাজা যুধিষ্ঠির ৷
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ৷
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নানা যুদ্ধের পর ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ৷

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর ৷
বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল সহিত বৃকোদর ৷
নিরখিয়া কুরুবল বরিষয়ে শর ॥
সারথি বিশোক নামে তাঁরে ভীম পুছে ৷
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে ॥
আজি রণে পাড়িব সকল কুরুগণ ৷
নতুবা আমারে মারিবেক দুর্য্যোধন ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল ৷
যাটি সহস্র বাণ আছে গণিয়া বলিল ॥
দশম সহস্র বাণ বজ্রের সমান ৷
আর যত বাণ আছে কে করে গণন ॥
অবশিষ্ট বাণ আছে আর রথ রহে ৷
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে ॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল ৷
আজিকার রণেতে কৌরব হত হৈল ॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ৷
সুসজ্জা করহ রথ করিতে বিজয় ॥
হেনকালে উত্তরে হইল কোলাহল ৷
ছাইল অর্জ্জুন বাণ গগনমণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে ৷
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন ৷
হের দেখ সৈন্যক্ষয় করিল অর্জ্জুন ॥
আমি অগ্রসরি করি ভীমের সংহার ৷
মারিল কৌরব সৈন্য নাহিক নিস্তার ॥
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায় ৷
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায় ॥
মারিলেক শক্তি ভীম সৌবলের মাথে ৷
সেই শক্তি সৌবল ধরিল বামহাতে ॥
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে ৷
বাহুবিদ্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে ॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে ৷
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে ॥
রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি ৷
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি ॥
ভঙ্গ দিল আপনি নৃপতি দুর্য্যোধন ৷
সৈন্যগণ লন গিয়া কর্ণের শরণ ৷
যুঝিতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ ৷
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তরঙ্গ ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর ৷
বেড়িয়া মারয়ে সব কর্ণ ধনুর্দ্ধর



দুঃশাসনের রক্তপান।

সাত্যকিরে বিন্ধিল বিংশতি মহাশরে।
শিখণ্ডীরে দশবাণ পঞ্চ বৃকোদরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শতবাণ মারে বজ্রশরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদ কুমারে ॥
সংসপ্তক মারে সহদেব শত শর।
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুর্দ্ধর ॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাসিয়া বিজয় ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে ॥
সাত্যকির ধ্বজা কাটি কাটে শরাসন।
আর বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
তিনবাণে সারথিরে করিল নিধন।
রথ শূন্য হইলেন সাত্যকি তখন ॥
নিমিষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হয়ে সব সৈন্য পলায় সত্বর ॥
দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর ॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয় ॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব দল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন অকূল তরঙ্গ ॥
ঝাট রথ চালাও গোবিন্দ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল ॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রথ দেখে কুরু নরপতি ॥
কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ আসিতেছে নর নারায়ণ ॥
ক্রোধভরে আইল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
ইহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর ॥
সর্ব্ব সৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি ॥
সবে মিলে মার আজি পার্থ মহামতি ॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জ্জুনেরে বেড়িল কর্ণের আগুসারি ॥
অর্জ্জুনের বাণে সব বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল ॥

সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান২ ॥
গদা লয়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র২ পড়ে গজ অশ্বগণ ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিল ভীমের কলেবর ॥
কাটিয়া হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হইল ভীম মহামতি ॥
মত্ত গজ সম বীর গদা লয়ে হাতে।
যম সম আইলেন সংগ্রাম করিতে ॥
গদা ফেলি মারিলেন দুঃশাসন শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক উপরে।
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ ॥
রথেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বেতে প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ ॥
শীঘ্র গেল যথায় পড়িল দুঃশাসন।
রথ হৈতে লাফ দিয়া গেল সেইক্ষণ ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরব কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বার২ ॥
আমি দুঃশাসনের করিব রক্তপান।
কার শক্তি ইহারে করিবে পরিত্রাণ ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইল রাক্ষস মূর্ত্তি সংগ্রাম ভিতরে ॥
অতিক্রোধে ভীমসেন সংগ্রামে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃতে পড়িল আজি মম কলেবর ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন রক্তপান ॥
রক্ত পিয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে ॥
দেখিয়া ধাইল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
যুদ্ধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে ॥

দুঃখী হয়ে দুর্য্যোধন ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব সৈন্যেতে তবে আইল আপনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে কর্ণ পর্ব্বে মরে দুঃশাসন ॥

অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণপুত্র বৃষসেনের মৃত্যু।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধ কথা কহ তপোধন ॥
কর্ণেরে বলিল দুর্য্যোধন মহাশয়।
গাণ্ডীব লইয়া আইসে বীর ধনঞ্জয় ॥
রক্তপান করি পরে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন রক্তেতে লেপিত কলেবর ॥
দুর্য্যোধন যথা আছে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
অস্ত্র লয়ে তথা ভীম যান মনোরঙ্গে ॥
দশ বাণ মারিয়া কাটিল পঞ্চজন।
সেই শোক ভয়েতে পলায় দুর্য্যোধন ॥
দেখি কর্ণ আইলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলায় পাণ্ডব সৈন্যগণ ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণমাত্র আছে ॥
সর্ব্ব মুখ্য কর্ণ বীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর ॥
কর্ণ পুত্র নকুলে হইল মহারন।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ ॥
ভীম রথে চড়িলেন নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর রণেতে নির্ভয় ॥
সহদেব নকুল আর ধৃষ্টদ্যুম্নবীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নির্ভয় শরীর ॥
ভীম খেদাড়িয়া বলে বীর বৃষসেনে।
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দনে ॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেন রাখিতে আইল শীঘ্রগতি ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বহুল নিপাত ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ কলেবরে।
মহবীর বৃকোদর বিন্ধিলেন শরে ॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সংগ্রাম দুর্ব্বার ॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে লয়ে শর।
তাহাতে বিন্ধিল বৃষসেন কলেবর ॥
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমান ॥
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
শোকানলে জ্বলি কর্ণ ধাইল সত্বরে ॥
অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি ॥
দেবাসুর জয়ী জান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হও অস্থির ॥
হের দেখ শরজাল করে কর্ণবীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর ॥
ইন্দ্রের ধনুক হেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণ হাতে শোভিত বিজয় ধনুর্ব্বাণ ॥
দুর্য্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুক টঙ্কার শুনি জয় জয় নাদ ॥
রণ করি কর্ণ বীর করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নহে কোনজন ॥
বর দিল তোমারে প্রসন্ন শূলপাণি।
কর্ণ সংহারিবে তুমি ইহা আমি জানি ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজ জানিহ নিশ্চয় ॥
হেনকালে কর্ণ আইল সংগ্রাম ভিতরে।
পুত্রশোকে তাহার নয়নে জল ঝরে ॥
দুই বীর দেখা দেখি হইল সমর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর ॥
দুই রথে দীপ্যমান উভয়ের ধ্বজ।
এক ধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ ॥
কর্ণে বেড়ি কৌরব করয়ে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরী বাজে আর জয় জয় বাদ ॥
অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া বিচিত্র বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডবের মাঝে ॥

নানা অস্ত্র মারে সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবজ্রাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ ॥
দুই দলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আইল গগণ মণ্ডলে ॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
অসুরে চাহিল সদা রাধেয়ের যশ ॥
চাহেন অর্জ্জুন যশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্র যশ চাহে দিবাকর ॥
অর্জ্জুনের যশ চান ত্রিদশ ঈশ্বর।
দুই বীর যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥
শল্য নৃপে জিজ্ঞাসেন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর ॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে তুমি কোন কর্ম্ম করিবা আপনে ॥
হাসিয়া বলিল শল্য আমি একেশ্বরে।
কৃষ্ণ সহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধরে ॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয় ॥
কোন কর্ম্ম করিবা আপনি নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন ॥
হাঁসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহিব নিশ্চয় ॥
দিবাকর শূন্য হৈতে ভ্রষ্ট ক্ষিতিতলে।
খণ্ড খণ্ড হয় যদি পৃথিবী মণ্ডলে ॥
কহিলাম এত যদি হয় বিপরীত।
তোমারে জিনিতে কর্ণ নারে কদাচিত ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণের সংহার ॥
শঙ্খ ভেরি দুন্দুভি যে ঘন ঘন বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণ মাঝে ॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণ বীর।
হাসেন অর্জ্জুন বীর অক্ষয় শরীর ॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয় ॥
এই মতে বাণ যুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয় শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর ॥

নারাচ বরিষে বাণ অতি খরসান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপাদি আর নানা বাণ ॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষি ঝাঁকে২।
ভ্রুকুটি কটাক্ষে যেন বিজুলি ঝলকে ॥
কর্ণকে পরশুরাম ব্রহ্ম অস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূরিল ॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারীতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কর্ণের প্রতাপে স্থির নহে সৈন্যগণ।
ভীম কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলিল তখন ॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণ বধ করে অস্ত্র যোড় এই বেলা ॥
সাবধানে মার অস্ত্র না হও বিমন।
তব বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ ॥
অযুতে২ অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয় ॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণবীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির ॥
নিরন্তর বিন্ধিল অর্জ্জুন কলেবর।
সব বাণ কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বাসুদেবে বিন্ধিল নারাচ বাণ মারি।
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি ॥
সর্ব্বলোক চিন্তিল চাহিয়া দুইজনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে নিবারিল কর্ণ মহাবাণে ॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষয় পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অজস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর ॥
কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরিষিল ॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ দশ শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে ॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণ বিন্ধে কর্ণ মহাবারে ॥
সহস্র২ বাণ নিমিষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগণ ভরিল ॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজুলি তরঙ্গ।
ভ্রষ্ট হৈল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ ॥

ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
মহারথি সারথি দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর ॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধীর কর্ণ বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার অক্ষয় শরীর ॥
কর্ণবীর অর্জ্জুনের বধ্য মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে অস্ত্র এড়ে সারি২ ॥
শরজালে কর্ণবীর পূরিল গগণ।
কম্পমান হইল পাণ্ডব সৈন্যগণ ॥
হেনকালে এক সর্প রাক্ষস সমান।
পাতাল হইতে সে হইল আগুয়ান ॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিত।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাৎ ॥
মম মাতৃ বধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এইকালে করি আমি পার্থের সংহার ॥
কোনরূপে করি আজি অর্জ্জুনে সংহার।
অতি ক্রোধে সর্প তবে বলে বার বার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কর্ণ বধ।

দহিতে খাণ্ডব বন, মম মায়ে বিনাশন,
করিলেক পাণ্ডুর নন্দন।
আজি বৈরী উদ্ধারিব, অর্জ্জুনেরে সংহা-
রিব, কর্ণ মনে করিব মিলন ॥
এতেক ভাবিয়া নাগ, মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরী শোধি, কিরূপে অর্জ্জুনবধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন ॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিত স্বশরীর,
রণ মধ্যে করিল প্রবেশ ॥
মুখেতে অনলজ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগ বলে হৈল বাণ বেশ ॥
হেনকালে দিব্যবাণ, কর্ণ পূরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধে যত্ন করি।
সুবিখ্যাত কর্ণ বীর, কোপভরে নহে স্থির,
রুদ্র বাণ নিল করে ধরি ॥
রুদ্র বাণ লয়ে হাতে, মহাবীর অঙ্গনাথে,
অধিষ্ঠিতা তাহে হৈল সূর্য্য।
সন্ধান করিল বীর, বিনাশিতে পার্থবীর,
পরশুরামের হতবীর্য্য ॥
বুঝিয়া বিশেষ কায, নিষেধিল শল্যরাজ,
ভাগিনেরে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ ॥
ক্রোধ মুখে বীর কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিল সেই শর বৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিদ্ধি করে থর থর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি ॥
মারিব অর্জ্জুন তোকে, দেখিবেক সর্ব্ব-
লোকে, এত বলি কর্ণ এড়ে শর।
আকাশে আইসে বাণ, অগ্নি যেন দীপ্তি-
মান, ব্যগ্র হইলেন দামোদর ॥
পায়ে চাপি রথবর, বসালেন ভূমি পর,
আটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী রহিল ॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে নারেন শর,
মাথার কীরিট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল, নানারত্ন শোভাছিল,
যে কীরিট ইন্দ্র দিয়াছিল ॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হৈতে চূড়া পড়ে খসি।
সে হেন কীরিট পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগণ পরশি ॥
পুনঃ গেল সর্প বাণ, কর্ণ বীর বিস্ময়মান,
বিনয়ে কহিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড়ি পুনঃ উল্কা সম শর।
পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ বলে কর্ণ মহাশয় ॥

পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এরে করি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেন ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আইসে সর্প, অগ্নি সম মহাদর্প,
শীঘ্রতারে কর পরাজয় ॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটিল সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।
সর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমে হইতে রথ উদ্ধারিতে ॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনুঃ, বিন্ধিল অর্জ্জুন তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুর্ব্বাণ,
নিজ বাণ করেন সন্ধান ॥
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্ব গাত্রে বহিছে রুধির।
কর্ণ বীর অস্ত্র মারি, সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করি,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর ॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান করিয়া শরে, বিন্ধিলেক পার্থবরে,
হাসিলেন কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
অর্জ্জুন যে সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণ বীর।
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
পুনঃ পুনঃ মারিছেন তীর ॥
হৈল যেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দিননাথ,
কর্ণ বীর সহিতে না পারে।
বাছিয়া মারিল শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
সত্বরে বিন্ধিলেন কর্ণ বীরে ॥
অবশ হইল তনু, খসিল হস্তের ধনু,
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ বীর।

কর্ণকে মূর্চ্ছিত দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধি কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য, কর কর্ণবধ কার্য্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষপক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু বাণ।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরুশাপে হইল অজ্ঞান ॥
মহা সত্ব কর্ণ বীর, চৈতন্য পাইয়া ধীর,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
তিনবাণে জনার্দ্দনে, বিন্ধিলেন সেইক্ষণে,
ধনঞ্জয়ে মারে সাত বাণ ॥
কাটা গেল ধনুগুণ, লজ্জিত হইয়া পুনঃ,
আর গুণ দিয়া যুড়ি শরে।
অর্জ্জুন মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে ॥
ধরিয়া বিজয় ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন তনু,
শরে কর্ণ করে অন্ধকার।
অর্জ্জুনে ফাঁফর দেখি, শ্রীকৃষ্ণকহেন ডাকি,
শীঘ্র কর কর্ণের সংহার ॥
কৃষ্ণ বাক্য রুদ্র বাণ, পার্থ করি সুসন্ধান,
বজ্র যেন হাতে লৈল শক্র।
ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথ চক্র ॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জ্জুনে কহিলা উচ্চৈঃস্বরে।
মুহূর্ত্তেকে ক্ষমাকর, ওহে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে ॥
যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে, নাহি ধরে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥
ভুমে লোকে নরোত্তম, তবকীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।



কর্ণবধ।

রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমিভূমি,
মুহূর্ত্তেকে ক্ষমা কর জানি ॥
কৃষ্ণ হৈতেনাহি ভয়, তোমাতে সংশয়হয়,
সে কারণে সাধিহে তোমাকে।
বিধি মোরে হৈলবক্র, পৃথিবী গিলিলচক্র,
ক্ষমা কর উদ্ধার আমাকে ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি,
বিপদ কালেতে স্মরধর্ম্ম।
এক বস্ত্রা রজঃস্বলা, দ্রুপদনন্দিনী বালা,
সভা মধ্যে কৈলা কোন কর্ম্ম ॥
শকুনি সৌবল সনে, দুর্য্যোধন নরাধমে,
কপটে রচিল পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য, কপটে লইল রাজ্য,
কোন শাস্ত্রে পাইলা বিচারি ॥
সন্দেশমিশ্রিত বিষে, ভীমে খায়াইল শেষে,
বান্ধিয়া সকল কলেবর।
ফেলাইয়া দিল জলে, রক্ষা পায় ধর্ম্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহাতে পাণ্ডবভরি,
অগ্নি দিল কি বিচার করি।
কোন শাস্ত্রে হেনধর্ম্ম, বিচারিয়া কহ কর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিত উদ্ধারি ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, বঞ্চিলেন পঞ্চজনে,
বৎসরেক রহে অজ্ঞাতেতে।
সভাতে রহিল যবে, রাজ্য নাহিদিলাতবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কি মতে ॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মার সপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশুত কুমার।
কোনধর্ম্মে মারতারে,স্বরূপকহিবা মোরে,
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব্ব২ কথা মনে হয়।
বাড়িলপার্থের ক্রোধ, না মানেন উপরোধ,
রক্ত চক্ষু ওষ্ঠ কম্প হয় ॥
তবে কর্ণমহাক্রোধে, নিতান্ত মরিববোধে,
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে সেইক্ষণ।
অজ্ঞান ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
দিব্যাস্ত্র যুড়িল শরাসনে ॥
পার্থ যুড়ি অগ্নিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান,
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে কার পরি পূর্ণ,
অনল নিভায় করি বৃষ্টি ॥
অর্জ্জুনের বায়ু বাণ, মেঘ করে খান২,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে২,
বাণ এড়ে কর্ণ ধর্ণর্দ্ধর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্তপড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব তনু,
অতি ব্যাগ্র কৃষ্ণ মহাশয় ॥
এই পায়ে অবসর, কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে।
না পারিল দুইহাতে, ভ্রম হৈল অঙ্গনাথে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে ॥
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটিপাড় কর্ণ মহাবলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জ্জুনে হৃদয়ে গণি,
গাণ্ডীবে ঘুড়েন ক্ষুরবাণ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড, কাটিয়া পাড়িল দণ্ড,
লজ্জা পাইল কর্ণ বলবান ॥
ঝাঁকে২ শৌর্য্যবাণ, পার্থ ছাড়িলেন বাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।
সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর ॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর,
পূর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থ বীর, কাটিপাড়ি কর্ণ শির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে ॥
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থবীর,
মহাশর মারেন কর্ণেরে।

সর্ব্ব লোকে ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্র শর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ॥
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগণ লোহিতবর্ণ,
সর্ব্বলোকে চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগণোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজময় ॥
কর্ণ হৈল অপচয়, পৃথিবী শূয়ন কায়,
রথ লয়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুবলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার,
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি ॥
হাহাকর্ণ বীরবর, মোর প্রাণ সমশর,
হারাইনু ভুবন দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন,
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে ॥
ভীম করি সিংহনাদ, শুনি জয় জয় নাদ,
বিজয় দুন্দুভি বাজে দলে।
সর্ব্ব সেনাপতিগণ, অ'শ্বাসিয়া ঘনে ঘন,
নাচে গায় সবে কুতুহলে ॥
সিংহ যেন মারে গজ,কর্ণ মারেকপিধ্বজ,
প্রতিজ্ঞা পূরণ বাহুবলে।
উৎসব কোলাহল, উল্লাসিত পাণ্ডুবল,
নানা বাদ্য বাজে কুতুহলে ॥
শল্য মুখে রাজা শুনি, কর্ণের নিধন বাণী,
দুর্য্যোধন করে অশ্রুপাত।
হাহাকর্ণ বীরবর, আমি হৈনু একেশ্বর,
সঘনে হৃদয়ে হানে ঘাত ॥
কোপেরাজা দুর্য্যোধন,আদেশিল সৈন্যগণ,
কর গিয়া পাণ্ডব সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজনে কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজনে,
বিনাশিতে করহ বিচার ॥
রাজার আদেশ পায়ে,সৈন্যগণ গেলধায়ে,
সাগর কল্লোল শব্দ করে।
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্য মারে ॥
আপনি নৃপতি সাজে, নিষেধিল শল্যরাজে,
আজি ক্ষমা কর নরবর।
পড়ে মহাবীর কর্ণ, সৈন্য কৈল ছিন্নভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর ॥
আকুলিতকনশোকে,শান্তাইল রাজলোকে,
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।
দেব ঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুনেরেদিয়া কোল,গোবিন্দ বলেনবোল,
তোমাতে সদয় পুরন্দর।
কাটিয়া কর্ণের শির, ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর ॥
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হৈল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের মরণ শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করিল অর্জ্জুনেরে।
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্রসেন যেন ভানু, তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে ॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজ মম সুখী হৈল মন।
তুমি যার সুসারথি, ভাগ্যবান সেইরথি,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আজিআমি রাজ্যপাব,আজি নরপতি হব,
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণবীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ॥
হেনমতে মনোরঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে,
সর্ব্বলোক শিবিরে আইল।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্যগীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥
ইহকালে শুভযোগ, পরকালে স্বর্গভোগ,
ভারতের পুণ্যকথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি ॥
কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শল্যের সেনাপতিত্ব।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ মহোদয়॥
দুই দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ হইল নিধন॥
কর্ণ যদি পড়িল আইল দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দে তবে করয়ে রোদন॥
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ।
শল্য চাহি বলিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
কি করিব কহ শল্য ইহার বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
সেনাপতি হয়ে আজি তুমি কর রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লও জয়।
ইহা শুনি কহিলেন শল্য মহাশয়।
কোন কর্ম্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়॥
আমি সব বিনাশিব জানিহ নিশ্চয়॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন॥
বিজয়ী দুন্দুভী বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝার মুহুর বাজে কাংস করতাল॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিল গগন॥
বাদ্যের নিনাদে যেন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব সৈন্য সমাবেশ করিল নৃপতি॥
কর্ণের মরণ দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরব সেনা সমরে অসুর॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন।
সাজিল কৌরব সেনা সমুদ্র যেমন॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য আইল।
সৈন্য সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল॥
শল্য শীঘ্র সাজিল না করহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর সম আরম্ভ॥
নিধন করহ শল্য নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট পাঞ্চাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিল রণে।
কি করিতে পারে শল্য বুঝি তার সনে॥
শক্রবশ আত্মজ্ঞান না করহ মনে।
বিনাশ করহ শল্য আজিকার রণে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া কহিলা রাজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধক্রম।
তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম॥
হেনমতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহেন তখন॥
কি কারণ চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয়॥
এইমত সর্ব্বজন রজনী বঞ্চিয়া।
সৈন্য সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগণ।
বাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখন॥

দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজে।
ভুজঙ্গম ব্যূহ কৈল পাণ্ডব সমাজে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ॥
শল্য দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ কর কি কারণে॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন।
আত্মশেষ সৈন্য লয়ে যুঝে দুর্য্যোধন॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন গমন জিনি গমন যাহার॥
তিন কোটি পদাতিক আছে যম সম।
সৈন্যের সহিত যুদ্ধে করিয়া বিক্রম॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গগণে রাজা সহস্রেক হাতী॥
অশ্ব আছে এক লক্ষ লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহ হৈতে বরঞ্চ অধিক॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডব বাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির পরাক্রম সৈন্য ভঙ্গিয়ান।
দেখি শল্য ভূপতি হইল আগুয়ান॥
দিব্য রথ সাজিয়া আইল সেইক্ষণে।
শল্য বলে সেনাগণ যুঝ একমনে॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণ পুত্র চিত্রসেনে।
কাটিল নকুল ধনু চিত্রসেন বাণে।
সারথি কাটিল রথ করিল বিরথী।
বাণে ফুটি মনে চিন্তে নকুল সুমতি॥
তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে আর রথে চড়ি।
চিত্রসেন কবচ ধরি মুণ্ড কাটি পাড়ি॥

নকুলের পরাক্রমে ধন্য২ ধ্বনি।
সত্যসেন সুষেণ আইল বীরমণি॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে বীরগণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম শোভন॥
সত্যসেন শক্তি মারে সহিত নকুল।
নিজশক্তি মারি তারে করিল আকুল॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্ব রথ কাটি পাড়ি আগে॥
বিরথি হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ॥
সঙ্কানেরে কাটিলেন সুষেণের শর।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর॥
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল।
দলিয়া চলিল সবে পাণ্ডবের দল॥
দেখি শল্য আগু হৈল ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ॥
যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পশ্চাতে।
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথির সনেতে॥
কৃপাচার্য্য কৃত বর্ম্মা আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া অস্থির॥
গদাহাতে ভীমসেন হন আগুসার।
মহাকোপে যায় যেন অগ্নি অবতার॥
নিবারিতে নারে শল্য ভীম গদাহাতে।
রথের সারথি ভীম মারে এক ঘাতে॥
লাফ দিয়া শল্য বীর চড়ে আর রথে।
অটল পর্ব্বত প্রায় আছে গদা হাতে॥
শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ॥
সহত আমার অস্ত্র দেখি পরাক্রম।
এত দিনে আজি তোর লইলেক যম॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজে।
পড়িল নির্ভয়ে আসি ভীম বক্ষঃমাঝে।
বুক হইতে ভীম শক্তি নিলেক কাড়িয়া।
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কারে দিয়া॥

বাজিয়া মূর্চ্ছিত তাহে মদ্র অধিপাত।
অন্তর করিয়া রথ রাখিল সারথি ॥
কোপে শল্যরাজ গদা নিল তার পর।
মাতুল আইল বলি ডাকে বৃকোদর ॥
আত্মপক্ষ ত্যাগ করি পরপেক্ষে গিয়া।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া ॥
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল।
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল ॥
এত বলি দুই বীরে হৈল বোলচাল।
গদায়২ যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল ॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবীর।
বদনাভ্রুকুটি নাদে বাহিনী অস্থির ॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ।
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ॥
প্রথম বিহ্বল দোঁহে সম দেখি বল।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল ॥
গদা এড়ি ধনুঃ নিল মদ্রপতি রাজা।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা ॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আইল ধাইয়া ॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমান।
দুর্য্যোধন শল্য আইল আর চেকিতান ॥
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না হয় বর্ণন।
অশ্বগজ রক্তে ভাসি বলে সর্ব্বজন ॥
শল্য সহ যুদ্ধে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হৈল যেন উথলে অর্ণব ॥
চন্দ্রসেন মদ্রসেন হৈল আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হয়ে সাবধান ॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমন সদন।
ধনু ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পঞ্চসাত।
শল্যোপরি করিলেন ঘন বাণাঘাত ॥
নিজ অস্ত্র কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর।
পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির ॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা যেন পড়ে দেখি চতুর্ভিত ॥

কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম্ম নরপতি।
ধর্ম্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর ধনু লইয়া যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর ॥
ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে বাহিনী বিনাশে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে ॥
আপনা ভাগিনা বধ কৈল মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী ॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
প্রলয় দেখি যে শল্য আজিকার রণে ॥
হারিলে কি গতি হবে পাব মহলাজ।
এইমত ভাবিয়া কহেন ধর্ম্মরাজ ॥
চক্রব্যূহ করি দোঁহে মোর বল রাখ।
সহদেব নকুল আমার বামে থাক ॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর যে সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকি ॥
বিনাশিব শল্য আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিকে রহে হয়ে অনুবল ॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজ ভাগে।
শল্যের সহায় দ্রোণি ধাইলেন আগে ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে।
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব প্রধানে ॥
কৃপাচার্য্য নিবারেন বীর ধনঞ্জয়।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয় ॥
যুধিষ্ঠির শল্য যুদ্ধ সমানে সন্ধান।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে দোঁহের সমান ॥
যুধিষ্ঠির কম্পমান দেখি শল্যরাজে।
চারিদিকে সাবধানে রণে সবে যুঝে ॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
নাশহ মাতুলে উপরোধ কি লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মনীত যুদ্ধে ধর্ম্ম রাখে।
অন্যায় নাহিক দুই রথির সন্মুখে ॥

অনুক্রমে বিশিখ ছাড়েন মহীপতি।
সেইমত কাটে শল্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধমতি॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাত বাণ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খান২॥
রথ লণ্ড ভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি॥
শল্য বলে ভাগিনা সুবুদ্ধি ধর্ম্ম বীর।
যুদ্ধেতে এমত কেন দেখি যুধিষ্ঠির॥
আপ্তমত বল দেখি বুদ্ধি যত আর।
এতক্ষণে যুঝ তুমি অগ্রেতে আমার॥
ধর্ম্মরাজ বলে যুদ্ধ করি উপরোধ।
সব জানি মাতুল অতুল মহাবোধ॥
বিধিমত যুঝি আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সংপ্রতি॥
ক্ষত্রকুলে ধর্ম্ম যুদ্ধ বিজয় ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা॥
মম ভাগ্য হেতু তুমি হৈলে রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হইল হত॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমন ভবন যাহ হইয়া নিরাশ॥
অপরাধ না লইবে অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্ব্বাদ কর মামা যাবৎ জীবনে॥
শল্য বলে ধর্ম্মরাজ তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান॥
পূর্ব্বে তব দরশনে ইচ্ছা মম ছিল।
পথে পায়ে দুর্য্যোধন আমারে বরিল॥
সে সব বৃত্তান্ত দূর কৈল যত আশে।
অতএব হইলাম দুর্য্যোধন দিগে।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিলে উভয়ে নাহি দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধ দূর কর রোষ॥
কহিতে২ দোঁহে করে বাণ বৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘে যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
অসংখ্য বরিষে বাণ যেন জলধারা॥
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা॥
ধর্ম্মরাজ ডাকিয়া বলেন যোদ্ধাগণে।
শল্যের মারহ বাণ পূরিয়া সন্ধানে॥

দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় বহুতর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর২॥
মহাবাণ বজ্র এড়িলেন ধর্ম্মসুত।
ধনু কাটি শল্যের কাটেন অশ্বরথ॥
আর ধনু লয়ে শল্য হৈল আগুসার।
হইল প্রলয় যুদ্ধ বাণ অন্ধকার॥
ধনু কাটাকাটি পুনঃ হইল পরস্পর।
পুনঃ ধনু নিল দোঁহে করিতে সমর॥
সমান সন্ধান দোঁহে পরম সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি॥
অগ্নিমুখ বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম্ম রহিলেন মৃতরূপে॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়ে উঠে ধর্ম্ম অধিকারী।
বাণ গুটি ফেলেন কাটিয়া করে ধরি॥
ভীম ধনঞ্জয় আর সাত্যকি প্রভৃতি।
বিনাশে কৌরব সেনা করিয়া দুর্গতি॥
যুধিষ্ঠির অবসন্ন দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া সুস্থির॥
ভীমের কবচ কাটী পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য অস্ত্র হানে ভীম করিয়া সন্ধানে॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রোধ মনে।
পঞ্চবাণ ভীমসেন পূরিয়া সন্ধানে॥
শল্য বাণে ভীমসেনে করিল জর্জ্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবন কোঙর॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আইল সমরে মাঝ॥
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকিয়া বলেন শীঘ্রগতি॥
বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নহে ধর্ম্মরাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

শল্য বধ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পীড়িত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহেত উচিত॥

গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাহে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ॥
গোবিন্দ বলেন শক্তি লয়ে যুধিষ্ঠির।
ডাকিয়া বলেন রে সামাল মদ্রবীর॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে।
ভীম আদি বাণ কাটে রহি চারিদিকে॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ॥
গোবিন্দ কহেন তবে শক্তিশেল মুখে।
গগণে আগুন উঠে ঝলকে২॥
দেখিয়াত শল্য বীর বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড২ হয়।
শল্য বলে মোর আজি জীবন সংশয়॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ বুকে।
শক্তিঘাতে শল্য পড়ে সংগ্রাম সম্মুখে॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইল বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা॥
শল্য রাজানুজ আসি লোকেতে মিলিল।
ধর্ম্মরাজ সহিত সংগ্রামে প্রবেশিল॥
বাণ বৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি অন্ধকার কৈল॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান।
বজ্রবাণ এড়ে দোঁহে পূরিয়া সন্ধান॥
বাণ দেখি মনে২ চিন্তিত হইয়া।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া॥
নির্ভয়ে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে।
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমিপরে॥
মদ্রুরাজ ধর্ম্মরাজ রণেতে পড়িল।
সংগ্রামের স্থানে বহু কোলাহল হৈল॥
সমরে পড়িল শল্য হৈল কলরব।
কৌরব বাহিনী ভঙ্গ সানন্দ পাণ্ডব॥
পাণ্ডব দলেতে সবে করে সিংহনাদ।
শুনি কুরুবলে হৈল বড়ই বিষাদ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ।

সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন।
অগ্র হয়ে যুঝ শত্রু করিব নিধন।
জয় পরাজয় মৃত্যু দেবের ঘটন॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
এত বলি কুরুপতি রথ আরোহণে।
রথেতে ভেটিল আসি ভীমসেন সনে।
মহামত্ত হস্তী যেন করিছে গর্জ্জন।
দুই সিংহে যুদ্ধ হেন করে মহারণ॥
ভীম ডাকি বলে আইস কুরু কুলাধম।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম॥
এবে বল বুদ্ধি কর্ণ গেল সেই কোথা।
দুঃশাসন দুর্ম্মতি মরিল দুষ্ট ভ্রাতা॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি।
কুলান্তক তোমাকে সৃজিল প্রজাপতি॥
রণে ক্ষমা দিয়া এবে ভেট ধর্ম্মরাজে।
জীবনের আশা যদি মনে কর কাজে॥
নতুবা চলহ যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ।
দুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রসন্ন॥
দুর্য্যোধন বলে ভীম সহ পরিবারে।
শমন সদন আজ পাঠাব তোমারে॥
বারে২ অপমান কৈলে নানামতে।
এখন পূরিল কাল চল মম পথে॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলা কেনে।
কিরাত সমান হয়ে ফিরিলা কাননে॥
শুনি ভীম বলে তব জেনেছি বিক্রম।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্ম্মরাজ তিনি করিবেন ক্ষমা॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ক্রোধে কটু কয়।
যুদ্ধ করি পাণ্ডবে করিব পরাজয়॥
মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল হেনকালে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥

ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধন বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে॥
গদাহাতে ভীমসেন যায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র সংহারিল যত যোদ্ধাপতি॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদার বাড়ী।
সহস্র সহস্র রথ চূর্ণ হয়ে পড়ি॥
সম্মুখ বিমুখ নাই মারে খেদাড়িয়া।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হৈয়া॥
দূরে থাকি যায় সব পাইয়া তরাস।
পাছু২ ধায় বীর করিয়া বিনাশ॥
একা ভীম সংহারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতী॥
সম্বিত পাইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভয় নাহি যোদ্ধাগণ॥
অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধে ধায় যোদ্ধাগণ।
কুঞ্জর সহিত আইল রাজা দুর্য্যোধন॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
কৌরবের যোদ্ধাপতি শাল্ব নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া আইল সংগ্রাম ভিতর॥
হস্তীতে বিনাশে বাণ পঞ্চাল এড়িল।
বিষম প্রহারে হস্তী আপনি পড়িল॥
কোপে বীর লাফ দিয়া ভূমেতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি তবে তার আগু হৈল।
কাটিল শাল্বের ধনুঃ করি খণ্ড খণ্ড।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড॥
দুই জনে বাণবৃষ্টি করে অন্ধকার।
মহা প্রলয়েতে যেন সৃষ্টির সংহার॥
সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবর্ম্মা বীরে।
সেইবাণ বাজে তার বক্ষের উপরে॥
বাণে২ আচ্ছাদিল কৃতবর্ম্মা বীর।
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুন্দর॥
পুনঃ শাল্ব সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর জর॥
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আইল তখন॥
শাল্ব বীর পড়িল দেখিয়া মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসি রণে হইল সুস্থির॥
পুনরপি কৃতবর্ম্মা সাত্যকির রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন॥
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি আইল দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ধ্বজছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত।
অশ্ব কাটা গেল রথ গমন রহিত॥
ভূমে নামে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজ রথে তোলে শীঘ্রগতি॥
পুনরপি দুর্য্যোধন যুঝে কোপ মনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডব বাহিনী।
ধর্ম্মরাজ মহা রণে জিনিল শকুনি॥
মুহূর্ত্তেকে হইল সমর ঘোরতর।
দোহাকার বাণে দোহে হইল জর্জ্জর॥
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
পায়ে লাজ ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণী॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধরে লইল তুলিয়া॥
পুনঃ দিব্য রথ আনি যোগায় সারথি।
ধনুঃধরি ধর্ম্মরাজ উঠিলেন তথি॥
সুসজ্জা হইয়া রাজা রহিয়া তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়॥
চতুর্দ্দিকে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনি মারিয়া কর যশের বাখান॥
পদাতী সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ সবার সহদেব কর্ত্তা আগুয়ান॥
জানিয়া সমরে ধায় গান্ধারনন্দন।
অনুবল পাছে থাকি দেয় দুর্য্যোধন॥
ষষ্টিশত অশ্ব রথ আছেত বিভাগ।
পদাতী পঞ্চাশ কোটী সহস্রেক নাগ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্বে শকুনি বিনাশে।
সেই হেতে সহদেব অধিক আবেশে॥

সহদেব শকুনি হইল মিশামিশি ।
বাণে অন্ধকার নাহি জানি দিবানিশি ॥
রথে২ গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গ ॥
বাজিল তুমুল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ ॥
কেশাকেশী মুখামুখি ভুজে যায় তাড়ি ।
চরণে চরণ ছাদি যায় গড়াগড়ি ॥
হেনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ ।
মার মার শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন ॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামে স্থলি ।
রথি২ মহাযুদ্ধ সবে মহাবলি ॥
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর ।
হস্তি ঘোড়া ভাসি চলে সংগ্রাম ভিতর ॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী ।
সপ্ত শত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি ॥
রাজা অনুমতি মতে পরম সাহসে ।
পাণ্ডব বাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে ॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক ।
বাণাঘাতে পাণ্ডু সেনা নাহি বান্ধে বুক ॥
হস্ত পদ বক্ষ কার করে খণ্ড২ ।
কুণ্ডল সহিত করি কাটি পাড়ে মুণ্ড ॥
যুদ্ধ করি শকুনি বাহিনী বিনাশিল ।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল ।
বাহিনী দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয় ॥
ডাকিয়া বলেন কেন সেনাভঙ্গ হয় ।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া ।
শকুনির যুদ্ধে কেন মজিব আসিয়া ॥
শকুনিরে মার আজি অনর্থের মূল ।
তার দোষে ক্ষত্রকুল হইবে নির্ম্মূল ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন কোপে গাণ্ডিব ধরিয়া ।
যান মৃগে ধায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সহদেবের হস্তে শকুনি বধ ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন ।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরুসেনাগণ ॥
কেহ ডাকে মাতা পিতা কেহ চাহে জল ।
সাহসে শকুনি যুঝে বাহিনী বিকল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন ।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন ॥
বাণে কাটি পাড়ে তাহা রাজা দুর্য্যোধন ।
করিলেন সৈন্যোপরি বাণ বরিষণ ॥
সন্ধান পুরিয়া আইল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কাটে সারথির শির ॥
পঞ্চবাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর ।
শত খণ্ড বাণে রথ করিল রাজার ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন ।
লাফ দিয়া সৈন্য মধ্যে পড়িল তখন ॥
অপমান পায়ে ধায় রাজা দুর্য্যোধন ।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন ॥
তবে রাজা কৃতবর্ম্মা মহাবলবান ।
ভীমসেন যুদ্ধ করে হয়ে সাবধান ॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর ।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধাগণের শরীর ॥
বাণে বাণ কাটে কৃতবর্ম্মা ক্রোধ মন ।
মহাকোপে আইল বীর পবন নন্দন ॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম ।
মহাযুদ্ধকরে দোঁহে নাহি পরিশ্রম ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ করে বার বার ।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হৈল অগ্রসর ॥
ভীমসেন করে রণ অনেক বিশেষ ।
নির্ম্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ ॥
একা ভীম সর্ব্ব সৈন্য করিল বিনাশ ।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য পাইল তরাস ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন নিবেদন ।
অশ্ব আরোহণে রণে আছে দুর্য্যোধন ॥
যোদ্ধাগণ কতক গুলি আছয়ে সংহতি ।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি ॥
হের দেখ নির্লজ্জ পামর দুর্য্যোধন ।
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাশ কারণ ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
আগু হয়ে মারহ পাপিষ্ঠ কুরুবর ॥

অর্জ্জুন দেখহ সেনা প্রায় ভঙ্গিয়ান ।
ক্ষণেক করহ রণ হয়ে সাবধান ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি কব বিশেষ ।
সকল হইল নষ্ট কিছু মাত্র শেষ ॥
অবশেষ আছে তব দুই শত রথ ।
ত্রিশ সহস্র পদাতিক অশ্ব পঞ্চশত ॥
কৌরব বাহিনী রাজা এই মাত্র শেষ ।
জানিয়া অর্জ্জুন প্রতি কন হৃষীকেশ ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ রণে অনিবার ।
তোমা হতে শত্রু সব হইল সংহার ॥
আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী ।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি ॥
অজি যুধিষ্ঠিরের উপরে রাজ্যভার ।
আজি হৈল ক্রুর কুরুবংশের সংহার ॥
অর্জ্জুন বলিল প্রভু তব প্রসাদাৎ ।
সমরে বিজয়ী আমি জগতে বিখ্যাত ॥
কহিতে২ যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয় ।
বাণে২ করিলেন অন্ধকার ময় ॥
রণে পরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্ব্বেদ ।
পঞ্চবাণে করে সুশর্ম্মার শিরেচ্ছেদ ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল ।
পার্থের নারাচ বাণে সেই কাটা গেল ॥
তবে ক্রোধে বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ ।
যুঝিয়া সমরে বার নাহিক বিষাদ ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে ।
তাহারে বাধল ভীম পরম কৌতুকে ॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয় ।
তাহারে মারিল বার পবন তনয় ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর ।
দোঁহাকর বাণে দোঁহে জর্জ্জর শরীর ॥
শকুনি নিকটে আইল সহদেব বীর ।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনি শরীর ॥
সম্বিত পাইয়া উঠে হইয়া চেতনা ।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝন্‌ঝনা ॥
ভয়ে ভীত ভঙ্গিয়ান দেখি কুরুবলে ।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখে সে সকলে ॥

দেব অবতার বীর সহদেব রোষে ।
অবিশ্রান্ত ক্ষান্ত নহে বিশিখ বরিষে ॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে ।
অন্য ধনু লয়ে যুদ্ধ করে সেই বলে ॥
শকুনির নন্দন উলূক নাম ধরা ।
পিতার সাহায্য হেতু আইল সমর ॥
ভীমের সহিত রণ করে অনিবার ।
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া ।
[illegible]ত্রোয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পুরিয়া ॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে ।
গলিত রুধির অঙ্গ ভয় নাহি মনে ।
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপ ভরে ।
বাণে শত্রু নর তনু খান২ করে ॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার কুমার ।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার ॥
দৃষ্টিমাত্র শক্তি কাটে সহদেব বীর ।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির ॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমার ।
শেল শূল জাঠি জাঠা যতেক অপার ॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ শকুনি মারিল ।
মাদ্রীসুত সহদেব সকল কাটিল ॥
কাটিল সারথি রথ করে লণ্ড ভণ্ড ।
তীক্ষ্ণবাণে কাটী পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড ॥
বিরথি হইয়া বীর রহে দাণ্ডাইয়া ।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়া ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমণ্ডলে ।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পীঠ দিয়া চলে ॥
চঞ্চল চরণগতি নাহি বুদ্ধি বল ।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল ॥
ধিক্২ ক্ষত্র হয়ে পলাইস কেনে ।
ইহার অধিক হৈল সংগ্রাম মরণে ॥
অবলার প্রায় আইস ছাড়ি বীরপনা ।
মরণ এড়ালি হেন না কর ভাবনা ॥
অপমান বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল ।
মরণ মানিয়া মনে আসিয়া পশিল ॥

রণভূমে পড়েছিল যত অস্ত্র পাই।
প্রাণপণ করে যুঝা লইয়া তাহাই ॥
যত অস্ত্র ফেলে মারি কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হয়ে পড়ে গান্ধার সুবীর ॥
আশু হয়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্ব্বলোকে জানে ॥
পশুর সদৃশ কার শকুনিরে আনে।
কম্পমান কলেবর হৈল হতজ্ঞানে ॥
সহদেব বলে তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নহি ক্ষমাবান ॥
পাশায় যতেক দুঃখ দিলে দুষ্টমতি।
উপহাস করিলে যে রাজার সংহতি ॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলা পাশা কপট বিধানে ॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অন্য তার পরে।
আজি রণ শিখাইব নরাধম তোরে ॥
শকুনি বলিল মোরে মার দিব্যবাণ।
বধ কর কিছু না করিহ অপমান ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয় ॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্ব দুঃখ মনে করি হইল অস্থির ॥
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুনরে মাতুল ॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটী।
ক্রোধে সহদেব বীর তার মুণ্ড কাটি ॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বলে সর্ব্বলোকে।
পূর্ব্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে ॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্য যে ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল যেন ভুঞ্জে এতকালে ॥
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ।
কুরু সৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ ॥
পলাইতে নারে সবে যে পড়ে সম্মুখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে ॥
সেনাগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধন মাত্র আছে অবশেষ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোক অভিমান দুর্য্যোধন ভয়বাসি ॥
হইল পৃথিবী শূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপনি সমর শেষ দেখি মহামতি ॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্ক বনমাঝ ॥
অগাধ শুষিল যেন মহোদধি জল।
পাণ্ডবে শুষিল যেন কৌরবের দল ॥
অমাত্য বান্ধব যত সব হৈল হত।
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত ॥
লোকলাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হৈল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয় ॥
জয় পরাজয় কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে কর্ম্ম নিবন্ধন ॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
হস্তে গদা ধায় যেন মত্ত করিবর ॥
সর্ব্ব শূন্য অবশেষ দেখিয়া বিমান।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে একজন ॥
চিন্তাযুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন ॥
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়া মিলিল।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিল ॥
দেখহ কৌরব পক্ষ আইল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এবে শীঘ্র কর ক্ষয় ॥
তাহা শুনি সাত্যকি লইল খড়্গ করে।
বিনাশিতে সঞ্জয় ধাইল ক্রোধভরে ॥
অকস্মাৎ আসি সত্যবতীর নন্দন।
সাত্যকির প্রতি করিলেন নিবারণ ॥
সঞ্জয় আসিতেছিল ফিরিয়া নগরে।
দেখিলেন পথে অতি দীন কুরুবরে ॥

গদা হাতে দুর্য্যোধন অতি দীনবেশ।
নেত্রে নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্য লেশ॥
দেখিয়া সঞ্জয় জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায়॥
সঞ্জয় কহিল আছে এইমাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
অচেতন হইল পুনঃ মুখে নাহি ভাষ॥
গদগদ ভাষে রাজা কহেন করুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে॥
জন্মিলে মরণ আছে না হয় অন্যথা।
অপমান যত কিছু সেই কাটে মাথা॥
সঞ্জয় সকল জান কি কহিব আর।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে মজিল সংসার॥
সর্ব্বনাশ করিলেন দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবা বারতা॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ যথা অন্ধরাজ॥
আমার দৈবের কথা কহিবা বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল যত হইল আবেশ॥
বৃদ্ধকালে শোকে অন্ধ হইলেন তাত।
এখন আমার ভাগ্যে যে থাকে পশ্চাত॥
কালপ্রাপ্ত হৈলে লোকে না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ॥
সুখ দুঃখ কর্ম্মভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার এই ধর্ম্মকীর্ত্তি যশঃ॥
আমারা বাসনা তাত ছাড়িল এখন।
পাত্র মিত্র জ্ঞাতি আর ইষ্ট বন্ধুগণ॥
সকল মারল আমি জীবিত কেবল।
বংশনাশ হৈল মম জীবন বিফল॥
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই না করি ভাবনা॥
যাহ তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার।
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর॥
এতবলি হ্রদজলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন॥

তথা হৈতে আসিছে সঞ্জয় বিষাদিত।
হইল সাক্ষাৎ ঐ তিনের সহিত॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়
কি করি মন দহে না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুণ।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধন॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন বিশেষ।
দুর্য্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বীর করিল প্রয়াণ।
উপনীত হৈল আসি হ্রদ সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন দুর্য্যোধন কোথা॥
নানামত ভাই সব করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্য্যোধন না জানি সন্ধান॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছয়ে বিদুর॥
ক্ষত্তা বলে নাহি জানি রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে রণ শেষ হইলেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্বমুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মৃত বিদুর শুনি এই সব কথা॥
সমর জিনিয়া সবে চলিল শিবির।
দুর্য্যোধন হেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির॥
আপনি শিবিরে যান ধর্ম্ম নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি॥
শুনিয়া সঞ্জয় বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হৈয়া ছন্ন হৈল মতি॥
হাহা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মম না জানি কারণ॥
জন্মে২ যত পাপ করিয়াছি আমি।
এ কারণে হইলাম শোক সিন্ধুগামী॥
দুর্য্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥

ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে জর্জ্জর হৈল গান্ধার কুমারি।
শুনহ সঞ্জয় মম এই দৃঢ় আশ।
অনলে পড়িব নহে যাব বনবাস॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুনহ বচন।
জয় পরাজয় দেখি বিধির ঘটন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি।
কাল বশে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমরে দুর্জ্জয়।
একে২ বিনাশিল বীর ধনঞ্জয়॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
যাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন ভুবন॥
কতেক মন্ত্রণা কৈল পাণ্ডব কারণ।
জতুগৃহ করিলেক বধিতে জীবন॥
তথা হৈতে নিজ দেশে আইল পুনর্ব্বার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার॥
সম্পদ দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন।
পাশা খেলাইয়া পুনঃ হিংসার কারণ॥
পাশায় হারিয়া পুনঃ গেল বনবাস।
ধনছিল রাজ্য ছিল সকলি নিরাশ॥
কাম্যবনে বসতি করিল কতদিন।
দুঃখের নাহিক সীমা হয়ে ধনহীন॥
কতদিন দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
ঘোষ যাত্রা করি গেল প্রভাসের স্থানে॥
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে কাড়িয়া নিল স্বর্গের উপর॥
যুধিষ্ঠির নিকটে আইল যত রাণী।
সবিনয় বচনে তুষিল ধর্ম্মমণি॥
সন্তুষ্ট হইয়া তবে কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া আন দুর্য্যোধন বীরে॥
আজ্ঞা মাত্র ধনঞ্জয় আনে সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্ব সহিত আনে রাজা দুর্য্যোধনে॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তর।
হেনকর্ম্ম কদাচিত না করহ আর॥

পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল।
পাড়ল সকল বীর রণে মহাবল॥
কতেক ডাকিব আর কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুল পড়িয়া ধরণী।
এমত করিবে বিধি মনে নাহি গণি॥
বৃদ্ধ অন্ধ মাতা পিতা না করিল মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেল রাজা দুর্য্যোধনে॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
হায় সন্ততি নাই কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যতেক অবলা।
অমাত্য বান্ধব পুত্র সব স্বর্গে গেলা।
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে পুড়িয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক॥
হস্ত হৈতে রত্ন যেন গেল ছাড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজভোগ তৃণ হেন ছাড়ি গেলা তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি॥
কেননা লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধপিতা মাতা কেন গেলে বিসর্জ্জিয়া॥
বধুগণ অনাথিনী হারাইল কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সুরাসুর জয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হৈল তাঁহার নিধন॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর সেই সংগ্রামে নিপুণ॥
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রাম দুর্জ্জয়।
শত পুত্র মারে মম পবন তনয়॥
যার যত পরাক্রম কহিল সকল।
ভাগ্যহীন হেতু তাহা হইল সকল॥
কতেক কহিব দুঃখ কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মম হৃদয় শুকায়॥

দোঁহার বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির ।
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির ॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধন ।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী কারণ ॥
শূন্যরথে জয়দ্রথ সদা ফিরে বনে ।
রথ আরোহণ করি সদা চিন্তে মনে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
শূন্যবন দেখি দুষ্ট হরিল তখন ॥
দ্রৌপদী হরিয়া লয়ে যায় দুষ্টমতি ।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী ॥
হেনকালে আইলেন তথা ভীমসেন ।
তথা হৈতে দ্রৌপদীর স্বর শুনিলেন ॥
দ্রৌপদী লইয়া যায় জয়দ্রথ বীর ।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির ।
কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে ।
অনেক ভর্ৎসনা কৈল বিবিধ প্রকারে ॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ আছে নিরূপণ ॥
এইরূপে কহিল সঞ্জয় মহামতি ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হন অন্ধ নরপতি ॥
এইরূপে শোকাকুল অন্তঃপুর যত ।
বিদুর প্রভৃতি কান্দে করি মৌনব্রত ॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা ।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহে সর্ব্বজনা ॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন হ্রদে ।
সকলে নাশিয়া হেথা রহিল বিষাদে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মম ছিল ।
একে একে ভীম সব সংহার করিল ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি ।
[illegible]রণামে লাভ বিনা হয় হেন গতি ॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিহ রাজন ।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাহার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার ।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ।
এত দূরে শল্যপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত ।



মহাভারত।

গদাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদ নিকট গমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায়।
দুর্য্যোধন রাজারে দেখিতে নাহি পায়॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর।
দুর্য্যোধন খুঁজিতে পাঠান নিজচর॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজন্মেজয়।
কহিল অপূর্ব্ব কথা মুনি মহাশয়॥
কুরুকুল পতি মহারাজ দুর্য্যোধন।
হ্রদ মধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় বল তপোধন॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
যেইমতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি॥
গদাপর্ব্ব কথা কহি শুন নৃপবর।
যেই মতে পুনরপি হইল সমর॥
রিপুজয় লোক অপমান কোপ মন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন॥
গদার প্রহারে বীর জলেরে বিদারি।
জলেতে পশিল রাজা হাতে গদা করি॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত নৃপতি যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন অন্বেষিতে যান মহাবীর॥
বন উপবন খুঁজিলেন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধন ভাবেন বিশেষ॥
মারিলাম বিপক্ষ করিলাম কোন কার্য্য।
পুনর্ব্বার দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য॥
পুনর্ব্বার আসিয়া করিবে মহারণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন॥
এত শুনি বসিয়া আছেন ধর্ম্মরায়।
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধন কাছে॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিনজনে॥
উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠির জিনিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ॥
পলাইয়া কেন তুমি হও অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয়ের মতি॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় যাহার॥
তা সবার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্যে সংগ্রামে তরিলা তিন জন॥
যে বলিলে সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সবার কৃপায়॥
আমার পড়িল সৈন্য নাহিক একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত।
বলবন্ত সহিত সংগ্রামে না হিত॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি তবে অহঙ্কার॥

এই আমি মারিব সকল পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন না হইও হীনবল॥
পঞ্চাল সোমক বংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার॥
পঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্ অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব॥
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণপণে চেষ্টায় সাধিব নিজ কাজ॥
শুন মহারাজ তুমি নাহি কর ভয়।
চারি বীর মারিব বিপক্ষ দুরাশয়॥
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর।
পুনরপি চারি বীর করিব সমর॥
যদি ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নহে বা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সব আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন মহাবীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মম সকল শরীর॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চিয়া করিব কালি রণ॥
এই কথা আলাপে আছেন চারজন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেইহ্রদে জলপানে গেল মৃগ লইয়া॥
সেই ব্যাধ শুনিল সকল সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি সেই ব্যাধ হরষিত মনে।
দ্রুতগতি নিবেদিল ভীমের চরণে॥
ভীমসেন শুনি হইল হরষিত মন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল তখন॥
জল মধ্যে আশ্রয় করিল দুর্য্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃবন্ধু সহ রাজা আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জল মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে সর্ব্ব বীর করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি তবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সবে বলে মহাবলি॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে জল মধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে হইল অকাজ।
সৈন্য সহ আইলেন যুধিষ্ঠির রাজ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন আজ্ঞা হেন দুর্য্যোধন কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলে হও তোমারা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি অনুসারেতে হইব এক স্থানে।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ সাধিব সম্মানে॥
রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর॥
তিন জন বন মধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস॥
নানা শোক সন্তাপ করয়ে তিন বীর।
হেনকালে তথা আইলেন যুধিষ্ঠির॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জল মধ্যে দুর্য্যোধন কি মতে আছেন॥
ধর্ম্মরাজ বাক্য শুনি বলিল শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মন্ত্রের প্রভাবে সেই আছে দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবে তাহার॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল॥
উপায়েতে কার্য্যসিদ্ধি করেন বিজ্ঞানে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে॥

তোমা হৈতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন ।
সহিতে না পারে কভু নিন্দার বচন ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযুষ ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর ।
তীর্থ যাত্রা করিলেন কেন হলধর ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি ইথে দেহ মন ॥
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ ।
বসিয়া করেন মহাভারত শ্রবণ ॥
শ্রীযুত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন ।
মুনি ষাটি সহস্রেক করেন শ্রবণ ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কনক সূত মুনি ।
কহেন ভারত কথা বিজ্ঞ চূড়ামণি ॥
এই কালে সেখানে গেলেন বলরাম ।
মুনিগণে সাদরেতে করেন প্রণাম ॥
মুনিগণ দিল তারে দিব্য কুশাসন ।
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন ॥
সূত মুনি বসিয়াছে আসন উপর ।
রামে অভ্যর্থনা না করিল মুনিবর ॥
মনে করে সব মুনি নিত্য মোরে সেবে ।
সবারে প্রণাম করে আসি বলদেবে ॥
বিশেষ আছি যে ব্যাস আসন উপর ।
মম সমাদর যোগ্য নহে হলধর ॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে ।
সমাদর না করিল রেবতী রমণে ॥
বলরাম জানিয়া সূতের অহঙ্কার ।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার ॥
কোন ছার সূত না করিল সম্বর্দ্ধনা ।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোন জনা ॥
ওরে সূত নরাধম অতি নীচ জাতি ।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি ॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে ।
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে ॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে ।
নিজকর্ম্ম দোষেতে ঠেকিলি মম হাতে ॥
সূত বলে শুন প্রভু বচন আমার ।
অপরাধ করিলাম কি আগে তোমার ॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া ।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া ॥
ব্যাসাসনে থাকিয়া উঠিলে হয় দোষ ।
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ ॥
সূত মুনি এতেক কহিলা হলধরে ।
কম্পমান হইয়া উঠেন ক্রোধভরে ॥
কাদম্বরী পানেতে ঘূর্ণিত ত্রিলোচন ।
প্রভাতের ভানু যেন শোণিত বরণ ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর থর ।
কদম্ব কুসুম যেন হইল কলেবর ॥
বসিয়া ছিলেন রাম দেন এক লম্ফ ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সবাকার কম্প ॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন ।
ক্ষিতি টলমল করে কাঁপে নাগগণ ॥
দিগ্‌গজ কাতর হৈল সমুদ্র উথলে ।
সকল পর্ব্বত পড়ে রাম কোপানলে ॥
বলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে ।
খড়্গ দিয়া মস্তক কাটেন এক চোটে ॥
দেখি হাহাকার করে যত দেবগণ ।
কি হৈল বলিয়া সবে করয়ে রোদন ॥
হায় হায় করিলেন তপস্বী সমাজ ।
সবে বলে রাম না করিল ভাল কাজ ॥
ব্রহ্মবধ তোমারে হইল মহাশয় ।
করিলে দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয় ॥
পরম পণ্ডিত সূত ধর্ম্মেতে তৎপর ।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর ॥
ব্রহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান ।
হেন জন বধ কর অদ্ভুত বিধান ॥
তোমার না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার ।
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর ॥
সূতের কারণে মুনিগণ মনে দুঃখ ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ ॥

অন্তর্য্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন ।
অকস্মাৎ আইলেন নৈমিষ কানন ॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ ।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল মুনিরাজ ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্ত মনে ॥
দেখিয়া রামের কর্ম্ম ব্যাস তপোধন ।
লাগিলেন কহিবারে করুণা বচন ॥
সূতে বধ করি রাম কি কার্য্য করিলা ।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধি হৈলা ॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া আমি সার ।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার ॥
চৌদ্দশাস্ত্রে চারিবেদ আর যত শাখা ।
ব্রাহ্মণ সূতের দিয়া করিলাম দীক্ষা ॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত ।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত ॥
অকারণে বধ রাম করিলা তাহারে ।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হইল তোমারে ॥
রাম কন না জানি হৈল দুরাচার ।
এ পাপ হইতে মোর করহ উদ্ধার ॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে ।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে ॥
যদি হয়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া ।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া ॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ ভোজন ।
নানা দান দিয়ে দ্বিজে অতিথি সেবন ॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান ।
তীর্থ যাত্রা হেতু রাম করেন বিধান ॥
সূতের তনয় ছিল নাম তার সৌতি ।
ডাকিয়া আনেন তারে রেবতীর পতি ॥
কহিলেন কর পিতৃ শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
পুনঃ তাঁরে বলদেব করিয়া আহ্বান ।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন প্রয়াণ ॥
ব্যাসসনে সৌতিরে বসান হলধর ।
দেখি মুনিগণ হন সহর্ষ অন্তর ॥
মুনিগণে বিদায় করিয়া হলপাণি ।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন ॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে ।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে ॥
জন্মেজয় বলিলেন কহ বিবরিয়া ।
কোন২ তীর্থ রাম গেলেন ভ্রমিয়া ॥
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ ।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥

বশিষ্ঠ তীর্থ বিবরণ কথন ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
যেই২ তীর্থে রাম করিলেন গতি ॥
এক মন হইয়া শুনহ নরবর ।
ইহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
গেলেন বশিষ্ঠ তীর্থে সরস্বতী তীরে ।
স্নান করি দান করিলেন দীনার্থীরে ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বলরাম ।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
রাজা বলে সেই তীর্থে হৈল কি কারণ ।
বশিষ্ঠ তীর্থের কথা কহ তপোধন ।
মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ ।
যে হেতু বশিষ্ঠ তীর্থ শুন তার কায ॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বিবাদ অনুক্ষণ ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি সে সব বচন ॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধি মুনি বিশ্বামিত্র ।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্ম রাক্ষস করিয়া ।
বশিষ্ঠের পুত্রে মুনি দেখাইল নিয়া ॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ ।
গর্ভমধ্যে আছিলেন শক্তির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ ।
তার পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিসম্বাদ দোঁহে রাত্রি দিবা আছে ।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে ॥

পূর্ব্বকুলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে॥
কিছুকাল উভয়ে থাকেন দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র মুনি।
নিরন্তর বশিষ্ঠের ছিদ্র অনুমানি॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাবার।
দুজনে দেখিতে পায় আশ্রম দোঁহার॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহেন বশিষ্ঠের অপরাধ॥
এক দিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী নদীরে ডাকিল আশ্বাসিয়া॥
বিশ্বামিত্র ভয়ে ভীত নদী সরস্বতী।
সাক্ষাৎ হইল গিয়া ধরিয়া আকৃতি॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব অভ্যন্তর॥
বশিষ্ঠ আছেন যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কখনে॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জলে পূর্ণ হইলেক অতি॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়া স্রোতজলে।
ভাসাইয়া বশিষ্ঠে আনিল পরকূলে॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করিলেন বিশ্বামিত্র স্থান॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দিত হইয়া।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়া॥
বশিষ্ঠেরে আপনি রাখহ এইখানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁফর।
অঙ্গীকার করিল করিয়া যোড়কর॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
ভয়েতে ভাবিতে লাগিলেন পুণ্যনদী॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠেরে আনিয়া নহিল ভাল কায॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়া।
এ পারে আনিনু আমি জলে ভাসাইয়া॥
আমা হইতে মুনিবর ত্যজিবেন প্রাণ।
ব্রহ্মবধ হব আমি জানিনু বিধান॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
হেন অসৎকর্ম্ম করিলাম কি কারণ॥
বিশ্বামিত্র শাপ ভয়ে হৃদয় আকুল।
আপন কর্ম্মের দোষে হারানু দুকূল॥
বিশ্বামিত্র যেবা করে শাপিয়া আমার।
কৃপাবশে কোন দেব করিবে উদ্ধার॥
ব্রহ্মহত্যা পাপভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি যা করে ঈশ্বর॥
এত ভাবি বশিষ্ঠে পুনঃ ভাসাইয়া।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়া॥
মুনিরে রাখিয়া সরস্বতী লুকাইলা।
খড়্গ লয়ে বিশ্বামিত্র সে স্থানে আইলা॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদী নাহি দেখিয়া সম্ভ্রমে॥
ক্রোধমন হয়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি আপনি॥
ইহার উচিত ফল দিব তোর তরে।
তোরে শাপ দিব কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
রজস্বলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তোমার যে আপ॥
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার।
অনায়াসে রক্তপান করে অনিবার॥
রক্ত মাংসাহারি সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
রহিল শোণিত বিনা উপায় করিয়া॥
বিশ্বামিত্র প্রসাদে আহ্লাদ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিস্তার॥

বিশ্বামিত্রে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য২ বিশ্বামিত্র মহা তপোধন ॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান ॥
রাক্ষস আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষিগণ নিরানন্দ ॥
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করিয়া কহেন সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল কেন কুযশ কাহিনী ॥
নারদাদি মুনি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতা নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল ॥
রজস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত শোণিত জল হৈল ॥
স্নান তর্পণাদি নাহি হৈল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস আহার ॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
নারদের বাক্যেতে কহিল পদ্মযোনি ॥
মহেশের সেবন করেন মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন ॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হইলে সকল মঙ্গল।
রক্ত জল দূর হয়ে হবে পূর্ব্বজল ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিব সেবিবারে ॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবক বৎসল ॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
ব্রাহ্মণেরা করিলেন শিব আরাধন ॥
নিরাহারে নীরাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃণ্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন ॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব২ বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া ॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শূলপাণি শঙ্কর পিণাকী পশুপতি ॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুর নাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদনদাহন ॥
অনাদি নিধন জ্ঞান যোগের-ঈশ্বর।
ধুস্তুর কুসুম প্রিয় দেব জটাধর ॥
প্রণমি ঈশ্বর হর প্রেত ভূত অঙ্গ।
হরিহর একতনু গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গ ॥
বৃষভবাহন ত্রিনয়ন ভূতনাথ।
সত্বরজ স্তমোগুণে তুমি যে বিদিত ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
হইলেন প্রসন্ন প্রপঞ্চে পঞ্চানন ॥
নন্দিবাহন হাতে ত্রিশূল ডমরু।
বিল্বপত্র ত্রিপত্র শিরেত শোভে চারু ॥
রজত পর্ব্বত যিনি শুভ্রকলেবর।
জটা বিভূষণ শোভে চারু শশধর ॥
শুভ্র পদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গপর ॥
এইরূপে সাক্ষাৎ হৈলেন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস ॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন ॥
মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ মায়া ॥
রক্তজল হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হউক আজ্ঞা কর যদি ॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
তেমনি হইল জল পূর্ব্বে ছিল যথা ॥
আদ্যোপান্ত হইল সলিল মনোহর।
কহিলেন তীর্থের মহিমা মহেশ্বর ॥
হইল বশিষ্ঠ তীর্থ ইহার আখ্যান।
এই পুণ্যজলে যে করিবে স্নানদান ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ ॥
গুরুদার হরে যেই পাপীষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোনকালে নাহি তার পরলোকে গতি ॥
ইত্যাদি পাতকী যদি এতে করে স্নান।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় ইথে নাহি আন ॥

কোটি২ জন্মে পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা শুনি গেলেন স্বস্থানে হর রঙ্গে॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সরস্বতী জল।
হাহাকার করি আইল রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসিয়া কহিল ক্রোধবাণী।
আমাদের ভক্ষ্য কেন করিয়াছ হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সব খাইব ধরিয়া॥
নতুবা আমার ভক্ষ করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হইবে পাছে বলি হিতবাণী॥
রাক্ষস সকল শুন কহে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ তব হৈল নিরূপণ॥
যজ্ঞশেষ দ্রব্য যত উদ্বর্ত্ত হইবে।
সে সকল দ্রব্য সব তোমরা খাইবে॥
পুর্য্যুষিত ওদন হাঁড়িতে যাহা রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল খাও গিয়া সুখে॥
এত বলি মুনিগণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষস সকল গেল নিজ২ স্থান॥
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া দিল বহুদান॥
নানারূপে দ্বিজের করেন পরিতোষ।
শুনিয়াত জন্মেজয় পাইল সন্তোষ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযুষ।
কাশীদাস কহে নর হয় নিষ্কলুষ॥

সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকের জন্ম কথা।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন এক মনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে॥
তথা গিয়া স্নান দান করি বহুতর।
বসন কাঞ্চন গাভী দিলেন বিস্তর॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় বহু তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ॥
মুনি বলে কহিব পুরাণ ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস॥
পূর্ব্বকালে শিব দুর্গা কৈলাস শিখরে।
অনন্ত আকুল চিত্ত শয়ন মন্দিরে॥
বহুকাল দুইজনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় সাঙ্গ॥
মহেশের বীর্য্য যে পড়িল হেনকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে॥
সহিতে নারিল গঙ্গা শিব বীর্য্য তাপ।
অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে হৈল কাঁপ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া লৈয়া শরমূলে ফেলে।
ঘৃণাতে কুমার তাহে জন্মিল সুমালে॥
রোহিণী প্রভৃতি যে চন্দ্রের ছয় নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি॥
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেন সুখে॥
কৃত্তিকা তাঁহারে অগ্রে কোলে করেছিল।
এই হেতু কার্ত্তিক তাঁহার নাম হইল॥
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আইলেন তাঁরে দেখিবার॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে বলে সহস্রলোচন॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরমা সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি॥
দেব সেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরের করিবে সংহার॥
অনুমতি দেন হর হয়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের অধীন হইল দেবসেনা।
দেব সেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র আনি তারে দিল দেবগণ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেব সেনাপতি।
হইলেন দেবগণ আনন্দিত মতি॥
তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিকশরণাগত হইল বজ্রপাণি॥
কার্ত্তিকে বিনয়ে কহেন দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাখ্য॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিক করেন অঙ্গীকার।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তাঁর পরাক্রম সব জানে সর্ব্বজন॥

সবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তাঁর করে॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান॥
উৎক্রান্তি শক্তি দান করিলেন যম।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম॥
সর্ব্ব বলে যুক্ত হৈয়া যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন॥
নানা বাদ্য বাজাইছে ঘন দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর শোকাবিষ্ট মন॥
আপনার সেনাগণ সাজন করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়া॥
মহাকোলাহল হৈল নাহিক অবধি।
দেবতাগণের হইল অসুর বিবাদি॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্ক হৃদয়॥
আগে বাক্‌যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রপাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেন দীক্ষা॥
কার্ত্তিকের বাণে কার নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সৈন্য হইল সংহার॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল ঠায়।
শেষ সেনাপতি যত সকল পলায়॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকের ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে রহিল॥
বাণ না মরিল দেবগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ॥
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কার্য্য।
কোন দিন দেবে মারি লবে দেবরাজ্য॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরি গহ্বরে পশিয়া।
পরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নান দানে সেখানে অসংখ্য পাপ ক্ষয়॥
মুনি বলে শুনিয়া কার্ত্তিক জন্মকথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা॥
স্নান যজ্ঞ করলেন দান বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর॥
দধীচির তীর্থে তবে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নানদান করিলেন হয়ে কুতূহলী॥
শুনিয়া জন্মেজয় বলেন তপোধন।
দধীচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযুষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

দধীচি তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি তীর্থের কথা জানাই তোমায়॥
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চি নন্দন।
মহাতেজোময় ছিল তপে তপোধন॥
অসুরের এক কন্যা বিবাহ করিল।
ত্রিশির নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে বেদপাঠ করে নিরন্তর॥
আর মুখে রাম রাম কহে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি॥
মুনি পুত্র যজ্ঞ করে যখন সেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় দৈত্যগণে॥
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
দেবগণ জানিল সকল অবান্তর॥
ইন্দ্রকে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টা মুনিপুত্র করিছে অনীতি॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণ সম্যবাক্যে কৈল সমাধান॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা॥

ত্বষ্টা মুনি পাইল সকল সমাচার।
শচীপতি প্রতি কোপ করিল অপার ॥
যজ্ঞ করে ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কম্পে থর হরি ॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতি সুলক্ষণ ॥
পরম তেজস্বী হৈল বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবন কোন জনে নাহি করে ভয় ॥
বিষ্ণু পরায়ণ হয় পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব ॥
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি ॥
সকল অমরগণে লণ্ড ভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়ে লুকাইয়া ॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ ॥
বৃত্রাসুর লইল সকল অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার ॥
প্রজাপতি বলিলেন শুন দেবগণ
দেবের অবধ্য ত্বষ্টা মুনির নন্দন ॥
নারায়ণ স্থানে সবে করহ গমন।
নিজ২ দুঃখ কথা কর নিবেদন ॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ সমীপে গেলেন প্রজাপতি ॥
গোলোক ধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ ॥
প্রণাম করিল গিয়া অমর নিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর ॥
আদেশ পাইয়া সবে বসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয় বচনে ॥
শুন প্রভু নারায়ণ মম পরিহার।
নিবেদন করি কিছু চরণে তোমার ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥

দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্তে একাগ্র মন,
স্তোত করে হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে এক মনে ॥
হে মধুকৈটভ আরি, আমরা ভয়েতে মরি,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বৈসে ইন্দ্র সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে,
অমরের নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজ্য খণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইল অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ড ভণ্ড ॥
পবনের অধিকার, লইলেক দুরাচার,
চন্দ্রার্কের কি কর দুর্গতি।
বৃত্র করে পরাভব, ইত্যাদি দেবতা সব,
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি ॥
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতিকার ॥
রাজোগুণোদিয়া দৃষ্টি, আপনি করিয়া সৃষ্টি
সত্ত্ব গুণে করহ পালন।
সৃজন পালন নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহারণ ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।
সম্বোধিয়া দেবগণে, কহিল সরল মনে,
দেবগণ কর অবধান ॥
ভারতে মঙ্গল কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যাথা,
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের বচন সার,
পাঁচালী করিল কাশীদাস ॥

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর হবে ব্যথা॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত শুনহ বচন॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করহ অস্ত্র বজ্র সুগঠন॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে নিধন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ॥
শুনি ইন্দ্র কহিতে লাগিল যুড়িকর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর।
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়॥
নিজকায় কেমনে ছাড়িবে মুনিরায়॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ শরীর হৈলে মুক্তি হয় প্রাণী॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ অঙ্গ লভয়ে আসিয়া॥
কর্ম্মক্রমে পারি যদি সাবধান হতে।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহে বেদমতে॥
কহ প্রভু ইহার বিধান অনুসারে।
কোনমতে নিধন করিব বৃত্রাসুরে॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্ব্বকালে কহি এক কথা॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত।
পর উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দুইজন।
উপাসনা হেতু গেল দধীচি সদন॥
অনেক বিনয় স্তব কৈল মুনিবরে।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে॥
কি হেতু আইলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব শীঘ্র কহ দুইজন॥
আপনার প্রাণ দিলে তব কার্য্য হয়।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই কহিনু নিশ্চয়॥
অশ্বিনী কুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপাসনা করাব করিব দোঁহে শিষ্য॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সন্দেহ।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ॥
এ বাক্য শুনিয়া দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপন ভবনে গেল বিদায় হইয়া॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তারে মধুর বচনে॥
কিবা হেতু আগমন হৈল সুরেশ্বর।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়া ছিল অশ্বিনী তনয়॥
শুনিলাম আপনি করাবে উপাসনা।
এই হেতু আইলাম করিতে যে মানা॥
তবে যদি তাহারে করিবে তুমি শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য॥
মুনিবর আখণ্ডল নিষেধ করিল।
না করিব সেই কর্ম্ম নিশ্চয় কহিল॥
এত শুনি বিদায় হইল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি॥
কহ মুনি ইহার কারণ মোর তরে।
ইন্দ্র কেন নিষেধ করিল দধীচিরে॥
কোন শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবে আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যে হেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন॥
ইন্দ্র উপাসিত যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনীকুমার॥
সেই বিদ্যা প্রভাবে বাসব স্বর্গপতি।
মম বিদ্যা গ্রহণ করিবে মূঢ়মতি॥
সে বিদ্যা গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার॥

এতেক ভাবিয়া ইন্দ্র করিল নিষেধ।
রাজা শুন পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত বিভেদ ॥
শুনিয়া সে জন্মেজয় হৈল হৃষ্টমন।
হরি পুনঃ কি কহেন কহ তপোধন ॥
বিদায় হইয়া বদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি সন্নিধানে প্রভাতে আইল ॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ অন্তর ॥
কথোপকথন বহু হৈল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুইজনে ॥
উপাসনা তোমায় করাই যদি আমি।
মম শিরচ্ছেদন করিবে সুরস্বামী ॥
তোমা দোঁহে মন্ত্র দিয়া হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুই জন ইহা কর সমাধান ॥
অশ্বিনী কুমার বলে শুন মহাশয়।
এই বাক্যে কদাচিত না করিহ ভয় ॥
অনেক ঔষধ মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জীয়াইতে পারি মৃত কলেবর ॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দুই ভাই।
যতেক ঔষধী মোর অগোচর নাই ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
মম এক নিবেদন শুন মহাশয় ॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্ত মুণ্ড কথা যেন ইন্দ্র নাহি জানে ॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা নিব দুইজন ॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া ॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুইজন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন ॥
শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনি শির কাটিলেন অশ্বিনী কুমার ॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্দে ॥
বিদায় লইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া গেল সব বিবরণ ॥

সকল সংবাদ কহিলেন পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র যায় ক্রোধভরে ॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হৈল বজ্রপাণি ॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছয়ে বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া ॥
অশ্বমুণ্ড লইয়া ইন্দ্র করিল গমন ॥
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন ॥
অশ্বিনীকুমার চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা দিল ভাই দুইজনে ॥
অশ্বিনী কুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
নিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর ॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনী কুমারে বহু করিল ব্যাখান ॥
শুন সবে দধীচি মুনির আখ্যন্তর।
পর কার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর ॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়বে পরাণ ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ ॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনী কুমারে ॥
উপনীত হৈল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতানিচয় ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসন উপরে ॥
জিজ্ঞাসিল মুনিবর গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্র লোচন ॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
নিজ নিবেদন কথা কহিতে ডরাই ॥
বৃত্রাসুর হইল ত্রিবিধ অধিকারী।
নারায়ণ স্থানে সবে করিনু গোহারী ॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি সদন ॥
দেব উপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার ॥

তার অস্থি লয়ে অস্ত্র রচ আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মারহ দানব মহাবল॥
শুন মুনি রক্ষা হয় না হয় অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা॥
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহে বল দেবরায়॥
দুর্ল্লভ জনম এই মনুষ্য উত্তম।
আর যত দেহ দেখ সকল অধম॥
শূকর জনম হইয়া বিষ্ঠা মূত্র খায়।
শরীর ছাড়িতে তার মনে ব্যথা হয়॥
মারিতে উদ্যত যদি কেহ করে তায়।
শরীর মমতা হেতু সঘনে পলায়॥
কাক গৃধ্র শিবা শ্বাস খচর গর্দ্দভ।
পিপীলিকা সর্প ভেক দেখ যত সব॥
অধম যোনির মধ্যে সেই প্রাণ ধরে।
ইচ্ছাবশে কোনজন ছাড়ে কলেবরে॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ দেহ হয়েছে আমার।
বহু পুণ্যে দ্বিজ তনু পাইনু এবার॥
সকল প্রাণীতে জ্ঞান আছয়ে নিশ্চয়।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয়॥
মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোনজন।
এ দেহে অনেক কর্ম্ম ভজন ভাজন॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কায॥
না হইল তব কার্য্য মম কিবা দায়।
না বুঝিয়া আদেশ করিলা দেবরায়॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ অধোমুখ হৈয়া।
ক্ষিতি লিখে সর্ব্বজন মৌনেতে বসিয়া॥
ত্রাসে কারো মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয় হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে॥
কহিতে লাগিল মুনি করুণা বচন।
ভয় ত্যজ কহি শুন সর্ব্ব দেবগন॥

আমি মৈলে রক্ষা পায় দেবের সমাজ।
এ ছার শরীরে তবে আর কিবা কায॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি লয়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন॥
পৃথিবীতে যতঽ করিলাম পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হইল সে ধন্য॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলা মুনিবর॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মন হরষিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনিপরে করে অপ্রমিত॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্দ্ধবাহু।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আনন্দ করে বহু॥
শঙ্খ ফেরী আদি বাদ্য বাজয়ে বিশাল।
বীণা ডম্ফ ঘন বাজে ফুকারে কাহাল॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শতঽ।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত॥
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আর তিলোত্তমা।
জনপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা॥
নানা রঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরষিত মনা॥
মহা মহোৎসব হৈল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হৈতে পুণ্য তীর্থ হইল এ স্থল॥
দধীচির তীর্থ করি নাম নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ॥
অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে।
স্নান দান করে যেই দধীচি তীর্থেতে॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ।
দধীচির অস্থি লয়ে সহস্রলোচন॥
ডাকি বিশ্বকর্ম্মারে কহেন শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেও মহামতি॥

আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নিরমিল।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল॥
ব্রহ্মার নিকটে লয়ে গেলেন মঘবা।
কহিলেন প্রণাম করিয়া নতগ্রীবা॥
বজ্র দেখি হরষিত হয়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি।
জীবন্যাস দিয়ে ইন্দ্রে বলেন বচন।
এই অস্ত্র লয়ে কর দানব মর্দ্দন॥
ইন্দ্র বজ্র পাইয়া হইয়া আনন্দিত।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত॥
দেব সৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ।
নিজরাজ্য প্রাপ্তি হেতু উদ্যোগী সুরেশ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি॥
নিজ সৈন্য সাজিয়া চলিল দৈত্যবর।
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর॥
রথী২ মহাযুদ্ধ হৈল বাণে২।
পদাতি২ যুদ্ধ হইল সঘনে॥
ঘোড়ায়২ যুদ্ধ হৈল মহামার।
বাণে বাণ গগণে হইল অন্ধকার॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার রণে॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায়॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে লয়ে সব দেবে।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে॥
যুদ্ধ সমাচার কহে দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে॥
বিষ্ণুতেজ পাইয়া হইল বলবান।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সৈন্য সংগ্রাম ভিতর।
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমারে করহ বধ বাসব আপনি॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব।
নানাবিধ বৃত্রাসুর শুক্রে করে স্তব॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান।
তোমাকে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ॥
বৃত্র বলে কার্য্যসিদ্ধি নহিল আমার।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমিলা করিয়া পরিহার॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যাবে স্বর্গলোক।
এ কর্ম্ম না করিয়া বৃথা করি শোক॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুনরে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি॥
গুরুদারা হরিলি করিলি মহাপাপ।
তারে মারি গৌতমের খণ্ডাই সন্তাপ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র মারিলেন তারে।
চূর্ণ হৈল বৃত্রাসুর কুলিশ প্রহারে॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমর ভুবনে॥
যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বরে।
সকল অমর হইল সুস্থির অন্তরে।
শুনহ ভূপাল কুরুবংশ চূড়ামণি।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী॥
সেই তীর্থে বলরাম হৈয়া উপনীত।
স্নান দান যজ্ঞ করিলেন নিয়মিত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শাণ্ডিল্যাশ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন মুনিবর।
পুনঃ কোন তীর্থে চলিলেন হলধর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হইয়া একাগ্রমনা করহ শ্রবণ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরিল গিয়া॥
শাণ্ডিল্য আশ্রম যেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে॥

তথা স্নান দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করান বিশেষ॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলা দেশান্তর।
কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধ হৈল ঘোরতর॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন সেনা।
করিল নৃপতি সেনা কে করে গণনা॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী পতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হৈল মহা মহাবীর॥
আপন হইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুন সারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে।
আর তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে॥
দুর্য্যোধন একমাত্র আর অশ্বত্থামা।
অবশেষে এই মাত্র কহিলাম সীমা॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব দ্রৌপদী পঞ্চসুত।
অবশেষে আর কিছু নাহিক প্রস্তুত॥
হত সৈন্য দেখে পলাইয়া দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়ন হ্রদমধ্যে পড়িল রাজন॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে দয়া না হইল।
হ্রদ হৈতে রাজা দুর্য্যোধনে উঠাইল॥
ভীম দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর॥
এইক্ষণে সেইস্থানে করহ গমন।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধন॥
শুনিয়া নারদ বাক্য দেব বলরাম।
তথায় গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম॥
হইলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে উপনীত।
দেখিয়া উঠিলেন গোবিন্দ ত্বরাম্বিত॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন বলরাম দেন।
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুক্ষণ॥
প্রেম অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতি বাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজনে করি আশীর্ব্বাদ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ॥
গোবিন্দে কহেন রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিলা নিপাত॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
উদ্ধারিতে ক্ষিতিভার তব অবতার॥
উত্তম করিলে ভাই এতে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়।
নিবেদন করিতে করেন অভিপ্রায়॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কান্দিতে২।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল চিত্তেতে॥
দুর্য্যোধন কোল দিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহারে কুশল॥
কহিলেন সর্ব্বকথা কুরু নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসনে কৃষ্ণে দেব হলপাণি॥
তুমি বিদ্যমানে উহা শোভা নাহি পায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহায়॥
জগন্নাথ কহিলা করিয়া যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈলা দুরাচার।
সকল আছয়ে দেখ গোচর তোমার॥
ত্রয়োদশ বৎসর না ছিলে তুমি দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুনহ বিশেষে॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীকে পণ॥
শকুনির বশেতে আছিল পাশাসারি।
হারিলেন যুধিষ্ঠির রাজা নিজ নারী॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আনে সভা মাঝে।
তাহাকে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন রাজে॥
দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আনহ বসন অলঙ্কার॥
সভা মাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ জনে কি এমন যুক্ত হয়॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবারে করিল বিধান॥

যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ পায় মনে কি বলিব সব॥
বঞ্চিলেন অজ্ঞাত বৎসর মৎস্য দেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিত রাজ্য দিল নাহি দুরাচার॥
দূত হয়ে যাইলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমাকে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্যে আমারে কহিল দুর্য্যোধন।
বিনাযুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হইল নিঃশেষ॥
মম অপরাধ এতে কি হইল গোঁসাই।
দুর্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাহি॥
উহাকে করহ শান্ত রেবতী রমণ।
তব প্রিয় শিষ্য বটে রাজা দুর্য্যোধন॥
যুধিষ্ঠির এক্ষণে চাহেন পঞ্চগ্রাম।
সামঞ্জস্য করিয়া আপনি দেহ রাম॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
উহাকে করিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চ গ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণী নন্দন।
দুর্য্যোধন প্রতি কিছু বলিল বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিত কথা।
যুদ্ধ না করিয়া তুমি শুনহ সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৃষ্টিনাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করহ তুমি পাণ্ডব সহিতে।
অর্দ্ধরাজ্য দেও তুমি পাণ্ডব সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
ক্ষতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিলেন পাণ্ডুর পুত্রগণে।
ভগ্নস্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে॥
সবদুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাশরিতে।
অভিমন্যু শোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্তরথি একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিনু অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রা নন্দনে॥
মম আর রাজ্যভার কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচী অগ্রে যত খানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সর্ব্ব রাজ্য ভার॥
সবার ঈশ্বর হয়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া হইব তেমতি॥
রাজত্ব আমাকে আর নাহি শোভা পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণদান করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিলা ভারতী।
তাহাকে কহিলা পরে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলেন দেব শুনিলা আপনি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলা এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকা গমন যুক্ত নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহিলেন শুন দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন বলরাম।
এ ভূমিতে না করাহ দোঁহার সংগ্রাম॥
সমস্ত পঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্র জানি।
শুনিয়াছি মুনিগণ বদনে কাহিনী॥
সে স্থানেতে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥

হ্রদতীরে নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এইমত ধর্ম্মেরে কহিলা ভগবান॥
সাধুবাদ করিলা সকলে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থ বরে॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পীযুষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল মুনিবরে রাজা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্র মহিমা বলহ মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান।
আমাকে বলহ মুনি করিয়া ব্যাখান॥
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
তোমাকে জানাব কুরুক্ষেত্র বিবরণ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন কুরুরাজা।
পুত্রবৎ করিয়া পালিত সব প্রজা॥
প্রতাপে ছিলেন রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর॥
বিপক্ষ দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তি।
পৃথিবী পূরিল যাঁর যশ আর কীর্ত্তি॥
ধনুকে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগেন্দ্র শুকদেব সমজ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করে স্নান পূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে নিয়া রাজা॥
দুই নীল বৃষ নিজ যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত বান মহা কুতূহলে॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যত দূর যায়।
সেই ক্ষণে চাষে ক্ষমা দেয় কুরুরায়॥
তার পর রাজকার্য্যে রত নরবর।
দরিদ্র দুঃখিরে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমত চষেন ভূপতি।
সহস্র বৎসর কাল চষিলেন ক্ষিতি॥
একদিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সেস্থানে॥

জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
নৃপবর এই ক্ষেত্র চষ কি লাগিয়া॥
রাজা হয়ে কর কেন কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা আছে কিবা ধর্ম্ম॥
রাজা বলিলেন স্বর্গে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করয়ে যতেক রাজগণ॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারিবেদ এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধিপ হৈল কশ্যপের সুত।
তার অংশে রাজগণ ভূমি পুরুহুত॥
যত কর্ম্ম করিবেক ক্ষিতির রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পান সহস্রলোচন॥
আপনি করিব যজ্ঞ এই ক্ষেত্র মাঝে।
অগ্রে যজ্ঞ ভাগ্যেতে তুষিব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি শুন ইন্দ্র রাজা বলি পরিচয়।
বর মাগ নরবর যেবা মনে লয়॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িলেন গিয়া॥
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
ইন্দ্র বলিলেন রাজা কিছু নাহি পাপ।
কাকুবাদ কোরে কেন বাড়াও সন্তাপ॥
বর মাগ রাজা তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু কর সমাধান॥
সহস্র বৎসর আমি চষিয়াছি ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলিয়া হউক মম নামে॥
এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ে লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জনের যায়॥
অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মরে যে এস্থানে।
পায় যেন সে নির্ব্বাণ মুক্তি সেইক্ষণে॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্য ভেদি।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্য্য বধি॥

তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হন অন্তর্দ্ধান।
কুরুরাজ নিজগৃহে করিলা পয়াণ ॥
সেই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমাকে জানাই কুরুক্ষেত্রের কাহিনী ॥
জন্মেজয় বলেন শুনহ তপোধন।
তার পর কি করিল ভীম দুর্য্যোধন ॥
মুনি বলে শুন তবে অপূর্ব্ব কথন।
দুই জনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন ॥
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে ॥
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন।
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা কেন কান্দ আর।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা কপটে তোমার ॥
কহ রাজা কি হইবে এখন কান্দিলে।
কিংজিতং২ বলি যবে জিজ্ঞাসিলে ॥
পাণ্ডবের মত তুমি কর ভিন্নভাব।
সে সকল কর্ম্মেতে এখন হৈল লাভ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সূতের নন্দন।
কিমতে করিলা যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া।
ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত পিযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া বন্দন।
কাশীরাম দাস কহে শুন সাধুজন ॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আইলেন আখণ্ডল ॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর ॥
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিলা যুড়ি অম্বর ॥
অপ্সরী অপ্সর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ যক্ষ।
প্রেত ভূতগণ, না যায় গণন
আইলেন লক্ষ লক্ষ ॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরি যানে।
দেব জলধর, আইল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে ॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্ননাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্ত শিখি,
আইলেন ষড়ানন ॥
শমন মহিষে, পরম হরিষে,
আসেন দেখিতে রণ।
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন ॥
দিবা নিশাপতি, রমণী সংহতি,
করি রথে আরোহণ।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আইলেন যুদ্ধ সদন ॥
দেব ঋষি আদি, নাহিক অবধি,
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধ রেতা যত, হয়ে উল্লাসিত,
করিলেন আগুসার ॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলা বিমানে,
দেখিতে সমর রঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণ তরঙ্গ ॥
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে করি,
ফিরায় মণ্ডলি করি।
সঘনে গর্জ্জন, করে দুইজন,
যেমন দুই কেশরী ॥
যেন দুই হাতী, যায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাধিপতি ॥



দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম বামাবর্ত্তে, ফিরে মহামর্ত্তে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত সমান, দুই বলবান,
ফিরিছে পরম গতি ॥
বাক্য যুদ্ধ আগে, কহে দোঁহে রাগে,
কেহ কারে নহে ঊন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ ॥
সাজ্রি সাজ্রি ডাকে, গদা ঘন পাকে,
দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দুই পদ ভরে, থর থর করে,
সঘনে অবনী কাঁপে ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠন ঠন শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি ॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা নিয়ে করে,
মণ্ডলি করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে হানে দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হয়ে কোপ মন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥
হয়ে অচেতন, পবন নন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥
কহ দামোদর, কৌরব ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥

মহাবলবন্ত, কৌরব দুরন্ত,
ভীম হৈতে বলবান।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান ॥
গোবিন্দ কহেন, করহ শ্রবণ,
দুর্য্যোধন রণে কৃতী।
জানাই তোমাতে, ভীমসেন হৈতে,
বলাধিক কুরুপতি ॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলা শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে ॥
কহেন শ্রীকান্ত, রাজা হয় শান্ত,
ভয় নাহি কর মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
কহিব দেখ এক্ষণে ॥
গোবিন্দ বচনে, স্থির হয়ে মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবন নন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতি দ্রুত ॥
পুনঃ গিয়া তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম দুর্য্যোধন।
নিজ ঊরুতলে, করাঘাত ছলে,
মারিলেন নারায়ণ ॥
পবন নন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, পড়িল মনেতে,
হইলেন সব জ্ঞাতা ॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ।
নাভির অধেতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥
এই ভয় মনে, পবন নন্দনে,
অন্যায় করিতে মন।
হলধর ভয়, ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রুদ্ধ হন ॥

সাত পাঁচ মনে, ভাবে অনুক্ষণে,
যে করুণ হলধর।
প্রতিজ্ঞা পালন, করিব আপন,
প্রহারিল উরুপর॥
এইরূপে দোঁহে, গদা লয়ে তাহে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে।
দুর্য্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যত করিল ভীমে॥
উরুর উপর, বীর বৃকোদর,
মারিতে না করে মন।
মস্তক উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেক দুর্য্যোধন॥
এক লাফ দিয়া, শূন্যেতে উঠিয়া,
মারিব ভীমেরে গদা।
এই অনুমানি, কুরু নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার উরুতে॥
লোকে দেখে রঙ্গে, দুই উরুভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমকিত মন,
ভীম করে আস্ফালন॥
ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব বাণী, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন॥

দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের
পদাঘাত।

পড়ে যেন গিরিভেদি ইন্দ্র বজ্রাঘাতে।
উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হয়ে ভজে নারীগণে॥
হেন উরুভঙ্গেতে পড়িল কুরুপতি।
দুর২ শব্দেতে কাঁপয়ে বসুমতি॥
অন্যায় সমরেতে পড়িল কুরুসুত।
উৎপাত হইল তবে দেখিতে অদ্ভুত॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে রক্তবৃষ্টি সে অদৃশ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুরুপত মূঢ় দুর্য্যোধন॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুনরে অজ্ঞান॥
হেঁট মাথা করিয়াছেন মহাবীরে।
ভীম বামপদে লাথি মারিলেন শিরে॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন।
অশেষ বিলাপ করে ভীমসেনে কন॥
ওরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান কর্ম্ম করা অনুচিত॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন॥
কেন তারে চরণে হানিলে কুলাধম।
কুরুনাথে মারিলে করিয়া অনিয়ম॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তি।
তাহারে এমন কেন করিল দুর্গতি॥
মৃগমদে চন্দনে সুগন্ধে সুবাসিত।
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চনে রচিত॥
ভাস্কর মুকুট মণি দিনকর প্রায়।
দুর্য্যোধন শিরোমণি ধরণী লোটায়॥
ওরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলি বাম চরণে প্রহার॥
কৃপাশীল যুধিষ্ঠির করিল ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হন যত সভাজন॥
আপনি মরিলা ভাই বান্ধবে মারিলা।
নিজ কার্য্য দোষে ভাই রাজ্য হারাইলা॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলে অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রণস্থলে হারি॥
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পান দরশন।
রাজ্যেশ্বর হয়ে কেন ভূমেতে শয়ন॥

সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মহান পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে ॥
হেন তুমি লোটাহ পড়িয়া ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে ॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনি বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া ॥
ভাই হয়ে চণ্ডাল হইলে মহারাজ।
এতেক করিয়া ভাই করিলে কি কায ॥
রাজার ক্রন্দন দেখি সকল সমাজ।
পঞ্চাল ও মৎস আর যত মহারাজ ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যান রাজা দুর্য্যোধনে ॥
কন্দিলেন যুধিষ্ঠির শোকে মনদুঃখ।
জানুপরে শির দিয়া কান্দে অধোমুখ ॥
ভ্রাতৃবধ তাপে চিত্ত ধরা নাহি যায়।
ভাই২ বলি রাজা কারন্দ উভরায় ॥
খাট পাট সিংহাসন সকল ত্যজিলে।
ভূমিতে লোটাও বীর জ্ঞান হারাইলে ॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলে বোল।
গুরু বাক্য না শুনিয়া যমে দিলে কোল ॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি অবনীতে ॥
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয় ॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী ॥
এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেক আপনি শ্রীপতি ॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টতা জলধি ॥
সে কালে এ দুষ্ট না ধরিল কার বোল।
এখন সে মহাতাপে মৃত্যু দিল কোল ॥
একবস্ত্র রজঃস্বলা দ্রুপদ কুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি ॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে ॥
বহু মিত্র বান্ধব মারল কুরুরায়।
দুর্য্যোধন চরিত্র কহনে নাহি যায় ॥
অনেক প্রবন্ধে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম ভাই মহাবল ॥
এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধনের হইল ক্রুদ্ধমন ॥
বাহুযুগ পৃথবীতে জাঁকি দিল ভর।
আটু আরোপিয়া বসি বলে নৃপবর ॥
চহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিলাম নিজে মন্ত্রী তুমি নারায়ণ ॥
কহিলা অর্জ্জুনে তুমি উপদেশ বাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণে হানি ॥
তোমার আদেশ মতে পাপী পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত ॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
অন্যায় সমরেতে মারিলা নারায়ণ ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি ॥
ধিক্ ধিক্ তোমার জীবন অকারণ।
যথা আমি তথা তব পাণ্ডুর নন্দন ॥
তুমি সে মারিলা মম সকল সমাজ।
আমাকে মারিলা তুমি সাধিলা কি কাজ ॥
এত শুনি কেশব বলেন অতিশয়।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী তনয় ॥
আপনি মরিলে তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে ॥
তোর যত অধর্ম্মে মরিল রাজগণ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন ॥
করিলা অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে।
অভিমন্যু সপ্তরথি মারিলা যখনে।
আপনি তোমার ঠাঁই গেলাম যখন।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ ॥
অঙ্গুলি প্রমাণে নাহি দিলে বসুমতী।
এখন বান্ধব হৈল ধর্ম্ম নরপতি ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন।
না জানি মাধব তব বীরত্ব কেমন॥
বেদশাস্ত্র পুরাণে জানিনু ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জগতে না দেখি কেহ করে মম কর্ম্ম॥
করিলাম নানা যজ্ঞ আর বহু দান।
সসাগরা ধরা শাসিলাম বিদ্যমান॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালিনু সকল।
রাজাগণ সঙ্গে লয়ে যাই অবিকল॥
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর॥
মম বাহু খ্যাত সর্ব্বলোক করে পূজা।
এত বলি নিঃশব্দ হইল কুরুরাজা॥
শুনি কিছু না বলেন কেশব প্রভৃতি।
লজ্জিত হইল বড় ধর্ম্ম নরপতি॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর॥
অন্যায় সমরেতে করিয়া আকর্ষণ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিলে নিধন॥
এত বলি ক্রোধে কম্পে নাহি পরিত্রাণ।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান॥
দারুণ প্রহারে মারে ভীম দুরাচার।
অনিয়ম যুদ্ধ কর অগ্রেতে আমার॥
এত বলি লাঙ্গল যুড়িল হলধর।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর॥
সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন॥
পাণ্ডব কিসের বন্ধু হয়েন আমার।
কি কহিব দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার॥
একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।
সভামধ্যে তাহারে আনিল কেশে ধরি॥
আনিয়া বসাব বলি নিজ উরুপর।
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদর॥
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল উহার॥
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
আপনি এ সব কথা আছেন বিদিত॥

আর কিছু পূর্ব্ব কথা শুন হলধর।
মৈত্রেয় নামেতে ছিল এক ঋষিবর॥
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন।
মৈত্র ঋষি অভ্যন্তরে ছিল কোপমন॥
তেজস্বি মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ॥
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ।
কুরুপতি উরু ভাঙ্গি করিল নিধন॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেন রাম।
দুর্য্যোধনে প্রশংসা করেন অবিশ্রাম॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বার বার।
ধিক্২ ভীমসেন জীবন তোমার॥
আপনার বীরত্ব দেখালে ভালমতে।
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলে জগতে॥
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তারে মারিলা অন্যায় যুদ্ধ করি॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না যুয়ায়।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায়॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন হলধর।
একেশ্বর যান রাম দ্বারকানগর॥
দুর্য্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি।
হরিষে সঘনে করিলেন পুষ্পবৃষ্টি॥
নৃপগণে লইয়া গেলেন ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ন বদন যান শিবিরের মাঝ॥
যার যেই শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন।
বেলা অবসান অস্ত হইল তপন॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
অবহেলে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

গদাপর্ব্ব সমাপ্তঃ।

মহাভারত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পাণ্ডব নাশার্থে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

শ্রীজন্মেজয় বলে কহ মুনিবর।
কোন জন কি কর্ম্ম করিল অতঃপর॥
মুনি বলে দ্রোণ পুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহা অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে॥
অবধান মহারাজ কৌরব ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করিয়া পূজিলা সমাদরে॥
কোন কর্ম্ম তোমার করিল কোন জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ জানহ রাজন॥
সে কারণে তোমার না হৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয় কিছু করিব বিহিত॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু অধিকারী॥
আমার বীরত্ব তুমি জান ভালমতে।
কোনজন যুঝিলেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
মম সঙ্গে বিবাদে তরিবে কোন জন॥
এক দিন যুক্তি না করিলা মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলা আপনে॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
সে কারণে করিবারে চাহি তব হিত॥
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলিয়া করেন নিবেদন॥
যে সব কহিলা মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে বুঝিনু এখন॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাশয়।
আপনি যদ্যপি মম ঘুচাও সংশয়॥
সেনাপতি তোমারে করিব আজি আমি।
যদবধি আছি কিছু হিত কর তুমি॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি বলিল নাশিব সর্ব্বজন॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রে করিব সেনাপতি॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুইবীর চলিলেন জলের কারণ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জল অন্বেষণ করে আঁধার রজনী॥
স্থানে২ ভ্রমে জল খুঁজিয়া না পায়।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায়॥
রাজার বচনে আসি জল অন্বেষণে।
জল নাহি পাই কি করিব দুইজনে॥
বলিলেন কৃপ শুন আমার বচন।
যুদ্ধকালে জল এনেছিল সৈন্যগণ॥
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায়।
এত বলি দুই জন চলিল তথায়॥

মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

অশ্বত্থামার সেনাপতিত্বে
অভিষেক।

হেন কলসেতে বারি লয়ে দুই জনে।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত মনে ॥
যথায় আছয়ে রাজা তথায় চলিল।
দুর্য্যোধন নিকটেতে জল আনি দিল ॥
দেখি আনন্দিত অতি কৌরবের পতি।
অভিষেক করিতে উঠেন শীঘ্রগতি ॥
ঊরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে উঠিতে না পারে।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামা করে ॥
আপনি লইয়া বারি ঢালিলেক শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে ॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিন জন।
পাণ্ডব শিবিরে যান সত্বর গমন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি পথ নাহি চিনি।
ধীরে২ চলি যায় শব্দ নাহি শুনি ॥
হেনমতে কতদূর যায় তিন জন।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন ॥
হেনকালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ সঞ্চান পক্ষী পান দেখিবারে ॥
যাগি রহিয়াছে সেই ভক্ষণের তরে।
নিদ্রিত সকল পক্ষী সকল সংসারে ॥
দেখিয়া উপায় পায়ে বলে অশ্বত্থামা।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা ॥
কহিতে লাগিল পরে দ্রোণের কুমার ॥
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব সংহার।
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হয়ে যায় পাণ্ডব শিবিরে ॥
রণজয় করিয়া হরিষ বড় মনে।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডব নন্দনে ॥
এইকালে তিন জন উত্তরিল তথা।
বীরদর্প করি দ্রৌণি কহিলেন কথা ॥
সবংশ পাণ্ডব আজি মারিব সমূলে।
এক জন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥

বলিলেন কৃপ ইহা না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত ॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন।
কখন না হেন জনে করি প্রহরণ ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে ॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
হেন কর্ম্ম বাসনা না কর কদাচনে ॥
আপন কুকর্ম্মে মরিবেক দুর্য্যোধন।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা করে অনুক্ষণ ॥
পাণ্ডবের সহায় সম্পদ নারায়ণ।
তাহার অহিত করি জীবে কোনজন ॥
দুর্য্যোধন হিতাহিত বিচারিয়া মনে।
যত শক্তি আছিল যুঝিলে প্রাণপণে ॥
তখন নারিলা যুদ্ধ করিবে এখন।
দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন ॥
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন।
রণমধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন ॥
সৎকর্ম্ম করিয়া তাত মনে বিচারিলে।
অসৎপথে পদার্পণ কি হেতু করিলে ॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে।
অসৎকর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে ॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে।
তিন জন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥
সবাকার অধিকারী হন অন্ধরাজ।
সে যে মতে কহিবে করিব সেই কায ॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে এ ভব হবে পার ॥

শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার
শিব দর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন ॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা রাজার বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন কহে জ্ঞানীজন।
ক্ষত্র হয়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন ॥

শত্রুরে করিবে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলে নাশিবে অকাতরে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥
আমারে মন্ত্রণা দিলা নিজ শক্তি মত।
কেবা এত অজ্ঞান করিবে সেইমত॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদনন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন॥
সেই কোপে অদ্যাপি আমার তনু জ্বলে।
নিতান্ত বধিব আজি নিজ বাহুবলে॥
তাহে যেই জন তার হইবে সহায়।
তার সহ মারিয়া পাঠাব যমালয়॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
অঙ্গীকার করিয়াছি সবার সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম দুরাচার।
তাহারে মারিতে হেন উত্তর তোমার॥
পঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হইবে ভূপতি দুর্য্যোধন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনম অবধি।
প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্য্য সাধি॥
গৃহমধ্যে শ্রেষ্ঠ যেইজন অন্নদাতা।
তাহারে তুষিলে পাপ নাহিক সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধন তুষিব মারিব পিতৃ বৈরী।
সন্তুষ্ট হইবে মোরে কুরু অধিকারী॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহেন কৃপ না কহে বচন॥
মহাবেগে যান দ্রোণি অতি ক্রোধ মনে।
পাছু২ দুইজন চলে তার সনে॥
শিবির নিকটে উত্তরিল তিন জন।
পশিতে বিরোধী হৈল নর এক জন॥
বিভূষিত ভূষণ তার অঙ্গে ফণাহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসিয়াছে মহাশূর॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর॥

দ্রোণি বলে যাব আমি শিবির ভিতর।
দ্বার ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে থাকে ডর॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে॥
শুনিয়া কুপিয়া দ্রোণি মারে নানা বাণ।
মুখমেলি সে সব গিলেন ভগবান॥
যত বাণ এড়ে দ্রোণি খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন॥
শূন্য তূণ হৈল আর অস্ত্র নাহি হাতে।
বিস্ময় মানিয়া দ্রোণি লাগিল ভাবিতে॥
সামান্য মনুষ্য না হইবে এইজন।
বাণ গিলে নর নহে না দেখি এমন॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন॥
দারুণ আমার বস্ত্র আপনি গিলিলা।
এত বাণ খায়ে কিছু ব্যথিত নহিলা॥
শূন্য হৈল তূণ মম বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার॥
কোন দেব আপনি কহিবা মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয়॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তাহারে কহেন ত্রিলোচন॥
নাহি জান দ্রোণ পুত্র আমি কোনজন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন॥
এত শুনি কহে দ্রোণি যোড় করি হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ॥
ধূর্জ্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব॥
চিন্তিত হইল দ্রোণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন॥
কি করিব কি হইবে ভাবে দ্রোণি বীর।
শিব পূজা করিব অন্তরে নাহি স্থির॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
বিশ্বনাথে অর্চ্চিলেন বিল্বপত্র দিয়া॥

গঙ্গাজল পুষ্প দিয়া করিল অর্চ্চন।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজন।
যেইরূপে করে স্তব দ্রোণের নন্দন॥

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীনহীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন॥
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি,
দশ দিক অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতিঅপতেজঃ ব্যোম, পবন ভাস্করসোম,
তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল॥
কি কব তোমার তত্ত্ব,তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করিল সংহার।
পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর॥
ভজন বিহীন জন, হের প্রভু ত্রিলোচন,
লজ্জা রক্ষা কর এইবার॥
কাতর এ দীন জানি, কৃপা কর শূলপানি,
তোমা বিনা কি গতি আমার॥
ভূপতি কুমতিদাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা।
ভক্তজনে জানে তত্ত্ব, ও চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণের হে সীমা॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখীমন,
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই,সদা দুঃখেমরে সেই,
বদ্ধ থাকে নাহি কাটে কাল॥
জ্ঞানদোয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত।
না বুঝে ধর্ম্মের ধর্ম্ম, যেমতে আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেইমত॥
যদি জ্ঞান হয় তার, তার ঘুচে অন্ধকার,
তব পদ আশ্রয় করিলে।
দিনে২ বাড়ে মান, পুণ্য হয় পুণ্যবান,
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে॥
এমন নামের গুণ, নিগুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেই জন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য॥
এত বলি দ্রোণপুত্র, স্তব করি শুদ্ধচিত্ত,
মহেশ্বর ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর, তাহারে যাচেন বর,
কি বাসনা বলহ এখন॥
দ্রোণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগাম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রু নাশ, দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস,
এইবর দেহ মহাশয়॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও
ধৃষ্টদ্যুম্নাদির বধ।

গিরিশ বলিল ইহা কহিতে না পারি॥
পুরি রক্ষা করি হইয়া যে দ্বারি॥
এ বর ছাড়িয়া আর যাহা লয় মন।
দ্রোণি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥
যদি কদাচিত এই বর নাহি দিবে।
বলিদান গ্রহণ করহ আমা সবে॥
দিব্য অস্ত্র যুড়ি অগ্রে জ্বালিল অনল।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রোণ মহাবল॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটী।
নিবারিয়া বর মাগ বলিলা ধূর্জ্জটী॥
দ্রোণ বলে যদি বর দিবা ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
স্তবে বশ শঙ্কর দিলেন সেইবর।
পুনরপি বলে দ্রোণি যুড়ি দুইকর॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি॥
খড়্গ দিয়া অন্তরে গেলেন পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রোণি মহামতি॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিহ তাহার মাথা আসিবে যে জনে॥

খড়্গ হস্তে শিবিরে পশিল বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর ॥
পিতৃবৈরী পায়ে বার মহাকোপ মনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পঞ্চাল নন্দনে ॥
দ্রোণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ বদন।
গদ গদ স্বরে বলে পঞ্চাল নন্দন ॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোর না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্য সাধন ॥
দ্রোণি বলে ব্রহ্মবধী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারিহ দ্রোণের কুমার ॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বচন শুনিয়া না শুনে।
বজ্রমুষ্টি কীল তায় মারে ক্রোধমনে ॥
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করিয়া ভাঙ্গিল মধ্যদেশ ॥
ভীম যেন কীচকের করিল সংহার।
সেইমত করিলেক কুষ্মাণ্ড আকার ॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে ॥
হাহাকার মহাশব্দ হয় আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে ॥
অসি হস্তে দুইজন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার ॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে সবে দ্রোণির সংহতি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড২ ॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দাহন।
সেইমত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে ॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন ॥
মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া কাটিয়া পাড়ে শির।
একে২ পঞ্চ মুণ্ড কাটে দ্রৌণিবীর ॥
পঞ্চমুণ্ড বসনে বান্ধিয়া দ্রোণসুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত ॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করেন দারুণ যুদ্ধ দ্রোণির সহিতে ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের কুমার।
এইরূপে মহাযুদ্ধ করে মহামার ॥
তীক্ষ্ণ অসি লয় বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার ॥
ধরাধরি করি দোঁহে করে মহারণ।
মুণ্ডে২ বুকে২ চরণে চরণ ॥
মল্লযুদ্ধ করি দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করয়ে অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে দ্রোণি শিখণ্ডী কখন।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে অতি ক্রোধমন ॥
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারয়ে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গ তার দৈব বল হৈতে ॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তক খান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে ॥
এইমত শিখণ্ডীকে করিয়া প্রহার।
একজন অবশেষে না রহিল আর ॥
পঞ্চমুণ্ড লয়ে দ্রোণি চলে হরষিতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে ॥
দ্রোণি বলিলেন মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি একজন ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব লয়ে চলহ ত্বরিতে ॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিত মন।
নির্ভয় হৃদয় তবে করিল গমন ॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধনে চাহিয়া বেড়ায় বহুক্ষণ ॥
রাজা দুর্য্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা দৃষ্টি নাহি চলে ॥
রাজা বলি ডাকে বীর খোঁজে বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেন উত্তর ॥

রাজার নিকটে আসি বীর তিনজনে।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন॥
অবধান কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার।
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
একজন না রাখিনু পাণ্ডব সৈন্যেতে॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
সাধু২ বলি রাজা বলিল বচন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহুযুগ ভর দিয়া উঠিল সত্বর॥
রিপু নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিত্তে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলে সাধন॥
পঞ্চ মুণ্ড দেহ মোরে দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে॥
শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণে।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধনে॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয়॥
একে২ পঞ্চমুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চজন॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত॥
মারে বক হিড়িম্ব কৃর্ম্মীর নিশাচর।
জটাসুর কীচক শতেক সহোদর॥
হেন ভীম কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এই পঞ্চজনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা।
কুরুকুলে জল পিণ্ড দিতে না রাখিলা॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি।
নির্ব্বংশ করিলা তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে॥
এত বলি বিষাদ করিল বহুতর।
হরিষ বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বীর তিন জন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপমহামতি।
কি কর্ম্ম সাধিলা তুমি বধি কুরুপতি॥
হাহা দুর্য্যোধন রাজা বীর শিরোমণি।
তোমা হেন মহারাজ লোটায় ধরণী॥
মৃগমদে চন্দনে ভূষিত কলেবর।
হেনতনু দেখি এবে ধূলায় ধূসর॥
উঠ২ দুর্য্যোধন কুরুকুলপতি।
পাণ্ডবে জিনিয়া রণে ভুঞ্জ বসুমতী॥
উঠিয়া সমর কর রাজা দুর্য্যোধন।
নিঃশব্দ হইয়া তুমি আছ কি কারণ॥
পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা কৈলে পাসরিলে কেনে
রাজসূয় করিয়া পাণ্ডব জিনে রণে॥
প্রতিজ্ঞা পালন কর উঠ দুর্য্যোধন।
সমরে মারহ আজি পাণ্ডু পুত্রগণ॥
সূচাগ্রে যতেক ভূমি পারে বিন্ধিবারে।
ততোধিক ভূমি নাহি দিবে পাণ্ডবেরে॥
সকল পৃথিবী ত্যাগ করিলে এখন।
ভূমিতে লোটাও ত্যজি রত্ন সিংহাসন॥

সহস্র২ রাজা বেড়িয়া চৌপাশে।
সভামধ্যে বসিলা যে মনোহর বেশে ॥
যত যত মহারাজ মুখ্য মন্ত্রিগণ।
ইহকাল অনুগত ছিল সর্ব্বজন ॥
অন্তকালে তাহাদিকে সংহতি লইলে।
তোমা সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে ॥
তোমার জনক অন্ধ অম্বিকানন্দন।
তোমা বিনা কি প্রকারে ধরিবে জীবন ॥
কি বলিব গিয়া মোরা তাহার গোচরে।
শুনি কি বলিবে অন্ধ আমা সবাকারে ॥
গান্ধারী জননী তব ভানুমতী নারী।
অপর যতেক শত শত বিদ্যাধরী ॥
তারা সবে কি বলিবে তোমার বিহনে।
কোন সুখে যাব মোরা তোমার ভুবনে ॥
হায় বিধি কোন কর্ম্ম করিলে এখন।
এইরূপে বিলাপ করয়ে তিন জন ॥
দ্রোণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহাশয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সমুদায় ॥
মতিচ্ছন্ন হয়ে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলা।
পাণ্ডবের পুত্র বন্ধু সকল নাশিলা ॥
গোবিন্দ সাত্যকি আর পাণ্ডু পুত্রগণ।
না জানি কোথায় আছে তারা সপ্তজন ॥
সবারে রাখিয়া তারা শিবির ভিতর।
পাণ্ডব গিয়াছে বুঝি হস্তিনানগর ॥
এ সকল কথা তারা শুনিবা শ্রবণে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তোমা বধিবে পরাণে।
তোমা দোষে দোঁহে মোরা সঙ্কটে পড়িব।
পাণ্ডবের হাতে আজি প্রাণ হারাইব ॥
দারুণ দুরন্ত ভীম সদা ক্রোধময়।
নিশ্চয় মারিবে সেই এক গদা ঘায়।
ঘোর রণ হৈতে মোরা পাইনু উদ্ধার ॥
পুনর্জন্ম বলি মনে করিনু বিচার ॥
তোর দোষে মরিব এড়ান নাহি আর।
দুরন্ত ভীমের হাতে নাহি প্রতিকার ॥
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ।
তোর কর্ম্মদোষে আজি হারাইব প্রাণ ॥
এইরূপে বহুবীর করয়ে বিচার।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার ॥
না বুঝিয়া ভয়ার্ত্ত হইলে অতিশয়।
পাণ্ডবের হেতু কিছু না করিহ ভয় ॥
যদি পাণ্ডবের সহ হয় দরশন।
মোর সহ বিরোধে তরিবে কোনজন ॥
রণ করি পাণ্ডবে পাঠাব যমালয়।
মারিব পাণ্ডবে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র আছে যেই আমার সদন।
কার শক্তি হইবে তাহার নিবারণ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িয়া মারিব পাণ্ডবেরে।
যদি রক্ষা করে তাহে দেব দামোদরে ॥
বিদায় করিব আমি ধর্ম্মের নন্দনে।
তোমা দোঁহে রক্ষা করি মরিব আপনে ॥
এইমত তিনজনে করিয়া বিচার।
ভাবে রণসিন্ধু মধ্যে কিসে হব পার।
অভয় পঙ্কজ পদ চিন্তে মনে মন।
সুমতি কুমতি দাতা সেই নারায়ণ ॥
এইরূপে তিনজন ভাবিতে লাগিল।
ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাত হইল ॥
প্রাণ ভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়।
চলিল নগর মুখে সশঙ্ক হৃদয় ॥
ভারত সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥
অমৃত সদৃশ এই ভারত রচন।
এতদূরে সৌপ্তিকপর্ব্ব হইল সমাপন ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

ঐষিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পঞ্চপুত্রের মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধি গেল দ্রোণের নন্দন॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময়॥
শোকাবেশে রজনী হইল সুপ্রভাত।
ডাকে কাক কোকিল উদয় দিননাথ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি আছিল নিশাকালে।
জীবন রাখিয়া ছিল মড়ার মিশালে॥
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া॥
আছে বা না আছে ধর্ম্ম মনের ভাবনা।
উরুতে চাপড় মুখে রোদন বিমনা॥
কান্দিয়া২ গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
উপনীত হইয়া কহিছে সভামাঝ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ ব্যূহমধ্যে করিল গমন॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ।
একে২ মারিলেক নাহি এক জন॥
মৃত সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রেতে তোমার॥
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকল করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্ট জন॥
কিরূপে এমন যুদ্ধ হৈল কহ শুনি।
সূত পুত্র বলে অবধান নৃপমণি॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিব তার।
কালি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার॥
কোন দেবে সহায় করিয়া কি আইল।
কোন দেবতায় সাধি এ বর পাইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল দেখি অসম্ভব॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন॥
সংহত বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে।
সকল মারিল শেষ জান নরপতে॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি।
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখিল মারি লাথি॥
অশ্বত্থামা দুষ্টমতি দয়া নাহি প্রাণে।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শির হানে॥

অস্ত্র শস্ত্র বিবর্জ্জিত ছিল যত সেনা ।
কেহ বা শয়নে ছিল হয়ে অচেতনা ॥
কেশে ধরি আনি তার শির ফেলে কাটি ।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছটফটী ॥
তোমাকে কহিতে বিধি রাখিল আমায় ।
যে ছিল মারিল সবে শুন ধর্ম্মরায় ॥
শুনি রাজা ভূমিতে পড়েন অচেতনে ।
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে ॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ ॥
এখন কি করি জয়ে লইয়া ভুবন ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ ॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে ।
পাপভোগ হয় মম রাজ্যের কারণে ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল ।
মায়া হেতু আসি সবে হয় অনুকূল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হেন সহায় আমার ।
কোথায় শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর ॥
কুটুম্ব প্রধান মম হিতকারী সদা ।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল দুষ্টের বিপদা ॥
পুত্র পৌত্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস ।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ অতুল পৌরষে ।
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষে ॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দে শয়নে ।
গুরু পুত্র আসি নাশে ধর্ম্ম নাহি মানে ॥
নাম ধরি ধরি কত করেন বিলাপ ।
স্বকার্য্য সাধনে মম হৈল মনস্তাপ ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি ।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিদ্রায় আছিল ।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল ॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন ।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন ॥
জননী রমণী যার আছয়ে আলয় ।
কান্দিয়ে কতেক নিন্দা করিবে আমায় ॥

এ সব ভাবিয়া মম স্থির নহে মন ।
এমন হইল দশা দৈবের ঘটন ॥
বীর শূন্য হইলাম কিছু নাহি সেনা ।
বৃথা রাজ্যে কার্য্য নাহি সংসার বাসনা ॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনে বাস করি ।
তপ আচরণ করি হৈয়া ব্রহ্মচারি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি ।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি ॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে ।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটীবে আমারে ॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন ।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণা বচন ॥
পিতৃ ভ্রাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা ।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল ।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইল বিকল ॥
জয় হেন মানি চিতে আনন্দ বিশাল ।
তার বিপরীত আজ ঘটাইল কাল ॥
যেমন আনন্দ হৈল তেমন নিরানন্দ ।
ভাবিয়া কি হবে এবে বিধি কৈল মন্দ ॥
এমত করিবে বিধি জানিবে কেমনে ।
কৌরব সহিত দ্বন্দ্ব হইল যখনে ॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ ।
পাপ রাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস ॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্ত হইল নির্ব্বাণ ।
আমার বৈভব লাভ তাহার সমান ॥
সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে ।
সকল বিনাশ হৈল নাহি দেখি দিনে ॥
এককালে নানা শোক উপজিল আসি ।
শোকসিন্ধু মধ্যে আমি তৃণ হেন ভাসি ॥
কষ্ট ভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর ।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ জনকের পুর ॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন ।
লক্ষ বিন্ধি প্রাপ্ত হৈল ইন্দ্রের নন্দন ॥

তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার ।
কৃষ্ণের কৃপায় তাহে হইল নিস্তার ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ ।
ভুবনে বিখ্যাত হৈল রাজসূয় কায ॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করিল সবারে ।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে ॥
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব ।
পৃথিবীতে এক ছত্র করিল পাণ্ডব ॥
জনে২ বিষয় দিলেন যুধিষ্ঠির ।
সম্পদের সংখ্যা নাহি পূর্ণিত মন্দির ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা ।
শকুনি পাপীষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা ॥
পাশা খেলি রাজ্য ধন হরিয়া লইল ।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল ॥
বস্ত্র হরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন ।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন ॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ পুনঃ ।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু ।
এ কারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু ॥
কর্ণ দুষ্ট আমারে বলিল কুবচন ।
মরণ অধিক হৈল না যায় কথন ॥
যে কষ্ট হইল তা না পারি কহিবারে ।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল বিচারে ॥
আমারে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান ।
ধন রাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সম্মান ॥
বর পায়ে নিজ রাজ্য করিনু গমন ।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠায় কানন ॥
বনবাসে নানাকষ্ঠ হইল ভোগেতে ।
কত দিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে ॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন ।
শিষ্য ষাটি সহস্র লইয়া তপোধন ॥
তবে কত দিনে জয়দ্রথ পাঠাইল ।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল ॥
শূন্য ঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায় ।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায় ॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাট আলয় ।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভোগিলাম তায় ॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি ।
আমারে দিলেক দুঃখ অতি পাপমতি ॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময় ।
তাহে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায় ॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে ।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে ॥
বলে লয়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া ।
তাহাকে মারিল ভীমগদা আস্ফালিয়া ॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কত দুঃখ হয় আর কহা নাহি যায় ॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নিজ্বালা ।
কত আর নিভাইব হইয়া অবলা ॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হইল আশ ।
গত নিশি আমার ঘটিল সর্ব্বনাশ ॥
এখনি জীবন ধরে এই পাপ তনু ।
আমার উচিত হয় প্রবেশি কৃশানু ॥
পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্রশোকে জ্বলে কলেবর ।
যেমন গরল জ্বালা জ্বলিছে অন্তর ॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা ।
তাহার অধিক মোর করিল বিধাতা ॥
দ্রৌপদীর ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয় ।
অবসন্ন বিষণ্ন দেখেন শূন্যময় ॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন ।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন ॥
কোপেতে আকুল হয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
শিবির দেখিতে রাজা করেন গমন ॥
কাক চিল উড়ে পড়ে শিবাকঙ্ক আদি ।
খরস্রোতে বহিতেছে শোনিতের নদী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ
ভীমের যাত্রা ।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব ।
অশ্রুবহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব

ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর ॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন ॥
ভীম বলে রাজা শোক করা অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত ॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবে মহাশয়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায় ॥
কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনঃ।
কোথা ছিলে কোথা যাবে তাহা নাহি গণ
কর্ম্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার ॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ ॥
কালপূর্ণ হৈলে পরে কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃ পুনঃ মরে ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
সকল জিনিয়া মৃত্যু হইল নিশাকালে ॥
কাল পূর্ণ হৈলে পরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ ॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কায।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহারাজ ॥
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে ॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে একমণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি ॥
তবে শোক নিবারণ হয়তো আমার।
নহে ভ্রাতৃ পুত্রশোকে না বাঁচিব আর ॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই
সুগন্ধি কুসুমোদ্যানে জিনি যক্ষরাজ।
হিড়িম্বে মারিলা তুমি অরণ্যের মাঝ ॥
ব্রাহ্মার রক্ষণে বকে করিলা বিনাশ।
কির্ম্মীরে বধি কৈলা কাননে নিবাস ॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলা উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলা আমার ॥

এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবি মরি।
রক্ষা কর আমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি ॥
দুঃশাসন রক্তপান কৈলে রণমাঝে।
উরুভাঙ্গি ভূমেতে পাড়িলে কুরুরাজে ॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে পদাঘাত কৈলে শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোক্ষুরের নীরে ॥
আমার বচন ধর বধ অশ্বত্থামা।
সকল নিষ্ফল হৈল তোমার মহিমা ॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আন দেহ দ্রোণপুত্র মাথা
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পায়ে দুষ্ট সকলে সংহারে ॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয় ॥
কান্দিতে২ এই দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
ধর্ম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত ॥
এত শুনি ভীম বীর রথ আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া ॥
ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া ॥
অশ্বত্থামা বিনাশে পাঠাও বৃকোদরে।
বিচার না করি রাজা যুক্ত দেহ তাঁরে ॥
অসাধ্য সাধন তেঁই সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসার বিজয়ী সে কে করে পরাভব ॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত ॥
ত্রিলোকেতে সেই এক মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর ॥
কি করিবে ভীম তারে করি মহারণ।
ভীম হৈতে না হইবে তাহার নিধন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে ॥
দৈবে এক দিন গেল দ্বারকা ভুবনে।
দেখিয়া যাদবগণ হরষিত মনে ॥

বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে ॥
তাহা লৈয়া চক্র মোরে দেও চক্রপাণি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লইয়া চক্র মোরে দেহ নারায়ণ ॥
উপরোধ হেতুক বিলম্ব না করিয়া।
দ্রোণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া ॥
তুলিতে নহিল শক্তি রাখি চক্রবর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর ॥
ইহার অধিক মোর আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর ॥
পৃথিবী সংহার দেব করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মম স্থানে ॥
করিলাম জিজ্ঞাসা সে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে ॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে ॥
কার্য্য নাহি তোমা সহ বিবাদে আমার।
এত বলি তথা হৈতে কৈল অগ্রসর ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করিবা কার্য্য যেবা মনে লয় ॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল ॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীম বীর।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সকল মজিল রাজ্য কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ ॥
অগ্রে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে ॥
যে হয় হবার কার্য্য করহ উচিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের অন্য নাহি হিত ॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ ॥

অর্জ্জুন সহিত হরি করিলা গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দনে ॥
রথ রথি পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহলে হৈল আগুসার ॥
অশ্বত্থামা সর্ব্বসৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস ॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্র গিলে রাহু ॥
বাদ্য শব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল ॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি করে ধরে।
মুষ্টি করি লইল ইষিকা সব্য করে ॥
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার ॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ি করিল গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া ॥
পার্থেরে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে সর্ব্ব করিবে সংহার ॥
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে ॥
ক্ষণেক থাকলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া আইলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে ॥
আগু হৈয়া রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারো নাহি ভয় ॥
যোড়হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুক টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার ॥
এড়িলেন একবাণ উঠিল আকাশে।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে ॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেন ধনঞ্জয়।
হইল প্রলয় যুদ্ধ দোঁহাতে দুর্জ্জয় ॥

তিনলোক শব্দে কাঁপে কাঁপে চরাচর।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর ॥
উল্কাপাতে নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে ॥
ঝাকে২ অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘন ঘন।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্বলোক।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক ॥
দুই অস্ত্র সমান দেখি কেহ নহে উন।
মহাবীর দুইজনে কেহ নহে ন্যূন ॥
গিরিবৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিসে গণি।
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্ব্ব প্রাণী ॥
মহাশব্দে পুড়ি যায় সব অগ্নিময়।
সমুদ্র মন্থনে যেন বিষের উদয় ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে।
সেই মত দোঁহে শত২ অস্ত্র ফেলে ॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা।
মহা অস্ত্র দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা ॥
সর্ব্বসৃষ্টি নাশ যায় দেখি লাগে ত্রাস।
হেনকালে আইলা নারদ আর ব্যাস ॥
দুই বাণ মধ্যে রহিলেন দুই মুনি।
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি ॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন।
সৃষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ ॥
উভয়ে বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন।
করিলেন আপনার অস্ত্র সম্বরণ ॥
দ্রোণি ডাকি কহে শক্য নহে নিবারণ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন ॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার ॥
তবে যদি ক্ষমা কার দোঁহে উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে।
যেইপুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র শির।
নহিলে না হবে ক্ষমা জান ফাল্গুনীর ॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে চাহ তুমি ক্ষমা ॥
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে।
তারে জীয়াইবা আমি চক্ষুর নিমিষে ॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার।
বৎসর সহস্র তৈল নহে প্রতিকার ॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবা ভ্রমণ।
যেমন তাহার কর্ম্ম হইল তেমন ॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করি সমর্পণ ॥
হেথা দ্রোণি বাণ বেগে উঠিল আকাশে।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে ॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির।
পুনঃ গর্ভ জীবিত করেন যদুবর ॥
এই মতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে হইবে ভব পার ॥

অশ্বত্থামা শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ।

মস্তক জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায় ॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন ॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার আগে দিবে ফেলে ॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে ॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাও ভয় না করিহ দ্রোণি ॥

তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ পাতক তাহাকে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস নারদেরে লয়ে পাণ্ডু পুত্রগণ।
কৃষ্ণ সহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জ্জন্ম হৈল মনে করে ভীম বীর।
গোবিন্দের সাহায্যে সুস্থির যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন কৃষ্ণ হৈতে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
দ্রৌপদীর নিকটে গেলন বৃকোদর॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্ব পাপ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলে আমারে।
আমা প্রতি মন আছে কহিনু তোমারে॥
এই মণি মহারাজ করুণ ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন॥
দ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্বমস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানহ আপনে॥
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা॥
কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া॥
পূর্ব্বে যদি জনার্দ্দন হইত এমন।
সংহার করিত দ্রৌণি সব সৈন্যগণ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয়।
কালে করে কালে হরে কালে সর্ব্বময়॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায়।
সাধিল দুষ্কর কার্য্য শিবের কৃপায়॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ॥
ক্ষয় কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবীর দ্বারে শিব দরশন॥
ভক্তি ভাবে স্তব করে দেব মহেশ্বরে।
বর পাইলেক দ্রৌণি যে ছিল অন্তরে॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিষাদ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ॥
বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয়।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয়॥
পরম কৃপালু হর দেবের দেবতা।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয় বিধাতা॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ।
পুনঃ বর দেন তুষ্ট হয়ে ব্যোমকেশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ।
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন॥
যাহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র মন্থনে॥
শিব বরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ॥
সৃষ্টির সংহার কর্ত্তা সেই দেবরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কাব॥
জন্মাইয়া ত্রিজগত করেন পালন।
কাল পরিপূর্ণ হৈলে আপনি নিধন॥
আদ্য দেব মহাগুরু সর্ব্বদেব গুরু।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছা কল্পতরু॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব প্রসাদাৎ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত॥
যত বীর মরিলেক ভারত সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গপুরে॥
তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ॥
তোমা বিনা নাই গতি শুন পরমেশ।
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ॥

দৈব হেতু সবে হয় কে খণ্ডিতে পারে।
কর্ম্মদোষে গতায়াত সদা প্রাণী করে ॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে।
জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কর্ম্মবশে ॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল।
গেল বন্ধু বান্ধব আদি তনয় সকল ॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন ॥
তোমার চরণে গতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কায।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ ॥
জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বচনেতে রাজার স্থির মন।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হয়ে চিন্তে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ মায়াতে তবে সুস্থির হইল।
অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিল ॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এইত ঐষিকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥

ঐষিকপর্ব্ব সমাপ্তঃ।

মহাভারত

স্ত্রীপর্ব্ব ।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহাশয় ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয় ॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে ।
আদ্যোপান্ত যতকথা জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে ।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন২ লোকে ॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার ।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিবে তাহার ॥
গান্ধারী কিমতে বাঁচিলেন পুত্রশোকে ।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে ॥
মৃত তনু কোন মতে হইল সৎকার ।
কুরুক্ষেত্রে হইল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন ।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরব নন্দন ॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে ।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে ॥

শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাহার সান্ত্বনা ॥

দুর্য্যোধন মৃতকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে ।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে ॥
সকল পৃথিবী পতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর ।
হেনপুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণধরে,
শোকেতে হইল জর জর ॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বলে পড়িলক্ষিতি,
নয়নে গলয়ে জলধার ।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতিগুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥
এক শত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে ।
আহা পুত্র২ করি, পড়ে কুরু অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে ॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনেছিল যতআশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন ।
শত পুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ ।
হাহাপুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন
শোকে মম না রহে শরীর ।
সঞ্জয় আমারে কহ, কোথা তার পিতামহ
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥
কোথা কর্ণ মহাশূর, রিপু দর্প করি দূর,
কোথা শকুনি দুর্ম্মতি ।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সেকারণে পুত্রমরে,
না শুনিল সুহৃদ ভারতী ॥
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমেতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন বীর ।

পড়িয়াছে রাজপাট, মাণিক মন্দির খাট,
কি হইল কুরু অধিকারী ॥
যুদ্ধ কালে পুত্রশোক, পড়িলঅমাত্যলোক,
মন্দির সুহৃদ বন্ধুজন।
করপুটে ভিক্ষাকরি, হইল যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিলবটে,
কুরুকুল হইল আধার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভব রাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতি দিন, যেন পক্ষী পক্ষ হীন,
ত্বরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন বিহীন তনু, যেন তেজহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
আমারে সেবিতকাম, প্রবোধ দিলেনরাম,
তাহা আমি না করিনু মনে।
ভূপতি সভাতে আসি, কহিল নারদঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে॥
ভীষ্মদেব কুরু গুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিত কথা কহিল বিস্তর।
না শুনিতাহারবোল, বিপদে দিলামকোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার॥
দুর্য্যোধন রথ ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যুবাণী,
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥
পূর্ব্বে করিয়াছিপাপ, সেকারণে পাইতাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রযোগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সবে করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সেজন অর্জ্জুন মারে, একথা কহিবকারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
যার সনে ভৃগুরাম, রণ করি অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাহার হইল নাশ, শুনি মনে পাইত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে।
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এবড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয় ॥
আমা হেন দুঃখাজন, নাহি ধরে ত্রিভুবন;
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাহপাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মন ব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী ॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কায,
বুঝিয়া না বুঝি কি কারণ ॥
তোমার সমানগুণি, পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার ব্যাখান।
বৃদ্ধ হৈতেবৃদ্ধোত্তম, নাহি কেহ তোমাসম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যধাম, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোক ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইলেন সবিশেষ,
তাহে তাঁর হৈল সুস্থচিত ॥
আপনি সেসব কথা, অবশ্য আছেন জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি।
জীবন মরণ যোগ, সুখদুঃখে ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় যে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হয়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন বচন না শুনে
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরব নন্দনে ॥
কর্ণ বলিলেন যত, তাহে মাত্র অবিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে।

ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গন্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জনার কেমন কল্যাণ।
দ্রোণকৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদুরেতে,
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম ॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম, আইলেন ঘনশ্যাম,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগেন রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে।
আপনি মধ্যস্থ হইলা, কতবারে বুঝাইলা,
দৈবে যাবে শমনের পুরে ॥
পাশা খেলাইল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্ব ধন হারিল পাণ্ডব।
কিংজিতং২ বলি, হইলা যে কুতূহলী
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥
ক্ষিতির করিলা ক্ষয়, শত্রুর বাড়ালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি কারণে লোটাও ভূতলে ॥
জানিয়া করিলা পাপ, শেষেপাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞজন মুগ্ধ হন তাতে ॥
জ্বলন্ত অনল কেন, বসনে বাঁধিয়া আন,
যে অগ্নিতে দাহিবে শরীর।
এ সব আপন দোষে, কহিরাজা তবপাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ বচন ঠেলি,
রাজ্য লোভে করিল দুর্জ্জয়।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয়।
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈয়া নৃপমণি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস ॥

বিদুর পণ্ডিত গুরু, উপদেশ কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কায,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়ত যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যম ঘরে,
মৃত্যুবশ সব চরাচর।
সকল সংসার কাল, নাহিতার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর ॥
পূর্ব্ব কথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলে জিজ্ঞাসা ॥
পাসরিলা সেই বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সে কথা নাহিক তব মনে।
এখন ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এক্ষণে ॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সমরে মরি,
সবে গেল ঈশ্বর ভবনে।
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ॥
জীর্ণবস্ত্র পরিহরে, যেন নব বস্ত্র পরে,
তেমন শরীর পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
ক্ষিতিস্পর্শে হইয়া নিবর্ত্ত ॥
কেহমরে বাল্যকালে, সকলিকর্ম্মেরফলে,
কেল কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে ॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত্ত,
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে ধীর ॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় জ্ঞানী,
আর কত সুহৃদ সকলে।

শীতল সলিল সেচ, তালের বিউনী বিচি,
চেতন করান মহীপালে ॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ, শোক করি চতুর্গুণ,
ধিক্ থাকুক মনুষ্য জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যায় কেনে ॥
শত পুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।
অনিত্য এমন দেহ, চিরজীবি নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধব শোক,ক্ষণেভাবেপরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
হাহাপুত্র দুর্য্যোধন, কোথাগেলদুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শত পুত্র।
ধরিতেনা পারিহিয়া,লহ মোরে উদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে ॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর ॥
আর শোক না করিহ শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন ॥
এক দিন গেলাম যে ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায় ॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমারে করহ পদ্মাসন ॥
হয় করিলেন যত দানব সংহার।
ক্ষত্রকুলে জন্মিল তাহারা পুনর্ব্বার ॥
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেন প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তারে কহিল ভারতী ॥
ধৃতরাষ্ট্র তনয় নৃপতি দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন ॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর ॥
শুনিয়া কশ্যপী স্তুতি অনেক করিলা।
যোড়হাত করি পুনঃ কহিতে লাগিলা ॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তাহা করিয়া বিস্তার ॥
ব্রহ্মা কন কুরু পাণ্ডু ভাই দুইজন।
চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শতজন ॥
রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে দুইজনে।
পাণ্ডুর নন্দন যুধিষ্ঠির রাজা সনে ॥
আপনি সহায় কৃষ্ণ হইবে তাঁহার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মহামার ॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে ॥
যাহ২ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ ॥
এত বলি পৃথিবীর করিল বিদায়।
এই সকল কথা শুনিলাম তথায় ॥
সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয় ॥
মহাম হপাল হৈল মহাক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্ম সাক্ষাৎ যে কলি ॥
সবে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর ॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর ॥

কৌরব পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন॥
এই পূর্ব্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব বুঝান তাঁহারে॥
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া যোড়হাত।
কহে এক নিবেদন করি নরনাথ॥
নানা দেশ হইতে অনেক নরপতি।
অভ্যর্থিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হয়ে রাজা ধরণী পড়িল॥
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় আরবার।
রথ সজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধার নন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন।
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান॥
পুত্রশোক শুনি দেবি হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
হার ছিড়ে বস্ত্র চিরে লোটায় ভূতল॥
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয় কালেতে যেন জলের কল্লোল॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধুগণ সঙ্গে করে রথ আরোহণ॥
ঘরে২ মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্ব্বজন॥

দেবগণ নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা এক বস্ত্র পরি॥
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে॥
সমান২ দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার॥
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুক সৃজন নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ়জন॥
এক বস্ত্র পরিল রাজার পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ শোকে মুক্ত হইল কবরী॥
শত২ দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ বলিয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুক্ত কেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি কেহ স্বামীদান মাগে॥
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাণ্ডব নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আইল তোমা বিদ্যমানে॥
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরব পাণ্ডবে প্রীতি হৈল পরিণাম॥
মিথ্যা কথা কে কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা॥
চারিভিতে বেড়িয়া কান্দয়ে যত নারী।
নগর বাহির হৈল কুরু অধিকারী॥
গান্ধারী চাপিল রথে যত বধু সঙ্গে।
শোকাকুল সকলেতে বস্ত্র নাহি অঙ্গে॥
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণে হইল উন্মনা॥
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ॥
চরণে নূপুর পরে সোনারী মুকুতা।
সিন্দুর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিঁথা।

চন্দনের বিন্দু চারিদিকে করি দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্ঠিত করিল॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায়॥
কেহ অসিচর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধায়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসারি॥
মুক্তকেশে আত্রশাখা লয়ে কত জনা।
কেহ পথে পড়ে কেহ শোকে অচেতনা॥
অনেক চলিল নারী পতি পুত্র শোকে॥
প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূগণ আইল॥
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশ যায় যেন সোণার প্রতিমা॥
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতি॥
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হৈতে কৌতুক দেখয়ে দেবগণ॥
শোকাকুল হয়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি॥
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিন জন॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে হইতিন জন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ॥
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবারে যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই॥
শুন কহি মহারাজ সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল॥
দৈবে না হৈল তিন জনার মরণ।
শত ভাই সহিত পড়িল দুর্য্যোধন॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একেলা মারিল তব শতেক কুমার॥

শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন বীর॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমত আছিলা মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে॥
শোক-পরিহর দেবী না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ॥
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু॥
সবান্ধবে পাঞ্চালের করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটী কুমার॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষে সপ্তজন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয়॥
আজ্ঞা দেহ আমরা আপন স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পাণ্ডব পঞ্চভাই॥
এত বলি রাজার লইল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
হস্তিনা পুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয়॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল হেথা অন্ধক রাজন॥
ধৃতরাষ্ট্র আইলা শুনিয়া পঞ্চভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত॥
কিমতে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব॥
গান্ধারীর ক্রোধে আর নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন॥

বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা করি জ্ঞাতির নিধন॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার॥
শুন কৃষ্ণ তোমারে করি যে নিবেদন।
প্রাণ লয়ে পলাউক ভাই চারিজন॥
ভীম অর্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করুক এবার॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুক আমারে॥
আমার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে না দেখাব বদন॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁহারে সুমধুর বাণী॥
শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে॥
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন॥
সবে মেলি চল যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করিব॥
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিতে চলে সবে রাজ সম্ভাষণে॥
পঞ্চভাই কৃষ্ণ সহ যান দ্রুতগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমেতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চভাই রাজা বিদ্যমানে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মম ঘুচাইলে পিণ্ড প্রয়োজন॥
উরুভাঙ্গি মারিলা নৃপতি দুর্য্যোধনে।
একে২ সংহারিলা শতেক নন্দনে॥
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রাধানাথ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি॥
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ॥
পুত্রশোক নরপতি না শুনয়ে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধা মধুর বচন॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধন॥
আর কেন অপযশ রাখিবা ঘুষিতে।
শুদ্ধ চিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে॥
আপনি কহিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন॥

তবে কেন হেন কর্ম্ম কারলা রাজন।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধমন ॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ ।
আপনি করিলা তুমি নিজ কর্ম্মবাদ ॥
ভীমে বিষ খাওয়াইল রাজা দুর্য্যোধনে।
জতুগৃহে রাখিলেন পাণ্ডুর নন্দনে ॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি ।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি ॥
প্রতজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সকল হারিল ।
দুঃশাসন দ্রৌপীর চুলেতে ধরিল ॥
আপনি অনীত করিলেক দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথ দিয়া করে দ্রৌপদী হরণ ॥
তথাপিহ পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল ।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল ॥
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ॥
অন্যায়ে করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন ।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারিল সপ্তজন ॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা কারণে সর্ব্ব কৌরবে নাশিল ॥
বেদ শাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
আপন জানহ পাণ্ডবের যত দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যতেক বুঝাইল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল ॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চভাই ।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই ॥
জানিয়া না জানি তুমি সকল উহার।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার ॥
কেবল পুত্রের চাহ কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ॥
কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ ॥
কদাচিৎ পাণ্ডবের ক্রোধ না করহ।
অধর্ম্ম হবেক মম বচন পালহ ॥

শুন দেবী কেন পাসরিলে পূর্ব্বকথা ।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোনজন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে ।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে ॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
অতএব যুদ্ধ জিনে পাণ্ডুর তনয় ॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রভাব কর পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এতযদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলিলেন অন্ধ রাজরাণী ॥
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু হৃদয়ের তপে সহিতে না পারি।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী ॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্র সম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি বলিলেন গান্ধার কুমারী।
পুঃ বুঝাইয়া কন আপনি শ্রীহরি ॥
পাণ্ডবের যেমত করিত যুধিষ্ঠির।
অন্ধরাজে তেমতি সেবিবে মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অপ্রমিত সুধা ।
কাশী বলে পান করি খণ্ডি ভবক্ষুধা ॥

গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে
গমন ও স্ব স্ব পতি পুত্রের
মৃত দেহ দর্শনে খেদ।

মহ াভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল ॥
হাতে মুণ্ড করিয়ে নাচয়ে ভূতগণ।
কুহুক করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ ॥

রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ যায় ধীরে ধীরে ॥
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
ভ্রময়ে সমর স্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষীগণে ভয় নাহি করি ॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয় ॥
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন ॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেম রস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত ॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে ॥
পুনঃ না হইল দেখা অভাগীর সনে ॥
হেনমতে পতি লয়ে অনেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সবে নানা মত করি ॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতি কোলে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর ॥
যেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে ॥
কেবা কোথা পড়িয়াছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবা লাগে ভয়াবেশ ॥
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি আর।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
গজ বাজি পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র অস্ত্র মনোহর ॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকর কুণ্ডল পড়িয়াছে নানা ক্রমে ॥
ধ্বজছত্র চামর পড়েছে রণস্থলি।
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলী ॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর ॥
দুর্য্যোধন অন্বেষণ বলয়ে গান্ধারী।
কতদূরে দেখে হত কুরু অধিকারী ॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ ॥
পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল।
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল ॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার তনয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া ॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন ॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু কুমার ॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয় ॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তা স্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলাতে লুটায় ॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন ॥
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ ॥
জাতি যুথি পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর।
রঙ্গণ মালতী আর মল্লিকা সুন্দর ॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া।
হেন তনু লোটে ধূলায় দেখহ চাহিয়া ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরি।
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি।
শোণিতেতে আজি তনু হইল শোভন।
আহা মার কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর ॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদা যুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকিছেন যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর নাহি কেন দেহ দুর্য্যোধন ॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা ॥

দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
শুন দেবী অন্যের নাহিক অধিকার ॥
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা এসব কুকর্ম্ম।
দেবে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম ॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহ সুখভোগ অন্তে যায় সে স্বর্গেতে ॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করয়ে যেইজন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন ॥
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর ॥
না শুনে সুজন বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেইজন যায় ছারখারে ॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবী কান্দ কি কারণে ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের বচন ॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে ॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া।
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবলোক তরি ॥
কিছুমাত্র বলি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন ॥

মৃতপতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারীর প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারী অনুযোগ।

জন্মেজয় কহিলেন শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কহিলেন কহ তাহা শুনি ॥
কেমনে ধরিলা প্রাণ শত পুত্রশোকে।
ক্রোধ করি কোন কথা কহিল কৃষ্ণকে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ ॥
এইত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয় ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হয়ে শুন ভারত কথন ॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বলিল দেবী চেতন পাইয়া ॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চাঁদে ॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু ॥
দেখিয়া তাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥
হেন বধূগণ দেখ আইল কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
এই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠ শব্দ শুনি যেন নারদের বীণা।
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি ॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ॥
এককালে এত শোক ধরিতে না পারি।
বুঝাইবা কিরূপে মায়েরে হে মুরারি ॥
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয় ॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক ॥
গর্ভধারি হয়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ॥

এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহামনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মম শতেক নন্দন!
কি দিয়া আমারে বুঝাইবা নারায়ণ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতি মণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেন যুক্তি খাইয়া আপনা॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে কথা কহিনু শুন কৃষ্ণ মহাশয়॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে॥
না শুনিল মম বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর॥
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্য্যামী॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ॥
শকুনি আমার ভাই যত দুরাচার।
তাহার বুদ্ধিতে হৈল বংশের সংহার॥
মারিলেক শতপুত্র বংশের সংহতি।
অন্তকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিবে রাত্রদিনে॥

এতবলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
করুণা সাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা॥
কৌরব বনিতা কান্দে পতিপুত্র শোকে।
তা দেখিয়া পাণ্ডব আছয়ে অধোমুখে॥
মৃত পতি কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাট নন্দিনী শোকে হয়ে অচেতনা।
তাহা দেখি পাইলেন মনেতে বেদনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেন জন মরে যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেনজন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমেতে পড়িল ভীমবীর॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলাপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহাশোক সিন্ধুজলে পড়ি সর্ব্বজনা॥
ফুকারিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
হইল অন্তর দগ্ধ কর্ণের শোকেতে॥
বিলাপিয়া উত্তরা যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলে মোরে ছাড়ি॥
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেল অর্জ্জুন তনয়॥
অস্থির পাণ্ডবগণ দেখি নারায়ণ।
সান্ত্বনা করেন কহি মধুর বচন॥
কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল॥
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ২ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতন শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে॥

কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দমুরারী।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী ॥
না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন ॥
শান্তনুতনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত ॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে ॥
না শুনিল কার কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ কহিব তোমাকে ॥
কহিতে২ ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয় ॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকী কুমার।
তোমা হৈতে হৈল মম বংশের সংহার ॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রক্ষালন ॥
তোমাতে সংহার হয় মিলয়ে তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হৈতে ॥
সকল তোমার মায়া তুমি সে প্রধান।
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান ॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যে বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ কেন তারে ॥
অসাধুর মত কথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধু ব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা ॥
সাধুমত প্রশংসা করয়ে চক্রপানি।
সংসারে যতেক দেখি তার মূল তুমি ॥
অতএব কহি নাথ কর অবধান।
করাইলে কৌরব পাণ্ডবেতে সংগ্রাম ॥
ভেদ জন্মাইলে তুমি ওহে রমাপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি ॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে ॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি তাহার শরীরে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে ॥
তারে বন্ধু বলি কৃষ্ণ করায় মমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে ॥
বরণ করিতে তথা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে ॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন আইল সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
নারায়ণী সেনা দিয়া আমার নন্দনে।
ছলেতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা আপনে ॥
সারথি হইলে তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে ॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমাতে উচিত নহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তার পর এক কথা শুন হে অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম শুনিলে অদ্ভুত ॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে সে পঞ্চগ্রাম শ্রুত আছি আমি ॥
না দিলেক মম পুত্র কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডব নন্দনে ॥
সদাচার পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহা তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে ॥
আপনি দিলেন ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইল কেন তবে ॥
সেকালে আপনি ঘরে যাইতে যদি তুমি।
মম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি ॥
বুদ্ধি যুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ বঞ্চিলা আমারে ॥
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল ॥

কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদারয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে সহ নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ॥
দুঃখ সুখ করিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান॥
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের আছিল শক্তি অর্জ্জুন নিধনে।
তাহে তুমি বিনাশিলা ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলা তুমি রাতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে বশ সেই অস্ত্র তৈমীরে মারিল॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সব মূল বলি প্রবোধিবা আমা॥
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পাণ্ডু সম বলি বলহ সভাতে॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধ মাত্র জানয়ে অর্জ্জুন॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডব সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জয়দ্রথ বধোপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনির গোচরে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিবে আমারে॥
প্রবেশ জানয়ে বীর না জানে নির্গম।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
যেই কথা গান্ধারী কহিল কৃষ্ণপ্রতি।
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি॥
এক দিন নিজ গৃহে সুভদ্রা সুন্দরী।
পার্থের অগ্রেতে কহি যোড়হাত করি॥
চক্রব্যূহ কথা কহ কি তাহার ক্রম।
কি মতে প্রবেশ হয় কি মতে নির্গম॥
পার্থ কহিলেন দেবী শুন সাবধানে।
গর্ভেতে থাকিয়া তাহা অভিমন্যু শুনে॥
কহেন প্রবেশ কথা সুভদ্রা গোচরে।
হেনকালে নিদ্রা আসি ধরিল তাহারে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।
না শুনিল শেষ কথা নিদ্রা আকর্ষণে॥
অর্জ্জুন নন্দন বীর মহাপরাক্রম।
জননীর দোষে নাহি শুনিল নির্গম॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিলা রচনা।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইল উন্মনা॥
নারায়ণী সেনা সহ যুঝেন অর্জ্জুন।
মুহূর্ত্তেকে বিশ্রাম নাহিক কদাচন॥
শুনি দুঃখী হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
এবার সঙ্কটে রক্ষা কর চক্রপাণি॥
অভিমন্যু বলে কথা করি যোড়হাত।
কোন হেতু চিন্তান্তর দেখি জ্যেষ্ঠতাত॥
যখন ছিলাম আমি মায়ের গর্ভেতে।
শুনেছি প্রবেশ কথা পিতার মুখেতে॥
ভীম বলে যদি পার প্রবেশ করিতে।
কদাচিত নাহি পার নির্গম করিতে॥
তাবত উপায় আমি করিব পশ্চাতে।
ভাঙ্গিব সকল ব্যূহ গদার আঘাতে॥
এতবলি সান্ত্বনা করিল ভীমবীর।
চলিল সুভদ্রাসুত প্রফুল্ল শরীর॥
ব্যূহেতে প্রবেশ করে অর্জ্জুন কুমার॥
একরথে জয়দ্রথ আবরিল দ্বার॥
পাণ্ডবের সৈন্য না পারিল প্রবেশিতে
অভিমন্যু সংগ্রাম করিল সাহসেতে॥

বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর।
সপ্তরথী বিন্ধিয়া করিল জরং ॥
মহা আস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণে গণিল প্রমাদ ॥
মহাবল ধরে বীর সুভদ্রা কুমার।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সবার।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন।
জয়দ্রথ কর্ণবীর রাজা দুর্য্যোধন ॥
ব্যূহমধ্যে ছয়জন ছিল দ্বারে২ ॥
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল সুভদ্রা কুমারে ॥
কাহার কাটিল চক্র কাহার সারথি।
কাহার কাটিল অশ্ব কাহার পদাতি ॥
হইল বিক্ষত ক্ষত সবার শরীর।
ভেদিয়া কবচ রক্ত হইছে বাহির ॥
ধনঞ্জয় পিতা যার মাতুল মাধব।
একে২ সবার করিল পরাভব ॥
আকাশে প্রশংসা করে তুষ্ট দেবগণ।
ধন্য২ মহাবীর সুভদ্রা নন্দন ॥
এইরূপে মহাবীর কৈল মহামার।
নির্গত হইতে বীর না পাইল দ্বার ॥
জ্যেষ্ঠতাত২ বলি করে শব্দ।
শুনিয়া পবন সুত হৈল মহাস্তব্ধ ॥
পরাক্রম করি বীর গদা লয়ে যায়।
হেনকালে জয়দ্রথ দেখিবারে পায় ॥
যমের সমান বীর হাতে ধনুঃশর।
দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে রথের উপর ॥
শমন সমান তারে দেখে বৃকোদর।
হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল গদাবর ॥
দুর্ব্বল হইল বীর অঙ্গে হৈল জ্বর।
মুখেতে নাহিক বাক্য ভয়েতে কাতর ॥
না পারে সহিতে বীর দৈবের ঘটন।
শিবের আছয়ে আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন ॥
হেথায় সুভদ্রা সুত না পাইয়া পথ।
ফাঁকর হইয়া বীর ভয়েতে আবৃত ॥
দ্রোণাচার্য্য ডাকি বলে কি দেখহ আর।
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রা কুমার ॥
সহজে বালক বটে মহা তেজ ধরে।
প্রায় বুঝি সবারে পাঠাবে যমঘরে ॥
কোমল শরীর বীর সতেজ সুন্দর।
সদা স্নেহ যাহারে করেন দামোদর ॥
না করে কাহার ভয় প্রকাণ্ড শরীর।
কোনজন ইহার অগ্রেতে হবে স্থির ॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য সবে জ্বলে কোপে।
অরুণ সমান বাণ বসাইল চাপে ॥
মুষল মুদ্গর শেল পরিঘ তোমর।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর ॥
এইমত সপ্তরথী করে শরজাল।
না দেখিয়া দিগ্বিদিক আর চলাচল ॥
যেই দিকে যায় বীর সেই দিকে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর ॥
কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধিরের ধার।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বার২ ॥
অনাথের নাথ তুমি আপদ-ভঞ্জন।
তোমা বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোনজন ॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের পতি।
কৃপা করি হৈলে তুমি পিতার সারথি ॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিব চরণ তোমার ॥
এতবলি পুনরপি নিয়া শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥
সপ্তরথী এককালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর ॥
ব্যাকুলিত কেশ পাশ রথেতে পড়িল ॥
গোবিন্দ২ বলি শরীর ত্যজিল ॥
সাধু২ প্রশংসা করয়ে দেবগণ।
ধন্য২ মহাবীর সুভদ্রা নন্দন ॥
চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার।
শুনিয়া পাণ্ডবগণে করে হাহাকার ॥
অর্জ্জুন সংবাদ পায়ে দূতের মুখেতে ॥
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথেতে।
শোকেতে গোবিন্দ অতি নিরানন্দ মন।
কষ্টেন চেতন পায়ে কুন্তীর নন্দন ॥

অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন।
হেন মহাবীর বধিলেক কোন কোনজন ॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
তব পুত্রে জয়দ্রথ করিল নিধন ॥
অর্জ্জুন বলেন পাপী এ কর্ম্ম করিল।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রেরে মারিল ॥
আজি তারে বিনাশিব করিলাম পণ।
অবশ্য পাঠায়ে দিব শমন সদন ॥
শুন কৃষ্ণ নিবেদন চরণে তোমার।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার ॥
জয়দ্রথে বিনাশিত থাকিতে ভাস্কর।
শর্ব্বরী হইলে না ধরিব ধনুঃশর ॥
এইত প্রতিজ্ঞা করি আইলেন রণে।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথে রাখিল গোপনে ॥
বায়ুর শকতি নাহি দেখে জয়দ্রথে।
হেথা পার্থ করিলা বীরত্ব নানামতে ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা করেন সংগ্রাম।
তথাপি না হয় জয়দ্রথের সন্ধান ॥
চারিদণ্ড বেলা আছে যবে শেষ দিন।
ভাবিয়া অর্জ্জুন বীর হইলেন ক্ষীণ ॥
তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রণা করিলে সেইকালে।
জয়দ্রথ বধ হেতু চক্র আরোপিলে ॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হৈল আচ্ছাদন।
সন্ধ্যাকাল হৈল হেন মানে সর্ব্বজন ॥
পার্থ কহিলেন দিন হয় অবসান।
ভূমিতে নামিয়া বীর ত্যজেন বিমান ॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার তরে।
তাহা দেখি জয়দ্রথ আইল দেখিবারে ॥
চক্র ঘুরাইয়া দীপ্ত হইল ভাস্কর।
অর্জ্জুন আইল তবে হাতে ধনুঃশর ।
সন্ধান পূরিয়া তারে করিল সংহার।
কহ দেখি বাসুদেব এ দোষ কাহার ॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব ॥
বিধির বিধাতা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাণ্ডিতে নারিবে তুমি শুন দয়াময় ॥
যত উপকার কৈলে আমার নন্দনে।
একমুখে সে কথা কহিব কত দিনে ॥
তবে কেন বল তুমি দুকূল সমান।
তোমাকে এ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
কেবল পাণ্ডব পক্ষ তুমি নারায়ণ।
অতএব যুদ্ধ জয়ী ভাই পঞ্চজন ॥
আপনি কারলে তুমি কুরুকুল ক্ষয়।
ত্রিভুবনে কে আছে কারতে পরাজয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুইজন মহাধনুর্দ্ধর।
শমন সভয় যারে মানিল সত্বর ॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলে নষ্ট দেবকী কুমার ॥
একশত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী ॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল আধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীত করিয়া যেবা করায় মিলন।
তাহাদের সুহৃদ বলি শুন নারায়ণ ॥
তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর।
তোমাতে আছয় এই যত চরাচর ॥
তোমাহতে আসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায় ॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন ॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমা হৈতে ভিন্ন নাহিক কোনজনা ॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণীর ঘটে করহ বিহার ॥
যে কল্পনা দেব তুমি সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময় ॥
সেইকাল আপনি হইলে নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন ॥
যত কিছু দোষ নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ ॥

বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর।
সপ্তরথী বিন্ধিয়া করিল জ্বর২।।
মহা আস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণে গণিল প্রমাদ ॥
মহাবল ধরে বীর সুভদ্রা কুমার।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সবার।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন।
জয়দ্রথ কর্ণবীর রাজা দুর্য্যোধন ॥
ব্যূহমধ্যে ছয়জন ছিল দ্বারে২ ॥
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল সুভদ্রা কুমারে ॥
কাহার কাটিল চক্র কাহার সারথি।
কাহার কাটিল অশ্ব কাহার পদাতি ॥
হইল বিক্ষত ক্ষত সবার শরীর।
ভেদিয়া কবচ রক্ত হইছে বাহির ॥
ধনঞ্জয় পিতা যার মাতুল মাধব।
একে২ সবার করিল পরাভব ॥
আকাশে প্রশংসা করে তুষ্ট দেবগণ।
ধন্য২ মহাবীর সুভদ্রা নন্দন ॥
এইরূপে মহাবীর কৈল মহামার।
নির্গত হইতে বীর না পাইল দ্বার ॥
জ্যেষ্ঠতাত২ বলি করে শব্দ।
শুনিয়া পবন সুত হৈল মহাস্তব্ধ ॥
পরাক্রম করি বীর গদা লয়ে যায়।
হেনকালে জয়দ্রথ দেখিবারে পায় ॥
যমের সমান বীর হাতে ধনুঃশর।
দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে রথের উপর ॥
শমন সমান তারে দেখে বৃকোদর।
হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল গদাবর ॥
দুর্ব্বল হইল বীর অঙ্গে হৈল জ্বর।
মুখেতে নাহিক বাক্য ভয়েতে কাতর ॥
না পারে সহিতে বীর দৈবের ঘটন।
শিবের আছয়ে আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন ॥
হেথায় সুভদ্রা সুত না পাইয়া পথ।
ফাঁফর হইয়া বীর ভয়েতে আবৃত ॥
দ্রোণাচার্য্য ডাকি বলে কি দেখহ আর।
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রা কুমার ॥
সহজে বালক বটে মহা তেজ ধরে।
প্রায় বুঝি সবারে পাঠাবে যমঘরে ॥
কোমল শরীর বীর সতেজ সুন্দর।
সদা স্নেহ যাহারে করেন দামোদর ॥
না করে কাহার ভয় প্রকাণ্ড শরীর।
কোনজন ইহার অগ্রেতে হবে স্থির ॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য সবে জ্বলে কোপে।
অরুণ সমান বাণ বসাইল চাপে ॥
মুষল মুদ্গর শেল পরিঘ তোমর।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর ॥
এইমত সপ্তরথী করে শরজাল।
না দেখিয়া দিগ্বিদিক আর চলাচল ॥
যেই দিকে যায় বীর সেই দিকে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর ॥
কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধিরের ধার।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বার২ ॥
অনাথের নাথ তুমি আপদ-ভঞ্জন।
তোমা বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোনজন ॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের পতি।
কৃপা করি হৈলে তুমি পিতার সারথি ॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিব চরণ তোমার ॥
এতবলি পুনরপি নিয়া শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥
সপ্তরথী এককালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর ॥
ব্যাকুলিত কেশ পাশ রথেতে পড়িল ॥
গোবিন্দ২ বলি শরীর ত্যজিল ॥
সাধু২ প্রশংসা করয়ে দেবগণ।
ধন্য২ মহাবীর সুভদ্রা নন্দন ॥
চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার।
শুনিয়া পাণ্ডবগণে করে হাহাকার ॥
অর্জ্জুন সংবাদ পায়ে দূতের মুখেতে ।।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথেতে।
শোকেতে গোবিন্দ অতি নিরানন্দ মন।
করেন চেতন পায়ে কুন্তীর নন্দন ॥

অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন।
হেন মহাবীর বধিলেক কোন কোনজন ॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
তব পুত্রে জয়দ্রথ করিল নিধন ॥
অর্জ্জুন বলেন পাপী এ কর্ম্ম করিল।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রেরে মারিল ॥
আজি তারে বিনাশিব করিলাম পণ।
অবশ্য পাঠায়ে দিব শমন সদন ॥
শুন কৃষ্ণ নিবেদন চরণে তোমার।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার ॥
জয়দ্রথে বিনাশিত থাকিতে ভাস্কর।
শর্ব্বরী হইলে না ধরিব ধনুঃশর ॥
এইত প্রতিজ্ঞা করি আইলেন রণে।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথে রাখিল গোপনে ॥
বায়ুর শকতি নাহি দেখে জয়দ্রথে।
হেথা পার্থ করিলা বীরত্ব নানামতে ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা করেন সংগ্রাম।
তথাপি না হয় জয়দ্রথের সন্ধান ॥
চারিদণ্ড বেলা আছে যবে শেষ দিন।
ভাবিয়া অর্জ্জুন বীর হইলেন ক্ষীণ ॥
তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রণা করিলে সেইকালে।
জয়দ্রথ বধ হেতু চক্র আরোপিলে ॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হৈল আচ্ছাদন।
সন্ধ্যাকাল হৈল হেন মানে সর্ব্বজন ॥
পার্থ কহিলেন দিন হয় অবসান।
ভূমিতে নামিয়া বীর ত্যজেন বিমান ॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার তরে।
তাহা দেখি জয়দ্রথ আইল দেখিবারে ॥
চক্র ঘুরাইয়া দীপ্ত হইল ভাস্কর।
অর্জ্জুন আইল তবে হাতে ধনুঃশর।
সন্ধান পূরিয়া তারে করিল সংহার।
কহ দেখি বাসুদেব এ দোষ কাহার ॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব ॥
বিধির বিধাতা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাণ্ডিতে নারিবে তুমি শুন দয়াময় ॥
যত উপকার কৈলে আমার নন্দনে।
একমুখে সে কথা কহিব কত দিনে ॥
তবে কেন বল তুমি দুকুল সমান।
তোমাকে এ যুক্ত নহে শুন ভগবান ॥
কেবল পাণ্ডব পক্ষ তুমি নারায়ণ।
অতএব যুদ্ধ জয়ী ভাই পঞ্চজন ॥
আপনি করিলে তুমি কুরুকুল ক্ষয়।
ত্রিভুবনে কে আছে করিতে পরাজয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুইজন মহাধনুর্দ্ধর।
শমন সভয় যারে মানিল সত্বর ॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলে নষ্ট দৈবকী কুমার ॥
একশত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী ॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল আধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীত করিয়া যেবা করায় মিলন।
তাহাদের সুহৃদ বলি শুন নারায়ণ ॥
তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর।
তোমাতে আছয়ে এই যত চরাচর ॥
তোমাহতে আসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায় ॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন ॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমা হৈতে ভিন্ন নাহিক কোনজনা ॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণীর ঘটে করহ বিহার ॥
যে কামনা দেহ তুমি সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কারে করে এ বড় বিস্ময় ॥
সেইকাল আপনি হইলে নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন ॥
যত কিছু দেখ নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ ॥

তুমি বল দুর্য্যোধন ধর্ম্ম নাহি জানে।
কপটেতে হইয়া বদ্ধ কারে নাহি মানে॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।
মিছা অনুযোগ মোরে দেহ অকারণ॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ।
যেমত যাহারে তুমি করাইলে ভোগ॥
সেইমত দুর্য্যোধন কৈল আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃভেদ শিখাইলে পরম যতনে॥
শুন দেব নারায়ণ কহিব নিশ্চিত।
এমত করিতে তব না হয় উচিত॥
তুমি বল আমি নাহি কালে সব করে।
ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডিলে আমারে॥
তুমি সে সবার পর তব পর নাই।
ব্যাসের মুখেতে সব শুনেছি গোঁসাই॥
ভাল হইল দূত হয়ে গিয়াছিলা তুমি।
দুইকুল হিত হয়ে মাগিবারে ভূমি॥
তাহাতে সম্মত না হইল দুর্য্যোধন।
তুমি কেন নিজ দেশে না কৈলে গমন॥
প্রকার করিয়া তুমি কহিলা ধর্ম্মেরে।
তাহাতে হইল ভেদ উভয় অন্তরে॥
তোমাকে না দিয়া দোষ দিব আর কারে
সুহৃদ হইয়া যেবা হেন কর্ম্ম করে॥
যদি বিসম্বাদ হইত ভাই দুইজনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে॥
তবে বন্ধু বলিতাম করিতে মমতা।
তুমি শিখাইয়ে দিলে বিবাদের কথা॥
এখন জানিনু আমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলা তুমি সে সকল কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কথা বিদরে পরাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয়ে সমান॥
যাবৎ শরীরে মম রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥
ক্ষত্রিয় সংগ্রাম ধর্ম্ম বুঝিয়া মরিত।
শুন কৃষ্ণ তাহে এত দুঃখ না হইত॥
তবে কেন হৃদে সব রাখিতাম কথা।
তোমাকে না অনুযোগ কহিতাম হেথা।
কুরুকুল বিনাশিল বসুদেব সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবা নিধন।
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ॥
মম বধূগণ যেন করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিলা কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হৈল ধর্ম্ম অধিকারী॥
অন্তর্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
আমি জন্মিলাম ভূমি ভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার যে ঘুচিল এতদিনে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিতে পারয়ে কোনজন॥
উঠহ গান্ধারী নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলা তথাপি না কর সম্বরণ॥
দুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমারে শাপিলা অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোকে গান্ধারীকে করেন মোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজন
শরীর সৎকার।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে মরিল যত জন॥
রাজ রাজ্যেশ্বর রাজা রাজার কুমার।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার॥
সুহৃদ বান্ধব কার নাহি সহোদর।
সবাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর॥
অগ্নিকার্য্য সবাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যোধন॥
তব আমন্ত্রণে আইল যত২ রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ॥
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন ধর্ম্মসেন যুযুৎসু প্রভৃতি॥
ইহারা সকলে যাউক তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী।
সবার সৎকার কর্ম্ম কর নৃপমাণ।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পায়ে ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগণ॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগণ॥
অপর যতেক শিশু মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ আজ্ঞা মাত্রে॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন।
অনুমৃতা হইল যতেক নারীগণ॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে॥
বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে।
বিশ্বরূপ যশোদা দেখিল বিদ্যমানে॥
চারি ভাই সঙ্গে লয়ে পাণ্ডুর কুমার।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর॥
গয়ায় চলিল সব গোবিন্দ সংহতি।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদনন্দিনী।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী॥
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে।
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ায় সকলে॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল।
একে২ সবাকার তর্পণ করিল॥
ক্ষত্রমত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর।
সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর॥
স্ত্রীপুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম।
যেমত বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে।
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলা বচন॥
কন্যাকালে জন্ম হইল আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে॥
অসময় বলি তারে কৈর বিসর্জ্জন।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন॥
তবে সূত পায়ে তারে করিল পালন।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন॥
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বরিষয়ে দুইধারা নয়নের নীর॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তারে শ্রীমধুসূদন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ জন্ম বিবরণ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পাইয়া যেমত প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥

এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুনঃ করেন রোদন॥
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননী।
কর্ণ মম সহোদর এতদিনে শুনি॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপীষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল॥
হাহাকার করিয়া কান্দেন পঞ্চজন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহিলেন জননী গোচর॥
শুন গো জননী আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হইত কর্ণের নিধ্বংসন॥
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে।
বৃথা বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননী।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধন।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জন॥
তবে কেন ভীষ্ম বীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তিনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে॥
কর্ণ আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে।
এতদিনে হেন কথা কহিলে আমারে॥
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত তোমার।
শুনগো জননী পাপ বাড়িল অপার॥
শাপ দিব আমি বড় দুঃখ পাই মনে।
গুপ্তকথা না থাকিবে নারীর বদনে॥
নারীর উদরে আর কথা না রহিবে।
অতি গুপ্তকথা হৈলে প্রকাশ হইবে॥

এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকূল॥
কৃষ্ণ বাক্যে প্রীতি পায় পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেক কর্ণের তর্পণ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখি।
ভীমার্জ্জুনসহদেব কেহ নহে সুখী॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রহিল অনাহারে॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দ রাত্রদিনে।
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজন॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকি॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে॥
শতপুত্র আমার যেমন শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল॥
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তরে।
কেমনে অনল দিলা এমন শরীরে॥
স্বপ্নবৎ দেখি এই সকল সংসার।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার॥
সুবর্ণ রচিত পুর নিল কোনজন।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন॥
সুকুণ্ডল কনক শরীর সুকুমার।
দুঃশাসন আদি পুত্র কোথা সে আমার॥

শোক দুঃখ ভয়ে আমি হলাম উন্মনা।
কোথা শত বধূ আমার খঞ্জন নয়না॥
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ রহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কোন গতি হইবে রাজার॥
মরিলে পুত্রের হাতে না হবে আগুণ।
ইহা ভাব আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ॥
কি বুঝিয়া এত শাপ দিলেন আমারে।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্য্যোধন॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রনা দিবে আমার পুত্রেরে॥
ওহে যুধিষ্ঠির তব হইল শুভদশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি॥
এতবলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেইকালে॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্র কথা বুঝাইয়া তাঁরে॥
শুন গো গান্ধারী শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ট হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন॥
এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান॥
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ।
দুর্য্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথা॥
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা।
অদ্য বা পঙ্কান্তে হয় অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারী শোক কর অকারণ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥

শুন শুন ওহে ভাই হয়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস নারদের নানা উপদেশ যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে তখন কহেন নারায়ণ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন॥
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ ক্ষমা দেহ মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে॥
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী॥
যে দুঃখ পাইলে তুমি বেড়াইয়া বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন ঝটিতি আনিল॥
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর চল হস্তিনানগরী॥
এত যদি কহিলেন দৈবকী নন্দন।
দিলেন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন॥
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্ম্মফল।
আমাকে উচিত নহে ভকতবৎসল॥
রাজ্যভোগ কখন নাহিক মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে॥
যুক্তি নহে সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃ২ মম বাক্য না কর লঙ্ঘন॥
তোমাকে না শোভে হেন নিতে অনুমতি
তুমি রাজা হলে আমি পাইব পীরিতী॥
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে॥

হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর।
শুনিয়া আনন্দ হৈল বীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত হৈল মাদ্রীর কুমার।
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে।]
ত্বরা করিলেন অতি হস্তিনা গমনে ॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যত জন।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন ॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পাণ্ডুর নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ ॥
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন ॥
পড়িলা ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হৈল ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে বসাইল শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ কর ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত শোক আর সহিতে না পারি।
কেমনে এ শব্দ কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে ॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ পুত্র বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট দুহিতা ॥
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার।
আর কিছু নাহি বলি দৈবকী কুমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ আশা আমি বাড়াইনু মনে।
নাশ পাইল কুরুকুল আমার কারণে ॥
রাজ্যলুব্ধ হয়ে আমি হইনু দুরন্ত।
ভীষ্ম হেন পিতামহ করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মাণ।
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথে হৈতে যখন পড়িল ভীষ্ম বীর।
আকাশ হইতে যেন খসল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত।
হেন পিতামহ মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাব বন ॥
তবে ব্যাস প্রবোধ দিলেন নরবরে।
শুন ধর্ম্ম শোক কেন করহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি।
গতজীবে শোক হৈলে বাড়ে যত বৈরী ॥
যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য।
সলিল বিম্বক যেন সংসার রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ যেন অবশ্যই লোক।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
ইহাতে বিষাদ কেন শুনহ রাজন।
পুনঃ২ আপনে কহেন নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥
সংসার প্রসঙ্গে সেই কথা মুনিগণে।
সনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোধনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা সনকের স্থানে।
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর ভাই শুনহ রাজন।
নানা মত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমত প্রকারে।
খণ্ডন না যায় সেই জনমিলে মরে ॥
আপনার কর্ম্ম হেতু করয়ে আপনি।
চিরজীবি কেহ নহে শুন নৃপমণি ॥
প্রথমে বয়সে কেহ কেহ মধ্যকালে।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে ॥
বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম অনুরূপ জান পাণ্ডুর নন্দন ॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া ॥
আত্মঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥

সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সন্নিপাতে।
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ মাতঙ্গ হইতে॥
যাহার যেমত কর্ম্ম তার সেই গতি।
হেতু মাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি॥
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল পাইলে মরে॥
ভিক্ষামাগি যেই জন খায় নিতি নিতি।
কাল পাইলে সেও মরে শুন নরপতি॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হৈলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার॥
অতি দুঃখী মরে চিরজীবি কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
এ সব ঈশ্বর আজ্ঞা কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান॥
কোন কোন জন নিত্য২ পাপ করে।
শুন নরপতি সেহ কাল পাইলে মরে॥
কিন্তু ধর্ম্মপথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিত পাপ পথে নাহি দিবে মন॥
ধর্ম্ম পথ আচরিবে বেদের বিধান।
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন সাবধান॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার॥
শীত গ্রীষ্ম বরিষা যেমন পরিবর্ত্ত।
সেই মত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত॥
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মানে।
অগাধ সলিলে মৎস্য থাকয়ে বন্ধনে॥
বনে চরে মৃগ কারে না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বর লীলা তাহার মরণ॥
ঔষধ না করে পান জানাই তোমারে।
কর্ম্ম ক্ষয় হৈল প্রাণী অকস্মাৎ মরে॥
ছাওয়াল অকর্ম্মে থাকে বাক্য নাহি সরে
ভোগ না সমাপ্ত হৈতে কেন সেই মরে॥
ইথে কি তোমার শোক কেন কর বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথি দিলেক দ্বিজেরে
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নৃপবরে॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তারা বল আছে কোথা॥
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলয়।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয়ে কে কোথায় রয়॥
সেইমত জানিবা বান্ধব সমাগম।
জ্ঞানবান লোক তাহে না করয়ে ভ্রম॥
নারীগণ গীতবাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হয়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন॥
পিতৃ মাতৃ দেখহ যতেক পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নহে কার॥
কত জন্ম মরণ নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয় রমণী জননী॥
পুত্র হয়ে পিতা হয় পিতা হয় পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর লীলা কর্ম্ম মাত্র সূত্র॥
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কতক থাকে এক সাতে॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজ কর্ম্ম গুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে॥
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে
কোথাহতে আসে প্রাণী কোথা গিয়াথাকে
ক্ষণেক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা॥
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব
কে বুঝে ঈশ্বর লীলা কাহাকে কহিব॥
কুম্ভকার চক্র যেন দিবা নিশি ভ্রমে।
সেইমত জানিহ বান্ধব সমাগমে॥
ভাস্করের গতায়াতে দিন ক্ষয় হয়।
সংসার কর্ম্মেতে লোক চৈতন্য হারায়॥
জন্ম জরা মরণ দেখিতে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয়॥
যখন জন্মায় লোক এইত সংসারে।
তখন আইসে প্রাণী যম অধিকারে॥
রসিক জনাতে যেন সেবে মহারস।
জরা জীর্ণ সুখে থাকে নহে মৃত্যুবশ॥

ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্যার সনে।
শুন যুধিষ্ঠির তারে হরে লয় যমে ॥
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারে।
কি লাগিয়া পর লাগি শোক করে মরি ॥
এত সব তত্ত্বকথা সনক কহিল।
অস্ত্র নামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল ॥
শোক ত্যজি যুধিষ্ঠির শুন নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী ॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর ॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা করিতে সংশয় ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর ॥
কেমনে পাইব রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তব এতেক সংগ্রাম ॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে ॥
দেশান্তরি হয়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে ॥
বিরাট নগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম কাহব কতেক ॥
হেন রাজ্য ত্যজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাও পুনঃ শুন যদুবীর ॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে আপনি বুঝাও শ্রীনিবাস ॥
বিক্রম করেছি যত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাহ ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি ॥
সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম ॥
রাজ্য করিবারে প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয় ॥
রাজ্যধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া নৃপে বুঝাহ আপনি ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিয়া আপনি।
যুধিষ্ঠির হাতে কৃষ্ণ ধরেন তখনি ॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন ॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে পাপ হেন না হয় রাজন ॥
সেব্যমান উদ্বেগ কলহ কণ্ডু বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারেছাড়ে ॥
আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয় কহিল।
তবেত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল ॥
হিত কথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনিকেন না দেও উত্তর ॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তারে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রাজা তারে না দেহ উত্তর ॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিবা শোক রাজা কহিনু বিশেষ ॥
জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর চিত্তে।
শোক নিবারিয়া রাজা চল হস্তিনাতে ॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
ক্ষয় কর মৃত্যু শোক হও দণ্ডধারী ॥
ধর্ম্ম কথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোক হীন হবে শান্ত কর মন ॥
গঙ্গা হৈতে জাত ভীষ্ম শান্তনু তনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয় ॥
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনু নন্দন।
তার দরশনে পাপ হবে বিমোচন ॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হৈতে সুশিক্ষা পাইল ॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের কথন।
পরশুরাম হইতে পাইল অস্ত্রগণ ॥
ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যেন ছিল সভাসদ ॥
মহা ধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহা তেজোময়।
তিনি সব ঘুচাবেন তোমার সংশয় ॥

তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষে যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা পুরীতে শীঘ্র করেন গমন॥
দিব্য রথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চড়েন দুইজন।
সহদেব নকুল রথেতে আরোহণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে দুইজনে॥
কুন্তী গান্ধারী আদি নারীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সবে চাপিলেক রথ॥
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায়॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই সে সবাকে॥
সাত্যকি চাপিল রথ হরষিত চিতে।
কোলাহল করিয়া চলেন হস্তিনাতে॥
ভীম করে সিংহনাদ পায়ে মন প্রীত।
তাহা দেখি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত॥
শীঘ্রগতি দ্বারে গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম আগমন জানাইল সবাকারে॥
দূতমুখে সম্বাদ পাইল পাত্রগণ।
সবে মেলি করে তবে নগর সাজন॥
চান্দোয়া চামর আদি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে॥
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে॥
রাজমার্গ সংস্কার করিল রচনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
অবহেলে শুনে লোক সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার॥
অপূর্ব্ব ভারত কথা পুরাণ প্রধান।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

নারীপর্ব্ব সমাপ্তঃ।

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
তৎপরে কি করিলেন পিতামহগণ॥
কিরূপে রাজত্ব করিলেক পঞ্চজন।
কিবা ধর্ম্মোপার্জ্জনে পালেন প্রজাগণ॥
শরশয্যা গত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কি হেতু উত্তরায়ণে ত্যজেন জীবন॥
কিবা যোগ ধর্ম্ম কহিলেন যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তার করিয়া মুনি কহিবে আমারে॥
মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
হস্তিনাগর মাঝে ধর্ম্মের নন্দন॥
মহা ধর্ম্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ॥
সর্ব্বের সমান ভাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
নানা গীত বাদ্য করে শুনিতে কৌতুক।
হস্তিনানগরবাসী সবাকার সুখ॥
জ্ঞাতি বন্ধু জন সবে সদাই আনন্দ।
মহারাজ বিদ্যাশীল সকলি স্বচ্ছন্দ॥
নাহি রুচে অন্ন জল কান্দিয়া বিকল।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ আদি বান্ধব সকল॥
ভূপতির শোকেতে শোকার্ত্ত সর্ব্বজন।
এক দিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন॥
পাত্র মিত্র বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে রাজারে বুঝায় সর্ব্বজন॥
না শুনেন কারো বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম পিতামহ শোকে আপনি অস্থির॥
জলহীন হয় যেন কমলের বন।
বৃহস্পতি বিনা যেন সহস্র লোচন॥
সূর্য্যের অভাবে যেন কমলের দল।
ভীষ্ম দ্রোণ বিচ্ছেদেতে নৃপতি সকল॥
নিরবধি এই চিত্তে চিন্তয়ে রাজন।
চাহেন আপন দেহ করিতে নিধন॥
অনাহারে বিষণ্ণ দুর্ব্বল কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর॥
অতি শীঘ্র আইলেন রাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করে পদ প্রক্ষালন॥
সুস্থ হয়ে আসনে বৈসেন তপোধন।
রাজারে জিজ্ঞাসা ইহা করেন তখন॥
কি হেতু চিন্তিত রাজা দেখি যে তোমারে
কোন সুখ হীন তুমি এই চরাচরে॥
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্ব্ব গুণান্বিত রণে মহাধনুর্দ্ধর॥
বাহুবলে শত্রুগণে করিলা সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব জগৎপতি।
আজ্ঞাকারী তোমার বিখ্যাত বসুমতী॥
তেজে যশে বলে ধর্ম্ম প্রজা পালনেতে।
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে॥

এত শুনি প্রণমিয়া কহে নরপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি ॥
জগতে না জন্মে পাপী সদৃশ আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি বন্ধু করেছি সংহার ॥
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগ হেতু তারে করেছি নিপাত।
দ্রোণ গুরু আদি যত সুহৃদ স্বজন।
সংহার হইল মম রাজ্যের কারণ ॥
এ তনু রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন।
মহাপাপ করিলাম ভোগের কারণ ॥
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি আছি এ আশায় ॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
শুনিয়া কহেন হাসি ব্যাস মহাশয় ॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র জ্ঞাতা তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
জ্ঞানবান হয়ে হেন কহ কি কারণ ॥
অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিয়া নর না বুঝি কারণ ॥
জ্ঞান হৈতে লভে ধর্ম্ম জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞানের প্রতাপেতে এড়ায় যমদণ্ডে ॥
কহিলা এ মহাপাপ করি উপার্জ্জন।
জ্ঞাতি বধ মহাপাপ কহে সর্ব্বজন ॥
আর হেতু কহি রাজা শুন সাবহিতে।
ধার্ম্মিক জনের পাপ না পারে কহিতে ॥
তুলারাশি সম পাপ শুনহ রাজন।
ধর্ম্মের প্রতাপে কর্ম্ম হয় সেই ক্ষণ ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যাঁর নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর ॥
যাঁর নাম কীর্ত্তন শ্রবণ দরশন।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণ ॥
অঙ্গ সঙ্গী তব রাজ সেই দামোদর।
কোন যুক্তে পাপ ভয় চিন্তহ অন্তর ॥
কি হেতু আপন আত্মা চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ নাহিক সংসারে ॥
ব্রহ্মবধ নারীবধ গোবধ করণ।
ইহার নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন ॥
আত্মহত্যা পাপে রাজা নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণ মত বেদের ভারতী ॥
জানিয়া শুনিয়া কেন চিন্তহ রাজন।
যদি বা আছয়ে রাজা ভ্রান্ত তব মন ॥
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
ভীষ্ম মুখে শুনিলে ঘুচিবে মনোভ্রম ॥
শীঘ্রগতি ভীষ্ম স্থানে করহ গমন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী রচিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে যেন শুনে মন দিয়া ॥

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মের নিকট গমন।

মুনি বলে অবধানে, শুন রাজা একমনে,
যোগমার্গ পুরাণ কথন।
ব্যাসের বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হস্তিনার যত প্রজাগণ ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী অনুচর, সহ ধর্ম্ম নরবর,
দিব্য রথে করি আরোহণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র,
হস্তিনায় যত পুরজন ॥
চলিল রাজার সঙ্গে, বাদ্য কোলাহলে রঙ্গে,
দেখিবারে গঙ্গার নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি, চলে গান্ধারী দ্রৌপদী,
কুন্তী আদি যত নারীগণে ॥
আরোহিয়া চতুর্দ্দোলে, নানাবাদ্য কোলাহল,
চলি গেলা যথা গঙ্গাসুত।
রাহুত মাহুত নানা, সঙ্গেলয়ে নানাসেনা,
মহা হস্তী সব যুথে যুথ ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
বাদ্য কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান, দেখি ভীষ্ম মতিমান,
আদর করেন সবা প্রতি ॥
যার যেই যোগ্যাসন, বসিলেন ক্ষত্রগণ,
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে।

এক ভিতে বিপ্রগণ, পাতি দিব্য কুশাসন,
আনন্দে বসিল সেই স্থানে ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি, চিত্তে দুঃখী হয়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ সহ শোক মনে।
লোটায়েধরণী পরে, মুখে নাহি বাক্যসরে,
বসিলেন বিষণ্ণ বদনে ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করে ভীষ্ম মহাজন,
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য সর্ব্বজনে।
দেখিয়া অমরগণ, প্রশংসিল সর্ব্বজন,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
পুণ্যবৃদ্ধি পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন।

ভীষ্মেরে কহিল পরে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
তোমার বিয়োগে চিত্ত নহেত সুস্থির।
আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে ॥
রাজ্য হেতু প্রহার করিয়াছি তোমারে।
পাপী আমি কেবল অধম দুরাচার ॥
জ্ঞাতিবধ করিয়া পাতক কার সার।
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয়া ॥
করিলাম বেদশাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া।
কল্পতরু পিতামহ তোমার বিনাশ।
করিলাম বধিয়া ধনের অভিলাষ ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু আদি সুহৃদ সুজন।
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজগণ ॥
কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লিক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি ॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু ॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে।
আমা হেন পাপী নাই এ ঘোর সংসারে ॥
রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর।
অনশন করিয়া নাশিব কলেবর ॥
রাজ্য পদে কার্য্য মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন ॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগ বলে আত্মা আমি করিব নিধন ॥
এতবলি অধোমুখে কান্দেন রাজন।
ক্রন্দন নিবৃত্ত ভীষ্ম বলেন বচন ॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ ॥
সহস্রেক গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের কথন।
শান্তি কথা কহি শান্ত হইবে রাজন ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়।
মহাযোগ ফল পাপে নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্র বিজয়।
হৃদয় সুস্থির হয়ে শুন মহাশয় ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন ॥
কে তারে মারিতে পারে কার কি শকতি।
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্ম্মগতি ॥
কর্ম্ম বন্ধে গতায়তে করে সংসারেতে।
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হতে ॥
পাপেতে পাপীর পাপ বৃদ্ধি হব নিতি।
যেন পাপ অর্জ্জে তেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জ্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজ তাহারে পীড়য় ॥
সহস্র শতেক আছে যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না জানে আপনা ॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা ॥
ধন মদে মত্ত হয়ে বস্তু নাহি মানে।
নিকটে অন্তক পুরে দুর্জ্জনে না জানে ॥
পাপ করি ধন অর্চ্চে চুরি হিংসাবাদ।
না জানে দুর্জ্জয় জন আপন প্রমাদ ॥
সর্ব্বত্রে সমান মৃত্যু না জানে দুর্ম্মতি।
ধর্ম্মশাস্ত্র মানে যার আছে ধর্ম্মে মতি ॥
অন্তকালে পাপ ভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপীষ্ঠ অজ্ঞান ॥

অসার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধনজন॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাহায় ভকতি কৈলে পাপ বিমোচন॥
জন্মিলে মরণ যে অবশ্য পায় লোক।
মহাজন তাহলে না করে কোন শোক॥
অপার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহর রাজা মন কর স্থির॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয়।
করযোড়ে জিজ্ঞাসেন কহ মহাশয়॥
মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন॥
মৃত্যু বলি কোন জন এ তিন ভুবন।
ছোট বড় সর্ব্বজীবে করয়ে নিধন॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংহার হবে বড়২ জনে॥
যম বলে কাহারে সে হয় কোন বেশ।
কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন দেশ॥
ভীষ্ম বলিলেন বলি শুনহ রাজন।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন॥
সংসারে ব্যাপিল জীব কেহ না মরয়।
পৃথিবীর না সহে ভার রসাতলে যায়॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।
স্বয়ম্ভুব নামে এক করিল উৎপত্তি॥
স্বয়ম্ভুবের পুত্র হৈল রুচি মহাশয়।
ভরতাদি সপ্ত হৈল তাঁহার তনয়॥
সপ্ত পুত্রে সপ্তদ্বীপে দিল অধিকার।
জম্বুদ্বীপে মাগিলেন ভরত কুমার।
জ্যেষ্ঠপুত্রে জম্বুদ্বীপে দিল অধিকার॥
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার॥
পঙ্কদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির॥

মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।
অনাহারে বাতাহারে মুদ্রিত লোচন॥
এইরূপে তপে ষাটি সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিতে আইলেন বর॥
না কহিল বর সেই রহিল মৌনেতে।
পুনঃ২ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে॥
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর।
নেত্রানলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর॥
সেইমত অসুর জম্বুদ্বীপেতে ব্যাপিল।
সহিতে না পারি ভার পৃথিবী কাঁপিল॥
ব্রহ্মার সদনে পৃথ্বী গুহারী করিল।
পৃথ্বী সান্ত্বাইয়া তার ভাবনা হইল॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল তথি॥
সেই ঘর্ম্মে মৃত্যু নামে হইল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম॥
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্ব জীবে আমি করিব নিধন॥
একজন না রাখিব পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্ব্বজীবে করিব সংহার॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর২।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিকর॥
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করিহ গমন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে।
ব্যাধিরূপ হয়ে কর জীবের নিধনে॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার॥
চতুষষ্টি ব্যাধি সৃষ্টি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যমরাজ চলিল তখনে॥
পুরী চতুর্দ্দিকে তার অপূর্ব্ব রচন।
তার কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
দেবঋষি সন্ন্যাসী মরে যে নৃপবর।
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের নগর॥
পশ্চিম দুয়ার খান অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল॥

সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন ॥
পূর্ব্বদ্বারখান দেখি পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য রম্য সরোবর ॥
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামী লয়ে পূর্ব্বদ্বারে করয়ে গমন ॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায় ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি ॥
মস্তকে মারয়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার ॥
পার হতে আছে তথা শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি ॥
ঠাঁই২ একেশ্বর হইতে হয় পার।
শৃগাল কুকুরে ধায় ঘোর অন্ধকার ॥
চৌরশী নরক কুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন অবধানে ॥
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে২ পাপী বেড়ে খায় নিরন্তর ॥
স্বামী বাক্য নাহি মানে স্থাপিত হরণ।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
তাহায় ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে ॥
মহাচিহ্ন নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত ॥
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়ায় তাহে নরক পীড়ায় ॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ হয় কিম্বা স্বুবর্ণ হরিলে ॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা করয়ে শাসন।
কুম্ভিপাক নরকেতে তাহার গমন ॥
যেবা মহারৌরব নাম নরক বিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব বিশেষ ॥
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন ॥
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
একে২ নরক ভুঞ্জয়ে বহুকালে।
সংক্ষেপে জানহ যমপুরীর কথন।
কহি যে ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন ॥
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় স্বাকার করিব বিচার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেইজনা ॥
সর্ব্বধর্ম্ম ফল লভে নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্র অভিষ্ট লাভ সর্ব্বত্র বিজয় ॥
অন্তকালে গতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের উত্তর ॥
কাশীরাম দেব চিত্ত গোবিন্দ চরণে।
এক চিত্তে এক মনে শুনে সর্ব্বজনে ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভাবে হরিনামের মাহাত্ম্য কথন।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপীগণ।
ধর্ম্মলোক ধর্ম্মভোগ করেন কেমন ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয় ॥
যমরাজ পুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত তাঁহার পুরী না যায় বর্ণনে ॥
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুত পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নারায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সেখানে ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেই জন।
বিষ্ণুতুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন ॥
সর্ব্বদ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ ॥
নবঘনশ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারী।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারী ॥

সন্তোষ করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে ।
পাপ পুণ্য বিচার করয়ে যেই কালে ॥
যোগী ধর্ম্ম সাধিয়া ভজয়ে নারায়ণ ।
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পূজন ॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে ।
বিষ্ণু তুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ ॥
যমেরে প্রণমি রথে করি আরোহণ ।
দেব তুল্য হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
জল দান অন্নদান করে যেই জন ।
আত্ম তুল্য অতিথিরে করয়ে সেবন ॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন ॥
তাম্বুল গুবাক দান করে যেই জন ।
দিব্য রথে যায় সেই যমেরভবন ॥
ঘৃতদান করে দ্বিজে করে অন্নব্রত ।
যমের নগরে যায় আরোহিয়া রথ ॥
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেই জন ।
বৃত্তিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে ।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে ॥
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ ।
পিতৃ অঙ্গ দেব অঙ্গ করে নিরীক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে ।
ইন্দ্র আদি দেব পূজা করে শুদ্ধচিত্তে ॥
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে ।
দিব্য রথে চড়ি যায় যমের পুরেতে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তর ।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জয়ে আপনি যমরাজে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে ॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায় ।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ হয়ে যমপুরে যায় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারেতে কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ ।
অন্তঃকালে যায় জীব যমের সমাজ ॥

সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদরে ।
যার নাম শ্রবণে অশেষ পাপ হরে ॥
নবধা বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন ।
কি কারণে তাহা নর না করে সাধন ॥
শুনহ গোবিন্দ তত্ত্ব কঠি না হয় ।
কি কারণে তাহে লোক যানে পরাজয় ॥
পরদ্রব্য হরে করে হিংসা পরদার ।
চুরি হিংসা করিয়া পোষয়ে পরিবার ॥
বিপ্রেরে দান দেয় কিন্তু মনে অহঙ্কারে ।
অতিথির পূজা নাহি করে পুরস্কারে ॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হয়ে ।
প্রকারে প্রবন্ধ করে মন্দ মিথ্যা কয়ে ॥
এইরূপে যত পাপ করয়ে অর্জ্জন ।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড় বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ ॥
কান্দয়ে যতেক পাপী করি হাহাকার ।
মাথার উপরে করে মুদগর প্রহার ॥
এইরূপে পাপ ভোগ করে পাপীগণ ।
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন ।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদের বচন ॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন ।
শীঘ্রগতি গেলেন যেখানে পদ্মাসন ॥
করযোড়ে ব্রত পাঠ অনেক করেন ।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নারদের জিজ্ঞাসেন ॥
কি হেতু এ মর্ত্ত্য লোকে তব আগমন ।
অসন্তোষ চিত্ত তব দেখি কি কারণ ॥
সুরলোক কিবা পরমাদ হইয়াছে ।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অসুরে হরেছে ॥
অসুরে পীড়া কি হয়েছে দেবলোকে ।
কি হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুঃখে ॥
এত শুনি কহিল নারদ তপোধন ।
আমার চিত্তের দুঃখ না যায় খণ্ডন ॥
যত ভাবিলাম চিত্তে দিতে নারি সীমা ।
জানিতে না পারি হরি নামের মহিমা ॥
বেদশাস্ত্র বহির্ভূত মম অগোচর ।
এই হেতু ভাবিয়া হয়েছি চিন্তান্তর ॥

জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন॥
সংসারের পতি তুমি সংসার ঈশ্বর।
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর॥
সে কারণে আইলাম ত্বরিত এথায়।
নামের মহিমা তুমি কহিবা আমায়॥
তোমা বিনা অন্যজন কহিতে না পারে।
এত শুনি হাঁসিয়া কহেন ব্রহ্মা তারে॥
জগতের এক আত্মা এক নিরঞ্জন।
কে করিতে পারে তার নাম নিরূপণ।
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর॥
শিবের সদনে তুমি করহ গমন।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন॥
এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন॥
দণ্ডবৎ করি হরে করিছেন স্তুতি।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়ণী পতি॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ অবতার।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর॥
যে কারণে আইলাম তোমার সদন।
কহিবা আমাকে তুমি নাম নিরূপণ॥
এত শুনি হাঁসিয়া বলেন ত্রিলোচন।
কে কহিতে পারে হরি নামের কথন॥
সমুদ্র লহরী যেবা গনিবারে পারে।
পৃথিবীর রেণু যেবা গণে এ সংসারে॥
আকাশের তারা গনি করে নিরূপন।
শীঘ্রগতি তাঁর স্থানে করহ গমন॥
এত শুনি হর্ষ চিত্তে করিয়া প্রণতি।
ত্বরিত গেলেন যথা ত্রিদশের পতি॥
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ॥
গেলেন সত্বর যথা লক্ষ্মী নারায়ণ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন॥
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর।
জগতে নিবাসী জয় জগতের পর॥
অপার মহিমা তব দিতে নারে সীমা।
শিষ্টের পালন দুষ্ট ভঞ্জন গরিমা॥
সৃজন পালন জয় অখিল প্রকৃতি।
অখিল পালন জয় অখিল বিকৃতি॥
নমো২ দিব্য মৎস্য পূর্ণ অবতার।
সপ্তবিংশ আজ্ঞা দাতা বেদের উদ্ধার॥
নমো২ অবতার দিব্য অনিমুখ।
হিরণ্যাক্ষ বিদার পৃথিবী উদ্ধারক॥
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমো মধুহারী।
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী॥
নমো রঘুকুলনাথ রাবণ অন্তক।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার পালক॥
এইরূপে নারদ বহু করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে তাহারে কহেন লক্ষ্মীপতি॥
ধন্য২ মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন হেতু হেথায় করিলা অগ্রসার॥
ভক্তের অধীন আমি ভকত জীবন।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন॥
মনোহর রূপ আমি ধ্যান অগোচর।
তাহাতে নির্লেপ আমি কারে ভিন্নপর॥
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ।
সেকারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস॥
আত্মারূপে আমা প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে।
অন্য জন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে॥
ভক্তের অধীন থাকি ভকত সহিতে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ আমি করি অনুক্ষণে।
কহ মুনি আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে॥
নারদ বলেন তুমি আমার আধার।
সে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার॥
যদি বর দিবা এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাই আমি যেন অনুক্ষণ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্ল্লভ নাম জগত নিস্তার॥
ইহার মহিমা দেব কহিবা আমারে।
শুনিয়া মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে॥

এত শুনি হাঁসিয়া কহেন নারায়ণ।
সঞ্জিবনীপুরে তুমি করহ গমন ॥
মম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিত গগনে যাহ তাহার সমাজ ॥
নামের মহিমা তিঁনি করেন আমার।
তাহা শ্রুতমাত্রে ভ্রম খণ্ডিবে তোমার ॥
এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত ভুবন ॥
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্যজন ॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি শ্যাম কলেবর।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র সুরঙ্গ অধর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুত করেন বিস্তর ॥
স্তুতিবলে প্রসন্ন হইয়া মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কেহেতু আইলা মহামতি ॥
নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ।
কহিবা আমাকে কৃষ্ণ নাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাঁসিয়া বলেন মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি ॥
হরিনাম মহিমা পাইবা সেইখানে।
তবে সে তোমার ভ্রান্তি না থাকিবে মনে ॥
এত শুনি হাঁসিয়া গেলেন তপোধন।
পুরীর পশ্চিমদিকে করিলা গমন ॥
দেখেন যমের পুরে পাপীর তাড়ন।
কৃমি হ্রদ সারি সারি অদ্ভুত গঠন ॥
সেইখানে নারদ দেখিলেন ভয়ঙ্কর।
উষ্ণ জল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার ॥
কোন খানে করে পায়ে পাপীর বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি২ আছে পাপীগণ ॥
কোন খানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপীগণে।
মস্তকে মুষ্টিকাঘাত মারে দূতগণে ॥
কোন খানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে ঘনে।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপীগণে ॥
এইরূপ প্রহারে ব্যাকুল পাপীজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন ॥
হরে নাম গোবিন্দ মাধব দামোদর।
এত বলি কর্ণে হস্ত দিল মুনিবর ॥
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিলা।
শ্রুতমাত্রে হরিনাম পাপে মুক্ত হৈলা ॥
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজিয়া হইল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গধামে যায় ॥
অশেষ বিশেষ স্তুতি করে মুনিবরে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ পাপী চলল স্বর্গেরে ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিল তপোধন।
অপার মহিমা হরি নামের কথন ॥
জয় জয় নাম রূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় জয় ঈশ ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করি তপোধন।
আনন্দেতে যথা স্থানে করেন গমন ॥
ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন ॥
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিসর।
উত্তর যমের দ্বার পরম সুন্দর ॥
স্থানে২ উদ্যান বিচিত্র মনোহর।
নানাবিধ পসরা শোভিত থরে থর ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত তার ॥
পথে পথে স্থানে২ দেব দ্বিজগণ।
সম্মুখ সমর করি মরে যত জন ॥
যোগাসনে নিজ দেহ করিয়া দাহন।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন ॥
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে।
যম ধর্ম্মরাজে গিয়া ভূমি লুটী বন্দে ॥
সেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নী সঙ্গে করি সদা থাকিয়া বিমানে ॥
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে ॥

অনন্তরে মহীতলে হয়ত জনম।
সেই নারী পতি মাত্র করয়ে সম্ভ্রম ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ড পরলোক তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

ভদ্রশীল ও ধনুর্ধ্বজের উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলেন শুনহ কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বারে বড়ই অদ্ভুত ॥
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
সমাহিত হয়ে আমি বলিব তোমাকে ॥
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি ॥
যজন যাজন দেব কার অধ্যয়ন।
নানা মত প্রকারে অর্জ্জিল নানা ধন ॥
ধনুর্ধ্বজ নামে এক শ্বপচকুমারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে ॥
পূর্ব্বেতে অবন্তী নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হয়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকুবংশের গুরু শান্তি তপোধন ॥
সুবন্তা অবন্তা তার দুইত নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুইজন ॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তা কুমার।
দুরাত্মা অবন্তী হৈল মহাপাপাচার ॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে হরে পরদার ॥
বহুমত সুবন্ত করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে সুবন্তী শাপিল সেইক্ষণ।
না শুনিলে মম বাক্য করিলে হেলন ॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইবে।
অনন্তরে যমদূত হইয়া জন্মিবে ॥

ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
এত শুনি অবন্তী হইল ক্রুদ্ধ মন ॥
দণ্ডক কাননে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন ॥
অনাহারে আপনি ত্যজিল কলেবর।
সেইত অবন্তী হৈল শ্বপচকুমার ॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যত্ন পূর্ব্বক রাখে গোধনের পাল ॥
তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণে তুষিল নিজগুণে ॥
কত দিনে সর্পের দংশনে সে মরিল।
শুনি ভদ্রশীল দ্বিজ শোকার্ত্ত হইল ॥
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপ দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুর্ধ্বজ হৈল যমের কিঙ্কর ॥
এক দিন ধনুর্ধ্বজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল নামেতে বৈশ্য আনিবারে যায় ॥
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন ॥
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলা কোথাতে।
মরি পুনঃ কিরূপে আইলা পৃথিবীতে ॥
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলা জীবন ॥
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর ॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলেন বচন।
সেই ধনুর্ধ্বজ আমি শ্বপচনন্দন ॥
নিজ কর্ম্মফলে হই যমের কিঙ্কর।
পূর্ব্বে তুমি আমারে পালিলে বহুতর ॥
নমো জগৎগুরু ব্রহ্ম প্রণতি পালন।
নমস্তে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি পতিত তারণ ॥
কৃপা করি দিলা মোরে গোধন রক্ষণে।
পুনর্জন্ম খণ্ডন না হৈল সে কারণে ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন।
জিজ্ঞাসিহ কহ শুনি যমের কথন ॥

কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কিরূপেতে তনুত্যাগ করে আরবারে ॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার।
কিরূপেতে কর্ম্মভোগ করায় তাহার ॥
দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্ম জনক ঔরসে ॥
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বুদ্বুদ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান ॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাহি মাংসপিণ্ডের সমান ॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসের হয় হস্ত পদ গতি।
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম ॥
ষষ্ঠমাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে ॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানাক্লেশে রয়।
ক্ষণেক চৈতন্য পায়ে উদরে ভ্রময় ॥
মায়ের ভোজন রসে বাড়ে দিনে২।
অষ্টমাসে দিব্য জ্ঞান আপনারে জানে।
জন্ম জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ ॥
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন ॥
অধম পাপীষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার ॥
এইবার জন্ম প্রভু ভজিব তোমারে।
জ্ঞানদাতা জ্ঞান নাহি হরিও আমারে ॥
এইরূপ দশমাস অবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয় ॥
জ্ঞানহত হবামাত্র করয়ে রোদন।
জননীর স্তনপানে বাড়ে অপঘন ॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ুঃ বিধির নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈলে যায় আয়ুক্ষয় ॥

অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে লোক অধর্ম্মের ফলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে ॥
সর্ব্বকালে আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান ॥
ছোট বড় সর্ব্ব জীব একই সমান।
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুত দার।
মরণকালে বেড়িয়া কান্দয়ে পরিবার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া তাহার আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করেন তাড়ন ॥
যাহা করে তাহা ভোগ নাহিক এড়ান।
সংক্ষেপে কহিনু জীব কর্ম্মের বাখান ॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে দ্বিজবর।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর ॥
কেমন যমের পুরী দেখাবে আমারে।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে ॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥
যত পিতৃ পিতামহ ঋণে বদ্ধ আছে।
আপনি যতেক ঋণ লোকেরে দিয়াছে।
ক্রমে২ সব ঋণ করহ শোধন।
তবে সে লইতে পারে যমের সদন ॥
ঋণগ্রস্ত জনের না হয় তথা গতি।
যদি বা তথায় যায় ভুঞ্জায় দুর্গতি ॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন।
আজি আমি সর্ব্ব ঋণ করিব শোধন ॥
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।
পুনরপি তোমাকে পাইব কোনস্থানে ॥
দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে অঋণী।
খট্টাতে গৃহের মধ্যে শুইয়া আপনি ॥
দুয়ারেতে খিল দিয়া করিবা শয়ন।
সুত দ্বারা সবাকে করিয়া নিবারণ ॥
পুনঃ২ সবাকে কহিবে এই বাণী।
তিনদিন বহির্ভুতে ঘুচাবে খিলনি ॥
ইতিমধ্যে যদি কেহ ঘুচায় দুয়ার।
নিশ্চয় হইবে তখন আমার সংহার ॥

এইরূপে সবাকারে কহিবা বচন।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন ॥
এতবলি অন্তর্দ্ধান হইল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে দ্বিজ গৃহে করিল গমন ॥
পিতৃ পিতামহ হইতে ঋণ যত ছিল।
ক্রমে২ ভদ্রশীল সকল শুধিল ॥
আপনিই যত ঋণ দিয়াছিল লোকে।
সর্ব্বলোকে বলিলেন পরম কৌতুকে ॥
যার ধারি লহ ঋণ যেবা ধার দেহ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ ॥
এইরূপে সর্ব্বলোকে কহিয়া বচন।
ক্রমে ক্রমে যত ঋণ করিল শোধন ॥
অঋণী হইল দ্বিজ আনন্দিত মন।
দারা সুত সবাকারে কহিল বচন ॥
তিন দিবসের মত শুইব গৃহেতে।
কদাচিত কেহ মোরে না যাবে তুলিতে ॥
যদ্যপি আমার বাক্য করহ অন্যথা।
তবেত আমার মৃত্যু না ঘুচে সর্ব্বথা ॥
এতেক বচন দ্বিজ কহি সুতদারে।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে ॥
দ্বিজে সত্য করি দূত স্বাস্থ্য নাহি মানে।
বৈশ্যেরে লইয়া গেলা যমের সদনে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন ॥
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কিরূপেতে।
ইহার বিধান দেব কহিবা আমাতে ॥
শুনিয়া কহেন হাঁসি ভীষ্ম মহাশয়।
কীর্ত্তিমন্ত নাম এক বৈশ্যের তনয় ॥
সুশীল তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে।
তার সম ধনে বৈশ্য নাহি পৃথিবীতে ॥
তড়াগ পুষ্করিণী কূপ দিল শত২।
লিখনে না যায় দ্বিজ দান দিল যত ॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে।
দানকালে এক দ্বিজ চাহিল ক্রোধেতে ॥
জগতের গুরু দ্বিজে চিনিয়ে না চিনে।
ধনে মত্ত হয়ে চাহে সক্রোধ নয়নে ॥
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছুই না লইল।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণ দিল ॥
দান দিয়া ক্রোধে মোরে কহ পুনর্ব্বার।
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার ॥
এত বলি নিজস্থানে গেল তপোধন।
বিরস বদন হৈল বৈশ্যের নন্দন ॥
একদিন নিত্যকৃত্য হেতু সন্ধ্যাকালে।
এক গোষ্ঠ নিয়া যায় রেবানদীর কূলে ॥
দৈবযোগে ষণ্ড এক বিক্রম করিয়া।
বৈশ্যের হরিল প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া ॥
যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিঙ্কর।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর ॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে ॥
তুমি পুণ্যবান দান করিলে বিস্তর।
তড়াগ পুষ্করণী কূপ দিলা বহুতর ॥
দেবঋণে পিতৃঋণে হইলে মোচন।
নানা যজ্ঞ করি অরাধিয়া পদ্মাসন ॥
কিছুমাত্র তব পাপ আছে হৃদিমাঝে।
ক্রোধদৃষ্টে তুমি চাহি ছিলা একদ্বিজে ॥
যাহা অর্জ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন।
পাপ পুণ্য দুই ভোগ নাহিক মোচন ॥
এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন।
অল্প আছে যদি পাপ করিব ভুঞ্জন ॥
যম বলিলেন পড় হ্রদের ভিতরে।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর শরীরে ॥
দেব ঋষির সঙ্গে হইলে দরশন।
তবে পাপ ভোগ তব হইবে খণ্ডন ॥
এত শুনি হ্রদমধ্যে পড়ে সেইক্ষণে।
গ্রাহরূপ হইয়া রহিল কতদিনে ॥
রামহ্রদ নামে তবে পুণ্য তীর্থবর।
কুম্ভীর শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর ॥
নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন।
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ পরশয়।
কতদিনে আইল দেবল মহাশয় ॥

স্নান করি হ্রদে তপ করে তপোধন।
হেনকালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ॥
মুনির পরশ মাত্র দিব্য মূর্ত্তি হৈল।
দেব পূজ্যমান হৈয়া স্বর্গেতে চলিল॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি॥
অতঃপর কহ দেব দ্বিজের কথন।
কিরূপে যমের সভা করিল দর্শন॥
ভীষ্ম কন শুন কহি ধর্ম্মের নন্দন।
যতেক দেখিল তথা না হয় বর্ণন॥
দক্ষিণ দুয়ারে লয়ে গেল দ্বিজবর।
দেখিয়া যমের পুরী বিস্ময় অন্তর॥
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত শত।
লিখনে না যায় পাপী তাহে আছে যত॥
কোন স্থানে উষ্ণজল বহে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে স্নিগ্ধ জল আছে থরে থর।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর॥
কৃমি হ্রদ কোন স্থানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষার জল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে জল বৃষ্টি শীতে তনু কাঁপে।
কোন স্থানে অগ্নি বৃষ্টি হয় ঝাঁকে২॥
কোন স্থানে দূতগণ ভয়ঙ্কর কায়।
যতেক দুর্গতি পাপী লিখন না যায়॥
হাতে পায়ে বান্ধিয়া আনয়ে কোনজন।
প্রহারে পীড়িত তনু কাতর রোদন॥
এইরূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা॥
দেখি সবিস্ময় হইলেন তপোধন।
পুরীর দুয়ারে তবে করিল গমন॥
দ্বার পার হইয়া চলিলেন তপোধন।
মনে করে যমের করিব দরশন॥
কোন মূর্ত্তি ধরে যম কেমন বরণ।
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন॥
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
যমের কিঙ্করী আসি মরিয়া হইল॥
দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলখানি।
হাটে তার ঠাঁই লয়েছিল দ্বিজমণি॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা লয়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার সুধিতে নারিল॥
দুইবার তিনবার দ্বিজ স্থানে গেল।
ধারিয়া না দিল তারে মনে পাসরিল॥
দৈবযোগে দেখা তার ডোমনি পাইল।
ধাইল সত্বরে আসি বসনে ধরিল॥
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই ভদ্রশীল তুই পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি মম ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল পাপে এই কালে॥
ভাল চাহ যদি তবে যাহ কড়ি দিয়া।
নতুবা তোমার আত্মা লইব কাড়িয়া॥
দ্বিজ বলে হেথা আমি কড়ি কোথা পাব
ছাড়ি দেহ কড়ি ঘর হৈতে আনি দিব॥
ভাবিয়া ডোমনি বলে নাহিক এড়ান।
কড়ি দেহ নহে তোমার লইব পরাণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল ফাঁফর।
ক্রোধে ধনুর্দ্ধ্বজ দূত করিল উত্তর॥
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে।
যে কালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলা এথারে॥
পাঁচ গণ্ডা ধার যদি ধারহ কাহার।
তবে সে প্রমাদ দ্বিজ হইবে তোমার॥
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলা তখন।
যত ধার আছে তাহা করিব শোধন॥
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু পুরাণে বাখানে।
এমত তোমার আছে জানিব কেমনে॥
নাহিক এড়ান তব হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণে।
পাসরিয়াছিনু এত জানিব কেমনে॥
তবে ধনুর্দ্ধ্বজ দূত ভাবে মনে মন।
ডোমনিরে চাহিয়া বলে বিনয় বচন॥
না করিহ বধ ছাড়ি দেহ গো ব্রাহ্মণে।
দ্বিজবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥

দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব দ্বিজমণি॥
কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইক্ষণে দ্বিজবর দেউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
দেহ মোরে কুলার প্রমাণ এইক্ষণ॥
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জন।
তাহারে আনিতে পার আমার সদন॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিত্তেতে আকুল হয়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্য জ্ঞানে করিলেন ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তারে।
ত্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে॥
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী।
নম হয়গ্রীবারূপ নম মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পৃথিবী ধারণ।
নমস্তে মোহনীরূপ অসুরমোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারিরূপ দেবনিরাকার॥
ক্ষত্রকুলান্তক নমো২ ভৃগুপতি।
নমো রাম কৃষ্ণ নমো২ জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রূপ সর্ব্ব দেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্ত কুলপতি॥
তুমি ব্রহ্মা তব মুখে ব্রাহ্মণ উৎপতি।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরে হৈল বৈশ্যজাতি॥
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন॥
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ মহা বিপদে প্রভু করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড়হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥

ভক্তের অধিন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন॥
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদ পর॥
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিল নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিল বচন॥
ব্রাহ্মণে আমাতে কিছু নাহি ভেদ লেশ।
সে কারণে নাম আমি ধরি হৃষিকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন॥
যদি বর দিবা প্রভু দেহত আমায়।
জন্মে২ ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু যেন না হয় সম্ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুধ্বজ দূতে করহ তারণ॥
কেশিন ডোমনি দেব বড়ই পাপীনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর॥
ভক্ত যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরেন চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ সে রূপ ধরেন।
ধনুধ্বজ দূতে বাহি তবে কহিলেন॥

য়াহ শীঘ্র লয়ে দ্বিজে রাখ নিজ স্থানে।
ডোমনীর বোধ আমি করিব এক্ষণে॥
এত শুনি ধনুর্ধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি এড়িয়া আইল দ্বিজবরে॥
ধনুর্ধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর স্থানেতে করিলে গমন॥
দেবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তোমারে॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমার কভু দিলেন তাহারে॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশনী হৈল বিস্ময় অন্তর॥
স্তুতি করে ডোমনি করিয়া যোড়কর।
কি হেতু করিলে হেন কর্ম্ম গদাধর॥
ব্রাহ্মণ কারণ প্রভু নিজ চর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কিছু না কহিলে॥
কেশনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
সে কারণে আপদে করিলাম উদ্ধার॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমনি করিল।
হেনকালে শূন্য হৈতে বিমান আইল॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দারে ঘুচাইল খিল॥
ভৃঙ্গার হাতেতে করি বহির্দ্দেশে যায়।
হেনকালে অশ্বত্থবৃক্ষেতে দৃষ্টি হয়॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া॥
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে এক মনে শুনে যেই জন॥
তাহাতে পাপের বাধা নাহি কোনকালে।
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কর্ম্মফলে॥
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র ধনার্থীকে ধন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন॥
মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড় পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালী॥

পাপ বিশেষে নরক বিশেষ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুরী করিলা ব্যাখান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে লয়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর॥
তার পর জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম॥
অনন্তরে নর জন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ২ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র সহস্র সূচি করিয়া দাহন।
দুই চক্ষু তাহার বিন্ধয়ে দূতগণ॥
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেইজন।
তপ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বদ্ধ হৈয়া।
তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া॥
কল্প কোটি সহস্র সহস্র শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত॥
দশ সহস্র পুরুষের সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাক ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত॥

অনন্তরে পায় গিয়া স্থাবর জনম।
কৃমি জন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছজাতি।
অনন্তরে পশু হৈয়া ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
অনন্তরে বিপ্র জন্ম পায় অকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ ॥
শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে বেড়ায় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়ত গর্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুক্কুর সম্ভব ॥
তদন্তরে শত শত শূকর জনম।
বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মুষা জন্ম হয়।
তদন্তে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীন জাতি।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি ॥
এইরূপে পুনঃ২ জন্ময়ে ভূতলে।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কালে কালে।
বল করি অনাথের বল যেবা হরে ॥
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে ॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পশুজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নিতি২ ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনে যেই জন।
কিছু মাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
অসিপত্র হ্রদে তার হয়ত নিধন।
অনন্তরে হয় তার রাক্ষস জনম ॥
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেই জন।
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়া মন ॥
অন্তকালে যমদূত লৈয়া সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দারুণে ॥
অনন্তরে কালানলে মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর ॥
অনন্তরে অগ্নি হৈতে তুলিয়া যতনে।
তপ্ত ক্ষার তার অঙ্গে করিয়ে সেচনে ॥
তদন্তরে ফেলে কৃমি হ্রদের ভিতর।
মাথার উপরে মারে লোহার মুদ্গার ॥

পর নারী হরে যেবা বল ছল করি।
তাপ পাপ কহি শুন ধর্ম্ম অধিকারী ॥
লৌহময় দিব্য নারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি।
প্রলয় তাহার শাস্তি শুন মহামতি ॥
লৌহের পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
কটাক্ষ মাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া ॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবত থাকয়ে কুম্ভীপাকের ভিতর ॥
তদন্তরে মর্ত্তলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃ২ পাপ ভোগ করয়ে পাপিনী ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে যে ব্রাহ্মণে কটু ভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে ॥
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বত উপর ॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্ত পদ চূর্ণ হয়ে কান্দে সর্ব্বকালে ॥
তদন্তরে ঘৃতে অঙ্গ করিয়া মর্দ্দন।
অগ্নি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ করয়ে দাহন ॥
পরাণে না মারি তারে বহু কষ্ট দিয়া।
অসিপত্র বনে তারে ফেলয় বান্ধিয়া ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যপুরে হয় পশুযোনি।
শৃগাল কুক্কুর আদি নকুল শকুনি ॥
তদন্তরে জন্ম হয়ে চণ্ডালের কুলে।
পুনঃ২ পাপ ভোগ করয়ে বহুলে ॥
পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন ॥
স্যাকুল কণ্টক বন অতি ভয়ঙ্কর।
মুখ উর্দ্ধ করি ফেলে তাহার উপর ॥
এইরূপে শত শত অশেষ যাতনা।
যেন পাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণনা ॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন ॥

যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কথন॥
বিস্তারিয়া কহ যদি শতেক বৎসর।
তবু শেষ নাহি হয় ধর্ম্ম নৃপবর॥
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাপ ভোগ হয়ত খণ্ডন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥
চন্দ্রচূড় চরণে করিয়া নমস্কার।
কাশীদাস কহে শান্তিপর্ব্ব কথা সার॥

ধর্ম্মফল কথন।

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল বরং কলসীতে ভরি॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন॥
সুঘোষ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডিল নগরবাসী মহাতপোধন॥
অষ্টভার্য্যা শত পুত্র কন্যা শতজন।
সম্পদ বিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ।
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত দার।
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে২ বুলে তারা করিয়া ক্রন্দন॥
দুঃখিত ছাওয়াল জানি যত পুরগণ।
ঘৃণা বাসি ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন॥
যার স্থানে যাচ্ঞা করয়ে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী হেতু বলে কটুত্তর॥
এইমত দুঃখে কাল কাটে তপোধন।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন।
পৃথিবীতে বৃথা জন্ম ধনহীন জনে।
সর্ব্বসুখ হীন নার সম্পদ বিহনে॥
কুলীন পণ্ডিত কিবা জন্ম মহাকুলে।
নৃপতি হউন কিম্বা বলে মহাবলে॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোনজন।
ধন যার থাকে হয় সর্ব্বত্র পূজন॥
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষীগণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার।
অন্যের থাকুক দায় ছাড়ে সুত দ্বার॥
জলহীন সরোবর না হয় শোভন।
ধনহীন পৃথিবীর মনুষ্য তেমন॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
ধন হীনে তেমন না শোভে পরিবার॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা জন্ম শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিবা হউক ভূতলে॥
ধনবান হৈলে হয় সর্ব্বত্র পূজিতে।
ধনেতে সর্ব্বত্র মান বিধি নিয়োজিতে॥
পাপী কিম্বা চোর যদি হয় দুষ্টজন।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্র মানন॥
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ।
বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন॥
কেহ২ বলে দুঃখ স্থানে হৈতে পায়।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়॥
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে শোক হয়।
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্ত্রমত কয়॥
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সে স্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল॥
কৌশল নামেতে রাজা কৌশল দেশেতে
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান॥
আনন্দেতে রহিল দ্বিজ কৌশল নগরে।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর।
সেই পুণ্যে হইল স্থিতি স্বর্গের উপর॥
শতেক বংশের সহ আনন্দ কৌতুকে।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গ ভুঞ্জে সুখে॥
অনন্তরে ব্রহ্মলোক হইল গমন।
এক লক্ষ যুগ তথা করিল বঞ্চন॥

অনন্তর হইল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি॥
ব্রাহ্মণের মহিমা বেদেতে অগোচর।
ব্রাহ্মণ হইতে তবে পতিত পামর॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু অবতার।
যাহারে গোবিন্দ করিলো পরিহার॥
পদাঘাত খায়ে স্তুতি করেন সে কালে।
অদ্যাপিহ পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে॥
এতশুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্ব কর্ত্তা আদি সনাতন॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ॥
শুনিয়া কহেন হাঁসি গঙ্গার নন্দন।
সমাহিতে শুন রাজা হৈয়া একমন॥
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মসুত কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥
পৌলস্ত পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে ভৃগু চিত্তে বিতর্ক উঠিল॥
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন॥
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি॥
ক্রোধ সম্বারিয়া হর কহেন বচন।
কি হেতু আইলা হেথা ভৃগু তপোধন॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাঁহারে।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে॥
অহঙ্কার কি তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর যত জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেও দুরাচার।
এই হেতু তোরে আজি করিব সংহার॥
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিল হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে॥
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হৈয়া বিমনা॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে চিত্তে কিছু দুঃখী হৈয়া॥
কপটে সম্ভাষা না করিল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথা হইতে বৈকুণ্ঠেতে চলিল তপোধন॥
তথায় দেখিল হরি খট্টার উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষ্মী পদ সেবা করে॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে॥
ক্রুদ্ধা হইলেন দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
ভৃগু মুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদ সেবন করেন পদ্মকরে॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণ কমলে তব হইল বেদনা॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন॥
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্যদেব নমো জগৎপতি॥
তুমি হে জানহ প্রভু ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা।
সবার ঈশ্বর প্রভু ভক্ত ভয়ত্রাতা॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
মম অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান॥
যোড়হাত করিয়া কহেন দামোদর।
কদাচিত চিন্তান্তর নহ দ্বিজবর॥
পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি সানন্দ হইল তপোধন॥
নানা মত স্তুত করি প্রভু নারায়ণে।
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞস্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥
চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা॥

একাদশীর মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য করে যেই জন॥
সর্ব্ব পাপ মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষ গতি লভে শুন যুধিষ্ঠির॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিবদুর্গা করে আরাধন॥
ভূমি দান রত্ন দান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথ অথর্ব্ব পূজি করে অন্নদানে॥
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ॥
এইমত মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধ চিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায়॥
নারায়ণ নাম ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধচিত্তে॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় ব্যাখ্যান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান॥
গৃহ ধর্ম্মে থাকিয়া করিবে যেই জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন॥
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হইয়া শুদ্ধাশয়॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তভাবে বলিবে বিবিধ স্তুতি বাণী॥
লক্ষ্মীনারায়ণ জয় জগত জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী নারায়ণ।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জন॥
ভূমিদান দিবে আর অন্ন দান আদি।
অতিথি ব্রাহ্মণেরে পূজিবে যথাবিধি॥
দ্বিজগুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে শেষ নিয়ম করিয়া॥

এইমত নারায়ণ ব্রত যে আচারে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন একমনে॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কিছু কহিব কথন॥
স্বয়ম্ভু নন্দন যেন ধ্রুব মহাশয়।
শিশুকাল অবধি আরাধে জগন্ময়॥
সেইরূপ ধর্ম্মশীল গালব নন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ॥
বেদ পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সব ত্যজি করি হরিমন্দির মার্জ্জন॥
মাসে মাসে কৃষ্ণ শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিত্তে আরাধয়ে পরম তপস্বী॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ॥
নানামতে বিষ্ণু ভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এইত ব্রতের ফল না হয় কথন॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসিতে ভরি॥
পৃথিবীতে রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তথাপি এ ব্রত পুণ্য না পারি কহিতে॥
সংক্ষেপে কহিছু শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্ব্বে জন্ম আছিল আমার॥
বর্ষ কীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্ট মার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে॥
একছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে রত ছিলাম ধর্ম্মেতে বিরূপ॥
প্রজাগণে পীড়িতু হিংসিতু শান্তজন।
এইরূপে পাপ করিলাম আচরণ॥

এক দিনে দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়ি অশ্ব রথে ॥
বিপিনে যাইয়া এক দেখিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে ॥
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে ॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সবারে বলিনু বার বার ॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনে মন ॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিক দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া ॥
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক ॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয় ॥
যে হোক সে হোক মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রস্থান ॥
যদি বা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব মোচন ॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহেত আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার ॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মম দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমনি নিয়তি ॥
লজ্জা ভাবি আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে ॥
দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব নিবন্ধন ॥
অশ্ব হত হৈল শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে ॥
রাত্রি শেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যম দূত আইল অতি ভয়ঙ্কর ॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন ॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিত দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলি ইহারে ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর ॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন ॥
দাস্যভাবে করে হরি মন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন ॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি
সাবধান পূর্ব্বক বিস্মরণ না হবি ॥
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে আর তীর্থ পর্য্যটন ॥
ভূমিদান গোদানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তপ্ত করে অন্ন ধনে ॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দেব যজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে ॥
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ ত্যজি করে গৃহ মায়া ॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয় ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ ॥
সমাহিতে করে যেই পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধ চিত্ত মন ॥
ধর্ম্ম কথা কহিয়া লওয়ায় অধর্ম্মীরে।
কদাচিত তাহারে না আন হেথাকারে ॥
ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দা যেই বেশ্যাপরায়ণ ॥
বিষ্ণু ভক্তি আশ্রয় করিয়া যেই জন।
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া ॥
পর নারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান ॥

তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবে হেথারে
করিয়া প্রহার মাথে লৌহের মুদ্গরে॥
ধর্ম্ম বিঘ্ন করয়ে বিদ্বেষী যেই জন।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া তুষ্ট মন॥
এথ কালে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে।
পরবৃত্তি হয়ে যেবা জন্মিয়া সংসারে॥
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী॥
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন।
এইরূপ পাপ আচরয়ে যেই জন॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গ হৈতে দিব্য রথ আইল তখন॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ।
সেই পুণ্যে হইল মম স্বর্গে আরোহণ॥
কোটি২ বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন।
তোমার ঔরসে আসি হইল জনম॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধক॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিতঃ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত॥
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চুম্বন।
সেই হতে হৈল মুনি হরি পরায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
এক চিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
সমাহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন॥
মনোবাঞ্ছা ফল লভে নাহিক সংশয়।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয়॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ॥

হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আর কিছু ধর্ম্ম কথা কহিব তোমায়॥
গোবিন্দেরে করে যেই স্তুতি আচরণ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন॥
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্য মূর্ত্তি নারায়ণ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহারায়।
বংশের সহিত করে বৈকুণ্ঠে বিজয়॥
গোবিন্দ মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লভে সেই সর্ব্ব পাপে পার॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে॥
সমাহিত হৈয়া রাজা শুন একচিত্তে।
যজ্ঞধ্বজ নাম ছিল ইক্ষ্বাকুবংশেতে॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
একছত্র জম্বূদ্বীপে যাঁর অধিকার॥
রাজধর্ম্ম জয় সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করয়ে হরি মন্দির মার্জ্জন॥
বিতীহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত॥
সচিন্তিত হৃদয় হইয়া তপোধন।
এক দিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥

এক দিনে দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়ি অশ্ব রথে ॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে ॥
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে ॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সবারে বলিনু বার বার ॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনে মন ॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিক দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া ॥
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক ॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয় ॥
যে হোক সে হোক মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রস্থান ॥
যদি বা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব মোচন ॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহেত আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার ॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মম দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমনি নিয়তি ॥
লজ্জা ভাবি আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে ॥
দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব নিবন্ধন ॥
অশ্ব হত হৈল শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে ॥
রাত্রি শেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যম দূত আইল অতি ভয়ঙ্কর ॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন ॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিত দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলি ইহারে ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর ॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন ॥
দাস্যভাবে করে হরি মন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন ॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি
সাবধান পূর্ব্বক বিস্মরণ না হবি ॥
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে আর তীর্থ পর্য্যটন ॥
ভূমিদান গোদানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তপ্ত করে অন্ন ধনে ॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দেব যজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে ॥
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ ত্যজি করে গৃহ মায়া ॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয় ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ ॥
সমাহিতে করে যেই পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধচিত্ত মন ॥
ধর্ম্ম কথা কহিয়া লওয়ায় অধর্ম্মীরে।
কদাচিত তাহারে না আন হেথাকারে ॥
ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দা যেই বেশ্যাপরায়ণ ॥
বিষ্ণু ভক্তি আশ্রয় করিয়া যেই জন।
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া ॥
পর নারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান ॥

তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবে হেথারে
করিয়া প্রহার মাথে লৌহের মুদ্গারে ॥
ধর্ম্ম বিঘ্ন করয়ে বিদ্বেষী যেই জন।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া তুষ্ট মন ॥
এথ কালে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে।
পরবৃত্তি হয়ে যেবা জন্মিয়া সংসারে ॥
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী ॥
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন।
এইরূপ পাপ আচরয়ে যেই জন ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন ॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন ॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গ হৈতে দিব্য রথ আইল তখন ॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ।
সেই পুণ্যে হইল মম স্বর্গে আরোহণ ॥
কোটি২ বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন।
তোমার ঔরসে আসি হইল জনম ॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধক ॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিতঃ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত ॥
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চুম্বন।
সেই হতে হৈল মুনি হরি পরায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
এক চিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
সমাহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন ॥
মনোবাঞ্ছা ফল লভে নাহিক সংশয়।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয় ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ ॥

হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আর কিছু ধর্ম্ম কথা কহিব তোমায় ॥
গোবিন্দেরে করে যেই স্তুতি আচরণ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন ॥
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্য মূর্ত্তি নারায়ণ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহারায়।
বংশের সহিত করে বৈকুণ্ঠে বিজয় ॥
গোবিন্দ মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লভে সেই সর্ব্ব পাপে পার ॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে ॥
সমাহিত হৈয়া রাজা শুন একচিত্তে।
যজ্ঞধ্বজ নাম ছিল ইক্ষ্বাকুবংশেতে ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
একছত্র জম্বুদ্বীপে যাঁর অধিকার ॥
রাজধর্ম্ম জয় সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করয়ে হরি মন্দির মার্জ্জন ॥
বিতীহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত ॥
সচিন্তিত হৃদয় হইয়া তপোধন।
এক দিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥

কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মান্বিত ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত ॥
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে ।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে ॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নরপতি ।
ইতিহাস কহি কথা কর অবগতি ॥
ছিলাম পূর্ব্বেতে দুষ্টমতি পাপাচার ।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করেছি অপার ॥
বৃষলী আসক্ত আমি হয়ে একবারে ।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে ॥
মম কর্ম্ম দেখি পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃগণ ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সবে মোরে করিল তাড়ন ॥
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা ।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসয়ে চন্দ্রকলা ॥
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে যত ভ্রাতৃগণ ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন ॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে ॥
গৃহ হৈতে দূর করি দিল অবশেষে ।
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বারিত ।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত ॥
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর ।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির ॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে ।
পরিষ্কার করি শেষে শুইনু তাহাতে ॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল ।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল ॥
সেইক্ষণে কালধর্ম্ম হইল আমার ।
দুই যমদূত আইল বিকৃতি আকার ॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন ।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইল দুইজন ॥
ক্রোধে যমদূত চাহে করিয়া গর্জ্জিত ।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে করিল ত্বরিত ॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন ॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর ।
তাঁর আজ্ঞা করি মোরা মস্তক উপর ॥
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ ।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণন ॥
সবারে লইয়া যাব যমের সদন ।
পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন ॥
এই যজ্ঞধ্বজ পাপী বিখ্যাত জগতে ।
ইহারে পাপের কথা না পারি কহিতে ॥
কি কারণে পাশমুক্ত করিলে ইহারে ।
কেবা দোঁহে পরিচয় দিবাত আমারে ॥
এত শুনি হাঁসি দোঁহে করিল উত্তর ।
মোরা দুইজন হই বিষ্ণুর কিঙ্কর ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ ॥
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেইজন ।
হরিপূজা করে হরি মন্দির মার্জ্জন ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন ।
দাস্যভাবে সখ্যভাব আত্ম নিবেদন ॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন ॥
গোবিন্দ মন্দির এই করিল মার্জ্জন ।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন ॥
এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর ।
লয়ে গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠ নগর ॥
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি ।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
শতকল্প ব্রহ্মলোকে করিনু বিহার ।
তদন্তরে ইন্দ্রলোকে হই আগুসার ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ ।
যত ভোগ করি স্বর্গে না হয় ব্যাখান ॥
তদন্তরে এই মহা ইক্ষ্বাকুবংশেতে ।
সেই পুণ্যে আসিয়া জন্মিনু পৃথিবীতে ॥
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির মার্জ্জন ।
তাহাতে এ গতি হৈল শুন তপোধন ॥
জ্ঞানে যেই করে হরি মন্দির মার্জ্জন ।
শুদ্ধভাবে হইয়া পূজয়ে নারায়ণ ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে ।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে ॥

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
এত শুনি বীতিহোত্র হন তুষ্ট মন॥
করযোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেইজন॥
সর্ব্ব দুঃখ তরে সেই নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয়॥

দান ধর্ম্ম।

ভীষ্ম বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দ সেবন॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার॥
শুভলগ্ন শুভতিথি শুভক্ষণ দিনে।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
শত বংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয়॥
নারিকেল জলেতে স্থাপয়ে পশুপতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি॥
শত বংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া॥
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করে।
ভক্তি করি পূজা করে হর কিম্বা হরি॥
অন্তঃকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি।
ইহলোকে পরলোকে না হয় দুর্গতি॥
তুলসী আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি॥
বৈভব বিস্তর আনি করয়ে সংসারে।
যার যে বৈভব হয় তেমন প্রকারে॥
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধান॥
চতুষ্পদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন।
ত্রিপাদেতে পূর্ণ কোথা শুনহে রাজন॥
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে।
নিকৃষ্টে পাদৈক পূর্ণ বেদেতে বাখানে॥
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা অনুসার॥
তড়াগ পুষ্করিণী দেয় ধনাঢ্য পুরুষে।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে॥
ধেনু রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দিব্য নিবেদন॥
অঙ্গহীন হয় পুণ্য না হয় ইহাতে।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র কহিনু তোমাতে॥
দরিদ্র কিঞ্চিৎ যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে॥
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান॥
নাহিক সংশয় ইথে বেদের ব্যাখান।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান॥
এক বীজ রোপণ করয়ে দুঃখীজন।
সমান ইহাতে পুণ্য করি যে গণন॥
কোটি২ ব্রাহ্মণে ভুঞ্জান ধনীগণ।
দরিদ্র করায় এক বিপ্রকে ভোজন॥
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনীজন।
দরিদ্রের এক গাভী হয় তার সম॥
কোটি২ মনুষ্য পালয়ে ধনীজন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ॥
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালায়।
সমান লভয়ে ফল বেদেতে বলয়॥
ধনীতে পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়ে উপহার।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার॥
দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিবশে হয় তার সম॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেম মণি রৌপ্যময়॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবল পাথর।
নানাবিধ দিব্য রত্নে অতি মনোহর॥
শুভতিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধান্বিত গোবিন্দেরে করে সমর্পণ॥

অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান আদি।
লক্ষ২ ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় নানাবিধি ॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন ॥
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান।
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে ব্যাখান ॥
সংক্ষেপে কহিনু দান ধর্ম্মের কথন।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন ॥
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।
যেন কর্ম্ম তেন ফল বেদেতে বিচারে ॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্মফলে।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবে আমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
মস্তকে বন্দিয়া মাত্র বিপ্র পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতীর উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন ॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্বধনে পূর্ণ বৈশ্য গুণে অনুপম ॥
সুমতী নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পরমা সুন্দরী সেই যেন কামরতি ॥
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন কেবল দুঃখিত মতিমান ॥
নানামতে নানাযজ্ঞ করয়ে বিস্তর।
ভার্য্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর ॥
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখী মন ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে ॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ ॥
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ সঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে ॥
উপবন মধ্যে আছে রাম সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর ॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আইল তথাকারে ॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া কন্যার রূপ হয় অচেতন ॥
পীতবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন।
রক্তমাংস রবিত্রাস দেখিয়া বিষ্কন ॥
কুচযুগ জিনিপুগ কিবা রসায়ন।
করিবর ভুজবরর মধ্যে পঞ্চানন ॥
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন।
শুন আজ সুবদনী মম নিবেদন ॥
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এরূপ যৌবন ব্যর্থ কর কি কারণে ॥
দূরদেশে গেলে পতি বাণিজ্য কারণে।
রতিসুখ হীনা হয়ে বঞ্চহ কেমনে ॥
তোমাতে মজিয়া মন কাম্পল আমার।
স্মরশরে অঙ্গ মম হৈল ছারখার ॥
দয়া করি রামা মোরে করহ রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজীব জীবন ॥
নরহত্যা মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধ চিত্তে বলে নিতম্বিনী ॥
অধার্ম্মি পাপিষ্ঠ তুই বড় হীন জাতি।
কোন লাজে হেন বোল বলিলে দুর্ম্মতি ॥
স্পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে।
লজ্জা নাই তেঁই হেন বলহ আমারে ॥
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার।
এইমত অনেক করিল তিরস্কার ॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী যায় নিজ ঘর ॥

মনে২ ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া ।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া ॥
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার ।
বিচার করিয়া আমা কহ সারোদ্ধার ॥
এত শুনি উপহাস করি দাসীগণ ।
কোন লাজে হেন কথা কহরে দুর্জ্জন ॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে ।
পতঙ্গ হইয়া চাহ অগ্নি নিবারিতে ॥
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী ।
লজ্জা নাহি তেঁই বল হেন দুষ্টবাণী ॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া ।
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই জায়া ॥
ইহ জন্মে পাই কিম্বা পাই জন্মান্তরে ।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে ॥
মালিনী নামেতে দাসী বলে হাসি২ ।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী ॥
ত্রিসন্ধ্যা করহ স্নান প্রয়াগের নীরে ।
একাক্রমে তিন দিন রহ গঙ্গাতীরে ॥
তথা বাস করিয়া স্মরিয়া নারায়ণ ।
তিনদিন তিন রাত্রি করিয়া লঙ্ঘন ॥
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয় ।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত ।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
একাসন করি তিন দিবস রজনী ।
এক চিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি ॥
ভকতবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হৈয়া ॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার ।
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার ॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন ।
প্রয়োগে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ ॥
পাপ তনু খণ্ডিত হইল দিব্যগতি ।
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি ॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন ।
উপনীত হন গিয়া বৈশ্যের ভবন ॥

নিজপতি প্রায় ব্যাধ বৈশ্য স্ত্রী দেখি ।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশীমুখী ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে ।
ঈষৎ হাঁসিয়া কহে মধুর বচনে ॥
যতদিন প্রাণনাথ নাহি ছিলা ঘরে ।
ততদিন অসন্তোষ আমার অন্তরে ॥
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী ।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী ॥
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল ।
তেঁইত সঙ্কটে মম প্রাণরক্ষা হৈল ॥
বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ ॥
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম ।
সকল মঙ্গল দৈবে প্রাণ পাইলাম ॥
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজল নয়ন ।
ধন যাক প্রাণনাথ আইলা ভবন ॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে ।
হেনকালে আইল বৈশ্য আপন ভবনে ॥
শত শত বলদে শকটে পূরি ধন ।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল সুমতী ।
একরূপ দুইজন একই আকৃতি ॥
তুল্য ভাষা তুল্য গুণ তুল্য দুইজন ।
দুইজন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময় মন বৈশ্যের নন্দন ।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মম করিছে কথন ॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মম অন্য নাহি জানে ।
কোন দেব আসিয়াছে ছল আচরণে ॥
এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে ।
হইলাম বিস্মিত তোমার ব্যবহারে ॥
পতিব্রতা বলি তোরে জানে জগজ্জন ।
পর পুরুষের সঙ্গে কর আলাপন ॥
শুনিয়া সে বৈশ্যপত্নী কহিতে লাগিল ।
তব রূপে এই সর্ব্ব বিধি নিরমিল ॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার ।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার ॥

এক গর্ভে জন্ম হেন হয়েছে দোঁহার।
ভেদ জ্ঞান নাহি যেন অশ্বিনী কুমার॥
দেখিয়া সুমতি ভাবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণে॥
পাপ বস্তু বলি হেন জ্ঞানে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি॥
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে॥
জয়২ জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন॥
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির বন্ধন হেতু পৃথিবী ধারণ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভমর্দ্দন॥
নমো ধন্বন্তরীরূপ দেবতার হিতে।
জগৎ উদ্ধার নাম জগতের প্রীতে॥
সত্ত্বরজ তমোরূপ জয় জগৎপতি।
নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন গতি॥
নমঃ ক্ষত্র কুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমো রাম কৃষ্ণরূপ নমো জগৎপতি॥
অখিল ধারণ রূপ অখিল কারণ।
অন্তরীক্ষে নাভি তব পাতালে চরণ॥
আকাশ মস্তক তব পবন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন॥
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি॥
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানিজন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন॥
তব মায়া বশেতে আচ্ছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মোরে ঘুচাও বন্ধন॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারি।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী॥
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এ মহা লজ্জাতে মোরে করিবে তারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন শ্রীধর্ম্ম রাজন।
এইমত বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন॥

বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
বৈশ্যপত্নী নিকটে আইলেন ত্বরিতে॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কীরিট দিব্য মস্তক উপর॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মূরতি।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য জগৎপতি॥
অঙ্গের দুকুল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দণ্ডবৎ হৈয়া কন্যা পড়িল ভূমেতে॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্য জ্ঞান দিলেন দোঁহারে॥
দিব্যজ্ঞানে দিব্য মূর্ত্তি হৈল তিনজন।
বৈশ্যপাত্র বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন॥
তিনজনে নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে সুমতি কহিল সেইক্ষণে॥
অবধান কর দেব মম নিবেদন।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ॥
মায়ার নিদান তুমি বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিয়া আপন॥
দুই স্বামী এক রূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে॥
কৃপা কর শ্রীচরণে পড়ি জগৎপতি।
যেই স্বামী সেই হউক এই মে মিনতি॥
দ্বিচারিণী বলিবেক যত সর্ব্বজন।
এই কর প্রভু মোরে হউক মরণ॥
না করিবা যদি শুন আমার বচন।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন॥
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত।
আমার শকতি ইহা না হয় খণ্ডিত॥

এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন ॥
কৃপা যদি কৈলে প্রভু আমা তিন জনে।
স্বশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
মর্ত্তেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস ॥
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেক দায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায় ॥
এক রথে আরোহি চলেন চারিজন।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ ॥
হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর ॥
মোহন মুরত রূপ রাজীবলোচন।
চলি যায় বিমান আরূঢ় দুইজন ॥
সেই রথে আর দুই স্ত্রী পুরুষ জন।
চারিজন এক রথে হর ষত মন ॥
দেখিয়া সুমতী অতি কৌতুকিত মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে ॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুইজন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ ॥
আর দুইজন দোঁহাকার বাম পাশে।
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে।
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উঁহা সবাকারে।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে ॥
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুইজন ॥
বাম পাশে কেবা আর দেখি দুইজন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ ॥
এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুইজন ॥
এই দুইজন কেবা জিজ্ঞাসলা মোরে।
এ দোঁহার কথা শুন কহিব তোমারে ॥
এইত পুরুষ নামে কালক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল ॥
এই যে রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্গ বেশ্যা বড় দ্বিচারিণী ॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক কারল সাধন।
শুক পক্ষী এক এই করিল পালন ॥
শুক মুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করল রমণ ॥
শেষকালে সুমালী গন্ধর্ব্ব ভয়ঙ্কর।
তার সনে রমণ করিল বহুতর ॥
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে ॥
মৃগয়া কারণেতে কলিক দুষ্টতর।
রথে চড়ি গিয়া ছিল বনের ভিতর ॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লেয়া তুলিল ঝটিতি।
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচারে।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা মিলিল সত্বরে ॥
ক্রোধেতে কলক বড় কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার ॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে ঊন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বল বাড়িল দ্বিগুণ ॥
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে।
ফাঁফর কলিক নিবারিতে নাহি পারে ॥
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে ॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুইজন।
জন্ম জন্মান্তরে পাপ হইল মোচন ॥
বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই এই দুইজন।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময় মন ॥
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয়।
জানিলাম আমি এই ব্যাধের তনয় ॥
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি সম রূপ সে জন হইল ॥
দুই পতি হৈল মম দৈব নিৰ্ব্বন্ধন।
প্রয়াগ মহিমা কিছু না যায় কথন ॥
এইরূপে মনে২ করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারি হয়ে রহে তিন জন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥

মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড় পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

পরশুরামের তীর্থ পর্য্যটন।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ॥
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দু হ্রদ বিরজা দুষ্কর॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সরযু কেদার।
মানস সরোবর তীর্থ হরিদ্বার।
একে২ সর্ব্বতীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদক্ষেত্রে তবে করিল গমন॥
বিপুল বিস্তার হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বৃহৎ কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝটিতি॥
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোত নীর॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করে তপোধন।
মাতৃবধ পাপে রাম হইল মোচন॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ভৃগুবংশগণি।
কি কারণে মাতৃবধ করিলেন শুনি॥
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী।
হেনকর্ম্ম কি কারণে করিলেন মুনি॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন॥
রেণুকা নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি স্বামীসেবা করে অতি॥
ক্রমে২ পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাহার রাম প্রতাপে তপন॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান যার নাহি ত্রিভুবনে॥

একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহত আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে॥
এত শুনি কলসী আনিয়া শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় সিন্ধু সরোবর॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
তার রূপে মুগ্ধ হয় গাধির কুমারা॥
মুহূর্ত্তেকে তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন॥
সে কারণে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
জল লয়ে দ্রুতগতি করিল গমন॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল॥
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠপুত্র হইল ভাবিত॥
মাতৃবধ পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি॥
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর॥
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর॥
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃ সহ কাটিলেন সহোদর চারি॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলেন বচন॥
চিরজীবি তাত তুমি হও মম বরে।
তোমা সম বীর কেহ নহিবে সংসারে॥
আর যেই বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে॥
যদ্যপি আমারে পিতা তুমি দিবা বর।
জিউক আমার মাতা চারি সহোদর॥
এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহি তপোধন।
ভার্য্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন॥
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে।
না খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাঁফরে॥

কহ তাত ইহার হইবে কি প্রকার।
হাত হৈতে টাঙ্গি কেন না খসে আমার॥
এত শুনি ধ্যান করি কহে তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে শুনহ নন্দন॥
মাতৃবধ পাপ তাত দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার শরীরে॥
নিরাহারী ব্রতী হয়ে এক সম্বৎসর।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাভার॥
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ।
তবে ত তোমার পাপ হইবে মোচন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
তবেত যাইবে তাত কৌশল ভুবন॥
বিষ্ণুযশা নামে দ্বিজ জগতে বিদিত।
তাহার বাটিতে গিয়া হবে উপনীত॥
জিজ্ঞাসা করিবে তারে ইহার প্রকার।
তবেত হস্তের টাঙ্গি খসিবে তোমার॥
রাম এত শুনিয়া বিলম্ব না করিল।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী করিয়া ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন॥
তদন্তরে মনসারে করিল গমন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমণ॥
উত্তর পথেতে যত যত তীর্থ ছিল।
একে একে ভৃগুরাম সকল ভ্রমিল॥
পশ্চিমে দ্বারিকা আদি যত তীর্থগণ।
প্রদক্ষিণ করি সব করেন ভ্রমণ॥
দক্ষিণ দিকেতে আসি হৈল উপনীত।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযু কেদর।
গোদাবরী বৈতরণী রেবানদী আর॥
একে২ সর্ব্ব তীর্থ করিল ভ্রমণ।
জনকের বাক্য তব হইল স্মরণ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কৌশল নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশা ঘরে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামের দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর॥
বিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন।
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন রবির কিরণ॥
এত শুনি রাম করিলেন নিবেদন।
যেই মত জননীরে করিল নিধন॥
হেন মতে স্বহস্তে কাটিল ভ্রাতৃগণ।
পুনশ্চ পাইল তারা যেমতে জীবন॥
একে২ সকল করিল নিবেদন।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন।
খসিবে হস্তের টাঙ্গি শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবেত হস্তের টাঙ্গি হইবে স্খলিত॥
সেইত হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজন যেই অদ্ভুত গঠন॥
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণমান বায়।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়॥
দৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া॥
পুণ্য আত্মা হয় যদি পায় সে জীবন।
সে কারণে তথায় না যায় কোনজন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম॥
ব্রহ্মঋষি সুতপা নামেতে তপোধন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন॥
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর।
মেনকা অপ্সরী যায় শূন্যে করি ভর॥
পরমা সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেঁট মুখ কৈল প্রজাপতিগণ॥
সেইকালে সুতপা কামেতে মত্ত হৈয়া।
কন্যার বদন কুচ চাহে নেহারিয়া॥
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মাসন।
সুতপারে কহিছেন সক্রোধ বচন॥
মম লোকে আসিয়া করহ অনাচার।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কতদিন পরে তব হইবে মোচন॥

ভৃগুপতি যবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে ।
তাবৎ থাকিবা সেই হ্রদের ভিতরে ॥
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদ দ্বার করি চির ।
তথা স্নান যখন করিবে ভৃগুবীর ॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীঘ্রগতি ।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি ॥
যুগল নয়ন অন্ধ হবে কর্ম্মদোষে ।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে ॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন ।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন ॥
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন ।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন ॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত ।
ব্রহ্মহ্রদ কূলেতে হইয়া উপনীত ॥
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল ।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর দেখিয়া আইল ॥
শোষক মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোর পানি ।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গি ঘাত হানি ॥
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন ॥
হেনকালে কুম্ভীর দুরন্ত ভয়ঙ্কর ।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর ॥
ধরিয়া কুম্ভীর কূলে তুলে ভৃগুমণি ।
শাপে মুক্ত হয়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী ॥
মৃত দেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন ।
নিজ গৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
বক্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান ।

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন ।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিল্য তপোধন ॥
ভীষ্ম বলিলেন গয়া গেল মুনিবর ।
মহা পুণ্যক্ষেত্র সেই ব্যাখানে অমর ॥
গয়াসুর নাম ছিল দুরন্ত অসুর ।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ।
পশ্চাৎ শুনিব কৌণ্ডিল্যের উপাখ্যান ।
আগে কহ শুনি দেব ইহার ব্যাখান ॥
অসুর সৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি কারণ ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুর কুমার ।
ত্রিপুর নামাতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার ॥
দেব দ্বিজ হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর ।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর ॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেন স্তুতি ।
প্রকারেতে ত্রিপুরে মারে পশুপতি ॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারি ।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুক্র দৈত্যের কুমারী ।
সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম ।
ত্রিপুরের প্রিয় ভার্য্যা প্রভাবতী নাম ॥
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী ।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি ॥
এই তব ভার্য্যা গর্ভে আছে তব সুত ।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত ॥
শীঘ্রগতি রাখ লয়ে জনকের ঘরে ।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন তপোধন ।
পিতৃগৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ ॥
তাদৃশ শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল ॥
পিতৃগৃহে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন ।
গয়াসুর নাম হৈল বিখ্যাত ভুবন ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হয় মহাবীর ।
তাহার সমরে দেবগণে নহে স্থির ॥
একদিন গয়াসুর কোন কর্ম্ম কৈল ।
বিরলে বসিয়া জননীরে জিজ্ঞাসিল ॥
শুন গো জননী মোর এক নিবেদন ।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন ॥

যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
কহত জননী শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন॥
পিতৃহীন সুতের অসুখী সদা মন।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন পদ্মহীন শর।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া॥
ধুন্দ অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে॥
আমার গর্ভেতে তুমি আছিলা যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন॥
শিব সহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম তোমার সদন॥
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক মহা বীরমণি॥
জনকের ঘরে লয়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবা রণ ধূর্জ্জটির সনে॥
এত শুনি তব পিতা আনয়া এথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে॥
কপট প্রবন্ধে কহে সর্ব্বদেবগণ।
শিব হাতে তব পিতা হইল নিধন॥
ভ্রাতৃ বন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন।
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর॥
এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর॥
করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে॥
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা সব পড়াইল॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আইল নিজদেশ॥

আসিয়া মায়ের পায় দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুর আসি সবে সত্বরে মিলিল॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্য সাজি গেল সুমেরু শিখরে॥
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি তনয়।
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয়॥
তদন্তরে শিব সহ কৈল মহারণ।
একে২ জিনিল সকল দেবগণ॥
একছত্র দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হয়ে ফিরে যত দেবগণে॥
ইন্দ্র সহ যুক্তি কার যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তর দিকে করিল গমন॥
জগৎ ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় কার সবে করিল স্তবন॥
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার॥
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন॥
এইরূপ স্তুতি বাদ করে দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হৈলেন নারায়ণ॥
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান॥
দৈত্যের দুঃখেতে দুঃখী আছে দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাহ আপন সদন॥
আজি আমি গয়াসুরে কারব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি জগৎ মাঝার॥
এত শুন আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন॥
সত্বরে গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর॥
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইয়া প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া যথা গয়াসুর॥

শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলিল মহাবীর ॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর ॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে ॥
সমতায় মম সহ বুঝিবা আপনি।
মম কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভুষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর ॥
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর ॥
কেহ পরাজয় নহে সম দুইজনে।
ডাকিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে ॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি ॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে তুমি ইচ্ছা কৈলে যদি ॥
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর ॥
পাষাণ শরীর হয়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্রম স্মরিয়া ॥
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলা তুমি দৈত্যের নন্দন ॥
মোক্ষ বর মাগিয়া লইবা মম স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহে যেন এ তিন ভুবনে ॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দের করিল উত্তর ॥
যদি কৃপা আমারে করিলা চক্রপাণি।
ভক্তজন বাক্য তুমি পালিবা আপনি ॥
পূর্ব্বেতে নারদ যে দিলেন উপদেশ।
সেই বর আজ্ঞা মোরে কর হৃষিকেশ ॥
এই ক্ষেত্র মধ্যে মম যাউক পরাণী।
শিলারূপ হয়ে থাক তব আজ্ঞা মানি ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মম নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন ॥
গয়াক্ষেত্র বলি নাম হউক আমার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ ॥
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে তার পিতৃগণ ॥
চিরকাল ঘোষে যেন তোমার নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর ॥
পিণ্ডদানে মুক্ত যেই দিন না হইব।
সেই দিন উঠি আমি সংসার নাশিব ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন ॥
অসুর শরীর হত হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজস্থান যান নারায়ণ ॥
শিলারূপ হয়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর যে কহি সে শুন মহীপাল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি ॥

পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্রে করিল কৌণ্ডিল্য তপোধন ॥
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে২ তাহা মুনি সকল ভ্রমিল ॥
কুরুক্ষেত্র উত্তরে আইল তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হয়ত দাহন ॥
শ্মশানের নিকটে আইল তপোধন।
দেখিল বসিয়া আছে প্রেত পঞ্চজন ॥
বিকৃতি আকার সব বিকৃতি দশন।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত বদন ॥
স্থূল নাশা কূপবর সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা মূত্র আদি সব অঙ্গেতে ভূষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা হও পঞ্চজন ॥

এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হয়ে হৃষ্টমন॥
প্রেতকুলে জন্ম মোরা অদৃষ্ট কারণ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন॥
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবে স্বরূপ॥
রবি চন্দ্র জিনি কান্তি দেবের বরণ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা মহাসুলক্ষণ॥
মোহন মুরতি তনু জিনি নবঘন।
মুখরুচি পূর্ণশশী জিনিয়া শোভন॥
করিকর ভুজবর পঙ্কজ নয়ন।
মধ্যদেশ মৃগজিনি অতি সুগঠন॥
কণ্ঠ কম্বু জিনি শস্তুরক্ত পঞ্চ স্থল।
রক্ত কোকনদ পদ অতি সুশীতল॥
দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্মণ নন্দন।
কৌণ্ডিল্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
তীর্থ যাত্রা করি আমি ভ্রমি যে সংসার।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থে ভ্রমিনু অপার॥
জগতের হিত চিন্তি জগত বিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চ জন কাহার কুমার॥
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার।
কি হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃতি আকার॥
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলয়ে বচন।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন॥
সূচিমুখ নাম মম কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি॥
পর্য্যুষিত খ্যাত নাম ধরে এইজন।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুইজন॥
এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি॥
এমৎ কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ।
কোথায় আছিলা কিবা করহ ভক্ষণ॥
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে।
এত শুনি একে২ কহিল তাঁহারে॥
সূচিমুখ বলে মুনি কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় ব্যাখান॥

পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহা ধনবান ছিনু শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
একদিন অতিথি আইল মম ঘরে।
সম্ভাষ তাহারে না করিনু অহঙ্কারে॥
দিব্য বস্ত্র উপহারে ভার্য্যা পুত্র লৈয়া।
করিলাম ভক্ষণ অতিথিরে নাহি দিয়া॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মম অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল॥
এই হেতু সূচীমুখ নাম যে আমার।
প্রেতযোনি হইলাম বিখ্যাত সংসার॥
তদন্তরে শীঘ্রক করিল নিবেদন।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে উৎপত্তি আমার।
হীন শূদ্র জাতি ছিনু বড় দুরাচার॥
পরদ্রব্য পরধন করি অপহার।
চুরি হিংসা করিয়া পুষিনু সুত দার॥
এইরূপে কত দিন কৈনু নির্ব্বাহন।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন॥
ক্ষুধাতুর হয়ে অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে॥
পাপীষ্ঠ অধম তুই বড় দুরাচার।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন আচার॥
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন।
উদর পুরিতে নার জায় অকারণ॥
এতবলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে।
ঢেকা মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ী হতে॥
এত শুনি অতিথি হইল ক্রুদ্ধ মন।
নাহি দিয়া দুষ্ট মোরে করহ তাড়ন॥
মোরে অপমান যেন কৈল দুরাচার।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠা মূত্রে হইবেক তোমার ভরণ॥
এত বলি দুঃখ চিত্তে করিল গমন।
শীঘ্রক আমার নাম হইল সে কারণ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন॥

অযাজ্যযাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয় ॥
সুত দারা পরিবার করিয়া পোষণ।
ক্রুরমতি ছিনু আমি আশয় কৃপণ ॥
এক দিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে ॥
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম।
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম ॥
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
মম ঘরে অতিথি আইল একজন ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিল আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে ॥
তিরস্কার করি অন্ন কৈর পর্য্যুষিত।
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পুরিত ॥
সেই পাপে পর্য্যুষিত নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতত্ব হইল ॥
অন্য প্রেত বলে দ্বিজ শুনহ বচন।
অল্প দোষে হৈল মম দুর্গতি লক্ষণ ॥
সঙ্গদোষে অল্প পাপে পাপ বাড়ে নিতি।
যোসবার আশয় শুনহ মহামতি।
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে মশানে নিত্য করি যে শয়ন ॥
বিশেষে নিবাস মম শুন তপোধন।
সন্ধ্যা বীজমন্ত্র হীন যেই ত ব্রাহ্মণ ॥
তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার।
আর যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার ॥
সন্ধ্যা বহে যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী কাননে ॥
যে যুবতী নিজ পতি করি পরিহার।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে অনাচার ॥
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে ॥
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বজন্ম কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
এক দিন কর্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার ॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন ॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে ॥
উত্তর না পায়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেত দেহ হইবে নিশ্চয় ॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ ॥
এত শুনি হৈল মুনি সবিস্ময় মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ ॥
কোন কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন ॥
নরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন।
জাতি মত কর্ম্ম যে করয়ে আচরণ ॥
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ॥
দরিদ্র ভিক্ষুকে যেই করে অন্ন দান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় ব্যাখান ॥
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ উদ্দেশে।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে ॥
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন।
স্বহস্তে করয়ে হরি মন্দির মার্জ্জন ॥
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান ॥
গৃহ ধর্ম্মচর্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি ॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে করে যেই জন।
শক্রতে মিত্রেতে যার সম আচরণ ॥
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
লিঙ্গরূপ যে জন স্থাপয়ে ভগবান ॥
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।
সংসারেতে জন্মি যে দুষ্কর্ম্ম আচরয় ॥

পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ॥
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞ বিমুখ যে জন।
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ॥
বহু ছল করে যেই পরভূতি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে॥
ব্রত যজ্ঞ উপবাস করে যেই জন।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্য্যটন।
এ সব পাতকী হয় প্রেতত্ব গমন॥
গুরুনিন্দা করে যেই বেশ্যাপরায়ণ।
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন॥
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হয়ে গেল।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্য মূর্ত্তি হৈল॥
স্বর্গ হৈতে পঞ্চরথ আইল সেইক্ষণ।
মুনি নমস্কার রথে কৈল আরোহণ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিল্য তপোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণেরে পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

শিব চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ ব্যাখান॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ গুণে অনুপম॥
জম্বুদ্বীপে একছত্র হৈল নরপতি।
কুবের সদৃশ যার ঐশ্বর্য্য বিভূতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥
দ্বিজসেবা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
যেই যাহা মাগে তাহা তোষয়ে ব্রাহ্মণে॥
শিবব্রতে রত সদা শিব পরায়ণ।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে আচরণ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন॥
দেখি আস্তে ব্যস্তেতে উঠিয়া নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল শীঘ্রগতি॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একে একে বসিল সকল মুনিগণ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর।
দিব্য উপহার দ্রব্য আনিল বিস্তর॥
যথাযোগ্য সবাকারে করায় ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন॥
তাম্বুল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন।
ভার্য্যা সহ উপবাস কর কি কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন হেতু উপবাসে আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ।
আত্মাকে যে দেও দুঃখ কোন প্রয়োজন॥
এক আত্মা জগতের এক নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
যটচক্র কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূত আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণিবে।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণিবে॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মরূপে বৈসে জীব তাহার ভিতরে॥

মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীব আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার ॥
তদন্তরে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপরে।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতরে ॥
পঞ্চদশদল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার ॥
তদন্তরে শত চক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব মুনিগণ করে যাহার ব্যাখান ॥
চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি ॥
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর ॥
তার তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুগন্ধি সজ্ঞান ভক্তি লভে যেই জন ॥
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে নারায়ণ।
তপব্রত ফলে তার কোন প্রয়োজন ॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
মমপূর্ব্ব জন্ম কথা কর অবধান ॥
চতুর্দ্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
ইহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে ॥
অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে বা উপবাস করি।
সমাহিত হয়ে পূজা করে ত্রিপুরারী ॥
বিল্বপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি রাশি।
রক্তচন্দনাদি নানা গন্ধে বস্ত্রে ভূষি ॥
পূজা ভক্তি করি স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে ॥
পৃথিবীর রেণু যেবা গণিবারে পারে।
সরোবর জল যদি কলসীতে ভরে ॥
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহাদুরাচার ॥
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার ॥
মৃগ ব্যাঘ্র আদি পশু নানা পক্ষীগণ।
যতেক করিনু বধ না যায় লিখন ॥
এইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
এক দিন অরণ্যেতে গেলাম দৈববশ ॥

কুজ্ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
ভ্রমিতে২ হৈল দিবা অবসান।
আসিতে না পারি গৃহ হইনু অজ্ঞান ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত আমি ভ্রমি একা বনে ॥
ভ্রমিতে২ তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি ॥
নিত্য২ মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দিই পরিবারে ॥
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যা পুত্রগণ।
উপবাসী রহিল আজি দৈবের কারণ ॥
মম মুখ চাহি আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
ধন হীন নর জন্ম হয় অকারণ ॥
জলহীন নদী যেন ফলহীন তরু।
ধনহীন তেমন না মানে লঘু গুরু ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান আমি দরিদ্র দুর্জ্জন ॥
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ ॥
এইরূপে হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন ॥
অশ্রুজল পড়ে মম ভাসে কলেবর।
পক্বপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর ॥
পত্র পড়ে মম অশ্রুজলের সহিতে।
আচম্বিতে এক পত্র পড়িল ত্বরিতে ॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন।
নিরাহার সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন ॥
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত ॥
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল ॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া ॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন ॥

সেই অতিথিরে আমি করাই ভোজন।
পারণের মহাফল পাই সে কারণ ॥
এইরূপে কত দিন দুঃখে মোর গেল।
আয়ুঃশেষে মৃত্যু আসি উপনীত হইল ॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
আসি মহাপাশে মোরে বান্ধিল সত্বর ॥
যমের এ সব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন।
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত দুই জন ॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর।
অপকটে মোরে পাশ খুলিল সত্বর ॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুইজন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর ॥
শিবের আজ্ঞায় ইহা করিনু মোচন।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুইজন ॥
বিকৃতি আকার মূর্ত্তি লোহিত নয়ন।
কোথায় নিবাস কর কাহার নন্দন ॥
কি হেতু এ ব্যাধ পুত্রে করিলে বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন ॥
মোরা দুইজন ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তার আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ।
সংসারের মধ্যেতে মরয়ে যত জন ॥
তাহারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝিয়া দণ্ড করেন শমন ॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন ॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন ॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্ব্বর ॥
শিবের অনুজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি।
এই ব্যাধপুত্র লয়ে যাব শিবপুরী ॥
সর্ব্বপাপে এই ব্যাধ হইল মোচন।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কৈল আচরণ ॥

তোর কিছু অধিকার না হক ইহাতে।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে ॥
তিন লক্ষ বর্ষ মম তথা হৈল স্থিতি।
দেব তুল্য নানা ভোগ ভুঞ্জি নিতি নিতি ॥
অনন্তর ইন্দ্রলোক হইল গমন।
তিন কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন ॥
অনন্তর হৈল মোর ব্রহ্মলোকে স্থিতি।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা হইল বসতি ॥
অনন্তরে বৈকুণ্ঠেতে করিনু পয়াণ।
লক্ষ্মী সহ বিরাজিত যথা ভগবান ॥
তিন কোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু।
তার পর এই রাজবংশেতে জন্মিনু ॥
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত।
আচরিনু হীন জাতী হয়ে ব্যাধসুত ॥
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার।
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম বৈভব বিস্তর ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
সে কারণে উপবাসী আছি তপোধন ॥
এত শুনি সবিস্ময় হইল তখন।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
অপমান পেয়ে দুই যমের কিঙ্কর।
ধর্ম্মরাজে গিয়া কিবা করিল উত্তর ॥
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান।
বিস্ময় পাইয়া দূত হয়ে অপমান ॥
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত ॥
ভীত মনে দূতগণে দেখিয়া শমন।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখী মন ॥
আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তোসবারে হিংসা করিবারে ॥
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
দণ্ডভঙ্গ আজি হৈতে হইল সর্ব্বথা ॥
আজি হৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপ পুণ্য বিচার ঘুচিল তা সবার ॥
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহাদুরাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার ॥

তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি লয়ে আসি করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কটূত্তর বলি আমা দুই জনে।
রথে তুলি তারে লয়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল সবার।
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলয়ে বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিহ কদাচন॥
শিব নামে রত সেই বিষ্ণু পরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সম রূপে ভাবয়ে যে জন॥
ব্রত আচরিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে যেমন॥
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুভক্তি করি কিবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমাদি ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥
তীর্থ পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজ।
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
তার পরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তারে আনিবার॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হন হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন॥
সেই হৈতে হৈল ঋষি শিব পরায়ণ।
শবব্রতে রত হৈল অচ্যুত নন্দন॥
বসন্ত প্রথমে ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে॥
সর্ব্বকালে ফলে লভে নাহিক সংশয়।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত মহাফল হয়॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশী দাস কহে গোবিন্দ চরণে॥

অনন্ত ব্রতের উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর কর রাজা চিত্ত কর স্থির॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন॥
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কৌশলেতে স্থিতি।
সোমবংশ চূড়ামণি মহাধর্ম্মনীতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভগীরথ সম মহাবিচক্ষণ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
অনন্ত নামেনে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
ভার্য্যা সহ নরবর আচরে বিশেষে॥
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
লিঙ্গরূপে তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ॥
রাজ ধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
আপনি স্বহস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥
অনন্তরে স্নানদান করে নরবর।
নানা উপহারে পূজে দেব দামোদর॥
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
অবশেষে লইয়া কুটুম্ব পরিজন॥
আনন্দিত হয়ে সবে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য নিত্য পূজে নারায়ণ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যেবা না করিবে আচরণ॥
সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে।
নগরে বাজায়ে এইরূপ বাদ্যকরে॥
রাজভয়ে সর্ব্বলোকে প্রাণপণ করে।
নিয়ম করিয়া শুভ ব্রত যে আচারে॥
ব্রত পুণ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যত দূর ভূপতির অধিকার ছিল॥

যত লোক ছিল ভূপতির অধিকারে।
ব্রত পুণ্যফলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল।
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপরে হইল॥
জানিয়া দ্বাপরযুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনে মন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার উপরে দিল মম অধিকার॥
কোটিলোক মধ্যে কেহ মম অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে॥
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ॥
যতেক সংসারে প্রজা হবে পাপচারী।
অল্প আয়ু হবে যাবে যমের নগরী॥
এইরূপে নিয়ম করিয়া সৃষ্টি কর।
অধিকার দিল মম সংসার উপর॥
মহাধর্ম্মশীল দেখি এই নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি॥
কোনমতে ব্রতভঙ্গ হইবে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার॥
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পকারে করিল স্মরণ॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা আইল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন॥
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলে আপনে।
কোন কর্ম্ম সাধি দেব কহ নিজগুণে॥
দ্বাপর বলিল মম কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ সাহায্য॥
দিব্য এক কন্যা দেহ করিয়া রচন।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণ॥
তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন॥
পৃথিবীর যত রূপ করিয়া মোহন।
মোহিনী নামেতে কন্যা করিল সৃজন॥
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি হর্ষবান॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি কয়।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি বন্ধুজন।
আজ্ঞা কর সাধি দিব কোন প্রয়োজন॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত মন।
কহে মর্ত্ত্যলোকে তুমি করহ গমন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবা আপনে॥
দিব্য পর্ব্বতেতে দ্রুত করহ গমন।
এই যে নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ॥
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে সে জন।
প্রকারেতে ব্রত তার করিয়া ভঞ্জন॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
আজ্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ॥
মৃগয়া কারণ রাজা গেল সেই গিরি।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত উপরি॥
রাজা করে একদৃষ্টে কন্যা নিরীক্ষণ।
ভুবন মোহন রূপ না যায় বর্ণন॥
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন।
কামধেনু জিনি ভুরু অলকা রঞ্জন॥
কুচযুগ সম তুঙ্গ গঞ্জি রসায়ণ।
কণ্ঠ কম্বু জিনি শম্ভু অতি সুলক্ষণ॥
রক্তবস্ত্র পরিধান অরুণ উদিত।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত॥
ক্ষণেক চৈতন্য তবে পাইল নৃপতি।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
সত্য করি কহ মোরে না ভাণ্ডহ সতী॥
নিজ পরিচয় মম শুন গুণবতী।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
মম ভার্য্যা হও তুমি কর অঙ্গীকার॥
কন্যা বলে হই আমি অযোনি উৎপত্তি।
এইত পর্ব্বত মধ্যে আমার বসতি।
অনূঢ়া যে আছি আমি বিবাহ না হয়।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয়॥

এক সত্য কর রাজা আমার গোচরে।
তবে আমি পরিণয় করিব তোমারে ॥
ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথা।
আমার এ কথা কভু না হয় অন্যথা ॥
যদি বা দুষ্কর হয় এ তিন ভুবনে।
মম বাক্য কভু না করিবা খণ্ডনে ॥
রাজা বলে সত্য করিলাম এ অঙ্গীকার।
কভু না খণ্ডিব কন্যা বচন তোমার ॥
এত শুনি কন্যা করিলেন অনুমতি।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিল নরপতি ॥
কঙ্কায়ণ নামে মুনি বিখ্যাত জগতে।
পূর্ব্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে ॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ ॥
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল।
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্য পাটেশ্বরী।
ইন্দ্রের শোভয় যেন পুলমাকুমারী ॥
এইরূপে কতদিন রাজা বিহরয়।
অনন্ত ব্রতের আসি হইল সময় ॥
চন্দ্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল।
উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল ॥
ভূমদান গোদান করিল দ্বিজগণে।
অন্নদানে তুষিল যতেক দুঃখীজনে ॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
যুগ বাক্য মোহিনীর হৈল স্মরণ ॥
নৃপতির চাহি কন্যা বলয়ে বচন।
উপবাসে কি কারণে আছহ রাজন ॥
এতেক দুষ্কর ব্রতে কোন প্রয়োজন।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন ॥
আমার বচন রাজা কহ সবাকারে।
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে ॥
কন্যার বচনে রাজা শুনি বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত ॥
ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয় বলয়ে বচন।
অধর্ম্মা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ।

এইত অনন্ত ব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে ॥
অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে ॥
এই ব্রত আচরিলে সর্ব্ব দুঃখ তরে ॥
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কদাচিত্ত যমের নগরে নাহি যায় ॥
পূর্ব্ব কথা মম এই করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ ॥
সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুসেন আছিল নাম শূদ্র অবতংশে ॥
বেশ্যাতে ছিলাম রত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষী মৃগ বধ কৈনু শত২ ॥
মম দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে করিয়া তাড়ন ॥
ক্রোধচিত্তে ঘোরবনে করিয়া প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয়ে আকুল বিশেষ ॥
ভ্রমিতে২ পাই কেশব মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির ॥
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন ॥
দৈবযোগে নিশা শেষে সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর ॥
বিশের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আইল বিকৃতি আকার।
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে আসি বিষ্ণুদূত দুইজন ॥
যমদূতে অনেক করিল তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্তি তারা করিল আমার ॥
রথে করি নিল মোরে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অপমান পেয়ে গেল যমদূতগণ ॥
দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণুলোকে হৈল স্থিতি।
অনন্তরে ব্রহ্মালোকে করিয়া বসতি ॥
কতদিন ব্রহ্মলোক সুখেতে বঞ্চিনু।
তার পর পুনরপি মর্ত্ত্যলোকে আইনু ॥
দুই মন্বন্তরে তথা করিনু বিহার।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার ॥

হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ।
এমন কুৎসিত বাক্য কভু না বলহ॥
কন্যা বলে রাজা তুমি করিলা স্বীকার।
না খণ্ডিবে কোনকালে বচন আমার॥
এবে তুমি মিথ্যাবাদী জানিনু কারণ।
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন॥
আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীত মন।
কন্যারে চাহিয়া রাজা বলয়ে বচন॥
যে বলিবে কন্যা সত্য কভু নহে আন।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ॥
তথাপি এ ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে।
সে কারণ কহি আমি তোমার সাক্ষাতে॥
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন।
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে আনি সেইক্ষণ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি।
ধর্ম্মজ্ঞান শিখাইল যত রাজনীতি॥
যোগাসন করি তবে বসিল রাজন।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥
রাজার মরণে সবে করয়ে ক্রন্দন।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র মন্ত্রীগণ॥
রাজার শরীর লয়ে করিল দাহন।
নৃপতি বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন শাস্ত্রের বিধানে।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে॥
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল।
বাদ্য বাজাইয়া সবে নগরে চলিল॥
স্ত্রীর সহ সত্য না করিবে কদাচন।
স্ত্রীর বাক্য কদাচ না করিবে গ্রহণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব এখন॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে॥
সর্ব্বকাম ফল লভে নাহিক সংশয়।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়॥
এক ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন।
পূর্ব্বে চন্দ্রকেতু রাজা ইক্ষ্বাকু নন্দন॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী নাম কন্যা তাহার যুবতী॥
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ ঘরে।
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোনজন।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা কর অবধান।
পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতি স্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা তনয়।
নানাশাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান অতিশয়॥
জীবের রমণী সেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে॥
কামে বশ হয়ে গুরুপত্নী না মানিল।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল॥
তাহারে লইয়া গেল আপন ভবন।
চিরকাল তার সহ করিল রমণ॥
মর্ত্ত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞসাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি॥
পুরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন॥
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলা পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলা অর্জ্জন॥
গুরু গর্ব্বে নাহি দেখ আপনার উপায়।
আজি হৈতে কলঙ্ক হইবে তব গায়॥
তবে আর মম বাক্য শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্ত্যলোকে হইবে জনম॥

কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার ॥
কৃষ্ণের ভগিনী হয়ে সুভদ্রা গর্ভেতে।
অল্পদিনে শাপ মুক্ত হইবে তাহাতে ॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধ মন।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ ॥
নিজবশ নয় আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা মহাশয় ॥
তোমারেত শাপ আমি দিব সে কারণ।
হীন পক্ষীযোনি মধ্যে পাইবে জীবন ॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষীযোনি পান বৃহস্পতি ॥
কত দিনে গত হৈল শাপ বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন ॥
গৃধ্র পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরি তটে করিল বসতি ॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কতদিনে পক্ষিনী হইল গর্ভবতী ॥
চারি গুটি ডিম্ব কতদিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল ॥
দুই গুটি ডিম্বে হৈল দুই গুটি সুতা।
স্বামী সহ পক্ষিনী হৈল আনন্দিতা ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু দেখি চারিজন।
বাৎসল্য ভাবেতে দোঁহে করিল পালন ॥
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহারে ভোগে পালে নিতি২ ॥
এইরূপে কতদিন আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পত্নী সহ পক্ষী বঞ্চে নানাসুখে ॥
একদিন দৈববশে আহার কারণ।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোরবন ॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে ॥

হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখানে।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধানে ॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে ॥
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেইস্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষত অঙ্গ জ্বলে ॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর।
ত্বরাত্বরি প্রবেশিল মন্দির ভিতর ॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি২ চলে পক্ষী ধরিতে না পারে ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয় ॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনুত্যাগ হইল তাহার ॥
পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিতে।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে ॥
সেই পুণ্য শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
গুরুশিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার ॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ কর এইক্ষণে ॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল একটি নন্দন ॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন ॥
চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জান যে সকল ॥
কথায়২ দ্বন্দ্ব হয় দুইজন।
জানিয়া এমত তত্ত্ব দেব পদ্মাসন ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন ॥

আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
এই কন্যা পুত্রের জিজ্ঞাস বিবরণ॥
কাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নৃপমণি॥
নন্দনা কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্রে তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর॥
নরলোকে গিয়া জন্ম হইবে পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরষেতে জন্মিবে নন্দিনী॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজগৃহে লইল নন্দন॥
বুধ বলে নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্যচিতে॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

——

চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু।

ভীষ্মদেব বলেন শুনহ নরপতি।
কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর॥
পৃথিবীর রাজগণে বরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত হইল॥
একে২ কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িল মদনে॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা লয়ে গেল রাজা আপন ভবন॥
গুণে মহাগুণি রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ॥
এক ভার্য্যা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে॥
চন্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে এক মাস ভার্য্যার সংহতি॥
যেই দিনে হবে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান॥
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্তি মোহে ত্রিভুবনে।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদনে॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ॥
কামে বশ হয়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি॥
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নামে তার হইল কুমার॥
পাত্র মিত্রগণ কত করিয়া যুকতি।
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে॥
কিছু মাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার॥
এত শুনি কহে রাজা ভাবি নিজ চিত্তে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীন পক্ষী হয়ে থাক কৌণ্ডিন্য পুরেতে॥
গৃধ্র পক্ষী হয়ে জন্ম হইল রাজন।
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এ সব কথন॥
পিতার বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখীমন।
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ॥

কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার॥
কৃষ্ণের ভগিনী হয়ে সুভদ্রা গর্ভেতে।
অল্পদিনে শাপ মুক্ত হইবে তাহাতে॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধ মন।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ॥
নিজবশ নয় আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা মহাশয়॥
তোমারেত শাপ আমি দিব সে কারণ।
হীন পক্ষীযোনি মধ্যে পাইবে জীবন॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষীযোনি পান বৃহস্পতি॥
কত দিনে গত হৈল শাপ বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন॥
গৃধ্র পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরি তটে করিল বসতি॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কতদিনে পক্ষিনী হইল গর্ভবতী॥
চারি গুটি ডিম্ব কতদিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল॥
দুই গুটি ডিম্বে হৈল দুই গুটি সুতা।
স্বামী সহ পক্ষিনী হৈল আনন্দিতা॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু দেখি চারিজন।
বাৎসল্য ভাবেতে দোঁহে করিল পালন॥
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহারে ভোগে পালে নিতি২॥
এইরূপে কতদিন আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পত্নী সহ পক্ষী বঞ্চে নানাসুখে॥
একদিন দৈববশে আহার কারণ।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোরবন॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে॥
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখানে।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধানে॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে॥
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেইস্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষত অঙ্গ জ্বলে॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর।
ত্বরাত্বরি প্রবেশিল মন্দির ভিতর॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি২ চলে পক্ষী ধরিতে না পারে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয়॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনুত্যাগ হইল তাহার॥
পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিতে।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে॥
সেই পুণ্য শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
গুরুশিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ কর এইক্ষণে॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
একগুটি সুতা হৈল একটি নন্দন॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন॥
চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জান যে সকল॥
কথায়২ দ্বন্দ্ব হয় দুইজন।
জানিয়া এমত তত্ত্ব দেব পদ্মাসন॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন॥

আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
এই কন্যা পুত্রের জিজ্ঞাস বিবরণ॥
কাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নৃপমণি॥
নন্দনা কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্রে তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর॥
নরলোকে গিয়া জন্ম হইবে পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরষেতে জন্মিবে নন্দিনী॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজগৃহে লইল নন্দন॥
বুধ বলে নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্যচিতে॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু।

ভীষ্মদেব বলেন শুনহ নরপতি।
কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর॥
পৃথিবীর রাজগণে বরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত হইল॥
একে২ কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িল মদনে॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা লয়ে গেল রাজা আপন ভবন॥
গুণে মহাগুণি রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন নরে বৈশ্রবণ॥
এক ভার্য্যা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে॥
চন্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে এক মাস ভার্য্যার সংহতি॥
যেই দিনে হবে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান॥
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্তি মোহে ত্রিভুবনে।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদনে॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ॥
কামে বশ হয়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি॥
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নামে তার হইল কুমার॥
পাত্র মিত্রগণ কত করিয়া যুকতি।
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে॥
কিছু মাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার॥
এত শুনি কহে রাজা ভাবি নিজ চিত্তে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীন পক্ষী হয়ে থাক কৌণ্ডিল্য পুরেতে॥
গৃধ্র পক্ষী হয়ে জন্ম হইল রাজন।
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এ সব কথন॥
পিতার বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখীমন।
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ॥

শুনি নীলধ্বজ রাজা হৈল সচিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজা পুরোহিতের সহিত ॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্যবরে ॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার ॥
কৌণ্ডিল্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারী হত্যা দিব তবে তোমার উপরে ॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণে দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিল্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী ॥
শকুনির রূপে কন্যা দেখিয়া স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে অনেক প্রকারে ॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলা রাজন ॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি না হয় এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান ॥
ধর্ম্মরাজ করিলেন হেন তব গতি।
আমি আজি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপ ভয়ে ধর্ম্ম তথা আইল সাক্ষাতে ॥
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু মৈল অকারণ।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ ॥
সে কারণে হইল কলুষ অতিশয়।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি নাহিক সংশয় ॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
শাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন ॥
এই মূর্ত্তি ত্যজি পুনঃ নিজ মূর্ত্তি হবে।
নাহিক সংশয় আজি স্বামীকে পাইবে ॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
শকুনির রূপ ত্যজি নিজ মূর্ত্তি হৈল ॥
দেবাকৃতি হইল সে কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেব রথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি ॥
এত বলি দোঁহে কৈল স্বর্গে আরোহণ।
শুনহ পুরাণ কথা ধর্ম্মের নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—০—

অষ্টমীর ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রত কথা শুন দিয়া মন ॥
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতি সেবনে।
জন্মায়ে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে ॥
শ্রাবণের শুক্লপক্ষ অষ্টমীর দিনে।
শিব দুর্গা আরাধনা করে যেই জনে ॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
ইতিহাস কথা কহি শুন ধর্ম্মরায় ॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর ॥
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি।
সুবাহু নামেতে এক ছিল নরপতি ॥
মহা ধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্মে কর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেন অবিরত ॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজা দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন ॥
এইমত বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ॥
কোটি২ ব্রাহ্মণ করিল নিমন্ত্রণ।
দিব্য ভোগে সবাকারে করিল তোষণ ॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে ॥
অন্তঃপুরে যায় রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন ॥
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে।
যাচ্ঞা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে ॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত অন্তর ॥
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিল ব্রাহ্মণেরে ॥

তাহা পায়ে সন্তোষে চলিল নিজ ঘরে।
ক্রোধ চিত্তে নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে।
কতদিনে নৃপতি দেখিল পুষ্পবনে॥
প্রতিদিন আসি পুষ্প গন্ধর্ব্ব হরয়।
ক্রোধচিত্তে নরপতি পুষ্প নাহি পায়॥
ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিল।
কোন জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে।
আপনি রহিল রাজা কুসুম রক্ষণে॥
পুষ্প তুলিবারে আইল গন্ধর্ব্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্নবৃষ্টি বরিষয়ে অতি॥
অন্নবৃষ্টি দেখি হইল সচিন্তিত মন।
সেই রাত্রি রহিলেক জানিতে কারণ॥
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধর্ব্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
কোন হেতু আসি পুষ্প তোল নিতি২॥
আমার সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবি মম স্থানে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর জাতি॥
সুবেশ করিবে যত বিদ্যাধরীগণ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ॥
আজ হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার।
কোন কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার॥
কিন্তু এক স বিস্ময় হইল মম মনে।
নিত্য২ পুষ্প হরি আসিয়া কাননে॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন।
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ॥
অদ্যাবধি অন্নবৃষ্টি হয় এই বনে।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণে॥
হেতু যদি জান রাজা কহিবা আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে॥
কোথা অন্নবৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে।
মিথ্যা কথা বলি কেন ভাণ্ডহ আমাতে॥
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে।
দিব্যচক্ষু দিয়া তুমি দেখহ নয়নে॥
এত শুনি দিব্যচক্ষে চায় নরনাথ।
অন্ন বরিষণ দেখে করে দৃষ্টিপাত॥
পূর্ব্বের কারণ তার হইল স্মরণ।
গন্ধর্ব্ব চাহিয়া বলে শুন বিবরণ॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
অন্ন বস্ত্র দান আমি দিলাম ব্রাহ্মণে॥
সেই হৈতে অন্নবৃষ্টি হয়ত কানন।
যাহা দিই তাহা পাই এ নহে এড়ান॥
তার পর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষণে।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
ক্রোধরূপে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নদান।
এ পাপ নরক হৈতে নাহিক এড়ান॥
এক নিবেদন করি শুনহ আমার।
এ পাপ যেমতে তরি করিবা প্রকার॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।
কহিল রাজার কথা ইন্দ্রের গোচরে॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল বচন।
যত পুণ্য করিল সে না হয় কথন॥
পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান।
তার তরে আগে হৈতে করেছি উদ্যান॥
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর।
সুবর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর॥
পুরীর সম্মুখে গিয়া দেখ বিদ্যমান।
ভক্ষণ সামগ্রী দেখ অদ্ভুত বিধান॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল।
রাজভোগ হেন দ্রব্য কি হেতু হইল॥
ইন্দ্র বলে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাপাপ অর্জ্জন সুবাহু নৃপমণি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেক অত্যন্ত যতনে॥
একগুণে দিলে এথা হয় সপ্তগুণ।
অন্নদান হেতু হইল শুনহ নিপুন॥
যাহা ইচ্ছা তাহা ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ্য হেতু যে রাখিনু মতিমান॥

কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নরবর ॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে ॥
এত শুনি বিস্ময় হইল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর ॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল ॥
এই পাপ ভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥
হেন পাপ ভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে ॥
ইহার প্রকার মোরে বল মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোনমতে হয় ॥
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাজায় ॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী সেবনে।
রাজার নগরে করি থাকে যেইজনে ॥
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্ভিবে ॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব দুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে।
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥
অন্নদান ভূমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা লয়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে।
তবে তার এইপাপ হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন ॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে ॥
অষ্টমীর উপবাস কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল ॥
নগরের নারী এক ছিল বেশ্যাঘরে।
দুই পুরুষে কোন্দল করিল বহুতরে ॥
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ ॥
ব্রতী হয়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগ হইতে ভূপতি তরিল ॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজা কর্ম্ম করহ পালন ॥
অষ্টমীর ব্রত কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

একাদশী ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালার উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব তোমারে ॥
একাদশী ব্রত কথা সর্ব্ব ব্রত সার।
অবধান করি শুন ধর্ম্মের কুমার ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন একমনে ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে আচরণ।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে ॥
যেইরূপ জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন ॥
পূর্ব্ব মুখ হয়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিবা দেব নারায়ণে ॥
ন্যাসমন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার ॥
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয় কমলোপরি রাখি নারায়ণে ॥
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়া পুনরপি পূজিবে আচারে ॥

নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে পরে করে বিসর্জ্জন ॥
অবশেষে বাটিয়া দিবেক ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি কমি পূজা সমাধানে ॥
পর দিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি ॥
পূজা সমাপন করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন ॥
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ ॥
পারণা করিবে তবে বন্ধুগণ লয়ে।
ব্রত সমপিবে পরে সাবধান হয়ে ॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপুরী ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী দিনে উপবাস হৈল যাতে ॥
গালব মুনির পিতা পুত্রের সংবাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ সম্মত কথা ব্যাসের বচন ॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয় ॥
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হলো তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী অঙ্গজনু ॥
কোন প্রকারেতে ভক্তি সারি দামোদরে
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে ॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্ত খণ্ডাহ সংশয় ॥
ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বিদিত সংসারে ॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে ॥
এইরূপে নানা সুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্য বিহীন দ্বিজ সদা দুঃখী মন ॥
এক দিন ভার্য্যা সহ বসি তপোধন।
পুত্রভাবে নানারূপ করয়ে শোচন ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্তে নরকে গমন ॥
দুগ্ধহীন গাভী যেন পুত্রহীন তেন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন ॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্যে করিলেন চরণ বন্দন ॥
দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন ॥
করযোড় করিয়া করিল নিবেদন।
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহা তপোধন ॥
চরাচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবি বর্ত্তমান জানহ প্রত্যেক ॥
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার ॥
অচিরে হইবে তব যুগল নন্দন।
এতবলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন ॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
যজ্ঞবেদী হইল আসি দুইটী নন্দন ॥
পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ॥
যজ্ঞেতে জন্মিল নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল ॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মশীল হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠ পুত্র পাপীষ্ঠ জন্মিল ॥
কত দিনে যোগ্য দুই হইল নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন ॥
সংসারে বাসনা মম ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপনার সঞ্চিত যতেক ধন ছিল ॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে ॥

জানন্তী নামেতে তথা মহা তপোধন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ॥
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্ট যত শিষ্য অগণিত॥
তার কাছে গিয়া উত্তরিল তপোধন।
জানন্তী মুনিরে দেখি কৈল অভ্যর্থন॥
অতিথি বিধানে পূজা করিল মুনিরে।
তবে তারে জিজ্ঞাসিল মহামুনি বরে॥
কোথা হতে আইলেন কোথায় নিবাস।
কোন প্রয়োজনেতে আইলা মম পাশ॥
এত শুনি বলে ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম॥
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্ত্বজ্ঞান॥
কিরূপে তরিব আমি এ ভব সংসার।
যাহা হইতে সংসার বন্ধনে হব পার॥
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি হরি মায়া॥
এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদেশের নাথ বিষ্ণু এক সনাতন॥
তাঁহার আশ্রয় কৈলে সর্ব্ব পাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তর ঘোর যমদণ্ডে॥
তাঁহার আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
এই ব্রহ্ম সনাতন জগতের সার॥
তাঁহারে ভজহ পূজ তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে করহ ভকতি॥
নাম গুণ শ্রবণ করহ অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি॥
ভার্য্যা সহ উত্তরিল যমুনার তীরে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে॥
একান্তে বাসনা করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল॥
চিতা করি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুনি।
পতি সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেল সুবদনী॥

যজ্ঞমালী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার॥
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্য কর্ম্ম কৈল॥
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে॥
নানাবিধ ধ্যানে দেবগণ আরাধিল।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণ চরণ সেবিল॥
দেখিয়া সকল জীব আত্মার সমান।
নিজ হস্তে কৈল হরি মন্দির মার্জ্জন॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জ্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধভাবে আনন্দে রহিল॥
সুমালী পাপীষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার॥
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হয়ে সব মজাইল॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালী সহ মিলে জ্ঞাতিগণ॥
একদিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া॥
না শুনিল তার বাক্য ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি জ্যেষ্ঠবর্গে কৈল প্রহারণে॥
হাহাকার শব্দ উঠে পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে॥
তার মহাদুষ্ট কর্ম্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকারে কৈল নগরের জন॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তারে করিল দুর্ব্বৃত্তে॥
এইরূপ কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন॥

ধর্ম্ম আত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্ম পরায়ণ।
পাঠাইয়া বিমান দিলেন নারায়ণ॥
দুই দূত আইলেন সুন্দর শরীর।
বিমান লইয়া তারা আইল শিবির॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নর্ত্তক নাচনে॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে মালীর সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি লয়ে যায় করিয়া প্রহার॥
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হয়ে।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে।
এই দুষ্ট দূত হয় কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথাকারে লইয়া যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবা আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিল তাহারে॥
এই দুইজন হয় যমের কিঙ্কর।
এই যে দেখিছ পাপী তব সহোদর॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম বিদ্যমান॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কোনহ প্রকারে এই হয়ত মোচন॥
দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় ইহার মুক্ত করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কৌশল নগরে পূর্ব্বে কামিলা নামেতে।
বৈশ্যকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিতে॥
গো ব্রাহ্মণ বিনাশিয়া হয় দুষ্ট চোর।
তাহার পাপের কথা কি কহিব ঘোর॥
চুরি হিংসা করে যদি বেশ্যা পরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্ম অধর্ম্মি দুষ্টজন॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি যত বন্ধুজন।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ তাড়নেতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে প্রবেশিল বনে॥
ভ্রমিতে২ বনে সেই দুষ্টবীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব মন্দির॥
মন্দির সমীপ এক সরোবর ছিল।
স্নান দান নিত্য কর্ম্ম তাহাতে করিল॥
শ্রম দূরে গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় হইল সেই মন্দির ভিতর॥
যত ভস্ম গঙ্গার আছিল ভাঙ্গা ঘরে।
পরিষ্কার সে সব করিল নিজকরে॥
শ্রমযুক্ত হয়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুশেষ আসি কাল উপনীত হৈল।
গৃহের ভিতর মহা কাল সর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ-খণ্ডে যোগ্যতা কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার॥
দুই দূত সেথ নে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন॥
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিল ম বহু তিরস্কার॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্ত পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায়॥
গোচর্ম্ম প্রমাণ বিষ্ণু মন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দয়া পুণ্যদানে॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে॥
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণু দূত কয়॥
ভ্রাতা পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়২ ইহারে তোরা আরে দুরাচার॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এতবলি মুক্ত করি দিল সেইক্ষণ॥

যজ্ঞমালী শুনি তবে স্তব্ধ চিত্ত হৈয়া।
উপরে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চাপয়া॥
সুমালীর কথা দূত যমে নিবেদিল।
শুনিয়া সকল দূতে যম প্রবোধিল॥
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি সুমালী লভিল॥
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্ম সনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস॥
শ্রদ্ধা ভক্তি হয়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির মার্জ্জনা করি ভজয়ে শ্রীহরি॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে এ ভব সংসার সুখে তরে॥
কহিলাম তোমারে এ ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই ব্যাসের বচন॥
একচিত্তে একমনে শুনে যেইজন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন॥
এ ভব সংসার সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নহে কোনকালে॥
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।
কাশীদাস কহে ভাবি গোবিন্দ চরণ।

বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়কর॥
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে॥
তাহার কি পুণ্যফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাহ নিশ্চয়॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা তোমার।
গোবিন্দের প্রণাম যে করে অনিবার॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা কহিব তোমারে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র বীজ অঙ্গিরা কুমার।
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার॥
শুক্রের নগরে তার আলয় নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান॥
শিলারূপে তাহাতে প্রকাশ দামোদর।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে তবে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের করে স্তুতি॥
এইরূপে নিত্য২ করয়ে বন্দন
একদিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন॥
প্রদক্ষিণ করে গুরু দেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে॥
চক্রাবর্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করেন কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
হেনকালে আসি ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত॥
নানাবিধ ভক্ত কৃষ্ণ কহে মুনিগণ।
স্তুতি পূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন॥
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি॥
ইহার কি ফল হয় কহিবা আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে॥
সম্যক্ প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধানে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী॥
ধ্যান অবশেষে তব প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া॥
দেখিয়া বিস্ময় মন হইল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলাম তোমারে॥
কৃপা করি ব্রহ্মা কহিলেন যে আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে॥
পূর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে॥
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার॥
তার কর্ম্ম দেখি সবে ধিকার জন্মিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল॥
মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন॥

তথায় দেখিল তপ করে একমুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি॥
শকুনি পতঙ্গ পাখা করিতে আছিল।
সেই পাখা মুনির জটায় নিয়োজিল॥
হাস্য পরিহাস করি অনেক কহিল।
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল॥
অতি সুশোভন দেখি জটার উপর।
এত শুনি হৈল মুনি সক্রোধ অন্তর॥
না জানি আমারে দুষ্ট করে বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ॥
শকুনি পতঙ্গ পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধিনী পক্ষী জন্মহ ভূতলে॥
এত শুনি পুনঃ দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতি ভঙ্গ আমার যে না হয় কখন॥
এত বলি দুঃখ চিত্ত হৈল তপোধন।
সেইক্ষণে পঞ্চত্ব পাইল সে ব্রাহ্মণ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল॥
এইরূপে কত দিন আছয়ে বনেতে।
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল।
কিঞ্চিৎ বাজিল বাণ কিছু না হইল।
উধায়ু করিয়া পক্ষী যায় পলাইয়া।
পাছে২ ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া॥
কত দূরে গিয়া পক্ষী নির্জীব হইয়া।
উড়িয়া পড়িল এক দেবালয়ে গিয়া॥
ধায়ে গিয়া সেই ব্যাধ পক্ষীরে ধরিল।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি।
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী দিব্য মূর্ত্তি ধরি॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়া।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী লৈয়া॥
পাইল নির্ম্মল মুক্তি দেব নারায়ণে।
প্রদক্ষিণ মহিমা কে কহিবারে জানে॥
ব্রহ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয়।
সেই হৈতে প্রদক্ষিণ করি দেবালয়॥

দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্র লোচন॥
সেই হৈতে হৈল চন্দ্র প্রদক্ষিণ রত।
কহিব তোমারে রাজা পুরাণের মত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনে ভবার্ণবে হবে পার॥

সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতঙ্গ উপাখ্যান।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
মায়া মোহ ত্যজিয়া হইলেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির॥
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানীজন।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন॥
কিরূপেতে সাধুসঙ্গ করে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন॥
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ কুরুবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা কারণ।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোনজন॥
সকলের আত্মা হয় এক ভগবান।
কার শত্রু মিত্র নন সকল সমান॥
মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহন।
জ্ঞানীজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদন॥
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিদান।
কহিব তাহার কথা শুন মতিমান॥
ঈশ্বরের মায়াতে মোহিত চরাচর।
মায়া অবলম্বিয়া রহেন দামোদর॥
মায়াতে হইয়া বন্দী মরে মূঢ়জন।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন॥
এসব সম্পত্তি মম মম ভ্রাতৃগণ।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ॥

মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয় ।
চুরি হিংসা পরমাদ ক্রোধ লাজ ভয় ॥
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে ।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে ভ্রময়ে সংসারে ॥
ঈশ্বর নির্ম্মিত সব নাহি জানে জ্ঞানে ।
আমার২ করি মরে অকারণে ॥
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাতিনয় ।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কার সাতে রয় ॥
হরিনাম হরিগুন শ্রবণ কীর্ত্তন ।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ ॥
এইরূপে ঈশ্বরের মায়ার নিদান ।
তরিতে ইহাতে যেই হবে মতিমান ॥
গৃহধর্ম্ম করিয়া করিবে সাধুসঙ্গ ।
হরিনাম হরিগুন কীর্ত্তন প্রসঙ্গ ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করে ধরি ।
মায়াজালে বন্ধন কাটহ ত্বরা করি ॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন ।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন ।
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন ।
তথাপি অময় হবে বেদের বচন ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে ।
সাবধান হয়ে রাজা শুন এক চিতে ॥
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে ।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে ॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যা পরায়ণ ।
পর দ্রব্য লোভে লুব্ধ করে অনুক্ষণ ॥
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে অনুক্ষণ ।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন ॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্য অপহার করে ।
একদিন গেল ব্যাধ সৌরভি নগরে ॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর ।
বিচিত্র কানন আছে দিব্য সরোবর ॥
তথা গিয়া কলিক হইল উপনীত ।
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্বিত ॥
নানা ধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন ।
উপরেতে সুশোভন সকল কাঞ্চন ॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন ।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন ॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া ।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া ॥
উতঙ্গ নামেতে দ্বিজ সর্ব্ব গুণান্বিত ।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্রে বিদিত ॥
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পত্রাসন ।
লিঙ্গরূপী মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন ॥
পূজার ভাজন নানা সুবর্ণ রচিত ।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিন্তিত ॥
ভাবিলেন নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে ।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল ।
মন্দির সমীপে বনে গোপনে রহিল ॥
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে ।
হাতে খড়্গ আইল ব্যাধ মুনিরে মারিতে ॥
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ ।
খড়্গ ঊর্দ্ধ করি হানিবারে কৈল মন ॥
খড়্গ ধরি হস্তে মুনি বলয়ে ব্যাধেরে ।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে ॥
একাকী দেখি যে তোমা নিষ্পাপ লক্ষণ ।
তবে কোন হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ ॥
অহিংসা পরমধর্ম্ম বেদেতে ব্যাখানে ।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে ॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত ।
তথাপিহ হিতকর করে না অহিত ॥
কালরূপী ভগবান এক সনাতন ।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন ॥
সেই হেতু তোমারে দেখি হে কুলক্ষণ ।
প্রায় বুদ্ধি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ ॥
অখিল পতির মায়া অখিল মোহয় ।
ঈশ্বরের মায়াজালে কেহ না বুঝয় ॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে ।
কালরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে ॥
পুত্র মিত্র সকল বান্ধব পরিজন ।
ভৃত্য আদি জন এ সব কারণ ॥

ব্যস্ত হয়ে লোক করে নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে বিত্ত উপার্জ্জন॥
নানা ভোগ দুঃখ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি না বুঝে পামর।
একা হয়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর॥
পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনার ভাবে জীব ঈশ্বর মায়াতে॥
সাধু সঙ্গবিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বর মায়া সে তত্ত্ব বুঝিয়া॥
যার নামে গুণের প্রভাব অবর্ণিত।
কে সে বুঝিবে তত্ত্ব জগতে বিদিত॥
শঙ্কর যাহার মায়া তত্ত্ব নাহি জানে।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কেমনে॥
জ্ঞানরূপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপার॥
চরণারবিন্দ তাঁর যে করয়ে সার।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হয় তার॥
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর॥
যাঁর নাম স্মরণে অশেষ পাপ হরে।
পাপী হয়ে পাপ তত করিতে না পারে॥
বহু ক্লেশে লোক ধন করে উপার্জ্জন।
ধন নিয়া পোষয়ে বান্ধব পরিজন॥
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয়।
অধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ পাত্রেতে মজয়॥
পরকালে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে॥
অন্তঃকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনাকে না জানে দারুণ মহামতি॥
দেহ মদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার।
সাধুজন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার॥
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন॥
এইরূপে শাস্ত্র কথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল॥

সাধু পরশন মাত্রে পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্গে কহিল॥
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয়॥
নমো নমঃ তোমার চরণে নমস্কার।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
পূর্ব্ব জন্ম যত কৈনু পুণ্য উপার্জ্জন।
এই জন্ম তত পাপ না হয় গণন॥
পাপ দূরে গেল মম তোমার পরশে।
জন্মিল যে ভক্তি নিত্যানন্দ হৃষীকেশে॥
তুমিত পরম গুরু হইলা আমার।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভব পার॥
নমো নমো নারায়ণ অনাদি নিধন।
জয় জগন্নাথ নাম পতিত পাবন॥
সাধু সমাগম মাত্রে দুর্ব্বিতি খণ্ডিল।
তোমার চরণে দেব ভক্তি উপজিল॥
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেন মনে॥
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
পুনরপি পাপে পাছে ধায় মম মন॥
ত্রিগুণে জন্মিলে দেহ ক্ষণেক চঞ্চল।
সে কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল॥
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে।
ওহে বিধি আমাকে রাখিলা কোন পাকে॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহয়ে আমার॥
আমার যতেক পাপ আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার॥
অন্তরে ভাবিত অগ্নি উঠিল নয়নে।
অতি শীঘ্র পঞ্চত্ব হইল সেইক্ষণে॥
ব্যস্ত হয়ে উতঙ্গ উঠিল সেইক্ষণ।
বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে করেন মোচন॥
বিষ্ণু পাদোদক স্পর্শ সাধু সমাগমে।
সর্ব্বপাপ খণ্ডিল জানিল অনুক্রমে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্গে করে স্তুতি।
দিব্য রথে পাঠায়ে দেন জগৎপতি॥

চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
দেখিয়া উতঙ্গ হইল সবিস্ময় মতি।
নানাবিধ প্রকারে কৃষ্ণের কৈল স্তুতি ॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শক্তি আছে কার ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার ॥

ব্যাধের প্রতি উতঙ্গ মুনির উপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নরমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি ॥
উতঙ্গ কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন ॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে তায়।
কহিবে সকল কথা বিশেষ আমায় ॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
মহামুনি উতঙ্গ বিখ্যাত তপোধন ॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করে।
বেদশাস্ত্রে নিষ্ঠাশীল সর্ব্ব গুণ ধরে ॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিত গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া ॥
জয়২ নারায়ণ জগৎ কারণ।
জয় জগন্নাথ নাম ব্রহ্ম সনাতন ॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দার ধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্র কুলান্তক ॥
নমো রাম অবতার রাবণ নাশন।
বলি মদহর নমো নমস্তে বামন ॥
নমো ধন্বন্তরী কায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ বিদারক ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্য বিনাশন ॥
নমো রামকৃষ্ণ রূপ গোকুল বিহার।
নমো নমো নমো জয় বুদ্ধ অবতার ॥
ভবিষ্যৎ অবতার নমো কল্কিরূপ।
নমো হরি অবতার নমো বিশ্বরূপ ॥
নমঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ বিশ্বপরায়ণ।
নমো২ জগৎপতি ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগৎ নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি ॥
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি জগৎ ঈশ্বর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর ॥
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতি হীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥
জ্ঞানেতে স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধার।
নির্ম্মায়া নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর ॥
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহার ॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
আকাশ মস্তক তব অরুণ লোচন ॥
দশদিক শ্রোত্র তব শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীর ব্যাপ্ত চরাচরগণ ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শার্ঙ্গ আদি ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারী ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালা বিভূষিত গরুড়বাহন ॥
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ বেশ মনোহর।
নবদল বিকশিত শ্যাম কলেবর ॥
দেখিয়া উতঙ্গ মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্গে কৃষ্ণ করিলেন কোলে ॥
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক তপোধন ॥
একান্ত ভাবনা করি আমারে যে ভজে।
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে ॥

মনোমত যেই মাগে দেই আমি তাঁরে।
সে কারণে শুন দ্বিজ কহি হে তোমারে॥
যেই বর তব ইচ্ছা মাগ মমস্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে॥
এত শুনি কহে দ্বিজ যোড় করি পাণি।
অবধান নিবেদন শুন চক্রপাণি॥
নিষ্কাম ভকত আমি বরে নাহি কায।
যদি বর দিবে তবে দেহ দেবরাজ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মম যথা তথা হয়।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয়॥
কীট জন্ম হয় কিম্বা মনুষ্য কিন্নরে।
গন্ধর্ব্ব চারণ আদি যত চরাচরে॥
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ।
যথা তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ॥
অকারণে কর মোরে মায়ায় মোহিত।
নির্ম্মাইয়া হইব আমি মায়ায় বিবর্জ্জিত॥
তোমার মায়াতে বদ্ধ সব চরাচর।
কেবল বর্জ্জিত মায়া তোমার কিঙ্কর॥
ঈশ্বরের মায়াতত্ত্ব কে বুঝিতে পারে।
মায়া বিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারে।
এত বলি করে দণ্ডবৎ প্রণিপাত।
দিলেন তাহারে জ্ঞান ভক্তি জগন্নাথ॥
পুনরপি উতঙ্গে বলেন শ্রীনিবাস।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে পুরিবেক আশ।
নরনারায়ণ স্থানে করহ গমন।
তপযোগে সাধি কর মম আরাধন॥
নর নারায়ণ স্থানে লহ উপদেশ।
একান্ত আমারে ভক্তি করহ বিশেষ॥
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবা নিশ্চয়।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময়॥
তত্ত্ব উপদেশ লয়ে ভজিহ শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী॥
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ কথন।
ঈশ্বর নির্ণয় তত্ত্ব জানে কোনজন॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
কলসীতে ভরি যত সমুদ্রের বারি॥
আকাশের তারা যদি পারি যে গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে॥
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর।
অন্য দিয়া অন্যবৃত্তি হরেন শ্রীধর॥
অন্য দিয়া অন্যজনে সংহারেন হরি।
তাঁহার প্রপঞ্চ মায়া বুঝিতে না পারি॥
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি বুঝ মহাশয়॥
একা হয়ে আসে জীব একা হয়ে চলে।
আমার আমার বলি মরয়ে বিকলে॥
সে কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোক কর নিবারণ॥
এত বলি গঙ্গা পুত্র নিঃশব্দ হইল।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণে মনে ধরিয়া রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুত বলে অবধান কর মুনিগণ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন॥
যোগমার্গ কথা শুনি সানন্দ হৃদয়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা করিয়া বিনয়॥
সে যোগমার্গের কথা ভীষ্ম মুখে শুনি।
কোন কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার কথন॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
অনন্তর গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
কহিলেন ধর্ম্মের করিয়া সুবিস্তার॥
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা হয়ে রাজ্য করি হস্তিনা ভুবন॥
মহাযজ্ঞ করিয়া ভজহ দয়াময়।
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়॥

মাঘমাসী সীতাষ্টমী আজি শুভদিনে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পণ।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবা পালন॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যান যোগ চিত্তে ধরি।
করেন কৃষ্ণের স্তোত্র ভীষ্ম ভক্তি করি॥
নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগত এই তব লোমকূপ॥
নমো নমঃ আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমঃ কূর্ম্ম বরাহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয়॥
নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন।
নমো জগৎপতি ক্ষত্রকুল বিনাশন॥
নমো রাম অবতার রাবণ নাশক।
নমো রাম অবতার রেবতী নায়ক॥
নমঃ কৃষ্ণ অবতার গোকুল বিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার॥
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশন।
নমো নমো জয় জয় আদি নারায়ণ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর॥
আত্মরূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি॥
এ ভব সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেন মন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার॥

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখেন নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণ লোচন॥
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারী॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মুরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে করিলেন নানা স্তুতি॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখে দেবগণে॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্প বৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে॥
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতুল সারথি॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিলা গমন।
বন্ধুগণ সহ গিয়া হইল মিলন॥
চিরদিন বন্ধু সনে হইল দর্শন।
সম্ভ্রমে খণ্ডিল পূর্ব্ব জন্মের কথন॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
স্বর্গেতে চলিল ভীষ্ম গঙ্গার তনয়॥
মাঘমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি কত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার॥
কোথা গেল পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে
দুর্য্যোধন পাতক করিল অকারণ।
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোক সিন্ধু মধ্যেতে আমাকে ডুবাইল॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা হৈতে ব্যাস মুনি জানি সমাচার॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে যথা ভীষ্মের পতন।
তথাকারে করিলেন ত্বরিত গমন॥

ব্যাস দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া পঞ্চজন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
ধূলাতে ধূসর তনু নেত্রে ঝরে বারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি॥
নিস্ফল তোমরা সব করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝান ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু ভ্রম না ঘুচিল তোমা সবাকার॥
ভ্রম দূর কর রাজা তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য আত্মা ভীষ্ম বীর বসু অবতার।
শাপে ভ্রষ্ট হয়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হয়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থানে।
তাঁর হেতু শোক রাজা কর অকারণে॥
দুর্য্যোধন আদি যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর হিতে।
হত হৈতে যত ক্ষত্র ভারত যুদ্ধেতে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণ হয়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার॥
কিছু মাত্র অবশেষে আছে বিষ্ণু অংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস॥
কত দিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর পূজা শুন মম বাণী॥
যদি বা সংশয় চিত্ত আছয়ে তোমার।
উপদেশ কহি রাজা শুন সারোদ্ধার॥
অগ্নি সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদাহন পৃথিবী দেখহ যেইখানে॥
অপোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাহ।
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিহ॥
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি সবে গেল শমনের দ্বারে॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে।
অপোড়া নাহি কোথায় কহিনু তোমাতে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাস বাক্য শুনি॥

অর্জ্জুনের আদেশ করিলেন রাজন।
শীঘ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ॥
পৃথিবী খুজিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দ ভুবনে॥
অদাহন পৃথিবী আছয়ে যেইখানে।
তথা লয়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে॥
জানিয়া আইস ভাই চল শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় বলেন সত্বর॥
কপিধ্বজ রথ আরোহিয়া সেইক্ষণে।
অগ্রে উপনীত গিয়া ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অদাহন।
একে২ বিচারেন ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্তসর্গে পুনরপি করেন বিচার।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার॥
সপ্ত পাতালেতে সব দেখেন বিচারি।
অদাহন পাতালেতে কোথাও না হেরি॥
অনন্তরে বার্ত্তা জানাইল ধনঞ্জয়।
সপ্ত দ্বীপ বিচারিয়া করেন নির্ণয়॥
অদাহন পৃথিবী না দেখি কোন খানে।
সবিস্ময় হয়ে আসি কহেন রাজনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্বে ভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেয় মন।
ভীমার্জ্জুন আজ্ঞা তবে করেন রাজন॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃত কুম্ভ সম্ভার বিস্তরে॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয়।
চতুর্দ্দোল করি আন গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমারে।
অগ্নি সংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
শত২ ঘৃত কুম্ভ কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আইল ক্ষত্রিয়চয় পৃথিবী নিবাসী॥
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাতে মজ্জিয়া তবে করেন তর্পণ॥

শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন ক্ষত্রিয় বিধানে।
নানারত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল।
লিখন না যায় যত দরিদ্র তুষিল ॥
অতুল দক্ষিণা দিয়া তুষিলা ব্রাহ্মণে।
শোক চিত্তে রহিলেন হস্তিনা ভুবনে ॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখীত রাজনে ॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর কর অবধান।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হইল সমাপন ॥
সংক্ষেপে কহিনু কিছু রচিয়া পয়ার।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত ।

মহাভারত।

অশ্বমেধ পর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
মুনি বলে শুন তবে শ্রীজন্মেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয়।
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিয়া যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণ পালন করেন ধর্ম্মবীর ॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
সেই মত প্রজার পালক মহাতেজা ॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠির না চাহেন মনে।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি ॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ ॥
রাজ্যধন দেখিয়া আমার নহে প্রীতি।
সতত চঞ্চল চিত্ত সদা হয় ভীতি ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়।
সর্ব্বদা ব্যাকুল চিত্ত না দেখি উপায় ॥
না হেরিয়া নয়নে আমার কালাচাঁদে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কাঁদে ॥
দ্বারকা নগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্বশূন্য দেখি সঙ্গে নাহিক গোপাল ॥
অর্জ্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন সেই বোলে।
ব্যাসদেব তথা আইলেন হেনকালে ॥
তাঁরে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে ॥
কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমারে দেখিয়া মম বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা সম রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি বনমালী ॥
তোমা বিষাদিত আমি দেখি কি কারণ।
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
বিনয়ে কহেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন মুনি আমারে না করিও প্রশংসা।
বড়ই নিন্দিত আমি মন্দ মম দশা ॥
লোভের কারণ ধর্ম্মপথ পরিহরি।
করিলাম অন্যায় যে করিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মেরে করিলাম সংহার।
আমার সমান কোন পাপী আছে আর ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য তিনি হয়েন ব্রাহ্মণ।
নাশ করিলাম তারে শুন তপোধন ॥

সহোদর কর্ণেরে অর্পিলাম শমনে।
বধিলাম শত ভ্রাতৃ সহ দুর্য্যোধনে ॥
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল ॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন তপোধন ॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
না বুঝিয়া মহামুনি প্রশংসে আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন ॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন নৃপমণি ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রজাতি।
এ সব ব্রহ্মার দেহে হইল উৎপত্তি ॥
যথাযোগ্য ধর্ম্মে নিয়োজিল চারিজনে।
সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে ॥
তুমি বল নিন্দা কর্ম্ম করিলাম আমি।
কিন্তু ইহা স্মরণেতে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
যুধিষ্ঠির পুনশ্চ কহেন মতিমান।
শুন প্রভু ক্ষত্রধর্ম্ম কহিলা প্রমাণ ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম কান্দিতেছে প্রাণ।
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান ॥
কি কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে।
অনুকূল হয়ে মুনি কহিবে আমারে ॥
কোন মন্ত্র জপিব করিব কোন ধ্যান।
কোন যজ্ঞ করি কহ মুনি মতিমান ॥
দ্রোণ জিজ্ঞাসিল করি আমাতে বিশ্বাস।
শুন মুনি তারে আমি কহি মিথ্যা ভাষ ॥
কি মতে এসব পাপে পাব পরিত্রাণ।
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মতিমান ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা দুঃখ ভাব কেনে।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত পুরাণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয়।
পুণ্যকর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয় ॥
জ্ঞাতিবধে পাপ ভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করিব বল মুনিবর ॥

তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস ॥
মহাবীর ছিলা জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সাতবার ॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁই বধিল জননী।
বনপর্ব্বে সেই কথা শুনিয়াছ তুমি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তার পাপ গেল দূরে।
এ সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে ॥
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার ॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে।
বনে ভ্রমিলেন সীতা লক্ষ্মণের সনে ॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন শ্রীরাম আপনি ॥
আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর ॥
তুমিহ করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড় হস্তে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধ পাপ দূর কহিলা আপনি।
যজ্ঞ কেল যত জন শুনিলাম আমি ॥
তা সবার সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি ইহা না হয় সর্ব্বথা ॥
নির্দ্ধন নৃপতি আমি নাহি এত ধন।
কি মতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন ॥
দুর্য্যোধন বিবাদেতে অর্থ হইল ক্ষয়।
কি মতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয় ॥
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি কহিবা উপায় ॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষীগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন ॥
ধনহীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হৈতে ধর্ম্ম হয় মুনিগণে কয় ॥

হেন ধন নাহি মম কিসে হবে যজ্ঞ।
কি মতে তরিব পাপে কহ মহাযজ্ঞ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কার্য্য কর্ম্মে বদ্ধ হৈলে ধনে প্রয়োজন॥
তবে ধনে ধর্ম্ম হয় ইথে নাহি আন।
শুন রাজা কহি তোমা ধনের সন্ধান॥
মরুত্ত নামেতে এক ছিল নরবর।
তার যজ্ঞ কথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ করিল মরুত্ত নরপতি।
অদ্যাপি তাঁহার যশ ঘোষে বসুমতী॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিল।
সুবর্ণ আসন সব দ্বিজগণে দিল॥
স্বর্ণ বাটি স্বর্ণ থালা স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চন নির্ম্মাণ পাত্রে অন্ন জল পুরি॥
হেনমতে মরুত্ত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিল দ্বিজবরে॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল কতেক বৎসর।
মরুত্ত সমান ধনী নাহি নৃপবর॥
বহু ধন নিতে না পারিয়া দ্বিজগণ।
হিমালয় পার্শ্বেতে রাখিল সর্ব্বজন॥
তথা হৈতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নৃপবর॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড়হস্ত করিয়া করিল নিবেদন॥
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব আমি কেমনে আনিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে॥
শুন মহামতি মম যজ্ঞে নাহি কাজ।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি সমাজ॥
ব্রহ্মস্বেতে বংশরক্ষা হইবে কেমন।
কিমতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণ॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণে করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে শুন মহাভাগ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী এ ধন কার নয়॥
শত শত রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
তবে অনন্তরে কত কত রাজা হৈল॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পায়ে নানা ধন॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
ইথে কেন ভয় কর ধর্ম্মের তনয়॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ ধন ধরণী যত অসুরেরা পাই॥
তবে দেব অসুরে মারিলা বাহুবলে।
এই ধন নিতে আজ্ঞা কৈল বহুকালে॥
সাবর্ণি নামেতে হৈল সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ॥
বশ করি বসুমতী পালিলেক প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হৈল যত রাজা॥
তা সবার দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এ সব তপের তেজ জানাই তোমারে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান দিলেক ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে যেই বসুমতী।
তবে কেন লইলেন ক্ষত্র নরপতি॥
ব্রহ্মস্ব বলিয়া তার ভয় নাহি ছিল।
প্রজার কারণে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে করিল॥
তবে বিরোচন সুত বলি হৈল রাজা।
ব্রাহ্মণের সপ্তদ্বীপ দিয়া করে পূজা॥
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান।
দুষ্ট দেখি তারে বিড়ম্বিল ভগবান॥
তবে জমদগ্নি সুত ভৃগু বংশপতি।
শুনেছ তাহার কথা ধর্ম্ম মহামতি॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত মনে।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি নন্দনে॥
কশ্যপ পাইল তবে সব বসুমতী।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পীরিতি॥
ধন ধরা অগ্নি জল ইহা কারো নয়।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয়॥

পৃথিবী পালিয়া তাঁর হয় নানাধন।
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন ॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে।
ইথে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে
আনন্দ পাইল রাজা ব্যাসের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে ॥
হইল ধনেরত্ত্ব ত শুন মহামুনি।
যজ্ঞ হেতু অশ্ববর কোথা পাব শুনি ॥
মুনি কন অশ্ব আছে যুবনাশ্ব পুরে।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে ॥
যজ্ঞ হেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি।
শতকোটি সেনা আছে তাহার সংহতি ॥
যতনে পালয়ে অশ্ব যজ্ঞ নাহি করে।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধ হবে কহিলাম আমি ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দিয়া মন।
হয় হেতু হবে সে রাজার সঙ্গে রণ ॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা চিন্তা কর কেনে।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে ॥
বক হিড়িম্বক আর কির্ম্মীর দুর্ব্বার।
কৈলাস মর্দ্দিয়া কৈল যক্ষের সংহার ॥
কীচকে মারিল বীর বিরাটনগরে।
শত ভাই দুর্য্যোধন বধিল সমরে ॥
ভীম হৈতে হবে তোমা সিদ্ধ প্রয়োজন।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া যতন ॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কর্ম্ম।
হয় হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্ম ॥
যুধিষ্ঠির বলেন করহ অবধান।
বড় দুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম ॥
জর্জ্জর ভীমের অঙ্গ কৌরবের বাণে।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুইত বালক।
বিশের বাপের শোকে দহিছে পাবক ॥

কিমতে বলিব তবে তুরঙ্গ আনিতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিত্তে ॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর ॥
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তুরঙ্গ আনিতে কহিলেন তপোধন ॥
আনিব তুরঙ্গ আমি এ নহে আশ্চর্য্য।
পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কার্য্য ॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে।
আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে ॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে।
আনিব যজ্ঞের অশ্ব জিনিয়া রাজারে ॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে।
অবশ্য আনিব ঘোড়া কারে ভীম ডরে ॥
ইহা ভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে ॥
বৃষকেতু বদন চহেন যুধিষ্ঠির।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক শরীর ॥
যোড়হাতে কহিলেন ধর্ম্মের গোচরে।
ভীম সঙ্গে যাই আমি আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ প্রিয়তর।
আছিল তোমার পিতা এক ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম।
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম ॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহত ॥
সবাই বলিল তারে রাধার সন্ততি ॥
সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্বজনে।
না চিনিয়া সহোদর বধিলাম রণে ॥
বিনাশিল কর্ণবীর অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয় ॥
বৃষকেতু বলে শুন পাণ্ডুর ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম করিতে সমর ॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর ॥

দ্রৌপদীর উপহাসে হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে মম পিতা গেল যম ঘরে॥
আজ্ঞা দেহ যাব আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
বৃষকেতু কথা শুনি ভীম হরষিত।
আলিঙ্গন দিল তবে মনের বাঞ্ছিত॥
তবে ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ নাম।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গ আমি শুনহ রাজন।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্ম্মের নন্দন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনা নগরে॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর।
ঘোড়াকে আনিব আমি শুন নরবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
যাহ পুত্র ঘোড়াকে আনহ বাহুবলে।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
তিন জন মিলিয়া করিবা মহারণ।
তবে সে জিনিবে তারে শুনহ নন্দন॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ বিবরণ॥
মুনিবাক্যে অর্জ্জুনে কহেন নরপতি।
কিরীটি চাপিয়া রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ কথা জানাও আমারে।
স্থির নহে চিত্ত মম কহিনু তোমারে॥
যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্ন জল দিবা সবাকারে॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিবা।
নানা আভরণ দিয়া সবারে তুষিবা॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুণে।
করিবা দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে॥
পাঁচ ঘৃত কুম্ভ এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতিদিনে দিবে॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি।
চন্দ্রমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মুরতি॥
পীতপুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হয় শুন নরবর॥
ভূষিত করিয়া ঘোড়া দিয়া আভরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঘোড়া করিবে পূজন॥
জয়পত্র অশ্ব ভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিয়া লিখন॥
তাহাতে লিখিবা পত্র যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে তাহারে॥
তুরঙ্গ ছাড়িবা মধুপূর্ণিমা দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে॥
আপনি থাকিবা যজ্ঞে তুমি হয়ে ব্রতী।
অসিপত্র ব্রত আচরিবে মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে করি নিবেদন।
অসিপত্র ব্রতে বলহ বিবরণ॥
অসিপত্র ব্রত সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলহ আমারে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি।
অসিপত্র ব্রত কথা শুন নরপতি॥
যাবত না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবা সে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া॥
কদাচিত অন্যমত না করিবা তথি।
তার মাঝে খড়্গ এক থোবে নরপতি॥
মদন আবেশে যদি মজে তার মন।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলাবে সেইক্ষণ॥
সেই ব্রত কর রাজা আমার বচনে।
তোমা বিনা করিতে নারিবে অন্যজনে॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন॥

হেন ব্রত আমি আচরিব কোন মতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
ব্যাস কন তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহেত রাজন ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণের করেন স্তব রাজা দৃঢ় মনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

অশ্ব আনিতে ভীম বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তোমা হৈতে শুনি ॥
কেমনে আনিবে অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা বল মুনিবর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি ॥
পর্ব্বতে বসিলা বীর হরষিত হৈয়া।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়া ॥
সুবর্ণ রচিত পুরী মণি মুক্তাময়।
পুরী দরশনে ভীম মানিল বিস্ময় ॥
রক্ষক সকল দেখি নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কি মতে ॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে ভীমেরে করেন নিবেদন ॥
রাজবাড়ী মনোহর অতি অনুপম।
অমর নগর জিনি পুরীর সুঠাম ॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে ॥
আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি।
ধরিয়া লইব ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
বৃষকেতু বলে আমি করিব সমর।
আমা নিবারিতে নাহি হেন আছে নর ॥
তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ ॥
অশ্ব লয়ে থাকিব সে পর্ব্বত উপরে।
তোমরা প্রবৃত্ত দোঁহে হইবে সমরে ॥
মেঘবর্ণ বাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্ব্বতে রহিল সে হইয়া হরষিত ॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া জলপানে আইসে সেই হয় ॥
অশ্ব দেখি ভীম বীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচসুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ॥
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না বসিয়া।
সৈন্যর মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ।

মেঘবর্ণ মহাবলী, হয়ে মহা কুতূহলী,
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলে, তাহারে করিল কোলে,
আশীর্ব্বাদে হরষিত মনে ॥
প্রণমিয়া কর্ণসুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষস মায়া, দূর কৈল রবিছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন ॥
আকাশে খেচর সব, করে মহা কলরব,
বরিষে মুষল ধারে জল।
প্রচণ্ড মারুত বয়, ঘন শিলবৃষ্টি হয়,
পূর্ণিত হইল ধরাতল ॥
বাত হইল অতি গুরু, ভাঙ্গিল যতেক তরু,
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি নৃপ সেনা, হইলেন অন্যমনা,
অশ্বনিতে না পারিল শালে ॥
মারুতি হইল বাট, ত্রাসিত রাজার ঠাট,
পরস্পর কহে নানা কথা।
কিবা হৈল দুরাদৃষ্ট, অকস্মাৎ জলবৃষ্ট,
মায়া কৈল কেমন দেবতা।
মনে উপজিল ভয়, এ কর্ম্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর ॥

শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছে,হেন অশ্ব কোথাআছে,
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর ॥
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করিয়া চিত্তে,
অন্ধকারে না দেখি নয়নে ।
চান্দোয়া চামর কোথা,খণ্ড২ হৈল ছাতা,
করি দন্ত খসি পড়ে ভূমে ॥
মেঘবর্ণ হেনকালে,ঘোটক লইয়া কোলে,
লয়ে গেল পর্ব্বত উপরে ॥
বৃষকেতু বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর,
আলিঙ্গন করিল তাহারে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন ।
সেবি কৃষ্ণ পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণদাসানুজ,
কৃষ্ণপদে থাকে যেন মন ॥

যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন ।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয় ॥
নানা উপহারে রাজা ভীমকে তুষিল ।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজন করিল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া ।
ভীমের সম্মুখে রহে যোড়হাত হৈয়া ॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ চরণ ।
যুধিষ্ঠির দরশন পাপ বিমোচন ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ ।
শুন ভীমসেন মম এই নিবেদন ॥
প্রভাত সময়ে রাজা দিলেন ঘোষণা ।
কৃষ্ণ দরশনে সবে যাইব হস্তিনা ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা আনন্দিত হৈয়া ।
মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়া ॥
চল গো জননী যাব হস্তিনানগরী ।
গঙ্গাস্নান করি পরে দেখিব শ্রীহরি ॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ দরশনে ।
বিলম্ব না কর মাতা চল ভীম সনে ॥
এত যদি কহিলেন যুবানাশ্ব রাজ ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকাজ ॥
রাজার নন্দিনী আমি হই রাজরাণী ।
দেশান্তর যাব আমি ভাল নাহি মানি ॥
ঘরের বাহির আমি না হই কখন ।
কি করিয়া বল বাপু কুৎসিত বচন ॥
কহিলেন যুবনাশ্ব শুন গো জননী ।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি ॥
কত জন্ম ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান ।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ ॥
বধূগণ সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর ।
দেখিবা পরমানন্দে হস্তিনা নগর ॥
শুভক্ষণে অশ্বের পালন কৈনু আমি ।
দেখিব তুরঙ্গ হৈতে অখিলের স্বামী ॥
পুত্রের শুনিয়া কথা বলিল আবার ।
এত ধর্ম্ম না করিল জনক তোমার ॥
একছত্রে ভুঞ্জিলেন ভদ্রাবতীপুরা ।
নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে না পারি ॥
আমা সবা লয়ে কভু না গেল বিদেশে ।
কৃষ্ণনাম না শুনিনু থাকি গৃহবাসে ॥
অধোমুখ হইল রাজা মায়ের বচনে ।
পাত্রেরে বলিয়া লহ করিয়া যতনে ॥
ভূপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল ।
দিব্য চতুর্দ্দোল করি তাহাকে লইল ॥
চতুর্দ্দোল করি তারে করিলেক স্কন্ধে ।
মহাপাশে রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর ।
ধন্য২ প্রশংসা করিল বহুতর ॥
সেই অশ্ব লয়ে রাজা চলিল আপনি ।
অগ্রে গেল বৃকোদর যথা ধর্ম্মমণি ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে ।
প্রবেশ করিল গিয়া পুরী হস্তিনাতে ॥
একা ভীম দেখিয়া কহেন নরপতি ।
বৃষকেতু কোথা ভীম কহ শীঘ্রগতি ॥
মেঘবর্ণ বীর কোথা কহ সমাচার ।
কোথায় যজ্ঞের অশ্ব না দেখি তোমার ॥

অশ্ব লয়ে যুবনাশ্ব আসিল আপনি।
কৃষ্ণ দরশনে আইসে শুন নরমণি ॥
পরিবার সহিত আইসে নরপতি।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি ॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির।
কোল দিল ভীমসেনে চিত্ত করি স্থির ॥
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে ॥
যুবনাশ্ব পূজা করি আনহ মন্দিরে।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে ॥
আজ্ঞা প্রাপ্তে সত্বরে চলিল বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর ॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন ॥
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা আদি যত দ্রব্য।
কুসুম চন্দন আর নিল দূর্ব্বা গব্য ॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রসন্ন বদন ॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন গেল যুবনাশ্বে আনিবারে ॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তাঁরে আনিলেন মহাসমাদরে ॥
অগ্রভাগে দ্রৌপদী করিতে নিমন্ত্রণ।
কুঙ্কুম চন্দন নিল নানা আয়োজন ॥
পরিবার সহিত গেলেন নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণতে করিল প্রণতি ॥
নানাদান যজ্ঞ করি যার দরশনে।
দেখিলাম নারায়ণ তোমায় মিলনে ॥
ধন্য২ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ চরণ ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
ধরিল গোবিন্দপদ ভূমে লোটাইয়া ॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে ॥
সবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া ॥
পরে রাজনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ঘনশ্যাম ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মাতারে ধরিয়া।
কৃষ্ণ স্থানে কহিলেন বিনয় করিয়া ॥
আমার মায়ের পাপ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি ॥
জীবের জীবন তুমি সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর ॥
পরম কারণ তুমি পতিত পাবন।
তোমার দর্শনে মম পাপ বিমোচন ॥
হিংসা করি পূতনাও পাইল তোমারে।
স্নেহগুণে তোমারে পাইল যুধিষ্ঠিরে ॥
কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমাকে।
এ সকল কথা শুনিয়াছি মুনি মুখে ॥
মহাপাপকারিণী যে আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা কর চক্রপাণি ॥
তবে কৃপা দৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ করেন মোচন ॥
তবে যুবনাশ্ব মনে সম্প্রীতি পাইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড়হস্ত হৈয়া ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের পবন ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশদিক পাল ॥
তুমি দিবা তুমি রাত্র পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি চরাচর ॥
মাস তুমি বার তুমি তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি তুমি সে তাপস ॥
তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে।
এই তত্ত্ব জানি আমি বিদিত সংসারে ॥
এক সুবর্ণের হয় নানা অলঙ্কর।
একেলা করিলা কত শত অবতার ॥
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ব্ব মূল তুমি।
ব্রহ্মাদি না পান তত্ত্ব কি বলিব আমি ॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম তোমা হৈতে অভয় চরণ ॥

ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ চরণ॥
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
তোমার অভয় পদে দেখিনু মুরারী॥
এতবলি বাজীবাগ ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
হরিসে আছেন যুধিষ্ঠির নরবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর॥
অপার মহিমা তার কে কহিতে পারে।
দ্বারকায় গেলেন না কহি পাণ্ডবেরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ
ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা রজনী প্রভাতে।
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনেন সাক্ষাতে॥
একেলা অর্জ্জুনে দেখি কহেন রাজন।
বলহ কিরীটি কোথা বিপদ ভঞ্জন॥
অর্জ্জুন বলেন হরি ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি তিনি গেলেন কোথায়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার গোচরে।
সতত থাকেন ইহা বিদিত সংসারে॥
না বলিয়া গোবিন্দ গেলেন নিজালয়ে।
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়ে॥
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি।
ভীম সহদেব তথা আইল ঝটিতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আইল দুইজন।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাসে দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি॥
অবধান করি শুন মুনি মহামতি।
ঘোড়া আনিলেক ভীম করিয়া শকতি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
সহ পরিবার রাজা আমারে ভজিল॥
আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমাকে দেখিয়া॥

মুনি কন যুধিষ্ঠির শুনহ বচন।
আর ভয় নাই যজ্ঞ কর আরম্ভণ॥
আমন্ত্রিয়া আন যত ঋষি মুনিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভণ কর আজি শুভক্ষণে॥
উত্তম মধ্যমাধম এ তিন প্রকার।
সবাই পাইবে ধর্ম্ম যথা ভক্তি সার॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার॥
লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজি কৃষ্ণে করে মতি
উত্তম সে ভাগবত শুন নরপতি॥
শত্রু মিত্র বলি তত্ত্ব কিছুই না জানে।
মধ্যম সে ভাগবত জানে সর্ব্বজনে॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবারে মন।
অধম বলিয়া তারে জানিবা রাজন॥
চণ্ডাল করয়ে যদি বৈষ্ণবের কাজ।
মহাজন বলিয়া জানিবা মহারাজ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানহ যে ধর্ম্ম॥
যার যেই নিজ বৃত্তি করে যেই জন।
ধর্ম্মমত বলি তারে জানিবা রাজন॥
নিজবৃত্তি ছাড়ি যেবা পরবৃত্তি করে।
সেই সে অধম বলি জানাই তোমারে॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথি সেবন।
যে জন করয়ে সেই হয় মহাজন॥
সূচি আর সত্যবাদী পালে নিজধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন ধর্ম্ম॥
কহিলাম সংক্ষেপে শুনহ নরপতি।
কৃষ্ণে আনি যজ্ঞ কর রাজা মহামতি॥
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে।
তোমার সংহতি কৃষ্ণ নাহি দেখি কেনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ছিলা চক্রপাণি।
দ্বারকা গেলেন হরি তত্ত্ব নাহি জানি॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া মম উচাটন মন।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ॥
সেই হেতু আমি বড় ভয় করি মনে।
না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কি কারণে॥

ব্যাস বলিলেন রাজা শুনহ বচন।
দ্বারকা গেলেন হরি আছে প্রয়োজন ॥
ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে।
আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন তপোবন।
ভীমকে ডাকেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
কৃষ্ণকে না দেখে মম মন উচাটন।
কৃষ্ণ বিনা নাহি রয় আমার জীবন ॥
ভীম বলিলেন যাই কৃষ্ণ আনিবারে।
কি কারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে ॥
রথ আরোহিয়া গেল দ্বারকা নগরে।
দূত জানাইল গিয়া গোবিন্দ গোচরে ॥
ভীম আগমন শুনি দেব নারায়ণ।
আনন্দে কহেন আন করিয়া যতন ॥
ভোজন করিতে সুখে ছিলেন শ্রীহরি।
ভীমে আনিলেক দূত সমাদর করি ॥
ভোজন করেন সুখে বসি নারায়ণ।
হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥
এস এস বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে।
দাসীগণ পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল তারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই করহ ভোজন।
রুক্মিণী আনিয়া দিল দিব্যান্ন ব্যঞ্জন ॥
ভোজন করেন বীর মনের হরিষে।
যত দেন তত খান চক্ষুর নিমিষে ॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা।
ধন্য তব উদর না দিতে পারি সীমা ॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দ মায়ায়।
না জানিয়া সেই কথা আচান ত্বরায় ॥
কর্পূর তাম্বুল শেষে করিয়া ভক্ষণ।
বিচিত্র পালঙ্কোপরে করিল শয়ন ॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেদি তোমারে।
দ্বারকা আইলে তুমি না কহি রাজারে ॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পান মনে।
ব্যাস বলিলেন তারে যজ্ঞ আরম্ভণে ॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে।
আমাকে পাঠান রাজা লইতে তোমারে ॥

গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চ এ রজনী।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
এত বলি নারায়ণ করেন শয়ন।
নানা কথা কুতূহলে রজনী যাপন ॥
রজনী প্রভাতে হরি বিচারি অন্তরে।
ডাক দিয়া আনিলেক দেব হলধরে ॥
অক্রুর উদ্ধব আর বিজ্ঞ সর্ব্বজনে।
গদ শাম্ব প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণে ॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া সবে বসিল আসনে।
গোবিন্দ বলেন কথা সবা বিদ্যমানে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
আইলেন আমাকে লইতে ভীম বীর ॥
যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন।
করিবা সকলে মেলি দ্বারকা রক্ষণ ॥
রাখিবা দ্বারকাপুরী সযত্ন হইয়া।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া ॥
দারুক আনিল রথ সাজায়ে সত্বরে।
শুভক্ষণে চাপিলেন হরি তদুপরে ॥
অগ্র হয়ে ভীমসেন আইলা সত্বরে।
কৃষ্ণ আগমন কথা কহিল রাজারে ॥
শুনিয়া আনন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি।
চলিলেন কৃষ্ণেরে আনিতে শীঘ্রগতি ॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিল সংহতি ॥
যুবনাশ্ব নরপতি যায় তার সঙ্গে।
কৃষ্ণ আনিবারে চলে অতি বড় রঙ্গে ॥
হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা।
কৃষ্ণ দরশনে যান সকলে হস্তিনা ॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আনিবারে।
হেনকালে শ্রীকান্ত আইলেন নগরে ॥
পদব্রজে আইলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি ॥
কি কব তুলনা যাঁরে দিতে নারে বেদে।
সেই হরি প্রণমিল যুধিষ্ঠির পদে ॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণেরে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডব সংহতি ॥

যুধিষ্ঠির পুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি।
রাজসভা সুসজ্জা করেন নৃপমণি॥
সভাসদগণ সব বসিল সভাতে।
হেনকালে ব্যাস আইলেন ইচ্ছামতে॥
কৃষ্ণে দেখি মহামুনি আনন্দ অপার।
প্রশংসা করেন ধন্য পাণ্ডুর কুমার॥
যজ্ঞ হোম দান করি না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম তোমার সভাতে॥
এত বলি সভাতে বসিল মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
উপস্থিত কর যত আছে আয়োজন॥
দেশে২ পাঠাইয়া আন হব্য গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রব্য॥
বিলম্ব না হয় আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিহ দ্রব্য ভাণ্ডারে পুরিয়া॥
রাজারে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
বিলম্ব না কর রাজা কর আয়োজন॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত॥
সাধুকর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সখা এই দেব দামোদর॥
অতএব উদ্বেগ না হবে নরপতি।
তোমারে জিনিতে কার নাহিক শকতি॥
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র কর আয়োজন।
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ॥
ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকেন।
যজ্ঞ আয়োজন হেতু যতনে কহেন।
অর্জ্জুন নিযুক্ত করিলেন দূতগণে।
নানা দ্রব্য আনে তারা পরম যতনে॥
পুরী পরিষ্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন॥
দধিকুল্য ঘৃতকুল্য দুগ্ধ সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কত দেখিতে সুন্দর॥
দধি সরোবর করে অতি মনোহর।
আয়োজনে পূর্ণ কৈল সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ যাতে অধিষ্ঠাতা হইল আপনি।
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি জানি॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠির আছেন সভাতে।
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্বিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভ কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি অশ্ব রাখিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে॥
ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন বলবান।
কার সহ কি প্রকার সংগ্রাম বিধান॥
আমাকে সে সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পূর্ব্ব বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয়॥
বলিলেন ব্যাস তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।
মুনি ঋষি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু পূর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়া।
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেরে আনেন বরিয়া॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ প্রাপ্তে মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য যুধিষ্ঠির করিলা পূজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন॥
বসিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল লইয়া॥
অনুচরে আয়োজন সব যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপ সব যতনে থুইল॥
বেদের বিধানে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ।
আশী হাত গর্ত্ত মঞ্চ সুন্দর গঠন॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞবেদী পরম সুন্দর॥

সুবর্ণ রচিত ঘট আরোপিল তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে ॥
দ্রৌপদী সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
করিলেন দোঁহে শুক্ল বস্ত্র পরিধান ॥
বেদধ্বনি করিলেন সর্ব্ব মুনিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদ উচ্চারণ ॥
সঙ্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি।
ব্যাসদেব নৃপেরে দিলেন অনুমতি ॥
ব্রাহ্মণ বরণ কর বসন ভূষণে।
ত্বরায় আনহ অশ্ব যজ্ঞ সন্নিধানে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা সানন্দ হইয়া।
আনাইল তুরঙ্গকে যজ্ঞে সাজাইয়া ॥
আসন বসন সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থাল ঝারি মণিতে খচিত ॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে করিছে বরণ।
প্রত্যক্ষ সবারে দেন আসন ভূষণ ॥
বরণ পাইয়া চিত্তে আনন্দিত মনে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভণে ॥
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হইল রাজন।
মধু পূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নরবর ॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিলা ভূষণ।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সুবর্ণ দর্পণ ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে ॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে ॥
নিজ বলে ছাড়াইয়া তুরঙ্গ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সঙ্কল্প করিব ॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এ সব লিখিল।
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল ॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলি মঙ্গল করিল অগ্রসরি ॥
সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
যথা বিধানে অশ্ব পূজিল তখনি ॥

ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলিল নরবর।
অশ্ব রক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর ॥
আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞস্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাসনে ॥
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন।
যতনে করিবে ভাই ঘোটকে রক্ষণ ॥
অশ্ব চুরি হৈলে যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে ॥
শুনিয়াছি মুনি মুখে এ সব কথন।
অশ্ব হারা হয়ে দুঃখে পায় কত জন ॥
যতনে রাখিবা অশ্ব বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি।
সঙ্গেতে লইয়া যাও যত সেনাপতি ॥
খাণ্ডব দহিয়া তুমি তুষিলে অনলে।
নিবাত কবচ বিনাশিলে বাহুবলে ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বে করিলে অপমান।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সহ করিলা সংগ্রাম ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
পৃথিমী ভ্রমিয়া আমি তুরঙ্গ আনিব।
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে বিনাশিব ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
কহিলাম সত্য আমি সবার গোচরে ॥
এত বলি ধনঞ্জয় হইল বিদায়।
ঋষি মুনিগণ দিল জয়ধ্বনি তায় ॥
অশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয়াণ।
বাজায় দামামা ভেরী খমক নিশান ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও অশ্ব রাখিবারে ॥
প্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিল নারায়ণ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহ গমন ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকী যতেক ধনুর্দ্ধর।
গদ শাম্ব সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর ॥
রাখিবা তুরঙ্গ সবে মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিবা সমর মধ্যে সাবধান হৈয়া ॥

এত বলি প্রত্যেকেরে করেন বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সর্ব্ব সৈন্য যায়॥
যুবনাশ্ব আনুশাল্য সুবেগ কুমার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যান অশ্ব রাখিবার॥
বৃষকেতু বীর আদি কর্ণের নন্দন।
অনেকে অশ্বের সঙ্গে করিল গমন॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণ হইতে অশ্বোদ্ধার।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন মহামুনি।
পূর্ব্ব বিবরণ কথা তোমা হৈতে শুনি॥
লক্ষ্মী কেন অভিশাপ দিলেন ধরায়।
পৃথিবীর কি পাতক কহিবে আমায়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সংক্ষেপে তোমারে কহি সে সব কথন॥
অপার মহিমা তার কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে॥
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে॥
মহীবাক্য শুনি দেবীর ক্রোধ উপজিল।
মনোদুঃখ পায়ে তাঁরে অভিশাপ দিল॥
জন্মিবে জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামী ইথে নাহি আন॥
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলা মোরে।
নারায়ন সহ দেখা নহিবে তোমারে॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তার দরশন॥
অনুক্ষণ গোবিন্দ থাকিবেন আমাতে।
এতবলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে॥
শাপে বর পায়ে তুষ্ট হইল ধরণী।
স্বাহা নাম হৈল নীলধ্বজের নন্দিনী॥

যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজন্মেজয়।
তার পরে কোথা গেল পাণ্ডবের হয়॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণ মুখেতে যায় আনন্দিত মনে॥
সম্মুখে দেখিল শিলা বনের ভিতরে।
নিজাঙ্গ ঘষিল ঘোড়া পাষাণ উপরে॥
অপরূপ কথা রাজা শুন জন্মেজয়।
পাষাণ ধরিয়া রাখিলেক সেই হয়॥
বিরস বদন হৈল কৃষ্ণের নন্দন।
ভীম সহ বিরস হইল সর্ব্বজন॥
অর্জ্জুন বলেন কিবা আশ্চর্য্য বিধান।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া হইয়া পাষাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কার ঠাই যাব।
কহ দেখি কোনরূপে অশ্ব উদ্ধারিব॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঐ দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোবন॥
তত্ত্ব পাবে মুনি স্থানে করহ প্রস্থান।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি শুন মতিমান॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর যত রথীগণে।
মুনি সম্ভাষিতে তবে গেল তপোবনে॥
সৌরভি রহিয়াছেন আপন আশ্রমে।
শিষ্যগণ বসিয়াছে তার বিদ্যমানে॥
দিব্য শাস্ত্র পাঠ দেন আনন্দিত মনে।
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেইখানে॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠির নরপতি।
অশ্বমেধ করিলেন কৃষ্ণের সম্মতি॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ।
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন॥
ভ্রমিতে২ অশ্ব আইল কানন।
পাষাণ ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ॥
ভয় পায়ে নিবেদন চরণে তোমার।
কহ কহ মহামুনি কি হবে আমার॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন।

অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর ॥
শুন শুন পার্থ তুমি বচন আমার।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ তোমার সারথি।
তথাপিহ পাপ বলি মনে ভাব ভীতি ॥
কোটী ব্রহ্মহত্যা যায় যাঁহার স্মরণে।
হেন কৃষ্ণনাম তুমি নাহি লও কেনে ॥
না দেখি যে কিছু ভক্তি তোমার অন্তরে।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥
হিংসাতে পূতনা পায় কৃষ্ণের শরীর।
জ্ঞাতিবধ পাপে কেন ভাব যুধিষ্ঠির ॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ।
পাপ নাহি থাকে তার পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি।
পাইবা যজ্ঞের ফল না করিহ ভীতি ॥
ব্রহ্মশাপে শিলা তনু হইল ব্রাহ্মণী।
চণ্ডী নামে উদ্দালক মুনির রমণী ॥
তুমি পরশিলে তার হইবে মুকতি।
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি ॥
মুক্তি হইবেক অশ্ব শুন মহাশয়।
গোবিন্দ বান্ধব তুমি না করিহ ভয় ॥
শুনিয়া এ সব কথা সৌরভি বদনে।
অশ্বপাশে আইলেন আনন্দিত মনে ॥
মুনির বচনে তবে সানন্দ অন্তরে।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববরে ॥
অর্জ্জুন শিলাকে স্পর্শিলেন দুইকরে।
শিলা পরিহরি তখন নারীরূপ ধরে ॥
বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন।
তোমার পরশে হৈল এ পাপ মোচন ॥
তুমি নারায়ণ ইথে নাহি করি আন।
শাপ হৈতে আমারে করিলে পরিত্রাণ ॥
মুক্ত হয়ে নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয় ধ্বনি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হইবার বৃত্তান্ত।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে।
কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমাকে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী ॥
উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোবনে।
চণ্ডী নামে তার ভার্য্যা বিদিত ভুবনে ॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ বিধানে ॥
আমি তব স্বামী বটি হই গুরুজন।
যতনে পালিবে তুমি আমার বচন ॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব।
তুমি যাহা বল তাহা আমি না করিব ॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার বচনে।
কহিল সকল কথা মুনিপত্নীগণে ॥
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান।
পালিবে তোমার বাক্য হৈলে বুদ্ধিমান ॥
হেনমতে কতকাল বঞ্চিলেন মুনি।
চণ্ডীকা না শুনে কিছু উদ্দালক বাণী ॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে।
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি শুনে ॥
কমণ্ডলু আনিতে বলিল মুনিবর।
দেবতা পূজিব আমি শুনহ উত্তর ॥
যজ্ঞ করি মনমত বর মাগি লব।
চণ্ডী বলে আমি কমণ্ডলু না আনিব ॥
না আনিব কমণ্ডলু যজ্ঞে নাহি কায।
কি হইবে সেবিলে গোবিন্দ দেবরাজ ॥
বরে প্রয়োজন নাহি প্রাক্তন যে মূল।
বৃথা উপদেশ দেহ নহে সমতুল ॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল।
বাক্য নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল ॥
তীর্থ হেতু আইল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর ॥

শিষ্য সহ আইল কৌণ্ডিল্য মহামুনি।
প্রীতি পান উদ্দালক সেই কথা শুনি॥
চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর।
আন গিয়া কৌণ্ডিল্যে করিয়া সমাদর॥
চণ্ডী বলে ফল মূল নাহি তপোবনে।
না করিব সম্প্রীত সে কৌণ্ডিল্যের সনে॥
মুনি বলে কৌণ্ডিল্যে করহ সমাদর।
ফল মূল আনি আমি দিবত সত্বর॥
কমণ্ডলু দেহ নিয়া পদ প্রক্ষালনে।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি চণ্ডীর বচনে॥
সমাদর করি তবে কৌণ্ডিল্যে আনিল।
পাদ্য অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল॥
কৌণ্ডিল্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কহ কৃষ্ণকথা তোমা হৈতে শুনি॥
উদ্দালক বলে মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পিরীতি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হইল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মনে হয় ভীত॥
কৌণ্ডিল্য বলেন শ্রাদ্ধ করহ প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যুষ বিধানে।
জিজ্ঞাসেন চণ্ডীকে মুনির বিদ্যমানে॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডী সে বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
তাহা দেখি কৌণ্ডিল্যের ক্রোধ উপাজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীকে কহিল॥
স্বামী বাক্য পাপীয়সি নাহি শুন কাণে।
শিলারূপ হও গিয়া আমার বচনে॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম পাপ বিমোচন॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলা মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোমারে॥
কৌণ্ডিল্য বলেন তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপ মুক্ত হবে অর্জ্জুন মিলনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
রাখিতে আসিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর॥
ধরিয়া রাখিবে ঘোড়া তুমি বাহুবলে।
অর্জ্জুন পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডীকা পাষাণ রূপ হৈল সেইক্ষণ॥
চিরকাল শিলা হয়ে আছিল কাননে।
শাপ মুক্ত হইল এবে অর্জ্জুন মিলনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুন জন্মেজয়।
ভদ্রাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ।

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তার দুইটি নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুইজন বিষ্ণুপরায়ণ॥
ঘোড়া উপনীত হৈল তাহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে॥
যুধিষ্ঠির করিলেন অশ্বমেধ ক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু॥
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন।
সঙ্গে আসিয়াছে তার বহু সৈন্যগণ॥
দূতমুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
আলিঙ্গন দূতে দেন মনে হয়ে প্রীত॥
কি কহিলে আরে দূত শুভ সমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার॥
আজি সে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
এই কথা অতি সত্য কহে মুনিগণ॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডব মিলনে।
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে॥
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে॥

পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন ॥
অশ্ব লয়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে ॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেক মন ॥
হংসধ্বজ বলে ওহে শুন বীরগণ।
যতন করিয়া সবে ধরিবা অর্জ্জুন ॥
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণ দরশন।
সর্ব্বাঙ্গে পরশিব তাঁহার চরণ ॥
এ বড় আমার সাধ আছয়ে অন্তরে।
দেখিব সে নারায়ণ আপনার ঘরে ॥
আমার তপের ফল হইল উদয়।
সে কারণে আইলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
বান্ধহ যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুন সহ হইবে সমর ॥
ঘোড়া বান্ধা গেল পার্থ কোথাও না যাবে।
অর্জ্জুন হইতে সবে গোবিন্দ দেখিবে ॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিবা তাহাতে ॥
এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণ।
পরস্পর সে কথা শুনিল সর্ব্বজন ॥
রাজার আদেশ পায়ে রাজ পুরোহিত।
তাম্রের কুণ্ডেতে কৈল তৈলেতে পূরিত ॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি ভয় পাইল যত ধনুর্দ্ধর ॥
সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরঙ্গ উপরি ॥
নৃপতি তনয় সে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি আইসে সেই করিতে সমর ॥
হেনই সময়ে তবে সুধন্বার নারী।
যোড়হস্ত করি বলে লজ্জা পরিহরি ॥
শুন প্রাণনাথ তব কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ ॥
সুধন্বা বলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধ হেতু আদেশ করেন নৃপমণি ॥

অর্জ্জুন আইল পুরে তুরঙ্গ লইয়া।
ঘোড়া ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া ॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধ অভিলাষ পিতা কৈল সে কারণে ॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
অর্জ্জুনে ধরিতে আজ্ঞা দিলা সে কারণে ॥
সেই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা ॥
শুন প্রিয়ে পিতার মনের অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব আজি দেব শ্রীনিবাস ॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন ॥
প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে।
আজি ঋতু ভোগ তুমি কর মম সনে ॥
একে পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবে তুমি করিতে সমর ॥
ঋতুস্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাও যুদ্ধ করিবারে ॥
অর্জ্জুন সহিত যাহ করিবারে রণ।
এ কথা শুনিয়া মম চমকিত মন ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
কেমন করিয়া তুমি জিনিবে তাহারে ॥
আমি যে অবলা জাতি তাহে কুলনারী।
পুত্র না হইল তবে কি প্রকারে তরি ॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
ঋতুর পালন কর শুন মহাশয় ॥
শুন প্রাণনাথ মোরে না কর নিরাশ।
পিতৃলোকে রাখ জল গণ্ডুষের আশ ॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন ॥
সুধন্বা বলিল তবে শুনহ সুন্দরী।
মিথ্যা পুত্রে কিবা কার্য্য যদি তুষ্ট হরি ॥
প্রভাবতী বলে নাথ এ নহে বিচার।
জনম বিফল তার পুত্র নাহি যার ॥
পুন্নাম নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
এ সব শাস্ত্রের কথা শুন প্রাণপতি ॥

ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মহামুনিগণ ॥
পুত্র জন্মাইল সবে শুন নিবেদন ॥
ইথে দোষ নাহি মোরে দেহ পুত্রদান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিব ভগবান ॥
সুধন্বা বলিল শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণ পণ ॥
শীঘ্রগতি যেই জন না আসে সমরে।
তাহাকে ফেলিবে তপ্ত তৈলের উপরে ॥
তপ্ত তৈলে ফেলাইবে তবে নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেলা শীঘ্রগতি ॥
পশ্চাৎ যাইব আমি নহে ভাল কায।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ ॥
শুন প্রভাবতি তুমি আজি থাক ঘরে।
সংগ্রাম জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে ॥
প্রভাবতী বলে কথা শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবা তুমি অতি সে দুস্কর ॥
সখা যাঁর নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি তার ॥
ভকতবৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পূরিয়া আমার আশা তুমি যাহ রণে ॥
পঞ্চশরে জর্জ্জর হইল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর ॥
ঋতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার।
এ সকল যত কথা তব জ্ঞাত সার ॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
খসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমেতে ॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে ॥
প্রভবতী গর্ভ ধরে বীর কৈল স্নান।
যুঝিতে সুধন্বা যুদ্ধে করিল পয়ান ॥
কুবলয়া নামে তার আইল ভগিনী।
সুধন্বা গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি ॥
যাহ যাহ সাধু ভাই অর্জ্জুনের রণে।
তোমা হতে কৃষ্ণ আমি দেখিব নয়নে ॥
সুধন্বার জননী পাইল সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আইল আনন্দ অপার ॥
শীঘ্র যাহ আরে পুত্র করিতে সমর।
তোমা হৈতে আজি যে দেখিব গদাধর ॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ ॥
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন।
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বরে ॥
পূর্ব্ব পুণ্যফলে ঘোড়া আইল নগরে।
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে ॥
জননীর বচন শুনিয়া হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত ॥
হেথা দেখ সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখিল ॥
সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমন সন্ততি ॥
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে।
আজি সুধন্বাকে তৈলে ফেলহ নিশ্চিতে ॥
পুত্র হয়ে না পালিল পিতার বচন।
হেন ছার পুত্রে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পুরোহিত সহিত রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে ॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করে রাজ সম্ভাষণে ॥
সুধন্বা দেখিয়া রাজা বলে কুবচন।
এখন বাহির দুষ্ট হইলি কি কারণ ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ আইল মম পুরে।
যত্ন করিলাম তাঁরে বান্ধিবার তরে ॥
অর্জ্জুনে ধরিলে পাব কৃষ্ণ দরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ ॥
ত্বরায় সাজিয়া যেবা না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
ভয়েতে সাজিয়া আইল যত সেনাগণ।
সে ভয় তোমার মনে নাহিক স্মরণ ॥
সুধন্বা বলেন পিতা কর অবধান।
অস্ত্র লয়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম ॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল ॥

মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব হইল সে কারণ॥
তাহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলা আমার কুলে তুমি পাপমতি॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিবে কেমনে নারায়ণ॥
তুমি যে আমার কুলে বঞ্চিত হইলে।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কামে মন দিলে॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ হৈলে যাহ তৈল পাশে।
উচিত যে শাস্তি হয় করিব বিশেষে॥
না করিলে ঋতু রক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বাকে দেহ মনস্তাপ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় জানহ আপনি।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে॥
ঋতু রক্ষা হেতু যে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু কি হইবে ইহার বিচার॥
ওহে রাজা সর্ব্বগুণে তুমি নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপণ করিলে লঙ্ঘন॥
এত বলি সভা হৈতে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধভরে চলে অধর কম্পিত॥
না থাকিব তোর দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমার রাজ্যে যত পাপমতি॥
এত শুনি হংসধ্বজ কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিতে আনিবার তরে॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে ফেলাইবা তুমি।
সুধন্বাকে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি॥
অন্যের বচনে পুরোহিত না আসিবে।
যতন করিয়া আমি আনি গিয়া তবে॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে॥
আপনি শুনিলে তুমি রাজার বচন।
তৈল-পাশে দ্রুত যাহ রাজার নন্দন॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ না দেখিনু কমললোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈল-পাশে।
ভয় পায়ে লোক সব দেখিতে না আসে॥
তপ্ত তৈল দেখি বীর নাহি করে ভয়।
গোবিন্দ চরণ ভাবে রাজার তনয়॥
জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ॥
এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে॥
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকাল মরণ।
তপ্ত তৈলে মোরে রক্ষা কর নারায়ণ॥
উচ্চৈঃস্বরে সুধন্বা ডাকিছে নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোমা বিনে॥
এত বলি সুধন্বা জপিছে কৃষ্ণ নাম।
না শুনিয়া শোকে লোক হইল অজ্ঞান॥
সুমতি রাজার পুত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলাইয়া দিল তপ্ত তৈলের উপরে॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হৈতে তার নাহিক মরণ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণ নাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
ঘন ঘন হরি বলি ডাকিছে সুধন্বা।
নৃপতি সভায় হেথা উঠিলেক কান্না॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈলে সুধন্বার নহিল মরণ॥
জন্মেজয় বলে কহ মহামুনি।
কি কর্ম্ম সুধন্বা কৈল কহ দেখি শুনি॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বার পতনে
রাণীর শোক।

নাদেখিয়াসুধন্বারে,কান্দিতেছে উচ্চৈঃস্বরে,
ভূমিতে লোটায়ে সর্ব্বজন।
কেমনে দুঃখ পেয়ে,রাজার সম্মুখে গিয়ে,
কহিলেন সুধন্বা নিধন॥
তাহাশুনিপুরোহিতে,রাজাকহেদুঃখচিতে,
সুধন্বা মরিল তৈল পাশে।
রক্ষা পাইল ধর্ম্মপথ, রহিল শাস্ত্রের মত,
দেখিবারে চলহ হরিষে॥
তবে হংসধ্বজ রায়, ধরি পুরোহিতপায়,
তৈল কাছে আনিল সত্বরে।
তাহাকেবেড়িয়ালোক,করেনানাবিধশোক,
না দেখি বৈষ্ণব সুধন্বারে॥
হংসধ্বজ নরপতি, বিহ্বল পড়িয়া ক্ষিতি,
পুত্রশোকে রাহত চেতন।
কেহ জল দেয় মুখে, কর্ণমূলে কেহডাকে,
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন।
নগরে বলিতে ধাইয়া,সমাচার দিল গিয়া,
সুধন্বার জননী যেখান।
শুন শুন ঠাকুরাণী, সুধন্বা ত্যজিল প্রাণী,
অগ্নিসহ তৈলের মিলনে॥
শুনি অমঙ্গল কথা, চলে সুধন্বার মাতা,
ত্যজিয়া চলেন অন্তঃপুরী।
বধূগণ চলে সাথে,শোকাকুল হয়ে চিত্তে
প্রভাবতী সুধন্বার নারী॥
লজ্জাভয়নাহিকরে,কান্দেরাণাউচ্চৈঃস্বরে,
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
রণস্থলে প্রবেশিয়ে, কে জিনিবে ধনঞ্জয়ে,
কৃষ্ণে:ক দেখাবে কোনজনা॥
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দে রাণী উভরায়,
কেন কৈলা নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিবে,অর্জ্জুনেরে পরাজিবে,
মিছা তুমি করিলা ভাবন॥
রাজা বলে উঠ পুত্র, লহ তুমি নানা অস্ত্র,
পরাভব করহ অর্জ্জুনে।
আছে মনে অভিলাষ দেখিবারে শ্রীনিবাস,
আনিয়া দেখাও নারায়ণে॥
এতবলি সে রাজন, পুত্রশোকে অচেতন,
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী।
শোকসিন্ধুতেরাগিয়া, অর্জ্জুনেরেপরাজিয়া,
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি॥
সুধন্বা বসিয়া আছে, যেন পদ্ম হ্রদ মাঝে,
কৃষ্ণনাম করিছে স্মরণ।
পুলকে পূর্ণিত হয়ে,নৃপ অগ্রে কহেধেয়ে,
অবধানে শুন মহাজন॥
সুধন্বা না মরে তৈলে,বসিয়াছে কুতূহলে,
যেন দেখ প্রফুল্ল পঙ্কজ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

তপ্ত তৈল হৈতে সুধন্বার উত্থান ও
পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ।

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন॥
বসিয়া সুধন্বা আছে তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চন প্রতিমা যেন দেখে মহাবীরে॥
নাহি মরে সুধন্বা দেখিল নৃপমণি।
হরিষ করয়ে লোক জয়২ ধ্বনি॥
শঙ্খ পুরোহিত বলে শুন নরপতি।
তৈল নাহি উষ্ণতায় হরষিতে স্থিতি॥
পুত্রস্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডহ আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে॥
পরীক্ষা করিয়া তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেহ নারিকেল ফল॥
নারিকেল অনুচরে আনিল সত্বরে।
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের উপরে॥
তৈল পরশিতে সেই শতখান হৈল।
শঙ্খ পুরোহিত ভালে আসিয়া বাজিল॥
অচেতন হয়ে দোঁহে পড়িল ধরণী।
ভয়প্রাপ্তে দোঁহে তুলিল নৃপমণি॥
কতক্ষণে দুইজন পাইল চেতন।
সুমতি পাত্রেরে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ॥

তেল পরশিতে শিশু কি বাক্য বলিল।
অপূর্ব্ব ঔষধ মুখে কিবা দিয়াছিল ॥
পাত্র বলে অবধান কর দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে তৈলেতে পড়িল।
সকল লোকেতে ইহা নয়নে দেখিল ॥
রক্ষা করিলেন হরি এই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানি কিছু কহিনু তোমারে ॥
পাত্র বোলে দুইজন হৈল হরষিত।
ঝাপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল ত্বরিত ॥
আমরা পাষণ্ড বড় হিংসিনু বৈষ্ণবে।
রাখিলে এ পাপ তনু নরকে ডুবিবে ॥
এত বলি তৈলেতে পড়িল দুইজন।
সুধন্বার অঙ্গ স্পর্শে এড়ায় মরণ ॥
শঙ্খ পুরোহিত লয়ে রাজার কুমার।
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দ অপার ॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্র দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল পিতার চরণে ॥
তবে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা সমান ভক্ত নাহিক সংসারে ॥
বৈষ্ণব হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ বড় বৈষ্ণব সুধন্বা ॥
সুধন্বা জিনিবে রণ ইথে নাহি আন।
আনিয়া তোমারে দেখাইবে ভগবান ॥
পুরোহিত মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বাকে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন ॥
হেনকালে রাজরাণী কহে সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে ॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাও করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন ॥
এতবলি রাজরাণী গেল নিজ ঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডব সৈন্য নাহি ধরে টান ॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয়।
রথ আরোহিয়া আইল সমরে নির্ভয় ॥

ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল তবে সুধন্বার সনে ॥
বৃষকেতু শতবাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান২ ॥
পঞ্চশত বাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হৈল অচেতন ॥
সুধন্বা বিন্ধিল পরে কর্ণের নন্দনে।
আগু হৈল কামদেব ক্রোধ করি মনে ॥
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ব্বার ॥
সুধন্বাকে ডাকিয়া বলিল ক্রোধমনে।
আমার সহিত যুদ্ধ বিন্ধ অন্যজনে ॥
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুনহ সুধন্বা।
আজি তোমা বধি আমি রাখিব ঘোষণা ॥
এত বলি বৃষকেতু বাণবৃষ্টি করে।
নিবারে সুধন্বা তাহা চোখ২ শরে ॥
বৃষকেতু রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেন শরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু বীরে ॥
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে কর্ণের নন্দন।
প্রদ্যুম্ন আইল পরে করিবারে রণ ॥
মহাক্রোধভরে বীর আইল সমরে।
বাণাঘাতে পাড়িলেক যত বীরবরে ॥
তাহা দেখি সুধন্বার ক্রোধ উপজিল।
একেবারে শতবাণ সন্ধান পূরিল ॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিল বীর করিয়া যতন।
শোণিত ভূষিত তনু রুক্মিণী নন্দন ॥
পুনঃ২ বিন্ধে বা পূরিয়াণ আকর্ণ।
বাণাঘাতে সুধন্বা যে হইল বিবর্ণ ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভব নহে দোঁহাতে সোসর ॥
হেনমতে দুইজনে হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন হাতে ধনুঃশর ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
সহিতে না পারে যুদ্ধ হইল কাতর ॥

বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়ে গিয়া দূরে।
অনুশাল্ব দৈত্য আইল যুদ্ধ করিবারে॥
ধনুক পাতিল সুধন্বার সন্নিধানে।
আনরে আকাশ দোঁহে বাণ বরিষণে॥
ডাক দিয়া অনুশাল্ব বলে ক্রোধ বাণী।
আজি করাঘাতে তোর বধিব পরাণী॥
ভয় পায়ে দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
সহিতে না পারে বীর বাণের সন্ধানে॥
পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্বা নিবারে তাহা করিয়া শকতি॥
শিলীমুখ সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সুধন্বা উপরে দৈত্য পূরিল সন্ধান॥
নিবারয়ে রাজসুত বাণের আঘাতে।
তাহা দেখি অনুশাল্ব ভীত হৈল চিতে॥
সুধন্বা করিল তবে বাণের সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ॥
কাটিল রথের ঘোড়া সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া অনুশাল্ব পড়ে গিয়া দূরে॥
আগে হৈয়া যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি॥
সুধন্বা নিবারে বাণ হাতে ধরি চাপ।
বাণবৃষ্টি করিলেন দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারে রাজা কাতর পরাণ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতা পুত্রে যুঝে দোঁহে সুধন্বার সনে॥
রথ হৈতে দূরেতে পড়িল দুইজন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ॥
সাত্যকি সহিত পরে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হয় পাণ্ডবের সেনা॥
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সাতে।
পলায় পাণ্ডব সেনা ভয় পায় চিতে॥
বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহারথি॥
ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলেন সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে॥
পরাক্রম যত তব দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে মনে নাহি ভয়॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃষ্ণেরে না দেখি কেন তব রথোপরে॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবে তুমি মম সহ রণ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি জিনিলে সবায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায়॥
এবে কৃষ্ণ হীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবে জিনিতে যুদ্ধ যাওত ফিরিয়া॥
তোমার প্রতিজ্ঞা আমি শুনি লোকমুখে।
খাণ্ডব দাহন তুমি করিলা কৌতুকে॥
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলা সমর।
ত্রিভুবনে বীর নাই তোমার সোসর॥
শুনহ অর্জ্জুন তোমায় করি নিবেদন।
কোন স্থানে কৃষ্ণ বিনা জিনিয়াছ রণ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিল যশ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ॥
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার থাকে মন।
আপন সারথি লহ দেব নারায়ণ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধ মন।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পূরিল সন্ধান॥
আকর্ণ পূরিয়া মারিলেন সুধন্বারে।
হংসধ্বজ সুত তাহা নিবারিল শরে॥
ক্রোধে বাণ মারিলেন রাজার নন্দন।
বাণের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
অর্জ্জুনের বাণবৃষ্টি আকাশ ছাইল।
ঘোরতর অন্ধকার করি আচ্ছাদিল॥
ভয়েতে পলায় যত নৃপ সেনাগণ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ নহে স্থির মন॥
গজবাজী রথ পড়ে গণিতে না পারি।
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখি ভয় করি॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখি কম্পমান সেনা।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিছে সুধন্বা ॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে ॥
সুধন্বা বিক্রম দেখি অর্জ্জুন প্রশংসে ॥
সুধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র পড়ে অবিশ্রাম ॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় রথ নাহি নারায়ণ ॥
নৃপতি তনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনের সারথি কাটিব এক বাণে ॥
আসিবেন কৃষ্ণ তবে অর্জ্জুনের রথে।
এত বলি দশবাণ যুড়িল ত্বরিতে ॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি কৈল দুইখান ॥
অর্জ্জুন জর্জ্জর তনু সুধন্বার বাণে।
রথ নাহি চলে বীর যুঝেন কেমনে ॥
হইলেন কাতর তখন ধনঞ্জয়।
স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণের উদয় ॥
সুধন্বা দেখিল কৃষ্ণ রথের উপরে।
যোড় হস্ত হয়ে বীর নানা স্তুতি করে ॥
আজি সে সফল হইল আমার জীবন।
একত্র দেখিনু আজি নর-নারায়ণ ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে না পান দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে ॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডব নন্দন।
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ ॥
চিরদিন যোগাসনে ভাবে যোগীগণ।
বহু তপ করিয়া না পায় দরশন ॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে।
হস্তেতে পাঁচনি ধরি রথ চালাইতে ॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার।
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তোমার ॥
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি ॥
অর্জ্জুন বলেন তোমা পরাজিব রণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয় ॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলিব ভূমিতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
সুধন্বার বচন শুনিয়া নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন বচন ॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কি কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয় ॥
তিনবাণে সুধন্বকে কাটিবা কেমনে।
তৃণ তুল্য নহ তুমি সুধন্বার রণে ॥
মহা বলবান হংসধ্বজের নন্দন।
শুন সখা প্রতিজ্ঞা করিলা কি কারণ ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ তুমি যার নাথ।
কখন কি হয় তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত ॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয়।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
ঈষৎ হাসেন হরি অর্জ্জুনের বোলে।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেইকালে ॥
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্টমনে।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুইজনে ॥
সুধন্বা যতেক বাণ পূরিল সন্ধান।
বাণেতে অর্জ্জুন করিলেন খান খান ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্বা উপরে।
ভূপতি তনয় তাহা নিবারিল শরে ॥
হেনমতে দোঁহে যুদ্ধ করিলেন নানা।
দেবাসুরে দিতে নাহি তাঁহার তুলনা ॥
অগ্নিবাণ সুধন্বা করিল অবতার।
বরুণাস্ত্রে নিবারিল ইন্দ্রের কুমার ॥
যুড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণ্ডুর কুমার।
পর্ব্বতাস্ত্রে সুধন্বা করিলেন সংহার ॥
দোঁহে মহাবলবন্ত বিক্রমে বিশাল।
দুই জনে যুঝে যেন প্রলয়ের কাল ॥
কোপেতে সুধন্বা দিব্য অস্ত্র নিল হাতে।
আকর্ণ পূরিয়া মারে অর্জ্জুনের মাথে ॥

বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন ফাঁফর।
পড়িলেন কৃষ্ণ কোলে হইয়া কাতর॥
হাত বুলায়েন হরি পার্থের শরীরে।
শ্রম দূর করিয়া নিলেন ধনুঃ করে॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার।
দশ যোজন পাছু হৈল রাজার কুমার॥
কতক্ষণে সুধন্বা আইল পুনর্ব্বার।
মহাক্রোধে মারে বাণ অর্জ্জুন উপর॥
সেই বাণে রথ গেল উভয় যোজন।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন॥
হে কৃষ্ণ দেখিয়া কি করিলা নিরূপণ।
দোঁহা মধ্যে বলবান হয় কোন জন॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বাক্যে কহেন শ্রীহরি।
তোমা হৈতে সুধন্বারে আমি বাখ্যা করি॥
আম রথে বিশ্বম্ভর ধ্বজে হনুমান।
আমা দোঁহে ঠেলে গেল উভয় যোজন॥
আমি নামি রথ হৈতে দেখ বীরবর।
কিমতে রাখহ রথ আমার গোচর॥
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বম্ভর।
মারিলেন ক্রোধে বাণ রাজার কুমার॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন॥
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন।
কহিলেন বন্দি প্রভু কমল চরণ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু করেছ তারণ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিবর স্থানে।
কহিল বৈশম্পায়ন রাজা বিদ্যমানে॥
শেলপাট হাতে নিয়া পাণ্ডুর কুমার।
সুধন্বারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার॥
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া দশ শর।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর॥
সুধন্বারে জিনিতে নারিয়া ধনঞ্জয়।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয়॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে।
সুধন্বা দেখিয়া তাহা ভীত হৈল মনে॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ভাব অকারণ।
মরিবা আমার বাণে নাহি পরিত্রাণ॥
সুধন্বা বলেন মম যদি ভাগ্যে থাকে।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ আপন নয়নে॥
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রাম।
করিলে পাইব আমি অক্ষয় নির্ব্বাণ॥
কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয়।
রাখিতে না পারিবেন হরি দয়াময়॥
এত যদি সুধন্বা করিল অহঙ্কার।
কোপে বাণ এড়িলেন পাণ্ডুরকুমার॥
অন্তরেতে ভয় হৈল চঞ্চল ধমনী।
বাণ দেখি সুধন্বা জপিছে চক্রপাণি॥
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়েন অর্জ্জুন।
সুধন্বা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ॥
তাহা দেখি পার্থ পাইলেন অপমান।
হেঁটমাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বর॥
মহাবেগে অর্দ্ধশর শীঘ্রগতি যায়।
ভগ্ন বাণে সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায়॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জ্জুনের বাণে॥
অর্জ্জুন কাটিল যদি সুধন্বার মাথা।
কাটামুণ্ড ডাকি বলে প্রাণকৃষ্ণ কোথা॥
বিষ্ণু অনুগত সেই সুধন্বা বৈষ্ণব।
আসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব॥
সুধন্বা হইল লিপ্ত কৃষ্ণ কলেবরে।
তাহা দেখি পার্থ বীর বিস্ময় অন্তরে॥

হরি পদতলে তার পড়িলেক শির।
সেই শির হস্তে লইলেন যদুবীর॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে।
গরুড়েরে নারায়ণ দেখেন নয়নে॥
বিনতানন্দন রহে যোড়হাত হৈয়া।
কহিলেন তাঁরে হরি ঈষৎ হাসিয়া॥
সুধন্বার মুণ্ড লয়ে চলহ সত্বরে।
ফেলাইয়া আইস মুণ্ড প্রয়াগের নীরে॥
প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক পরশে।
শুনহ গরুড় যাহ আমার আদেশে॥
পাইয়া হরির আজ্ঞা কশ্যপনন্দন।
সুধন্বার শির ল'য়ে করিল গমন॥
হিমালয়ে থাকিয়া দেখেন পশুপতি।
বৃষকে ডাকিয়া তবে বলেন ঝটিতি॥
শুনহ বৃষভ তুমি আমার বচন।
গরুড়ের স্থানে তুমি করহ গমন॥
সুধন্বার মুণ্ড তুমি আনহ সত্বর।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে॥
তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে।
অপমান পাবে প্রভু কহিনু তোমারে॥
প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি।
বৃষভ অশক্ত হবে আনিতে না পারি॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে॥
বিনতানন্দন জিজ্ঞাসেন বৃষভেরে।
শিবের বাহন তুমি যাবে কোথাকারে॥
বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন॥
পাঠাইল মহাদেব মস্তক লইতে।
এই হেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে॥
গরুড় বলিল মুণ্ড দিতে নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি॥
তাঁর বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড শুন সত্য করি॥
বৃষভ বলিলা মুণ্ড নারিবা ফেলিতে।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লইব বলেতে॥
হাসিয়া গরুড় বলে নাহি তোর লাজ।
নাহি শুন শিব মুখে আমি পক্ষীরাজ॥
গরুড়ের বাক্যে বৃষভের ক্রোধ হৈল।
মস্তক লইয়া যুদ্ধ দোঁহে উপজিল॥
গরুড়ের সনে বৃষ যুঝিতে নারিয়া।
ভাবিতে লাগিল বৃষ পরাভব পাইয়া॥
পাথসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে।
বৃষভ পড়িল গিয়া শিবের গোচরে॥
অচেতন বৃষভেরে দেখিয়া ভবানী।
মুখে জল দিয়া তার রাখিল পরাণী॥
শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী।
যতেক ভাঙ্গড়গণ তোমার সংহতি॥
বিষ্ণুর বাহন পক্ষী মহাবল ধরে।
বৃষভে পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে॥
গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে গঙ্গাধর।
নন্দীকে বলেন তুমি যাহত সত্বর॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনিবে সত্বরে!
হিমালয় নন্দিনী আমাকে তুচ্ছ করে॥
এত বলি শূল দেন দেব পঞ্চানন।
নন্দী মহাবেগে তবে করিল গমন॥
গরুড় দেখিয়া তবে শিবের কিঙ্কর।
মহাবলবান নন্দী শিবের সোসর॥
ইহা দেখি পক্ষীরাজ আকাশে উঠিল।
দেখিয়া শিবের দূতে ভয় উপজিল॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে।
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সে কালে॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেটমাথে॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু করিলেন মহাজ্ঞানী॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপাত হৈল অর্জ্জুনের শরে॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করয়ে রোদন॥

পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে।
যোড়হাতে বলিলেন পিতার গোচরে॥
শুন পিতা আর তুমি না কর ক্রন্দন।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ॥
সেনাগণ লয়ে বীর প্রবেশিল রণে।
কামদেব আইল করিয়া বীরপণে॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ শীঘ্রগতি যায়॥
সুরথ উপরে সবে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে ভূপতি তনয় সাবধান॥
সুরথ সংগ্রাম করে ভয় নাহি মনে॥
শরীর জর্জ্জর হৈল বাণ বরিষণে॥
মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি লইয়া রথ পলায় ত্বরিতে॥
বৃষকেতু বীরে মারে একশত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সুরথের যুদ্ধ এবং হংসধ্বজ রাজার কৃষ্ণ দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মুনিবর।
অপূর্ব্ব ভারত কথা শুনিতে সুন্দর॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছুয়ান॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর ষষ্টি গোটা বাণে।
ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ ভয় পায়ে মনে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া কুপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয়॥
সংগ্রাম করিতে আইল কোন মহারথী।
ভয়ে ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি॥
সুরথ উহার নাম বড় বলবান।
সংগ্রামে না হয় কেহ উহার সমান॥
অর্জ্জুন বলেন রথ চালাও শ্রীহরি।
আজি সুরথেরে পাঠাইব যমপুরী॥
পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে নাহিক নিস্তার॥

সুরথের বচনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হৈয়া।
একশত বাণ বীর ধনুকে যুড়িয়া॥
মারেন আকর্ণ পূরি সুরথ উপরে।
ভূপতি তনয় তাহা নিবারিল শরে॥
তবেত সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুঙ্কারে এড়িল অস্ত্র অর্জ্জুন উপর॥
লুপ্ত হৈল রবিকর সব অন্ধকার।
দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বার২॥
জিনিতে না পার যুদ্ধ সুরথ চিন্তিত।
চঞ্চল নয়নে বীর দৃষ্টি চারিভিত॥
কপিধ্বজ রথখান দেখিয়া সম্মুখে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরিল তাহাকে॥
সাপুটি তুলিল রথ নিজ বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে চাহে সমুদ্রের জলে॥
তাহা দেখি ঈষৎ হাসিয়া গদাধর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলেন রথোপর॥
তুলিতে নারিল রথ ভূমেতে পড়িল।
আপনার রথে গিয়া আরোহণ কৈল॥
সুরথের বিক্রম দেখিয়া ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব দিলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয়॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সুরথের মাথা কাটি করে দুইখান॥
পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন।
মুণ্ড লয়ে শিবদূত করিল গমন॥
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর।
সুরথ পড়িল বার্ত্তা পায় নৃপবর॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করয়ে রোদন।
প্রবোধ করেন পাত্র মিত্র সর্ব্বজন॥
কেমনে দেখিব হরি বলনা আমারে।
পাত্র বলে মহারাজ চলহ সত্বরে॥
রথ পদাতিক লয়ে করহ গমন।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিবে নারায়ণ॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লহ নরপতি।
হরির সম্মুখে রাখি করহ প্রণতি॥
নানা উপহার লয়ে চলে নরপতি।
দূত গিয়া শ্রীহরিরে কহেন ভারতি॥

অশ্ব লয়ে আইল হংসধ্বজ নরবর।
শরণ লইল তব শুন গদাধর ॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর ॥
হেনমতে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে।
দেখিলেন নারায়ণে অর্জ্জুনের রথে ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ লীলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা ॥
নবজলধর জিনি শ্রীঅঙ্গের আভা।
দক্ষিণবামেতে লক্ষ্মী সরস্বতী শোভা ॥
পারিষদগণ তাঁর সঙ্গেতে দেখিল।
রথ হৈতে হংসধ্বজ ভূমেতে নামিল ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়িল ভূমিতে।
গোবিন্দ চরণে রাজা লাগিল লুটিতে ॥
যোড়হস্ত হয়ে রাজা করিল স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন ॥
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি বৈশ্বানর ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবারাতি।
সকল সাগর তুমি সর্ব্ব অব্যাহতি ॥
তা সবার মূল তুমি দেব নারায়ণ।
তোমাতেই সর্ব্বসৃষ্টি লভিল জনম ॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে।
বলিতে না পারে ব্রহ্মা সহস্র বদনে ॥
আমার মনেই প্রভু এই ছিল সাধ।
অর্জ্জুন সহিত তোমা দেখি কালাচাঁদ ॥
সে সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার।
দয়াময় দয়া করি করহ নিস্তার।
ধন্য ধনঞ্জয় বীর পাণ্ডুর নন্দন।
যার রথে আছ তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
সফল জনম মম হৈল এতদিনে।
দেখিনু তোমার রূপ আপন নয়নে ॥
এত বলি হংসধ্বজ স্তবন করিলে।
ভক্তপ্রিয় হরি তাঁরে করিলেন কোলে ॥
হরির প্রসাদ পেয়ে সুখী নরপতি।
অর্জ্জুন চরণে রাজা করিল প্রণতি ॥
আলিঙ্গনে রাজারে তোষেন ধনঞ্জয়।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয় ॥
হংসধ্বজ বলিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ঘোড়া ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ ॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ হরিকে দেখিয়া।
শুনহ অর্জ্জুন তুমি যাহ অশ্ব লৈয়া ॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগি হে তোমারে।
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে ॥
অনুমতি দেন পার্থ রাজার বচনে।
কৃষ্ণে লয়ে গেল রাজা নিজ নিকেতনে ॥
সবান্ধবে নৃপতি দেখিয়া নারায়ণে।
যতেক আনন্দ হৈল না আসে লিখনে ॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবাকারে।
রজনী রহেন হরি হংসধ্বজ পুরে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥

যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হওনের বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ রাজার কথন ॥
বিবরিয়া কহ শুনি মুনি মহাশয়।
অশ্ব সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয় ॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
হরষিতে যান হরি অর্জ্জুনের সনে ॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর ॥
রাম রম্ভা আছে কত সরোবর তটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গেল সেই ঘাটে ॥
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোটকী হইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল ॥
ঘোড়ীরূপ হ'য়ে অশ্ব চলিল সত্বরে।
যতনে পাণ্ডব সৈন্য রাখিতে না পারে ॥
আপনার সুখে ঘোড়ী চলে সেইখানে।
ঘোড়ি বেড়ি সৈন্যগণ পরম যতনে ॥
ঘোড়ী রূপ হ'য়ে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল ॥

ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া ।
তাহা দেখি রহে পার্থ অধোমুখ হৈয়া ॥
গোবিন্দ বলেন সখা চিন্তা কর কেনে ।
এখনি পাইবে তত্ত্ব মুনি বিদ্যমানে ॥
পাইবে ইহার তত্ত্ব মুনির স্থান ।
ব্যাঘ্ররূপ হৈল ইহা কিসের কারণ ॥
কৌণ্ডিল্য নামেতে মুনি আছে সেই স্থানে
নর নারায়ণ যান মুনি বিদ্যমানে ॥
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম ॥
তবে হরি কহিলেন শুন তপোধন ।
আইলাম তব স্থানে আছে প্রয়োজন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির ।
অশ্ব রক্ষা হেতু আইলেন পার্থবীর ॥
দৈবে এই বনে ঘোড়া প্রবেশ করিল ।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরঙ্গী হইল ॥
কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে ।
পূর্ব্ব কথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
জিজ্ঞাসিল নারায়ণ কৌণ্ডিল্য মুনিরে ।
মুনি বলে শুন কথা কহিব তোমারে ॥
কৌণ্ডিল্য বলেন শুন দেব নারায়ণ ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা এ নহে শোভন ।
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞসা কর তুমি ।
সরোবর বিবরণ শুন কহি আমি ॥
বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ব্বতী ।
তপস্যা করিল আরাধিতে পশুপতি ॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবর তীরে ।
সমাধি করিয়া মনে ভাবন শঙ্করে ॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল ।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মূর্চ্ছিত হইল ॥
কামে মত্ত হ'য়ে পাপী অভয়া দেখিয়া ।
যায় ধরিবারে দৈত্য বাহু প্রসারিয়া ॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্র নন্দিনী ।
তপ ভঙ্গ হেতু দেন অভিশাপ বাণী ॥
পুরুষ হৈয়া যে আসিবে সরোবরে ।
নারীরূপ হইবে সেই শাপিলেন তারে ॥
নারীরূপ হৈল সেই পার্ব্বতীর শাপে ।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে ॥
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী ।
পুরুষ হইতে নারী পরশিলে পানি ॥
শাপান্ত না জানি শুন হরি মহাশয় ।
প্রতিকার ইহার কি করিবে দয়াময় ॥
তবে হরি কহিলেন শুন মহামুনি ।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসিব আমি ॥
ঘোড়ীরূপ হ'য়ে ঘোড়া চলিল সত্বর ।
জলপান হেতু প্রবেশিল সরোবরে ॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া ।
কারণ জিজ্ঞাসি তার কহ বিবরিয়া ॥
কৌণ্ডিল্য বলেন হরি বাক্যে দেহ মন ।
কহিব তোমারে আমি যথার্থ বচন ॥
চিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই বনে ।
তার কথা কহি আমি তব বিদ্যমানে ॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইয়া বহু ক্লেশ ।
কিছু দিন পরে আইলেন নিজ দেশ ॥
স্নানের কারণে মুনি হ্রদে প্রবেশিল ।
স্নানাদি তর্পণ সেই জলেতে করিল ॥
হেনকালে এক দৈত্য তথাতে আইল ।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিকে ধরিল ॥
দৈত্যের দেখিয়া মূর্ত্তি মুনি বলে পরে ।
ব্যাঘ্ররূপ দৈত্য হও শাপিনু তোমারে ॥
মুনি শাপে সেই দৈত্য ব্যাঘ্ররূপ হয় ।
শুনহ শ্রীহরি এই হ্রদের বিষয় ॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন মহামুনি ।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানি ॥
শাপান্ত নাহিক জানি শুন চক্রপাণি ।
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি ॥
শুন মহাশয় তুমি জগৎ ঈশ্বর ।
যাহা যানি কহিলাম তোমার গোচর ॥
ব্যাঘ্ররূপ পরশিব তোমার বচনে ।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচাও ব্রাহ্মণে ॥
এত বলি ব্যাঘ্রে পরশিল গদাধর ।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর ॥

প্রণমিয়া মুনিকে চলেন দুইজন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর।
আমি শীঘ্র করে যাই হস্তিনাগর॥
সঙ্কট হইলে আমা কারও স্মরণ।
এত বলি বিদায় হইলেন নারায়ণ॥
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার সুখে।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে পার্থ চলিল কৌতুকে॥

প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন
ও প্রমীলার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয়॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে॥
আসিতে২ ঘোড়া গেল তার পুরে।
ধরিল রমণী সব পাইয়া ঘোড়ারে॥
মহাবলবতী তারা শুন নরপতি।
ধরিল সকলে ঘোড়া করিয়া শকতি॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পিছু গিয়া॥
স্ত্রীলোকে ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডুরনন্দন ভীত হইলেন মনে॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু সৈন্যগণ।
বিমান দেখেন কত তুরঙ্গ বারণ॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ॥
ঘোড়া নাহি দেখি পথে চৌদিকে রমণী।
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি॥
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধনুঃশর।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর॥
প্রদ্যুম্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি চল প্রমীলা নিকটে॥
অবলা সহিত রণ এ বড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সপ্রীত॥

প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুরে মনে পায়ে ভয়॥
বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তা শুনি রমণীগণে আনন্দ অপার॥
অর্জ্জুনের ভয় উপজিল তা শুনিয়া।
যুদ্ধ না করিব বলি বলেন ডাকিয়া॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে॥
যুবতীগণের চিত্ত ভাঙ্গিল মদন।
সন্মুখে আছেন কাম শ্রীহরিনন্দন॥
লাবণ্য কটাক্ষ হাস্য করে কোন জন।
ধাইয়া প্রমীলা অগ্রে কহিছে বচন॥
অর্জ্জুন আইল হেথা অশ্বের কারণে।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণী চল দরশনে॥
প্রমীলা উন্মত্ত হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া চলে অর্জ্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
পার্থের সম্মুখে আইল নানা বেশ করি॥
প্রমীলা প্রণাম করি পার্থের চরণে।
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া দাণ্ডায় বিদ্যমানে॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে পায়ে মনে ভয়॥
প্রমীলা ঝম্পিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় বাণী॥
শুনহ প্রমীলা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে॥
প্রমীলা বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা যেমত প্রকারে॥
দিলীপ নামেতে রাজা এ রাজ্য ভূপতি।
শুন হে কীরিটি আমি তাহার সন্ততি॥

দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে ।
এইবনে উপনীত জনকের সাতে ॥
পার্ব্বতী সহিত শিব ছিলেন এই বনে ।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে ॥
হেনকালে জনকেরে দেখিলেন গৌরী ।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে করি ।
সসৈন্য যুবতী হও আমার বচনে ।
বনিতা হইয়া সবে থাক এই বনে ॥
অব্যর্থ দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন ।
সসৈন্য বনিতারূপ হইনু তখন ॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি ।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মম পুরী ॥
আইল তোমার অশ্ব আমার নগরে ।
বনিতা সকলে মেলি ধরিল তাহারে ॥
বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন ।
না থাক এ দেশে আর পাণ্ডুর নন্দন ॥
পদ্মিনী সহিত আমি ভজিব তোমারে ।
সংহতি করিয়া পার্থ লয়ে চল মোরে ॥
কৃষ্ণ সখা হেতু সে সবার প্রিয় তুমি ।
বিবাহ করহ আমা বলিলাম আমি ॥
কীরিটি বলেন শুন প্রমালী সুন্দরী ।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি ॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী ।
অশ্ব সঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী ॥
হস্তিনানগরে যাহ সকল সুন্দরী ।
পূরাব তোমার আশা যজ্ঞ সাঙ্গ করি ॥
কীরিটির বচনে প্রমীলা প্রীতি পায় ।
সকল সুন্দরী মিলি গেল হস্তিনায় ॥
মুক্ত হয়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বনে২ ।
সৈন্য সহ অর্জ্জুন চলেন অশ্ব সনে ॥
জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন ।
অমৃত সমান এই ভারত কথন ॥
তোমার সুন্দর মুখ পদ্মের সমান ।
তাহে কত মধু ঝরে নাহি পরিমাণ ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার ।
কহ২ মহামুনি করিয়া বিস্তার ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
বৃক্ষ নামে সেই দেশ মহাভয়ঙ্কর ।
ভীষণ নামেতে তথা আছে নিশাচর ॥
ত্রিকোটি রাক্ষস আছে তাহার সংহতি ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে নাহি করে ভীতি ।
হরগৌরী বরে সেই মহাবলবান ।
অমর অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান ॥
অরুণ উদয়কালে যত বৃক্ষগণে ।
সুবাসিত পুষ্প তাহে হয় দিনে২ ॥
মধ্যাহ্ন সময় নবরূপ ফল ধরে ।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহা ভোগ করে ॥
তাহা দেখি বিস্ময় মানেন ধনঞ্জয় ।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয় ॥
কামদেব বৃষকেতু আদি বীরগণে ।
চমকিত হন সবে রাক্ষস দর্শনে ॥
যোড় হস্তে ভীষণ জিজ্ঞাসে সমাচার ।
কি কারণে আগমন হইল তোমার ॥
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি ।
আজি বড় হৈল মম আনন্দিত মতি ॥
স্মরণ হইল এক অপূর্ব্ব কথন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল রাজা দশানন ॥
তাহাতে মনুষ্য মাংস খাইনু বিস্তর ।
স্ত্রী পুত্রাদি সবাকার পূরিল উদর ॥
তুমিহ করহ আজি যজ্ঞ নরমেধ ।
তোমার প্রসাদে ঘুচে নরমাংস খেদ ॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল ।
ভীষণ রাক্ষস তাহা পাঠাইয়া দিল ॥
নরবেশে যাহ তুমি সৈন্যের ভিতরে ।
কেবা আসি প্রবেশ করিল মম পুরে ॥
ভীষণের আজ্ঞা পেয়ে হইল মানুষী ।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী ॥
একে২ সবাকারে কৈল নিরীক্ষণ ।
সম্মুখে দেখিল হনু পবননন্দন ॥
হনু দেখি ভয় তার জন্মিল অন্তরে ।
তত্ত্ব লয়ে গেল শীঘ্র ভীষণ গোচরে ॥

লম্বোদরী বলে শুন রাক্ষসের পতি।
কটক চর্চ্চিয়া আইনু যেমত শকতি ॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
আইল যজ্ঞের ঘোড়া করিতে রক্ষণ ॥
মহা২ বীরগণ দেখিলাম তাতে।
হনুমান দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে ॥
ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ মহাবলী।
পাণ্ডুর মিলনে অতি হর্ষ কুতূহলী ॥
কিন্তু হনুমান দেখি উপজিল ভয়।
সংগ্রামেতে কার্য্য নাই জানাই তোমায়।
হনুমানে দেখি মনে হয় বড় শঙ্কা।
হনুমান হইতে প্রভু নাশ হৈল লঙ্কা ॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী।
তাহা দেখি কুপিল ভীষণ দুষ্টমতি ॥
দেবের অগম্য ভূম নাম বৃক্ষ দেশ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ ॥
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণী ॥
বক নামে মম পিতা বিদিত সংসারে।
ভীমার্জ্জুনে মম পিতা বিনাশিল তারে ॥
রাক্ষসের বৈরী বটে বীর হনুমান।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণ ॥
সাজ২ বলি ডাকে ভীষণ রাক্ষস।
যুদ্ধ হেতু নিশাচর করিল সাহস ॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর।
বিন্ধিয়া রাক্ষসগণে করিল জর্জ্জর ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বরিষয়ে বাণ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ করয়ে সংগ্রাম ॥
মেঘবর্ণ সহদেব সুবেগ সহিত।
যুঝায়ে রাক্ষসগণে মনে নাহি ভীত ॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
নানা মায়া করে সেই রাক্ষস প্রধান ॥
মেঘরূপ হয়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে নিবারণ ॥
বৃক্ষ শীলা পর্ব্বত বরিষে নিশাচর।
বৃষকেতু বাণ এড়ি করয়ে সত্বর ॥

ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের বাণে।
গদা হাতে ধায় বীর শঙ্কা নাহি মনে।
কালদণ্ড সম গদা হাতেতে করিয়া।
ভীষণেরে মারিলেন সাহস করিয়া ॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে ॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া।
কীরিটির শিরে মারে মুষল ফেলিয়া ॥
মোহ যায় ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন ধায় গদা হাতে ॥
মারিল গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে।
দৈবে প্রাণ পায় সেই পলায় তরাসে ॥
যুদ্ধ দেখি হনুমানে আনন্দ বাড়িল।
জড়াইয়া লাঙ্গুলেতে রাক্ষস মারিল ॥
হনুমান দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যমঘর ॥
নয়লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে ঘোর বনে ॥
কত সৈন্য সঙ্গে লয়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল সেই মুনির মুরতি।
মায়াপাতি করিল মধুর ফুল ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবর জল ॥
সঙ্গে নিশাচরগণ শিষ্যরূপ হৈল।
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিকে বসিল ॥
হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কতদূর বনেতে দেখেন তপোধন।
মুনিরূপে বসে আছে সঙ্গে পুণ্যজন ॥
পার্থেরে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল ॥
দীর্ঘ নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনি জ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয় ॥
শুন প্রভু তব স্থানে চাহ আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পুরে মনসাধ ॥
মুনি বলে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ ॥

কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে ।
আমার অতিথি হও দিন অবসানে ॥
বিবেচনা মনে করলেন ধনঞ্জয় ।
রাক্ষস বলিয়া তারে জানেন কথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন মায়া না করিহ তুমি ।
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি ॥
কিন্তু মম স্থানে আজি নাহিক নিস্তার ।
এখনি পাঠাব তোমা যমের দুয়ার ॥
প্রাণ ভয়ে তপস্বী হইলে নিশাচর ।
বিদিত হইল মায়া সবার গোচর ॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুর্ব্বাণ ।
ভয়েতে রাক্ষস হয় নিজ মূর্ত্তিমান ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব টঙ্কার দেন হইয়া নির্ভয় ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার শুনি আইল সর্ব্বজন ।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব কর্ণের নন্দন ॥
ভীম হংসধ্বজ আদি যত বীরগণ ।
ত্বরায় আইল সবে করিবারে রণ ॥
গাছ শিলা অর্জ্জুনে মারয়ে নিশাচর ।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ সংহতি ।
গদাঘাতে মারিলেন ভীম মহামতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তারবে ভববারি ।

মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত
অর্জ্জুনের পরিচয় ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি ।
তিন বৃন্দ সেনা তার নব লক্ষ হাতী ॥
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে ।
নানা রত্ন আনে সেই নৃপতি গোচরে ॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই অর্জ্জুন নন্দন ।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন ॥
যাটি কোটি অশ্ব আছে রণেতে যাহার ।
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার ॥
তীর্থ যাত্রা যে কালে করেন ধনঞ্জয় ।
সে কালে গন্ধর্ব্ব কন্যা করে পরিণয় ॥
তার গর্ভে উপজিল সে বভ্রুবাহন ।
অর্জ্জুন সমান তারে বলে সর্ব্বজন ॥
নাগকন্যা উলুপী আছেন তার ঘরে ।
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে ॥
কুরুক্ষেত্র রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষয় ।
শুনিয়াছ সেই কথা শ্রীজন্মেজয় ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে ।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে ॥
ধরিল যজ্ঞের অশ্ব বভ্রুবাহ বীর ।
জননীর কাছে কহ চিত্ত করি স্থির ॥
তুমি বল মম পিতা পাণ্ডুর নন্দন ।
মণিপুরে আইলেন দৈবের ঘটন ॥
না জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি ।
কি করি উপায় এবে কহ গো জননী ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে শুন সুবুদ্ধি কুমার ।
যত্নেতে পালন কর বচন আমার ॥
অশ্ব লয়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে ।
অপরাধ মাগি লহ তাঁহার চরণে ॥
নানারত্ন অগ্রে থুয়ে করিবেক নতি ।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী ॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম কহিবে তাঁহারে ।
তনয় বলিয়া তেঁই তুষিবেক তোরে ॥
বভ্রুবাহ বলে মাতা করি নিবেদন ।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥
এ রীতি ক্ষত্রিয় নহে শুন গো জননী ।
যুদ্ধ করি পরিচয় তাঁরে দিব আমি ॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে ।
শুন গো জননী অগ্রে না জানাব তাঁরে ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র না হয় যুকতি ।
কেমনে বুঝিয়া তুমি পিতার সংহতি ॥
নাহি শুন লোক মুখে ইতিহাস কথা ।
পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা ॥
তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে ।
সেই পুত্র বলি সে পিতার বাক্য ধরে ॥

তুমি চাহ পিতা সঙ্গে করিবারে রণ।
কিমতে এ সব লাজে ধরিব জীবন॥
অশ্ব লয়ে যাহ তুমি পাণ্ডব গোচরে।
লোক ধর্ম্ম কথা আমি কহিনু তোমারে।
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যেই জন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার বলে মুনিগণ॥
জননীর বাক্যে বক্রুবাহ নরপতি।
নানা রত্ন নিল রাজা সুশোভন অতি॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইয়া কস্তুরী।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি॥
অশ্ব নিয়া চলিলেন পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুনে ভেটিতে যান আনন্দিত মন॥
দূত গিয়া কহিলেন পার্থের গোচরে।
বক্রুবাহ আইলেন তোমা ভেটিবারে॥
পদাতিক সঙ্গে আইল পাত্র মিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তবে লইবে শরণ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয়॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বৃকোদর সুবেগ সহিত।
অর্জ্জুন সমাজ করে পায়ে মহাপ্রীতি॥
কুসুম চন্দন অর্জ্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
পঞ্চ রত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জ্জুন চরণে রাজা করিয়া প্রণতি॥
সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব কহে নরপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি॥
অর্জ্জুন চরণ প্রান্তে বসিয়া রাজন।
আপনার কথা যত করে নিবেদন॥
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদা গর্ভেতে আমার জন্ম হয়॥
যখন করিলা তুমি তীর্থ পর্য্যটন।
করিলা গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বক্রুবাহ বলি নাম জানহ আমারে॥
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে॥
কাহারে বলিস পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায়ে বুঝি তোর নাহি লজ্জা ভয়॥
নটী চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্ব দুহিতা।
তুই যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমিতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমি ত তোমার পুত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জ্জুনে কহিল যুক্ত না হয় তোমায়॥
মহারাজ বক্রুবাহ বিদিত সংসারে।
কুসুম চন্দন দিয়া পূজিল তোমারে॥
চরণ প্রহার কর নহে ত উচিত।
তোমার তনয় হয় এ কথা নিশ্চিত॥
আপনি আসিয়া বলে তোমার তনয়।
অন্যে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয়॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন॥
সুভদ্রা তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহ ভেদি যুঝিলেন দ্রোণ সনে॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণে সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহবীর শরীর ত্যজিয়া॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
বক্রুবাহ হয় দেখ নটীর নন্দন॥
অগ্রে [illegible] করিয়া ধরিল মম হয়।
ভয় পেয়ে বলে শেষে তোমার তনয়॥
এ যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ॥
কাতর হইল নহে আমার নন্দন।
অঙ্কুর জিনয়ে বীজে বলে সর্ব্বজন॥
পিতা হইতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে
শাস্ত্রের এ সব কথা কহে মুনিগণে॥

এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহ রাজা তবে অধোমুখে রয়॥
মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহ চিতে।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বীর কহে যোড়হাতে॥
শুন মহাশয় তুমি কহিলা বিস্তর।
শুনিবারে মন্দ কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর॥
আপন জন্মের কিছু জান সমাচার।
সে কথা কহিতে হৈল সাক্ষাতে তোমার॥
জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলা মোরে।
যে জন জারজ তাহা বিদিত সংসারে॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমাকে দেখিয়া।
মাতৃবাক্যে আসিয়াছি তুরঙ্গ লইয়া॥
সে কারণে অপমান করিলে আমারে।
আজি পরাক্রম আমি দেখাব তোমারে॥
এত বলি অনুচরে কহিল নৃপতি।
বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব করিয়া শকতি॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
অশ্ব লয়ে গেল তারা পরম যতনে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাজন।
আনন্দেতে দেয় কেহ দামামা নিঃস্বন॥
সাজ২ বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল সর্ব্ব সেনা॥
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ॥
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গর।
শেল টাঙ্গী হাতে নিল করিতে সমর॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেন যুদ্ধ সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে গেল করি হাহাকার॥
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুর নন্দন।
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন॥
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহ কয়।
বিলক্ষণ পাইনু পিতার পরিচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন তপোধন।
বভ্রুবাহ অর্জ্জুন কেমনে হৈল রণ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্বকথা শুনি॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যুদ্ধ কথা কহি আমি কর অবগতি॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে।
বভ্রুবাহ রাজা গেল যুদ্ধ করিবারে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যেই হইবারে চায়।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেন তায়॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা অর্জ্জুন নিধনে।
এসব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে॥
হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া॥
সিংহনাদ বাদ্যরব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা সব প্রবেশিল রণে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন তনয় তাহা করে খান২॥
হেনমতে দুইজনে অনেক যুঝিল।
গগণমণ্ডলে দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল॥
অন্ধকার হৈল সব না দেখি নয়নে।
পরিচয় নাহি যুদ্ধ করি কার সনে॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ অবতার।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার॥
দুই বাণে বিন্ধে বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি॥
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণ ধনু গুণ কাটি করে খণ্ড২॥
ফাঁফর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন॥
তাহা দেখি শাম্ব বীর প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম করে বভ্রুবাহ সনে॥

ক্রমে২ তাহা আমি কতেক কহিব।
ভারত সমুদ্র কথা সুধার অর্ণব ॥
বভ্রুবাহ রণে কার নাহিক নিস্তার।
হইল অস্থির রণে শাম্ব বীরবর ॥
জর্জ্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক কুসুম যেন শোভিছে বসন্তে ॥
প্রাণভয়ে পদাতিক নাহি রহে রণে।
অচেতন হৈল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভীম আর সাত্যকি যে সাহস করিল।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখিল নয়নে।
ভীম আদি মহাবীর ভয় পায় মনে ॥
তবে বভ্রুবাহ করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডব সৈন্য লইয়া পরাণ ॥
অন্যের থাকুক কথা ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সবে পলাইল ॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব হয়ে।
অর্জ্জুন সম্মুখে সবে উত্তরিল গিয়ে ॥
অপমান পেয়ে সবে বভ্রুবাহ বাণে।
তা দেখি অর্জ্জুন বীর কুপিলেন মনে ॥
গাণ্ডীব লইয়া পরে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর হইয়া নির্ভয় ॥
হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ লয়ে।
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়ে ॥
বৃষকেতু করিলেন বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে অর্জ্জুন নন্দন ॥
ধ্বজছত্র কাটে বাণ হাতে লয়ে ধনু।
একবাণে বভ্রুবাহ কাটিলেন তনু ॥
বভ্রুবাহ সৈন্য তবে বিন্ধিলেক বহু।
কুপিল অর্জ্জুন বীর যেন গ্রহ রাহু ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপান্বিত ধনঞ্জয় করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর সক্রোধ অন্তরে ॥
পিতা পুত্র উভয়ে যে সংগ্রাম হইল।
বাহুল্য কারণে সব লেখা নাহি গেল ॥

অক্ষয় গাণ্ডীব তূণ রণে হৈল ক্ষয়।
তা দেখি চিন্তিত হইলেন ধনঞ্জয় ॥
বভ্রুবাহ বলেন শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান।
পবননন্দন ভীম পবন সমান ॥
সহদেব নকুল দুই অশ্বিনী কুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্মাইল তোমার ॥
আপনার জন্মের কথা মনে না করিলা।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলা ॥
সম্মুখ সমরে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে ॥
আজি কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা রণে ভঙ্গ করি।
তবে আমি প্রবেশ করিব নিজ পুরী ॥
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তব জননীর স্থানে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
কিন্তু আজি যশোলোপ করিব তোমার।
ফিরিয়া না যাবে তুমি রণেতে আমার ॥
বভ্রুবাহ বচনে কহেন ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার না করহ বেশ্যার তনয় ॥
তাহা শুন বভ্রুবাহ ক্রুদ্ধ হৈলে মন।
বাণেতে জর্জ্জর তনু করিল অর্জ্জুনে ॥
অতি ব্যস্ত হইলেন বীর ধনঞ্জয়।
নরনারায়ণ মনে পাইলেন ভয় ॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে।
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
অকুশল দেখিলেন ধ্বজে পড়ে কাক।
হইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক ॥
বৃষকেতু সম্বোধি বলেন ধনঞ্জয়।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয় ॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ।
হস্তিনানগরে যাহ লইয়া পরাণ ॥
তোমা বিনা বংশে আর না আছে সন্তান।
তুমি দিলে পিতৃলোকে জলপিণ্ড পান ॥

যুবনাশ্ব সুবেগ প্রভৃতি সৈন্যগণ।
বভ্রুবাহনের রণে না পায় রক্ষণ॥
কীরিটির কথা শুনি কর্ণের কুমার।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে॥
এত বলি ধনুর্ব্বাণ লইল সত্বরে।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণ বভ্রুবাহনেরে॥
বভ্রুবাহ বলে শুন কর্ণের নন্দন।
পুনঃ২ আইস তুমি করিবারে রণ॥
কৃষ্ণে স্তুতি কর তুমি মরণ সময়।
পরকালে দিব্যগতি দিবেন তোমায়॥
এত বলি বভ্রুবাহ হাতে নিল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে সত্বরে এড়িল।
বৃষকেতু মাথা কাটি ভূমেতে পড়িল॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ॥
পার্থের তনয় পরাজিল সবাকারে।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ বদন।
বৃষকেতু শোকে কান্দি কহিল বচন॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
অহঙ্কার করি পুত্র হারালে জীবন॥
নিষেধ করিনু যত না শুনিলে কাণে।
শরীর ত্যজিলে বভ্রুবাহনের বাণে॥
কি বলি যাইব আমি হস্তিনানগরে।
কি বোল বলিব গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয়।
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ মহাশয়॥
বৃষকেতু মুণ্ড তবে হৃদয়েতে ধরি।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি॥
কান্দেন বিষাদ মনে ইন্দ্রের নন্দন।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন॥
ক্ষত্রিয় এ ধর্ম্ম নহে শুন মহাশয়।
এখনি দেখিবা তুমি আপনি সংশয়॥
হাসিবে ভূপতিগণ দেখিয়া তোমারে।
ক্রন্দন উচিত নয় সমর ভিতরে॥
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে।
গত জীবে শোকযুক্ত না হয় তোমাকে॥
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায়।
সমরে বিষাদ করিবারে না যুয়ায়॥
কি কারণে বিলাপ করহ তুমি শোকে।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে॥
কৃষ্ণগত প্রাণ তব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণহীন হয়ে কেন হারাবে পরাণী॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকীকুমার॥
চিন্তহ গোবিন্দ পদ ওহে ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয়॥
এত বলি বভ্রুবাহ বলিল ডাকিয়া।
কীরীটি চিন্তেন কৃষ্ণ বিপদে পড়িয়া॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ওহে ভগবান।
সমর বিষম ঘোরে কর প্রভু ত্রাণ॥
আইস কমলাপ্রিয় শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে॥
গজেন্দ্রে করুণা করি উদ্ধারিলা হরি।
অপার মহিমা তব কি বলিতে পারি॥
দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলা নিবারণ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলে আমা পঞ্চজন॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাখিলা সবারে।
আপনি করিলা ত্রাণ বিরাট নগরে॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি।
সংসারে বিদিত তাহা কি বলিব আমি।
সুরথ সুধন্বা যুদ্ধে রাখিলে আমারে।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে॥
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি।
পার্থেরে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি॥
চাহেন আপন রথ পানে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পায় ভয়॥
বভ্রুবাহ বলে তুমি কি ভাবিছ মনে।
না পাবে নিস্তার তুমি আমার এ রণে॥

এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নরনারায়ণ ॥
জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে।
ফুটিল অর্জ্জুন বীরে রক্ত বহে ধারে ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত আদি যত বাণ।
ভয়েতে অর্জ্জুন সব করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা শরে নিবারেন।
প্রাণপণে কীরিটি জিনিতে না পারেন ॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ কাণে ॥
তাহা শুনি আনন্দিত হন নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা-অস্ত্র করিয়া শকতি ॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেক চাপে।
বাণ দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥
মহাবেগে গঙ্গা-বাণ আকাশে উঠিল।
কীরিটির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
অর্জ্জুন নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল ॥
সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতূহলে।
পুরে প্রবেশিল বীর জয় জয় বোলে ॥
নানাবাদ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলিল আমি জিনিনু সংগ্রাম ॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে।
যতেক পাণ্ডব সৈন্য জিনিলাম হেলে ॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন ॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা ॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই মহাপাপকারী।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী ॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ঘন ঘন ডাকে ॥
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর।
শুনিয়া উলূপী ধায়ে আইল সত্বর ॥
মুখে জল দিয়া তারে তুলে হাত ধরি।
না জানি বিষাদ কেন কহ সহচরী ॥
কৃষ্ণ সখা কীরিটির না হবে মরণ।
বভ্রুবাহনের বাণে হৈল অচেতন ॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ তেঁই কহিল আমারে ॥
রোপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন।
আমাকে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন ॥
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন ॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজন ॥
উলূপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত।
দাড়িম্বের বৃক্ষতলে গেলেন ত্বরিত ॥
মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন ॥
হাহা প্রাণনাথ বলি করয়ে রোদন ॥
পতি দরশনে দোঁহে করিল গমন।
অগ্রে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ ॥
হেথা বভ্রুবাহ বীর পায়ে অপমান।
বিনা শয়ে জনকেরে ভাবয়ে নিদান ॥
পাত্র মিত্র পাঠাইল জননীর স্থানে।
প্রবোধিতে তারা যায় পরম যতনে ॥
উলূপী বলেন হেদে শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা ॥
অনন্ত দুহিতা আমি শুন লো সুন্দরী ॥
আমা বিবাহিয়া পার্থ গেল মম পুরী ॥
অর্জ্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জ্জুনেরে দিল ॥
অর্জ্জুনে দিলেন আনি হইয়া কৌতুক।
অমৃত নামেতে মণি দিলেন যৌতুক ॥
পুণ্ডরীক নাগে দিলা আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে ॥
মণির কারণ তারে পাতালে পাঠাব।
আনিয়া অমৃত মণি অর্জ্জুনে জীয়াব ॥
এত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন।
উলূপীরে বলিলেন আনহ এখন ॥

অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে।
শুন গো ভগিনী মণি আনহ ত্বরিতে॥
উলুপী বলেন তুমি স্থির কর মতি।
এখনি পাইবে প্রাণ পাণ্ডবের পতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের জীবনার্থে মণি আনয়ন।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন মহামুন।
অর্জ্জুন নিপাত্ত কথা শুনিব কাহিনী॥
কিমতে আনিবে মণি পাতাল হইতে।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কিমতে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কতেক কহিব কথা সে সব ভারতী॥
উলুপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলুপী সম্মুখে॥
স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়কারী বিচারিল মনে।
আইলেন বভ্রুবাহ জননীর স্থানে॥
অধোমুখে রহিলেন মায়ের সদনে।
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণা বচনে॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
মারিলি আমার বুকে এই বড় শাল॥
কি বলে উলুপী তাহা শুনহ শ্রবণে।
পার্থ জীয়াইতে চাহে মণির মিলনে॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত সমীপে।
সত্বরে আনিয়া মণি রাখ মনস্তাপে॥
বভ্রুবাহ বলিলেন শুন গো জননী।
পুণ্ডরীক নাগ যাক আনিবারে মণি॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহ সনে।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে॥
পুণ্ডরীক গেলে যদি নাহি দেয় মণি।
সংগ্রাম করিব শেষে শুন গো জননী॥
উলুপী বলিল পুত্র কহিলা প্রমাণ।
সম্প্রীতে না দিলে মণি উচিত সংগ্রাম॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণি হেতু নাগ গেল রসাতল পুরী॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল॥
সর্পগণ আগে কহে নাগ অধিপতি।
উলুপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের প্রতি॥
বভ্রুবাহ সমরে মরিল ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীবে পাণ্ডুর তনয়॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত।
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ সব অগ্রাহ্য কথা আমারে না সহে॥
আপন মঙ্গল রাজা নাহি চিন্ত তুমি।
গরুড়ের ভয়ে সর্প রক্ষা করে মণি॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোকে।
শুন সর্পরাজ আমি বলি যে তোমাকে॥
ভাল হৈল বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
অর্জ্জুন মারিল তার শতেক সন্ততি॥
এ কথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল।
অর্জ্জুন নিধনে মম আনন্দ হইল॥
না দিব অমৃত মণি কহিনু তোমারে।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে॥
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনঞ্জয়।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয়॥
নরলোকে কদাচিত মণি নাহি দিব।
কত জীব জীবে বলি এ মণি রাখিব॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার।
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার॥
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায়।
তবে সে তোমার চিত্তে যেমত যুয়ায়॥
আমরা যতেক নাগ না দিব সম্মতি।
সত্য কহিলাম কথা শুন নাগপতি॥
অনন্ত বলেন কথা শুনহ কথন।
ধর্ম্মপথ পাচরিলে শুনহ কথন॥
অর্জ্জুন পাইলে ত্রাণ মণির মিলনে।
সুখী হবে নারায়ণ এ কথা শ্রবণে॥

কৃষ্ণপ্রীতে সুখ মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয় ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন।
মণি নাহি দিলে পার্থ না পাবে জীবন ॥
সখা যাঁর নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার ॥
নহে বক্রবাহ হাতে পাবে অপমান।
সত্য কহিলাম আগ তোমা বিদ্যমান ॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি।
পুণ্ডরীক মুখে তাহা বক্রবাহ শুনি ॥
উলুপী বলিল পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায় ॥
বক্রবাহ বলিলেন সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব ॥
এত বলি বক্রবাহ সাজন করিল।
রথ আরোহিয়া রাজা পাতালে চলিল ॥
বাসুকী না দিল মণি শুনিয়া রাজন।
মণি না পাইয়া রাজা অতি ক্রুদ্ধ মন ॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে।
তাহা দেখি দূত কহে রাজ বিদ্যমানে ॥
দূত মুখে অনন্ত পাইল সমাচার।
যুদ্ধ হেতু আসে চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
অর্জ্জুন নন্দন বীর জানে নানা শিক্ষা।
অপার বিক্রম তার নাহি কার রক্ষা ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি।
বক্রবাহ হেথা আইল কি কর যুকতি ॥
মণি নাহি দিলা তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিকে চক্ষুর নিমিষে ॥
তাহার কারণে তুমি না চিন্তহ মনে।
আমি যুদ্ধ করি রাজা বক্রবাহ সনে ॥
এত বলি বাসুকীরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার ॥
স্মরণে আসিল যত ছিল নাগগণ।
বক্রবাহনের সনে আরম্ভিল রণ ॥
সে সব সংগ্রাম কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব আমি শুন নরবর ॥
গজবাজী পদাতিক করিয়া সংহতি।
রণে প্রবেশিল বক্রবাহ নরপতি ॥
অনল সমান বাণ বরিষে রাজন।
আগু হৈতে নাহি পারে যত নাগগণ ॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশয়ে যাহারে।
চক্ষুর নিমিষে সেই যায় যমঘরে ॥
ধনুক ধরিয়া করে বাণ বরিষণ।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরিল নাগগণ ॥
সর্প মনুষ্যেতে রণ অপূর্ব্ব কথন।
বড়২ নাগগণ হারায় জীবন ॥
বাসুকী সংগ্রামে আইল ক্রোধ করি চিত্তে
অনেক যুঝিল বক্রবাহন সহিতে ॥
নিবারিতে না পারিল অর্জ্জুন নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র গর্জ্জিলেন দুঃখ পেয়ে মনে ॥
দুই পুত্র লয়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ।
বিংশতি সহস্র সৈন্য বধিল জীবন ॥
মহাক্রোধ উপজিল অর্জ্জুন নন্দনে।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে ॥
হইল গরুড় মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
প্রাণভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর ॥
প্রমাদ পড়িল নাগ না দেখি নয়নে।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্ত সদনে ॥
অনন্ত বলেন কেন পলাও এখন।
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়া রণ ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
এখন যুঝহ বক্রবাহনের সনে ॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে।
অর্জ্জুন নন্দনে কেবা যুঝিবারে পারে ॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ।
সে কোপে করিবা তুমি নাগের নিধন ॥
আপনি বিদায় কর বক্রবাহনেরে।
যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল অনন্তেরে মণি।
মণি লয়ে নাগগণ চলিল আপনি ॥

অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন।
মণি লহ যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল।
অর্জ্জুন নন্দন তবে বাণ সম্বরিল॥
মণি পায়ে চিত্রাঙ্গদাসুত তুষ্ট হৈল।
মণির প্রভাবে মৃত সেনা যে জীবিল॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল।
আপনার দুইপাত্রে ডাকিয়া কহিল॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্ক ভঞ্জন।
তবে সে রাখিব আমি আপন জীবন॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের আন গিয়া মাথা।
তবে মোর দূর হয় সব মন ব্যথা॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া॥
শুন রাজা জন্মেজয় পূর্ব্বের ভারতী।
কদাচিত খল জন নহে শুদ্ধমতী॥
মণি লয়ে বভ্রুবাহ গেল নিজ পুরে।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে॥
উলুপী কহিল পুত্র কহ বিবরণ।
আনিলা কি রত্ন মণি অর্জ্জুন নন্দন॥
বভ্রুবাহ রাজা বলে আনিলাম মণি।
কিন্তু অর্জ্জুনের মাথা না দেখি জননী॥
বৃষকেতু মুণ্ড নাহি কেবা লয়ে গেল।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল॥
কুণ্ডলে মুণ্ডিত মুণ্ড নিল কোন জন।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জ্জুন নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী কান্দেন দুইজনে।
তা দেখিয়া পাত্র মিত্র দুঃখ পায় মনে॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল॥
পাত্র মিত্র প্রবোধয়ে সে বভ্রুবাহনে।
চিত্রাঙ্গদা উলুপী শান্তাইল দুজনে॥
অধোমুখে বিলাপ করেন নরপতি।
পিতৃহত্যা করিলাম হইয়া সন্ততি॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মহত্যা হব আমি শুন গো জননী॥
শরীর ত্যজিব আমি এই পিতৃশোকে।
ক্রিমি হয়ে দুঃখ ভোগ করিব নরকে॥
বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর।
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার॥
নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা লয়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননী॥
উলুপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন।
প্রতিকার ইহার করিবে নারায়ণ॥
এ কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন।
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোনজন॥
ভকতবৎসল প্রভু আনিবে ত্বরিত।
কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের নাহি কিছু ভীত॥
এত বলি প্রবোধিল সে বভ্রুবাহনে।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জ্জুনে॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলুপী সুন্দরী।
বিষাদে রহিল সর্ব্ব সুখ পরিহরি॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহি যে তোমারে।
কুন্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তীনানগরে॥
বৃষকেতু অর্জ্জুন হইল ক্ষয় রণে।
স্বপ্নেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে॥
ভয়ে কুন্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল।
শুনহ গোবিন্দ মম অমঙ্গল হেল॥
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের হইল নিধন॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
মহাবলবান সেই অর্জ্জুন সন্ততি॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে।
বভ্রুবাহন সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি।
অর্জ্জুনে ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি॥
নানা রত্ন অগ্রে রাখি প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না লইল॥
চরণ প্রহার কৈল মস্তক উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে॥

বব্রুবাহ রাজা তবে পায়ে অপমান।
করিল অর্জ্জুন সঙ্গে অনেক সংগ্রাম ॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ।
বব্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের কাটিলেক মাথা।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা ॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত উচাটন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন।
অন্তরে হলেন দুঃখী কমললোচন ॥
অমঙ্গল কথা পিসি কহ কি কারণে।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে ॥
কুন্তীরে প্রবোধ করি মুকুন্দ মুরারী।
গরুড়ে স্মরণ করিলেন দেব হরি ॥
কৃষ্ণের স্মরণে আইল বিনতা নন্দন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়া আরোহণ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু কারিটি কারণ ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে চেতন পাইল।
বব্রুবাহ রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বব্রুবাহনের
বিনয়।

বব্রুবাহ নরনাথ, যোড় করি দুই হাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত হই রণে ॥
অশ্ব আইল মণিপুরে, কহিলেক অনুচরে,
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।
অশ্বভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন শুন দেব চক্রপাণি ॥
পরিচয় পিতা সনে, ইচ্ছা করিলাম মনে,
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গদা।
অশ্ব নিয়া আগে ধরি, কুসুম চন্দন পুরী,
দূর করি আপন মর্য্যাদা ॥
নানা রত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ পদতলে,
যথাযোগ্য করিনু প্রণাম।
জারজ বলিয়া মোরে, লাথি মারিলেন
শিরে, সভাতে পাইনু অপমান ॥
তবু দুঃখ নাহি ধরি,আমি কৃতাঞ্জলি করি,
করিলাম অনেক বিনয়।
শুন শুন চক্রপাণি, নটীর তনয় আমি,
কহিলেন পার্থ মহাশয় ॥
এ পঞ্চ ভৌতিক দেহ, কাম ক্রোধ আদি
মোহ, সম্বরিতে না পারিনু আমি।
অবশেষে যুদ্ধ কার্য্য,করিলাম শুন আর্য্য,
বুঝিয়া করহ দণ্ড তুমি ॥
অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে, নাগ জিনিলাম বলে,
মণি আনি না দেখিনু মাথা ॥
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থ শির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান,
ভাল হৈল আইলে যদুবীর ॥
এত বলি বব্রুবাহ, ত্যজিয়া সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করেন হরি,
না মরিহ অর্জ্জুন নন্দন ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্ত ও
তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধ।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন তপোধন।
কি প্রকারে পাইলেন অর্জ্জুন জীবন ॥
সে সকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক সংশয় ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
কহি যে তোমারে আমি সে সব ভারতী ॥
নিজ পরিচয় দিল শ্রীবভ্রুবাহন ।
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন মুণ্ড হরিল যে জন ।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন ॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক ।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হয়ে সকৌতুক ॥
তবে সেই দুই জনার মস্তক খসিল ।
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নয়নে দেখিল ॥
বৃষকেতু কীরিটির মস্তক লইয়া ।
অনন্ত আপনি আইল সানন্দ হইয়া ॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন ।
অমৃত আপনি ছড়াইলা নারায়ণ ॥
প্রাণ দান পাইল সবে মণির পরশে ।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে ॥
হস্তী ঘোড়া আদি যত ছিল মৃতলোক ।
মণি হৈতে প্রাণ পাইল দূর হৈল শোক ॥
উঠিয়া বসিল যত নৃপতি কুমার ।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার মার ॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে ।
মণি লয়ে গেল নাগ আপন ভবনে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জ্জুন তনয় ।
ক্ষত্র ধর্ম্ম আচরিলা নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে ।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রামে ॥
অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি ।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি ।
কৃষ্ণ বাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া ।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া ॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান ।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
সম্প্রীতি পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন ।
সবে বলে যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন ॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ করে যোড়হাত ।
একদৃষ্টে নিরক্ষয়ে পাণ্ডবের নাথ ॥

অনুশাল্ব দৈত্য সঙ্গে কৈল আলিঙ্গন ।
সবে বলে ধন্য ধন্য কীরিটি নন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী গেলেন অন্তঃপুরে ।
কৃষ্ণ হেতু কহিলেন বভ্রুবাহনেরে ॥
তুরঙ্গ রাখিতে যাব কীরিটি সংহতি ।
সৈন্যগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতী ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে হরষিত চিতে ।
তুরঙ্গ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সাথে ॥
লক্ষ ধেনু সেখানে ব্রাহ্মণে দিল দান ।
তুরঙ্গ লইয়া বীর করিল পয়ান ॥
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ।
আর কি বলিব রাজা বলহ আমারে ॥
শ্রীজন্মেজয় বলে শুন তপোধন ।
অশ্ব লয়ে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনে জন্মেজয় ।
রত্নবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
রত্নবতী পুরে রাজা ময়ূরধ্বজ নাম ।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্ব গুণধাম ॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান ।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন নরপতি ।
অশ্ব রক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহাপতি ॥
অশ্ব লয়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে ।
দৈবে অর্জ্জুনের অশ্ব গেল সেই পুরে ॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন ।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন ॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার ।
পাণ্ডব সমান বীর কেহ নাহি আর ॥
বীরবেশে অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে ।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন ।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন ॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করিছে লিখন ।
ধরিতে আমার ঘোড়া পারে কোন জন ॥
শীঘ্র লহ সেনাগণ ধনুর্ব্বাণ হাতে ।
সকলে সুসজ্জা হও সংগ্রাম করিতে ॥

নৃপাদেশে অনুচর অশ্ব লয়ে গেল।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ হেতু সুসজ্জা হইল॥
শিখিধ্বজ সুত অশ্ব ধরিলেক বলে।
কীরিটি শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে॥
আগে হৈল বৃষকেতু লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
তাম্রধ্বজ সহ তার বাজিল সংগ্রাম॥
ডাক দিয়া বৃষকেতু বলে উচ্চৈঃস্বরে।
কে ধরিল যজ্ঞ ঘোড় মরিবার তরে॥
যুধিষ্ঠির সহায় আপনি নারায়ণ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন॥
তাম্রধ্বজ বলে কৃষ্ণ সবাকার পতি।
না বুঝিয়া কহ কেন কুৎসিত ভারতী॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই।
এ তিন ভুবনে তার শত্রু কেহ নাই॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার।
শুন বৃষকেতু জ্ঞান নাহিক তোমার॥
দেখিব কেমনে আজ জিনিবা সংগ্রাম।
অশ্ব নিয়া নিজদেশে করহ পয়ান॥
মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল।
অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইল॥
ভাল হৈল এই অশ্ব দৈবে দিল আনি।
লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবে তুমি॥
বৃষকেতু বলে শুন নৃপতি নন্দন।
জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি।
পরাভব পেয়ে সবে আইল সংহতি॥
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবা এখন।
নহে অশ্ব অর্জ্জুনেরে করহ অর্পণ।
বৃষকেতু বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল।
তাম্রধ্বজ বাণে বীর জর্জ্জর হইল॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া।
বৃষকেতু রথধ্বজ ফেলিল কাটিয়া॥
তূণ গুণ কাটিলেন রথের সারথি।
বিরথি হইল বৃষকেতু মহামতি॥
দশ বাণে তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছিত হইল॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত।
করে বাহু যুদ্ধ তাম্রধ্বজের সহিত॥
পিতা পুত্রে মূর্চ্ছিত হইল দুইজনে।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে॥
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম।
ভূমেতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুই জনে কৈল মহারণ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
জিনিতে না পারিল তাম্রধ্বজ বীরে॥
প্রাণপণে যুঝে কেহ অনেক প্রকারে।
অচেতন পড়ি গেল রথের উপরে॥
কেহ ভূমে পড়ি গেল হয়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন॥
তাম্রধ্বজ সনে সেই অনেক যুঝিল।
বাহুল্য কারণ তাহা লেখা নাহি গেল॥
তাম্রধ্বজ বাণে তার শেষ হৈল তনু।
অচেতন হয়ে রণে পড়ে কৃষ্ণতনু॥
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগণ তবে এড়ি নানা শর॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিয়া পাঁচ শরে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে লয়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতি তনয় করে তাহা খান খান॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেক ভীমসেনে জর্জ্জর করিয়া॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন॥
এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডব সৈন্য পরাজিত রণে॥
তাহা দেখি কীরিটির ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে॥

অর্জ্জুনে দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ্ণবাণ দিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীর॥
অর্জ্জুন যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ শরে।
পার্থের জর্জ্জর অঙ্গ রক্ত বহে ধারে॥
মহাকোপ উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র আমি না পারি বুঝিতে।
সংগ্রামে সমর্থ নহি তাম্রধ্বজ সাথে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে পরাজিনু আমি।
নিবাত কবচ বিনাশিনু চক্রপাণি॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু শঙ্করে।
কালকেয় নিপাত করিনু বাহুবলে॥
সংগ্রাম করিয়া আমি তুষিনু অনলে।
জিনিয়া কৌরবগণে বিরাট নগরে॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কৈনু অপমান।
আপনি জানহ তুমি আমার সংগ্রাম॥
সুরথ সুধন্বা আমি নিপাতিনু রণে।
বুঝিতে না পারি আমি তাম্রধ্বজ সনে॥
বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ পাইলাম বড় অপমান॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান শিখিধ্বজের কোঙর॥
জিনিতে নারিবা তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিম্বা আমি হেরি একই সমান॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই॥
শিখিধ্বজ সাহস আজি দেখাব তোমারে।
চল দুইজন যাই পুরীর ভিতরে॥
শিখিধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে॥
দ্বিজবেশ ধরিয়া রাজার ঠাঁই যাব।
নৃপতির সাহস আমি তোমারে দেখাব॥
পাইবা যজ্ঞের ঘোড়া ভয় নাহি মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি আইস মোর সনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ ব'লে জানে সর্ব্বজন।
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ॥
দর্পহারী তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাতে সে দর্প তুমি দেখাও আমারে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কন।
তোমা বিনা সখা মম আছে কোনজন॥
রণ জিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল বাপের পাশে লইতে প্রসাদ॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্রাহ্মণবেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন।

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলা আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নবতী পুরে॥
সার্থক তপস্যা মম হইল এত দিনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি।
সবাক্ষবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি॥
যাঁর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার জনম।
আইলেন মম পুরে সেই নারায়ণ॥
যাঁর পদ পরশে সানন্দ বসুমতি।
মুনিগণ যাঁর পদ ভাবে দিবারাতি॥
হেন যাদবেন্দ্র আইলেন মম পুরে।
পূর্ব্ব তপঃ ফলে আমি দেখিব তাহারে॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে।
কৃষ্ণ দরশন পাব অর্জ্জুন মিলনে॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ বিবরণ।
বাহুবলে পরাজিল শ্রীবভ্রুবাহন॥
একলক্ষ রাজা যার খাটে ছত্র তলে।
তাহাকে জিনিলা তুমি নিজ বাহুবলে॥

অনুশাল্ব যুবনাশ্ব বড় বীরবর।
তাহাকে জিনিয়া তুমি করিলা সমর ॥
সাত্যকি যে বৃষকেতু বড় বলবান।
তাহাকে জিনিলা তুমি বিক্রমে প্রধান ॥
পরাজিলা রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন।
অর্জ্জুন তোমার বাণে হৈল অচেতন ॥
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে লাগে ভয়।
একেলা করিলা তুমি সবারে বিজয় ॥
পাণ্ডব বান্ধব করিলেন আগমন।
অশ্ব হেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥
এত বলি আনন্দে পুলকে নরপতি।
সমাজ করিল পাত্র মিত্রের সংহতি ॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপবর।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর ॥
হেথা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিয়া মনে।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জ্জুনের সনে ॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন ॥
খুঙ্গি পুঁথি কাঁখে শিষ্যরূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যেখানে।
তথা উপনীত কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণমিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে ॥
যোড়হাত হয়ে রাজা বলেন বচন।
কি হেতু আইলে তুমি কহ বিবরণ ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
শুনহ নৃপতি মম দুঃখের কাহিনী।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে ॥
বিবাহ দিবস দৈবে নিকট হইল।
নিমন্ত্রণে ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব আইল ॥
বর লয়ে আসিতে ছিলাম হরষিতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে ॥
মম পুত্রে খাইবারে চাহিল কেশরী।
ভয়ে আমি কহিলাম যোড়হাত করি ॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে ॥
পুত্রশোক সহিতে না পারিব যে আমি।
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি ॥
সিংহ বলে তব মাংসে প্রীত নাহি পাব।
নবীন কোমল মাংস পেট পুরে খাব ॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে।
খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে ॥
পুত্রের নিমিত্ত মম হৈল বড় মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া ॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য দিব সে তোমারে ॥
তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণ বাণী।
সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপমণি ॥
রাজা বলিলেন কহ সেইত কথন।
কি কহিল কেশরী শুনিব বিবরণ ॥
বিপ্র বলে সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরী ॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
ময়ূরধ্বজের অঙ্গ কাটি শীঘ্র আন ॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজ কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর ॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিল পরম যতনে ॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ ॥
এতেক বচন বিপ্র বলে বারে বারে।
নিজ তনু দিয়া তুমি রাখহ আমারে ॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন ॥
তাহা দেখি পাত্র মিত্র করে হাহাকার।
যোড়হাত করি বলে রাজার কুমার ॥
তাম্রধ্বজ বলিলেন শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজ সিংহাসন ॥

আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে ॥
রাজা বলে তোমা যদি লয়ত ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন ॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্বিত পাইয়া।
দ্বিজ কাছে কহে কথা হরষিত হৈয়া ॥
শুন দ্বিজ তোমারে যে করি নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন ॥
সিংহাসন শূন্য হবে ভূপতি বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে ॥
অনুমতি দেহ আমি যাই সিংহ পাশে।
নিজ পুত্র লয়ে তুমি যাহ গৃহবাসে ॥
এত যদি কহিলেন ভূপতি নন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্মণ ॥
যেই পুত্র সেই পিতা কহিলে প্রমাণ।
সমান শরীর তুমি ইথে নাহি আন ॥
কিন্তু সে সিংহের কথা কহি যে তোমাকে
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ মাগিল আমাকে ॥
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা ॥
শুনহ ময়ূরধ্বজ আমার বচন।
সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ দিবা তুমি বলহ আমারে।
পুত্র হেতু ভিক্ষা আমি মাগি যে তোমারে ॥
রাজা বলিলেন অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিলেন নরপতি।
সমাচার পাইল পুরে রাণী কুমুদ্বতী ॥
দুই চারি দাসী সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড় হাত করি বলে রাজা বিদ্যমানে ॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপন বালকে ॥
কেন সিংহাসন শূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ আমি যাই সিংহের গোচর ॥
আমা দরশনে তুষ্ট হবেন কেশরী।
পুত্র লয়ে যাহ তুমি আপনার পুরী।
এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন।
নারী বাম অঙ্গ তাহে নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণাঙ্গ দিবে রাজা কহিল আমারে।
না জানি কহিনু আমি তোমার গোচরে ॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী ॥
স্ত্রী পুত্রে করাত ধরি তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে ॥
কেশরী কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আমার নন্দন ॥
পরকালে তরিবারে এত যত্ন করি।
পুত্র বিনা নিদানে নরকে ডুবে মরি ॥
অতএব মাগিলাম এ ভিক্ষা তোমারে।
কাতর না হও অর্দ্ধ অঙ্গ দেহ মোরে।
দক্ষিণাঙ্গ দিয়া হে পুরাও অভিলাষ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গবাস ॥
শিখিধ্বজ বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি ॥
রাজা বলে তাম্রধ্বজ আর রহ কেনে।
করাতে চিরহ আমা সবা বিদ্যমানে ॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্ব মুখ হৈয়া।
নবীন তুলসীর মালা গলায় পরিয়া ॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে ॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ লয়ে যোড় হাতে।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ রাজা দেয় উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা ॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে।
স্ত্রী পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে ॥
পথে যাইতে পরস্পর কহে কোনজনে।
আপনারে নাশে রাজা ধর্ম্মের কারণে ॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য শিখিধ্বজ রায়।
রাজতনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরে যায় ॥

কেহ বলে ক্লেশ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম ।
কেহ বলে নৃপতি করিল বড় কর্ম্ম ॥
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে ।
আপনার অঙ্গ রাজা দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
চল চল দেখি গিয়া ভূপতি সাহস ।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেন যশ ॥
দূর হবে যত পাপ রাজ দরশনে ।
দেখিলে সাহস হয় সত্য জানি মনে ॥
এত বলি সকলেতে তথায় চলিল ।
ভূপতির পত্নী পুত্র করাত ধরিল ॥
শিখিধ্বজ বলিলেন শুন কুমুদ্বতী ।
আমাকে চিরিতে নাহি হবে দুঃখমতি ॥
করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি ।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধ চিত্ত করি ॥
মায়ে পোয়ে আনন্দিত নৃপতি বচনে ।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন সকল ।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকতবৎসল ॥
আর অর্দ্ধ অঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন ।
অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ ॥
কান্দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলা মোরে ।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে ॥
না চিরিহ ভূপতিরে শুন রাজরাণী ।
কাতর হইলে দান নাহি লব আমি ॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাতে ।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে ॥
কুমুদ্বতী বলে ভূপে যোড় হাত হৈয়া ।
না নিলেন দান বিপ্র কিসের লাগিয়া ॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ার বচন ।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি রাজার বামনেত্রে জল ঝরে ।
যোড় হাত হয়ে বলে কপট দ্বিজেরে ॥
বাম নয়নেতে মম দেখি জলধার ।
হৈলাম কাতর মনে হইল তোমার ॥
তোমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহি আমি ।
কাতরের কথা শুন দ্বিজ সর্ব্বস্বামী ॥
সে কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে ।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে ॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ ।
অভিমানে বামচক্ষু করয়ে ক্রন্দন ॥
এই সে আমার দোষ কহি যে তোমারে ।
দক্ষিণাঙ্গ লয়ে তুমি যাহত সত্বরে ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি ।
আমি তোমা পরীক্ষিনু কীরিটি সংহতি ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে কত সম্প্রীত পাইয়া ।
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিয়া ॥
তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি ।
ঘুষিতে রাখিলে যশ ধন্য রাজা তুমি ॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারী ।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী ॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে ।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলে ॥
ভকতবৎসল হরি জানে নানা মায়া ।
মুগ্ধ করিলেন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া ॥
তবেত ময়ূরধ্বজ হরষিত হৈয়া ।
প্রণমেন কৃষ্ণপদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
পরশিতে নৃপতিরে দেব জগৎগতি ।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দর মূরতি ॥
তা দেখি উঠিল পুরে জয় জয়কার ।
প্রণমিয়া কৃষ্ণপদে রাজার কুমার ॥
কৃষ্ণপদে পরশিল রাজার রমণী ।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন চক্রপাণি ॥
যোড় হাতে শিখিধ্বজ করেন স্তবন ।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি ।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আমি ॥
করে পরশিলা তুমি আমারে মুরারী ।
আমার ভাগ্যের কথা সীমা দিতে নারি ॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ শুন নারায়ণ ।
অশ্ব লহ যজ্ঞ মম নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি দুই অশ্ব সেখানে আনিল ।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব কীরিটিরে দিল ॥

কীরিটির হাতে ধরি করিল প্রবোধ।
ক্ষম মম অপরাধ তুমি মহাবোধ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি।
ক্ষমহ সকল দোষ পাণ্ডবের পতি॥
কীরিটি বলেন রাজা নহে অবিচার।
আচরিল ক্ষত্রধর্ম্ম তনয় তোমার॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নরবর।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যাবে হস্তিনানগর॥
ময়ূরধ্বজ বলে আমি কীরিটির সাথে।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি তুরঙ্গ রাখিতে॥
তাম্রধ্বজ পুত্রে ডাকি সকলি কহিল।
পুরী রাখিবারে সেই অঙ্গীকার কৈল॥
কীরিটির সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে চলিল সেনা লেখা নাহি জানি॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে সবে চলিলা সত্বরে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী ... হে শুনিলে তরয়ে ভববারী॥

সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও
...মের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীজন্মেজয় বলে কহ মহামুনি।
কোন দেশে গেল অশ্ব কহ দেখি শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সরস্বতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বীরব্রহ্মা রাজা নামে তার অধিকারী।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত মুরারী।
বীরব্রহ্মা ভূপের পুত্র হন পঞ্চ জন।
মহাবলবান তারা গুণে বিচক্ষণ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে তারা আছিল নগরে।
দৈবে দুই অশ্ব তারা দেখিল গোচরে॥
বীরবেশে অহঙ্কারে তুরঙ্গ ধরিল।
অনুচরে নিয়োজিয়া পুরে পাঠাইল॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল পঞ্চ সহোদর।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর॥
তুরঙ্গ ধরিল বীরব্রহ্মার নন্দন।
তাহা শুনি কীরিটির মলিন বদন॥
আগু হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ করে।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাহারে॥
কে ধরিল যজ্ঞ হয় দেহ পরিচয়।
আয়ুশেষ হৈল কার যাবে যমালয়॥
বৃষকেতু বচনে কহিল পঞ্চজন।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মার নন্দন॥
যজ্ঞ হেতু জনকের আছে অভিলাষ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি যাবে স্বর্গবাস॥
দৈবে আসি দুই অশ্ব মিলিল নগরে।
কে তোমারা পরিচয় দেহত আমারে॥
বৃষকেতু বলে আমি কর্ণের নন্দন।
পরিচয় তব সঙ্গে কোন প্রয়োজন॥
বাক্যজালে দোঁহাকার ক্রোধ উপজিল।
বৃষকেতু দশ বাণ ধনুকে যুড়িল॥
বীরব্রহ্মা পুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিল বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মানে পরাজয়।
হাতে বাণ অগ্র হৈল কীরিটি তনয়॥
চিত্রাঙ্গদাসুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চজনে বিন্ধিয়া করিল খান খান॥
গজবাজী পদাতিক ক্ষয় হৈল রণে।
নিবেদেন পঞ্চ ভাই জনকের স্থানে॥
যুদ্ধ বিবরণ যত বাপেরে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মে ক্রোধ উপজিল॥
জামতার প্রতি তবে কহিল ভূপতি।
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি॥
পরাভব পাইল মম পুত্র পঞ্চজন।
আপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ॥
সংগ্রামে শমন আইল দণ্ড লয়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় তাতে॥
বভ্রুবাহ আদি করি যত বীরগণ।
প্রাণপণে করিলেন শর বরিষণ॥

শেল টাঙ্গী নানা অস্ত্র মূষল মুদ্গর।
ভিন্দিপাল ক্ষুরপাদি বাণ প্রাণহর ॥
সাহসে যুঝিছে যত পাণ্ডবের গণ।
শমনের দণ্ডে সব হয় নিবারণ ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া করিল মহামার ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সন্ধান ॥
গদা হাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।
যমের সংগ্রাম দেখি ভয় হয় মনে ॥
প্রদ্যুম্নাদি বীরবর অনেক যুঝেন।
যমের সংগ্রামে সবে বিষণ্ণ বদন ॥
ভয়ে মগ্ন দিল সবে রণ পরিহরি।
যুঝিতে অর্জ্জুন আইলেন ধনুঃধরি ॥
সাহস করিয়া করিলেন বহু রণ।
দণ্ড লয়ে যম সব করিল বারণ ॥
যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে।
সংগ্রামে এলেন যম কিসের কারণে ॥
হরি কহিলেন আদি অন্তের কথন।
শুনিয়া প্রবোধ পান কুন্তীর নন্দন ॥
সেই কথা কহি আমি শুন নরপতি।
শুনি ভারতের কথা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বীরব্রহ্মা কন্যা নাম হয় যে মালিনী।
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
পরম সুন্দরী কন্যা জিনি রতিরূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ ॥
দিনে দিনে সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল ॥
বিবাহের যোগ্য কন্যা দেখিয়া তখনে।
বীরব্রহ্মা মহারাজ বিচারিল মনে ॥
বিবাহের যোগ্য হৈল নহে ভাল কায।
কালাতীত হৈলে কন্যা হবে লোকলাজ ॥
স্বয়ম্বর হেতু কন্যা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলেন যত পাত্র মিত্রগণে ॥
স্বয়ম্বর উদ্দেযাগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী ॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর ॥
যমে আনি বিবাহ করাও নরপতি।
ত্রিভুবনে যোগ্য দেখি সেই মম পতি ॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
আর কারে বরিব তাঁহাকে পরিহরি ॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্মা রায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায় ॥
নৃপাদেশ পাইয়া আসিল তপোধন।
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ ॥
কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয় ॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্যঅর্ঘ্য আসন সত্বর ॥
যম বলে কি হেতু আইলে তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন ॥
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্মা রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া ॥
মালিনী নামেতে তার আছে এক কন্যা।
তুমি স্বামী হবে তার আছয়ে বাসনা ॥
এই হেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল সরস্বতী পুরে ॥
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত যাত্রা কৈল ব্যাধিগণ লৈয়া ॥
যম আগমনে ব্যাধি লোকেরে পীড়িল
ব্যাধি ভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল ॥
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
ব্যাধি হেতু প্রজা নাশ কি হবে যুকতি ॥
মুনি বলে রাজা ধর্ম্মপথে দাও মন।
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন ॥
নারদের বক্যে বীরব্রহ্মা নরপতি।
পাত্র মিত্র প্রজা সবে ধর্ম্মে দিল মতি ॥
মুনি বলে আসিবেন সূর্য্যের নন্দন।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ ॥
মালিনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে।
শমন আইল বীরব্রহ্মার গোচরে ॥

পরিচয় আপনার কহিল রাজনে।
হরষিত বীরব্রহ্মা যম আগমনে॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি।
মালিনীর সঙ্গে হৈল পরম পিরীতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৌণ্ডিন্যপুরে পাণ্ডবদের প্রবেশ ও
চন্দ্রহংস রাজার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
কৌণ্ডিন্যনগরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল।
কালকূট মিশাইয়া রাজারে মারিল॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসি সিংহাসনে।
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস ইহা নাহি জানে॥
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষ্ণুভক্তজন।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবা এই পত্র নিষেধিনু আমি।
মদনেরে পত্র দিয়া তত্ত্ব আন তুমি॥
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ পত্র পড়িলে হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংস হাতে।
কলিঙ্গ নন্দন তাহা রাখিলেন মাথে॥
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে।
মন্ত্রীর নগরে গেল আনন্দিত মনে॥
নিদাঘ সময়ে সেই প্রথম জ্যেষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর প্রবেশে॥
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর।
বকুলের বৃক্ষ শোভে পাড়ের উপর॥
রম্যস্থান দেখি চন্দ্রহংস হরষিত।
বসিল বকুল মূলে পাইয়া পীরিত॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে॥
শুন শুন জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন।
দৈবমায়া বুঝিতে না পারে কোনজন॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী।
সখী সঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি॥

পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিব পূজা করে।
স্নান হেতু উপনীত হৈল সরোবরে॥
কত দূরে পুষ্প লয়ে আসে সখীগণ।
একাকিনী আসে কন্যা স্নানের কারণ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর॥
কামে বশ হৈল কন্যা তাহারে দেখিয়া।
মস্তক উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া॥
পত্র লয়ে পড়িল বসিয়া রূপবতী।
বাপের লিখন দেখি মদনের প্রতি॥
গতিমাত্রে চন্দ্রহংস বিষদান দিবে।
কদাচ বিলম্ব এতে তুমি না করিবে॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ।
বিষয়া বলিলা বড় নিদারুণ বাপ॥
দেখিয়া এমন রূপ দয়া না জন্মিল।
বিষদান দিয়া এরে মারিতে বলিল॥
বিষয়া বলিল মোরে মিলাইল ধাতা।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা॥
পূজিলাম শিবপদ ইহার কারণে।
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিয়া মনে॥
নয়ন কজ্জল নিল নখেতে করিয়া।
তাহে লিখি পত্র দিল হরষিত হৈয়া॥
মুদিত করিয়া পত্র রাখিল সেখানে।
বিষয়া গেলেন ঘরে আনন্দিত মনে॥
স্নান করি কন্যাগণ শিবপূজা কৈল।
হেথা পরে চন্দ্রহংস নিদ্রা ভঙ্গ হৈল॥
দিবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে।
দিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম যতনে॥
মদন পড়িয়া পত্র সকল জানিল।
বিষয়াকে দান দিতে লিখি পাঠাইল॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া সুন্দরী।
বাপের বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি॥
নানাবাদ্য হরিষে বাজায় রাজপুরে।
বিষয়াকে সমর্পিব চন্দ্রহংস বরে॥
নানা ধন যৌতুকে তুষিল তার মন।
ক্ষীর ভোগ অবশেষে কৈল দুইজন॥

কুসুম শয্যাতে দোঁহে শয়ন করিল।
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী মনে বিচারিল ॥
কলিঙ্গে করিয়া বন্দী নিল সর্ব্ব ধন।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল তর্জ্জন ॥
রজনী প্রভাতে হেথা মদন উঠিয়া।
বাদ্যোদ্যম করিলেন আনন্দিত হৈয়া ॥
আইল ভিক্ষুক যত ভিক্ষার কারণে।
তা সবারে মদন তুষিল নানা ধনে ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হৈয়া।
মদন প্রশংসা যত কহিয়া কহিয়া ॥
হেনকালে মন্ত্রী আসে কৌণ্ডিন্য হইতে।
নানা রত্ন গজবাজী লইয়া সহিতে ॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন ॥
বিষয়াকে দিল দান চন্দ্রহংস বরে।
তা সম সুন্দর নাহি সংসার ভিতরে ॥
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায়।
তুষিলেক নানা ধনে আমা সবাকায় ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতি কোপে জ্বলে।
আরক্ত করিয়া চক্ষু কটু বাক্য বলে ॥
আরে মম কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মম কন্যা দিলি ॥
মদন বলিল তব পাইয়া লিখন।
চন্দ্রহংসে বিষয়াকে করি সমর্পণ ॥
মন্ত্রী বলে কোথা লিখিলাম আন দেখি।
মদন যোগায় পত্র হইয়া কৌতুকী ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ।
চন্দ্রহংসে বিশ্বাস না জন্মিল এখন ॥
মদনের দোষ নাহি বিচারিল মনে।
চন্দ্রহংস আনিতে কহিল সেইক্ষণে ॥
চন্দ্রহংস আনিতে দাসীকে পাঠাইয়া।
ধৃষ্টবুদ্ধি অনুচরে আনিল ডাকিয়া ॥
শুন অনুচরগণ আমার ভারতী।
চণ্ডীকা আলয়ে তোরা যাবি শীঘ্রগতি ॥
নিশিতে দেখিবি যারে কালীকার ঘরে।
যদি মম পুত্র হয় কাটিবি তাহারে ॥
ছাড়িয়া না দিবি তারে কহিলাম আমি।
এত বলি অনুচরে দিলেন মেলানি ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র লয়ে তারা চলিল সত্বরে।
চন্দ্রহংস আইল হেথা মন্ত্রীর গোচরে ॥
বিষয়া সহিত চন্দ্রহংস মহামতি।
মন্ত্রীর চরণে আসি করিল প্রণতি ॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পেয়ে।
চন্দ্রহংস মন্ত্রী কহে অধোমুখ হয়ে ॥
যদ্যপি করিলা মম দুহিতা গ্রহণ।
শুনিলাম না পূজিলে কালিকা চরণ ॥
কুলের দেবতা মম হন ভগবতী।
তাঁহাকে পূজিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
নানা উপহার গন্ধ চন্দন লইয়া।
চণ্ডিকা পূজিতে যাও একাকী হইয়া ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন যথা আজ্ঞা হয়।
পূজিল বৈষ্ণবী পদ জানিয়া নিশ্চয় ॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল ॥
চন্দ্রহংস সম্মুখে আনিল দাসীগণ।
চণ্ডিকা পূজিতে তবে করিল গমন ॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া বারি সব্য করে নিল।
স্বর্ণ পাত্র বাম হাতে গমন করিল ॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন।
চন্দ্রহংস যেমতে রাখেন নারায়ণ ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে।
পথে দেখা হৈল তার মদন সহিতে ॥
মদন বলিল তুমি যাহ কোথাকারে।
চন্দ্রহংস বলে যাব দেবী পূজিবারে ॥
কুল দেবী না পূজহ মন্ত্রী দোষ দিল।
আয়োজন দিয়া মোরে হেথা পাঠাইল ॥
মদন বলিল তুমি যাহ নিকেতন।
আমি গিয়া চণ্ডিকারে করিব পূজন ॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে।
মদন চলিল হেথা দেবী পূজিবারে ॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কুতূহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দেন হয়ে কৃতাঞ্জলী ॥

শঙ্খ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতুহলে।
শব্দ পেয়ে রাজদূত আসে হেনকালে ॥
মন্ত্রীর আদেশে তারা বিচার না কৈল।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল ॥
রাজপুত্র দেখি সবে মনে পায় ভয়।
অকস্মাৎ সেই স্থানে হৈল জয় জয় ॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে জ্বলি বলে।
চণ্ডীকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে ॥
চন্দ্রহংস বলে শুন মোর নিবেদন।
আমারে যাইতে তথা না দিল মদন ॥
চন্দ্রহংস মুখে শুনি এতেক ভারতী।
হা পুত্র বলিয়া তবে ধায় খলমতি ॥
চণ্ডীকা মণ্ডপে গিয়া চারিদিকে চায়।
কাটা স্কন্ধ মদন ভূতলে পড়ে রয় ॥
মুণ্ড হাতে করি মন্ত্রী করয়ে রোদন।
আহা মরি কোথা গেলি পুত্ররে মদন ॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল।
পুত্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল ॥
প্রমাদ দেখিয়া তবে অনুচরগণ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন ॥
মদন সহিত রাজা লোটে ভূমিপরে।
তত্ব নাহি জানি কেবা কাটিল তাঁহারে ॥
শুনিয়া প্রমাদ কথা দূতের বচনে।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডিকা ভবনে ॥
বিচ্ছিন্ন মস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া।
ভয় পান চন্দ্রহংস দোঁহারে দেখিয়া ॥
যোড়হাতে চণ্ডীকায় করেন স্তবন।
বিষ্ণুরূপা স্বর্ণময়ী শুন নিবেদন ॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী সে ব্রাহ্মণী কমলা।
হরপ্রিয়া হৈমবতী হও অনুকূলা ॥
তোমার মহিমা মাতা কেহ নাহি জানে।
নিদ্রারূপা হও তুমি বিষ্ণুর নয়নে ॥
এতবলি চন্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল।
তথাপিহ অভয়ার কৃপা না হইল ॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে বিচারিল মনে।
আপনা কাটিতে খড়্গ লইল তখনে ॥
বৈষ্ণব বিনাশ দেখি নগেন্দ্র নন্দিনী।
আসি চন্দ্রহংস হস্তে ধরিল তখনি ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন চরণে ধরিয়া।
পিতা পুত্রে দুইজনে দেহ বাঁচাইয়া ॥
চন্দ্রহংস বাক্যে দেবী দোঁহে বাঁচাইল।
মদন সহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥
চন্দ্রহংস সৌভাগ্য সে দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রীবর তুষিলেন আনন্দিত মনে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মম রাজ্যে নাহি কায।
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ ॥
মন্ত্রী বলে যাই আমি যোগ সাধিবারে।
হিংসিয়া বৈষ্ণবগণে কি কাজ শরীরে ॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি।
মন্ত্রী গেল কাননে করিতে যোগ সিদ্ধি ॥
মদন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
শুন চন্দ্রহংস তুমি লহ সিংহাসন ॥
মন্ত্রী হ'য়ে থাকি আমি তোমার গোচরে।
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়া দিলাম তোমারে ॥
মদন হইল মন্ত্রী চন্দ্রহংস রাজা।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা ॥
কলিঙ্গে আইল চন্দ্রহংস নরপতি।
নানা সুখ ভোগে তার জন্মিল সুপ্রীতি ॥
বিষয়ার গর্ভে হৈল উভয় নন্দন।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ যে দোঁহে বিচক্ষণ ॥
পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে।
চন্দ্রহংস রাজ্য ধন সব দিল তারে ॥
এই কহিলাম চন্দ্রহংসের কথন।
হেনকালে তথায় নারদ আগমন ॥
মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিল সর্ব্বজনে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হরষিত মনে ॥
অর্জ্জুন পাইল বার্ত্তা মুনির গোচর।
কৃষ্ণ দরশন করি যান মুনিবর ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে।
প্রবেশ করেন পুরে পরম কৌতুকে ॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডব গমনে।
কৃষ্ণ দরশন পাব অর্জ্জুন মিলনে ॥

চন্দ্রহংস বলে শুন পুত্র দুইজন।
রাখহ যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন ॥
অশ্ব ল'য়ে আইল ভূপ হরষিত মতি।
রাখিলেন দুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি।
পুলকে আকুল তনু অধিক ভকতি ॥
অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
যোড় হাতে চন্দ্রহংস রহে দাণ্ডাইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাস করিল নারায়ণ।
অর্জ্জুন তোষেণ তারে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণ দরশন।
নিজালয়ে ল'য়ে গেল করিয়া যতন ॥
নানা আয়োজন সবে সমর্পণ কৈল।
কৌণ্ডিন্যক পুরে দুই দিবস বঞ্চিল ॥
কহিলাম তোমা চন্দ্রহংসের ভারতী।
যেই জন শুনে ইহা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তঁর ভববারী ॥

মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডবদের আগমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
দুই গোটা অশ্ব গেল উত্তর সাগরে।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল ভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈন্যগণ।
অর্জ্জুন বলেন কি হইবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ।
কেমনে পাইব অশ্ব বল হৃষিকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি চিন্তা কর কেনে।
আপনি যাইব জলে অশ্ব অন্বেষণে ॥
ভীম আদি সৈন্য সব রহিলেন কূলে।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে ॥
বাগদালভ্য মুনির নিকটে গেল চলি।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী ॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বটপত্র শিরে।
উপনীত তিনজন মুনির গোচরে ॥

প্রণমিয়া মুনিরে বলিল তিন জন।
নারায়ণ দেখি মুনি আনন্দিত মন ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি।
দ্বীপ মধ্যে আছ বটপত্র শিরে ধরি ॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে।
কতদিন মুনিবর আছ এইখানে ॥
বাগ্‌দালভ্য মুনি তবে বলয়ে হাসিয়া।
কি কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া ॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ।
আজি কালি মরি গৃহে কোন প্রয়োজন ॥
মুনির বচনে জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়।
কতদিন এখানে আছেন মহাশয় ॥
বাগ্‌দালভ্য বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
একাত্তর যুগেতে মন্বন্তরের গণন ॥
এত অল্প দিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে।
অতএব আছি আমি বটপত্র মাথে ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যত কল্প হয়।
এই পরমায়ু মম পাণ্ডুর তনয় ॥
কোথা যাহ তিন জন বলহ আমারে।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির।
অশ্ব রাখি আমি যে সঙ্গেতে যদুবীর ॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া গেল কোন স্থানে
অশ্ব তত্ত্বে আইলাম তোমা বিদ্যমানে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখেন নয়নে ॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণ লীলা পাণ্ডব নন্দন।
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥
এত বলি মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া।
কৃষ্ণেরে করিল স্তুতি বিনয় করিয়া ॥
তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ।
কিসের গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূর্ব্ব তপ ফলে দেখিলাম তব পদ।
হইল পবিত্র আজি আমার আস্পদ ॥

এত বলি তুষিলেন দেব নারায়ণে ।
সে দ্বীপে ভ্রমিয়া অশ্ব আইল সেখানে ॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে উঠিল ।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল ॥
মুনি প্রণমিয়া চলিলেন তিন জন ।
অশ্বের গমনে সুখী যত রাজগণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয় ॥
তার অধিকারী মণিভদ্র নরপতি ।
দুঃশলার পুত্র জয়দ্রথের সন্ততি ॥
কুরুক্ষেত্রে পার্থ হস্তে জয়দ্রথ মৈল ।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল ॥
দূত মুখে শুনি পুরে আইল অর্জ্জুন ।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল করিবারে রণ ॥
পলাইয়া গেল তবে রাজ্য পরিহরি ।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজক পুরি ॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত পশিলেক পুরে ।
তাহা দেখি প্রজাগণ কুপিল অন্তরে ॥
অর্জ্জুন বলেন এই কাহার নগর ।
প্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর ॥
জয়দ্রথ রাজা ছিল ইহার অধিকারী ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মরি গেল স্বর্গপুরী ॥
তাঁহার তনয় মণিভদ্র নরবর ।
শুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর ॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে ।
সাত্যকিরে পাঠাইল আশ্বাস কারণে ॥
সাত্যকি সন্ধানে তবে করিল গমনে ।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন ॥
প্রবোধ করিয়া তারে সাত্যকি আনিল ।
পুত্র সহ দুঃশলা অর্জ্জুন কাছে গেল ॥
অর্জ্জুন বলেন ভগ্নি কিসের কারণ ।
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন ॥
পূর্ব্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া ।
ভয়ে পলাইলে ধন রাজ্য তেয়াগিয়া ॥
সে ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি ।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি ॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল চরণে ।
অনেক প্রণাম কৈল লোটাইয়া ভূমে ॥
আলিঙ্গনে তাহাকে তোষেণ ধনঞ্জয় ।
নির্ভয় হইল তবে জয়দ্রথের তনয় ॥
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনী ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
তুরঙ্গ রাখিতে আমি আইলাম হেথা ।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে তুমি চল তথা ॥
পিতৃ মাতৃ দোঁহাকার বন্দিয়া চরণ ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আসিবে ভুবন ॥
এত যদি পার্থ বীর আশ্বাস করিল ।
জননী সহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল ॥
পাত্র মিত্র সবাকারে নিয়োজিল পুরে ।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে ॥
কত অনুচর সঙ্গে লয়ে অশ্ব হাতী ।
হস্তিনানগরে যান আনন্দিত মতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবদের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞ সাঙ্গ ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয় ॥
পুনশ্চ আইল অশ্ব হস্তিনানগরে ।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
শুন বলি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে ।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে হরষিত মনে ॥
তুরঙ্গ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে ।
হস্তিনায় প্রবেশ করিল কুতূহলে ॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে ।
অশ্ব লয়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মতি ।
বলিলেন অর্জ্জুনে আনহ শীঘ্রগতি ॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুন সহিত নারায়ণ ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন ॥
আসেপত্র ব্রত পালি পায়ে বড় দুঃখ ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ ॥

প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিত মনে ॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয় ॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই কহ সাবধানে ॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয়।
যথা তথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞ হয় ॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল।
কীরিটির মুখে সব প্রকাশ হইল ॥
শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন আন সবাকারে ॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক ভূপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি ॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানামত আয়োজনে সবারে তুষিল ॥
রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতূহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি উষাকালে ॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির পাশে সব বসিলেন তথি ॥
হংসধ্বজ নিলধ্বজ শিখিধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্মা বসিল সভায় ॥
অনুশাল্ব বভ্রুবাহ চন্দ্রহংস আদি।
আর কত লব নাম যতেক নৃপতি ॥
ত্রিকোটি পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিল তবে নানা বেশ করি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী ॥
হস্তিনানগর মধ্যে যত প্রজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল ॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলা সহিত সখা ভাল হৈল রণ ॥
তিন কোটি পদ্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা ॥

কীরিটি বলেন দেব নাহি জান তুমি।
ষোড়শ সহস্র শত তোমার রমণী ॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা অনেক আছিল।
বাহুল্য কারণে তাহা নাহি লেখা গেল ॥
শেষেতে কহিব আমি এ সব কথন।
এবে যজ্ঞ সাঙ্গ কথা শুনহ রাজন ॥
ব্যাসে বলিলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কত যজ্ঞ অবশেষ কহ তপোধন ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
কিছু যজ্ঞ অবশেষ পূর্ণ নাহি হয় ॥
আয়োজন যজ্ঞ শেষ করহ ভূপতি।
তুরঙ্গ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি ॥
ব্যাসের বচনে সবে পাইয়া আনন্দ।
অষ্টদ্বারী করিলেন মণ্ডপ স্বচ্ছন্দ ॥
অষ্টগোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে।
রজদণ্ড পতাকা শোভিত স্থানে স্থানে ॥
যজ্ঞ উপহার যত আনিল সেখানে।
ধৌম্য পুরোহিত আসি বসিল আসনে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
অশ্বহন্তা এক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিনু তোমায় ॥
ব্যাসের বচনে রাজা কহেন ভীমেরে।
আজ্ঞা পেয়ে ভীমসেন শীঘ্র স্নান করে ॥
খড়্গ হস্তে করি ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেন ভীম পরম যতনে ॥
নানা তীর্থ জলে ঘোড়া স্নান করাইল।
শাস্ত্রমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল ॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খঘণ্টা জয়ধ্বনি বিশেষ বাজনা ॥
মুনি সব ঢালে ঘৃত অগ্নির উপর।
অশ্ব গলে মালা দেন ধর্ম্ম নরবর ॥
ব্যাস বলে নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর ॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিদ্যমানে ॥

অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে ॥
অশ্ববর স্কন্ধ হৈতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল ॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বূল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞে ব্যাস ধৌম্য ঋষি বেদ উচ্চারিয়া ॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেক আহুতি।
নৈঋতে কুবের আদি যত দিক্‌পতি ॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবাকে আহুতি দেন দেব নরবর ॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা করিল।
রজত কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল ॥
শিখিধ্বজ রাজা তবে নিজ অশ্ব পেয়ে।
যত আয়োজন যুধিষ্ঠির হাতে দিয়ে ॥
ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়া।
যুধিষ্ঠির কহিলেন মনে প্রীতি পাইয়া ॥
হয়েছে হইবে নাহি সংসার ভিতর।
কৃষ্ণ সখা হেতু তার মহিমা বিস্তর ॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব শুন নৃপবর।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর ॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে ॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া।
সবে গেল তপোবনে বিদায় হইয়া ॥
নিজালয়ে নৃপগণে বিদায় হইল।
তুরঙ্গ বারণ ধন সম্মান পাইল ॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে ॥
যুবানাশ্ব নরপতি বিদায় হইল।
নিজালয়ে গেল তবে মনে প্রীতি পাইল ॥
নীলধ্বজ নিজ দেশে করিল গমন।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন ॥
শিখিধ্বজ বীরব্রহ্মা গেল নিজপুরে।
মণিভদ্র চলিলেন আপন নগরে ॥
আপনার দেশে সবে করিল পয়াণ।
যুধিষ্ঠির কহিলেন দেব ভগবান ॥
বহুদিন আছি আমি হস্তিনানগরে।
অনুমতি দেহ আমি যাই দ্বারাপুরে ॥
যুধিষ্ঠির কন আমি কহিব কেমনে।
দ্বারকায় যাবে বাক্য না আসে বদনে ॥
ভীম বলিলেন আজ্ঞা দেহ নরবর।
সম্প্রতি যাইবে কৃষ্ণ দ্বারকানগর ॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা গমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন নকুল সংহতি ॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে।
বিদায় লইলা পরে দ্রৌপদী নিকটে ॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে।
আরোহণ করিলেন হরি রথোপরে ॥
ভীষ্মক দুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী ॥
সারথি সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে।
বিদায় হইয়া গেল সবে দ্বারকাতে ॥
রহিলেন পঞ্চভাই হস্তিনানগরে।
রাজ্য সুখ ভোগ করি পঞ্চ সহোদরে ॥
শুন ওহে জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল এতদূরে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুনে যেইজন।
তাহারে করেন দয়া দেব নারায়ণ ॥
অচলা কমলা তার থাকয়ে ভবনে।
আয়ুর্যশ বৃদ্ধি হয় এ কথা শ্রবণে ॥
কিছু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তকালে স্বর্গ যায় ব্যাসের ভারতী ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥

অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

আশ্রমিক পর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মহামুনি।
অনন্তরে কি কর্ম্ম হইল তাহা শুনি॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে পিতামহগণ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তপোধন॥
কি করিল অন্ধরাজ সুবল নন্দিনী।
নারীগণে কি করিল কহ শুনি মুনি॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে।
মুনিরাজ আজ্ঞা কর বিশেষ আমারে॥
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অতঃপর শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন॥
হেনমতে পঞ্চভাই হরিষ অন্তর।
নানা দান উৎসব করেন নিরন্তর॥
যজ্ঞ বিনা তাহার অন্যেতে নাহি মতি।
ভ্রাতৃসহ বঞ্চেন শুনহ নরপতি॥
সত্য ধর্ম্ম শাস্ত্র আর প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর খণ্ডে দণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা গতি নাহি আর॥
দাস দাসী প্রজা আদি অনুগত জন।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্ট মন॥
ভ্রাতৃগণ সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইষ্টতুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন॥
ভীমার্জ্জুন আর দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন॥
ভীমসেন মহাবীর পবননন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধকে কহেন কটুভাষ॥
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রায় হৈল পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন॥
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে।
আমা সবা হিংসা করি সবংশে মজিলে॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ পাসরণ নহেত আমার॥
এত বলি দুই বাহু করে আস্ফালন।
দন্ত কড় মড় করে অরুণ লোচন॥
ভীমবাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তর অনলে দহে কুরু মহাবীর॥
কারিটি সহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ॥
ভীম বাক্যজালে রাজা দহে কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর॥
হায় পুত্র দুর্য্যোধন বীর চূড়ামণি।
তোমার বিরহে রহে এ পাপ পরাণী॥
এক পুত্র হৈলে লোক আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার॥

আজ্ঞাতে করিল বশ পৃথিবীর রাজা।
ভক্তিভাবে তোমার চরণ কৈল পূজা॥
ইন্দ্রের নন্দন কৈলা পৃথিবী ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর॥
এইরূপ অনুতাপ করি অনুক্ষণ।
দুই এক দিন রাজা না করে ভোজন॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্য ধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে॥
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি।
কর্ম্ম অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি॥
আপন কর্ম্মের ভোগ নাহিক এড়ান।
জানি পুনঃ শোচন না করে জ্ঞানবান॥
আমার যেরূপ ভাব হৃদয় তোমার।
সেইরূপ তোমা প্রতি হৃদয় আমার॥
ভীম প্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয়॥
শিশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংসিলা।
অনেক মন্ত্রণা করি নানা দুঃখ দিলা॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভীম বড় দুরাচার।
একেশ্বর শতপুত্র মারিল আমার॥
তাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি হৃদয়ে না সহে॥
যুধিষ্ঠির গুণ কথা না যায় বনর্ণ।
সাধুপুত্র গুণধাম ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীমের এমন ভাব সে কিছু না জানে।
না রহে জীবন মম ভীমের বচনে॥
এইরূপে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত॥
প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল উচাটন কেন নরপতি॥
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহত আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে॥
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাস দাসীগণে॥
ধর্ম্মপথে যুধিষ্ঠির নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তারা মনোনীত॥
রাজ্য অর্থ ধন আদি সকলি তোমার।
পিতৃ তুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার॥
আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান ভোগ কর মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহিলা প্রমাণ।
দেব তুল্য তব বাক্য কভু নহে আন॥
সমাহিত উপদেশ যতেক কহিলা।
না শুনিনু তব বাক্য করে অবহেলা॥
সেই হৈতে এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ দুঃখ কথা কি আর বিচার॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব গুণধাম।
কোন দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তাঁর গুণে হৈল মম শোক নিবারণ॥
কোনদোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিন্তু ভীম দুরাচার দহয়ে শরীর॥
কোন কর্ম্ম হেতু আমি যদি কহি তারে।
কর্ম্ম না করিয়া আর কহে কটূত্তরে॥
শত পুত্র মারি দুঃখ নহে নিবারণ।
দন্ত কড়মড় করে বাহু আস্ফালন॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি করিব কহ মোরে ইহার উপায়॥
বিদুর কহেন শুন স্থির কর মন।
ভীমের বচনে রাজা নহ উচাটন॥
অপমান করে তোমা যদি যুধিষ্ঠির।
তবে যেই চিত্তে লয় তাহা কর স্থির॥
তুমি যেই ভাব কর বৃকোদর প্রতি।
তোমারেও দুষ্টভাব করয়ে মারুতি॥
ইহা জানি বৃকোদরে ত্যজহ আক্রোশ।
যুধিষ্ঠির প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ॥
তোমারে বিমনা যদি শুনে-ধর্ম্মরায়।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায়॥
তুমি অসন্তোষ যদি হও নরপতি।
রাজ্য ত্যজি পুনঃ বনে যাবে ধর্ম্মপতি॥
তাহারে প্রসন্ন ভাব হও নরনাথ।
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত॥

পুনরপি ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কয়।
যুধিষ্ঠিরে ক্রোধ মম কদাচিত নয় ॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র এক শত জনে ॥
সকলে সংহার মম করে যেইজন।
তাহার পালিত হয়ে রাখিব জীবন ॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে এ ধন ছার আশ।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা লোকে উপহাস ॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥
এইরূপে শোচনা করিয়া বহুতর।
পুনঃ বিদুরের প্রতি করিল উত্তর ॥
অবধান কর ভাই বচন আমার।
যে বিধান চিত্তে আমি করেছি বিচার ॥
রাজ্যসুখ ভোগ নাশ করিনু বিস্তর।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর ॥
অতঃপর চিত্তে সে সকল ক্ষমা দিব।
বনবাসে গিয়া আমি যোগ আরম্ভিব ॥
রাজনীতি কর্ম্ম হেন আছে পূর্ব্বাপর।
শেষকালে প্রবেশিব অরণ্য ভিতর ॥
অবশেষ কাল মম হৈল উপনীত।
যোগধর্ম্ম আচরণ হয়ত বিহিত ॥
সত্য সত্য বনে যাব নাহিক সংশয়।
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয় ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
যতেক কহিলে সত্য কভু নহে আন ॥
রাজা হয়ে শেষকালে যাবে বনবাস।
যোগ আচরিবে গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
আপনি বৃদ্ধক অতি শরীর দুর্ব্বল।
শোকাতুরা অন্ধ সব নয়ন যুগল ॥
অভ্যন্তরে যাইতে তব নাহিক শকতি।
ঘোর বনে কিমতে পশিবা নরপতি ॥
ভয়ঙ্কর বনজন্তু সিংহ ব্যাঘ্রগণ।
প্রলয় মহিষ গজ ঘোর দরশন ॥
কিমতে রহিবে তথা তাহা মোরে কহ।
আর তাহে মহারাজ চক্ষে না দেখহ ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয়।
এই হেতু ইথে মোর চিত্তে নাহি লয় ॥
সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ।
গৃহাশ্রমে থাকিয়া না হয় কোন কায ॥
দ্বিজগণে দান দেহ বহুবিধ ধন।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন ॥
ভূমিদান অন্নদান আর নানা দান।
অন্য দান নহে অন্ন দানের সমান ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে।
কৃষ্ণপদ চিন্তা কর বসিয়া নির্জ্জনে ॥
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি যবে হবে এইমতে।
পাইবা উত্তম গতি শুন নরপতে ॥
ধর্ম্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধু শোকে আকুল শরীর ॥
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাশ ॥
তোমা বিনা সকল ত্যজিবে ধর্ম্মরায়।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥
এই হেতু রাজা আমি কহি যে তোমায়।
গৃহাশ্রমে রহি গতি চিন্তা কর রায় ॥
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার।
ইহা বিনা উপায় নাহিক রাজা আর ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিহিত ॥
যতেক কহিলে কিছু না হয় বিধান।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান ॥
করুণা নিদান সেই নন্দের কুমার।
একমনে ভজিলে সে করয়ে উদ্ধার ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে নিবারণ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিয়া নারায়ণ ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার।
সে কারণে বনে যাই করেছি বিচার ॥
বনজন্তুগণ হেতু কহিলে প্রমাণ।
আপন অদৃষ্ট ফল না হবে এড়ান ॥

যা থাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে।
পূর্ব্বার্জ্জিত ফল যাহা তাহা কে খণ্ডিবে॥
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন।
সর্ব্ব ভয় হইতে হইব যে মোচন॥
ইহা ভিন্ন অন্য চিত্তে না লয় আমার।
বনবাসে যাইব কহিনু সারোদ্ধার॥
ধৃতরাষ্ট্র মন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবা নিশ্চয়।
আমিহ সংহতি তব যাব মহাশয়॥
আমি তব ভৃত্য তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর॥
যথায় যাইবা তুমি যাইব সংহতি।
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তাঁর অনুমতি বিনা না পারি যাইতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় আদি করি।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম্ম অধিকারী॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্ম স্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্ন সিংহাসনে॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলি সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
স্বধর্ম্মে করেন রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন।
পুত্রবৎ পালেন যতেক প্রজাগণ॥
সর্ব্বজীবে সম ভাব দয়ার ঈশ্বর।
ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির গুণে বশ হৈল সর্ব্বজন।
শোক দুঃখ সকল হইল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নান দান।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করয়ে সম্মান॥
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ॥
অশ্ব বৃষ গাভী বৎস আর নানা ধন।
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ রতন॥
হেনমতে দান কর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ বন্ধুজনে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্যে যান সেইক্ষণে॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকার্য্য।
পাত্র মিত্র ভ্রাতা বন্ধু সহিত সাম্রাজ্য॥
রাজকার্য্য অবসানে আসিয়া মন্দিরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা উপহারে॥
যাহাতে যাহার প্রীতি ভক্ষ্য দ্রব্য আদি।
সবারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী॥
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধ নরবরে।
সেইমত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
দোঁহে অনুমতি লয়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লইয়া॥
এইমত নিত্যকর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
সাধু সর্ব্ব গুণান্বিত অপ্রমিত কায়॥
ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
কহ শুনি কি কর্ম্ম হইল তার পর॥
মুনি বলে শুন কুরুকুল অধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি॥
রাজার নিকটে বসি বলয়ে বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
পরম ভাজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তবগুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত॥
তোমা হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে নহিল॥
যত রাজকর্ম্ম নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে।
সকল তোমাতে পূর্ণ তুমি পূর্ণ গুণে॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন।
যার তত্ত্ব না পান স্বয়ম্ভু পঞ্চানন॥
আগমে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব না পায় যাহার।
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার॥

ব্রাহ্মণ সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মেতে শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে ॥
ব্রাহ্মণেতে প্রীতি হন দেব নারায়ণ।
এই হেতু দ্বিজ সেবা কর অনুক্ষণ ॥
পাত্র মিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃদ সুজন।
সদয় হৃদয়ে কর সবার পালন ॥
এইমতে বিধিমত কহিয়া রাজারে।
কহিলেন শেষ ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেও মোরে প্রসন্ন বদনে ॥
রাজার নিয়ম যেই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম্ম বিধি নীতি বেদের উত্তর ॥
রাজা হয়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান ব্রত যজ্ঞ নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্যভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া ॥
ফল মূলাহারী হয়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি ॥
সেকারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক তোমা কহিবার তরে ॥
অবশেষ কাল এই হইল আমার।
কুলধর্ম্ম মত আমি করিব আচার ॥
যথা শক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হইলে কাননে পশিব ॥
বিদুর বচন যেন শুনি বজ্রাঘাত।
পড়িল অস্থির হয়ে পাণ্ডবের নাথ ॥
কি বলিলা খুল্লতাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন ॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজিবে নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয় ॥
আমিও সন্ন্যাসি হৈয়া যাব বনবাসে।
কি করিবে ধন জন বন্ধু গ্রামবাসে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল হৃদয়।
বিদুর সহিত যান অন্ধের আলয় ॥
কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্ম্মরায়।
কোন দোষে তাত তুমি ত্যজিবা আমায় ॥
রাজ্যদেশ ধন জন সকলি তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পদে।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন অপরাধে ॥
আমি রাজা হইলে যদি দুঃখ তব মনে।
আমি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুকে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু ॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই তোমার নন্দন।
বেশ্যার কুমার তারে বলে সর্ব্বজন ॥
তথাপি তাহারে আমি রাজ্যভার দিব।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি এখনি করিব ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি ॥
ক্ষমা কর অপরাধ হইয়া প্রসন্ন।
নহে আমি এইক্ষণে হই অবসন্ন ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥
কান্দেন চরণে ধরি ধর্ম্মের তনয়।
বালকের প্রতি তাত না হও নির্দ্দয় ॥
যত ইচ্ছা ধন রত্ন দ্বিজে কর দান।
গৃহাশ্রমে থাকি কর যোগ জপ ধ্যান ॥
গৃহাশ্রমে সর্ব্ব ধর্ম্ম পাই নরনাথ।
হোম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্ম দান কর তাত ॥
তোমা দরশনে মম স্থির আছে মন।
সর্ব্ব তাপ সম্বরিনু তোমার কারণ ॥
তোমার কারণে আমি করি গৃহবাস।
পূর্ব্বেতে যাইতেছিনু হইয়া সন্ন্যাস ॥
রাজ্য ধন অর্থে আর কোন প্রয়োজন।
সকল সম্পদ মম তোমার সেবন ॥
তোমার রহিত হৈলে না ধরিব প্রাণ।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
এইমত ধর্ম্মরাজ করেন মিনতি।
সান্ত্বাইতে না হইল কাহার শকতি ॥

মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
একমনে সাধু সব পিয়ে অনুব্রত ॥
শ্রবণে পরম সুখ পাতক বিনাশ ।
আশ্রমিকপর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর ও সঞ্জয়ের বনযাত্রা ।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যান গহন কানন ।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্তে ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণাসহ আসি দৌড়াদৌড়ি ।
অন্ধরাজ গান্ধারী কুন্তীর পায়ে পড়ি ॥
ধূলায় ধুসর হৈয়া করয়ে ক্রন্দন !
অনাথ হইল আজি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পিতৃশোক নাহি জানি তোমার কারণে ।
সর্ব্বশোক পাসরিনু তোমা দরশনে ॥
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার ।
কোন সুখে গৃহতে রহিব মোরা আর ॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ উপায় কি হবে ।
তোমার সহিত তাত সবে বনে যাবে ॥
ওহে খুল্লতাত তুমি যাইবে কোথায় ।
কি হেতু নির্দ্দয় তাত হইলে আমায় ॥
পাণ্ডবের প্রাণদাতা কৃপার সাগর ।
তোমার প্রসাদে আছি পঞ্চ সহোদর ॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি হবে উপায় ।
কোন অপরাধে তাত ছাড়িবা আমায় ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়া অপার ।
প্রবোধ করেন সবে অশেষ প্রকার ॥
বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে ।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্রীর নন্দনে ॥
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী ।
জনম দুঃখেতে গেল হেন অনুমানি ॥
এতদিনে নিষ্কণ্টকা হৈল বসুমতী ।
কতদিন ভুঞ্জ সুখ সবার সম্মতি ॥
তোমরা উভয় তার অতি প্রিয়তর ।
কুন্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর ॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে ।
যাইতে নারিবে কুন্তী হেন লয় চিত্তে ॥
এত শুনি দুই ভাই চলিল তখন ।
জননীর গলে ধরি কান্দে দুইজন ॥
কোথায় যাইবে তুমি নিষ্ঠুর হইয়া ।
কিমতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া ॥
যদি আমা দোঁহে ছাড়ি যাইবে কাননে ।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে ॥
এত বলি কান্দে দোঁহে উচ্চ রব করি ।
ব্যাকুলা হইলে চিত্তে ভোজের কুমারী ॥
কি করিবে ইহার উপায় নাহি দেখি ।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি ॥
তুমি শুদ্ধ পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার ।
এই বাক্য প্রতিপালন করিবা আমার ॥
এই দুই পুত্র মোর প্রাণের সমান ।
ইহাদিগে পালিবা হইয়া সাবধান ॥
আমায় পাসরে যেন তোমার পালনে ।
অনুমতি কর মাতা আমি যাই বনে ॥
এতবলি শিরোঘ্রাণে করিল চুম্বন ।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন ॥
পঞ্চপুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী ।
শিরে চুম্ব দিয়া কহে আশীর্ব্বাদ বাণী ॥
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চজনে ।
চলিলেন কুন্তীদেবী ধৃতরাষ্ট্র সনে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সব প্রবোধ না মানে ।
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চজনে ॥
তিলেক না বঞ্চে কেহ কুন্তীর বিচ্ছেদে ।
প্রজাগণ বিলাপ করিছে মন খেদে ॥
আজি সে হইল শূন্য হস্তিনানগরী ।
প্রলয় তিমিরে আচ্ছাদিল আজি পুরী ॥
আজি সে অনাথ ভাব রাজা প্রজাগণ ।
পুরবাসী যত আছে হস্তিনাভুবন ॥
যুধিষ্ঠির কান্দেন করিয়া হায় হায় ।
ললাটে হানেন ঘাত লোটায় ধূলায় ॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘনে ।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরা মাতা হৈলা কি কারণে ॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুইজনে ।
তিলেক না জীবে মাতা তোমার বিহনে ॥

পূর্ব্বে যবে বনে পাঠাইল দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারিজন॥
ঝুরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা বিনা না করিত মনে॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই পঞ্চজন॥
কেমনে চলিলা মাতা নির্দ্দয় হইয়া।
এই দুই শিশু প্রতি না দেখ চাহিয়া॥
আমা সম ভাগ্যহীন নাহি অবনীতে।
জনম অবধি বঞ্চিলাম দুঃখ চিত্তে॥
ছার রাজ্য ধন মম ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হৈল মম সকল নিরাশ॥
এতবলি যুধিষ্ঠির করেন ক্রন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী করিলা চুম্বন॥
শোকেতে কাতর অতি হও অকারণে।
সর্ব্ব ধর্ম্মরাজ তাত জানহ আপনে॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশ।
সুকর্ম্ম করিতে তাত কেন ভাব ক্লেশ॥
বড়ই প্রবল তাত এ ভব সাগর।
ইহাতে হইতে পার বড়ই দুষ্কর॥
ভবার্ণবে কর্ণধার দেব ভগবান।
তাঁহারে ভজিলে ইথে পাই পরিত্রাণ॥
অকারণ গেল কাল সংসারের দায়।
এখন সে করিলাম ইহার উপায়॥
ভক্তি বিনা ভগবান কভু বশ নয়।
কেমনে তরিবে ঘোর শমনের ভয়॥
পরকালে তিনি বিনা বন্ধু নাহি আর।
ভকতবৎসল হরি করিবে উদ্ধার॥
মায়া মোহ ত্যজি তাত তত্ত্বে দেহ মন।
ধর্ম্মপথে বিচলিত নহে কদাচন॥
পুত্র হেন পালন করিবে প্রজাগণ।
ব্রাহ্মণ সেবন তুমি কর অনুক্ষণ॥
প্রাণ তুল্য ভ্রাতৃগণ দেখিবা সবায়।
পাত্র মিত্র দাস দাসী আদি সমুদায়॥
কৃপায় করিবা তাত সবারে পালন।
অনুমতি কর তাত আমি যাই বন॥

এত বলি সহদেব নকুলে লইয়া।
দ্রৌপদীর হাতে হাতে দিল সমর্পিয়া॥
সবারে বিদায় করি ভোজের কুমারী।
দাণ্ডাইল গিয়া ধৃতরাষ্ট্র বরাবরি॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির যত বধূগণ।
দুঃশীলা সুন্দরী আদি কান্দে সর্ব্বজন॥
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বর।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাও নৃপবর॥
হাহা বিধি কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপ প্রাণ রহে কি কারণ॥
পাষাণের চিত্ত দেহ আমা সবাকার।
এতেক প্রকারে তনু না হয় বিদার॥
গাড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্তের পুত্তলি প্রায় ভূমির উপর॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাক দিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির প্রতি॥
শোক ত্যজ শুন রাজা আমার বচন।
আমা সবাকার শোক কর নিবারণ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সবাকারে লহ গৃহবাস॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার এতেক মোহ অতি অবিচার॥
সবারে সান্ত্বনা করি স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন আছে কোনজন॥
এইরূপে বিদুর কহিল বহুতর।
অনেক সান্ত্বনা করি পঞ্চ সহোদর॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদুরের প্রতি।
হের অবধান কর বিদুর সুমতি॥
এ সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজ স্থান॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে।
কিছু ভিক্ষা চাহে তোমা অন্ধ নৃপবরে॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা কিসের কারণ।
তাঁহার সকল রাজ্য প্রজা ধন জন॥
আমা আদি সকল বিক্রিত তাঁর পায়।
হেন বাক্য কহিবারে তাঁরে না যুয়ায়॥

এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা পায়ে চারি সহোদর।
ভাণ্ডার হইতে ধন আনে বহুতর॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্গ মণি মরকত।
বিবিধ রতন রাশি কৈল শত শত॥
হরষিতে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
দ্বিজগণে ধন দান কৈল অপ্রমিত॥
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর।
হস্তী অশ্ব ধেনু বৎস রত্ন বহুতর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা দুর্য্যোধন।
সবাকার নাম ধরি দ্বিজে দিল দান॥
দানেতে তুষিয়া সব ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
বনে যাইতে অন্ধরাজ হইল বিকল॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ভাই পঞ্চজনে।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বনে॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই কান্দে উভরায়।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া গান্ধারীর পায়॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্ন বদনে।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চজনে॥
একে একে সবাকারে করিয়া বিদায়।
বনবাস গমন করিল কুরুরায়॥
গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া বামহাত।
ধীরে ধীরে চলিলেন কুরুকুল নাথ॥
গান্ধারীর বামভাগে চলিল সঞ্জয়।
অগ্রে অগ্রে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয়॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলেন কানন।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে:
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজনে॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাও কোথাকারে।
কি হেতু তপস্বী বেশ ধরেছ শরীরে॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব অথর্ব্ব শরীর।
কিমতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বাহড় বাহড় রাজা না যাও কাননে।
তোমার বিহনে আর জীবে কোনজনে॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
সেবিবে তোমায় সেই ধর্ম্মের কুমার॥
এইরূপে চতুর্দ্দিকে কান্দে সর্ব্বজন।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিল কানন॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্তা আগে আগে ধায়।
কুরুক্ষেত্র নিকটে যাইল কুরুরায়॥
তথা হৈতে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে।
স্নান দান করিলেন নামি গঙ্গাজলে॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে।
সেই নিশা বঞ্চিলা জাহ্নবী জলপানে॥
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয়।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয়॥
গঙ্গার পশ্চিম বন নাম দ্বৈপায়ন।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন॥
অশোক চম্পক বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন।
অর্জ্জুন খর্জ্জুন আম্র জাম তরু বন॥
রাজবৃক্ষ শাল তাল আর আমলকী।
কণ্টক দাড়িম্ব নারিকেল হরীতকী॥
শিরীষ কদম্ব ঝাটি বদরী খদির।
তিন্তিড়ী বহেড়া আর নারঙ্গী জম্বীর॥
দেবদারু ভদ্রদারু নিম্ব তরুবর।
বিচিত্র কদলী বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥
নানা পুষ্প সৌরভে শোভিত বনস্থলী।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল কোকিলী॥
বিচিত্র তুলসী বৃক্ষ অতি সুশোভন।
বিচিত্র মঞ্জরী তাহে নবদলগণ॥
আমোদে পূর্ণিত হয় সকল কানন।
পুষ্পভরে লম্বমান যত তরুগণ॥
মল্লিকা মালতী যূথি জাতি নাগেশ্বর।
করবী বকুল জবা রঙ্গন টগর॥
সেউতি মালতীলতা কুটজ কিংশুক।
সেফালিকা সারি সারি দেখায় কৌতুক॥
নব নব দলেতে পূর্ণিত ফল ফুল।
তার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল॥
ময়ুর কোকিলগণে করে কুহুরব।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে সুসৌরভ॥

বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেথায় বঞ্চিব হেন চিন্তিল হৃদয় ॥
দুইখানি কুটির রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে ॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
সব লয়ে কুটিরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা ॥
কানন নিবাসি যত ঋষি মুনিগণ।
আইল করিতে ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণ ॥
যথাবিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে।
হরষিতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নৃপবরে ॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চতুর্দ্দিতে ॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নরবর।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিল শুদ্ধ কলেবর ॥
নিকটে জাহ্নবী নীরে স্নান দান করি।
হোম কর্ম্ম সমাপিয়া কুরু অধিকারী ॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্বমুখে বসিলেন করি যোগাসন ॥
হৃদয়ে পরমপদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃসরে ॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি ॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে।
মন্ত্রধ্যান করিয়া জপেন শুভক্ষণে ॥
দিবাশেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন।
ফল মুল আনি সবে করিল ভোজন ॥
পুণ্য কথা আলাপতে বঞ্চিলা রজনী।
হেনমতে কাননে রহিলা নৃপমণি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বনে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পাণ্ডবের গমন।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুল মতি ॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পঞ্চাল কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশীলা সুন্দরী ॥
শোকাকুল হয়ে সবে কান্দে সর্ব্বজন।
রজনী দিবস শোক নহে নিবারণ ॥
না রুচে আহার জল সদা ঝরে আঁখি।
শোকাকুল মন সবে হৈল বড় দুঃখী ॥
ধর্ম্ম অগ্রে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয়।
এতদিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয় ॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে।
দশদিক অন্ধকার লাগে রাত্রিদিনে ॥
ভোজন না করি অনুক্ষণ মহাশয়।
রজনী দিবসে নিদ্রা চক্ষে নাহি হয় ॥
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে কহিনু নিশ্চয় ॥
এত বলি দুই ভাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুইজন।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রি দিনে শোক বিনা অন্য নাহি আর ॥
কান্দিয়া রাজার প্রতি কহে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন ॥
কুরুকুল নাথ অন্ধ সুবল নন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী ॥
তাহা সবা বিহনে জীবন নাহি রয়।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয় ॥
এ শোক সাগরে কেহ তিলেক না জীবে
যথা গেলা অন্ধরাজ তথা যাবে সবে ॥
এইরূপ নৃপতিরে কহে সর্ব্বজন।
শুনিয়া ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
দিবা রাত্রি কান্দিলেন মাদ্রীর তনয়।
শরীর ত্যজিবে দোঁহে হেন মনে লয় ॥
কোনমতে প্রবোধ না হয় দুই ভাই।
পুরজন আদি সবে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে না হইবে শোক নিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন ॥

সবারে কাতর দেখি পাণ্ডবের পতি।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন লয় মতি॥
কদাচিত বাহুড়িয়া যদি না আইসে।
সেইরূপে সবাই রহিব তাঁর পাশে॥
এইরূপ অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া কন॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন॥
রাজার বচনে সবে তুষ্ট হয়ে মনে।
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ব্বজনে॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিত।
ভীমসেন সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিত॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
লিখনে না যায় যত চলে নরনারী॥
বিবিধ বাহনে চলে আর পদব্রজে।
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাদ্য বাজে॥
পূর্ব্বেতে ভারত যুদ্ধে সৈন্যের সাজনি।
তেমনি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
তাহা সবাকার যত ছিল নারীগণ।
সবাই চলিল ধৃতরাষ্ট্র দরশন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুমানি।
মহাবলে কম্পমান হইল মেদিনী॥
হেনমতে ধর্ম্মরাজ চলিল ত্বরিত।
দ্বৈপায়ন কাননেতে হইল উপনীত॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চভাই সহ নারীগণে॥
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীর ভিতর।
মৌন ভাবে একাসনে যুড়ি দুই কর॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বসিয়া ডাকেন পঞ্চজনে॥
সমাধি ত্যজিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন কুরুরায়॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয়।
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয়॥
এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল॥

কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
কুশলে আছেতো সব বন্ধু পরিবার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার॥
তোমা না দেখিয়া সবা হৃদয় বিদরে।
আপনি রহিলা আসি কানন ভিতরে॥
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মম ভোজের নন্দিনী॥
খুল্লতাত কোথা আর বিদুর মহাশয়।
তা সবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ও কুটীরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই ক্ষত্তা গুণমণি॥
অনশন ব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার॥
চারিদিন আমা সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কর অন্বেষণ॥
শুনিয়া আকুল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তরে অস্থির॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর।
দীর্ঘ জটভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপর॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
আছে কি না আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চজন॥
ওহে মহাশয় তুমি পাণ্ডুর প্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তুমি উঠি কহ কথা॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠির ডাকেন উত্তর নাহি কেন॥
ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে।
কোন অপরাধে এত কোপ কৈলা মনে॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই করেন রোদন।
দেখিলেন আকাশে থাকিয়া দেবগণ॥

দুই আঁখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির পানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেইক্ষণে ॥
দ্বিতীয় দেখায় যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠির অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় শব্দ হৈল অমর নগরে ॥
ভ্রাতৃগণে বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিদুরের দেহ ত্যাগে সকলের বিলাপ
এবং ব্যাসদেবের সান্ত্বনা।

বিদুরে লইয়া কান্দিছেন পঞ্চজন।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদরে।
খুল্লতাত বলি কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমায় বিদুরে হয় একই শরীর ॥
মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্ম মহাশয়।
বিদুর রূপেতে তাঁর ক্ষিতিতে উদয় ॥
তুমিহ আপনি ধর্ম্ম জানহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অংশ হও তুমি ধর্ম্মের তনয় ॥
বিদুরের আত্মা তেজ হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিলা তোমার শরীর ॥
কহিলাম তোমারে এ তত্ত্ব সমাচার।
শোক মোহ দূর কর ধর্ম্মের কুমার ॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমতে বিদুরের করেন সৎকার ॥
ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া কহেন সমাচার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার ॥
আপনি ধরেন তাঁরে ব্যাস মহামুনি।
নানা কথা প্রবোধে কহেন তত্ত্ববাণী ॥
অন্ধ বলে বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল মোর পাপ কলেবরে ॥
দুর্য্যোধন শোক মম হৈল পাসরণ।
কিরূপে বিদুর শোকে জীবিত এখন ॥
বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেই স্থলে।
দেখিবারে বনবাসী আইল সকলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্ত্ববাণী ॥
অবধান কর রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
দেবভয়ে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী ॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন।
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষিতি করে নিবেদন
দৈতভয়ে আর আমি রহিতে না পারি।
কি করিব আজ্ঞা দেহ সৃষ্টি অধিকারী ॥
শুনি ব্রহ্মা পৃথিবীরে আশ্বাসি তখন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সব দেবগণ ॥
প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষ হইলেন শ্রীপতি ॥
দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করিয়া সাজন।
দেবগণে আদেশেন কমললোচন ॥
নিজ নিজ অংশে সবে হও অবতার।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার ॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেব ঘরে।
নাশিব পৃথিবী ভার কহিনু তোমারে ॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন সদন ॥
দেবকীর গর্ভে জন্মিলেন নারায়ণ।
অনন্ত অগ্রজ তার রেবতীরমণ ॥
ধর্ম্ম অংশ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
বায়ু অংশে বৃকোদর পবন কুমার ॥
ইন্দ্র অংশে জন্মিলেন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয় ॥
অগ্নি অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল নন্দন।
লক্ষ্মী অংশে পাঞ্চালী সে বিখ্যাত ভুবন ॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি ॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল।
সূর্য্য অংশে জন্ম বীর কর্ণ মহাবল ॥

বসু অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম শুন নরনাথ ॥
বৃহস্পতি অংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয়।
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য জানিহ নিশ্চয় ॥
চন্দ্র অংশে অভিমন্যু অর্জ্জুন কুমার।
কহিনু তোমারে রাজা সর্ব্ব সমাচার ॥
এইরূপ অন্ধেরে কহেন মুনিবর।
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর ॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্ন বদনে ॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করিল চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বন্ধুগণ ॥
এইমত সর্ব্বজন পূরিল কানন।
হেনমতে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
দ্বারকা নগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাক যদি মাগ নরপতি ॥
বর মাগ কিছু যদি থাকে প্রয়োজন।
অবশ্য যাইব আমি দ্বারকা ভুবন ॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা ॥
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা ॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয় ॥
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ত্রিজগতে।
সে কারণে এক বর মাগি যে তোমাতে ॥
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে ॥
সেই শোক দহে মম সকল শরীর।
তিলেক না হয় ক্ষান্ত নয়নের নীর ॥
শোকের সাগরে ভাসি নাহিক উপায়।
সে কারণে মুনিরাজ নিবেদি তোমায় ॥
একবার তাহাদের পাই দরশন।
শোকসিন্ধু হৈতে তবে হই যে মোচন ॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্রমুখ।
এই মম হৃদয়ে আছয়ে বড় দুঃখ ॥
এই বর মাগি দেব তব পদতলে।
কৃপায় দেখাও দেব তনয় সকলে ॥

অন্ধরাজ বলিলেন এই মনোনীত।
কৃপা করি মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত ॥
কুন্তীদেবী কহিলেন যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম সিদ্ধি কর মুনিবর ॥
কর্ণ পুত্র নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চ পুত্র আর ॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মম তবে দূর হয় ॥
কিবা কব মুনিরাজ তোমার চরণে।
সদা মম দগ্ধ চিত্ত শোকের আগুনে ॥
দীনবন্ধু ভগবান যিনি অন্তর্য্যামী।
তিনিতো সকল জানে কি কহিব আমি ॥
এমন অভাগী আমি জন্মিছিলাম ভবে।
কান্দিয়া যে জন্ম গেল মৃত্যু হবে কবে ॥
শ্বশুর কুলের অন্ত আমা হৈতে হৈল।
আমি যে মহাপাতকী নাহি মম তুল ॥
আমার মনের দুঃখ মনেতে রহেছে।
কাহারে কহিব সদা হৃদয় দহিছে ॥
তুমি সর্ব্ব সারাৎসার কৃপার সাগর।
তুমিহে অকূল কর্ত্তা মহিমা অপার ॥
ক্ষণেক যোগের বলে এই চরাচর।
পুনর্ব্বার করিবারে পার মুনিবর ॥
সকলি করিতে পার তুমি মহাঋষি।
কহিতে সকল কথা আঁখি নীরে ভাসি ॥
বলিব বলিব বলি করিতেছি মনে।
শোকেতে দহিছে অঙ্গ না চাহি নয়নে ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা হৈতে পাণ্ডুকুল হইল সংহতি ॥
কুলক্ষয় হইল দেব মৈল সব বীর।
স্মরিতে হৃদয় দহে ঝরে আঁখি নীর ॥
কেন বিধি হেন জন্ম দিয়াছেন মোরে।
আঁখির পুত্তলি সব গেল কোথাকারে ॥
সতত নয়ন মোর সেই মুখ চায়।
দারুণ অন্তর দহে কি কহিব কায় ॥
বিধি বিড়ম্বিল আমি কারে দিব দোষ।
শুনিয়া তোমার বাণী হইলাম সন্তোষ ॥

মম সম হতভাগ্য নাহি তিনলোকে ।
পিতৃকুল ক্ষয় হেতু সৃজিল আমাকে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন ॥
মম পঞ্চপুত্র মৈল দৈবের বিপাকে ।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি মজাইল মোকে ॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই কর ।
নিবেদন অবধান কর মুনিবর ॥
আমা হেন হতভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে ।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে ॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপেতে বর্ণনা ।
ধনুর্দ্ধর মধ্যে কেহ নাহিক তুলনা ॥
জনক অর্জ্জুন তার মাতুল মুরারী ।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধর্ম্ম অধিকারী ॥
সবা বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার ।
আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর ॥
মৎস্য দেশে গেল পুত্র বিবাহ কারণ ।
পুনঃ আমা সহিত না হৈল দরশন ॥
সকল নিরাশ বিধি করিল আমারে ।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ পাপ শরীরে ॥
কৃপার সাগর মুনি কর প্রতিকার ।
অভিমন্যু আমারে দেখাও একবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশীলা সুন্দরী ।
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি বরাবরি ॥
কম্পিত বদনী রামা পরিহরি লাজ ।
করযোড়ে কহে অবধান মুনিরাজ ॥
আমাদের পরিতাপ কর বিমোচন ।
স্বামী পুত্র সহিত করাও দরশন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয় ।
কৃপায় খণ্ডাও মম মনের বিস্ময় ॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ ।
ভারত যুদ্ধেতে হত হৈল যত জন ॥
যদি পুনঃ তা সবারে দেখাও নয়নে ।
শোকসিন্ধু হৈতে পার করহ আপনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন ।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বন্ধুগণ ।
সবার সহিত দেখা করাহ আমার ।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার ॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি ।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি ॥
এত বলি নিবর্ত্তিলা ধর্ম্মের নন্দন ।
নিজ নিজ কামনা কহিল সর্ব্বজন ॥
ক্ষণেক চিন্তিল তবে ব্যাস তপোধন ।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন ॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে ।
আজি নিশিযোগে এ বাসনা পূর্ণ হবে ॥
হৃষ্টচিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে ।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেন মনে ॥
শুভক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী ।
অস্তগত হৈল অনুমানি দিনমণি ॥
হেনমতে দিন গেল রজনী প্রবেশে ।
কুতূহলে সর্ব্বজন হরিষ বিশেষে ॥
করযোড়ে স্তব করে মুনির গোচর ।
মনের বাসনা পূর্ণ করে মুনিবর ॥
তবে সত্যবতীসুত ব্যাস মহামুনি ।
অদ্ভুত যাঁহার কর্ম্ম কি দিব নিছনি ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর ।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর ॥
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে ।
বিলম্ব না কর সব আইস এখানে ॥
ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘন ঘন ।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন ॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস যে করে যত বীর ।
দেব সঙ্গে বৈসে সবে দেবতা শরীর ॥
ব্যাস মুনি স্থানে সবে জানিয়া করণ ।
সত্বরে মুনির অগ্রে চলে সর্ব্বজন ॥
কৌরব পাণ্ডব যত ছিল বীরগণ ।
ব্যাস মুনি অগ্রেতে চলিল সর্ব্বজন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হৈতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন।
মুনি স্থানে স্বর্গ হৈতে আইল সর্ব্বজন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া।
ব্যাসের বচনে সবে মিলিল আসিয়া॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া মুনিবর।
কহিলেন সকলেরে ডাকিয়া সত্বর॥
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল সবাকার।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার॥
দিব্য রথে আসিয়া সে সারথি সহিত।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রাম পণ্ডিত॥
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর তূণ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ॥
দিব্য শঙ্খ বাদ্য পুরি গগণমণ্ডলী।
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ মহাশয়।
দিব্য রথ সজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয়॥
সপ্ত কুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ মনোহর।
দিব্যশঙ্খ শব্দেতে পুরিত চরাচর॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান ভূষণ মলয়জ।
স্কন্ধেতে উত্তরি অঙ্গে লোহিত কবজ॥
দিব্য রথ আরোহিয়া কর্ণ মহাবল।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল॥
অগুরু চন্দন শোভে পদ্ম পুষ্পমাল।
অজানুলম্বিত ভুজ বিক্রম বিশাল॥
দিব্য রথে সারথি বিজয়ী ধনুর্ব্বাণ।
অখণ্ড মণ্ডল বিধু জিনিয়া বয়ান॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পূরী বনস্থলী।
প্রফুল্ল বদনে সবে আশ্বাসিয়া বলি॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা॥
শত ভাই সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন।
শকুনি মাতুলি সঙ্গে তনয় লক্ষণ॥
নারায়ণী সেনাগণ সুশর্ম্মা সংহতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী॥
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জরাসন্ধ।
কাশীরাজ কাম্বোজ সহিত নৃপবৃন্দ॥
দণ্ড ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি।
কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি॥
অলম্বুষ অলায়ুধ রাক্ষস সকল।
বিপরীত গর্জ্জনে পুরিল বনস্থল॥
দিব্য রথ আরোহিয়া ঘটোৎকচ বীর।
কনক কুণ্ডল কর্ণে প্রকণ্ড শরীর॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রা নন্দন।
দিব্য রথে আরোহিয়া হাতে শরাসন॥
দ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সমুদিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ দুইভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেখে এক ঠাঁই॥
জরাসন্ধ সুত সহদেব ধনুর্দ্ধর।
শিশুপাল তনয় চেদির নৃপবর॥
পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ভারত সমরে।
সমর করিল শেষে যেমত প্রকারে॥
সেই ধনুর্ব্বাণ সেই রথ আরোহণ।
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ॥
রথ রথী অশ্বের উপরে অসোয়ার।
গজেতে মাহুতগণ পর্ব্বত আকার॥
ধানুকী ধনুক হাতে ধর্ম্ম অসি ঢালী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এক ঠাঁই মেলি॥
নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
আনন্দ সাগরে ভাসিলেন সর্ব্বজন॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্য চক্ষু দিল মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর॥
আনন্দ সাগরে ভাসে কুরু নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী॥
দুর্য্যোধন আদি একশত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর॥
পুত্রগণ কোলে করি অম্বিকা নন্দন।
অনুক্ষণ নয়নে করিয়া নিরীক্ষণ॥

আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদনে চুম্বন।
মনের মানসে কতে কথোপকথন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শৈল নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কানন ভিতরে হৈল হস্তিনাভুবন ॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে অন্ধরাজ।
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ ॥
ব্যস্ত হয়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিলা শত পুত্র মায়ের চরণে ॥
শত পুত্র কোলে করি সুবল নন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী ॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণ মুখে।
অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখ দেখে ॥
আনন্দ নগরে সবে হইল পূর্ণিত।
অন্যে অন্যে কহে কথা মনের পিরীত ॥
পুলকে পূর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ চরণে করিয়া নমস্কার।
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার ॥
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জলে বহে জলধার ॥
ভাইগণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে গেল ভাই ছয়জন ॥
প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তী পদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী পুত্র নিল কোলে ॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন বদন কমলে।
বার বার অনিমিষ নয়নে নেহালে ॥
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মনে।
কোলে করি বৈসে কুন্তী পুত্র ছয়জনে ॥
কথোপকথন কহে মনের হরিষে।
সব পাসরিল যত দুঃখ শোক ক্লেশে ॥
বৃষসেন আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চপুত্র আর ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
পাঞ্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত ॥

পুত্রগণ পেয়ে কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়ন জলে স্নান করাইল ॥
ঘটোৎকচ পেয়ে তবে ভীমসেন বীর।
আলিঙ্গন করি ভীম পুলক শরীর ॥
অভিমন্যু করি কোলে বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রা দেবী পুত্র কোলে লয় ॥
মাতা পিতা সম্বোধিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি ॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা কথা আলাপন কহে পরিতোষে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি ভাই শতজন।
পঞ্চভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
অন্য অন্য সম্ভাষা করয়ে হৃষ্টমন ॥
পঞ্চপুত্র পেয়ে তবে দ্রুপদ কুমারী।
আনন্দে পূর্ণিতা হৈল পুত্র কোলে করি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতৃ জ্ঞাতি দেখি কৃষ্ণা আনন্দিত মতি ॥
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথা বিধি সম্ভাষা করিল ভ্রাতৃগণে ॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদী সুন্দরী।
শোক দুঃখ সম্বরে বিলাপ বহু করি ॥
আনন্দে পূর্ণিত মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ অন্তরে ॥
দ্রুপদ বিরাট আদি যত বন্ধুগণ।
পঞ্চভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ ॥
অতি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ভাই পঞ্চজন।
সম্ভাষিয়া তোষেন যতেক বন্ধুগণ ॥
নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন ॥
হরষিত হয়ে স্বামী বসাইল পাশে ॥
ইষ্ট কথা আলাপনে সবারে সম্ভাষে।
দুর্য্যোধন পাশে বসি ভানুমতী নারী ॥
তনয় লক্ষণ কোলে করিল সুন্দরী ॥
দুঃশাসন সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ নিজ পত্নী লৈয়া বসে যে যাহার ॥

এমন প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী ।
নহিল না হইবেক অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন ।
সাধু সাধু মুনিবর কহে সর্ব্বজন ॥
মনোমত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয় ।
এমন রজনী যেন প্রভাত না হয় ॥
পাছে পুনঃ স্বামী সনে হয়ত বিচ্ছেদ ।
এই হেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি ।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল যত মহামতি ॥
মুনি বাক্য শুনি সবে আনন্দ অপার ।
দৃঢ় করি স্বামী সব ধরে আপনার ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি সর্ব্বজনে ।
বিদায় মাগিল সব অন্ধের চরণে ॥
শোকেতে কান্দেন অন্ধ গান্ধারী সহিত ।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত ॥
দেখিয়া সকলে তবে প্রবোধিয়া কয় ।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয় ॥
কতদিন বনে যোগ কর আচরণ ।
অচিরে পাইবে আমা সবার দর্শন ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা ।
পঞ্চভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদ দুহিতা ॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায় ।
নিজ নিজ পত্নীগণ লৈয়া সবে যায় ॥
উত্তরা সুন্দরী যায় অভিমন্যু সাতে ।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা লাগিল চিন্তিতে ॥
কহিলেন ব্যাস পদে করিয়া প্রণতি ।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি ॥
মাতৃহীন দুঃখিত হইবে পরীক্ষিত ।
উত্তরারে যাইবারে না হয় উচিত ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি চিন্তিয়া হৃদয় ।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয় ॥
অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি ।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী ॥
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর ।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হৈল পার ॥

হেনমতে অবশেষ হইল রজনী ।
দশদিক প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি ॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সর্ব্ব পাপের বিনাশ ।
আশ্রমিকপর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস ॥

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্রাদির যজ্ঞাগ্নিতে দাহ ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরনাথ ।
এইরূপে হইল সে রজনী প্রভাত ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি কন ব্যাস তপোধন ।
হস্তিনানগরে রাজ্য করহ গমন ॥
না ভাবিহ শোক দুঃখ হৃষ্ট চিত্ত হৈয়া ।
ভ্রাতৃ সঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া ॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয় ।
সবারে বিদায় করে মুনি মহাশয় ॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল ।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল ॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্ন বদন ।
যাহ তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন ॥
কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর ।
তুমি পিণ্ড দিবা আশা আছে সবাকার ॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত তোমার চরিত্র ।
তোমা হৈতে কুরুকুল হইবে পবিত্র ॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত থাক হৃষ্টমন ।
রাজ্য দেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চজন ॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেক মায়ের চরণে ।
ছাড়িয়া যাইতে কিন্তু নাহি লয় মনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী তনয় সকলে ।
সহদেব নকুলেরে লইলেন কোলে ॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলয়ে বচন ।
এই দুই পুত্র তুমি করিবা পালন ॥
লক্ষ্মী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা ।
মহিমাতে তুমি হৈলা জগতে পূজিতা ॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী ।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী ॥

মুনি বলে রাজা কহ ভদ্র আপনার।
অসন্তোষ চিত্ত কেন দেখি হে তোমার ॥
সকলে মেলানি করি আরোহিয়া রথে।
মলিন বদনে চলিলেন পঞ্চভ্রাতে ॥
বহু সৈন্যগণ সাজে বিবিধ বাজন।
সুগন্ধি সহিত বয় মন্দ সমীরণ ॥
জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া তর্পণ।
চলেন হস্তিনা পুরে পাণ্ডুর নন্দন ॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে গায় বিদ্যাধরী।
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করেন নিজ পুরী ॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ সঙ্গে করে রাজকায।
পুত্রবৎ পালন করেন ধর্ম্মরাজ ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি মনে।
সর্ব্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবনে ॥
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী জননী।
সঞ্জয় সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি ॥
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারি জন।
নাহি জানি কোন কর্ম্ম হইবে এখন ॥
এইমত ধর্ম্মরাজ দিবস রজনী।
দৈবযোগে আইল নারদ মহামুনি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া প্রণমেন পঞ্চজন।
করযোড়ে দাঁড়াইল বিষণ্ণ বদন ॥
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয়।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত ॥
করযোড়ে কহিলেন শুন মুনিবর।
জনক জননী মম অরণ্য ভিতর ॥
অনাথের সদৃশ দিবসে ঘোর বনে।
এই গতি হৈল আমা পুত্র বিদ্যমানে ॥
মুনি বলিলেন নৃপ শুন সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল এক দিনে ॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারি সঞ্জয় তব মাতা।
চারিজনে যোগাসনে আছিলেন তথা ॥
অগ্নি দেখি অন্তরে দহিল চারিজন।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন ॥
নিজ কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা নাহি কর ব্যাজ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দেন নৃপমণি ॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরে কান্দে সর্ব্বজন।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমর্পিয়া তুষিলেন ধনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সুধা।
পান করিলে পরে যায় ভব ক্ষুধা ॥
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

আশ্রমিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

মূষলপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

যদুবালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপে
মুষল প্রসব।

শ্রীজন্মেজয় বলে কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেক রুক্মিণীরমণ॥
ভার নিবারণ হেতু হৈয়া অবতার।
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার॥
তবে কোন কর্ম্ম করিলেন যদুমণি।
বিবরিয়া আমাকে কহিবা মহামুনি॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্টমন।
প্রবাসে করয়ে যেন ষট্পদ ভ্রমণ॥
প্রশ্ন করি সর্ব্ব তত্ত্ব লন মুনি স্থানে।
সাধু সত্ত্ব গুণ রাজা পূর্ণ সর্ব্ব গুণে॥
নহিল নহিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে।
যাঁর যশ প্রচারিল এ মহীমণ্ডলে॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রশংসয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষ্মীপতি॥
এক দিন বেদীপরে বসি নারায়ণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ॥
জাম্বুবতী সত্যভামা ভদ্রা নাগ্নজিতি।
মিত্রবিন্দা মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমতি॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী॥
নিজ মনোরথে সবে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি॥
তাম্বূল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
রাতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে॥
হেনমতে সবে করে প্রভুর সেবন।
অনিত্য সুখেতে লিপ্ত কমলারমণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একত্র হইয়া।
এক দিন সবে যুক্তি করেন বসিয়া॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি॥
নরদেহ ধরিয়া নাশিতে ক্ষিতি ভার।
মহা দৈত্যগণের করিলেন সংহার॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপীলোক যায় ভবপারে॥
দিন দিন অবনীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার॥
হেনমতে দেবগণ করে অনুমান।
জানিলেক সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ভগবান॥
বেদীতে বসিতে কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকার বসতি করিলা নিরীক্ষণ॥
স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগর ভিতরে সব লোক কলরব॥
ঠেলাঠেলি গতায়াতে পথ নাহি পায়।
পথ ঘাট লোকেতে পূর্ণিত সর্ব্বথায়॥
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমা হৈতে হৈল আর চতুর্গুণ ভার॥

অদ্ভুত হইল বুদ্ধি যদুবংশগণ ।
কাহা হৈতে এ সব হইবে নিবারণ ॥
মম বংশ ক্ষয় করে কাহার ক্ষমতা ।
কিরূপে হইবে ক্ষয় এ মহা জনতা ॥
গান্ধারীর শাপ মম হইল স্মরণ ।
যদুবংশে শেষ না রহিবে এক জন ॥
এতেক বিচারি মনে চিন্তিয়া উপায় ।
পিতার নিকটেতে গেলেন যদুরায় ॥
প্রণমিয়া করপুটে কহেন বচন ।
অবধান কর পিতা করি নিবেদন ॥
ধন জন অতুল বৈভব পারক্রম ।
তিন লোক মধ্যে কেবা আছে তব সম ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম তাত কর আচরণ ।
দান দিয়া তৃপ্ত কর যত দ্বিজগণ ॥
যজ্ঞারম্ভ কর তাত আমার বচনে ।
ধর্ম্ম বিনা ধন জন ব্যর্থ ভাবি মনে ॥
কৃষ্ণ বাক্য বসুদেব করিয়া স্বীকার ।
যজ্ঞারম্ভ করিলেন করিয়া বিস্তার ॥
করিলেন দ্বিজ নৃপগণে নিমন্ত্রণ ।
চতুর্দ্দিক হইতে আইল মুনিগণ ॥
শিষ্য সহ মার্কণ্ড আইল তপোধন ।
পরাশর বশিষ্ঠ লোমশ দ্বৈপায়ন ॥
ইত্যাদি অনেক মুনি শিষ্যের সহিত ।
দ্বারকা নগরে আসি হৈল উপনীত ॥
প্রণমিয়া বসুদেব পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ।
পূজা করিলেন সবে আদর করিয়া ॥
মুনিগণ নৃপগণ আইল সকল ।
দেশ দেশ হৈতে সব কুটুম্বমণ্ডল ॥
পদাতি ধবল ছত্র ঢাকিল মেদিনী ।
দিনকর আচ্ছাদিল না দেখি না শুনি ॥
সবাকারে বসুদেব পূজিয়া বিধানে ।
রহিবারে আলয় দিলেক প্রতিজনে ॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকারে ।
করিলেক সবাকার পূজা উপচারে ॥
খাও খাও লও লও হৈল মহারব ।
পাইল পরম প্রীতি নিমন্ত্রিত সব ॥

নানা ধনে বসুদেব পূজেন সবারে ।
ধন রত্ন বসন বিবিধ পুরস্কারে ॥
সর্ব্ব রাজগণ গেল যে যাহার দেশ ।
মুনিগণ গেল যথা দেব হৃষিকেশ ॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া নারায়ণ ।
কহেন মধুর বাক্য শুন মুনিগণ ॥
আমার বালকগণ খেলয়ে যে ভিতে ।
তোমরা গমন কর সবে সেই পথে ॥
এত বলি মুনিগণে করেন মেলানি ।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্ব মুনি ॥
কত দূরে যাইতে পাইল দরশন ।
কেলিরসে আছে যত কৃষ্ণের নন্দন ॥
কামদেব শাম্ব আদি কুমার সকল ।
নানা ক্রীড়া রস ভাসে সবে কুতূহল ॥
মুনিগণে দেখে যত যদু শিশুগণে ।
অন্যে অন্যে বিচার করয়ে সর্ব্বজনে ॥
শুন শুন আরে ভাই অপূর্ব্ব কথন ।
সবে বলে জ্ঞানী বড় যত মুনিগণ ॥
ভূত ভাবি বর্ত্তমান জানে সর্ব্বজ্ঞান ।
ইহার পরীক্ষা লও করিয়া বিধান ॥
এত বলি শিশু সব একত্র হইয়া ।
জাম্বুবতী সুত শাম্বে আনিল ডাকিয়া ॥
অনুপম রূপ জাম্বুবতীর নন্দন ।
শাম্ব সম রূপে গুণে নাহি কোনজন ॥
তাহারে লইয়া যত যাদব কুমার ।
স্ত্রীবেশ করিয়া সজাইল চমৎকার ॥
দুই করে শঙ্খ দিল অতি চমৎকার ।
নানা অলঙ্কারে ভূষাইল কলেবর ॥
দিব্য পট্টবস্ত্র করাইল পরিধান ।
অলকা তিলকা দিল বিধির বিধান ॥
কবরী বান্ধিল মনোহর নানা ফুলে ।
কটাক্ষে চাহিতে মুনির মন ভুলে ॥
বিচিত্র কাঁচলি দিয়া সাজাইল স্তন ।
হইল রমণী বেশ ভুবন মোহন ॥
লৌহ নিয়োজিয়া হৈল গর্ভের আকার ।
দেখি মুনিগণ সবে হৈল চমৎকার ॥

করযোড়ে বলে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ ॥
চিরদিন গর্ভবতী এইত অঙ্গনা।
না হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা ॥
কতদিনে প্রসবিবে হবে কি অপত্য।
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য ॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানে মগ্ন হইয়া দেখি কহিল তখনি ॥
জানিলাম শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার।
লৌহ সূত্রে করিয়াছ গর্ভের আকার ॥
অবজ্ঞা জানিয়া ক্রোধ হৈল মুনিগণ।
ক্রোধ মুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুল সব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস করহ যাদব ॥
যে লৌহ সূত্রেতে কৈলা গর্ভের আকৃতি।
এখনি উত্তম বংশ হইবে উৎপত্তি ॥
তাহা হৈতে তোমা সবার হবে বড় ভয়।
যদুকুল ধ্বংস হবে জানিহ নিশ্চয় ॥
হেনই সময়ে সেই জাম্বুবতী সুত।
মূষল প্রসব এক হৈল আচম্বিত ॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব কি হইবে করেন বিচার ॥
মূষল দেখিয়া অতি বিষাদিত মন।
সকল কুমার হইল মলিন বদন ॥
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন।
কুল অন্ত হবে হেন বুঝিয়া কারণ ॥
অজ্ঞান হইয়া করি দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্ব্বনাশ ॥
শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর।
না জানি কি বলিবেন দেব হলধর ॥
কি হেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মোসবার।
কোনমতে হইবে ইহার প্রতিকার ॥
কোন লাজে লোকে আর দেখাব বদন।
শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধ হবেন নারায়ণ ॥
বড় লজ্জা ভয় আজি হৈল মোসবার।
বাহুড়িয়া গৃহে পুনঃ না যাইব আর ॥

এত অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
অন্তর্য্যামী জানিলেন সব নারায়ণ ॥
পুত্রগণ নিকটে আসিয়া গদাধর।
কহেন সবার প্রতি মধুর উত্তর ॥
কি কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন দুঃখে দুঃখী হৈলে কহত কারণ ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মোসবার ॥
কুকর্ম্ম হইল আজি বুদ্ধি হৈল হ্রাস।
মুনিগণ দেখি করিলাম উপহাস ॥
তার প্রতিফল এই হইল মূষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল ॥
ইহা হৈতে যদুবংশ হইবেক ক্ষয়।
এই হেতু আমদের হইয়াছে ভয় ॥
লজ্জা ভয়ে চলে সবে আকুল পরাণ।
বুঝিয়া যা হয় দেব করহ বিধান ॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন মুরারি ॥
এই হেতু চিন্তা কেন কর সর্ব্বজন।
যাহা কহি তাহা শুন যদি লয় মন ॥
মূষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে ॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার ॥
আসিয়া প্রভাস জলে করি স্নান দান।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ বিধান ॥
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল।
ঘষিতে ঘষিতে ক্ষয় হইল মূষল ॥
অবশেষ অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত ॥
হাতে ধরি ঘষিতে আরও নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয় ॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণ উপদেশ।
কি আর করিব ভয় অল্প অবশেষ ॥
এতেক বলিল সব মনে অনুমানি।
শেষ লৌহ প্রভাস সলিলে ফেলে টানি ॥

হরষিতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলি গেল বালক সকলে ॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চক্রপাণি ॥
ভারত মূষলপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—০—

যদুকুল ক্ষয়ার্থ কৃষ্ণ বলরামের যুক্তি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মূষল বৃত্তান্ত কহি শুনহ কারণ ॥
মূষল ঘসিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল খাগড়ার বন ॥
শেষ লৌহ জলে যাহা টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে গিলিল ॥
ধীবর আইল মৎস্য করিতে ধারণ।
জালে বন্দী হইল মৎস্য দৈবের কারণ ॥
লৌহ শেষ পায় মৎস্য কাটিবার কালে।
জরা নামে আখটী আইল সেই স্থলে ॥
মাগিয়া লইল লোহ ধীবরের স্থানে।
কর্ম্মি গৃহে ফলি গড়াইয়া দিল বাণে ॥
এথানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশিতে হৃদয়ে বিচারিয় ॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
ভারাবতারণে আইলাম এ ভুবন ॥
দুষ্ট দৈত্য মারি খণ্ডিনু পৃথ্বী ভার।
ততোধিক যদুকুল হইল আমার ॥
ইহা সবা বিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায়ত বিশেষ ॥
ইহার উপায় যেবা চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুল ক্ষয় করি হব স্বর্গগামী ॥
মম বংশ ক্ষয় করে আছে কোন জন।
ব্রহ্মশাপ ক্ষয় করি করিব নিধন ॥
প্রভাসে যাইব চল স্নান অনুসারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে ॥

এইমত দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতা অগ্রে যান হইতে বিদায় ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত অতি বিপরীত ॥
সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়।
বিদসেতে ধূমকেতু হইল উদয় ॥
দ্বারকায় জলচর হয় বর্ত্তমান।
টলমল করয়ে দ্বারকা পুরীখান ॥
কাষ্ঠ শিলা মৃত্তিকা প্রতিমা যত ছিল।
কেহ অট্টহাসে কেহ বিদারি পাড়িল ॥
নৃত্য করি বুলে কেহ নগর ভিতরে ॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল মন্দিরে ॥
শৃগাল কুকুর সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রিয়া প্রিয় দ্বন্দ্ব হয় নগরে নগরে ॥
উদয় আকাশ হৈল দেব রবি শশী।
সিংহিকা তনয় তাহে অপূর্ব্ব গরাসী ॥
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক ॥
এইরূপে উৎপাত হইল সুবিস্তার।
দেবগণ সংহতি আইল সৃষ্টিধর ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
করিলেন বহুমতে প্রভুর স্তবন ॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ হরি।
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি ॥
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন।
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন ॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ এ তিন প্রকার।
লীলায় করহ সৃষ্টি লীলায় সংহার ॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী ॥
সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে।
অন্য রূপে বিলাস তোমার সর্ব্ব দেহে ॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব সংহারে ॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্ব্বে করিলে গোহারি।
সেই হেতু পৃথিবী আইলা ত্বরাত্বরি ॥

খণ্ডাইল অসুর মারিয়া পৃথ্বী ভার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অসুর সংহার ॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন ॥
নররূপ ধরিয়া রহিলে ক্ষিতিতলে।
কৃপা করি যত লোকে কৃতার্থ করিলে ॥
দারুণ দুরন্ত দৈত্যগণ দুষ্টমতি।
লীলায় মস্তকভার খণ্ডাইলে ক্ষিতি ॥
অপার তোমার লীলা কহে দেবকৃতি।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা ঊর্দ্ধগতি ॥
এমন তোমার দয়া কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র ভাব নাহি তোমার গোচরে ॥
কৃপায় করিলে পার কত পাপীগণে।
পতিতপাবন নাম ইহার কারণে ॥
এইরূপে বিধাতা করিল স্তুতিবাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেব চক্রপাণি ॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
নিজ নিজ গৃহে যাও যতেক অমর ॥
ভার নিবারিতে আমি আসি পৃথিবীতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমা হৈতে ॥
যদুবংশ-বৃদ্ধ হৈল আমার কারণ।
অন্যরূপ নাহি হয় সব নিবারণ ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার ॥
অতএব নিজস্থানে করহ গমন।
যথা সুখে বিহার করহ দেবগণ ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ হয়ে বন্দে শ্রীহরি চরণ ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হৈয়া দেব প্রজাপতি ॥
বলভদ্র সহ হরি করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকিয়া করিল আজ্ঞাদান ॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হইল বার বার।
সবে মেলি করিব ইহার প্রতিকার ॥
প্রভাস তীর্থেতে সবে করিলে প্রয়াণ।
আপদ খণ্ডিবে সব তাহে কৈলে স্নান ॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সবে চল যদুবংশে আছে যত জন ॥
স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেক ঘরে।
হরির আদেশে সবে চলিল সত্বরে ॥
প্রভুর আদেশ পায়ে যত যদুগণ।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন ॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্র আইল জনক জননীর ঠাঁই ॥
তত্ত্ব কথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন ॥
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যতজন।
মহামায়া ফাঁস এই নিগুড় বন্ধন ॥
হেন মায়াজাল এড়ি তত্ত্বে দেহ মন।
সংসারের মায়া মদ ত্যজ দুইজন ॥
নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ভুঞ্জে দুইকালে।
সুখ দুঃখ আপনার অর্জ্জিত কর্ম্মফলে ॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবা উত্তমগতি শুন দুইজন ॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা করিলেন চক্রপাণি ॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব দামোদর।
দারুকে বলেন রথ সাজাহ সত্বর ॥
আজ্ঞা মাত্র দারুক রথের সজ্জা করি।
শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি ॥
মূষল পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সপরিবারে কৃষ্ণের প্রভাসতীর্থে গমন।

কৃষ্ণ সঙ্গে চলিলেন যত যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ ॥
কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ সুচারু।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু ॥
চারুচন্দ্র বিচারু এ দশটী নন্দন।
রুক্মিণীর গর্ভে এরা লভিল জনম ॥
সভানু স্বর্ভানু আর চন্দ্রভানু ভানু।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু ॥

...মারেন এক ঘাতে ॥

ভানুমান অভিমান এই পুত্র দশ।
সত্যভামা উদরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরস॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শতজিত চিত্রকেতু।
কুরুজিত বিজয় সহস্রজিত ক্রতু॥
বসুমান নবম যে দ্রোবিণ দশম।
জাম্ববতী নন্দনের এই জান ক্রম॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান।
আর শঙ্কু বসু কুন্তী চিত্রগু অখ্যান॥
নগ্নজিতী উদরে হইল এই দশ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস॥
শুন কহি বৃষ বাহু সুবাহু নামক।
ভদ্র শান্তি দশ পূর্ণমাস শ্রীসোমক॥
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশ জন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন॥
প্রঘোষ ওজস সিংহ উর্দ্ধগ প্রবল।
গাত্রবান মহাশক্তি সহ আর বল॥
আর যে অপরাজিত এই দশজন।
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ নন্দন॥
বৃক গৃধ্র বহ্নি হর্ষ অনিল পবন।
বহুন্ন অন্নাদ ক্ষুদি এই নয় জন॥
দশ মহাবংশ এই গোবিন্দ নন্দন।
মিত্রবিন্দা দেবীর আনন্দ বিবর্দ্ধন॥
বৃহৎসেন প্রহরণ শূর অরিজিৎ।
সুভদ্রা সাত্যকি রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ॥
আয়ূ আর জয় এই দশটি সন্তান।
ভদ্রার উদরে দশ কৃষ্ণ সুতাখ্যান॥
অষ্টমহিষীর পুত্র করিল গমন।
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন॥
গোবিন্দের ভার্য্যা ষোল সহস্রেক আর।
জনে জনে দশ পুত্র হৈল সবাকার॥
একলক্ষ অষ্টাবিংশ সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশীজন॥
কৃষ্ণের নন্দন এই হইল লিখন।
তা সবার পুত্র পৌত্র কে করে গণন॥
অপর যাদব বংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপান্নকোটি করয়ে বিচার॥

সুসজ্জা করিয়া করে রথে অরোহণ।
নানা অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
নগর বাহির হরি হইলেন পরে॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আন্ধার হৈল দ্বারকা ভুবন॥
চিত্র পুত্তলির প্রায় রহে সর্ব্ব নারী।
মৌনভাবে নিস্পন্দে নিঃসরে নেত্রবারি॥
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করেন প্রভাস তীরে সত্বরে গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ।

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণা।
কুরু পাণ্ডবের দলে জানে সর্ব্বজনা॥
কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার।
প্রাণ লয়ে পলাইলা করি পরিহার॥
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব।
কেহ না যুঝিল তোমা করিয়া গৌরব॥
সিংহনাদ করিয়া বলিলা রণস্থলে।
হীনশক্তি জনে পায়ে সংহার করিলে॥
ভয়ান্বিত হীন শক্তি হীন অস্ত্র জন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব গণ॥
সোমদত্ত সুত ভূরিশ্রবা নরপতি।
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি॥
নিজ শক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিল মন।
যে গতি করিল তোমা হয় কি স্মরণ॥
হীন অস্ত্র কৈলা তোমা সংগ্রাম ভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যত করিল কাটিবারে॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকটে।
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর॥

আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গ সহ হস্ত কাটি পড়িলেক তার॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে॥
ভূমিতে পড়িল প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ লয়ে তুমি তারে কাটিলা তখন॥
এই বীরপণা তুমি করিলে সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে॥
কোন পরাক্রমে ভূরিশ্রবাকে মারিলে।
বড় কর্ম্ম কৈলে বলি মনে বিচারিলে॥
পাপীয় সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি॥
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি যথা লয় মন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ॥
মনে মনে শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি উদ্ধব॥
এতদিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
এত কটু উত্তর করেন যদুরায়॥
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিবির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥
বারুণী মদিরা পানে ঘূর্ণিত লোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন মহা কোপ মন॥
কর পদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওষ্ঠাধর।
কড় মড় দশন মর্দ্দয়ে করে কর॥
গর্জ্জনেতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি।
আমারে এমন বাক্য কহরে দুর্ম্মতি॥
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত কেহ নাহি জানে।
কপটে নাশিলে পাণ্ডবের বন্ধুগণে॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণ জয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে॥
যদি সবে একঠাঁই বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি॥
তুমি আমি পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্ব্বজন॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদী কুমার।
রহিলা শিবিরে যেন অনাথ আকার॥
নিশিযোগে ছিল সবে নিদ্রার বিহ্বলে।
চোররূপে তিনজনে গেল সেইকালে॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিত জনেরে মারে দুর্জ্জন প্রকৃতি॥
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন দুরাচার।
ইহা হৈতে পাপকারী কেবা আছে আর॥
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে আনে।
অস্ত্র হীন জনে আর হীন শক্তি জনে॥
অবিরোধি জনে যেই করয়ে প্রহার।
তাহা সম পাপী নাহি বেদের বিচার॥
সকল অধর্ম্ম পথ যে জন সিখিল।
সে জন ধার্ম্মিক হয়ে সভাতে বসিল॥
তোমা সম কপট কে পাপী দুরাচারী।
সকল হইল নষ্ট তোমার চাতুরী॥
কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপণা না দেখি তোমার॥
জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র ভিতরে বৈসে দ্বারকা নগরী॥
ক্ষুদ্র জন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে॥
গোপ অন্ন খাইয়া বঞ্চিলা গোপ গৃহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোক কহে॥
জন্মের নির্ণয় তব কেহ নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীর পশিলা স্মরণে॥
পিতা বসুদেব হৈল দৈবকী জননী।
বসুদেব তনয় বলিয়া সবে জানি॥
বসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভামধ্যে কৈল তোমা যাদব ঈশ্বর॥
বসুদেব পুত্র বলি মান্য করি সবে।
দোষাদোষ নাহি লই তাহার গৌরবে॥
এই হেতু হইল বড়ই অহঙ্কার।
আমার করহ নিন্দা আরে দুরাচার॥

পৃথিবীতে যত মহা রাজগণ ছিল।
ক্ষত্র সভামধ্যে তোরে বসিতে না দিল॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে।
রাজগণ মধ্যে অগ্রে তোমায় পূজিতে॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে।
সেই হেতু রুষিল যতেক নরবরে॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।
সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ॥
দৈবেতে কহিল তুমি বাক্য কটুময়।
তোমার সভায় কি বলিতে যোগ্য হয়॥
পরম পাতকী তুমি অতি দুরাচার।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার॥
নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ নিষ্পাপ সত্যমতি।
হেন জনে নিন্দে যেই পাপী দুষ্টমতি॥
তোমার জনক পূর্ব্বে কেহ নাহি জানে।
গিয়াছিলেন দৈবকী স্বয়ম্বর স্থানে॥
দেবক রাজার কন্যা তোমার জননী।
পরম রূপসী বিদ্যাধরী রূপে জিনি॥
দেখিয়া মোহিত হৈল জনক তোমার।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার॥
বহু রাজা আসিয়াছে স্বয়ম্বর স্থানে।
রথে তুলি লয় কন্যা সভা বিদ্যমানে॥
সত্বরে গমনে যায় কন্যারে লইয়া।
চৌদিকে ভূপতিগণ বেড়িল আসিয়া॥
দেখিয়া হইল বসু ভয়ে কম্পবান।
কি করিবে কেমনে হইবে পরিত্রাণ॥
কন্যার কারণে আজি জীবন সংশয়।
পলাইতে নাহি শক্তি মজিনু নিশ্চয়॥
ভয়ার্ত্ত জানিয়া যত সাধু রাজগণ।
ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ॥
দুষ্ট রাজগণ সঙ্গ বাহ্লীক নন্দন।
বসুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিল শিনি জনক আমার।
সোমদত্ত সনে রণে করিল অপার॥
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুগুণে।
হাতাহাতি সমর হইল দুইজনে॥
কোপেতে জনক মোর ধরি তার চুল।
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্ম্মূল॥
সকল ভূপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সম্বরেন ক্রোধ॥
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল।
আপন আপন দেশে যবে চলি গেল॥
পিতা স্থানে সোমদত্ত অপমান পায়ে।
শিব আরাধনা করে ঘোর বনে গিয়ে॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করে স্তুতি॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর॥
তেমতি আমার পুত্র করে অপমান।
সোমদত্ত বচনে শঙ্কর দিল দান॥
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হৈল জলধর।
আমি কি রহিব ইহা জানে সর্ব্ব নর॥
এই হেতু আমার করিল অপমান।
না হইল শক্তি তব বধিতে পরাণ॥
যে কালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি।
কুমারের চক্র হেন ফিরিলাম তথি॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্ত সুত।
দৈব বলে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত॥
যেই জন করিল এতেক অপমান।
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ॥
আমার সাহয্যে হস্ত কাটিল অর্জ্জুন।
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্ম্মিকেরে লৈয়া বসিয়াছ তুমি॥
পাণ্ডব তোমার প্রিয় বন্ধু বলি জানে।
তাহাদের সর্ব্বনাশ করিল যে জনে॥
পুত্রমিত্র বন্ধু নাশিলেক যেই জন।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন॥
হেনজন হৈল তব পরম বান্ধব।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব॥

কপট করিয়া মজাইলে পাণ্ডবেরে।
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভব ভয় তরি॥

যদুকুল ধ্বংস ও বলদেবের
দেহ ত্যাগ।

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর।
গর্জ্জিয়া উঠিল কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর॥
হাতে অসি করি যায় কাটিবার আসে।
গর্জ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে॥
আরে দুষ্ট দুরাচার শিনির নন্দন।
এতেক তোমার গর্ব্ব না জানি কারণ॥
গোবিন্দেরে নিন্দা কর দুষ্ট অধোগামী।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি॥
ভূরিশ্রবা ঢাল খাড়া লৈয়া বীর দাপে।
কোন পরাক্রম কর এতেক প্রতাপে॥
নৃপতি সমূহ মধ্যে কৈল অপমান।
কোন লাজে ধর দুষ্ট এ পাপ পরাণ॥
অপমান হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শত গুণে।
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট নির্লজ্জ জীবনে॥
আমারে নিন্দিলা দুষ্ট না বুঝ কারণ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোন জন॥
দ্রোণ পুত্র বিনাশিল শিবির ভিতরে।
সকল করিল ক্ষয় দ্রৌণী একেশ্বরে॥
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে॥
এত বলি অসি লয়ে কাটিবারে যায়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জমদগ্নি প্রায়॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিতে আইলে আরে দুরাচার॥
তোর দর্প ঘুচিবে কাটিব তোর শির।
এত বলি অসি লয়ে ধায় মহাবীর॥
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর॥
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব।
মার মার বলিয়া ধাইল যত সব॥

দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
আত্ম আত্ম বিবাদী হইল সর্ব্বজন॥
কৃতবর্ম্মা বধ হৈল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে ধায় যদুগণে॥
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি উপরে।
মুষল ধারায় যেন বর্ষে জলধরে॥
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভীত।
অস্ত্র বৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধ চিত॥
সহোদরে সহোদরে হৈল দুই দল।
মার মার শব্দেতে হইল কোলাহল॥
প্রলয় সময়ে যেন উথলে সাগর।
দেবাসুরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর॥
ঘোরতর গর্জ্জন সঘনে সিংহনাদ।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বৃষ্টি নাহি অবসাদ॥
ধনুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না করে।
হাতে অস্ত্র বীর সব করয়ে প্রহারে॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারণ করে জনে জনে।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল অস্ত্র নাহি তূণে॥
ক্রোধ মনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান।
দাণ্ডইয়া কৌতুকে দেখেন ভগবান॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিষণ্ণ বদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হইলেন তখন॥
যুঝয়ে যাদবকুল আপনা আপনি।
খড়্গ লয়ে কেহ কেহ করে হানাহানি॥
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ভীষণ দর্শন॥
ধনুক টঙ্কার শব্দে পূরিল গগণ।
ভয়ে ভীত হয় লোক শুনিয়া গর্জ্জন॥
রণস্থলে গালাগালি করে দুই ভাই।
ইষ্ট বন্ধু কার পানে কেহ নাহি চাই॥
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার উপর।
শেল জাঠা শক্তি মারে ভুষণ্ডী তোমর॥
আপনা পাসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া মারে ঘোর দরশন॥
মুদ্গর তুলিয়া কেহ মারে কার মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারেন এক ঘাতে॥

আঁকড়ি করিয়া কেহ ধরে রথ খান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান ॥
প্রহারে না করে ভয় অভেদ্য শরীর।
অতুল সাহস সবে রণে মহাবীর ॥
হেনমতে যুঝে যত যাদব কুমার।
শূন্য কর হৈল কার অস্ত্র নাহি আর ॥
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণেরে তিল অস্ত্র না ভেদিল ॥
কি উপায় করে তবে দেব ভগবান।
নিকটে খাগড়ার বন দেখি বিদ্যমান ॥
মূষল ঘর্ষণে পূর্ব্বে সলিল হইল।
তাহাতে খাগড়া নল বন উপজিল ॥
যদুগণে দেখাইয়া দেন দামোদর।
নল বৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর ॥
এত উপদেশ বীর যদুগণে পায়।
ধাওয়াধাই দল উপাড়িতে সবে যায় ॥
নল খাগড়ার গাছ ধরি যদুগণ।
অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন ॥
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব শরীর।
নল খাগড়ার ঘায় পড়ে সব বীর ॥
অঙ্গে প্রবেশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংশ হয় যত যদুগণ ॥
জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধ।
ভাই ভাই খুড়া জ্যেঠা নাহি পরিরোধে ॥
হেনমতে যদুগণ হয় মহারণ ॥
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন।
সত্বরে দারুক যাহ মথুরানগরে ॥
মম রথে করি লহ বজ্র মহাবীরে।
মথুরায় নিয়া রাখ প্রপৌত্র আমার ॥
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর ॥
সে কারণে বজ্রে লইয়া চল মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবে তথায় ॥
আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজস্থানে।
আজি হৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে ॥
কার্ত্তিক পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা নক্ষত্র।
সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥

এই সব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্রে বুঝাইবে শোক নাশিবারে ॥
তথা হৈতে হেথায় আইস মহামতি।
পুনঃ যাইবারে হবে হস্তিনা বসতি ॥
পাণ্ডবগণেরে দিবা মম সমাচার।
আসিবেক প্রিয় সখা অর্জ্জুন আমার ॥
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্রে লয়ে দারুক গেলেন মথুরায় ॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের তনয়।
উষার উদরে জন্ম বজ্র মহাশয় ॥
মধুপুরে আনি তারে কৃষ্ণের আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেন বিশেষে ॥
দারুক বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিরে সবাকার ॥
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
অচেতন দেখিয়া দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইল বিবিধ প্রকারে ॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিল সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল পুনর্ব্বার ॥
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীর।
ভূমিতলে পড়ি আছে যত যদুবীর ॥
আত্মজন নাহি কেহ বৃষ্ণি যদুকুলে।
অন্যে অন্যে মারি সবে হইল নির্ম্মূলে ॥
ধূলায় ধূসর তনু অবনী লোটাই।
কেবল আছেন রামকৃষ্ণ দুই ভাই ॥
শোকেতে আকুল তাহে দারুক সারথি।
মূর্চ্ছিত হইয়া পরে পড়িলেন ক্ষিতি ॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বরে দারুক যাহ হস্তিনানগরে ॥
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে চলে দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিত মতি ॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন ॥

এইখানে আপনি থাকিহ একেশ্বর।
দ্বারকা হইতে আমি আসি ত্বরাপর॥
মাতা পিতা পরিজন পাইল বারতা।
সবা সম্বোধিয়া আমি শীঘ্র যাই তথা॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাক এইমতে॥
কৃষ্ণবাক্য বলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা বিনা গতি নাই কে আছে আমার
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকানগরে আসি দেন দরশন॥
জনক জননী পুরে নারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত॥
পূর্ব্বে অমঙ্গল যে হইল আপনার।
প্রভাসে গেলেন করিবারে প্রতিকার॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল সৃজন॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হয় সবাকার।
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার॥
এক জন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছে যে রামকৃষ্ণ দুই ভাই॥
শোকেতে আকুল রাম না আইল ঘরে।
তপ আচরেণ তিনি প্রভাসের তীরে॥
আমিহ শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপশ্চারি॥
সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত হৈলে বৃথা যায় কাল॥
এমন সংসার ধর্ম্ম দেখি ভাবি মনে।
স্থির মতি করি মন দেহ তত্ত্বজ্ঞানে॥
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ॥
সবার জীবন হরি নিলে নারায়ণ।
চিত্তের পুত্তলি প্রায় রহে সর্ব্বজন॥
শ্বাস মাত্র শরীরে আছিল সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার॥
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
ভাই ভাই মিলিয়া করেন আলিঙ্গন॥
প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করে।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্ম জপে মন করি॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণী নন্দন॥
ভারত মুষলপর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।

যদুবংশে অবতরি, বাসুদেব নান ধরি,
কৌতুকেতে অবনী বিহারি।
যাহার কটাক্ষে হয়, সৃজন পালন লয়,
সাধক বৎসল চক্রধারি॥
যার নাম গুণ গাই, সর্ব্বপাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপে লক্ষ্য করি,ক্ষিতিভারত্রাণ করি,
নিজবংশ সব করি ক্ষয়॥
একজন নাহি শেষ,হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস তীর্থেরতীরে, উঠিলেন শাখিপরে,
বসিলেন শাখায় মুরারি॥
বসিয়া বৃক্ষ উপর, চিন্তিলেন চক্রধর,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ।
একপদ তরুপর, আরোহিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে,বসি প্রভু শাখাসনে,
মৌনেতে আছেন গদাধর।
নম্রকায় মন্দগতি,ব্যাধ এক আইল তথি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর॥
জরাব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদ অনুপম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।
মৃগ মারিবার ছলে,ব্যাধ আসি সেইস্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকনদ,
শত পত্র হেন সুশোভন।
অতুল চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগবর্ণ হেন লয় মন॥

মূষলের শেল পাই, যেইবাণ নিরমাই,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুক খান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে॥
বাণ মারি ব্যাধসুত,বৃক্ষতলেআইল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হইল ভীত।
কীরিট কুণ্ডল হার, নানারত্ন অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন, পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, মণি বিভূষণ তাহে,
নবমেঘে যেমন চপলা॥
অম্লান তুলসী মালা,আকর্ণ লোচন ভালা,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শোভে শত দ্বিজরাজে॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ, মাগি নিজ অপরাধ
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি, অনাদি পুরুষ হরি,
তুমি সার এতিন ভুবনে॥
আমি পাপী দুরাশয়,অজ্ঞানেতে মুক্তি হয়,
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি,যেকর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিকৃতি কভু নাই॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী,আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করিহ ভয়।
মম দেহত্যাগ কালে,নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র অবতারে,পিতৃ সত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতর।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে দুই সহোদর॥
সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে,
সখা হৈল সহিত আমার।
বধকরি বালিরাজা,সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলা তুমি বালির কোঙর॥
মারিয়া লঙ্কারপতি, উদ্ধারিনু সীতাসতী,
দিতে বর চাহিনু তোমারে।
পিতৃবৈরিমারিবারে,বরমাগিছিলা মোরে,
আমিহ ছিলাম অঙ্গীকারে॥
সেই প্রয়োজনফলে,জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হয়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ আইল ব্যাধের গোচরে॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ,রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
দ্বিজ দেহ ত্যজেন তখন॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজঅঙ্গে,প্রবেশি পরমরঙ্গে,
দেবগণ কহে স্তুতিবাণী।
দুন্দুভি প্রভৃতিবাজে অপ্সরী কিন্নরীনাচে,
হুলাহুলি অমর নগরী॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে, পারিষদগণ সেবে,
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর,
করপুটে করয়ে স্তবন॥
অখিল হইল দীপ্ত, ভুবন হইল তৃপ্ত,
আনন্দিত যত দেবগণ।
শুনরেভকত ভাই ,স্মরণেতে মুক্তি পাই,
এড়াই শমন দরশন॥
ভক্তবশ গুণনিধি, তব বাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
নাহি আর ভক্তের সমান।
কাশীদাস বলে যদি, পার হবে ভবনদী,
ভজ সেই দেব ভগবান॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভাসে রাম কৃষ্ণের মৃত শরীর দর্শন।

হস্তিনানগরে আইল দারুক সারথি।
করযোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
কৃষ্ণ পাঠাইল মোরে তোমার সদন॥
গোবিন্দের প্রিয়বন্ধু তোমা পঞ্চভাই।
তোমার ভাবনা বিনা অন্য মনে নাই॥

সে কারণে আমারে পাঠাইলেন হেথা।
দ্বারকা লইয়া যাব পার্থ মহারথা॥
চিরদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
সেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ॥
তিলেক বিলম্ব রাজা না হয় বিচার।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন অগ্রসর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পঞ্চ সহোদর।
দারুকেরে বসালেন করিয়া আদর॥
বসিয়া সুস্থির চিত না হয় দারুক।
হৃদয় দহিছে শোক বৈসে হেটমুখ॥
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন।
বিস্ময় মানিছেন ভাবিয়া মনে মন॥
এইত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি।
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষীপতি॥
তাঁহার আশ্রিত যে সে কি দুঃখে দুঃখিত।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি কিঞ্চিৎ॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কি হেতু দারুক এত চিত্ত উচাটন॥
কৃষ্ণের আশ্রিত জনে কিবা সুখ দুঃখ।
কি দুঃখে ত্রাসিত হৈলে কহত দারুক॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদব সকল।
কেমন আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল॥
কেমনে আছেন সবে কহ সত্যবাণী।
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশল বার্ত্তা শুনি॥
তব চিত্ত উচাটন দেখিয়া নয়নে।
প্রাণাধিক মিত্র মম ধৈর্য্য নাহি মানে॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি।
কেমনে আছেন প্রিয়বন্ধু যদুপতি॥
শুনিয়া দারুক কহে যোড় করি হাত।
সে সকল অবগত হইবা পশ্চাত॥
ত্বরিত অর্জ্জুনে রাজা করহ বিদায়।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায়॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি।
সুসজ্জা হইয়া পার্থ যান শীঘ্রগতি॥
ত্বরিতে গমনে পার্থ দ্বারকানগরী।
বিস্ময় মানেন পার্থ দ্বারাবতী হেরি॥
পূর্ব্বরূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।
শূন্যাকার পুরীখান দিনে অন্ধকার॥
পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় আছে অনুমানি॥
শুষ্ক ওষ্ঠ মুখ শুষ্ক শুষ্ক সব অঙ্গ।
না হয় আনন্দ বাদ্য নৃত্য গীত রঙ্গ॥
বাদ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে॥
গৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে পালে পালে।
ঘোরতর শব্দ করি উড়ে সবে চলে॥
এত সব দেখি পার্থ হইলেন চিন্তিত।
চক্ষেতে পড়য়ে জল প্রায় বিকলিত॥
বসুদেব দেবকী রোহিণী তিনজন।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন বারতা।
শুষ্ক তনু সবার বদনে নাহি কথা॥
পুনঃ পুনঃ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা।
হায় বলি কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষা॥
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ নাহি বলে সর্ব্বজন।
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন॥
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবে যদি চল সর্ব্বজনা॥
প্রভাসের তীরেতে আছেন দুইভাই।
সকল যাদবগণ আছেন তথাই॥
এত শুনি সত্বরে চলিল দুইজন।
শূন্যময় হৈল পুরী দ্বারকা ভুবন॥
পথ বিহরণে সবে যায় ধীরে ধীরে।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীরে॥
তথায় দেখিয়া যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার॥
হাহা রবে কান্দিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
করেন বিলাপ বহু মহাশোক মন॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত শরীরে॥
হায় যদুকুল পতি বীর হলধর।
মূষল লাঙ্গল পড়ি ভূমির উপর॥

সকল ত্যাজিয়া প্রভু যোগে দিলা মন।
দুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোনজন ॥
ভারাবতারণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে ॥
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধু পরিজন ॥
তবে ধনঞ্জয় যায় বৃক্ষের তলায়।
প্রাণনাথ কৃষ্ণদেহ দেখিয়া তথায় ॥
কৃষ্ণদেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর।
পৃথিবী পূরিল তাঁর নয়নের নীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কশীরাম দেবে ॥

দৈত্যগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নীগণের হরণ ও পাষাণ হইবার বিবরণ।

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধনজন।
হরি বিনা পাণ্ডবের আছে কোনজন ॥
এত দিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইত বিশ্রাম ॥
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভুজ পাসরিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন ॥
পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি সবার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক তনু নহে ভিন্নপর ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ।
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদি জন ॥
সেইরূপে পাণ্ডবে রক্ষিত নারায়ণ ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলে পার।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার ॥
আমি তব সখা প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধবরূপে রাখিলে আপনি ॥
পাখা যেন রক্ষা করে পাখীর জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন জলচরগণ ॥
ওহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কেনে।
কোন দোষে দোষী হৈনু তব শ্রীচরণে ॥
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলে মহাশয় ॥
একবার চাহ প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি করহ বারেক সম্বোধন ॥
বারেক দেখাও চাঁদমুখের সুহাস।
বারেক বদন চাঁদে কহ সুধাভাষ ॥
রত্ন সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়ন।
চাঁদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ ॥
কোনমুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
হায় বিধি এত দিনে করিলে বিনাশ।
কোন দোষে হারানু মিত্র শ্রীনিবাস ॥
বিস্মরিল সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজজনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া ॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্য নাহি সীমা।
ইহলোক পরলোক পাইলেক তোমা ॥
আমা সম হতভাগ্য পাপীষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি ॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণা নিদান।
তোমা বিনা দহে মম হৃদয় পরাণ ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কোথায় বা যাব।
আর কোথা সে চাঁদ বদন দেখা পাব ॥
শিরেতে হানিয়া হাত কান্দি উচ্চৈঃস্বরে
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ ধনুর্দ্ধরে ॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে ॥
অকারণে শোক কৈলে কি হবে আর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার ॥
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
আপনি সবার তুমি কর প্রেতকর্ম্ম ॥
পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সর্ব্ব হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥

যোগ আচরিয়া পরে পাইব আমারে ।
এই কথা দারুক কহিবা পাণ্ডবেরে ॥
প্রকারণে এই কর্ম্ম তোমার সহিত ।
সবার সৎকার কর্ম্ম করিতে উচিত ॥
বহুমতে সান্ত্বনাদি করিল অর্জ্জুনে ।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে ॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা করি রাশি রাশি ।
জ্বালিলেন চিতানল গগন পরশি ॥
দেবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত ॥
রেবতী রামের সনে পশি হুতাশন ।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করিল অর্জ্জুন ॥
সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাধান ।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
দারুক পুনশ্চ কয় অর্জ্জুনেরে প্রতি ।
অর্জ্জুন বন্ধুর কার্য্য করহ সম্প্রতি ॥
স্ত্রীগণে লইয়া যাও হস্তিনানগরে ।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে ॥
তোমা বিনা কার শক্তি রাখিবারে পারি ।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকানগরী ॥
আজ্ঞা কর আমি বনে যাই মহাশয় ।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয় ॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি ।
দারুক চলিল যথা বনের নিবৃত্তি ॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি ।
গেলেন হস্তিনা পথে পার্থ মহামতি ॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি আমাদের জল ।
প্রভুর মন্দির পাত্র জাগয়ে কেবল ॥
এক শত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসূদন ।
মর্ত্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা ভুবন ॥
স্ত্রীগণে লইয়া পার্থ করেন গমন ।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন ॥
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায় ।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায় ॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন ।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন ॥
অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী ।
কাড়িয়া লইব হেন হৃদয়ে বিচারি ॥
পথে আগুলিল আর সকল রমণী ।
[illegible] ধরি স্ত্রীগণের করে টানাটানি ॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব ধরিল বীর ক্রোধে অতিশয় ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন ।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্য শাসন ॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি মনোহর ।
খাণ্ডব দাহন কালে দিল বৈশ্বানর ॥
ধারি ধনু হেলায় হেলায় দেয় গুণ ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নহেত অর্জ্জুন ॥
মহা ভয় হৈল ধনু তুলিতে না পারি ।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি ॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পুরিয়া ।
কিছু অল্প টানি বাণ দিলেন ছাড়িয়া ॥
মহাকোপে ছাড়িলেন বজ্রসম বাণ ।
দৈত্যঅঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বিন্ধে প্রাণপণে ।
অবহেলে বাণ ব্যর্থ করে দৈত্যগণে ॥
এড়িল অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয় ।
যত বাণ এড়িলেন সব ব্যথ হয় ॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণ গুরুস্থানে ।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর ভুবনে ॥
এ তিন ভুবনে যারে মাগে পরাজয় ।
দৈত্য সনে রণে সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র অর্জ্জুনের হৈল পাসরণ ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন ॥
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে ।
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে ॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি ।
দৈত্যগণ অর্জ্জুন করেন তাড়াতাড়ি ॥
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে ।
স্ত্রীগণে লইয়া গেল স্বচ্ছন্দ গমনে ॥
দৈত্যগণ পরশে প্রভুর নারীগণ ।
পাষাণ পুত্তলি হৈল ত্যজিয়া জীবন ॥

পরাজয় মানি পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে কান্দিতে যান অত্যন্ত দুঃখিত ॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা করপুটে ॥
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ব্যাস মহাশয় ॥
কি হেতু হইলা দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন ॥
দুষ্কর্ম্ম করিলা কিবা কহত আমারে।
পরাজয় হইলা কিবা সংগ্রাম ভিতরে ॥
দেব দৈত্য হিংসিলা কি সুজনে পীড়িলা।
দুর্জ্জনে সেবনে কিম্বা হীনতা পাইলা ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়।
করে ধরি বসাইল বীর ধনঞ্জয় ॥
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর ॥
এত দিনে পাণ্ডবের বিধি হৈল বাম।
হইলেন গোলোক নিবাসী কৃষ্ণরাম ॥
যার অনুগ্রহে ভ্রমি বিজয় সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে ॥
মম সম বৈরীগণে না করিনু ভয়।
পরাক্রম করিলাম তিন লোক জয় ॥
মম পরাক্রমে দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি ॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয় ॥
দৈত্যগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের রমণী কাড়ি নিল মম স্থানে ॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
বিক্রম বিজয় মম সব দামোদর।
তাঁহার অভাবে ধরি পাপ কলেবর ॥
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জ্জুনের আশ্বাসিয়া কহিলেন ব্যাস ॥
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর ॥
যা কহিলেন ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি ॥
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার ॥
জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপ নিবাশ তাঁহার ॥
আত্মাপর নাহি তাঁর সব সমজ্ঞান।
কীট পক্ষ মনুষ্যাদি সকলি সমান ॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন ॥
চরাচর সর্ব্বভূমে বিশ্ব যেই জন।
পরমাত্মা রূপে ব্রহ্ম সেই সনাতন ॥
যে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারি বেদে কিঞ্চিৎ না পায় যার সীমা ॥
শত কোটি কল্প যোগী ধ্যানে রাখি মন।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশন ॥
তোমরা পাইলে কত পুণ্যে সে বান্ধব।
কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তোমা সব ॥
ভক্তির অধিন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভু দরশন ॥
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাহে।
ভক্তিরূপ ভগবান দূর হরি নহে ॥
অচিরে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবা।
প্রিয়জন স্মরণেতে সতত চিন্তিবা ॥
নিকটে থাকিতে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
দশ কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে ॥
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি স্থির কর মন।
গৃহেতে গমন কর জানিয়া কারণ ॥
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয়।
এক কথা কহি আর খণ্ডাও বিস্ময় ॥
দৈত্য হরি লইল প্রভুর নারীগণ।
ইহার কারণ মোরে কহ তপোধন ॥

পূর্ব্বপুণ্যে কৃষ্ণ পতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক কৃষ্ণের চরণ॥
তাহা সবাকার কেন হৈল হেন গতি।
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহিলেক মুনি।
কার শক্তি হরিবেক শ্রীকৃষ্ণ রমণী॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয়ে॥
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা কৈল পদ্মযোনি॥
পৃথিবীমণ্ডলে জন্ম লহ গিয়া সবে।
ভাগ্য পুণ্যবলে সবে কৃষ্ণ পতি পাবে॥
লক্ষ্মী অংশ পায়ে হবে লক্ষ্মীর সমান।
ভক্তিতে করিবে বশ বিষ্ণু ভগবান॥
বিধির আদেশ সর্ব্ব কন্যাগণে লৈয়া।
পৃথিবীতে চলিল সবে হৃষ্টমতি হৈয়া॥
স্নান করিবারে গেল পুণ্যনদী তীরে।
অষ্টাবক্র নামে মুনি তথা তপ করে॥
ভক্তি করি কন্যাগণ প্রণতি করিল।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর আশীর্ব্বাদ কৈল॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণ পতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন গুণবতী॥
আশীর্ব্বাদ লাভ করি চলিল রমণী।
হেনকালে জল হৈতে উঠে মহামুনি॥
অষ্ট ঠাঁই কুব্জ বক্র খর্ব্ব কলেবর।
পদযুগ বঙ্কিম বঙ্কিম দুই কর॥
শ্রবণ নাসিকা চক্ষু সব বিপরীত।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সবে হইল বিস্মিত॥
মুনি রূপ দেখি সবে উপহাস কৈল।
তাহা শুনি মুনিবর কুপিয়া কহিল॥
আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ।
সে কারণে দিনু শাপ শুন সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে গিয়া সব কৃষ্ণপতি পাবে।
এই অপরাধে দৈত্যপতি হরি লবে॥
মুনির বচনে সবে কম্পিত শরীর।
নিবেদন করে তবে চরণে মুনির॥
অবলা স্ত্রীজাতি মোরা সহজে চঞ্চলা।
ক্ষম অপরাধ মুনি দেখিয়া অবলা॥
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ বিমোচন।
ধর্ম্মে মতি রহুক আজ্ঞা কর তপোধন॥
তুষ্ট হয়ে পুনরপি মুনিবর কহে।
কহিলাম যে কথা সে কভু ব্যর্থ নহে॥
অবশ্য হরিবে দৈত্য না হবে এড়ান।
দৈত্যের পরশে সবে হইবে পাষাণ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দৈত্যে হরে এই অভিপ্রায়॥
পাষাণ হইল তাঁরা দৈত্যের পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তার পাশে॥
না ভাবিহ চিত্তে দুঃখ চল নিজঘরে।
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে॥
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট
যদুকুল নাশের কথা।

শ্রীজন্মেজয় কহে শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে।
কিমতে ধরিল প্রাণ এত শোক ভোগে॥
বিশেষিয়া মুনি মহাশয় কহ মোরে।
এ পাপ খণ্ডাহ মম মনের ভিতরে॥
তব মুখে শ্রুতবাক্য সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণেতে আমার খণ্ডিল ভব ক্ষুধা॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব আখ্যান।
তব মুখে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহা তপোধন।
ব্যাস উপদেশে শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ॥
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিল মুনি জন্মেজয় স্থানে॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
অনন্তরে শুন পিতামহের কাহিনী॥

বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্ন সিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবন নন্দনে ॥
চামর ঢুলান দুই মদ্রবতী সুত।
পাত্র মিত্র অমাত্য সংযুত গুণযুত ॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্ম অবতার।
হরিষেতে বসি সবে করেন বিচার ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত ॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্র পক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে ॥
বিনা মেঘে ঘোর ডাকে ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীত বাত বহে ভস্ম বরিষণ ॥
প্রবল প্রলয়ে যেন অগ্নি বরিষণ।
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশু পক্ষীগণ ॥
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব।
অন্যে অন্যে কোন্দল করয়ে লোক সব ॥
পিতাপুত্র বিরহে শাশুড়ি বধূ সনে।
ব্রাহ্মণ সহিত দ্বন্দ্ব করে শূদ্রগণে ॥
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আইসে কয় ॥
দেউল প্রাচীর ভাঙ্গে দেবের দেহর।
প্রতিমা সকল নাচে গায় মনোহর ॥
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে নাচে বসুমতী।
বিবিধ উৎপাত বহু হইল অনীতি ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হয়ে মনে করেন ভাবন ॥
না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল ॥
দ্বারকা নগরে গেল পার্থ মহারথী।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা ॥
না জানি কি বিরোধ করিল কার সনে।
নাহি জানি কি কর্ম্ম করিল সেইখানে ॥
কিবা পার্থ সমরে হইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয় ॥
কিরূপে ত্বরিতে পাই পার্থের বারতা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা ॥

কি কারণে আজ মম আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচে এই বড় অলক্ষণ ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির করেন ভাবন।
বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুল মন ॥
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবেশিয়া কান্দিতে কান্দিতে ॥
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘনে ঘন।
কিমতে যাইব আমি হস্তিনা ভুবন ॥
কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু তোমা বিনা কি হবে আমারে ॥
নয়নযুগল বারি বহে অনিবার।
শুষ্ক মুখ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হাহাকার ॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম ॥
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি দীন প্রায় ॥
দূরে দেখি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
এই দেখ অর্জ্জুন আসিছে কতদূরে ॥
অর্জ্জুনের রথ হেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে মম হেন লয় মন ॥
কি হেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ গমন হেন বুঝি যে অন্তর ॥
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক মুখ যেন অতি দীন ॥
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে ॥
কতবার যায় পার্থ দ্বারকা ভুবন।
আনন্দসাগরে আইসে নিজ নিকেতন ॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল কিবা কাহার সহিত ॥
কিম্বা কোন অপরাধ কৈল প্রভুস্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভর্ৎসনে।
বলভদ্র সহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমন প্রমাদ ॥
যদি পার্থ হয়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
সকলে নৈরাশ হৈল পাণ্ডব নিশ্চিত ॥

কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সকল সম্পদ মম চরণ তাঁহার ॥
তাঁহার বর্জ্জিত হৈলে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্যধন কি করিব গৃহ ॥
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় মুখে নাহি বোল।
পড়িল ধরণীপরে হইয়া বিহ্বল ॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে তিতিল অবনী ॥
রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সম্বাদ।
পাণ্ডবের তরে কিবা হইল প্রমাদ ॥
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দ বর্জ্জিত কি হইল এত দিনে ॥
স্বরূপেতে বলহ কুশল সমাচার।
কি কারণে এত দুঃখ হইল তোমার ॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ।
কি প্রকার আছেন শ্রীমধুসূদন ॥
কি কারণে ত্বরিতে সে দারুক আইল।
ভাল মন্দ সমাচার কিছু না কহিল ॥
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকা নগরী।
কহ তুমি কিরূপে ভেটিলে দেব হরি ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তার বৈসে কত জন ॥
কত শিব ইন্দ্র যার এক লোমকূপে।
তাঁহার সন্তাষ তুমি করিলে কিরূপে ॥
মাতুল নন্দন হেন বিচারিল মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ না চাহিলেন নয়নে ॥
কিবা বলভদ্র সহ কৈলা সবিনয়।
কি দোষ করিলা তুমি ভাই ধনঞ্জয় ॥
চারিভিতে চারি ভাই মলিন বদন।
ধূলায় লোটান বীর ইন্দ্রের নন্দন ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কি কহিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণ হীন হইল সংসার ॥
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জ্জিত হইলে শুনহ রাজন ॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ সব হইল ক্ষয়।
যুদ্ধে দ্বন্দ্ব করি সবে করিল প্রলয় ॥
কামদেব আদি যত কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক যদুগণ ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
এক জন যদুকুলে না রহিল আর ॥
যোগে তনু ত্যজিলেন রেবতীরমণ।
নিম্ব বৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ ॥
ব্যাধ এক আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন প্রাণ শ্রীমধুসূদন ॥
পাণ্ডবকুলের নাথ দেব জনার্দ্দন।
তাঁহার বিয়োগে হইল সকল মরণ ॥
কি করিব রাজ্যধন কি কায জীবনে।
সকল নিরাশ হইল গোবিন্দ বিহনে ॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিক শূন্য দেখি সকল আন্ধার ॥
মূষলপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব ঘটন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরোচন ॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেক ধরণী উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর ॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রাণধন গোবিন্দ বিহনে।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধর্ম্মঅধিকারি,
পড়িলেন ভূমে অচেতনে ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পার্থ রূপ পক্ষীর জীবন।
বিবিধ সঙ্কটে ঘোরে, রক্ষা কৈলে বারে২,
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ ॥
খাণ্ডব দাহনকালে, ইন্দ্রআদি দিকপালে,
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাত কবচ আদি, যত দেবগণ বাদী,
একেলা বধিল ধনঞ্জয় ॥

উত্তর গোগৃহ রণে, ভীষ্ম আদি বীরগণে,
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনী।
দুর্য্যোধনভয়হৈতে,রক্ষা কৈলেকুরুক্ষেত্রে,
সারথিত্ব করিলে আপনি ॥
পূর্ব্বেতে পাশায় জিনি, সভামধ্যে যাজ্ঞ-
সেনী,ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্র করিতে তারে,দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘনে ঘন ॥
পঞ্চস্বামী বিদ্যমান,কিছুতে না দেখিত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি।
অনাথের নাথ তুমি,তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদ কুমারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি,আসিলদুর্ব্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য ভিতর।
সে সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে,ফেলাইয়া কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিলে দামোদর ॥
বিরাট নগর হৈতে, দুর্য্যোধন কুরুসুতে,
হস্তিনা আইলে দূতপণে।
তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি,
ঘোরতর করিল দারুণে ॥
কৃপাসিন্ধু অবতার, সঙ্কটে করিল পার,
বন্ধুরূপে পাণ্ডুর নন্দনে।
পুনঃআসি শোকান্তরে,অরণ্যেযাবারতরে,
সত্য চিন্তিলাম নিজ মনে ॥
প্রবোধিয়াবিধিমতে,আমারেরাখিলেতাতে,
বুঝাইয়া অশেষ প্রকার।
হায় দুঃখ বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণ ধন,
তোমা বিনে আছে কে আমার ॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর ধনঞ্জয় বৃকোদর,
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যেপড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাসের রচিত গাঁথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।

রাজা বলে ভাই সব কি ভাবহ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥
সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি।
তাহা বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি ॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দনন্দনে।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে ॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন।
করপুট হইয়া করেন নিবেদন ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তুমি যেই পথে যাবে সেই পথে গতি ॥
তোমা বিনা কে আর করিবে কোন কায।
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্ম্মরাজ।
আজন্ম তোমার পাশে নাহি বিচলিত ॥
আমা সবা ত্যজিবারে নহেত উচিত।
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতি ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে ॥
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময় ॥
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অনুগত জনে রাজা করহ সংহতি ॥
শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রুপদনন্দিনী হৈল হরষিত মন ॥
নানা রত্ন সংসারে বিলান অপ্রমিত।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত ॥
ঊষা অনিরুদ্ধ সুত বজ্র নাম ধরে।
যদুবংশ শেষে মাত্র তিনি একেশ্বরে ॥
যুধিষ্ঠির আশ্রয় বুঝিয়া বজ্র বীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বজ্রবীর লয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার ॥

ইন্দ্রপ্রস্থ পাটে তাঁর অভিষেক করি।
ছত্রদণ্ড অর্পিলেন ধর্ম্ম অধিকারী॥
তাহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণি বংশধর॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমারে পালন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্রহস্তে ইন্দ্রপ্রস্থে দেন পাঠাইয়া॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনা ভুবনে।
পরীক্ষিতে বসায়েন রাজ সিংহাসনে॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিয়া পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক॥
চতুর্দ্দিকে ঘন হয় হরি হরি ধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পাঞ্চাল নন্দিনী সঙ্গে হইল বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে॥
কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় হইয়া॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব চক্রপাণি॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে হাহাকার।
নগরিক পুরবাসী যত পরিবার॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন।
কোথা যাহ পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন॥
ওহে মহারাজ তুমি যাহ কোথাকারে।
কোথা যাহ ভীমসেন পার্থ মহাবীরে॥
কোথা যাহ মাদ্রীসুত দ্রুপদ দুহিতা।
কোন দোষে মোরা সব হইনু বঞ্চিতা॥
জনক জননী রূপে করিলে পালন।
তোমা সবা বিহনে মরিব সর্ব্বজন॥
রাজ্যের যতেক লোক লয়ে পরিবার।
চতুর্দ্দিকে ধায় সবে পায়ে সমাচার॥
পাণ্ডু পুত্র ছাড়ি যান দ্রৌপদী সহিতে।
শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত চিতে॥
ঘর হৈতে বাহির হইল কুলনারী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক ছাড়ে হাহাকার করি॥
রত্ন ধন ত্যজে কেহ আসন শয়নে।
স্বামীর সেবন কেহ শিশু ত্যজে আনে॥
কেহ২ গৃহ মধ্যে আছে নানা কাজে।
আলাপনে ছিল কেহ বন্ধুগণ মাঝে॥
আচম্বিতে সমাচার শুনিলা দুরন্ত।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে শোকে নাহি অন্ত॥
ঘোর সিন্ধু মধ্যে যেন ডুবিল তরণী।
ঘোর বন মধ্যে যেন বেড়িল আগুনি॥
পলায়ে যাইতে যেন চোর ধর্ম্মহাতে।
পিছুলে আছাড় যেন পাষাণের পথে॥
সেইমত নিরাশ হইল প্রজাগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিভিতে ধায় সর্ব্বজন॥
আপনা পাসরি লোক উভরড়ে ধায়।
ধাওয়াধাই উভরড় পথ নাহি পায়॥
শ্বশুরে ছাড়িয়া পাছে বধূ ধায় আগে।
লাজ ভয় ত্যজিয়া ধাইল বায়ুবেগে॥
রমণী পুরুষ সব যায় রাড়ারড়ি।
চতুর্দ্দিকে কান্দে লোক পাণ্ডবেরে বেড়ি॥
মহাভারতের কথা অমৃত আখ্যান।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরামের নিশান॥

প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য।

ধর্ম্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সবে যাহ নিকেতন॥
এই পরীক্ষিত হইল রাজ্যেতে রাজন।
আমা সম তোমা সবে করিবে পালন॥
মম বাক্য অন্যথা না কর সর্ব্বজন।
নিজ নিজালয়ে সবে করহ গমন॥
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর॥

কি বলিব কৃষ্ণ গুণ কি দিব মহিমা।
চতুর্ব্বেদে ব্যাস মুনি দিতে নারে সীমা ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ নাম বলে যেইজন।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠ যায় ব্যাসের বচন ॥
পরকালে বন্ধু সেই নন্দের নন্দন।
তেঁই বিনা বন্ধু আর নাহি কোন জন ॥
সদা কৃষ্ণ পদে মতি রাখে যেই জন।
অনায়াসে তরি যায় এ ভব বন্ধন ॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
কৃষ্ণ বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
হেনমতে পঞ্চভাই যান পূর্ব্বমুখে।
হেনকালে বৈশ্বানর দেখেন সম্মুখে ॥
প্রচণ্ড শরীর দীপ্ত নয়ন যুগল।
কনক মুকুট শোভে মকর কুণ্ডল ॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলিলেন বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
আমি হুতাশন শুন ইন্দ্রের নন্দন ॥
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডব দাহন।
তোমা পঞ্চ সহোদর দেব অবতার।
বিষ্ণু সহ পৃথিবীতে করিলা বিহার ॥
করিলা অনেক কর্ম্ম বিনাশিলা ভার।
পরম সন্তোষ হইল পৃথিবী অপার ॥
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলা তোমরা পঞ্চজন ॥
অক্ষয় যুগল তূণ পাণ্ডীব ধনুক।
দেহত আমার তরে এ নহে কৌতুক ॥
এত শুনি পঞ্চভাই পাঞ্চলী সহিত।
প্রণিপাত করিলেন হয়ে হরষিত ॥
গাণ্ডীব ধনুক আর তূণ পূর্ণ শর।
অগ্নি বিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধনুক লইয়া অগ্নি হৈল অন্তর্দ্ধান।
করপুটে পঞ্চজন করেন প্রণাম ॥
তবে পূর্ব্বমুখ হয়ে যান ছয় জন।
বনে বনে চলিলেন ভাই পঞ্চজন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
এক মনে যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্ব দুঃখ হরে তার পাপ বিমোচন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে মুষল পর্ব্ব হৈল সমাধান ॥

মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

পাণ্ডবদের মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ।

বলিলেন জন্মেজয় পিতামহগণ।
কোনপথে স্বর্গেতে করেন আরোহণ॥
কোন কোন পর্ব্বতে পড়িল কোন বীর।
স্বশরীরে কেমন গেলেন যুধিষ্ঠির॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ধৌম্যের বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন।
হইলেন কেবল গোবিন্দ পরায়ণ॥
পুণ্য ভাগীরথী জল করি স্নান দান।
সূর্য্যে অর্ঘ দিলেন হইয়া সাবধান॥
গঙ্গা মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হৈয়া স্বর্গপথে করেন প্রয়ান॥
বহু বন পার হৈয়া অনেক পর্ব্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্ব্বতে গেলেন কত দিনে॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী সম।
অনেক তপস্বী ঋষি মুনির আশ্রম॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখি জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদনদী দেখেন সমীপ॥
অনেক তপস্বী ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্ব্বত গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোঠরে॥
তাম্র জটা গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ।
তপ জপ সাধে নিত্য আপনার কায॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরু সম সুন্দর শিখর॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানব ঈশ্বর নাম বলি পঞ্চানন॥
দানব নৃপতি দেশে দানব রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে জনে জ্বলন্ত পাবক॥
মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া॥
পঞ্চজন নর আইসে সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্য হয় রাজা পরমা সুন্দরী॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিত।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিত॥
বাহিনী সহিত সাজি আইল বাহিরে।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুকে যুড়ি তীরে॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্প আকার।
নীলবর্ণ সাজিয়া করিল অন্ধকার॥
সেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাণ্ডব।
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব॥
অন্ধকার করিলেন বাণ বরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ় শ্রাবণে॥
নানা বাণ বৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রুধিল নাহি দেখি দীননাথ॥
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণে হইল বিস্মিত॥

মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে !
কে তোমরা পঞ্চজন যাবে কোথাকারে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দানব প্রধান।
চন্দ্রবংশী আমরা হে পাণ্ডুর সন্তান ॥
ভ্রাতৃভেদে বংশ হইল সংহার।
অতএব স্বর্গপথে করি অগ্রসর ॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান ॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চভাই না হও অস্থির ॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবা গমন।
যাইতে নারিবা স্বর্গে শুনহ রাজন ॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করহ প্রয়াণ ॥
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোমবংশ হতে।
নিক্ষত্র হইল ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন হাতে ॥
তিন কোটি কিরাত দানব তিন কোটি।
ভীমার্জ্জুন কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটি ॥
দানবের বচন হইল মনে দুঃখ।
পঞ্চভাই যান করি উত্তরেতে মুখ।
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হইল অগ্নির সমান ॥
হাতে অস্ত্র করিয়া বেড়ায় চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হৈল চমকিত ॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক পঞ্চভাই।
ইহা সবাকার ভার্য্যা আন মম ঠাঁই ॥
এত শুনি দৈত্যগণ কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল ॥
দেখি বৃকোদর ধর্ম্মে বলে ডাক দিয়া।
দ্রৌপদী দৈত্যগণ লইল ধরিয়া ॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে ॥
জলন্ত অনল যে ঘৃত যোগে বাড়ে।
অশেষ প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে ॥
গদা নাহি শাল বৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান ॥
নাড়াদিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল।
ক্রোধ করি ধায় বীর যেন কৃতান্তকাল ॥
প্রহার করয়ে বৃক্ষ ডাকে হান হান।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হইল কম্পমান ॥
ভীম বলে শুনরে কিরাত দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড় যদি পাইবে জীবন ॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপরে।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘরে ॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন ॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পেয়ে।
তুমি রাজ্য কর হেথা নরপতি হয়ে ॥
প্রাণ রক্ষা কর হের লহ তব নারী।
এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি ॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীরে লয়ে গেল ধর্ম্মের গোচর ॥
তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মরাজ ভীমে দেন কোল।
হরি বলে যান রাজা মুখে হরিবোল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দানবেশ্বর শিব দর্শনাদি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দানব ঈশ্বর তিনি শিব রচিত সুবর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রতি বর্ণে ॥
মস্তক শোভিত মণি মুকুতার পাতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি ॥
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল।
হংস চক্রবাক শোভে প্রফুল্ল কমল ॥
তাহা দেখি পঞ্চভাই জলেতে নামিয়া।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া ॥
স্নান করি কুণ্ড হইতে উঠি ছয়জন।
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পূজন ॥
কেহ স্তব করে কেহ শিব সেবা করে।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুটি শিরে ॥

ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর ।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
এতবলি প্রণমিয়া করি জলপান ।
উত্তর মুখেতে পুনঃ করিল প্রয়াণ ॥
কতদূর যাইতে দেখেন সরোবর ।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর ॥
জল পান করি স্নিগ্ধ হৈয়া পঞ্চজন ।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন ॥
কেদার পর্ব্বত তবে করি আরোহন ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন ॥
কেদার পর্ব্বতে সেই অতি সুশোভন ।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ ॥
অতি বড় উচ্চ গিরি অতি ভয়ঙ্কর ।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর ॥
পর্ব্বতের চারিপাশে শোভা নানা বৃক্ষ ।
কিঙ্কর গন্ধর্ব্ব কন্যা আছে লক্ষ লক্ষ ॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দর কামিনী ।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী ॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ ।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচন ॥
কোথা হৈতে আগমন যাবে কোথাকারে ।
কিবা নাম কোন বর্ণ কহিবা আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন চন্দ্র বংশেতে উৎপত্তি ।
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডব সন্ততি ॥
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন ।
স্বর্গে যাই কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥
অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে ।
পরিচয় এই কন্যা জানাই তোমারে ॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন ॥
কি হেতু পাইয়া দুঃখ যাহ স্বর্গপুর ।
এই দেশে থাক হৈয়া রাজ্যের ঠাকুর ॥
দেখত আমার পুরী পরম সুন্দর ।
শোক রোগ ব্যাধি জরা নাহি নৃপবর ॥
চন্দ্র সূর্য্য যিনি শোভে আবাস উদ্যান ।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান ॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী ।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন তখন ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাব অমর ভুবন ॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন ।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ ॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি ।
অতএব স্বর্গে যাব দেখিতে মুরারী ॥
করিলাম সঙ্কল্প যাবৎ প্রাণ থাকে ।
না করিব রাজ্য ভোগ যাব স্বর্গলোকে ॥
শুনি কন্যাগণ পুনঃ কহে যুধিষ্ঠিরে ।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব শরীরে ॥
মনুষ্য দুর্গম স্বর্গে শুন নরপতি ।
শরীর ত্যজিয়া যে গেলেন যদুপতি ॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কতকাল ।
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥
আমাদের সঙ্গে থাক হাস্য রঙ্গ রসে ।
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে ॥
রাজা বলিলেন যে তোমরা মাতৃ সম ।
তোমা সবাকার মায়া মনেতে দুর্গম ॥
নিষ্ঠুর শুনিয়া নিবর্ত্তিল কন্যাগণ ।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন ॥
পর্ব্বতে দেখেন বীর অতি মনোহর ।
বিরাজিত অর্দ্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর ॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গম্ভীরা ।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র তারা ॥
পাছে বিরচিত কুণ্ড ত্রিভুবন সার ।
স্ফটিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার ॥
কুণ্ডে নামি স্নানদান করি পঞ্চজন ।
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ ॥
স্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল ।
মণিময় মহেশ্বরে দেখিতে পাইল ॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া ।
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া ॥

কৃমী কীট পশু পক্ষী তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে ॥
এ সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল ছয়জনে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথ মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতহীন তুমি ভূতেশ্বর ॥
কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
বর মাগি ছয় জন চলে তথা হৈতে।
পর্ব্বত কেদার পার হইল মহাশীতে ॥
যাইতে উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় দেখিলেন সুশোভন ॥
ধর্ম্মের নন্দন তাহে প্রফুল্ল কমল।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল ॥
অপ্সরী কিন্নরী তথা নানা ক্রীড়া করে।
মুনিগণ তপ করে পর্ব্বত উপরে ॥
খেলায় মর্কটগণ পায়ে দিব্য শাখী।
বিবিধ বিধানে সুখ করে নানা পাখী ॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে ॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর তনয় ॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আছিল ছলিতে ॥
জলচর পক্ষী হৈয়া রন সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্ব্বত উপরে ॥
পথশ্রমে তৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জল হেতু চলিলেন বৃকোদর বীর ॥
আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
দেখিয়া ডাকিয়া বলে পক্ষী জলোচর ॥
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা সার পথ।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি মত ॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হইলেন জল পরশনে ॥
এইরূপ অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে ॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্ম্মভূপ।
তাঁরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষীরূপ ॥
কি বার্ত্তা আশ্চর্য্য পথ কেবা সদা সুখী।
জলখাবে পাছে অগ্রে কহ শুনি দেখি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন বার্ত্তা এই জানি আমি।
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক করে প্রাণী ॥
দিনে দিনে যমালয় যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্ম্মপথে।
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মতে ॥
ফল মূল শাক যেই খায় দিবাশেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে ॥
এই সত্য চারি আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দেন পরিচয় ॥
চমৎকার হৈয়া রাজা পড়িলেক পায়।
ভ্রাতৃগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায় ॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিলেন তবে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে ॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এতবলি ধর্ম্ম চলিলেন নিজালয় ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও ভীমের হস্তে ভীষণা রাক্ষসীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
গেলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহেণ পাণ্ডু পুত্র তাহার উপর ॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রসর।
অতি অনুপম যেন সুমেরু শিখর ॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারি মাস।
নানা শব্দ কোলাহল দেখিতে তরাস ॥
সেইত পর্ব্বত রক্ষা করে দেবগণ।
বর্ষাকালে চন্দ্র তাতে করে সুশোভন ॥

মেঘবর্ণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
দিবা রাত্রি নাহি জানি পর্ব্বত উপর॥
পুঞ্জনারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে॥
যুধিষ্ঠির দেখি বলে নারী পঙ্কজন।
কোথা হৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ হেন লয় মনে॥
নয় কোটি কন্যা লৈয়া থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি॥
আমার নগর দেখ অতি রম্য পুরী।
তুমি স্বামী হইলে সেবিবে কোটি নারী॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবা হেথায়।
রাজ্য কর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রয়॥
কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড়হাতে কহিছেন অতি সবিনয়॥
সঙ্কল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব দেখিব জগন্নাথে॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গ যাই অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ॥
দয়া করি মোরে বর দেহ কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ॥
এতবলি তথা হৈতে করিয়া গমন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
হেনমতে সেই পথে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বত শিখরে আছে বসি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ি কায় অতি ভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভয় করে দিবাকর॥
বিশাল রাক্ষসী পথ আগুলিয়া রহে।
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে॥
ধর্ম্ম বলিলেন হের দেখ বৃকোদর।
মুখ মেলি খাইতে চাহে দুষ্ট নিশাচর॥
ভয় হয় মনে দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দীর্ঘ কলেবর॥
কিরূপে যাইব পথ করিল আটক।
দীপ্তমান তেজ যেন জ্বলন্ত পাবক॥
দ্রৌপদীর ভয় হৈল রাক্ষসী দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন বীরে ধরিল চাপিয়া॥
শঙ্খপাণি নামে মুনি বৈসে সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্থানে॥
কি হেতু রাক্ষসী বন্দ করে স্বর্গপথে।
সর্ব্বকাল আছে কিম্বা আইল কোথা হতে॥
শুনি মুনি বলিলেন বচন গভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির॥
চিত্রা নামে স্বর্গপুরে আছিল অপ্সরী।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী॥
ক্ষুধায় না থাকে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায় তারে খায় কিবা যোগী ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ পক্ষী নরে।
পাইলে আনন্দ মন সব গ্রাস করে॥
ক্ষণেক অপ্সরা হয়ে সুর মন মোহে।
নররূপ পক্ষরূপ ইচ্ছা হয় যাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই শুনহ দুরন্ত॥
শক্তি যদি থাকে দুষ্টে করহ সংহার।
নহে ধরি নিশচারী করিবে সংহার॥
এত শুনি বৃকোদর হৈল আগুয়ান।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে সেই তোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ দুই ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া একখান মারে রাক্ষসীরে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে॥
দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বৃকোদর।
লাফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বত শিখর॥
রক্তাক্ষি রাক্ষসী কোপে চাহি চারিপাশে।
বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে নাকের নিশ্বাসে॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করি ভয়ঙ্কর।
দেবাসুর কম্পমান সিন্ধু ধরাধর॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থর থর অঙ্গ পবনকুমার॥

উপাড়িয়া সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পবান ॥
ভীম বলে নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্র সম প্রহারে ভাঙ্গিল তোর বক্ষ ॥
এত বলি হাতে গাছ আনে বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের আগে ॥
না মরে রাক্ষসী সেই নাহি ছাড়ে পথ।
দেখি ধর্ম্ম চিন্তিত হলেন মনোগত ॥
বীর বৃকোদর পুনঃ গোবিন্দ ভাবিয়া।
সুররাজ পর্ব্বত আনিল টান দিয়া ॥
ভীম বলে নিশাচরী শুন রে ভীষণা।
মনে না করিহ আর বাঁচিতে বাসনা ॥
মুনি ঋষি খেয়ে তোর বেড়েছে বাসনা।
আজি যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা ॥
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া ॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগণের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বামহাতে ॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ সাগরে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ভীম বীর।
কি হবে উপায় চিন্তিলেন যুধিষ্ঠির ॥
তবে বৃকোদর বড় বিষাদ বদনে।
ব্যাকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে ॥
নাহি মরে নিশাচরী নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি গ্রাসে যেন আদিত্যের রথ ॥
মনে ভাবি ভীমসেন করিলা নিশ্চয়।
জনক পবনে চিন্তে সঙ্কট সময় ॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে ॥
শুন পুত্র বৃকোদর না হবে ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে কহিব বিহিত ॥
যোড়হাতে বলে ভীম বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গ আরোহণ ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা হয় তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল ॥
এত শুনি হাসিয়া বলিলেন পবন।
তব তেজঃ হোক পুত্র আমার সমান ॥
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
বহু সুখে সুরপুরে কর আগুসার ॥
বৃক্ষ লয়ে বৃকোদর মারে মালসাটে।
চালইয়া দিল বৃক্ষ নাসিকার বাটে ॥
রাক্ষসী নিস্তেজ হৈল ভীমের প্রহারে।
লোটায়ে পড়িল ভূমে ছট ফট করে ॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্ল অন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন বুকের উপর ॥
নাসাপথে উঠি বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্ত পদ চিরিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন।
বজ্রকীলে ভাঙ্গিলেন দুপাটি দশন ॥
মস্তক ঢুকায় তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে ॥
মাংসপিণ্ড সম কৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক বীরে বিনাশিল যেন ॥
কুষ্মাণ্ড সমান কৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাক্রোধে পদাঘাত মারিলেন তায় ॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রম কেশরী ॥
অন্তরীক্ষে তুলে তারে বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছড়িয়া ॥
দেবাসুর নাগ নর দেখি বিস্ময়মান।
গন্ধমাদনেরে যেন লুফে হনুমান ॥
অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল তারে দক্ষিণ সাগরে ॥
ভীষণা রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

ভদ্রককালী পর্ব্বতে পাণ্ডবের গমন ও দ্রৌপদীর দেহ ত্যাগ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ॥
চলিল উত্তর মুখে ভাই পঞ্চজন ॥
দেখিল অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর ॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায় ॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন ॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রম এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেণ গিয়া ॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠে পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্তরথে সূর্য্য আদি গ্রহ দেবগণ ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরিপরে ॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দাও মাতা মাগি তব স্থানে ॥
যুধিষ্ঠির কন দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতা থাকিয়া সর্ব্বজয়া ॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে ॥
অমর নগর সব সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরী অপ্সর জিনিয়া কন্যাগণ ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপতি তাহাতে।
আছে অধিকার করে পুরুষ বির্জ্জতে ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজপুরে।
অগ্র হয়ে কহিলেন সবার গোচরে ॥
রাজ্য নিতে আইল কিবা কোন নরপতি
আমার পর্ব্বতে আইল এইরূপ গতি ॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্য মম অধিকার।
যে হউক সমরে করিব মহামার ॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া ॥
কোন নারী জিজ্ঞাসা করিল পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে ॥
রাজা বলে কন্যাগণ না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির ॥
কি কারণে তোমা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য দেশ লইতে না আমি আসি হেথা ॥
কলি আগমন হবে পৃথিবী ভুবনে।
স্বর্গ আরোহণ মোরা করি সে কারণে ॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী রাণীকে সংবাদ দিল গিয়া ॥
শুনি লীলাবতী কন্যা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নরী সাজ করি বিবধ বিধান ॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে সাজন করিয়া।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
জিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি মহাপুণ্যবাণ।
অতএব এত দূরে করিলে প্রয়াণ ॥
মম ভাগ্যে আসিয়াছ আমার নগর।
আমি দাসী হব তুমি হও রাজ্যেশ্বর ॥
ভদ্রকালী পর্ব্বতেতে আমি অধিকারী।
হিরা মণি মাণিক্য মণ্ডিত মম পুরী ॥
যাবৎ থাকিবা ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবত থাকিব রাজা তোমার সহিতে ॥
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গ হৈতে এ স্থান আনন্দ পাবে বাড়া ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন লীলাবতী।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি ॥
কলি আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
রাজ্য ত্যজি করি তেঁই স্বর্গ আরোহণ ॥
করেছি সঙ্কল্প আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমর নগর ॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেও কন্যাগণ।
সুরপুরী যাব আমি যথা নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া।
পুনরপি কহে কন্যা ঈষৎ হাসিয়া ॥
বুদ্ধি নাহি রাজা তব রাজার লক্ষণ।
কি সুখ পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ ॥
আমাদের সঙ্গে তুমি থাক নিরন্তর।
স্বর্গের অধিক ফল পাবে নিরন্তর ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে।
অন্য সুখ নাহি ভাল লাগে মোর চিতে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমর ভুবন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ।
বাহুড়িয়া নিবর্ত্তিয়া গেল সর্ব্বজন॥
লীলাবতী কন্যা গেল পায়ে মনোদুঃখ।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ॥
কত দূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিরচিত প্রবাল প্রস্তর॥
তাহা দেখি পাণ্ডবেরা হরষিত মন।
পঞ্চভাই করিলেন প্রণাম স্তবন।
স্নান দান করি সবে ফল পুষ্প লৈয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিকে বেড়িয়া॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
করিলেন যাত্রা সবে উত্তরাভিমুখে॥
হরিনাম পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্ব্বতে মণি মাণিক্য রতন॥
ঐরাবত নামে হস্তী ফিরে পালে পালে।
দেব যক্ষ মরে অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে॥
মঙ্গহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চুর॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥
পাঞ্চালী পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজন না জানে কোন ক্রমে॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখি বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনিয়া আকুল হইলেন যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবের বিলাপ।

যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে লৈয়া যাজ্ঞসেনী,
কান্দিছেন সকরুণ ভাষে।
শোক দুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন,
অশ্রুমুখে বৈসে চারিপাশে॥
দ্রৌপদীর মুখ চায়ে, কান্দেন বিলাপিয়ে,
কোথা গেল দ্রুপদনন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচকবীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধন মান॥
সেকালে দ্রুপদরাজে, পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনি সম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্যা,
সম্প্রদান করিবে তাহারে॥
প্রতিজ্ঞা বচন শুনি, এক লক্ষ নৃপমণি,
হুড়াহুড়ি বিন্ধিবার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক ধরে, গুণ দিতে নাহি পারে,
তব বাঞ্ছা পাইতে তোমারে॥
রক্ত উঠে কারমুখে, কারহস্ত ঘাড় বাঁকে,
না পারিয়া ক্ষমা দিল সবে।
চারি বর্ণে যে বিন্ধিবে, তারে রাজ কন্যা
দিবে, দ্রুপদ কহিল ডাকি তবে॥
তোমা জিনি পঞ্চভাই, গেলাম জননী ঠাঁই,
ভিক্ষা বলি মায়ে বলা গেল।
না দেখিয়া না শুনিয়া, জননী হরিষ হৈয়া,
বাঁটি খাও পঞ্চজনে কৈল॥
আজ্ঞা দিলা মুনিগণে, বিভা কৈনু পঞ্চজনে,
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।
দ্বাদশ বৎসর বনে, তুষিলা ব্রাহ্মণগণে,
পর্ব্বতে পড়িয়া অঙ্গ ঢালি॥
মর্ত্ত্যে করিলাম পাপ, তেঁই এত পাই তাপ,
কেন তুমি পড়িলা পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে, কান্দেন ভূপতি চিতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে॥
কান্দি ভীম ধনঞ্জয়, যমক সোদর দ্বয়,
শোকাকুলে করে হাহাকার।

বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ হরি হরি,
অগ্রে হৈল মরণ তোমার ॥
আমাদের সঙ্গ ছাড়ি,পর্ব্বতেরগিলা পড়ি,
তোমা এড়ি যাইব কিমতে।
এতেক ভাবিয়াসবে,কিছুশান্তহৈয়া তবে,
প্রিয়বাক্যে কহে ধর্ম্মসুত ॥
এইহেতু দেশেপূর্ব্বে,রহিতেবলিনু সর্ব্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলা সঙ্গ।
তোমা হেননারী বনে,শূন্য দেখিরাত্রদিনে,
বিধাতা করিল সুখ ভঙ্গ ॥
ভারতের পুণ্যকথা,শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
হয় দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
তবে কতক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বৈসেন পঞ্চজন।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন গদগদ বচন ॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায়প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলা কোনপুরী ॥
পড়িয়া রহিলে কেন পর্ব্বত উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে ॥
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেমনে রহিলা মহা বনে ॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন ॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসন বক্ষঃ চিরি রক্ত পান কৈল ॥
ঊরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
নিক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণ ॥
তোমা হেতু জয়দ্রথ পাইল অপমান।
গোবিন্দের প্রিয়া তুমি পাণ্ডবের প্রাণ ॥
তোমার বিহনে দেখি দিনে অন্ধকার।
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে জলধার ॥
বৃকোদর বলিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী ॥
পতিব্রতা হৈয়া স্বর্গে নাহি গেল কেনে।
এত বলি শ্রীধর্ম্ম বলেন ভীমসেনে ॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
আগা হৈতে বড় স্নেহ ছিল পার্থ বীরে ॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই।
জ্ঞাতিগণ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি ॥
ঘৃতাহুতি তাহাতে হইলা যাজ্ঞসেনী ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে ভব ক্ষুধা ॥
কাশীরাম দাসের প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড় ॥

বদরিকাশ্রমে সহদেবের দেহত্যাগ
ও যুধিষ্ঠিরের শোক।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে গঙ্গা দিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ দুঃখছাড়ি
পঞ্চভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী ॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
তাম্রচূড় গিরি করিলেন আরোহণ ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদে পূরিল সর্ব্বত্র জয় জয় ॥
আকাশে পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবতা ভাস্কর ॥
কালচক্র ফিরে গদা আপনার কাযে।
বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে ॥
পাৰ্ষ্ণি পরাণী যদি তথা গতি করে।
আরোহন মাত্রে সেইক্ষণে পুড়ে মরে ॥
দেখিয়া বিস্মাপন্ন ভাই পঞ্চজন।
কালাগ্নী রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন ॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তার।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশ মূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চভাই নমস্কার করি ॥

স্তব করি বর পেয়ে করিল গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতে করিল আরোহণ ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মাণ গিরিপুরী অতি শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কাননের প্রভা ॥
স্বর্গ হৈতে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি ॥
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর ॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকারে।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান অনুসারে ॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডু পুত্রগণ।
স্বর্ণের মণ্ডপ তথা অতি বিচক্ষণ ॥
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকারে আলো করে জিনিয়া মিহির ॥
পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব দানব ঈশ্বর ॥
কিন্নরের রাজ্যপুরী অতি অনুপম।
স্থাপিয়া দেব দেব মহাদেব নাম ॥
বীণাবংশী বাজে কেহ গায় শিব গীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত ॥
চারিপাশে স্তুতি করে নাচয়ে নর্ত্তকী।
অন্য জাতি নারী নাহি সকল ব্রাহ্মণী ॥
কেহ গন্ধ চুয়া দিয়া পুষ্প পারিজাত।
বিল্বপত্রে গাল বাদ্য পূজে বিশ্বনাথ ॥
স্তব পাঠ করি কেহ শিবের সাক্ষাতে।
এক পদে স্তব কেহ করে যোড়হাতে ॥
সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয় ॥
নিরবধি সবে সেবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগ পরায়ণ ॥
দেখি পঞ্চ ভাই করিলেন স্নানদান।
লোভ মোহ ছাড়িয়া পাইল দিব্যজ্ঞান ॥
স্নান করি পাণ্ডব হইল কুতূহলী।
পিতৃলোক উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি ॥
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ ভিতরে।
বিধিমতে পঞ্চভাই পূজিল শঙ্করে ॥

করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনর্জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর ॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হৈতে।
দেব পুষ্প পড়ে আসি ভূপতির মাথে ॥
দেখিয়া তপস্বীগণ প্রফুল্ল অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
এই তীর্থে থাক রাজা মোসবার সঙ্গে।
কোথায় বা কি হেতু যাবে কোন ভাগে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টকে নিজ রাজ্য সকল ত্যজিয়া ॥
সঙ্কল্প করেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন দেব নারায়ণ ॥
এত শুনি বলে তারে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
তব তুল্য রাজা নাহি অবনী ভিতর ॥
সমস্ত ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিয়া গোবিন্দ পদ পাবে দিব্য গতি ॥
তারে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তর মুখেতে যাত্রা করেন তখন ॥
বদরিকাশ্রমে দেখি জাহ্নবীর কূলে।
বদরিকা বৃক্ষ তথা শোভে ফল ফুলে ॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক নাদে ডালে ॥
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে ॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা ফল দিব্য দেবালয় ॥
করয়ে তপস্যা তীরে কত শত মুনি।
তরঙ্গ নির্ম্মল জলে গঙ্গা মন্দাকিনী ॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর ॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া।
হেথায় থাকহ রাজা আমা সবা লৈয়া ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব এথা আছে শত শত।
পঞ্চ ভাই থাক সুখে সবার সহিত ॥
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চজনে।
পূর্ব্ব শোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখমনে ॥